ভারতবর্ষ লাভের উপায় কি? যদি বল রাজশক্তি দ্বারা সে অভীষ্ট সাধিত হইবে। তাহা কত দূর যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভাবিত, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক।

সত্য বটে এদেশে এক্ষণে ইংলণ্ডের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, পুর[illegible] মহারাণীর ঘোষণায়, শান্তিযুক্ত অথবা ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। দেশে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান হইতেছে, পার্লেমেণ্ট নিজে অভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যত দূর সম্ভব পদার্থ ও শাসনসংক্রান্ত উৎকর্ষ সাধন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা হইতেছে আরও হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সমাজে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, অধিকার থাকিলেও ইহাতে হস্তার্পণ করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। ইচ্ছা করিলেও সে হস্তক্ষেপে অনিষ্ট বিনা ইষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞের ন্যায় নিরপেক্ষ থাকাই কর্ত্তব্য। সমাজের উন্নতি সাধন সমাজের নিজেরই কর্ত্তব্য।

যদি রাজ দ্বারা না হইল, তবে আমাদিগের সমাজের উন্নতি কাহার দ্বারা ও কিরূপে হইবে? খৃষ্ট, মহম্মদ ও লুথর প্রভৃতির কাল অতীত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের একটী বিশেষ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আমরা আদিম আমেরিকান অথবা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসীদিগের তুল্য শূন্যহৃদয় নহি যে, যে কোন উপদেশ আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইবে। আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার আছে। যাঁহারা এ সকল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অসময়ে পরিপক্ব হইয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

[illegible]

দেরও সেইরূপ জাতিসাধারণের উন্নতি সাধন চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদিগের উদ্দেশ্য এই দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা ইংলণ্ডের "সামাজিক বিজ্ঞান সভার" (সোসিয়াল সাইয়েন্স কনগ্রেসের) ন্যায় এক সভা করুন। মধ্যে মধ্যে দেশের স্থানে স্থানে সভার অধিবেশন হউক। রেলওয়ে হওয়াতে এই উপায় সহজ হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যগণ সমাজের অবস্থা ও উন্নতির প্রস্তাব ও তৎসম্পাদন চেষ্টা করুন। তাহা হইলে যথার্থ কাজ হইবে। রাজপুতনার সর্দারগণ ও অযোধ্যার তালুকদারেরা একবাক্য হইয়া বিবাহের অপরিমিত ব্যয় ও শিশু কন্যা হত্যা নিবারণ করিয়াছেন। [illegible] স্থল। কলিকাতা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকেরা সভা করিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক করুন। ইংলণ্ডীয় "সামাজিক বিজ্ঞান সভা" অনেক কাজ করিতেছেন, এদেশেও সে প্রকার না হইবে কেন? কেবলেও লঙ সাহেব মধ্যে এই চেষ্টা পান, কিন্তু তাহা ফলবর্ত্তী হয় নাই। আমরা আপনারা চেষ্টা না পাইলে অভীষ্ট লাভ সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের কাজ আমাদিগেরই করা কর্ত্তব্য।

—:o:—

[illegible] ও শিল্পিদিগের প্রতি ঐশ্বর্য্যবানদিগের কর্ত্তব্য।

দিন দিন কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের যত বৃদ্ধি হইতেছে, দেশজাত দ্রব্যজাত যত বিদেশে নীত হইতেছে, এবং তদ্বিনিময়ে ধনসামগ্রী ও শ্রমের মহার্ঘতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী লোকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। কেবল যে শ্রম ও দ্রব্যসামগ্রীর মহার্ঘতা এই উন্নতির কারণ এরূপ নয় আর একটী [illegible] কারণ আছে। সে এই—ব্রিটিশ সভ্যতার তাপ লাগিয়া অনেকেই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকেরই নূতন নূতন বিষয়ে ইচ্ছা সঞ্চারিত হইয়াছে, সুতরাং নূতন নূতন অভাবও কল্পিত হইয়াছে, কাজে কাজেই তৎপূরণার্থ চেষ্টা যত্ন ও শ্রমের বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় এই, কতকগুলি এরূপ অনুষ্ণপ্রকৃতি লোক আছে, ব্রিটিশ সভ্যতাতাপও তাহাদিগকে উষ্ণ করিতে না পারিয়া প্রত্যুত তাহাদিগের স্পর্শে শীতল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। আমরা সচরাচর এরূপ কতকগুলি লোক দেখিতে পাই, তাহাদিগের রীতিমত ঘর দ্বার নাই, অঙ্গ [illegible] আবৃত করিয়া বস্ত্র পরিধান করিল এরূপও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পান ভোজন ও শয়নাদি ব্যবস্থা যে নিতান্ত নিকৃষ্ট এ কথা বলা বাহুল্য। ইহারা এরূপ অবস্থায় থাকিয়া ক্লেশ পায়, আর আমরা ইহাদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সুখসম্ভোগে নির্বৃত থাকি এটী উচিত হইতেছে কি না? যাঁহারা স্বসুখপরায়ণ, তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বোধে বিমুখ হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরদুঃখকাতর হিতৈষী ব্যক্তিরা কখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। আমরা যে নিয়মে যেরূপ প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহারা যদি তদনুসারী হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ শক্তির সঞ্চারণ, নূতন নূতন বিষয়ে ইচ্ছার উদ্দীপন, এবং সেই সেই মনোরথ পূরণের উপায় সংঘটন করিয়া দেন, তাহাদিগের দীনতা ও হীনতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

প্রস্তাব এই, স্থানে স্থানে এক একটী সভা করা আবশ্যক। সভ্যগণকে মাসিক নিয়মে হউক, আর এককালে হউক,

কিছু কিছু দান করিয়া আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই মূলধনের সাহায্য লইয়া তাহাদিগকে নিম্ন লিখিত রূপে কাজে খাটাইতে হইবে। যাহাদিগের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি নাই, পরিজনবল ও পরিজন সংখ্যা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে মৌরসরূপে হউক আর ঠিকারূপে হউক কৃষিকার্য্যার্থ কিছু কিছু ভূমি সংগ্রহ ও সেই ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থ হাল গরু ও বীজধানের সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। যে সময় তাহাদিগের চাসের কাজ না থাকিবে তৎকালে তাহাদিগকে তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যখন তাহাদিগের কোন কর্ম্ম না থাকিবে, তখন তাহাদিগকে তাহাদিগের আপন আপন বাটী ও গৃহ নির্ম্মাণার্থ বিনিয়োজিত করিতে হইবে। পরস্পরের শ্রমবিনিময় দ্বারা যদি একাদিক্রমে পরস্পরের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়, সমধিক উপকার দর্শিতে পারে। সভা এইরূপে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া কার্য্য করাইয়া লইলে তাহাদিগের শ্রম দ্বারা যে উপস্বত্ব লাভ হইবে, তাহার দুই অংশ অথবা যাহাতে তাহাদিগের পরিবারের ভরণপোষণ চলে এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট [illegible] গ্রহণ করিবেন এবং সেই উপায়ে [illegible] মূলধন পুষ্ট করিয়া লইবেন। [illegible] এই সভা প্রতিষ্ঠা [illegible] হওয়া উচিত। প্রজারা [illegible] তাঁহাদিগের আজ্ঞাবশবর্ত্তী [illegible] আছে তাঁহারা অল্প [illegible] ও [illegible] সাধন করিয়া লইতে পারিবেন। প্রজারা যদি এইরূপে উন্নত হয়, তাহারা আপনা হইতেই [illegible] ও বাধ্য হইয়া [illegible] হইবে সন্দেহ নাই। তখন যদি জমীদারেরা মনে করেন, সেই সেই অনুরক্ত প্রজা দ্বারা আপনাদিগের অধিকৃত ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিয়া লইতে পারিবেন। অপর, যাহাতে প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন [illegible] হয় যদি তাঁহাদিগের এরূপ আন্তরিক চেষ্টা থাকে, তাঁহারা অনায়াসে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের উপায় বিধান করিয়া তাহাদিগের [illegible] দোষ সংশোধনে সমর্থ হইবেন।

———:০:———

নব দল [illegible]।

গল্প আছে, কাক ময়ূরের পক্ষ লইয়া ময়ূর সাজিয়াছিল, শেষে সে কাক ও ময়ূর উভয় দল হইতেই তাড়িত হয়। আমরা এক্ষণে সেই ময়ূর সজ্জা প্রত্যক্ষ করিতেছি। নব্যদলের কতকগুলি অসার লোক ইংরাজী পড়িলাম সাহেব হইলাম মনে করিয়া সুরা ও দাহেব দ্রব্য ভোজ্যে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে এই ফল লাভ হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয় দলেরই অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা করেন। আর সাহেবেরা অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া অশ্রদ্ধা করেন। উক্ত দলের এরূপ [illegible] হইয়া থাকা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা যে বড় লোক হইয়াছেন সে পানভোজনের গুণে নয়, তাঁহাদিগের বিশেষ গুণ ও বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাহাদিগের অনুকরণপ্রবৃত্ত হইয়া পান ভোজনে রত হইলে নব্যদলের তদ্গুণার্জ্জনে যত্নবান হওয়াই উচিত। [illegible] বলিবেন, আমাদিগের সমাজ এরূপ যে তত্তদ্গুণার্জ্জন চেষ্টা করিয়া কৃত কার্য্য হওয়া ভার। প্রতি পদক্ষেপে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়। নব্যদলের কর্ত্তব্য, সমাজ দোষ সংশোধন করি সেই সেই বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা পান। সমাজ সংশোধিত হইয়া যদি পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে, ইংরাজেরা যে যে গুণের নিমিত্ত এত উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সেই গুণান্বিত বহুসংখ্য লোক এই হিন্দুসমাজ হইতে প্রাদুর্ভূত হইবে সন্দেহ নাই। একতা অধ্যবসায় ও সৎক্রিয়াসাহস থাকিলে না হয় এমন কর্ম্ম নাই। ঈদৃশ গুণান্বিত লোক হিন্দুসমাজ মধ্যে বিরল বটেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে দুই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগের তত্তদ্গুণ প্রভাবে হিন্দুসমাজের বহুতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যদি এরূপ হইল, অধিকসংখ্য ব্যক্তির যত্ন হইলে যে হিন্দুসমাজ দোষ সংশোধিত হইবে না, ইহা সঙ্গত বাক্য নহে। কালও অলক্ষিতভাবে বিশেষরূপ সহায়তা করিবে। কাল প্রভাবে প্রতি বৎসরই বহুল পরিবর্ত্ত নয়নগোচর হইতেছে। উপসংহারকালে নব্যসম্প্রদায়ের প্রতি বক্তব্য এই, তাঁহারা স্ত্রীজনোচিত পানভোজনাদিতে মত্ত না হইয়া পুরুষোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

———

নূতন পুস্তক।

এ সপ্তাহে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। মানসাঙ্ক, তৃতীয়ভাগ। [illegible] নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] রচনা করিয়াছেন। ইহাতে [illegible] শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে এবং [illegible] মহাশয়ের পাঠশালায় নামতা পাঠের যে রীতি আছে, তাহার কিঞ্চিৎ [illegible] করা হইয়াছে। যথা—“ চারিকে [illegible] গুণ করিলে ৪ তিনে বার” ইত্যাদি। এ রীতিতে পাঠ করিতে গেলে কিঞ্চিৎ

৮। আমরা [illegible] হইয়া [illegible] প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকা নগরের লালবাগ নামক স্থানে নদীয়া কিশোর বাবু বাটীতে ও বাঙ্গলা বাজার রামমোহন বাবুর বাটীতে ছটী ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় ঈশ্বর আরাধনা হইয়া থাকে।

৯। আমি অত্রত্য কোন এক প্রধান স্কুলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে শিক্ষকেরা অপরাধী ছাত্র দিগের মস্তকে আঘাত করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা যে কত দূর অনিষ্ট হয় তাহা উঁহারা বিবেচনা করেন না। বিবেচনা করা উচিত যে মস্তকে আঘাত করিলে বুদ্ধির আধার মস্তিষ্ক [illegible] লাগিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মিতে পারে না।

প্রেতত্ত্ব। ২৫ সংখ্যা।

(গতপ্রকাশিতের পর)

ব্যাধির লক্ষণ ও ঔষধের ব্যবস্থা।

ডেবিস মহোদয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে বহু প্রকার রোগেরলক্ষণ ও তৎপ্রতীকারের উপায় বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছেন, তাহা অতি বাহুল্যপ্রযুক্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল না। যিনি উক্ত বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে বাঞ্ছা করেন, তিনি মূল গ্রন্থ পাঠ করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ফলতঃ ডেবিসের মতে আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছদ, ব্যায়াম, জল, বায়ু, আলোক তাপ ও ম্যাগনেটিজম অর্থাৎ লৌহাকর্ষণী শক্তি এই কয়েকটী বিষয়ের যথোচিত ব্যবহার করা স্বাস্থ্য লাভের প্রকৃত উপায়। যে স্থানে ঐ সকল উপায় সম্যক্রূপে অবলম্বিত হয় তত্রত্য লোকেরা সুস্থ, সুখী ও সুবশ হইয়া থাকে।

ডেবিস শারীরিক সাধারণ দুর্ব্বলতা নিবারণার্থ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে প্রকটিত হইল।

যে ব্যক্তি সাধারণ দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সময়ের উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক একটী কমলালেবু * খাইতে খাইতে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইবেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবেন। পরে শীতল জলে সকল শরীর ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সায়ংকালের আহারের পূর্ব্বেও সেই প্রকার অর্দ্ধ ঘণ্টা নিদ্রা গেলে ভাল হয় এবং নিদ্রা যাইবার প্রাক্কালে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃ প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করা বিধেয় নহে, যেহেতু তৎকালে কোন সংবাদ পত্র বা পুস্তক পাঠ অথবা অন্য প্রকার মানসিক কার্য্য করিলে শারীরিক যন্ত্র স্নায়ু, অন্ত্র ও রক্তের [illegible] আরও বৃদ্ধি হইবে।

আহারের পক্ষে বক্তব্য, এই যে ভোজনকালে তরকারির সহিত ফলাদি ভক্ষণ করা দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ভাল নহে যেহেতু উহাতে আমাশয় মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা অনেক প্রকার অপকারক বাষ্প উৎপন্ন হয় যাহা দ্বারা অল্প কালের মধ্যে অতিসার প্রভৃতি উদরের পীড়া জন্মিতে পারে। অন্ন অথবা রুটীর সহিত দুইটী মাত্র উদ্ভিদ দ্রব্য এককালে আহার করা কর্ত্তব্য এবং কোন প্রকার মাংস অথবা পিষ্টক বা মিষ্টান্ন ভোজন করা অনুচিত।

যে সকল ব্যক্তি বৃত্তিবিশেষ অত্যন্ত পরিচালন দ্বারা শরীরকে বিকৃত ও দুর্ব্বল করিয়াছে তাহাদের শারীরিক যন্ত্র সকলকে সমতা প্রাপ্ত করাইবার উপায় বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। যে দ্রব্য আহার করিবে তাহার স্বাদ ও গন্ধ পুলকিত ও কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ উহার গন্ধ, গুণ ও মধুরতা অন্তঃকরণে ভাবিবে। যে ভক্ষ্য বা পানীয় দ্রব্যের গন্ধ সুখকর বোধ না হয় তাহা ভক্ষণ বা পান করিবে না। যাবৎ ভোজন করিবে তাবৎ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করা উচিত নহে, যেহেতু তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি হয়। তখন কেবল আহারের বিষয় লইয়াই আমোদপ্রমোদ অথবা কোন হর্ষজনক কথোপকথন করা কর্ত্তব্য। প্রফুল্লচিত্ত, সৎস্বভাব ও কৃতজ্ঞ হৃদয় অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

দ্বিতীয়তঃ। প্রাতঃকালে চিন্তা, অধ্যয়ন, অভ্যাস ও ধ্যান করা ভাল কিন্তু অধিক চিন্তা করিলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে। দিবা দুই প্রহরের পর কোন তর্ক বা বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিবে না ও অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার পর কোন কঠিন, গূঢ় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত থাকিবে এবং সায়ংকালিক আহারের পর বিস্ময়োৎপাদক কথোপকথন, [illegible], অথবা অন্তঃকরণের সর্ব্বাধিক চালনা করিবে না।

তৃতীয়তঃ। আহার, পরিচ্ছদ ও ব্যায়াম বিষয়ক নিয়ম।

আহার। কোন তরল দ্রব্য আহার করিবার প্রয়োজন নাই। উদ্ভিদ কিম্বা আমিষ অল্প পরিমাণে ভক্ষণীয়। ক্ষুধা না হইলে ভোজনের সুখ উপলব্ধি হয় না, অতএব যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা স্বাভাবিক ও বলবতী অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রাস উপাদেয় বোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত কঠিন, কি তরল কোন প্রকার দ্রব্য আহার করিবে না এবং উত্তমরূপ ক্ষুধা হইলেও কেবল শিশুর ন্যায় অল্পে অল্পে আহার করিবে, ইহাতে যদিও পাকযন্ত্র "আরো দাও, আরো দাও" কহে, তথাচ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিমিতরূপে আহার উদরস্থ করিবে।

পরিচ্ছদ। চর্ম্মের সুখজনক হয় এমত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং শরীরের যে অংশ দুর্ব্বল তাহাতে সকল অঙ্গ অপেক্ষা অধিক বস্ত্র আচ্ছাদন করিবে।

ব্যায়াম। শরীরের অপূর্ণ ও ক্ষীণ অবয়ব সকলের বলোৎপাদন উদ্দেশে ব্যায়াম আবশ্যক, তন্নিমিত্ত প্রত্যেক ভবনে একটী ব্যায়াম স্থল অর্থাৎ আখড়া প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। পদব্রজে অধিক পথ ভ্রমণ করা ভাল নহে, তদপেক্ষা বৈকালে অন্ন যুক্ত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক বেড়ান উত্তম। ফলতঃ অশ্বারোহণে বেড়ান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু এক প্রকার ব্যায়াম দ্বারা শরীরের বিশেষ উপকার দর্শে না, যেহেতু তদ্দ্বারা শারীরিক সমুদায় অঙ্গ সমানরূপে সঞ্চালন হয় না। আর ইহাও স্মর্ত্তব্য যে যাহাকে "বিশ্রাম" বলা যায় তাহাও নিতান্ত কর্ম্ম ত্যাগ নহে, প্রত্যুত কার্য্যের পরিবর্ত্তন স্বরূপ, অর্থাৎ সেই সকল পেশী ও বৃত্তি নিচয়কে প্রকারান্তরে সঞ্চালন করা মাত্র।

পরিশেষে এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার ও ভ্রম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের অসীম প্রেম ও জ্ঞান যাহা এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিতে ও আপন শরীরেও দেদীপ্যমান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যহ আপন মনের ভাব ও চিন্তা এরূপ নিয়মে রাখিবে যাহাতে সুন্দর স্বাস্থ্যলাভজনিত নিত্য শান্তিসুখ আস্বাদন করিতে সক্ষম হওয়া যায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

বোখারা হইতে এক জন দূত কাবুলে আসিয়াছে। ইঁহার উদ্দেশ্য এই রুষিয়ার বিরুদ্ধে

---

* ডেবিস [illegible] যে [illegible] কমলালেবু খাইলে এই উপকার দর্শে যে [illegible] সে অগ্নস্থ পিত্ত [illegible] দূরীকৃত ও জঠরানলকে পুনরুদ্দীপিত করে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, ষ্টেটসেক্রেটারির অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক খান পুস্তক মুদ্রিত করিবেন। ইহার প্রথম অংশে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির পতিত ভূমি বিক্রয়ের নিয়ম থাকিবে। দ্বিতীয় অংশে পতিত ভূমি জমা দিবার নিয়ম ও এবিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় আইন থাকিবে।

১ লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিচারপতিগণ মকদ্দমার ব্যয়ের যথেচ্ছ আজ্ঞা দিতে পারিবেন না। এ আজ্ঞা যে আদালতে হউক না কেন তাহার নিয়মিত অথবা খাস আপীল প্রধানতম বিচারালয়ে হইবে। বিচারপতিগণ মকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যে পক্ষে প্রাপ্য তাঁহাকে সেই ব্যয় দেওয়াইবেন। আর এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যদি পর্য্যাপ্ত মূল্যের ষ্টাম্প দেওয়া না হয় অথবা অন্য বশতঃ অযোগ্য আদালতে নালীস হয় তাহা হইলে আপিল মকদ্দমা একবারে অগ্রাহ্য না করিয়া বিচারপতি হয় অবশিষ্ট মূল্য লইয়া আবেদন সংশোধন করিবেন নতুবা আবেদন পত্র প্রত্যার্পণ করিয়া যোগ্য আদালতে যাইতে বলিবেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন গত পাঁচমাসে তত্রত্য পুলিসে ৩৬০৭ টি মকদ্দমায় ৬০৭৫ জন লোক বিচারার্থ অর্পণ করা হয়। ২৫, ৯৯১ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২৮ টি মকদ্দমা ও প্রতি মকদ্দমায় ৭ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন এখন অবধি ১৪ বৎসরের নীচে কোন কয়েদিকে রেঙ্গুন বন্দরে প্রেরণ করা হইবে না। রেঙ্গুন বন্দর লোকপূর্ণ হইয়াছে। এবং অনেক কয়েদী তথায় বাস করিয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের লোক সংখ্যা হইয়াছে। তথায় ১ ৪৮ ২০,৮৪৫ জন লোকের বসতি। গত এক বৎসরে ২,৫৩,৮৩৮ লোকের অর্থাৎ শতকরা ১০৭১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পঞ্জাবে ওলাউঠা ও অন্য অন্য মারীভয় অতিঅল্প। মুলতানে অদ্যাপি এক ব্যক্তিরও ওলাউঠা হয় নাই। তথাপি আমাদিগের মৃত্যু সংখ্যা অল্প বোধ হইতেছে।

১৮৬৫ অব্দে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রেলওয়ের ৩১৫৩ মাইল খোলা হয়। ইহাতে ১,৩১, ৯৭ ৮৬৪ জন আরোহী গমনাগমন করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎসর ২৬৯৯ মাইল খোলা হয় এবং ১,২৫ ৪৬ ৭৫৭ জন আরোহী হন। আরোহিসংখ্যা বাড়াইগুণ হওয়া সুখের বিষয়। সর্ব্বশুদ্ধ ২৮৪ টি দুর্ঘটনার মধ্যে ২৭ জন আরোহীর প্রাণ নষ্ট হয় এবং ৫৯ জন আহত হন। রেলওয়ে কোম্পানি সমূহের ৫০০০ ভৃত্যের মধ্যে ১৮ জন হত ও ৫৯ জন আহত হয়. তাঁহাদিগের নিজের দোষে হয় নাই। আপনাদিগের অনবধানতায় ৭৮ জন হত ও ৩০৮ জন আহত হইয়াছেন। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিয়া ১১জন হত হন। অর্থাৎ সমুদায় ভারতবর্ষের রেলওয়েতে ১৭৯ জন হত ও ১৭৪ জন আহত হইয়াছেন। পূর্ব্ববৎসর যত লোকের মৃত্যু হয়, এবৎসর শতকরা ৪ জন কম হইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা পাঁচজন অধিক আরোহী গমন করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন প্রতি ষ্টেসনে দেশীয় ভাষায় আরোহীদিগকে সতর্ক করিয়া এক বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে যেন কেহ গাড়ী স্থগিত হইবার পূর্ব্বে প্রবিষ্ট অথবা বহির্গত না হন, অথবা কেহ গাড়ীর পার্শ্বে না দাঁড়ান। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যাঁহারা এসকল নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য না করেন।

২ রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সর জন লরেন্সের এই একটী গৌরবের বিষয় তাঁহার চেষ্টায় এদেশের রেলওয়ের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

আগরার দরবার সোমবার অবধি আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস গবর্ণর জেনরল প্রাতঃকালে প্রকাশ্য দরবার ও বৈকালে গোপনীয় দরবার করেন। ঐ সময়ে প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ আইসেন। মঙ্গলবার আর এক গোপনীয় দরবার ও তাজমহল আলোক দ্বারা শোভিত করা হয়। গত কল্য গবর্ণর জেনরল সর্দ্দারদিগের তাম্বুতে গিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আগামী কল্য ষ্টারের চিহ্ন দেওয়া হইবে। শনিবার কর্ণেল সিন্ধিয়া গবর্ণর জেনরল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সেক্রেটারি প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ লোককে ভোজ দিবেন। ঐ দিবস তাঁহার ব্যয়ে এদেশীয় প্রণালীতে তাজমহল আলোকময় হইবে। সোমবার সর্ব্বপ্রধান দরবার হইবে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর জেনরলকে ভোজ দিবেন। মঙ্গলবার লেডি লরেন্স নৃত্য ও ভোজ দিবেন। আগরায় যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য যাইতেছে। এতদ্দেশীয় সামান্য লোকেরা তাঁবুর নিকটে যাইতে পারিতেছেন না।

বিখ্যাত আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ সেনাণ্ডোয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। জাহাজখানি কুলিবাজারের নিকটে আছে। জাহাজের অবয়ব দেখিবার যোগ্য।

আসামের চা-ক্ষেত্রে বিস্তর মজুরের মৃত্যু হওয়াতে ইহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন হইবে. কমিসনের রিপোর্টের পূর্ব্বে সর সিসিল বীডন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন। বাগানত প্রভৃতি স্থানের মারীভয়ের রিপোর্ট উইয়ের পেটে হজম হইয়াছে।

৩ রা অগ্রহায়ণ শনিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, ২০ এ নবেম্বর গবর্ণর জেনরল আগরা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১৮ ই আসিয়েছেন। এত শীঘ্র কেন?

উক্ত পত্র বলেন, গবর্ণমেণ্ট কুলিবাজার হইতে কমিসারিয়েট গুদাম সকল উঠাইয়া হয় মাতলা নচেৎ হাবড়ায় লইয়া যাইবেন। রেলওয়ের নিকটে আড্ডা করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। হাবড়ায়ই উত্তম স্থান, মাতলায় এক্ষণে গমন নিশ্চয় মৃত্যু।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, ভূরাইয়ে যে অহিফেন হইত, এ পর্য্যন্ত নেপালের গবর্ণমেণ্ট কাটমুণ্ড দিয়া চীনে প্রেরণ করিতেন। পূর্ব্বে মতিহারির অহিফেনের কুঠিতে এ অহিফেন ক্রয় করা হইত। বর্ত্তমান প্রথায় অলাভ হওয়াতে নেপালের গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে শুল্ক দিয়া এখানকার কোন বন্দর দিয়া অহিফেন চীনে প্রেরণ করিবেন। ক্ষতি কি? গবর্ণমেণ্টেরও হাত থাকিতে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আর ৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্ট নোট ও মণিঅর্ডর প্রণালী হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের বেতনের কিয়দংশ বিনা মাশুলে হুণ্ডি করিবার যে স্বত্ব ছিল, তাহা আর থাকিবে না।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর—টাইমস পত্রের এক প্রস্তাবে মান্যবর ফিলিপ্সের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে সামরিক বিচারালয় জামাইকার সেনাদিগকে ক্ষমা করিবার যে অনুরোধ করেন, তাহা তিনি গ্রাহ্য না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর—বেষ্ট অষ্ট্রিয়ার বিদেশীয় মন্ত্রী হইয়াছেন। পোপ এক উপদেশ দান কালে বলিয়াছেন, তিনি রোম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। কাণ্ডিয়াতে আর এক যুদ্ধ হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ অক্টোবর—ব্রাইট সাহেবকে ডবলিনে এক ভোজ দেওয়া হইয়াছে। রুষিয়া

সিবাষ্টপোল ও আটাবানের সামুদ্রিক আড্ডা ত্যাগ করিয়াছেন। সাকানর রাজা ভ্রুসেলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা নবেম্বর। পার্ব্বতিক দল মধ্যে দৌড়িয়া যুদ্ধ করিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কাণ্ডিয়াতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহিরা পরাস্ত হইয়াছে। তাহারা অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে এক দৃঢ়তর যুদ্ধ হওয়ায় ব্রিটনীয়েরা দুরীভূত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর— সংবাদ ক্ষেত্রানিক জনকে এক পত্র লিখিয়া বালিতার ফেনিয়ন কয়েদিদিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রসিয়ার সহিত রুষিয়ার মৈত্রী হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর—রুষিয় সামুদ্রিক ও অন্যান্য সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ সংখ্যা সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

সাইমর ফিট্‌স জারলণ্ড বোম্বাইয়ের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর—সংবাদ আসিয়াছে, আমেরিকা মেক্সিকোর রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। অষ্ট্রীয় মন্ত্রী বেষ্ট এক সরকুলর দ্বারা জানাইয়াছেন, অষ্ট্রীয়া পূর্ব্ব রাজনীতি ত্যাগ করিয়া শান্তিমূলক রাজনীতি অবলম্বন করিলেন।

সংবাদ আসিয়াছে পুলিস কমিসনর রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে বালটিমোরে অতিশয় গোলযোগ হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই নবেম্বর—অষ্ট্রীয় সেনাদলের নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে। আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত জেফারসন ডেবিসের বিচার স্থগিত থাকিবে।

লণ্ডন ৭ ই নবেম্বর—আগরা ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালীর বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্লিন ও মিল্‌স লণ্ডনের প্রতিনিধি হইবেন।

মাক্সিমিলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

রোম নগর হইতে।

জামেকা সভা অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিদিগের নামে মকদ্দমা করিবার মানস করিয়াছেন। জে, পজন্ড্‌ হওয়াতে রাণী ক্ষেমবল হইয়াছেন। বার্ক্সাস দ্বীপের ব্যবস্থাপক সভা মঞ্জুর করিয়াছেন যদি গবর্ণমেণ্ট দায়ী না হন তাঁহারা ইউনাইটেড ষ্টেটস সহিত একত্রিত হইবেন।

রুষিয়া [illegible] পীড়িত হইয়াছেন

নিউ ফাউণ্ড ল্যাণ্ডের [illegible] হইয়া মাহাত্মাদি [illegible] হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রেবরেণ্ড এ, ও, হার্ডি সাহেব সেণ্টপল কাথিড্রল ও প্রেসিডেন্সি জেলের প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

জে, গেডন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সি, টি মেটকাফ সাহেব মুঙ্গেরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

পি, এ, হপ্কিন্স সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিসনর লেপ্টনণ্ট ডবলিউ এফ, ট্রটর সাহেব গোয়ালপাড়া জিলার ধুবড়ি উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

৮ ই নবেম্বর। বনিদাস পালিত বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত হওয়াতে যাবৎ তিনি উপস্থিত না হন সেই পর্য্যন্ত অথবা যাবৎ অন্য হুকুম না হয় তাবৎ বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ অব্দের ১৪ আইনের অনুসারে ছোটনাগপুর ডিবিজনের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনের অনুসারে ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। তিনি হাজারিবাগে থাকিবেন। আর ঐ বিভাগের কোন অথবা সমুদয় অংশে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

১০ ই নবেম্বর। এচ এল অলিফান্ট সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় তাবৎ এচ জি জি লিলিংষ্টন লোহারডাগার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

১২ ই নবেম্বর। যে পর্য্যন্ত নানাকৃষ্ণ লাল অনুপস্থিত থাকেন অথবা অন্য হুকুম না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু কিছুদিনের জন্য তুবুয়া উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং সাহাবাদে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ জি ডিয়ার যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন আজ্ঞা না হয় তাবৎ নড়াইলের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এম সাউটর সাহেব কিছু দিনের জন্য মাগুরা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

এন, এচ, টমসন সাহেব যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন হুকুম না হয় জে, এচ, এ, ব্রানসন সাহেব কলিকাতা ছোট আদালতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় জজ হইবেন।

জি, সি ফেন্স সাহেব কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধি পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

১৩ ই নবেম্বর—যে পর্য্যন্ত কাপ্তেন ডবলিউ. সি. এস. ক্লার্ক সাহেব বিশেষ কার্য্যে নিয়োগ হেতু অনুপস্থিত থাকেন তাবৎ এস, ও, বয়েড আসামের আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

লেপ্টনণ্ট জে, গ্রেগরি নাগাপর্ব্বতের ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব বিশেষ কার্য্যে নিয়োগ হেতু যাবৎ অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন আজ্ঞা না হয় তাবৎ আর, এ, চাপমান সাহেব নদীয়া বিভাগের প্রতিনিধি রেবিনিউ কমিসনর হইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! এই কাঁথি মেদিনীপুর জেলার এক বিভাগ, ইহার অধিকাংশ স্থান মৃত রাজা যাদব রাম রায় ও রাজা বীরনারায়ণ রায় মহাশয়ের জমীদারী। এক্ষণে যাদবরামের জমীদারী দশ অংশে বিভক্ত হইয়া উক্ত মহাত্মার দৌহিত্রগণকে ও বীরনারায়ণের জমীদারী দ্বি অংশে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রকে অর্শিয়াছে। কিন্তু ১২৫৯ ফসলী সন অবধি উপরি উক্ত জমীদারী চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত খাস হয়, ও খাসমহলের তত্ত্বাবধান জন্য এক জন স্বতন্ত্র ডেপুটী কালেক্টর নিয়োজিত আছেন। গত ইস্তাহাদশীতে চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাপন হইয়াছে। এমত জনশ্রুতি যে উক্ত মহাত্মাদিগের উত্তরাধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যাদিতে অধিকার শীঘ্র প্রাপ্ত হইবেন। কাঁথির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, উত্তরে নদী, সমুদ্র, এবং নদী পরস্পর নিকট থাকাতে নদীর জলও সমুদ্রের ন্যায় লবণাক্ত। ঐ নদীর পার্শ্বে বহুসংখ্যক লাবণিক ভূমি আছে। ঐ সকল ভূমিতে লবণ পোক্তানের জ্বালানী কাষ্ঠ ও তৃণ ভিন্ন অন্য শস্যাদি জন্মে না। বহু দিনাবধি ঐ সকল ভূমিতে লবণ পোক্তান হইত। বর্ত্তমান রাজাধিকারে ঐ কার্য্য অতিশয় উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

পোক্তানাদির কার্য্য সম্পাদনার্থ এক জন সিবিলিয়ান সল্ট এজেন্ট নামে ও এক জন সিবিল সার্জ্জন ও দুই জন দেশীয় চিকিৎসক ও ছোট বড় বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। প্রজারা বর্ষা কয়েক মাস ধান্য উৎপাদনে ও অবশিষ্ট শীত ও গ্রীষ্মকাল লবণ পোক্তানের কার্য্য করিয়া ধান, দ্বারা উদর পূরণ ও লবণের মূল্যাদির দ্বারা রাজস্ব দিয়া ও আচ্ছাদনাদি সংগ্রহ করিয়া সুখে কালযাপন করিত। অধিক কি, এই কাঁথি বিভাগস্থ ত্রিশ ক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে অন্যূন বার্ষিক পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের আয় হইত। বিদেশীয় লিবরপুলীয় লবণ আমদানী হইবাতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় প্রজার সেই জীবনোপায় লবণ পোক্তান একেবারে রহিত করিয়াছেন। কেহ স্বপ্নেও জানিত না যে লবণের কার্য্য রহিত হইবে। যখন প্রথমে ঐ কথা শুনা গেল অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন নাই। যখন সাল্ট এজেণ্টি কর্ম্মচারীর পদ উঠিয়া গেল ও লাবণিক ভূমি জমীদারকে পরিত্যাগ করা হইল তখন সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল, দুঃখের পরিসীমা রহিল না। মহাশয়! এস্থলে কৃতবিদ্য বা সাহসিক মনুষ্য অতি বিরল। হৈমন্তিক ধান্য ও লবণ ব্যতীত এদেশীয় মনুষ্যের কোন উপায়ই নাই। কেহ কোন বাণিজ্য ব্যবসায় কি বিদেশ গমন করিয়া কোন প্রকারে কিছু উপার্জ্জন করিবে এমত সাধ্য নাই। এখন অবশিষ্ট একমাত্র হৈমন্তিক ধান্য সকলের জীবনোপায় রহিল, এবং ধান্য কর্ষণ কার্য্যে সকলে একান্ত অনুরক্ত হইল। বিপদ বিপদের সম্পদ সম্পদের সহায়তা করে, একথাটী আর যায় কোথায়। এক বৎসর লবণ পোক্তানের কার্য্য রহিত হইতে না হইতে ১২৭১ সনের প্রবল ঝটিকা ও জলপ্লাবন ও ১২৭৩ সনের অনাবৃষ্টিতে এদেশের জীবনোপায় সেই ধান্যের অধিকাংশ ক্ষতি করিয়াছে। তাহা অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই মরুভূমি সদৃশ দেশের পক্ষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টকর সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। গত পূর্ব্ব বর্ষের ঝটিকা ও জলপ্লাবনে বরং অর্দ্ধেক ধান্য ছিল, এবং খাস মহল সংক্রান্ত কোন স্থানের অর্দ্ধেক ও কোন স্থানের তৃতীয়াংশ রাজস্ব গবর্ণমেণ্ট হইতে মাপ হইয়াছিল। গত বর্ষের অনাবৃষ্টিতে ধান্য জন্মে নাই বলিলেও হয়, কিন্তু রাজস্ব মাপ হইল না। জানি না কোন বিচারে এ রাজস্ব দিতে হইল। অন্ন বিনা হাহা ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে, চারি দিক হইতে মনুষ্যের অনশনজনিত মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মহাজনের ঘরে ধান্য যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহা আর বড় নাই। আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, এই সময়ে খাসমহলের ইজারদার মহাশয়েরা খাজনা আদায়ের উপায় করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! যখন এদেশের মঙ্গল স্বরূপ লবণ পোক্তান তিরোহিত হইয়াছে, তখন আর মঙ্গলের প্রত্যাশা কি? প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এদেশের লোকের চিরবৃত্তি রহিত ও সেই বৃত্তি অন্যে সমর্পণ করিয়া কি উচিত কার্য্য করিয়াছেন? অতএব যে যে দেশে বহুকালাবধি লবণ পোক্তানের কার্য্য সংস্থাপিত ছিল, সেই সেই দেশে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বানুরূপ লবণ পোক্তানের কার্য্য পুনঃ সংস্থাপন করিয়া দেশ রক্ষা করুন, নচেৎ সেই সেই দেশ উৎসন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

উক্ত সাল্ট এজেণ্ট আফিসের পূর্ব্ব সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বহুল আয়াসে কাঁথিতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত একটী ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তাঁহার উপস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছিল। লবণ পোক্তানের কার্য্য বন্ধ হওয়াতে সেরেস্তাদার মহাশয়ের সেরেস্তাদারী পদ গেলে পর ঐ বিদ্যালয়টী এদেশের ন্যায় দীন বেশ ধারণ করিয়াছিল, চাঁদার অভাবে বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগটী উঠিয়া যায়। পরে জগদীশ্বরের প্রসাদে শ্রীযুক্ত এ রাটরে সাহেব মহোদয় পূর্ব্ব বৎসরে কাঁথি বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইলে উক্ত মহোদয়ের যত্নে বিদ্যালয় পুনর্ব্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই অবধি প্রধান শিক্ষক পদে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিয়োজিত হইয়াছেন। ইনি বিদ্বান মিষ্টভাষী শিক্ষাদান বিষয়ে অতি নিপুণ। অন্য কি এবম্বিধ শিক্ষক মহাশয়ের আগমনে বিদ্যালয়টী আছে বলিলে হয়। খাসমহলের ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]প্রসাদ ঘোষ মহাশয়েরও বিদ্যালয়টীর স্থায়িতা ও উন্নতি পক্ষে বিশেষ যত্ন আছে। কাঁথিতে উক্ত মহাত্মাগণের আগমন না হইলে বিদ্যালয়টী ভূতলশায়ী হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে উক্ত মহাত্মাগণের নিকট করপুটে প্রার্থনা করি যে বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগ পূর্ব্ববৎ সংস্থাপন করিয়া অসাধারণ কীর্ত্তি বর্দ্ধিত করুন।

উপরি উক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গত চৈত্রমাসাবধি অনাথ দীন দরিদ্রগণকে প্রতি দিন তণ্ডুল বিতরণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি অন্নছত্র খুলিয়াছেন। অনেক কাঙ্গালী তণ্ডুল ও অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে। বসন্ত রোগে ও জ্বরে বিস্তর মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিতেছে। এস্থানে হৈমন্তিক ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। বোধ হয়, মাসের শেষ পর্য্যন্ত অন্নকষ্ট থাকিবে না।

এক জন কাঁথিস্থ পাঠক।

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গড়বেতা দরিদ্রগণের
বস্ত্রপ্রদায়িনী সভা।

মহাশয়! আমরা ৭ ই ভাদ্র বুধবার গড়বেতার অনেক দরিদ্রগণকে নিতান্ত বস্ত্রকষ্টে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে যাহাতে তাহারা এক এক খণ্ড বস্ত্র পায় তদ্বিষয়ে যত্নবান প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক চাঁদা সংগ্রহের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক্ষণে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ১ লা কার্ত্তিক বুধবার মহাষ্টমী দিবসে ৬০২ খানি [illegible] বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! আপনার ও সহৃদয় পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থ এই সভাতে যত টাকা জমা হইয়াছিল এবং যে যে বিষয়ে তাহা ব্যয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে, প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন:—

জমা—	খরচ—	
২৭০৮৶০	বস্ত্রখরিদ —	১৫৭।১০
	বস্ত্র খণ্ড করিবার জন্য ফলিয়া ক্রয় ও মজুর	৩৮/১০
	কাটিমেণ্ট	২৮০
		১৬৩৮৶০

অবশিষ্ট ১০৭ টাকা আমার নিকট জমা ছিল বস্ত্র দিবার উপযুক্ত দরিদ্র না পাইয়া গড়বেতার লোকেল রিলিফ কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছি। তিনি ঐ সকল মুদ্রাতে চাউল ক্রয় করিয়া কাঙ্গালীদিগের বিদায় দিবসে এক সপ্তাহের উপযুক্ত চাউল প্রদান করিবেন। পরিশেষে যাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া এমত সৎ বিষয়ে সাহায্যদান করিয়াছেন কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদিগকে বহু বহু ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করুন।

গড়বেতা
সদরকুঠি।
২৫ এ কার্ত্তিক।

বশম্বদ।
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র করদাস
গড়বেতা [illegible]প্রদায়িনী
সভার [illegible]ক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মেদিনীপুরের ভয়ানক দুর্ভিক্ষের বিষয় আমি কয়েকবার আপনার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখন পর্যন্ত হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গত শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এখানে টাকায় ৪। ৫ সের চাউল হইয়াছিল। আশ্বিন মাসের শেষে এখানে টাকায় ৫। ৬ সের চাউল ও ১১। ১২ সের ধান্যের অধিক হয় নাই, তাহাতে আবার কার্ত্তিক মাসের ৫। ৭ দিবস পর্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে সকলের মনে অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিক মাসের ৮ ই ও ৯ ই এখানে একটী সুবৃষ্টি হওয়াতে শস্যের পক্ষে বিস্তর উপকার হইয়াছে এবং লোকের আশঙ্কাও দূরগত হইয়াছে। এবৎসর এখানে আউশ ধান্য অপর্য্যাপ্তরূপ ও হৈমন্তিক ধান্যও উত্তমরূপ জন্মিয়াছে। এখন প্রায় সে প্রতিদিন দুবেলাই ধান্য ও চাউলের দর সস্তা হইতেছে এমন কি ১৫ ই কার্ত্তিক অবধি ২৮ এ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রায় ১২। ১৫ দিবসের মধ্যেই ধান্য ও চাউল অতিশয় সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে টাকায় নূতন চাউল ২০। ২২ সের এবং ধান্য ৫৫। ৫৬ সের পর্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দরটী এখন স্থায়ী হয় নাই, ২। ১ দিন অন্তর ন্যূনাধিক্যও হইতেছে। যাহা হউক কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই ধান্য ও চাউলের বাজার সস্তা দেখিয়া এখানকার সাধারণেই অপরিসীম আহ্লাদিত হইয়াছেন। আগামী পৌষ ও মাঘ মাসের মধ্যে আরো কিছু সস্তা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। শস্য এরূপ সুলভমূল্য হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতেই আনন্দধ্বনি হইতেছে এবং লোকের দুঃখেরও অনেকাংশে হ্রাস হইতেছে। লোকের যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সকল দিন কখন সমান যায় না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা। পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্বংস করিতেও পারেন এবং রক্ষা করিতেও পারেন।

মেদিনীপুর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি কালনার প্রতি দিন দিন সদয় হইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আপনকার সোমপ্রকাশে অত্রত্য দেবসেবা অতিথি শালার যে সমাচার প্রকাশ হইয়াছিল, মহারাজ তাহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই। ১ লা কার্ত্তিক অবধি এখানকার সদাব্রতেরও সংক্ষেপ করণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ১২৩৮ সালে এখানকার সদাব্রতে যে পরিমাণে টাকা ব্যয় হইয়া আসিত বর্ত্তমান বৎসরে তাহাই ব্যয় হইতেছে। সেই পরিমাণের টাকা দশ আনা মাত্র চাউলের ব্যয় হইতেছে। সদাব্রত প্রার্থীরা নয় মণ সাড়ে দশ সের চাউল প্রত্যহ বিতরিত হইয়া আসিতেছিল এক্ষণে ঐ নির্দ্দিষ্ট কয়েক টাকায় দুই মণ কয়েক সের মাত্র বিতরিত হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যসকলও ঐরূপ হ্রাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হা দুর্দ্দশাগ্রস্ত কালনা! তুমি বর্দ্ধমান রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তিস্থল বলিয়া বিখ্যাত ছিলে, বর্দ্ধমান মহারাজের অন্নপানে ক্রমে ক্রমে দুঃখ হইতে না গেলে। মহারাজের পর্য্যন্ত বাসই তদীয় ধনস্থানে শনি স্বরূপ হইয়া থাকে। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় আপনকার মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হইল। আপনারা এডুকেশন গেজেটে বর্দ্ধমান মহারাজের অতিথি সেবা এই শিরোনামায় প্রস্তাবের ন্যায় আর একবার লেখনী ধারণ করিয়া যেসকল অবশিষ্ট থাকিল তৎসমুদায়ের নিঃশেষ চেষ্টা করুন।

মহাশয়! কালনার নিকটবর্ত্তী শয়ালপুর নামক স্থানে একটী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কাগজীপাড়া নিবাসী চারি জন মুসলমান একটী অনাথা ব্রাহ্মণীর গলস্থ স্বর্ণদানার লোভে তাহাকে হত্যা করে, তাহার গৃহের নিকটে লোকালয় ছিল না বলিয়াই দুষ্টেরা সন্ধ্যার পরই উহার বধ সাধন করে। প্রাতঃকালে পুলিসের লোকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন পলাইয়াছিল গতকল্য পাণ্ডুয়ায় ধরা পড়িয়া এখানকার জেলখানায় রুদ্ধ আছে। সকলেই দোষ স্বীকার করিয়াছে। বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

কালনা
২৮ কার্ত্তিক

কস্যচিৎ জনস্য

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবসিংহ দত্ত		বরাহনগর	
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে			৫॥°
ঐ	,, মহেন্দ্রনাথ সরকার	শাঁকারিটোলা	
১৮৬৬ সেপ্টেম্বর হইতে			৫॥°
ঐ	,, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	শিবিয়াক	১৩
ঐ	,, রামগতি ন্যায়রত্ন	বহরমপুর	১৩
ঐ	,, ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	যোরার	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ			৩৸

—:•:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥° টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸°, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিটি, মানিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিটি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিটি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵° আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ২ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ১২ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৬। ২৬ এ নবেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদয় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মির্জ্জাপুর
আলাহাবাদ।
কাণপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুগণের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

—•—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রাল মিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা, হুকেশ ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের বর্ত্তমান অব্দের ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল:—

ইংরাজী। চারুপাঠ ২য় ভাগ হইতে ইংরাজীতে সহজ সহজ বিষয়ের অনুবাদ করিতে হইবে। উহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও ইংরাজী ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

২ য় ইংরাজী পদ্য ও গদ্য হইতে ব্যাকরণ ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির ও বাক্য বিন্যাসের প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। প্যারীচরণ সরকারের পঞ্চমখণ্ড পাঠ্যপুস্তকের ৪ র্থ অধ্যায়ের মধ্য হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে। উহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। গুরু ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ।

পরীক্ষার্থীদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।

ইতিহাস।	মার্শম্যান সাহেবকৃত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ১০ দশ অধ্যায়ের পর ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

৪ র্থ। পরীক্ষার নম্বর দিবার সময়ে হস্তলিপিও বিবেচনা হইবে

৫ ম এই পরীক্ষা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা ১৭ ই ডিসেম্বরে আরম্ভ হইবে। অতএব দুর্গোৎসবের বন্ধের পর স্কুল খুলিবামাত্র পরীক্ষার্থিগণকে আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ১ লা ডিসেম্বরের পর কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করা যাইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত বিবরণগুলি লিখিয়া দিতে হইবে —

(১) পরীক্ষার্থির নাম।

(২) তাঁহার পিতার নাম।

(৩) বাসস্থান।

(৪) বয়স।

(৫) ধর্ম্ম। যদি হিন্দু হয়, তবে জাতি।

(৬) যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।

(৭) ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যে বিদ্যালয়ে পড়িতে ইচ্ছা করে।

(৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

৬ ষ্ঠ। পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষা দিবার প্রথম দিবসের প্রাতঃকালে যে ব্যক্তির প্রতি ফী আদায় করিবার ভার থাকিবে, তাঁহাকে ২ টাকা ফী প্রদান করিবে।

১৮৬৭ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক।

সাহিত্য।	তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ এবং রচনা।
ব্যাকরণ।	ব্যাকরণ এবং চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে শ্রুতলিখন।
ইতিহাস।	ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।
ভূগোল।	পৃথিবীর ভূখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণের পরীক্ষা হইবে, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।
প্রাকৃতভূগোল।	রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃতভূগোল
পাটীগণিত।	সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ কুসীদ ব্যবহার এবং চক্রবৃদ্ধি ও বর্গমূল।
[illegible]	প্রথম ৪ টী নিয়ম।

ক্ষেত্রতত্ত্ব।	ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ফী গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তির উপর ভার থাকিবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া দুর্গোৎসবের বন্ধের অব্যবহিত পরেই আবেদন করিতে হইবে।

ই, জি, পোটর :
উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

——✻০✻——

বিজ্ঞাপন।

"বুঝলে কি না?" নামে একখানি প্রহসন সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া বড়বাজারস্থ ১০২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

১ লা নবেম্বর। ১৮৬৬।

——

বিজ্ঞাপন।

কপালকুণ্ডলা

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মূল্য ১ এক টাকা।

——০০——

বিজ্ঞাপন।

বলাগড় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ আপাততঃ তিন মাসের নিমিত্ত শূন্য হইয়াছে। ঐ পদের মাসিক বেতন ৭০ টাকা।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হোটেল ২১ এ নবেম্বর } শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটরি

——০০——

বিজ্ঞাপন।

তিনখানি কোম্পানির কাগজ চুরি গিয়াছে।

৯৫০৬ নং ২৭২৪০। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। সাড়ে পাঁচ পারসেণ্ট ১০০০,

৪০১ নং ১২৮৯৮। ৫০ জুন ১৮৫৫। ফোর পারসেণ্ট ১০০০,

৮৩৫৯ নং ৫১৫২ নং ৩১ এ মার্চ ১৮৩৬। ফোর পারসেণ্ট ৫০০

কলিকাতা ২ রা অগ্রহায়ণ ১২৭৩। } শ্রীরাম পালিত বড়বাজার, রাজার কাটরা।

——০০——

বিজ্ঞাপন।

ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

কুঠি মোল্লাহাটী কন্সরণের অন্তর্গত কুঠি রুদ্রপুর ডিবিজন আগামী ৩ ডিসেম্বর সোমবার ও তৎপর পর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে কুঠি মোল্লাহাটী মোকামে বিক্রয় হইবেক।

উক্ত ডিবিজনের শামিল ডিহি উলাপীর ২৯ মৌজা, ও ডিহি গোগাআচড়ার ২৬ মৌজা ডিহি বাগআচড়ার ১৮ মৌজা, ডিহি সামটা পিপড়াগাছি ১৭ মৌজা, ডিহি চন্দিতা বাড়িকার ৩ মৌজা, তরফ বেনাপোলের ১ মৌজা ও দোয়েমকানন বন্দবস্তী ২ মৌজায়, এবং ৯ নয়টী নীলকুঠি ও অন্তর্গত পাট্টাই জমী ও কোত ও খরিদা বৃত্তি ও জলকর ইত্যাদি বিক্রয় হইবেক।

প্রতি দিন দিবা দুই প্রহরের সময় নিলাম আরম্ভ হইবেক বিক্রয়ের নিয়ম এবং অপরাপর বৃত্তান্ত নিম্নের লিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাওয়া যাইবেক।

শ্রীযুক্ত মেং আরচি, হিল সাহেব।
কুঠি মোল্লাহাটী
বন গ্রামের ডাক ঠিকানা।

——

বিজ্ঞাপন।

সিমুলিয়াবাজার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে —

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। পাঠকগণের নিকটে ইহাঁর নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা এদেশের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছেন,

ইনি তাহার মূর্ত্তিমান প্রমাণ। ইনি ব্যারিষ্টর পদে অধিকার লাভ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা সোমপ্রকাশের এই কয়েক পংক্তি দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলাম, দেশের সকলকেও অনুরোধ করিতেছি, কোন অভিনন্দন চিহ্ন প্রদান করিয়া তাঁহার ও তৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। মনোমোহন বাবুর প্রতিও এক অনুরোধ এই, তিনি ইংলণ্ডে বাস করিয়া ইংরাজদিগের স্বদেশানুরাগের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, অতএব যদি তিনি অধিকাংশ হিন্দুযুবকের ন্যায় কেবল ইংরাজদিগের দোষানুকরণে শিক্ষিত না হইয়া গুণের অনুকরণে শিক্ষিত হইয়া থাকেন, দেশের যাবতীয় কল্যাণকর কার্য্যে অগ্রসর হইয়া স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রদান করুন।

—:০:—

টাইম্‌স পত্রে লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ডের বিস্তর লোক লণ্ডনের লার্ড মেয়রের নিকটে গিয়া ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সহায়তার জন্য টাকা দিতেছেন। অনেকে ডাকে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু লার্ড মেয়র এই টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন। তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, লার্ড ক্রাণবোরণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সরকারী ধনাগার হইতে যে টাকা দিতে বলিয়াছেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবে। সময়ে এই সাহায্য পাইলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইত না। এস্থলে আমরা একটী কথা কহিয়া রাখিতেছি, দুর্ভিক্ষনিবন্ধন ক্ষতি মূল করিয়া যদি ইনকমটাক্স করা হয়, অন্যায় করা হইবে।

———

যাঁহারা মহীসুর প্রত্যর্পণ ও এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ দানে অনিচ্ছু, তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত দুটী বাক্যে এক বার কর্ণপাত করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই অনিচ্ছানিবন্ধন এদেশীয়দিগকে কত অসুখিত করা হইয়াছে, এবং এতন্মূলক কত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। কাই সাহেব বলিয়াছেন "ইংরাজেরা অহঙ্কার করিয়া ভ্রম বশতঃ যাহা বলুন না কেন ভারতবর্ষীয়েরা দেশীয় রাজগণের রাজত্ব ভাল বাসেন।" স্পেকটেটর বলেন "ভারতবর্ষীয়দিগের শাসন সম্বন্ধে উচ্চপদ লাভের পথ বদ্ধ করা অসন্তোষের একটী প্রধান কারণ। আমাদিগের শাসনের এই গুরুতর দোষ আমরা বিদ্রোহেও সংশোধন করিতে শিখিলাম না, এক্ষণে যে সকল যুদ্ধপ্রিয় জাতি আমাদিগের সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে আইন অনুসারে তাহারা অধ্যক্ষতা পদ পাইতে পারে না। কুমারসিংহের ন্যায় লোকেরা নিজ নিজ সেনাদলের অর্দ্ধেক আপন আপন জমীদারী হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন, তথাপি ইহাঁরা আপন আপন রেজিমেণ্টে এনসাইনের পদও পান না, ইহাঁদিগকে ইংলণ্ডের একটী বালককেও অধ্যক্ষ বলিয়া মানিতে হয়।" এদেশীয়েরা একবাক্যে এই অনিষ্টের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বধির হইয়া আছেন।

—০০—

অর্থ ও শারীরিক দণ্ড।

দণ্ডবিধির ধারাগুলি অস্ফুট নয়, অতএব তাহা লইয়া কুটিল তর্ক হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু সম্প্রতি ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে একটী গুরুতর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিচারপতি, ব্যবহারাজীব ও ব্যবস্থাপকদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। ৬৭ ধারাতে লিখিত আছে যে অপরাধে কেবল অর্থ দণ্ডের বিধি আছে, তাহাতে যদি জরিমানা আদায় না হয়, ৫০ টাকার নীচে হইলে দুই মাস, এবং এক শত টাকার ন্যূন হইলে চারি মাস কারাবাস হইবে ইত্যাদি, কিন্তু ছয় মাসের ঊর্দ্ধ কারাদণ্ড হইবে না। ৬৮ ধারায় আছে জরিমানা দিলে অথবা আইন দ্বারা সম্পত্তি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইলে মিয়াদ হইবে না। ৬৯ ধারায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিছু দিন মিয়াদ খাটিয়া যদি অবশিষ্ট টাকা দেয় কয়েদী মুক্ত হইবে। বোধ কর, এক ব্যক্তির ১০০ টাকা দণ্ড হইল, সে দিতে না পারিয়া চারি মাসের জন্য জেলে গেল। এক মাস পরে যদি সে ৭৫ টাকা দেয়, আইন অনুসারে মুক্ত হইবে। দুই মাস পরে ৫০, এবং তিন মাস পরে ২৫ টাকা দিলেও তাহার প্রতি ঐ প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে। এই কয়েকটী ধারা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জরিমানা না দিলে যে মিয়াদ খাটিতে হয়, তাহাতেই তাহার পরিশোধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ৭০ ধারায় আছে, দণ্ডাজ্ঞার পর জরিমানা সম্পূর্ণ অথবা তাহার অংশ অপ্রদত্ত থাকিলে ছয় বৎসরের মধ্যে তাহা আদায় করিতে হইবে, তাহার পর তামাদি ঘটিবে। ফৌজদারি আইনের ৬১ ধারায় নির্ণীত হইয়াছে যে অপরাধে অপরাধীর কেবল জরিমানা হইবার বিধি আছে, তাহাতে জরিমানার পরিবর্ত্তে মিয়াদের আজ্ঞা হউক না হউক বিচারপতি আইন অনুসারে সম্পত্তি প্রভৃতি বিক্রীত করিয়া জরিমানা আদায় করিবেন। দণ্ডবিধির ৭০ ধারার সহিত ফৌজদারী আইনের ৬১ ধারার বিলক্ষণ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। জরিমানা না দিলে মিয়াদ খাটা হউক আর না হউক বিচারালয় ছয় বৎসরের মধ্যে টাকা আদায় করিতে পারিবেন, অনেক বিচারপতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদনুসারে হতভাগ্য অপরাধী মিয়াদ খাটিয়াও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। ইদানীন্তন ব্যবস্থা-সকল যুক্তিমূলক। বিশেষতঃ দণ্ডবিধির একটী বিশেষ গুণ এই যে যুক্তিই ইহার

মূল ভিত্তি। এতদনুসারে ব্যবস্থাপক-সভের অভিপ্রায় বিবেচনা করিলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীয়মান হইবে, জরিমানার পরিবর্ত্তে মিয়াদ খাটিলে তাহার পরিশোধ হইল। বোধ কর, এক ব্যক্তি জেলে থাকিয়া পরিশ্রম করিল, তাহার পরিশ্রমে যে যে অর্থ উপার্জ্জিত হইল, তাহা রাজকীয় ধনাগারভুক্ত হইল, সে কারারুদ্ধ থাকিয়া আপনি স্বাধীন পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে মিয়াদের যন্ত্রণা ভোগ হইল, উপার্জ্জনেরও ক্ষতি হইল, আবার তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করা কি ন্যায়ানুগত হইতে পারে? ৬৯ ধারার অর্থ এই, জরিমানার যে অংশ দেওয়া না হইবে, তন্নিমিত্ত অপরাধিকে কারাগারে থাকিতে হইবে। যদি আংশিক জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশ কিছুতেই প্রাপ্য হইতে পারে না। তবে কেহ কেহ এই তর্ক করিবেন জরিমানার জন্য যে মিয়াদ হয়, সে কেবল অপরাধিকে আটক করা মাত্র, অর্থাৎ টাকার প্রতিভূ স্বরূপ অপরাধীর শরীর রুদ্ধ করা হয়। যদি আইনের এ উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এক মাস মিয়াদ খাটিয়া ৭৫ টাকা দিয়া মুক্ত হওয়া আইন বিরুদ্ধ হইত সন্দেহ নাই। ১০০ টাকার জন্য যদি আটক করা তাৎপর্য্য হয়, ২৫ টাকার জন্য না হয় কেন? ২৭ পরগণায় যে তর্ক উত্থিত হইয়াছে, প্রধানতম বিচারালয়ে তাহার মীমাংসা হইবে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ের একটী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারে মিয়াদের পরও জরিমানার দায় থাকে, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইবে। কারণ, এক ব্যক্তির এক অপরাধে একবিধ দণ্ড হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু তাহার ত্রিবিধ ক্ষতি সহ্য করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। প্রথম, কারাবাস। দ্বিতীয়, কারাবাসানবন্ধন তাহার অলাভকর পরিশ্রম ও নিজের উপার্জ্জনরোধ। তৃতীয়, তাহার সম্পত্তি নাশ। আইনের কখন এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

———:o:———

মহীসুর।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় স্পেক্‌টেটর পত্র আক্ষেপ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ছয় বৎসরান্তে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে লার্ড কানিঙ এতদ্দেশীয় রাজাদিগকে দত্তক গ্রহণের সনন্দ প্রদান করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলেন, যত দিন তাঁহারা রাজ্ঞীর প্রতি অনুরক্ত থাকিবেন, তত দিন আপন আপন রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে না। কিন্তু মহীসুরের বিষয়ে কার্য্যতঃ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হইতেছে। রাজা দত্তকগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে অধিকার প্রদান করিতেছেন না। স্পেক্‌টেটর হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুদিগের ব্যবহারের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া সামান্যতঃ এই মাত্র কহিয়াছেন, মহীসুর পুনঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে রাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ হইবে, এবং ভারতবর্ষীয় রাজগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস করিবেন। ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির কৌন্সিলের অধিকাংশ সভ্য রাজার অনুকূল, মেজর ইবান্স বেল দ্বিতীয় বার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া কৌন্সিলের প্রিন্সেপ সাহেবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম মুর্শিয়রের তুল্য এতদ্দেশীয় রাজগণের মিত্র আর নাই। তিনি এই উপলক্ষে এক পুস্তক প্রচার করিয়া রাজার সপক্ষতা করিয়াছেন।

মহীসুর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে রাখা কর্ত্তব্য অথবা রাজাকে ফিরিয়া দেওয়া উচিত, যদি ইহার মীমাংসা আবশ্যক হয়, অগ্রে দুই বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথম, টিপুর পতন হইলে ১৭৯৯ অব্দের ২২ এ জুন যে সন্ধি হয়, তাহা রাজার উত্তরাধিকারিদিগের পক্ষেও বর্ত্তিবে কি না? দ্বিতীয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মোগল বাদসাহের পদস্থ হইয়াছেন, অতএব দত্তকগ্রহণ অগ্রাহ্য করিয়া উত্তরাধিকারী নাই বলিয়া রাজ্য আপনারা লইতে পারেন কি না? টিপুর সহিত যখন যুদ্ধ হয়, তৎকালে দাক্ষিণাত্যের নিজাম, মহারাষ্ট্রীয়েরা ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের রাজা একত্রিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষে জেতৃগণ রাজ্যের অধিক অংশ ভাগ করিয়া লইলেন। যে কিয়দংশ অগৃহীত রহিল, তাহা পূর্ব্বতন হিন্দুরাজবংশীয় এক বালককে দেওয়া হইল। তৎকালে যে সন্ধিপত্র হয়, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগনে থাকিবেন, তত দিন রাজা ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ মহীসুরে রাজত্ব করিবেন। প্রিন্সেপ সাহেব এ বিষয়ে যে কথা বলেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং সন্ধির একান্ত বিরুদ্ধ। লার্ড ওয়েলেসলী বর্ত্তমান রাজাকে পদস্থ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা একবাক্য হইয়া তাঁহার রাজ্যের প্রতিভূস্বরূপ হন, শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যত দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা থাকিবে, তত দিন সন্ধি অব্যাহত থাকিবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার দায়ী, যদি এই তিন গবর্ণমেণ্টের অন্যতরের লোপ হয়, তাহা হইলে অপরেরা কি রাজা জর্জ্জের উত্তরাধিকারী না থাকিলে ঐ দেশ গ্রহণ করিতে পারিবেন? মহীসুরের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সম্বন্ধ, গ্রীসের

সহিতও রক্ষাকারী গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রায় সেই সম্বন্ধ। যাহার উত্তরাধিকারী না থাকিবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই রাজ্য গ্রহণ করিবেন, এটী লার্ড ডেলহাউসির স্বার্থপরতাদূষিত স্বকপোলকল্পিত মত। আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে ইহার অনিষ্টকারিতা সপ্রমাণ এবং রাজ্ঞীর ঘোষণা ও লার্ড কানিঙের সনন্দ ইহার শেষ করিয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন স্বদেশীয় উকীল এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। লার্ড ডেলহাউসি যখন কর্ণাট লইবার অভিলাষী হন, তৎকালে সর বার্ণেস পিকক তাঁহার মতে অনুমোদন করেন নাই। দত্তক কেবল গ্রহীতার নিজ সম্পত্তির অধিকারী হন, রাজ্যের অধিকারী হন না, এটী হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বাক্য। প্রিন্সেপ সাহেব ও সর চারলস জাকসন প্রভৃতি বলেন, যখন দত্তক গ্রহণ রাজাকে জানাইয়া করিতে হয়, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, এক্ষণে ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে উত্তরাধিকারলব্ধ সম্পত্তির সার্টিফিকেট লওয়া অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টকে ইষ্টাম্প করের স্বরূপ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টকে কিছু দিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয় বলিয়া কি গবর্ণমেণ্ট উত্তরাধিকারিকে তাহার পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন? ঐ প্রকার পূর্ব্বতন সম্রাটদিগকে দত্তকগ্রহণের সংবাদ দিয়া কিছু কিছু নজর দিতে হইত। কোন মোগল সম্রাট কি দত্তকগ্রহণ বিষয়ে অসম্মতিপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন? দত্তকগ্রহণ কেন? ঔরসজাত পুত্র রাজা হইলেও সম্রাটকে জানাইতে হইত, তাহা বলিয়া কি প্রধান গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমত প্রকাশ করিয়া রাজ্য আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন?

দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ এটী কাজের কথা নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজার হইয়া প্রায় ৩৫ বৎসর মহীসুর শাসন করিয়া আসিতেছেন। এই রাজ্য ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের অধীনে থাকিয়া অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিস্তর কাফিকর, বণিক প্রভৃতি মহীসুরে বাস করিয়াছেন। এই সকলের অনুরোধে মহীসুর প্রত্যর্পণ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কত শত ইংরাজ কর্ম্মচারী এখানে অন্ন করিয়া খাইতেছেন। গরু পোষাণী দিলে গোয়ালা যদি অধিক দুগ্ধ দেখিতে পায়, তাহার আর সে গরু ফিরিয়া দিবার ইচ্ছা হয় না। এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কি বলেন? আমরা গবর্ণমেণ্টের সহিত স্বীকার করিতেছি যত দূর সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা, বাণিজ্য ও ধন বৃদ্ধি এবং শান্তি ও সুবিচারের আশা করা যায়, তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অযোধ্যা, নাগপুর প্রভৃতির এক্ষণে যে উন্নতি হইয়াছে দেশীয় রাজার অধীনে তাহা কদাচ হইত না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ যুক্তিতে পর রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সমুদায় অংশের সমুদায় ক্ষুদ্র রাজ্য হস্তগত করিয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় রাজত্বে ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতির যে একটী পথ মুক্ত আছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহা এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। স্পেক্টেটর যথার্থ কথাই বলিয়াছেন এই কারণ ভারতবর্ষীয়েরা দেশীয় শাসন প্রণালীর বিশৃঙ্খলা দেখিয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতে চাহেন না। দেশের স্বাধীনতার ক্ষতিপূরণ কিছুতেই করিতে পারে না। এই কারণে অযোধ্যার সমুদায় লোক ইন্দ্রিয়পরবশ ওয়াজিদ আলীর স্ত্রীর জন্য অসি নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন।

ফলতঃ মহীসুর প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মনীতি, যুক্তি ও সন্ধি অনুসারে ইহার বিপরীত ব্যবহার করিতে পারেন না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম ইংলণ্ডের যে সকল লোক এ দেশের বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে প্রত্যর্পণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন ও মহীসুরের কল্যাণ কামনা থাকে, তথায় এক জন উপযুক্ত রেসিডেণ্ট রাখিয়া দিয়া ঐ রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন। রেসিডেণ্ট মন্ত্রিস্বরূপ থাকিয়া রাজাকে সৎ পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন। বিদ্রোহের পরও রাজ্ঞী ঘোষণা ও লার্ড কানিঙের সনন্দ দানের পরও যদি [illegible]রে গৃহীত হয়, এতদ্দেশীয় রাজগণ কোনক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের রপোর্ট ও দেশীয় সম্পাদকগণ।

এক জন ফরাশী পণ্ডিত রুসিয়া শাসনপ্রণালীর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথেচ্ছাচারিতা ইহার মূল, রাজ ক্ষমতা কেবল হত্যার ভয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর বিষয়েও এই কথা বলা যাইতে পারে, যে অত্রত্য গবর্ণমেণ্টও স্বেচ্ছাচারী, কেবল তাঁহাদিগের নিজের সদাশয়তা ও প্রজার মনোগতভাবজ্ঞতা ও তাহার প্রতি আ[illegible] গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে পৃথিবীতে যত যথেচ্ছাচারী শাসনপ্রণালী আছে, ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণা

তাঁহারা সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ফ্রান্সের সদৃশ সভ্যতম দেশেও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নাই। অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট প্রজার মনোগত ভাব ও সংস্কারের প্রতি এত আস্থা করেন না। লর্ড ডেলহাউসি কেবল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফলও হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ আজিও সকলের মনে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। সম্বাদপত্র সম্বন্ধে অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি অতি উদার, ইহাতে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নাই। কি এতদ্দেশীয় কি ইংরাজী সকল পত্রের কথা গবর্ণমেণ্ট সমানরূপে শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনুবাদক নিয়োগ এই সদাশয়তার ফল। কিন্তু একটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। আমরা ইহাকে অবিচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না, কারণ আমাদিগের বিশ্বাস আছে, গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলেই ইহার সংশোধন হইবে। জানিয়া শুনিয়া যুক্তি ও ধর্ম্ম নীতির বিরুদ্ধ কার্য্যই অবিচার।

ভারতবর্ষীয় [illegible] প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকল মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে ইহার এক এক খণ্ড দেওয়া হয়। আমরা যত দূর অবগত আছি বলিতে পারি গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ইচ্ছা [illegible] কার্য্য [illegible] অবগত হইয়া তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এদেশে জাতিসাধারণ প্রতিনিধি সভার কার্য্য সংবাদপত্রের দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু এক বিষয়ে কার্য্য দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বর্ণভেদ করা না হউক, ভাষাভেদ করা হইতেছে। দেশীয় ভাষায় যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, গবর্ণমেণ্ট তত্তৎ পত্রের সম্পাদক দিগকে আপনাদিগের শাসন প্রণালী সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্টগুলি প্রদান করেন না। ইহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট কি মনে করেন, দেশীয় সমাচারপত্রের পাঠকগণ অধিক বিষয় জানিবার নিমিত্ত উৎসুক নহেন? আমরা জানি তাঁহাদিগের চিত্ত নানা স্থানের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, অযোধ্যা, নাগপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির কোথায় কি হইতেছে জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে একান্ত ব্যগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, বাঙ্গলা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে ঐ রিপোর্টগুলি দেওয়া সবিশেষ আবশ্যক। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহাদিগের অনেক উপায় আছে, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, বাঙ্গলা সংবাদ পত্র তাঁহাদিগের এক মাত্র গতি। অতএব বাঙ্গলা সমাচারপত্রের সম্পাদকদিগকে যদি প্রস্তাবিত রিপোর্টগুলি দেওয়া না হয়, তাঁহাদিগের পাঠকগণকে তত্তদ্বিষয়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইবে, আজিও আমাদিগের দেশের অনেকের এই সংস্কার আছে, ইংলণ্ডেশ্বরী কেবল ভারতবর্ষের অর্থ শোষণ করিবার জন্য এদেশ শাসন করিতেছেন। বাপের তুল্য [illegible] না, তাহা আজিও অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। প্রদেশীয় শাসন সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক ভ্রম আছে। সেদিন প্রাচীনতরের এক ব্যক্তির মুখে শুনা গেল, নাগপুরের বিষয় প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, তথায় যে সকল কারাগার আছে, সে সমুদায়ে মনুষ্য মস্তিষ্কের তৈল হয়!!! বাঙ্গলা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে এই সকল কুসংস্কার দূর করিতে হয়। অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদিগের ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের যে সকল রিপোর্ট ইংরাজী সম্পাদকেরা প্রাপ্ত হন দেশীয় সম্পাদকদিগকেও যেন সেগুলি দেওয়া হয়।

আগরার দরবার।

আগরার দরবারের শেষ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর রাজা, সর্দ্দার ও জমীদার এবং গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অনেক প্রধান কর্ম্মচারী এই উপলক্ষে তথা গমন করেন। আগরা আকবরের প্রিয় রাজধানী, সাজিহাঁনের সময় অবধি উহার ক্রমশঃ শ্রীভ্রংশ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১০ ই নবেম্বর অবধি ১৮ ই পর্য্যন্ত এই শুষ্ক তরু পুনর্ব্বার নূতন পল্লবে শোভিত হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ লোক তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। আগরা ঐ কয় দিন ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ বস্ত্রগৃহ, অশ্ব, হস্তী, শকট ও নানা বর্ণের বসন দ্বারা এমনি শোভিত হইয়াছিল যে এক জন উপযুক্ত চিত্রকর তাহা হইতে এক পরম রমণীয় চিত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। ১০ ই নবেম্বর সর জন লরেন্স আগরার রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হন। নগরের প্রান্তভাগে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে গবর্ণর জেনরল ও সর্দ্দারদিগের বস্ত্রগৃহ সন্নিবেশিত হয়। পর দিবস গবর্ণর জেনরল যথারীতি কয়েক জন পারিষদকে মহারাজ সিন্ধিয়া ভুপালের বেগম ও যোধপুরের রাজার স্বাস্থ্য জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। রাজগণও ঐ প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে দুই দিবস গোপনীয় দরবার হয়। প্রত্যেক সর্দ্দার ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনরলের সহিত কথোপকথন করিয়া শেষে আতর ও পান লইয়া বিদায় হন। প্রত্যেক সর্দ্দার ১৫ ও প্রত্যেক সহচর এক এক স্বর্ণমোহর

রাজ্ঞীর প্রতিনিধিকে উপঢৌকন দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শত সর্দ্দারের আগমন হয়। মহারাজ হোলকার উদয়পুরের রাজা ও রামপুরের নবাব পীড়িত থাকাতে আসিতে পারেন নাই। ১৩ ই এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় যাবতীয় প্রধান লোক গবর্ণর জেনরলের প্রধান অভ্যর্থনা গৃহে গমন করেন। ঐ স্থানের উপরিভাগে একটী বৃহৎ বিতান, মধ্যে সিংহাসন ও তদুপরি স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ ছিল। উভয় পার্শ্বে উজ্জ্বল স্বর্ণজলমণ্ডিত আসনে সর্দ্দারগণ, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরা ও প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি উপবেশন করেন। সর্দ্দারগণকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ পদ মর্য্যাদানুসারে গবর্ণর জেনরলের বামভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। অন্য অন্য লোকেরা আপন আপন নামাঙ্কিত এক এক পত্র প্রদান করেন, এডিকঙ তাঁহাদিগের নাম পাঠ করেন। তাঁহারা এক দ্বার দিয়া আনীত হইয়া অপর দ্বার দিয়া বিসর্জ্জিত হন। তাঁহারা গবর্ণর জেনরলকে এক একটী সেলাম করেন, আর গবর্ণর জেনরল ক্রমাগত মস্তক কিঞ্চিৎ নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। ফলতঃ এ সকল দরবারে প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে। বিশেষ পরিচিত হইলে শাসনকর্ত্তা দুই এক কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিত স্থলে কিছু বিশেষ ছিল, সর জন লরেন্সের প্রথমাবধিই “ইংরাজদিগের প্রভাব প্রদর্শন” অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং তিনি বরাবর এক ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৫ ই সৈন্যদিগের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। ৭০০০ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য গবর্ণর জেনরলের সম্মুখে রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিল, প্রধান সেনাপতি নিজে অধ্যক্ষতা করেন এবং একটী তামসিক যুদ্ধ হয়। গোলন্দাজদিগের ক্ষিপ্রহস্ততা, পদাতিকদিগের গমন কৌশল ও অশ্বারোহিদিগের তরবারিক্রীড়া দর্শনে সকলেই সবিশেষ সন্তোষলাভ করেন। কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় যাবতীয় সৈনিক পুরুষই সবিশেষ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এতদ্দেশীয় রাজগণ পূর্ব্বেই জানিতেন এবং এখনও দেখিলেন এই সকল সৈন্যের নিকটে তাঁহাদিগের অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্যগণ কোন কাজের নহে। এই তামসিক যুদ্ধে কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, এক জন অশ্বারোহী অগ্রসর হইবার সময়ে অশ্ব সহিত পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কামানের শব্দে কয়েকটী হস্তী ভয়ে পলায়ন করাতে তদ্দ্বারা তিন জন হত ও প্রায় ১০ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

১৫ ই গবর্ণর জেনরল প্রধান প্রধান রাজাদিগের তাম্বুতে গিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ভূপালের বেগম প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র এই সম্মানভাজন হন।

১৬ ই নবেম্বর প্রধান দরবার হইয়া নূতন ষ্টার প্রদান করা হয়। বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে সর্দ্দারেরা তাম্বুতে আসিতে আরম্ভ করেন, যাঁহার যে প্রকার সম্মান, সেইরূপ তোপ হয়। দুই প্রহরের সময়ে গবর্ণর জেনরল উপস্থিত হইলেন, ২১ টী তোপ হইল; সকলেই তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে সেক্রেটারি মুইর সাহেব ইংরাজী ও হিন্দুস্থানীতে রাজ্ঞীর পত্র সকল পাঠ করিয়া জানাইলেন, তিনি অমুক অমুক সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নাইট পদ প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে প্রধান সেনাপতি প্রত্যেক নাইটকে গবর্ণর জেনরলের সম্মুখে লইয়া গেলেন। সর জন লরেন্স স্বহস্তে গলদেশে ফিতা ও গলবস্ত্র দিয়া হস্তে ষ্টার দিলেন। তৎপরে গবর্ণর জেনরল হিন্দুস্থানীতে এক বক্তৃতা করেন। যোধপুরের রাজাকে তিনি বলিলেন “আপনি পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রাচীন রাজবংশোদ্ভব, আপনার যেমন কুলমর্য্যাদা আছে, সেইরূপ রাজ্য শাসন বিষয়ে প্রাধান্য হইলেই পদের শোভা হয়, আমার এই একান্ত প্রার্থনা।” সর কিবোলিং রাজা মদনপালকে সম্বোধন করিয়া বলা হইল, বিদ্রোহের সময়ে তিনি ও তাঁহার রাজপুত সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ সহায়তা করেন, তাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই সম্মান করিতেছেন। স্বীয় রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিয়া তিনি যশস্বী হন, ইহাই ইংলণ্ডেশ্বরী ও গবর্ণর জেনরলের ইচ্ছা ও প্রার্থনা। ঐ প্রকার বলরামপুরের ও মায়ামাউএর রাজাকে বলা হইল। তৎপরে গবর্ণর জেনরল সাধারণ্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যাবতীয় নাইট ও সহচরকে (কম্পানিয়নকে) তিনি পৃথক পৃথক করিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সাধারণতঃ সকলকে এই অনুরোধ করা হইল, ভারতবর্ষীয় ষ্টার অতি প্রধান সম্মান চিহ্ন। রাজ্ঞী নিজে ইহা ধারণ করিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রধান নাইট। অতএব যাঁহারা এ সম্মানভাজন হইলেন, তাঁহারা রাজ্ঞীর ঔদার্য্য স্মরণ করিয়া যেন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন।

১৭ ই নবেম্বর মহারাজ সিন্ধিয়া ভোজ দেন। ঐ দিবস বিখ্যাত তাজমহল ও তন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান নানা বর্ণের দীপমালায় ভূষিত হয়। সহস্র সহস্র দীপ যমুনার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে আগরার মিউনিসিপালিটি ঐ

টি মধি. হারিগ্যান নামক এক জন ইউরোপীয় এক জন চৌকিদারকে প্রহার করাতে তাহার বিনা পরিশ্রমে দুই সপ্তাহ মেয়াদ হইয়াছে। জন উড ও হেনরি মার্গল ঐ প্রকার অপরাধ করাতে তাহাদিগের শাস্তি পরিশ্রমের সহিত দুই সপ্তাহ কারাবাস হইয়াছে। ব্রাউন সাহেব এস্থলে দুই এক টাকা জরিমানা মাত্র করিতেন।

বোম্বাইয়ে পুনর্ব্বার তুলার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বণিকেরা অসঙ্গত মূল্য ধার্য্য করাতে তাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। এবারও অনেকে অংশ ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন ক্ষতি পূরণ করিবার সুযোগ পাইবেন। এবার তাঁহারা যেন সাবধান হন।

৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

১৭ ই নবেম্বর সর সিসিল বীডন আগরা হইতে দিল্লীতে গমন করিয়া তত্রত্য যমুনার সেতু দর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ অবগত থাকিবেন, কার্য্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের সমুদায় অংশ লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ, অতএব এতদ্দর্শন তাঁহার আবশ্যক কর্ম্ম।

আসামে কয়েকটী নূতন উপবিভাগ হইয়াছে। উপবিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে উপকার আছে বটে, কিন্তু যদি যোগ্য লোকের হস্তে তাহার ভার সমর্পণ করা হয়।

তুরস্কের সুলতান আরব হইতে অধিক সংখ্য অশ্ব বিদেশে রপ্তানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নিয়মিতরূপে অশ্ব প্রেরণ না হইলে সুলতান আশঙ্কা করেন, আরব দেশ শীঘ্র অশ্ব শূন্য হইবে। ইংরাজ কন্সল এ নিয়ম পরিবর্ত্ত করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। বিদেশে অশ্ব প্রেরণের নিষেধ না করিয়া যাহাতে অশ্ব সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহাই করা উচিত ছিল।

সোমবার গবর্ণর জেনরলের পীড়া হওয়াতে ঐ দিবস দরবার হয় নাই।

চিকিৎসালয়ের সাত জন ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল তাঁহাদিগের বর্ষের কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ক্রাণবোরণের নূতন নিয়মানুসারে পেন্সনের আবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহাতে তাঁহারা যে টিকিয়া থাকেন ইহাই আশ্চর্য্য।

সাধারণ মত লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের ইচ্ছাকে পরাজয় করিয়াছে। সর সিসিল বীডন কেবল ডাম্পিয়র সাহেবকে উৎকলে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনরল এ আজ্ঞা রহিত করিয়া এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাম্পিয়র সাহেব বিচারপতি অর্জ্জ কাবেল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেন্টের পবলিকওয়ার্ক বিভাগের সেক্রেটারি লেপ্টেনন্ট কর্ণেল মর্টন কমিসনের সভ্য হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি ইহাঁরা সকল বিষয় প্রকাশরূপে বর্ণন করিবেন। কত দূর নষ্ট হইয়াছে? গবর্ণমেন্ট সময়ে সাহায্য দান করিলে এত লোকের প্রাণ নষ্ট হইত কি না? যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত কি না এবং দুর্ভিক্ষ বন্দোবস্ত খাল খনন প্রভৃতি কত দূর হওয়া সম্ভাবিত? এ সকল বিশেষরূপে যেন বিবেচিত হয়।

অযোধ্যা, হাজারিবাগ ও দমদমায় নূতন বারিক প্রস্তুত হইতেছে। বিবাহিত সৈনিকদিগের অবস্থান জন্য স্থানে স্থানে নূতন বারিক হইবে। বিদ্রোহের সময়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দমদমায় যে বারিক হয়, এক্ষণে তাহা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। সেনাসংক্রান্ত অপব্যয়ই ভারতবর্ষের অকুলানের কারণ হইয়াছে।

আমরা টাইমস অব ইণ্ডিয়ার নিম্নলিখিত সমাচারটিতে সবিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। "ভাউ নগরের রাজা আপন রাজ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। রাজা বিচারপ্রণালীরও অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সকলেই অল্প ব্যয়ে বাটীর নিকটে বিচার প্রাপ্ত হন এমত উপায় করা হইতেছে।" ভাউ নগর দরবার গেজেট নামক এক সরকারী গেজেট প্রকাশিত হইতেছে। গবর্ণমেন্টের গেজেটের ন্যায় ইহাতে যাবতীয় নিয়ম প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

৮ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

পেনিনসুলার কোম্পানি আগামী জানুয়ারি অবধি বোম্বাই ও সুএজের মধ্যে সাপ্তাহিক মেইল লইয়া যাইবার মানস করিয়াছেন। কোম্পানির খিদিরপুরস্থিত ডক বিক্রীত হইবে।

আবিসিনিয়ার রুদ্ধ ইংরাজদিগের মুক্তির জন্য লার্ড ষ্টানলি ফ্লাড সাহেবকে রাজা থিওডোরের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজ্ঞী উপঢৌকন ও একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া রাজাকে রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যদি হতভাগ্য কয়েদিগণ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে এবার মুক্ত হইতে পারেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভার সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সভা সচরাচর সাধারণের হিতকর বিষয়ে যে মনোযোগ প্রদর্শন করেন তাহা এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। কলিকাতায় জষ্টিসেরা নগরের টাকার যে অপব্যয় করিতেছেন, সে বিষয়ে সভা লার্ড ক্রাণবোরণের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সভার একটি বিশেষ ত্রুটি দেখিয়া আসিতেছি। সভা এ দেশের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছু বলেন না।

বিশপ কটনের স্মরণার্থ চিহ্নের জন্য প্রায় ১৫০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে। কিন্তু ৫০০০০ টাকার প্রয়োজন। আর্চ ডিকন প্রাট অনুমান করেন এক লক্ষ টাকা উঠিবে। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্র সমূহ রামপুরের অদ্ভুত বিচারপ্রণালীর দুটী উদাহরণ দিয়াছেন। এক ব্যক্তি হত্যা করাতে তাহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হয়। মুসলমান আইন অনুসারে জল্লাদ তিন কোপ দেয়, ইহাতে যে বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে আর বধ করা হয় না। এক ব্যক্তি এই কোপ হইতেও বাঁচিয়াছিল, তথাপি পুনর্ব্বার তাহাকে জল্লাদের হস্তে দেওয়া হয়। আর এক ব্যক্তি চুরি করাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া উষ্ণ তৈলে ডুবান হয়। সে শোণিতস্রাবে ও যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার অপেক্ষা হস্তি পদতলে নিক্ষেপ দয়ার কার্য্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যত্ন পাইলে নিষ্ঠুর অঙ্গচ্ছেদন প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে।

কুচবেহারে ক্রমশঃ অহিফেনের চাষ বন্ধ হইবে। তথায় গবর্ণমেন্টের অহিফেন বিক্রীত হইবে। যে লাভ হইবে, তাহা রাজার ধনাগারে দত্ত হইবে। ইহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও রাজা উভয়েরই সুবিধার বিষয়।

দিল্লী হইতে অমৃতসর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। দুই বৎসরের মধ্যে ইহা প্রস্তুত হইবে।

সম্প্রতি জামালপুরে এক জন শকট চালক কল হইতে কয়লার গাড়ীতে যাইবার সময়ে পতিত হইয়া হত হইয়াছে। রাণীগঞ্জে যখন একখানি মাল গাড়ী যাইতেছিল তখন এক ব্যক্তি রেল পার হইবার চেষ্টা পাওয়াতে শকট তাহার উপর পড়িয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়াছে।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি মণ্ডীর রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক দরবার করেন। ২০০০ প্রজা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। রাজা সকলকে বলিলেন এক্ষণে তিনি প্রাপ্তব্যবহার হওয়াতে প্রতিনিধি সভার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এবং সকলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবেন। রাজ্য শাসনের ভার উজীর, গোসাই ও রাজার পিতৃব্য শীর্ণবাগ সিংহের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রী ভূমি, লবণ, শৌণ্ড, রাজস্ব ও চুক্তির বিষয়ের অধ্যক্ষতা করিবেন, দ্বিতীয় মন্ত্রী পূর্ত্তকার্য্যের এবং ক্ষুদ্রতর ফৌজদারি ও দেওয়ানী মকদ্দমা করিবেন। রাজা বলিলেন তিনি নিজে প্রত্যহ বিচার করিবেন, এবং বিচারপ্রণালী ও ধনাগারের ব্যয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি আরো বলিলেন, প্রতিনিধিদিগের অধীনে উৎকোচ গ্রহণের প্রথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে যে কর্ম্মচারী এ দোষ করিবেন তাঁহার গুরুতর দণ্ড হইবে। প্রজাদিগকে তিনি আপন আপন সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষা দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। রাজা নিজে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় ও চা-ক্ষেত্র করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজগণ শাসন বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন করিতে যত্নবান হইতেছেন, এটি বিশেষ আহ্লাদের বিষয়। ইঁহারা যদি পূর্ব্বতন কাজি প্রভৃতির পরিবর্ত্ত করিয়া কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে কর্ম্মচারি ও বিচারপতি লইয়া যান তাহা হইলে ভাল কাজ হইতে পারে।

গবর্ণর জেনরল গোয়ালিয়রে গমন করিতেছেন। এই উপলক্ষে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, "মহারাজ সিন্দিয়া সম্মানিত হইবেন বলিয়া সর জন লরেন্স গোয়ালিয়রে যাইতেছেন, তথায় মহারাজের সৈন্যদিগের শিক্ষা কৌশল দর্শন করা হইবে। আমরা বোধ করি দুর্গটী আমাদিগের হস্তে থাকিবে কি না এই পুরাতন প্রস্তাব এক্ষণে উত্থিত হইবে না। সিন্দিয়া এক দল অতিরিক্ত কামানের জন্য যাহা

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা কখন পুনর্ব্বার অর্পণ করা হইবে না।" স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই বটে, যেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হায়দরাবাদের নিজাম বেরার দিয়াছেন, এবং অযোধ্যার রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন, আফজুল খাঁর কাবুলীয় ও তুর্কী স্থানীয় সৈন্যদিগের পরস্পর দাঙ্গা হইয়া উভয় দলের কয়েক জন হত হইয়াছে।

৯ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

২১ এ নবেম্বর বুধবার ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে কানিঙ স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। জন ককেরণ সাহেব সভাপতি। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যু হওয়াতে কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল সম্পাদক মনোনীত হন। লার্ড কানিঙের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তির জন্য ৫০০২৭ টাকা চাঁদা হয়। ৩৫০০০ টাকা ভাস্কর ফোলি সাহেবকে দিতে হইবে। ১৮৬৮ অব্দের যে মাসের মধ্যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইবে। এপর্য্যন্ত নানা বিষয়ে ২৮,০৮৪।১০ ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট ২২৬৪২৮৶১০ টাকা জমা আছে। ব্যয় হইয়া অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। হুরিণ স্মরণার্থ চিত্রের কি হইল?

বোম্বাইয়ের সাধারণ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৬০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। সুদ শতকরা ৭।৷০ টাকা। তিনবৎসরে কিস্তিবন্দী করিয়া ১০ ২০ ও ৩০ লক্ষ টাকা শোধ দেওয়া হইবে। সাধারণ কার্য্যের জন্য কর্জ্জ করিবার প্রথা ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বা রকের ব্যয় কবে কমিবে? তাহা হইলে যে টাকা আছে তাহাই যথেষ্ট হয়।

গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মণিঅর্ডার প্রচলিত করিবার মানস করিয়াছেন। মণিঅর্ডারের সহিত সেবিঙব্যাঙ্ক করিলে যথার্থ কাজ হয়। কিন্তু এদেশে গ্লাডষ্টোন সাহেবের ন্যায় লোক নাই।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে দ্রব্য আনয়নের সময়ে অনেক চুরি হয়। শস্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে চুরি অধিক হইতেছে। চোরেরা শকট যাইবার সময়ে বস্তায় হুক লাগাইয়া নীচে হইতে টানে। বস্তা ভূমিতে পড়ে এবং তাহারা অনায়াসে পলায়ন করে। এ অবস্থায় শকট স্থগিত করিয়া ধরা সম্ভাবিত নয়। নূতন প্রকার চুরি বটে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন মহারাজ জঙ্গবাহাদুর ১০,০০০ লোক ও ৫০০ হস্তী লইয়া অযোধ্যার অন্তর্গত তুলসীপুরে তাঁহার জেষ্ঠ পুত্রের সহিত কাশীপুরের রাজার কন্যার বিবাহ দিতে আসিতেছেন। ডিসেম্বরের শেষে উপস্থিত হইবেন। এতদ্দেশীয় রাজগণকে বলা উচিত ইউরোপীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহারা অল্প সংখ্যক লোক লইয়া অন্যত্র গমনাগমন করেন। যে গ্রাম দিয়া এত লোক যাইবে, তত্রত্য লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে এবং পুলিসেরও সম্পূর্ণ রূপে শান্তিরক্ষা করা কষ্টকর হইবে।

১০ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

রেবণশা সাহেব রিপোর্ট করেন কটকে চাউল অল্পমূল্য হওয়াতে লোকের কষ্ট অনেক কমিয়াছে। অনেক কৃষক অধিক পাইবার লোভে অপক্ব ধান্য কাটিয়াছে।

অদ্য মিস মেরি কার্পেণ্টর বহুবাজারের হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় সন্দর্শন এবং বালিকাগণের ইংরাজী বাঙ্গালা ও শিল্প কার্য্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ন্যায় অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্যেরা ভাবে তাঁহার সম্মাননা করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধন করেন, এই আমাদিগের অভিলাষ।

সর সিসিল বীডন অদ্য কল্য ১ টার সময়ে আগরা হইতে আগমন করিয়াছেন।

রেবিনিউবোর্ডের প্রার্থনানুসারে পুরীর দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থ আর দশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৯ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল—মোণ্টাগু ও ডিলা ও কার বাড়িকাল দলের প্রধান মনোনীত হইয়াছেন। মাক্সিমিলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, বলিয়া যে জনরব হয় তাহার তাহা অলীকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কলিকাতাতে ফেনিয়ানদিগের দণ্ড হওয়াতে ইউনাইটেড ষ্টেটসের সর্ব্বস্থানে সভা হইয়া ইহার বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজা বিক্টর ইমানিউএল প্রকাশ্যরূপে বিনিসে প্রবেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল—ক্রীটের বিদ্রোহিদিগের ক্ষমা করা হইবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

রোম হইতে সৈন্য প্রত্যানয়নের জন্য ফরাসী জাহাজ সকল যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

অক্টোবরে আমেরিকার ঋণের আড়াই কোটি ডলার কমিয়াছে। সেনাপতি সার্ম্মাণ মেক্সিকোতে গমন করিয়াছেন।

—:০:—

উদ্ধৃত।

(বিজ্ঞাপনী)

"সোমপ্রকাশ ও পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষা।

২ রা আশ্বিনের পত্রিকায় সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলেরভাষা শিরোনাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঢাকা প্রকাশ উহার প্রতিবাদ করেন। আমরা উক্তপ্রসঙ্গে এপর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই। কিন্তু বিষয়টী অতি গুরুতর। এক্ষণে আমরা অদ্য উক্ত প্রসঙ্গে কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

আচার ব্যবহার ভাষা রাজনীতি, সামাজিকতা প্রভৃতি মানব প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সমুদয়ই ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ। একমাত্র দোষ প্রদর্শনকেই এই ক্রমোন্নতির জন্মদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত কোন একটী বিষয়ে স্পষ্ট দোষদৃষ্ট না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার সংশোধন পক্ষে মনুষ্যের মনে কোন প্রকার চিন্তারও উদ্রেক হয় না। যদি তাহাই হইল, তবে সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাগত দোষ উল্লেখ করিয়া অপ্রযোজ্য হইয়াছেন, ইহা সমনস্ক ব্যক্তির সম্ভাবিত বিরুদ্ধ। বরং এপক্ষে সোমপ্রকাশ যথার্থ বন্ধুরই কাজ করিয়াছেন এবং এতন্নিমিত্ত সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারেন। ইহাতে বিরুদ্ধ ভাবগ্রহণ করিলে তাহা পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগেরই অসৌজন্য সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশ সম্পাদককে বক্তব্য এই, যে সম্প্রদায় বা যে বিষয়েরই দোষ প্রদর্শন করা হউক, উহা সরলভাবেই করা কর্ত্তব্য। যাঁহার দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাবভঙ্গী দ্বারা যেন স্পষ্ট অনুভব হইতে পারে, এক মাত্র তাঁহার হিতের নিমিত্তই ঐ কার্য্য করা হইতেছে। যে উপদেশকের উপদেশ প্রদান কালে ঐ ভাবটী স্পষ্ট প্রকাশিত না হয় তিনি উপদেষ্টার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহার উপদেশ দ্বারা কোন উপকারও দর্শে না। শিক্ষক যে ছাত্রবর্গকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনিও যদি শ্লেষবাক্যে ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা নিন্দা করিতে থাকেন, তবে ছাত্র বর্গও আপন দোষ সংশোধনে চেষ্টিত না হইয়া বরং শিক্ষকের প্রতি অভক্তি ভাবই প্রকাশ করে। এইক্ষণ সোমপ্রকাশ চিন্তা করিয়া দেখুন, সময়ে সময়ে যতবার পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাগত দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কিরূপ মানসিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে? সোমপ্রকাশ বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাঞ্চলীয়েরা প্রথমাবধি এতদঞ্চলের শিক্ষকের নিকটে শিক্ষিত না হইলে ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে পারিবেন না, এবং এতদঞ্চলীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট উপহসিত হইবেন" এই বাক্যের মুখ্য অর্থ কি আত্ম দেশের গৌরব বর্দ্ধন স্পৃহা নহে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা কি একেবারে নির্দ্দোষ? অনেকগুলি শব্দ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তৎসংশোধন পক্ষে সোমপ্রকাশ কোন দিন একটী কথাও বলেন নাই।

* এতদ্দেশীয় লোক মকদ্দমা প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সোমপ্রকাশ উহারও সম্পূর্ণ দোষ পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতি চাপাইয়া ভাল করেন নাই। যদি উভয় অঞ্চলের আনুমানিক লোক সংখ্যা ধরিয়া কয়েক বর্ষের উভয় অঞ্চলের মকদ্দমার গড় ধরিয়া এরূপ বলা হইত, তাহা হইলে উহাকে ন্যায় সঙ্গত বলা যাইত।

পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগকে বাঙ্গাল বলিয়া প্রায়ই কিঞ্চিৎ ঘৃণা ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, বোধ হয় সোমপ্রকাশও একথা অস্বীকার করিবেন না, আভিজাত্য ও বিদ্বেষই জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের আত্মগৌরবের সামগ্রী। পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা তাহার কোনটী ধারণ করেন? আমরা ত উঁহাদিগকে ইহার কোনটীই ধারণ করিতে দেখিতে পাই না। তবে ঐরূপ ঘৃণা ভাবের কারণ কি? বিদ্বেষত্বের ত কথাই নাই। এই ক্ষণ আভিজাত্য লইয়া বিবেচনা। পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা এপক্ষেও জয়লাভ করিবেন, বোধ হইতেছে না। বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ

কায়স্থ, বৈদ্য এই তিন শ্রেণীস্থ লোকই প্রধান আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ গোত্রের যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রথম বাসস্থান এই পূর্ব্বাঞ্চলে (বিক্রমপুর) এখনও বর্ত্তমান আছে। উভয় অঞ্চলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা থাকিলেও বোধ হয় এই অঞ্চলই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে। কায়স্থের মধ্যে যে দুইটী কুলপতি সমাজপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার স্থিতিস্থ এই পূর্ব্বাঞ্চলেই (যশোহর, বরিশাল) বৈদ্যদিগের মধ্যে সেনহাটী প্রভৃতি স্থানই অপেক্ষাকৃত অধিক মান্য তাহাও এই পূর্ব্বাঞ্চলেই স্থিত। তবে আর পশ্চিমাঞ্চলের আভিজাত্য গৌরব কি রহিল? তবে কি তাঁহারা গঙ্গাজলের গুণে বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছেন বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন? আমাদের বিবেচনায় গঙ্গাজল উহার কারণ বলিয়া বোধ হয় না, উহা রাজধানীর গুণ। যদি রাজধানীটী কলিকাতায় স্থাপিত না হইয়া, ঢাকায় স্থাপিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এইক্ষণ পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যা বুদ্ধিতে পূর্ব্বাঞ্চলকে যে কিছু পশ্চাদগামী করিয়াছে, তাহা কদাপি হইত না। বরং পূর্ব্বাঞ্চলেরই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইত, আমরা কেবল কল্পনাশক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া একথা বলিতেছি না। যখন সম্রাটদিগের অধিকার সময়ে যখন এই পূর্ব্বাঞ্চলে রাজধানী ছিল, তখন সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ব্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এখনও এই অঞ্চলের অনেক ব্যক্তি অপরাঞ্চল হইতে পারস্য ভাষায় সমধিক পটু আছেন। সর্ব্বাগ্রে প্রধান বিদ্যালয় (কালেজ) স্থাপন ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রাধান্য লাভের আর একটী কারণ। যদি উভয় অঞ্চলে এক সময়ে প্রধান বিদ্যালয় স্থাপিত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় পূর্ব্বাঞ্চলকে এখন যেটুকি হীন কল্প দেখা যাইতেছে উহা ঐপরিবাদে থাকিত না।

উভয় অঞ্চলের পরস্পর অনৈক্য ভাব আশঙ্কা করিয়া সোমপ্রকাশ অত্যন্ত দুঃখ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। উহা সমনস্ক ব্যক্তি মাত্রেরই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সোমপ্রকাশ ভাষা ভিন্নতাকেই একমাত্র অনৈক্যের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য উভয় অঞ্চলের ভাষার একতা সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা কেবল ভাষা ভিন্নতাকে অনৈক্যের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ধর্ম্ম আত্মগৌরব বোধ ভাষা ভিন্নতা এই তিনটী উহার অভিন্ন কারণ বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হইতেছে। উভয় অঞ্চলে ধর্ম্মগত কোন অনৈক্য নাই। এইক্ষণ আত্মগৌরব বোধ ও ভাষা ভিন্নতা। এই দুইটির মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রে পশ্চিমাঞ্চলকে নিষ্কারণ আত্মগৌরব পরিত্যাগ, পশ্চাৎ উভয় অঞ্চলকে ভাষার একতা সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিতেছি। সামান্য কারণে উভয় অঞ্চল একতা পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালীদিগের "একতা নাই" বলিয়া যে একটী চিরপ্রবাদ আছে, উহা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া দেশটীকে কলঙ্কিত করিবে। এবং দেশীয় দলের সুশিক্ষার যে কি কং গৌরব আছে, তাহাও বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার অনুকরণ করিতে কহিতেছেন, যৌক্তিকতা স্থাপনার্থ বলিয়াছেন, ভাষার অনুগত ব্যাকরণ সুতরাং যে প্রদেশে অধিক সংখ্যক গ্রন্থকার উদ্ভূত হইয়া ভাষা বিস্তার করিতেছেন, সেই প্রদেশের ভাষাকে আদর্শ করিয়া দেশ শুদ্ধ লোকের চলা কর্ত্তব্য। এই হেতুর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি পূর্ব্বাঞ্চলকে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার অনুকরণ করিতে কহিতেছেন, কারণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রন্থকারের সংখ্যা অধিক। আমরা একথা স্বীকার করি, কিন্তু এই অংশে সোমপ্রকাশ অন্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা ভাষা এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। উহার পূর্ণতা লাভ একমাত্র সংস্কৃতের সাহায্যের প্রতিই নির্ভর করিতেছে। তবে যে যে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ করিলে অনর্থক ভাষার কাটিন্য হয়, সেই সেই স্থানেই বরং উপায়ান্তর অবলম্বন কর্ত্তব্য। আজি যদি বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের সংস্রব পরিত্যাগ করে, তবে ইহার কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে কি বাঙ্গলা ভাষার সেই পূর্ব্বকার অবস্থা উপস্থিত হয় না। এইক্ষণ ত বাঙ্গলা ভাষাকে নানা মনি নানা পথে লইয়া টানা টানি করিতেছেন। কেহ অপর ভাষার শব্দমাত্র গ্রহণ না করিয়া কেবল সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই ভাষার পূর্ণতা করিতে চাহিতেছেন, কেহবা একণকার চলিত প্রধান প্রধান যে ভাষা হউক শব্দ গ্রহণ করিয়া উহার পূর্ণতা করিতে অভিলাষী হইতেছেন; উহার কি সর্ব্ববাদী সম্মত কোন মীমাংসা হইয়াছে? সোমপ্রকাশ স্মরণ করিয়া দেখুন তিনি, বাঙ্গলা ব্যাকরণের নূতন প্রণালী সংস্থাপন করিতে গিয়া রহস্য সন্দর্ভকারের কিরূপ সংসনা সহ্য করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা উভয় অঞ্চলকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ আদর্শ রাখিয়া তাহার একতা সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিতেছি তাহা হইলে শীঘ্রই কৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বাঞ্চল যদি কেবল পশ্চিমাঞ্চলের অনুকরণ করিতেই থাকে তাহা হইলে "পূর্ব্বাঞ্চল সামান্য বিড়ম্বিত হইবেন না? পশ্চিমাঞ্চল হইতে যেমন উত্তম উত্তম গ্রন্থ নির্গত হইতেছে সেইরূপ "হদ্দ মজার শনিবার" "বড় দুখের রবিবার" "আও লক্ষ্ণৌ কলাগাছ" প্রভৃতি কত অসার পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, না আছে ভাব ভাষার লালিত্য না আছে রচনা প্রণালী, না আছে তাহাতে পাঠোপযোগী কথা। সোমপ্রকাশ কি পূর্ব্বাঞ্চলকে উহার ও অনুকরণ করিতে কহিবেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়া উভয় অঞ্চলের চলিবার আরও একটী বিশিষ্ট হেতু এই কতকগুলি শব্দকে পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা অত্যন্ত-বিকৃত করিয়াই উচ্চারণ করিয়া থাকেন যথা, "নৌকা" "আঁব" যখন উহার মূল সংস্কৃত শব্দ "নৌ" "আম্র" তখন "নৌকা" আম উচ্চারণ করাই অধিক ন্যায় সম্মত। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া তাহা করিবেন না। তাঁহারা ভাষার মিষ্টতা সাধনার্থ বিষ্ণু স্থলে বিষ্ণু কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ বলিতেও লজ্জিত হন না অধিক আক্ষেপের বিষয় এই সোমপ্রকাশ ভাষাগত দোষ বিচারকালে পশ্চিমাঞ্চলকে একদিনও এই কথাটী শুধাইতেও অবসর পান নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন ব্যক্তি সোমপ্রকাশের বিদ্বেষ বুদ্ধির কথা যে উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয় তাহা এই হেতু ধরিয়াই বলা হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বলেন "আমরা পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার অনুকরণ করিব কেন?" তাঁহারা সামান্য ভ্রমে পতিত হন নাই। কোন চির মলীন ব্যক্তিকে গাত্র ধৌত করিবার উপদেশ দিলে তাহার "কেন মলা ধৌত করিব" এই উত্তর যেমন উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের উত্তর তাহা হইতে বড় ভিন্ন নয়। উচ্চারণ দোষে পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষা যার পর নাই কর্কশ ভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের স্নেহ সূচক রহস্যালাপ শুনিয়া ও তন্মধ্যে মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না যাহা হউক, উপসংহার কালে বক্তব্য এই, উভয় অঞ্চলের ভাষাগত দোষ পরিত্যাগ করিয়া উৎকর্ষানুসারে পরস্পর পরস্পরের অনুসরণপর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে ইহাও বক্তব্য, যে "হইবেক" "যাইবেক" "বলিয়াছেলেন না" ইত্যাদি দোষ গুলি পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের অব্যাবর্ত্তক দোষ নয়। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করুণ দেখিতে পাইবেন। ওগুলি দোষ বলিয়া তাঁহার সংশোধনার্থ উপদেশ দান করুণ। কিন্তু উহা পূর্ব্বাঞ্চলের অব্যাবর্ত্তক দোষ বলিয়া যেন বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করা হয় না।"

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

আমি এক দিবস একটী বিজ্ঞাপন দেখিলাম, ২৭ এ কার্ত্তিক রবিবার বেলা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার্থ কলিকাতায় চিৎপুর রোডের ৩০০ নং ভবনে এক সভা হইবে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিতেছেন, ইহার উল্লেখ বিজ্ঞাপনে না থাকাতে আমাদিগের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । তথাপি ঘটনাটী স্বচক্ষে দেখিবার বাসনা করিয়া আমি কয়েক জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলাম । সভা একটী বস্ত্র নির্ম্মিত গৃহে হইয়াছিল । সভাস্থলে প্রায় ২০০ শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমেই সভা করিবার প্রস্তাব হইল এক ব্যক্তি আপত্তি করিলেন, কে অদ্যকার সভা আহ্বান করিতেছেন তাহার নিশ্চয় নাই । অতএব কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল এ বিষয়ের অধ্যক্ষ স্বরূপ না থাকিলে সভা স্থাপন ন্যায়ানুগত হইতেছে না । আপত্তিকারী মহাশয়ের বাক্য আমারও ন্যায়যুক্ত বোধ হইল । কিন্তু ঐ আপত্তি গ্রাহ্য না হইয়া সভাস্থাপন প্রস্তাব স্থির হইলে পর এক ব্যক্তি সভাপতির পদে বৃত হইলেন । উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে পর সভাপতি আপত্তিকারীর উত্তরদানচ্ছলে কহিলেন যে অদ্যকার সভায় আহ্বান কোন ব্যক্তির নহে, ইহা স্বয়ং জগদীশ্বরের আজ্ঞাক্রমে ও তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে । সম্পাদক মহাশয় ! যদি কেহ একটী মদ্যপানকারিণী সভা করিয়া বলে যে সেই সভা ঈশ্বরের আদেশে বা ইচ্ছায় হইয়াছে, তাহা হইলেও কি তাহাতে লোকে অনুরক্ত হইবে ? তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন একটী বক্তৃতা করিলেন, উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই ভারতবর্ষীয় সমাজ স্থাপন দ্বারা দেশ বিদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ সমুদায় ব্রাহ্মকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করাই ইহার উদ্দেশ্য, যে হেতুক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থাকিলে মতের ভিন্নতা থাকিবে, অতএব সকল শ্রেণী একত্রিত করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা কিছু অনৈক্য দোষ আছে তাহা দূর করিয়া যাহাতে পরস্পর সৌহার্দ্দ জন্মিয়া পরস্পরের উপকারিতা শক্তি ও সাহায্য দ্বারা প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য । তাঁহার বক্তৃতাটী অতি উত্তম হইয়াছিল । তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে এক জন ব্রাহ্ম সভা স্থান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া দুইটী প্রশ্ন করিলেন । প্রথম প্রশ্ন এই, স্থাপিত মাতৃসমাজ হইতে এরূপ পৃথক সমাজ সংস্থাপনের তাৎপর্য্য কি ? মাতৃসমাজ হইতে কি দেশের সমধিক উন্নতি সাধন হইতেছে না ? ঐ সভা হইতে কি দীক্ষিত ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম পরায়ণ আচার্য্য সকল দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ বপন করেন নাই ? ঐ সভা হইতে কি ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ শাখা সমাজ ও বিদেশীয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে নীতি নিয়ম ও উপদেশ প্রদান করা হয় নাই ? এক্ষণে কি সেই মাতৃসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্দশায় প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না ? তবে কি নূতন সমাজ সংস্থাপক মহাশয়েরা এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন, যে মাতৃসমাজ যেরূপ আছে সেইরূপ থাকিবে কেবল ব্যবসায়াগার ও বিদ্যালয়ের ন্যায় সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে ? অথবা কি তাঁহারা মাতৃসমাজের অনুষ্ঠানাদিতে বিরক্ত হইয়াছেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাসের জন্যই বা এমন কি নিয়ম প্রচার আছে, যদ্দ্বারা সকলেই সেই নিয়মে বদ্ধ থাকিবেন ? যদি এক মাত্র ঈশ্বরের ভজনা করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এদেশের বা ভিন্ন দেশের সমুদায় ব্যক্তিই ব্রাহ্ম । কারণ সকলেরই উপাস্য দেবতা এক ভিন্ন দুই নাই । যদি কেহ অন্যান্য স্থানে উপদেশ দ্বারা চৈতন্য, মহম্মদ ও খৃষ্টকে অবতার স্বরূপ বলিয়া আদৃত হন, তবে কে ব্রাহ্ম বা কে অব্রাহ্ম নিশ্চয় হইল না, অতএব প্রস্তাবিত বিষয় স্থগিত রাখিয়া দেশ, কাল, পাত্রোচিত এরূপ নিয়মবদ্ধ করা আবশ্যক, যে কেহ স্বেচ্ছাচারী না হন । তাঁহার কথাগুলি আমাদিগের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহার বাক্যগুলি এককালে অগ্রাহ্য হইল । তাহার পর কয়েকটী প্রস্তাব করা হইল । এক, ঔদার্য্য ও প্রীতিবিষয়ক । দ্বিতীয়, মানব জাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সমাজে উপাসনার্থ আগমন করিতে পারেন ।

তৃতীয়, জগতের সমুদায় গ্রন্থ হইতে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইবে ।

চতুর্থ, মাতৃসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কায়মনোবাক্যে ও অর্থ দ্বারা উক্ত সমাজের কার্য্য সকল মহাত্মা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনাবধি নিরবচ্ছিন্নরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ মহর্ষি পদবী ও এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা আবশ্যক ।

কলিকাতা
১ লা অগ্রহায়ণ } এক জন বিদেশী ব্রাহ্ম ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় ! আপনি গত সোমবারের পত্রিকাতে ৩ য় ভাগ মানসাঙ্কের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি । প্রথমতঃ আপনি কোটেসনের মধ্যে লিখিয়াছেন " চারিকে তিন গুণ করিলে ৪ তিনে বার " ইত্যাদি । এই স্থানে একটী ভুল হইয়াছে ৪ তিনে বার না লিখিয়া " ৩ চারি বার " লেখা উচিত ছিল ; কারণ আমার নিয়মে অগ্রে গুণক পরে গুণ্য রাশি উক্ত হইবে । আপনি লিখিয়াছেন " এ রীতিতে পাঠ করিতে গেলে কিঞ্চিৎ অধিক সময় ব্যয় হইবে " ইত্যাদি কিন্তু কেন যে অধিক সময় লাগিবে আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । আপনি কোটেসনের মধ্যে যে যে কথা লিখিয়াছেন যদি প্রকৃত রূপে সেই সকল কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে অধিক সময় লাগিতে পারে, কিন্তু আমার পাঠপ্রণালী সেরূপ নয়, আপনি ২৪ পৃষ্ঠার প্রথম কয় ছত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন । (১)

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২১ এ নবেম্বর
১৮৬৬ ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

সম্পাদক মহাশয় ! নদীর দ্বারা যে কত শত উপকার লাভ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন । এমন কি, তদ্দ্বারাই স্থানাদির গৌরব রক্ষা পায় ও লোকের নানা প্রকার উপকার দর্শিয়া থাকে । কিন্তু আমাদিগের ঢাকা নগরীর নিম্নস্থ বুড়ীগঙ্গা নদীর আধুনিক অবস্থা দর্শনে বোধ হইতেছে যে অল্প সময়ের মধ্যেই এ সহরের মান সম্ভ্রম ও শোভা প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং লোকের বিবিধ ক্লেশ ও অস

---

(১) ব্যস্ততা প্রযুক্ত ভ্রম হইয়াছিল । স ।

রেরও দুরবস্থা ঘটিবে। উক্ত নদীতে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ চর পড়িয়াছে ও ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে যে কিছু দিন পরে ঐ নদী মজিয়া যাইবে এখনই নদীর প্রায় অধিকাংশ চরে পূর্ণ হইয়াছে। এ জন্য উহাতে বড় বড় বাণিজ্য নৌকা ও জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে না। সুতরাং এখানে বাণিজ্যাদি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মিতেছে। যদি এক্ষণে উক্ত নদী কাটাইয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ অপকারের সম্ভাবনা। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদিগের কমিসনর বকলাণ্ড সাহেবের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই মহোপকার সাধিত হইবে।

ঢাকার সমীপস্থ নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে শীতললক্ষা ও ধলেশ্বরী প্রভৃতি বিশেষ স্রোতস্বতী ও গভীরা কতিপয় নদী আছে। এ নিমিত্ত তথায় বৃহৎ বৃহৎ নৌকা সুলুক ও জাহাজাদি আসিতে পারে। সুতরাং সেখানে বাণিজ্য ব্যাপারের সুন্দর উন্নতি হইতেছে। ঐ স্থানে চীনদেশীয় লোক, মগ, ইংরাজ, আর্ম্মাণি প্রভৃতি অনেক লোকে বাণিজ্য করিয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট ঢাকাতে ইংরাজ পাগলের বাসের আদেশ দিয়াছেন।

ঢাকা। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ২ রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি অনুমান ৭॥০ ঘটিকার সময় এখানে একটী সঙ্কর বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন। পাত্র বৈদ্যকুলোদ্ভব গৌরিভা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার সেনের পুত্র শ্রীমান প্রসন্নকুমার সেন, কন্যা ব্রাহ্মণজাতি শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মৈত্রের কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী। কার্য্য হইবার সময় প্রায় ৩০০ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ও ধূর্ম্মিয়ান স্ত্রী পুরুষ প্রায় ১০।১৫ এবং অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বিবাহান্তে আহারাদি করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পাত্রটী একটী ব্রাহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম, বয়ঃক্রম প্রায় ২৮। ২৯ বৎসর, রেলওয়ের একটী প্রধান আফিসের একটী প্রধান কেরাণী। এটী ইহার দ্বিতীয়বার বিবাহ, প্রথম স্ত্রীর প্রায় ৫ বৎসর হইল কাল হইয়াছে। এত দিন বিবাহ করেন নাই তাহার কারণ কেবল ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিবেন এই ইচ্ছা ছিল। কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর, এটী একটী বেথুন স্কুলের প্রধান শ্রেণীর প্রধান বালিকা, অনেক বার বহুমূল্য সোণার গহনা পুরস্কার পাইয়াছেন। দুঃখের মধ্যে দেখিতে এখনও নিতান্ত ছোট, ৮। ৯ বৎসরের মত দেখায় বলিলেও হয়। প্রসন্ন বাবু যেমন এত দিন অপেক্ষা করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে একটী দৃষ্টান্ত দেখাইলেন যদি আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া বাল্যবিবাহ নামটী ঘুচাইতেন তাহা হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। যাহা হউক, আহ্লাদের সংবাদ সন্দেহ নাই, একেবারে সকলই আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্য আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবাহ যে প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। সভাস্থ মহাশয়েরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলে পর আচার্য্য দ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বেদিতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিলেন এবং বিবাহ কি, উপদেশ চ্ছলে বুঝাইয়া দিলেন ও পরস্পরের সম্বন্ধ অদ্যাবধি যাহা হইল, তাহাও বলিলেন, পরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মানন্দজী কন্যার পিতাকে বলিতে বলিলেন যে "আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর ভার রাজলক্ষ্মীর মনোনীত পাত্র শ্রীমান প্রসন্নকুমার সেনের হস্তে প্রদান করিলাম" প্রসন্নকুমার বলিলেন "আমি গ্রহণ করিলাম" পরে রাজলক্ষ্মীকে বলিতে বলিলেন "সুখে দুঃখে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব" প্রসন্নকুমার বলিলেন "আমি অদ্যাবধি তোমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলাম" বেদি হইতে আচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীমান প্রসন্নকুমার তুমি অদ্যাবধি শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীকে আপন অঙ্গ বলিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে?" প্রসন্নকুমার বলিলেন "গ্রহণ করিলাম" পরে রাজলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী তুমি শ্রীমান প্রসন্নকুমারকে আপন স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলে" রাজলক্ষ্মী বলিলেন "গ্রহণ করিলাম" পরে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সুমধুর উপদেশ প্রদান করিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া গান আরম্ভ হইল এবং তিনটী গান হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

এক জন দর্শক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়! বাঙ্গলা সম্বাদপত্র পড়া আমার অভ্যাস নহে, কিন্তু সোমপ্রকাশ পাঠে আমি বিশেষ অনুরাগী। সোমপ্রকাশের অনেকগুলি প্রস্তাব পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। কিন্তু মহাশয়! নূতন গ্রন্থের সমালোচনায় যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তাহা প্রীতিকরের বিপরীত। ইহাতে মহাশয়কে দোষী করি না, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলে মহাশয়ের এ দোষ সুসঙ্গত বটে। আমাদিগের দেশে এক্ষণে সুশিক্ষা এত অল্প, যে মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা করিতে পারি না। সুশিক্ষা ব্যতীত গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবে; সুশিক্ষা ব্যতীত গ্রন্থ সমালোচন সম্ভবে না।

এই জন্যে, প্রথম যখন মহাশয় দীনবন্ধু বাবুর "সধবার একাদশীকে" জঘন্য বলিয়া সমালোচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে মহাশয়ের সহিত বিতণ্ডা উপস্থিত করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করি নাই। সধবার একাদশীর যে গুণ আছে তাহাতে সোমপ্রকাশের নিকট প্রতিষ্ঠিত না হইলেও জনসমাজে ইহা আদৃত হইতে পারিবেক। কিন্তু মহাশয়ের ২৭ এ কার্ত্তিকের পত্রে দেখিলাম যে মহাশয় কথিত প্রহসনের দোষোদ্ঘোষণ উপলক্ষে প্রহসনাদির দোষ গুণ বিচার সম্বন্ধে কয়েকটী সূত্র সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন। যদি তাহা মহাশয়ের পাঠক সমাজে গৃহীত হয়, তবে কাব্য রসাস্বাদন ক্ষমতায় তাঁহারা অনেক দূর বঞ্চিত হইবেন। এই জন্য তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাশয়কে যেরূপ উদারচরিত্র সম্পাদক বলিয়া বোধ আছে, যদি আপনি সেইরূপ যথার্থ হন, তবে অবশ্য এই লিপি আপনার পত্রস্থ করিবেন।

মহাশয়ের চক্ষে দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থের প্রথম দোষ এই—"নাটকের গল্পটী মনোহর না হইলে এবং গল্প রচনায় গ্রন্থকারের কৌশল প্রকাশ না হইলে, চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সধবার একাদশীর গল্পটী অতি সামান্য ইত্যাদি" এতদুক্তি সর্ব্বাংশে ভ্রমাত্মক। প্রথম ভ্রম, সধবার একাদশী নাটক নহে, প্রহসন। প্রহসন, নাটক নহে। যাহা নাট্যশালায় অভিনীত হইতে পারে, তাহা কেহ নাটক বলিব না। যাত্রা নাট্যশালায় অভিনীত হইতে পারে, যাত্রাকে নাটক বলিব না। যদি যাত্রা নাটক হয়, তবে "পুতুলো নাচ" "ভাঁড়ের নাচ" "খেমটা নাচ" এ সকলও নাটক। অধিক, কেবল কথোপকথনে গ্রন্থ রচিত হইলেই যে নাটক হয় তাহাও নহে। বোধ হয় জর্ম্মাণ মহাকবি গেটের তুল্য এ বিষয়ে অভি-

যোগ্য ব্যক্তি কখন লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন যে কয়েকখানি পত্র (চিঠি) লইয়াও একখানি নাটক হইতে পারে। এ বিষয়ে সাহিত্য দর্পণাদিতে যাহা শিখিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হউন। সে সকলের দিন কাল একণে নাই। যেরূপ আমাদিগের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দিগকে উপেক্ষা করিয়া লাপ্লাস ও হর্শেলের নিকট খগোল বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, সেই রূপ প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্লিগেল ও গেটের নিকট অলঙ্কার অধ্যয়ন করুন। নাটক ও প্রহসনের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সুতরাং নাটকে যাহা প্রয়োজনীয় প্রহসনে তাহা প্রয়োজনীয় না হইতে পারে। নাটকে কৌশলময় গল্প আবশ্যক হইলেও প্রহসনে আবশ্যক নহে।

দ্বিতীয় ভ্রম, প্রহসন নাটকই হউক, গল্প রচনার কৌশলের বিশেষ অপেক্ষা রাখে না। নাটকের গল্পের চাতুর্য্য গুণ বটে, কিন্তু অতি সামান্য গুণ। যেমন সুন্দরী স্ত্রীলোকের দুই এক খানি সামান্য অলঙ্কারের অভাব থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্যের লাঘব হয় না, তেমনি নাটকের এ গুণ না থাকিলে বিশেষ উৎকর্ষের লাঘব হয় না। বস্তুতঃ অতি সামান্য গল্প লইয়া অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইতে পারে, অতি সামান্য গল্প (১) লইয়া পৃথিবীতে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইয়াছে। সে সকল নাটকের নিকট রত্নাবলী প্রভৃতি কৌশলময় গল্প সংযুক্ত নাটক সকল সূর্য্যের নিকট খদ্যোতের ন্যায় বোধ হয়। গেটের অদ্বিতীয় নাটক ফষ্টের গল্পটী কি? কিছুই না। তাহা তিন ছত্রে বলা যায়। স্বর্গে ফষ্টের প্রশংসা শুনিয়া, মেফিষ্টফিলিস তাহাকে কুচরিত্র করিবার জন্য ঈশ্বরের অনুমতি লয়েন। পরে ফষ্টের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া তাহাকে প্রণয় সুখ ও পিশাচ লোক দর্শন করান। এই মাত্র। ইহার অপেক্ষা সধবার একাদশীতে গল্পের কৌশল আছে। অথচ ফষ্টের তুল্য নাটক হামলেটের পর আর রচিত হয় নাই। য়ুনানী নাটকের মধ্যে এস্কিলসের প্রণীত 'প্রোমিথিউস' অপেক্ষা আর নাটক নাই, বোধ হয় ভূমণ্ডলে তাদৃশ নাটক আর রচিত হয় নাই। কিন্তু এ নাটকের গল্প ফষ্টের অপেক্ষাও সামান্য। উক্ত কবির "সপ্তরাজা" নামক নাটক অতি বিখ্যাত; কিন্তু তাহার গল্প নাই বলিলেও হয়। দুই ভ্রাতা রাজ্য লইয়া বিবাদ করে, পরে পরস্পরের যুদ্ধে পরস্পরে আহত হইয়া উভয়েই মারিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ঐ নাটকের গল্পে যথার্থই আর কিছুই নাই। অথচ যিনি এক বার উহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখন উহা বিস্মৃত হইবেন না। সেক্ষপিয়রের ঐতিহাসিক নাটক গুলিতে কি চমৎকার গল্প আছে? চতুর্থ হেনরির দুই খণ্ডে, পঞ্চম হেনরী ও তৃতীয় রিচার্ডে, অষ্টম হেনরীতে কি গল্প আছে? যাহা কিছু আছে তাহা কাহার না বাল্যকাল অবধি অভ্যস্ত থাকে? তবে কেন ঐ সকল নাটক নাটক বর বলিয়া পরিগণিত হয়?

বস্তুতঃ প্রহসনের গল্পের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হয়। প্রহসন ইংরাজী হইতে, সেমুএল ফুট ও ডেবিড গারিক প্রভৃতি ইহার স্রষ্টা। তাঁহাদিগের রচিত বা অপরের রচিত এমত এক খানি ইংরাজী প্রহসন নাই যে তাহার গল্পে কিছু বিশেষ চাতুরী প্রকাশ আছে। তবে দীনবন্ধু বাবুর অপরাধ? আপনি লিখিয়াছেন "গল্পটীর রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের কিছু মাত্র নৈপুণ্য প্রকাশ হয় নাই। অতএব এতৎপাঠে যে চিত্তের বিরক্তি জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।" যে ব্যক্তি ক্ষীরে লবণ রসের তত্ত্ব করে, ক্ষীরে যে তাহার বিরক্তি জন্মিবে তাহা আশ্চর্য নহে। দোষটী ক্ষীরের না আপনার? আপনার মতে সধবার একাদশীর দ্বিতীয় দোষ এই যে "সুরাপানের অনিষ্টকারিতা ও সুরাপাননিবারণী সভার উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া সুরাপান বিষয়ে লোকের বিরাগ উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা সাধিত হয় নাই। নকুলেশ্বর ও নিমচাঁদে যে কথোপকথন হয়, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সুরাপাননিবারণী সভায় কোন কাজ হইতেছে না, প্রত্যুত কপটতা দোষের বৃদ্ধি হইতেছে।" আপনি এ প্রহসন বুঝিতে পারেন নাই। সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করান লেখকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সুরাপাননিবারণী সভার উপযোগিতা প্রকাশ যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, এ কথা কোথায় পাইলেন? সুরাপাননিবারণী সভার অনুপযোগিতা প্রদর্শন (২) করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আমারও বোধ হয়, এ সভা, [illegible] উপযোগী নহে, বস্তুতঃ এ সভায় কেবল কপটতা জন্মিতেছে। গ্রন্থকারের এ উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা মহাশয়ই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আপনি যাহা দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা একটী গুণ বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহার পর আপনি লেখেন, "প্রহসন যেরূপে উপসংহার করা হইয়াছে তাহাও প্রকৃত [illegible] উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী নহে। রামধন রায় অটলের অবিনয় ও আচরণ দেখিয়া তাহাকে প্রহার করেন, এই মাত্র মাতালের শাস্তি [illegible] সামান্য মাত্র। সচরাচর এ ঘটনা [illegible] ইত্যাদি। আপনার কত ভ্রম দেখাইব? [illegible] মাতালের শাস্তি হইল? আর কোন [illegible] হয় নাই? অটলের অধঃপাতে কি শাস্তি নয়? [illegible] চিত্তবৃত্তি সকল যে পশুবৎ নিকৃষ্ট [illegible] হইল, ইহা কি শাস্তি নহে? [illegible] পিতৃব, পরীবারে। সম্ভ্রান্ত হইয়া [illegible] নহে? সে যে বেশ্যার জন্য [illegible] হইয়া ছিল, ইহা কি তাহার শাস্তি নহে? [illegible] যে তার জন্য বেশ্যার নিকট [illegible] লেন ইহা কি শাস্তি নহে? [illegible] মনস্তুষ্ট হয় তবে কি তাহার [illegible] মরণাদি কি তাহার অপেক্ষা [illegible] চিত্তের অধঃপাতই মদ্যপেয় [illegible] প্রকৃত বটে, তথাপিও বটে [illegible] মদ্যপকে এই শাস্তি দিয়াছেন [illegible] সুন্দর বলে বিশেষ পরিচয় হইয়াছে [illegible] পাদি জন্য প্রহার শাস্তি দিয়েছেন [illegible] অসঙ্গত ও সামান্য হইত [illegible] থাকিত না। এ দোষও গুরু [illegible]

আরও জিজ্ঞাসা করি, প্রাপ্ত বয়স্ক [illegible] নকে যদি তাহার পিতৃ পিতৃব্য প্রহার [illegible] তাহাই বা সামান্য শাস্তি কি [illegible] তদপেক্ষা কিসে ভয়ানক? [illegible]

---

(১) গল্পটী সামান্য এবং অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থকারের ক্ষমতা প্রকাশও সামান্য অথচ গ্রন্থ অসামান্য হয় এই আমরা নূতন শুনিলাম। সা

(২) আমরা জানি, যাঁহারা সদুপায় অবলম্বন করিয়া কুক্রিয়া নিবারণের চেষ্টা পান গ্রন্থকারের তাঁহাদিগের সপক্ষতা [illegible] ও উৎসাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু যিনি তদ্বিপরীত ব্যবহার কারী হইয়া তাঁহাদিগের চেষ্টার বৈফল্য সম্পাদন করেন, তিনি যাহার হউন হউন আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ নহেন। দুই চারি জন [illegible] দুষ্টলোক হইলেই যদি এরূপ [illegible] কোন কাজ হইতেছে না, তাহা [illegible] কোন সৎ চেষ্টা করা হয় না। [illegible] বীতে জীবন ধারণ থাকিতে পারেন না [illegible]।

(৩) চোরের যদি অপরাধাবলম্বন [illegible] বিদিত থাকিত, অমুক চুরী [illegible] আ করিয়াছে, উহার চিত্তবৃত্তি নিকৃষ্ট [illegible] জানি যদি চুরী করি আমারও [illegible] হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া [illegible] কৌশল হইতে বিরত হইত? স।

যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে তাহা কাব্যে সুচিত্রিত করা দোষ না গুণ?

ইহার পরে, অটল যে মদ ছাড়িল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই, ইহাও গ্রন্থের দোষ বলিয়া উল্লেখিত করিয়াছেন। ইহাও গ্রন্থের গুণ। অটল মদ্য ছাড়িতে পারিল না ইহাও তাহার শাস্তি। মদপেয়ী এক বার মদ্যাসক্ত হইলে আর মদ্য ছাড়িতে পারে না। ইহা যদি গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে বিস্মৃত হইতেন, তবে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইত না।

তার পর গ্রাম্যতা। আপনি গ্রন্থের কয়েক [illegible] করিয়া কহিয়াছেন "শালা [illegible] এ গুলি কি গ্রাম্য কথা নয়? যে [illegible] বিন্যাস হয় তাহা কি প্রীতিকর হইতে পারে?" আমার উত্তর এ কথাগুলি গ্রাম্য কথা বটে, অন্য যে নাটকে এ গুলি বিন্যস্ত হয় তাহা প্রীতিকর (৪) হইতে পারে।

[illegible] ! গ্রাম্য কথা কাহাকে বলে? যাহা পল্লীগ্রামে ব্যবহার হয়? মানিলাম এ সকল গ্রাম্য কথা—বলুন দেখি নগরে ইহার পরিবর্ত্তে [illegible] ব্যবহার হয়? কলিকাতার লোক [illegible] ফরাসিস বলে না সংস্কৃত বলে? [illegible] ইতর লোকে ব্যবহার করে, [illegible], তবে আমার জিজ্ঞাস্য, ভদ্র [illegible] কথার পরিবর্ত্তে কি বলেন? [illegible] কোষ খুঁজিয়া শব্দ বাহির [illegible]

[illegible] গ্রাম্য কথা হইলে, কেনই বা [illegible] অপ্রীতিকর হইবে? গ্রাম্য [illegible] কথিত কথা (৫) গ্রাম্য কথার [illegible] আভিধানিক সংস্কৃতে হইবে?

[illegible] শেষে লিখিয়াছেন, "সধবার [illegible] অর্থ হয় নাই। এ কথা স্বীকার [illegible] কি? আরও লিখিয়াছেন [illegible] যে হাস্য, ইহাতে তাহা [illegible] শেষে শুনিব যে মধুতে মিষ্ট (৬)

(৪) [illegible] সুবিবেচক লেখকের মত কথা [illegible], তাহাদিগের শোণিত স্বভাবতঃ উষ্ণ [illegible] এরূপ কথা কহিয়া থাকেন। স।

(৫) [illegible] মানুষের বিরক্তভাব প্রকৃতিসিদ্ধ, [illegible] কোন স্ত্রী অথবা পুরুষকে পথে [illegible] বর্ণনে বিরক্ত দর্শন ও শ্রবণ [illegible] বিরক্ত হইবেন কি না? স।

(৬) সধবার একাদশীতে মিষ্টতা থাকে না।

সধবার একাদশীর আপনি যে যে দোষ আরোপিত করিয়াছিলেন, একে একে সকলের প্রতিবাদ করিলাম। কোনটীই দোষ নহে, তন্মধ্যে অনেকগুলিই গুণ, ইহা সিদ্ধ হইল। আপনি ইহা স্বীকার করিবেন না, কিন্তু আপনি যদি ন্যায়পর হন, তবে অবশ্য এ পত্রকে সোমপ্রকাশে স্থান দিবেন। আপনি, আপন পক্ষে সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, আমি আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কে যথার্থ ন্যায়বাদী তাহা আপনার পাঠকেরা বিচার করুন। এই পত্র দীর্ঘ, সোমপ্রকাশে ইহার স্থান হইবে না, যদি এমত আপত্তি করেন, তবে আমার অনুরোধ ও ন্যায়পরতার অনুরোধে এক খানি ক্রোড়পত্রে ইহা মুদ্রিত করিবেন। তাহাতে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, সে ব্যয় যদি স্বীকার না করেন, তবে যত ব্যয় হইবে তাহা পত্রান্তে প্রকাশ করিলে, তাকে আপনার নিকট অর্থ পৌঁছিবে। আর যদি কিছুতেই আপনি এ পত্র না প্রকাশ করেন, তবে তাহাও লিখিবেন, উপায়ান্তরে এ পত্র আমি আপনার পাঠকদিগের সমীপস্থ করিব (৭)।

সোম কবিবন্ধু।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় দেহুড়া ১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক	১৩
ঐ ঐ মেদিনীপুর লাইব্রেরির সম্পাদক ১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ	৭
শ্রীযুক্ত এস, রাউসলেন সাহেব বহরমপুর ১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ	৭

(৭) শেষের এই লেখাটুকু দেখিয়া আমরা অধিকতর কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। পত্রপ্রেরক লোভ ও ভয় প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু সোমপ্রকাশের এ দুই রোগই নাই, দূর হউক, এ অকিঞ্চিৎকর কথা। দীনবন্ধু বাবুর লিখিবার কিঞ্চিৎ শক্তি জন্মিয়াছে, সধবার একাদশী ছেলে খেলা বলিয়া আমাদিগের বোধ হইয়াছিল, তিনি এরূপ ছেলেখেলা না করিয়া সে শক্তি ভাল বিষয়ে বিনিয়োজিত করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা। যদি সধবার একাদশী উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, আর ভ্রম প্রযুক্ত আমরা তাহার উৎকর্ষ বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তাহাতে আমরা অপরাধী নহি, ভ্রম প্রযুক্ত বিপরীত জ্ঞান হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়, আর সে ভ্রম স্বীকার করাও অনাহ্লাদের বিষয় নহে কিন্তু সে ভ্রম কাহার, পত্র প্রেরক যে তাহার নির্ণয় প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম। স।

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও বর্ণান্তের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ম ভাগ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ১৯ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৭। ৩রা ডিসেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অ[illegible] ১ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও [illegible] ৩,

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু দিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃ, ষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনা দিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মৃজাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু গণের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

—০—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাসুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রল মিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা, সুকেশ ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

—

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত [illegible] যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের [illegible] ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি[illegible] পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৭, ১৮, [illegible] এবং ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইংরাজী বাঙ্গলা [illegible] পরীক্ষা হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত [illegible]—

ইংরাজী। চারুপাঠ ২য় ভাগ [illegible] ইংরাজীতে সহজ সহজ বিষয়ের অনুবাদ করিতে হইবে। [illegible] পরীক্ষার্থীদিগের [illegible] অনুবাদ করিবার [illegible] ও ইংরাজী ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

২ য়। ইংরাজী পদ্য ও গদ্য হইতে ব্যাকরণ ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির ও বাক্য বিন্যাসের প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। প্যারীচরণ সরকারের [illegible] পাঠ্যপুস্তকের ৪ র্থ অধ্যায়ের মধ্য হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে। [illegible] দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের বা[illegible]লাতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। গুরু ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ।

পরীক্ষার্থীদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।

ইতিহাস।	মার্শম্যান সাহেবকৃত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ১০ দশ অধ্যায়ের শেষ ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

৪ র্থ। পরীক্ষার নম্বর দিবার সময়ে হস্তালিপিও বিবেচনা হইবে।

৫ম। ইংরাজি পরীক্ষা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা ১৭ ই ডিসেম্বরে আরম্ভ হইবে। অতএব দুর্গোৎসবের বন্ধের পর স্কুল খুলিবামাত্র পরীক্ষার্থিদিগকে আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ১ লা ডিসেম্বরের পর কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করা যাইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত বিবরণ গুলি লিখিয়া দিতে হইবেঃ—

(১) পরীক্ষার্থির নাম।
(২) তাহার পিতার নাম।
(৩) বাসস্থান।
(৪) বয়স।
(৫) ধর্ম্ম। যদি হিন্দু হয়, তবে জাতি।
(৬) যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।
(৭) ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যে বিদ্যালয়ে পড়িতে ইচ্ছা করে।
(৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

৬ ষ্ঠ। পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষা দিবার প্রথম দিবসের প্রাতঃকালে যে ব্যক্তির প্রতি ফী আদায় করিবার ভার থাকিবে, তাঁহাকে ? টাকা ফী প্রদান করিবে।

১৮৬৬ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক।

সাহিত্য।	তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ এবং রচনা।
ব্যাকরণ।	ব্যাকরণ এবং চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে শ্রুতলিখন।
ইতিহাস।	ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।
ভূগোল।	পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণের পরীক্ষা হইবে, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।
প্রাকৃতভূগোল।	রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃতভূগোল
পাটীগণিত।	সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ কুসীদ ব্যবহার এবং চক্রবৃদ্ধি ও বর্গমূল।
ক্ষেত্রতত্ত্ব।	ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ফী গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তির উপর ভার থাকিবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া দুর্গোৎসবের বন্ধের অব্যবহিত পরেই আবেদন করিতে হইবে।

ই, জি, পোটির।
উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

———

বিজ্ঞাপন।

“ বুঝলে কি না ? ” নামে একখানি প্রহসন সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্টানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

? শ নবেম্বর। ১৮৬৬।

———

বিজ্ঞাপন।

কপালকুণ্ডলা।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মূল্য ১ এক টাকা।

———

বিজ্ঞাপন।

তিনখানি কোম্পানির কাগজ চুরি গিয়াছে।

৯৫২৬ নং ২৭২৪০। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। চারি পরসেন্ট ১০০০,

৪০১ নং ৩২৮৪৮। ৩০ জুন ১৮৫৪। চার পরসেন্ট ১০০০,

৮৩৫৯ নং ৪২৩? নং ৩১ এ মার্চ ১৮৩৬। চার পরসেন্ট ৫০০

কলিকাতা
২ রা অগ্রহায়ণ
১২৭৩।

শ্রীরাম পালিত
বড়বাজার, রাজার কাটরা।

———

বিজ্ঞাপন।

মির্জ্জাখানসামার গলি ১৪ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে —

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

———

বিজ্ঞাপন।

মোল্লাহাটী কন্সর্নের অন্তঃপাতী রুদ্রপুর ডিবিজন বিক্রয়ের দিবস ৩ রা ডিসেম্বর তারিখে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল, এক্ষণে নিউ বেঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির এজেন্টদিগের আদেশানুসারে তাহা রহিত হইল।

এ হিলস।

———

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

কটকের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে কমিসন নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যে যে বিষয়ের অনুসন্ধানের উপদেশ দেওয়া হয়, সে সমুদায়গুলি মহোপকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত দুটী বিষয়ের বিশেষরূপে অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়া অধিকতর আবশ্যক। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে কত রেজিষ্টরী ও কত ইষ্টাম্পবিক্রয় হইয়াছে ? অন্য অন্য বর্ষে সচরাচর যেরূপ হয়, তদপেক্ষা যদি অধিক হইয়া থাকে, কি কারণে অধিক হইল ? ইহার অনুসন্ধান হইলেই খাজনার দেনার নিমিত্ত কত আর উদরান্ন সংস্থানার্থই বা কত বিষয় বিক্রয় হইয়াছে, তাহার নিরূপণ হইবে। দ্বিতীয়, যে সময়ে জেলার শস্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিয়াছিল, সে সময়েও ঐ স্থান হইতে শস্য ক্রীত হইয়া স্থানান্তরে নীত হইয়াছিল কি না? শেষোক্ত বিষয়টীর অনুসন্ধান হইলেই কি কারণে যে কটক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের তত প্রকোপ হইয়াছিল, এবং মফস্বলস্থ হাকিমেরা দুর্ভিক্ষের ক্রম নিরীক্ষণ ও তন্নিবারণ চেষ্টায় কিরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহার নির্ণয় হইবে।

দরবারের ফল।

আগরার দরবারে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইল? দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট ২০ লক্ষ টাকার শস্য পাঠাইয়া দেন, তাহার মধ্য হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্য পাঁচ লক্ষ টাকা লোকের কষ্ট নিবারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ টাকার শস্য বিক্রয় করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, দরবারে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইল। এমত কষ্টের সময়ে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? সর জন লরেন্স ও তাঁহার অনুবৃত্তিকারিরা বলেন, ইহার দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে এই ফল লাভ হইয়াছে, ভারতবর্ষীয়-রাজারা আকবরের রাজধানীতে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দর্শন করিলেন। ইহাঁদিগের অপর তর্ক এই, আসিয়ার লোক মাত্রেই বাহ্য আড়ম্বর ভাল বাসেন, সর জন লরেন্স প্রথমে যে পরিমাণে কৃপণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণে আড়ম্বর না করিলে তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি ও ভয় হয় কৈ?

ভারতবর্ষীয় রাজগণ কি পঞ্জাবের যুদ্ধে বিশেষতঃ ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব জানিতে পারেন নাই? যাঁহারা মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ, অগত্যা অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়া আছেন, সেই অধীনতাসূচক কোন ব্যাপার অথবা চিহ্ন যদি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা অথবা অনুভব করান হয়, তাঁহারা কি তাহাতে সুখিত হন? অনেকের এই রূপ প্রকৃতি আছে, সেই চিহ্ন দর্শন করিয়া অধীনতা নিগড় ভঙ্গ করিবার চেষ্টা জন্মে। ইতিহাসও ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। কোন্ রাজা স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন? আসিয়াখণ্ডেই চিরকাল এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে, যিনি প্রধান রাজা হইতেন অধীন রাজারা নিয়মিতরূপে তাঁহার চরণ সেবা করিতেন। কিন্তু এটা কি রুচি ও ইষ্টকর প্রথা? আমরা কাব্য নাটকাদিতে যখন যখন

> অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ
> পারং প্রয়াতে বরা-
> বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ
> সায়ন্তনে সম্পতন্।
> সম্প্রত্যেষ সরোরুহদ্যুতিমুষঃ
> পাদাং স্তবাসেবিতুং
> প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামুদয়ন-
> স্যোদ্দোরিবোদ্বীক্ষতে॥

পাঠ করিতাম, তখনই ইহা দূষিত বলিয়া বোধ হইত। এই দূষিত ও নিকৃষ্ট প্রথার অনুমোদন ও তাহাতে উৎসাহ দান কি সভ্য গবর্ণমেণ্টের বিধেয় হয়? যত দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই, তত দিন কি গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষণীয় ছিলেন? অপর, আসিয়ার লোকেরা আড়ম্বর ভাল বাসেন, কিন্তু এ আড়ম্বরকে তাঁহারা একটা তামাসা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা ইহা প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন জানা উচিত। যদি বল রাজগণ দরবারে গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ভীত হইবেন। সে বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সর্পকেও লোকে ভয় করেন, ব্যাঘ্রকেও ভয় করেন আবার যথার্থ শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানকেও ভয় করেন! এ ভয় কি প্রকার ভয়, তাহাও এক বার জানা আবশ্যক।

লার্ড কানিঙ যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্দ্দারদিগের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। পিতা যে প্রকার পুত্রকে বলেন "যদি সুপথে না চল, তবে আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করিব না।" সেই ভাবে লার্ড কানিঙ রাজাদিগকে প্রভুভক্ত হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজগণ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর জন লরেন্স রাজাদিগকে এক এক প্রকারে অবমাননা করিয়াছেন। কেহ তাঁহার পদোচিত তোপের অনুমতি হয় নাই বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, কাহাকে যথাযোগ্য আসন দেওয়া হয় নাই, কেহ বা প্রবেশ কালে দৌবারিক দ্বারা নিষিদ্ধ হন, কেহ ভ্রম বশতঃ জুতা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছেন। তিনি এদেশের ব্যবহার ও লোকের মনের ভাব জানেন বলিয়া আমাদিগের সংস্কার ছিল। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞের যাহা জানা উচিত তাহা তিনি জানেন না। এদেশীয়েরা বাহ্য সম্মান লাভেই অধিকতর লোলুপ। ১৮১৪ অব্দের ১২ই নবেম্বর আডমস সাহেব লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেণ্টকে লিখেন "যাবতীয় প্রকাশ্য কার্য্যে নবাবকে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ থাকিবেন। এটা নিশ্চয় থাকিলে বাহ্য সম্মান কি পরিমাণে দেওয়া গেল তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু সর জন লরেন্স ইহার বিপরীত কাজ করিতেছেন।

দ্বিতীয় অনিষ্টটি এতদপেক্ষা গুরুতর। তাজমহল বৈঠকখানা নহে, ইহা একটি কবর। মুসলমানের শবদেহ ইহার নীচে আছে। মোগল রাজত্বে মুসলমান ভিন্ন আর কেহ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত দরবার উপলক্ষে "কাফেরেরা" কেবল যে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এমত নহে, এই বাটীতে ভোজ হইয়াছিল। শূকরের মাংস দ্বারা ইহার অপবিত্রতা সম্পাদিতও হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মুসল

মানেরা ইহাতে কি যাহার পর নাই দুঃখিত ও বিরক্ত হন নাই? পরাজিত জাতির প্রতি ইহার অপেক্ষা আর কিসে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হয়? কোন ব্যক্তির মনে না ইহাতে কষ্ট হয়? যদি কোন জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়া সেণ্টপাল গির্জ্জায় বলিদান দেন, অথবা ওয়েষ্টমিনষ্টার আদি ভগ্ন করিয়া কবর সকল নষ্ট করিয়া তাহাতে উদ্যান করেন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের যে কষ্ট জন্মে তাজমহলে আহার পান করাতে মুসলমানদিগের সেই মনোবেদনা হইয়াছে।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও তাঁহাদিগের অবস্থা।

অযোধ্যার নবাবকে যখন পদচ্যুত করা হয়, তৎকালে লার্ড ডেলহাউসি এই তর্ক করিয়াছিলেন, তিনি এপ্রকারে রাজত্ব করেন যে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অবমাননা হয়। নবাবের সহিত যেরূপ সন্ধি হয়, তদনুসারে কোম্পানিকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নবাবকে রক্ষা করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে ডেলহাউসি আপন মিনিট মধ্যে লেখেন "রাজার নিকটে ব্রিটিশ সৈন্য রাখা হইয়াছে। তাহারা এক বার রাজার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদিগের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। বিবাদের যে কারণ হউক না কেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন নবাবের প্রজাদের সহিত বিবাদ হইয়াছে, তখনই সৈন্যগণ সাহায্য করিয়াছে, এক্ষণেও যখন কেহ রাজার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে, তখনই সাহায্য দেওয়া হয়। অতি অল্প কাল গত হইল, রাজধানীর আট ক্রোশ দূরে এক জন বিদ্রোহী সর্দ্দারের দমনার্থ নবাব সাহায্য প্রার্থনা করেন, দুই বৎসরও হয় নাই, রাজধানীর দ্বারের নিকটে সৈনিক বিদ্রোহ দমনার্থে ব্রিটিশ সৈন্যগণকে উপস্থিত হইতে হয়।" লার্ড ডেলহাউসি ওয়াজিদআলির শাসন প্রণালীগত দোষের যথার্থ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারকালে অযোধ্যায় যে সুশৃঙ্খলা ছিল না, তাহা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু এ বিশৃঙ্খলার কারণ কি? ওয়াজিদআলির সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সম্বন্ধ ছিল, যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহাই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ওয়াজিদআলির নিজের দোষ যত হউক না হউক, যে প্রণালী প্রভাবে তাঁহার অবিরত সুরাপান, ভাঁড় ও বেশ্যা সংসর্গ সম্বন্ধে কোন নিষেধ ও আশঙ্কা ছিল না, সেই প্রণালীরই ঐ দোষ। যে সকল লোকের হস্তে শাসন ভার থাকে, প্রজাদিগের অসন্তোষ ও তন্মূলক বিদ্রোহ শঙ্কা অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্মনীতির প্রতি অধিকতর ভক্তি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান ও দেশহিতৈষিতা অন্য অন্য লোককে সৎ পথে লইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু শাসনকর্ত্তার সম্বন্ধে এ সকলের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব থাকে না। তৃতীয় নেপলিয়ন ও সর হেনরি লরেন্সের ন্যায় ন্যায়পর শাসনকর্ত্তা কয় জন পাওয়া যায়? ভারতবর্ষীয় রাজগণকে যে প্রকার বন্দীর ন্যায় এক এক প্রদেশে রুদ্ধ ও অন্য অন্য অংশের সহিত সংস্রব হীন করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগের শাসন সম্বন্ধে সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা অতি অল্প; তাঁহারা অত্যাচার করুন, আপনারা আলস্য করিয়া সময় ক্ষেপণ করুন, আর ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত করুন, কোন চিন্তা নাই, প্রজারা বিদ্রোহী হয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ আছে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দমন করিবে। কি কারণে প্রজারা অস্ত্র ধারণ করে, তাহার অনুসন্ধান ও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা নাই। সৈনিক ও দৌত্য কার্য্য সম্বন্ধে রাজাদিগের হস্ত পা বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কোন রাজা গবর্ণমেণ্টের অমতে একটী সিপাহী বৃদ্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু শাসন বিষয়ে তিনি যাহা করুন গবর্ণমেণ্ট সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, কেবল বিপদ পড়িলে অগ্রসর হইয়া রক্ষা করেন। লার্ড ডেলহাউসি ও তাঁহার অনুবৃত্তিকারিদিগের এই মত যে লোহিত রেখা ভারতবর্ষের মানচিত্রের সর্ব্বত্র স্থান দিয়া গমন করুক, এদেশীয় রাজগণ বৃত্তিভোগী মাত্র হইয়া থাকুন। কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে সপ্রমাণ হইয়াছে এদেশীয় রাজগণ না থাকিলে দেশব্যাপী একটী মহান বিদ্রোহ হইত, এবং দুই বৎসরে তাহা ৮০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্যের দ্বারা নির্ব্বাপিত হইত না। তবে এদেশীয় রাজগণের বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগকে এক্ষণে যে প্রকার বন্দী ভাবে রাখা হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তাঁহাদিগের সৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি, প্রজার কল্যাণ সাধন বাসনা এবং আপনারা সুশিক্ষিত ও প্রজাগণকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা হয়, তদুপায় অবলম্বন করা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। রাজগণকে পদস্থ রাখা গবর্ণমেণ্টের নিজেরও স্বার্থের জন্য আবশ্যক। কিন্তু সুশাসন না হইলে এ সকল রাজ্য বিড়ম্বনা মাত্র। সর জন লরেন্স যে বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন সাধারণ্যে এতদ্দেশীয় রাজ্য সকল সুশাসিত হয় না। আমরা বলিতেছি যত দিন সাহায্যকারী (সব সিডিয়ারী) প্রণালী থাকিবে, তত দিন এতদ্দেশীয় রাজাদিগের নিকটে যথার্থ সুশাসনের আশা করা বিফল।

আমরা এতক্ষণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-

অতএব কপালকুণ্ডলাকে দেশান্তরিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা জন্মিল। ও দিকে সেই কাপালিক কপালকুণ্ডলার প্রতি বৈরনির্যাতনার্থী হইয়া নবকুমারের বাটীর নিকটস্থ বনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সহিত পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। এদিকে ঐ রাত্রিতে কপালকুণ্ডলা আপনার ননন্দৃপতিকে মনদের বশীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত ঔষধ আনয়ন করিতে ঐ বন মধ্যে গিয়া উপস্থিত হন। পদ্মাবতী পুরুষ বেশে গিয়াছিলেন। এই সূত্র পাইয়া কাপালিক নবকুমারের মনে প্রথমে কপালকুণ্ডলার ব্যভিচার শঙ্কা তাহার পর তাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেয়। এমনি বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল, যে কাপালিক তাঁহাকে স্বহস্তে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইল। ওদিকে পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে স্বামী ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। কপালকুণ্ডলা বাল্যাবধি বনে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। বন ভ্রমণাদিতেই তাঁহার অনুরক্তি ছিল। গৃহ বা স্বামীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। স্বামিত্যাগে সম্মতি দানে তাঁহার কাতরতা জন্মিল না। যাহা হউক, ঈর্ষ্যানলদগ্ধ নবকুমার কাপালিক দত্ত সুরাপানে মোহিত হইয়া স্বহস্তে বলি দিতে গেলেন। কাপালিক পূজা আরম্ভ করিল এবং নবকুমারকে কহিল, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমারের পথি মধ্যে মহাবেগ কিঞ্চিৎ ব্যপগত হইল, তাঁহার স্নেহ ও দয়া প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি অশ্রু মোচন ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে গৃহে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি জলের ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। কূলের মূল প্রদেশ জলবেগে ক্ষত হইয়াছিল, অতএব উহা ভগ্ন হইয়া তিনি জলে মগ্ন হইলেন। নবকুমার তাঁহার উদ্ধারার্থ জলে পতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেন না। শেষে কাপালিক আসিয়া নবকুমারকে তুলিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে পাইল না।

যে কপালকুণ্ডলা যে নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করেন, সেই নবকুমার সেই কপালকুণ্ডলাকে স্বহস্তে বলি দিতে উদ্যত হন। এটী অনেকে অনৈসর্গিক জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারের সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। নবকুমারের মন একে ঈর্ষ্যানলে প্রদীপিত হইয়াছিল, তাহাতে সুরার যোগ হয়। এ উভয়ের একত্র যোগ হইলে মানুষ না করিতে পারে, এমন কুকর্ম্ম নাই। ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গ্রন্থকার মানুষের স্বভাব যে বিলক্ষণ জানেন, তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। অপর, স্ত্রীলোকের সপত্নীভাব যে কিরূপ দুঃসহ, পদ্মাবতী জাতি ও আচার পরিভ্রষ্ট হইয়াও কপালকুণ্ডলার সপত্নীভাব সহ্য করিতে পারেন নাই, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলার যে স্বভাবটী বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি বনে পালিত হন, বন বিনা আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না।

"ক্ষিপ্তং পুরো ন জগৃহে
মুহুরিক্ষুকাণ্ডং
নাপেক্ষতে স্ম নিকটোপ
গতাং করেণুং।
সম্মার বারণপতিঃ পরি-
মীলিতাক্ষঃ
স্বেচ্ছাবিহারবনবাস মহোৎ-
সবানাং।"

আমরা এতক্ষণ গ্রন্থের গুণ বর্ণন করিলাম। গ্রন্থকার ও তাঁহার বান্ধবগণ আমাদিগের উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণ হয় ত আমাদিগকে চাটুকার মনে করিতেছেন। অতএব গ্রন্থের দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকেও কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সন্তুষ্ট করা আবশ্যক। আবশ্যক এ কথা কহিতেছি, তাহার কারণ এই, আমরা যে কর্ম্মে ব্রতী, তাহাতে আমাদিগের হইতে সকলের হৃদয় রঞ্জনের সম্ভাবনা নাই, যদি এই উপায়ে সেই কার্য্যটী সাধিত হইয়া উঠে। গ্রন্থের ভাষাটী অধিকাংশ স্থলেই ললিত হয় নাই। যে স্থানে যে শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক, স্থানে স্থানে তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আর একটী দোষ এই, গ্রন্থ লিখিতদিগের কোন কোন ব্যক্তির প্রথমে যেরূপে বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। শেষে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যথা—কাপালিক নবকুমারের সহিত সংস্কৃতে প্রথম কথা আরম্ভ করেন, শেষে বাঙ্গালা কয়, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলার মধ্যে দুই একটী সংস্কৃত [illegible]য়াছে। এরূপে না করিয়া প্রথমাবধি বাঙ্গলাতে কথা কহাইলেই ভাল হইত। কাপালিক যদি কেবল পূজাকালে সংস্কৃত কহিত, তাহাতে আমরা আপত্তি করিতাম না। তদ্ভিন্ন সময়ে দুই একটী সংস্কৃত কহিয়াছে, আবার শেষে পূজাকালেও সংস্কৃত কয় নাই। এতদ্ভিন্ন, যে কিছু ভ্রমপ্রমাদকৃত দোষ আছে, তাহার উল্লেখ না করাই উচিত ছিল, কিন্তু বিপক্ষগণের প্রীত্যর্থ তাহারও প্রসঙ্গ করিতে হইল। যথা—মহতী আশুগ বিশা।

কালনার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার চৌকিদারী ট্যাক্স [illegible] অনেকেই যথাসময়ে টাক্স দি[illegible] পারেন না [illegible] নিত্যরূপে টাক্স না দিলেই সুতরাং সমন হয় সমন হইলেই অধিকগণ [illegible] সহিত টাক্স

আদায় করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে অনেক অত্যাচার হইয়া থাকে। ১৬ ই অগ্রহায়ণ যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা লেখা যাইতেছে। কাগজীপাড়া নিবাসী এনাত সেখ নামক এক ব্যক্তি বহুমানকাল স্বীয় কর দিতে পারে নাই, বা দেয় নাই। টাকের দারগা বাবু রাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায় সমন ও সপাদসহ উক্ত এনাতের বাটীতে উপনীত হইয়া তাহার গৃহ দ্বারের তক্তা খুলিয়া বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। এনাত জাতিতে মুসলমান, নির্ধন হইলেও মান সম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ যত্ন আছে। শুনিলাম দারগা বাবু একদা তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলে এনাত এরূপ ক্রোধপরবশ হয় যে তাহার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। সে ছোরার দ্বারা উক্ত দারগা বাবুকে আঘাত করে। ভাগ্যক্রমে আঘাতটী বক্ষে না লাগিয়া বাহুমূলে লাগিয়াছে। আঘাতটী বড় সহজ নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ হসপিটলে আনীত হইলে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। এনাত সেখ দারগা বাবু তাহার ঘর দ্বার লুঠ করিয়াছেন বলিয়া থানায় এজাহার দিতে আসিতেছিল ওয়ারেন্ট হওয়াতে সেই খানেই ধৃত হইয়া হাজতে আছে। বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

কালনার নিকট কল্যাণপুর নিবাসী বাহু কৈবর্ত্ত এক চক্ষে মনোমোহিনীর প্রাণবধ করার বিষয় পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি সেসনের বিচারে খুনের দাবি হইতে মুক্ত হইয়া মৃতদেহ গোপন করার অপরাধে পুনর্ব্বার হাজতে গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটিতে ইহার বিচার হইবে। বিশাগ্রামে রামনাথ রায়ের বাটীতে চৌকিদার কর্ত্তৃক যে চোর হত হইবার বিষয় পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, এক্ষণে সুযোগ্য ডেপুটী বাবু তাহার মধ্যে শ্যাম সর্দ্দারকে বেকসুর খোলসা দিয়া রামদয়াল ও গিরিধারীকে সেসনে সমর্পণ করিয়াছেন। যথার্থ বিচার হইয়াছে বোধ হইতেছে।

সম্প্রতি এখানে জ্বররোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। হাতুড়ে ডাক্তারের মাহেন্দ্রযোগ! কেহ যাত্রাদল ত্যাগ করিয়া, কেহ দোকান বন্ধ করিয়া, কেহবা কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তারি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের চিকিৎসাপ্রণালী দেখিলে কে না বিস্মিত হয়! মৃত্যুর দুই এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও রোগী আরাম করিব বলিয়া টাকা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আপনি অনেকবার এই দল লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, কত উপদেশ দিয়াছেন, কৈ কিছুতেই তাঁহাদের ধর্ম্মে ও মহাপ্রাণি বধে ভয় হইল না। ধন্য [illegible]! কত দিনে ইহার প্রতীকার হইবে বলাও যায় না। [illegible] কি না সন্দেহ। এখানে এখন নূতন চাউল ২৸০ সিকা পুরাতন চাউলের দর ৩॥০ টাকা। অনেক মঙ্গল।

বিবিধ সংবাদ।

১২ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা দেখিতেছি, বোম্বাইয়ে দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করিবার এক আইন হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় অনেক থানার সম্মুখে জুয়া খেলিবার আড্ডা আছে।

এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অধীনে যত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী দেওয়ানী সৈনিক অথবা চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার এক হিসাব চাহিয়াছেন। পররাজ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি যদি ইহার উদ্দেশ্য না হয় এ অনুসন্ধান প্রীতিকর বটে।

লর্ড সাহেব সম্প্রতি আলীগড়ে গমন করাতে তত্রত্য সভার সম্পাদক সৈদ আহম্মদ সভার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন, মিসনার দরিদ্রদিগের জন্য যে যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে ভারতবর্ষের সকল লোকের তাহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। যাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞতা নাই তাঁহারা এই সকল দৃষ্টান্ত দর্শন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উৎকলের দুর্ভিক্ষ কমিসনের মধ্যে এক জন চিকিৎসক ও কর্ণেল সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ণেল সাহেব একাকী বেহারে যাইতেছেন।

ধরওয়ারে অদ্যাপিও অন্নকষ্ট রহিয়াছে। শস্য প্রচুর আছে, লোক দরিদ্র বলিয়া তাহা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে পারিতেছেন না।

শুক্রবার বারাকপুরস্থিত গোলন্দাজ দলের এক জন সার্জ্জেন্ট, এক জন করপোরাল ও দুই জন সৈনিক গবর্ণমেন্টের ৬০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, গোকুল সিংহ নামক এক জন মণিপুরীয় সর্দ্দার মণিপুরে দৌরাত্ম্য করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। লক্ষ্মীপুর বিভাগের গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিগণ এতন্নিবারণার্থ পূর্ব্বে সাবধান হইয়া তন্নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন, ২১ এ নবেম্বর শনিবার গবর্ণর জেনেরল গোয়ালিয়রে গমন করিয়াছেন, মঙ্গলবার আগরায় প্রত্যাগমন করিবার কথা আছে সর জন লরেন্স তৎপরে কলিকাতার দিকে আগমন করিবেন। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের সংস্কার ছিল ভারতবর্ষীয় প্রধান শাসন কর্ত্তাকে গরুর ন্যায় খাটিতে হয়। লার্ড ডেলহাউসি ও কানিঙ্ পরিশ্রম করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সর জন লরেন্স প্রদর্শন করিলেন বুদ্ধি থাকিলে ইহা সুখের চাকরী হয়।

উক্ত পত্র কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তত্রত্য বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ মহম্মদ জহর খাঁকে তুর্কস্থান ও অন্য অন্য স্থানে প্রেরণ করিয়া সর্দ্দারদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বস্ততার প্রতিভূ স্বরূপ এক জন আত্মীয় ও ৫০ জন সহচরকে কাবুলে প্রেরণ করেন। আফজুল খাঁর সৈন্যগণ যখন তুর্কি স্থানে অগ্রসর হইবে তখন সর্দ্দারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আফজুল খাঁর এই সকল কার্য্য কাবুলের লোকদিগের অনুমোদনীয় নহে।

আমাদিগের বোধ হইতেছে, আবিসিনিয়ার বন্দীগণকে বধ করা হয় নাই। ক্লাড সাহেব স্বয়ং বন্দী ছিলেন, তিনি আপন স্ত্রী ও সন্তানদিগকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া ইংলণ্ডে রাজা থিওডোরের এক পত্র লইয়া যান। রাজ্ঞী তাঁহাকে সমাদরে অসবরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা থিওডোর অনুরোধ করিয়াছেন, ছয় জন উপযুক্ত ইংরাজ শিল্পিকে তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করা হয়, এবং ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহার বিস্মৃত হন। রাজ্ঞী স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ছয় জন শিল্পকারকে প্রেরণ করিয়াছেন। থিওডোর বন্য সন্দেহ নাই, কিন্তু রুষিয়ার প্রথম পিটরের কতক গুণ তাঁহাতে দেখা যাইতেছে। লার্ড ষ্টানলি এ বিষয়ে লার্ড রসেলের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে, এফ, বিটন [illegible] সাহেব হিন্দুপেট্রিয়টে এক পত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য মণ্ডলী বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানাইয়াছেন তিনি তিন বৎসর জন্য এপ্রদেশে আসিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি উপদেশ দিবেন, অতএব প্রার্থনা ইংরাজি ভাষাজ্ঞ এতদ্দেশীয়গণ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন। [illegible] সাহেবের উদ্দেশ্য উত্তম কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অল্প।

উক্ত পত্রের আগরাস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, পূর্ণিমায় ১৬,০০০ টাকা ব্যয়ে তাজমহল আলোক দ্বারা বিভূষিত করা হইবে। এ টাকা কি [illegible]

নিসিপালিটি দিবেন? সব জন লরেন্সকে আমরা পরিমিত ব্যয়ী জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে তাহা কেবল পরের বেলা।

১০ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন, চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। কর্ম্মাক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এস্থানের অন্নছত্র সকল প্রায় বন্ধ হইল।

ভুপালের বেগম গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে কলিকাতায় আসিতেছেন। টাঁকশাল, চিত্রশালিকা, দুর্গ ও অন্য অন্য বিচিত্র বস্তু সকল দর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। নগরবাসিরা মিসকার্পেণ্টরের সহিত বেগমের অভ্যর্থনা করেন, আমাদিগের এই অনুরোধ। সেকন্দরা বেগম সামান্য রমণী নন।

নেপালের দক্ষিণাংশের তরাইয়ে কাল হইয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সাতটি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলার কর গ্রহণ করেন নাই দেড়লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগের আহারার্থ ও দেড়লক্ষ টাকা বীজক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত টাকা ক্রমশ আদায় হইবে। জঙ্গ বাহাদুর এবিষয়ে সর সিসিল বীডনের আদর্শ সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির লণ্ডনস্থ অধ্যক্ষগণ আপনাদিগের পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। আপাততঃ পরীক্ষার্থ ছয় মাসের জন্য ইহা হইবে। পুলিষ প্রহরীরা রেলওয়ের অভ্যন্তরস্থ কোন বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়েতে নূতন পুলিষ সন্নিবেশ আবশ্যক হইয়াছে তথায় বিস্তর জুয়াচুরি হইয়া থাকে।

৮ই নবেম্বর বেথুন সোসাইটির অধিবেশন হয়। লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল ম্যালিসন উপস্থিত না থাকাতে উড্রো সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উড্রো সাহেব আশঙ্কা করিলেন কর্ণেল ম্যালিসনকে বোধ হয় কার্য্যানুরোধে সভার অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে কলিকাতার লার্ড বিশপের মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করা হইল; বিশপ দয়া দাতৃত্ব ও এদেশীয় সমাজের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আসামে গমন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন তথায় তিনটি আবশ্যক বস্তু নাই খাদ্য নাই, ঘড়ী নাই, ও ভৃত্য নাই। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিয়া সভাপতি বলিলেন রাজা অতিশয় সদাশয়, দাতা ও শিষ্ট ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইল, এক দিবস বেথুন সোসাইটিতে যখন রাজা অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন তখন আমি নিয়মলঙ্ঘন করিয়া কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যেরূপ ভদ্রতা ও কর্ত্তব্যতৎপরতার সহিত আমাকে নিয়ম অবলম্বন করিতে বলিলেন আমি তাহা কখন বিস্মৃত হইব না। তাঁহার যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা উচিত ছিল, তিনি তাহা করিলেন, কিন্তু এই ভাবে করিলেন যে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তিনি যোগ্য সভাপতি ও যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। ৺ বিশপকটন ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ উভয়ের মৃত্যুই আমাদিগের দেশের ক্ষতির নিমিত্ত হইয়াছে।

লাহোরে এক বণিক সম্প্রদায় হইয়াছেন। লাহোরের সহিত করাচির রেলওয়ে দ্বারা সংযোগ হইলে পঞ্জাবের বাণিজ্য ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। অতএব তথায় বণিক সম্প্রদায় কেবল শোভা মাত্র নহেন।

এবার সিমলাতে অতিশয় শীত হইয়াছে। উহার মধ্যে বরফ পাত ও শ্বেত কুয়াসা হইতেছে। এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক ইউরোপীয়েরা পশমের কাপড় পরিয়া ও সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়াও কাঁপিতে থাকেন। সিমলা হইতে প্রায় সকলেই প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল কয়েকজন স্ত্রীলোক আছেন।

৩ রা নবেম্বর অমর সিংহ নামক এক ব্যক্তি লাহোরের কিঞ্চিৎ দূরে এক বনের নিকটে গিয়া প্রথমে কাষ্ঠাহরণ করে। কাষ্ঠ রাশীকৃত হইলে সে স্নান পূজা করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বেরারের যাবতীয় ভীল ও বিস্তর আরব ও রোহিলা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। লুঠ করাই ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। হায়দরাবাদের নিজামের ও সাহায্যকারী ও সেনাদলের লেপ্টনাণ্ট মরিয়াটে তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়াছেন। বেরার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ তথাপি তথায় গোলযোগ হয় কেন? নিজামের অধীনে হইলে মুসলমানীয় অযোগ্যতার কথা হইত।

১৪ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত বুধবার মহারাজ সিন্ধিয়ার দৃষ্টান্তানুসারে জয়পুরের রাজা পুরাতন গবর্ণমেণ্ট বাটীতে গবর্ণর জেনরলের সম্মানার্থ ভোজ ও নৃত্য দিয়াছিলেন।

কানপুর ও লক্ষ্ণৌ শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। উনাও পর্য্যন্ত এক্ষণে কল যাইতেছে। ১ লা জানুয়ারি সাধারণের জন্য রেইলওয়ে খোলা হইবে।

গবর্ণর জেনরল কলিকাতায় আসিবার সময়ে কাশীতে দুই দিবস ও এক দিন ভাগলপুরে অবস্থিতি করিবেন। কলিকাতা সর জন লরেন্সের পক্ষে নানা প্রকারে অসুখকর।

আমীর সিরার আলী খাঁ সম্প্রতি গিজনির নিকটবর্ত্তি কাঁজরা জগোর নগর অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরে তাঁহার সৈন্যগণ ওমার খাঁর নিকটে পরাজিত হয়। আমীর বিস্তর টাকা কর্জ্জ করিয়া সৈন্যদিগকে নিয়মিত বেতন দিতেছেন। বেতনই আফগান সৈনিকের নিষ্ঠতার প্রধান উপায়। আফজুল খাঁও বলপূর্ব্বক কর্জ্জ লইতেছেন। আজিম খাঁ কান্দাহার ও সরওয়ার খাঁ তুর্কিস্থান আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি তুর্কিস্থানের শাসনকর্ত্তা ফইজ মহম্মদ খাঁ আফজুল খাঁর অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আফজুল খাঁর বিস্তর সৈন্য দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে।

সোমবার শিবপুরে অগ্নি লাগিয়া কএকখানি কুটীর দগ্ধ হইয়াছে. মিউনিসিপালিটির একটী মাত্র দমকল ছিল বলিয়া শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই।

কটকে পুরাতন চাউল ।৩॥ সের নূতন ।৬॥ সের। পুরীতে পুরাতন ।১ সের নূতন ।৩ অবধি ।৮।৴ সের। পুরীর ফসল নষ্ট প্রায় হইয়াছে। অদ্যাপিও কষ্ট রহিয়াছে। কমিসনর বলেন আর কয়েক মাস এখানে সাহায্য দেওয়া আবশ্যক। ২৪,০০০ মণ চাউল ফলস পাইণ্টে আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে ৫০,০০০ মণ আসিতেছে। ডিসেম্বরের মধ্যে আর ৮৩,০০০ মণ আসিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মহাজন ও জমীদারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া চাউল রাখিলে এখন ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনিতে হইবে কেন?

বঙ্গদেশে হঠাৎ চাউল সস্তা হওয়াতে উত্তর ও পশ্চিম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি বিশেষ ট্রেণ সকল স্থগিত করিয়াছেন। কলিকাতায় ৩। ৪ দিবসে মণকরা ১॥ মূল্য কমিয়াছে, আরও কমিবে। এবার উত্তম ফসল হইয়াছে, দুঃখের পর সুখ হয়ই।

বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করেন ৩রা নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, তন্মধ্যে ৩০৭ জন লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মন্দের ভাল বলিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১২৮ জন কম মরিয়াছে। সামান্য পরিশ্রম করিতে পারে এমন ৪১,৯৮৯ জন লোক আছে, নিতান্ত অক্ষমের সংখ্যা ৫,৪০৮। ইহা

দিগের জন্য মাসে ২, ৪৪৪ টাকা ও ৩,৩৯৯ ॥০ চাউল বিতরিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে শীঘ্র পঞ্জাব ও বোম্বা রেলওয়ের সহিত একত্রিত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইয়াছে পঞ্জাব ও বোম্বাই হইতে যে সকল গাড়ী বোম্বাই হইয়া আসিবে এককালে তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া দ্রব্য ও আরোহীদিগকে শকটান্তরে লওয়া হইবে? না ঐ সকল শকট ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কলে আনীত হইবে? আমরা শেষোক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি। নচেৎ দ্রব্য সকল শকটান্তর করিবার সময়ে ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোম্পানি সমূহ পরস্পরের লাভ ও সাধারণের সুবিধা বুঝিয়া অনায়াসে বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। শকটের সংখ্যা ও দূরত্বের নিয়ম থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

কলিকাতার জষ্টিসদিগের ওবর্সিয়র বার্ট লেট সাহেব আটর্ণী হুইনহো সাহেবের দ্বারের নিকটে এক বৃক্ষ রোপণ করেন। ভূমি জষ্টিসদিগের, কিন্তু হুইনহো সাহেবের জলপথ বন্ধ হওয়াতে তিনি বৃক্ষ উৎপাটন করেন, পুনর্ব্বার ইহা বসাইবাতে পুলিশে নালিশ হয়। ওবর্সিয়র ওনালির নাম মাত্র এক টাকা জরিমানা হইয়াছে। উচিত।

১৫ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

এ পর্য্যন্ত শিবির সকলে চৌকিদারী টাক্স প্রচলিত ছিল না। গবর্ণমেন্ট ইহা প্রচলিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। বাটী ভাড়ার শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে কর আদায় হইবে।

পঞ্জাব টাইমস নামক একখানি নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাহোর ক্রণিকেল পঞ্জাবের এক মাত্র মুখপাত্র আছেন, কিন্তু এ খানির লেখা প্রীতিকর নহে। নূতন পত্র স্বীকার করিয়াছেন কর্ম্মচারিগণ যাহা বলুন, পঞ্জাবের শাসনপ্রণালী দেশবাসিদিগের পক্ষে কষ্টকর। আমাদিগের বরাবর এই সংস্কার আছে। লার্ড ডেলহাউসির বাবতীয় কার্য্যের দোষ এক এক করিয়া প্রকাশ হইতেছে।

মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ে আর সিবিলিয়ান ও বারিষ্টর বিচারপতি এবং উকীল ও বারিষ্টরের প্রভেদ করা হয় না। সম্প্রতি সিবিলিয়ান বিচারপতি হলওয়ে ফৌজদারী সেসিয়নে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। সর বার্নেস পিকক প্রধান বিচারপতি থাকিতে আমরা কলিকাতায় ইহা দেখিতে পাইব না। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় সর বার্নেস পিকক এমত উপযুক্ত ব্যক্তি হইয়াও জাতি ও শ্রেণী ভেদ করেন।

পঞ্জাবের আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

ভরতপুরের রাজার পিতৃব্য বিদ্রোহী জাওল খাঁ লাহোরের দুর্গে রুদ্ধ আছেন। এই ব্যক্তি মুলতানের বিদ্রোহকালে সর হারবাট এডওয়ার্ডস ও সেনাপতি হুইলের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্ট দেশীয় বিদ্যালয় সকলের জন্য আগামী বর্ষে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিবার মানস করিয়াছেন। ইউরোপীয় মিউনিসিপালিটি সমূহ ইহা করিয়া থাকেন। কলিকাতার জষ্টিসেরা কেম্বল সাহেবের উদর পুরণ করাই ইহকাল ও পরকালের কাজ স্থির করিয়াছেন।

রুষিয়েরা বোখারার সন্নিকটে আসিয়াছে। এক জন বোখারীয় দূত কাবুলে আসিয়া সকলকে জেহাদে (ধর্ম্ম যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যে দূতকে মধ্যআসিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি এই সংবাদ দিয়াছেন।

অল্প দিন হইল, কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন আফিসের ২০০ টাকার অনধিক বেতনভোগী কেরাণীরা বেতন বৃদ্ধির যে আবেদন করিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনরল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লার্ড ক্রাণবোরণ লার্ড নেপিয়রকে এক পত্র লিখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন “আপনি স্বচক্ষে উত্তর বিভাগ সকল দর্শন করিয়া যে সকল উপায় করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে, এজন্য আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ॥ সামান্য বেতনের কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে এবং ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড নেপিয়রকে বলিয়াছেন “আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বর্ত্তমান কষ্ট নিবারণার্থ যে সকল বন্দোবস্ত করিবেন, আমি কায়মনোবাক্যে তাহার অনুমোদন করিব। ॥ লার্ড নেপিয়র ও সর সিসিল বীডনের কি প্রভেদ!

জনরব এইরূপ লার্ড ক্রাণবোরণ এক পত্র লিখিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণরকে অতিশয় তিরস্কার করিয়াছেন। এপ্রেলের পূর্ব্বেই লেপ্টেনন্ট গবর্ণরকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সর সিসিল বীডন যেরূপ কঠিন হৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে এ জনরব সত্য হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু সর জন লরেন্সও ভাল কাজ করেন নাই।

আসামের চা-করেরা গবর্ণমেন্টের নিকটে আক্ষেপ করিয়াছেন, কুলি আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে মজুরদিগকে এক টাকা মণ চাউল দিতে হয়. কিন্তু পল্লীগ্রামে তাঁহারা ২॥০ টাকার নীচে চাউল পান না। এ জন্য তাঁহাদিগের অতিশয় ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ইহার বিবেচনা করিতেছেন। গবর্ণমেন্টসৈন্যগণের আহারার্থ মাসিক নিয়মে নির্দ্ধারিত ।।।। ব্যয় হয়, তাহার উপর অধিক ব্যয় হইলে গবর্ণমেন্ট তাহা দিয়া থাকেন। কুলিদিগের নিয়মও সৈনিকদিগের ন্যায়, অতএব তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্যের একটী সঙ্গত নিরিখ করা আবশ্যক। নচেৎ আইন রহিত হইয়া স্বাধীন শ্রম নিয়মের উপর নির্ভর করা হউক।

সিন্ধু নদীর নিকটস্থ রেলওয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইয়াছে:—

১। মুলতান হইতে কোত্রি প্রায় ৫০০ মাইল
২। লাহোর হইতে পেসোয়ার ২৯০ ঐ
৩। সক্কর হইতে দাদর ১৬০ ঐ
৪। হায়দরাবাদ হইতে দিসা ২৬০ ঐ

গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের বনে অকালে বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য যে জরিমানা হইবে, তাহা সরকারী রাজস্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে না। বন বিভাগে জমা হইবে, যাহারা অপরাধীকে ধৃত করিবে তাহাদিগকে বিশেষ কারণে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ইংলিসমান অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি কাছ হইতে সীতারামপুর ও লক্ষীসরাই অবধি আলাহাবাদ পর্য্যন্ত দুই শ্রেণী রেলওয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন। এটী বুদ্ধির কাজ।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, কাবুলে জনরব উঠিয়াছে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমীর সিয়ার আলীকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন। সিয়ার আলি খাঁ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহসহকারে কাবুলে অগ্রসর হইবার জন্য সজ্জা করিতেছেন। ইহাতে বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা সর্দ্দার আজিম ও আফজুল খাঁ ভীত হইয়াছেন। কার্য্যতঃ প্রকাশ হইয়াছে, সিয়ার আলিই যথার্থ উপযুক্ত লোক।

উক্ত পত্রে এক জন কলিকাতার চাঁদনীর চিকিৎসালয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “চিকিৎসকগণ প্রত্যহ শত শত রোগীকে অসামান্য ধৈর্য্য ও পরিশ্রমসহকারে চিকিৎসা করেন। ডাক্তর বেলি ও হাইওয়ারের নাম সকলেই জানেন। ॥ ইহা ডাক্তর বেলির পর্য্যাপ্ত প্রশংসা নয়। চিকিৎসালয় ভিন্ন তিনি প্রত্যহ আপন বাটীতে কয়েক ঘটিকা বিনা অর্থ গ্রহণে রোগীদিগকে চিকিৎসা করেন। ডাক্তর আগ্নেয়ের চিকিৎসা এই প্রকার ছিল। কিন্তু হারবাট বেলির ন্যায় কেহই এদেশীয়দিগের অধিকতর স্নেহভাজন হন নাই।

কত পরিশ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে এ জেলার সহস্র সহস্র দরিদ্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। অ মার এই ক্ষুদ্র লেখনীর সাধ্য কি যে তৎসমুদায় সুচারুরূপে বর্ণন করে। সম্পাদক মহাশয়! বাবু হেমচন্দ্র কর কেবল যে দুর্ভিক্ষেই অসীম পরিশ্রম করিয়া জনগণের পরম প্রেমাস্পদ ও অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এমত নয়? কি প্রজাহিতৈষিতা, কি প্রজারঞ্জিত, কি বিদ্যোৎসাহিতা, কি দীর্ঘ দক্ষতা সকল গুণেই অলঙ্কৃত ও তাঁহাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র! তাহা যাহা হউক যেমন প্রজাগণ ইহার গুণ মকরন্দ পান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে উৎসাহ বাক্যের গুণগান করিতেছে, তেমনি যদি প্রজাবৎসল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় এই অসাধারণ বুদ্ধিমান হেমচন্দ্র বাবুর প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমরা সজ্জনের সমুচিত পুরস্কার দর্শন করিয়া নয়ন ও মনের চরিতার্থতা লাভ করি। ভরসা করি, সর সিসিল বীডন মহোদয় এ বিষয়ে অবশ্য মনোযোগ করিবেন।

২৯ এ কার্ত্তিক সুন্দর অন্নব্রত। দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার অর্থসঞ্চালক লোকালকমিটীর সভাপতি ও মেম্বরগণ মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেবের অভিমতে নিম্নোক্ত কারণ কতিপয়ে এখানকার অন্নদানব্রত উদযাপন করিয়াছেন। প্রথম, এখানে আউস ধান্য যথেষ্ট জন্মিয়াছে, কার্ত্তিক ধান্যও প্রচুর হইল এবং হৈমন্তিকও অপর্য্যাপ্ত হইবার সম্ভবনা, দিন দিন চাউলের বাজার নরম হইয়া আসিতেছে এমন কি অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ বা ১৬ দিবসে চাউলের মণ ১৷৹ বিক্রয় হইতে পারে। অতএব এক্ষণে আর দুর্ভিক্ষ নাই। দ্বিতীয়, যদিও এক্ষণে এখানকার অন্নছত্রে প্রত্যহ ২০০ বা ৩০০ শত কাঙ্গালী উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই গড়বেতা নিবাসী ও কর্ম্মক্ষম। সমস্ত দিবস পরিশ্রমান্তে তাহারা সকলে অভ্যাসবশতঃ দিবাবসানে অন্নছত্রে উপস্থিত হয় ও প্রাপ্য ২ বা ৩ সরা ভাত লইয়া বাটী গমন করে। অতএব তাহাদিগকে অন্ন দেওয়া নিরর্থক। তৃতীয়, উহাদিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত জরাজীর্ণ তাহাদিগের নিমিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, (এই দাতব্য চিকিৎসালয়টী দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু হেমচন্দ্র বাবু দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে) ঐ স্থানে তাহারা উত্তম আহার ও চিকিৎসা পাইতে পারিবে। এই মহাব্রতের উদ্যাপন দিবসে আমি অন্নছত্রে উপস্থিত ছিলাম, দেখিলাম প্রত্যেক কাঙ্গালীকে ২০ দিবসের উপযুক্ত আহারীয় চাউল পাথেয় বস্ত্র প্রদান করিয়া বিদায় দেওয়া হইল, বিদায় সময়ে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল অগস্তী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সিংহ তথা শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ চন্দ্র মিত্র সবইনস্পেক্টর তথা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যাম চন্দ হাজরা শ্রীযুক্ত বাবু সদরউদ্দীন মহম্মদ পেস্কার এবং শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ পাঁড়ে প্রভৃতি মহাশয়গণ আহ্লাদে উপস্থিত ছিলেন, কাঙ্গালীগণ আপন আপন প্রাপ্য তণ্ডুল পথসাদি মস্তকে করিয়া হেমচন্দ্র বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ধন্য হেম বাবু! আপনি যথার্থ প্রশংসাভাজন!!!

২৯ এ কার্ত্তিক গড়বেতার বস্ত্রপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র কর সভার অবশিষ্ট ১০৭ টাকা দরিদ্রগণকে চাউল দিবার জন্য রিলিফ কমিটীর সভাপতি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। দানের সময় এই।

ডেপুটী বাবু নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও এখানকার পীড়ার কারণ গ্রাম অপরিষ্কারের বিষয়ে মন দিয়াছেন। জঙ্গল প্রভৃতি কাটান হইতেছে। গ্রাম পরিষ্কার মহামারীর চমৎকার ঔষধ। ইহা যেন সকলের মনে থাকে।

গড়বেতা	}	একান্ত বশম্বদ।
৪ ঠা অগ্রহায়ণ	}	শ্রীবা—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মিস কার্পেণ্টর।

"এস এস বিদেশিনী!"

১

এস এস বিদেশিনি! বহু দিন তরে
রয়েছি আমরা তব আশাপথ চেয়ে,
কি বলিব!! মনোগত জানাব কি বলে
আনন্দে অধীর বঙ্গ আজি দেখা পেয়ে।

২

তরিয়া অপার সিন্ধু, ছাড়িয়া ভবন
সুখের জনমভূমি করে পরিহার,
এ বিদেশে একাকিনী কিসের কারণ?
কিবা আছে দয়াবৃত্তি! হৃদয়ে তোমার?

৩

"অভাগিনী বঙ্গবালা অজ্ঞান আঁধারে
কারাগারে নিরুপায় জীবন হারায়!!"
শুনে কি স্নেহের ভরে সাগরের পার

৪

ভগিনীর দুঃখ শুনে কাঁদিছে হৃদয়?
এসেছ মুছাতে তার নয়নের জল?
ঠেলেছ চরণে সুখ ফেলিয়াছ ভয়
এসেছ সকল ফেলে হইয়া পাগল?

৫

বলনা তোমারে বঙ্গ দিবে কি উপহার
দিবে আজি কৃতজ্ঞতা! বঙ্গবাসি জন?
ভক্তি গুণে প্রীতিপুষ্পে গাঁথিয়াছি হার
বিমল হৃদয়ে কর হৃদয়ে ধারণ।

৬

ভাই বন্ধু হতে তুমি লইয়া বিদায়
আসিয়াছ আমাদের হিতের কারণ,
আপন হৃদয়ে বঙ্গ রাখিবে তোমায়
"দিদি" বলে ডাকিবেক বঙ্গবালাগণ।

১৮৬৬	}	ভবানীপুর
২৭ এ নবেম্বর	}	

যদি কোন মহোদয় এই কয় পংক্তি ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া কোন প্রকাশ্য পত্রিকাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে পরম উপকৃত হইব।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনাথ নিবাস।

১। রাজধানী হওয়াতে, কলিকাতায় নানা দেশীয় লোককে নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে, আগমন ও অবস্থিতি করিতে হইতেছে। সুতরাং রাজধানীতে কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি আশ্রয়বিশিষ্ট কি নিরাশ্রয়, সকল প্রকার লোকেরই সমাবেশ আছে। কলিকাতায় সহায় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের বাস ক্লেশকর নহে, কিন্তু নির্ধন ও নিরাশ্রয় লোকেরা ইহাতে কিরূপ ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করে, একবার অনুধাবন করিলেই তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহা যেরূপ স্থান, তাহাতে এখানে আশ্রয় বিহীন হইলে মফস্বলের ন্যায় সহজে কোন গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় পাওয়া যায় না। সুতরাং এবম্বিধ লোকদিগকে এখানে যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এস্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে সেরূপ লোক কলিকাতায় না আসিলেই অথবা এখানে অবস্থিতি না করিলেই ত আর তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এই বিবেচনা অমূলক বলিয়া বোধ হইবে। কারণ এরূপ ঘটনাও অসম্ভাবিত

আশ্রয় পাইবে বলিয়া কোন ব্যক্তি এখানে আগমন করিল, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনাক্রমে তাহার আত্মীয়, স্থানান্তরিত বা পৃথিবী হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এমত অবস্থায় আগন্তুক ব্যক্তি আশ্রয়হীন হইয়া কিরূপ ক্লেশ অনুভব করে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। আর সচরাচর এরূপও ঘটিয়া থাকে যে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হঠাৎ নির্দ্দয়কালের ভয়ানক মৃত্যুতায় অভিভাবকবিহীন হইয়া কত স্ত্রী ও বালকগণ অপার দুঃখবারিধিতে একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। মফস্বলের ন্যায় এস্থানে অধিকাংশ লোকেই পরস্পর সহকারিতা ও আত্মীয়তা না থাকাতে উক্ত দুর্ঘটনায় তাহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে। এরূপ অবস্থায় তাহারা [illegible] পাকিবার স্থানই পায় না, উদরের জ্বালা [illegible] এবম্বিধ ঘটনায় স্ত্রীগণ অসৎপথে, [illegible] ও বালকগণ [illegible] শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া উঠে।

[illegible] শ্রেণীর ধনবান্ ও কৃতবিদ্য লোকে [illegible] করিলে এইরূপ নিরাশ্রয়দিগের ক্লেশ নিবারণ করিতে সমর্থ হন। [illegible] ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের ন্যায় কলিকাতায় অনাথনিবাস স্থাপন করুন। তাহাতে অনাথদিগের যৎপরোনাস্তি উপকার এবং দেশের মুখও সমধিক উজ্জ্বল করা হইবে। ইহা যে বহু ব্যয় ও বহু কষ্টসাধ্য কর্ম্ম এমত নহে, যথাসামান্যরূপে সকলে এককালে দান করিলেই, একটী মূলধন দাঁড়াইয়া যাইবে এবং তাহার উপস্বত্ব দ্বারাই এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। আর, যাঁহারা সমধিক ধনশালী, এবিষয়ের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ মাসিক দান করিতেও তাঁহাদিগের ক্লেশ বোধ হইবে না। অতএব এ বিষয় সম্পাদন করিতে আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন করিলেই বোধ হয় কৃতবিদ্য দল সকল যত্ন হইতে পারেন, কেবলমাত্র কথায় বা বক্তৃতায় দেশের উপকার হয় না।

শিক্ষাবিভাগের নিয়মের আবশ্যকতা।

২। নিয়ম, সমুদায় কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা সাধন করে। যে কার্য্যে নিয়ম নাই, তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া কখনই আশা করা যায় না। এই জন্যই পরমেশ্বর সৃষ্ট সমুদায় পদার্থ ও অখিল কার্য্যকেই অলঙ্ঘ্য অবিনশ্বর নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। লৌকিক ব্যবহারেও সভ্যতা ও বিদ্যা বুদ্ধিসহকারে সুনিয়ম রক্ষা ও সুশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইবার গৌরব বর্দ্ধিত হইতেছে। [illegible] কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত ক্রমেই উৎকৃষ্টতর আইন বহির্গত হইতেছে।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যে কয়েকটী বিভাগ আছে, তাহাদিগের সকলেরই কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কতকগুলি করিয়া নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাহার দ্বারা সেই সকল বিভাগের কার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদিগের উন্নতিশীল শিক্ষাবিভাগ উহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে, যাঁহার যেরূপ ভাল লাগে তিনি সেইরূপেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে কখন কখন এরূপ ঘটিয়া উঠে যে, এই বিভাগস্থ কোন ব্যক্তি যে নিয়ম প্রচারিত করিয়া গেলেন, তাঁহার স্থলে উত্তরাধিকারী আসিয়া আবার তাহা সমুদায় পরিবর্ত্তিত বা অন্যান্তরিত করিয়া বসিলেন সুতরাং এরূপ অব্যবস্থিততায়, ইহার কার্য্যপ্রণালী যে কিরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। তবে, এই বিভাগের যে যে অংশের সহিত, গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের নিতান্ত সংস্রব আছে সেই সেই বিভাগস্থ নিয়ম দ্বারা ইহার সেই সকল অংশ প্রতিপালিত হয়। অপরাপর অংশে নিয়মাভাবে চিরপ্রসিদ্ধি [illegible] বাপের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে ইহার কার্য্য পরিচালনের জন্য কতকগুলি আইন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্কুলইনস্পেক্টরগণ মনে করিলেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। এ বিষয়ের জন্য তাঁহারা যে কেন যত্নবান হন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি শিক্ষাবিভাগের কার্য্যপ্রণালী উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক হয়, তবে এ বিষয়ের জন্য তাঁহাদিগের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। কতকগুলি বিধিবিধি, বিনিবদ্ধ হইলে, ইহার অনেক অত্যাচার ও যথেচ্ছাচার নিবারিত হয় এবং লোকের নিকট নিয়মহীন বিভাগ বলিয়াও অপ্রস্তুত ও উপহসিত হয় না।

৩। কয়েক সপ্তাহাবধি বহুবাজারের "[illegible]" নামক পল্লীতে চোরের অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি চোরগণ দুই বাটীতে সফলপ্রযত্ন হইয়াছে, এবং অন্য এক গৃহস্থের আলয়ে আসিয়া [illegible] ৩ দিন নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, মাদকাসক্ত লোক দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বাস্তবিকও অধিকাংশ দুষ্কর্ম্মই উক্ত [illegible] বিষয় এই যে, এই ভয়ানক দ্রব্য প্রচলনের জন্য আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট আবার উৎসাহ প্রদান করিতেছেন!!!

৪। গ্রন্থকর্ত্তারা যশোলিপ্সার বশীভূত হইয়া অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশলে তদ্দ্বারা জনসমাজেরও যৎপরোনাস্তি উপকার হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সুখ্যাতি লাভের ন্যায় গ্রন্থকারদিগের কিঞ্চিৎ অর্থলাভও হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের অর্থলাভ বিষয়ে বিপরীত ঘটিয়া উঠে। তাঁহাদিগের মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করা উচিত এবং তাহা হইলেই আর সেই পুস্তকের অভাব হয় না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে গ্রন্থকারদিগের অমনোযোগ ও [illegible] যথাসময়ে মুদ্রাঙ্কন না হওয়াতে কোন কোন পুস্তক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। তখন পুস্তক বিক্রেতা দুষ্ট দোকানদার সকল একত্র হইয়া ইচ্ছানত মূল্যে ইহার বিক্রয় আরম্ভ করে। সুতরাং উহা গ্রন্থকর্ত্তার লাভজনক না হইয়া সামান্য দোকানদারদিগের অসদুপায়ে অর্থাগমের উপায় হইয়া উঠে। উল্লিখিত কারণে আমাকে সম্প্রতি দশ আনা মূল্যের দুটী প্রকারের পুস্তক, প্রত্যেকে দেড় টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে এবং কলিকাতায় কোন [illegible] এক আনা মূল্যের পুস্তকের দর দুই আনা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যদি গ্রন্থকারেরা এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হন, তাহা হইলে আর সাধারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও তাঁহাদিগের লাভ অন্যের হস্তগত হয় না। ইতি।

বহুবাজার ১০ই অগ্রহায়ণ। ১২৭৩।

বশম্বদ। লেখক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনার ২০ এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত "সাধারণ আদর্শ" এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সমুদায় অংশ অনুমোদনীয় বোধ হইল না। প্রবন্ধটীর আদি ও অন্ত ভাগে যেরূপ উদারতা ও যৌক্তিকতা লক্ষিত হইল, মধ্যাংশে তেমনই অনুদার ও অযৌক্তিক ভাবের সন্নিবেশ দেখা গেল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক কিরূপ ভাবে চালিত হইয়া এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না। [illegible]

পক্ষে দৃষ্টি না করিয়া কেবল সম্প্রদায় বিশেষকে নির্য্যাতন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত সম্পাদক এক স্থানে লিখিয়াছেন "খৃষ্টের এমন কি ছিল যে তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত হইতে পারেন" এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাশি রাশি ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ত্যাগ স্বীকার করা হয়। যদি ত্যাগ স্বীকার কেবল বহুল ধন সম্পত্তির দ্বারাই হয় তবে যাহাদের রাশি রাশি ধন সম্পত্তি নাই, ধার্ম্মিক হইতে কি তাহাদের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না? যদি অতি সামান্য ব্যক্তিরাও কেবল ধর্ম্মের জন্যে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে স্বার্থপরতা ও কুটিলতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তবে কি তাহারা ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না? ধন, মান, সুখ, জীবন প্রভৃতি নানা বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার হইতে পারে। অতএবই ত্যাগ স্বীকার বিষয়ে ধনের ত্যাগ স্বীকারে ধনীর, মানের ত্যাগে মানীর এবং সুখের ত্যাগে সুখীর বিলক্ষণ আদর্শ হওয়া যাইতে পারে। খৃষ্ট যদিও ধন সম্পত্তি বিষয়ে ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত নহেন, তথাপি কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ত সুখ ও জীবন বিসর্জ্জন করা তাঁহার গুরুতর ত্যাগ স্বীকার বলিতে হইবে। অকাতরে সত্যের জন্যে জীবন দানাপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার আর কি হইতে পারে?

আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, যে "খৃষ্টের এমন কি অবস্থা ঘটিয়াছিল যে সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকার সহ্য করিয়া ক্ষমা গুণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন" এই বাক্যেতে লেখকের বিলক্ষণ স্বপক্ষপাতিতা লক্ষিত হইতেছে। কারণ খৃষ্ট মরণ সময়েও হত্যাকারীদিগের কোন প্রকার অমঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহাদের মঙ্গলই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদি বলেন "যে ঐ সময়ে তিনি অসামর্থ্য নিবন্ধন সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন" এতদ্বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে তৎকালে তাঁহার অন্য কোন ক্ষমতা না থাকিলেও হত্যাকারিদিগের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে পারিতেন। এরূপ ব্যবহারে যখন তিনি তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমার ভাব প্রকাশ পায় নাই? ইহা হইতে আর অধিক ক্ষমার ভাব কি হইতে পারে?

স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে,, "খৃষ্টের প্রতি [illegible] অভাব নিমিত্ত অথবা কোন অতিরিক্ত [illegible] কারণে যদি তাঁহাকে এই উন্নত সময়ের উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রচারকরূপেই লোকের নিকটে বাহির করা হয়, তাহা হইলেও প্রচারক ব্যতীত সংসারের আর কোন সম্প্রদায়ী খৃষ্টের অনুকরণ করিতে পারে না। অতএব খৃষ্টকে সাধারণ আদর্শ করিবার আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে এই পৃথিবীতে যেন প্রচারক বলিয়া এক ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পারে, প্রচার কার্য্যে সাধারণের অধিকার নাই। বাস্তবিক ভ্রান্তের উক্তি। স্বকীয় ক্ষমতানুসারে প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে প্রচারক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে চেষ্টা করিলে প্রচারক হইতে না পারেন। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিলে সকলেই আপন আপন কার্য্যে সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচার কার্য্য প্রকৃতরূপে সম্পাদন করিতে পারেন। অতএবই খৃষ্ট কোন কোন বিষয়ে সাধারণের আদর্শ হইতে পারেন। সকলেরই যদি সত্যের দিগে গমন করা উচিত হয় এবং সত্যের নিমিত্ত জীবন দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তবে অবশ্যই খৃষ্টের দৃষ্টান্ত অনুমোদন করা বিধেয়। বাস্তবিকও খৃষ্ট ঐ রূপ অনুন্নত সময়ে যেসকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদিও এই উন্নত সময়ে কাহার নিকট কোন কারণ বশতঃ সামান্য বলিয়া বোধ হয় তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা আমাদের একান্ত অনুচিত।

উপসংহারকালে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন গুণী ব্যক্তির যথার্থ গুণ সমূহ সরল অন্তঃকরণে দর্শন ও গ্রহণ করিতে পরি। কোন মন্দ ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যেন কাহারও প্রকৃত গুণের বিলুপ্তি করিতে না চাই।

২০ এ কার্ত্তিক } আমরা কয়েক জন।
ঢাকা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দেব আলাহাবাদ
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১৩
" " মুজীবর রেহমান বালেশ্বর
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ ৭
" " শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আলীগড়
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭
" " রাজা গোপীলাল পাঁড়ে প্যাকোড়
[illegible]
" " চন্দ্রমোহন ঘোষ ফরিদপুর ৩
" " রাধামোহন গোস্বামী খণ্ডুবড়ি
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ৭৪ আশ্বিন ১[illegible]
" " শ্যামাচরণ চৌধুরী মেদিনীপুর ৩৮
" " গোষ্টবিহারী দত্ত মেদিনীপুর ৩৮

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটীকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ।   ৪ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ২৬ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৬। ১০ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাহুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু দিগের টিকীট সকল
হাবড়া হইতে প্রদত্ত
হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মৃজাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু গণের ভাড়ার হার।

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর;

—০—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাসুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রল মিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা, [illegible] ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের বর্ত্তমান অব্দের ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

ইংরাজী। চারুপাঠ ২য় ভাগ হইতে ইংরাজীতে সহজ সহজ বিষয়ের অনুবাদ করিতে হইবে। উহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও ইংরাজী ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

২ য়। ইংরাজী পদ্য ও গদ্য হইতে ব্যাকরণ ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির ও বাক্য বিন্যাসের প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। প্যারীচরণ সরকারের পঞ্চমখণ্ড পাঠ্যপুস্তকের ৪ র্থ অধ্যায়ের মধ্য হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে। উহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। গুরু ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ।

ইতিহাস। মার্শমান সাহেবকৃত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ... খণ্ড প্রথমের শেষ ১২০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

৫ম পরীক্ষার সময় লিখিবার সময় হস্তলিপি-রও বিবেচনা হইবে।

৫ম ... এই পরীক্ষা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা ১৮৬৭ ... হইবে। অতএব ... পরীক্ষার্থিদিগকে আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ... পর কাহারও আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত বিবরণ ... লিখিয়া দিতে হইবে।—

(১) পরীক্ষার্থীর নাম।
(২) তাঁহার ... নাম।
(৩) ... সম্প্রদায়।
(৪) বয়স।
(৫) ধর্ম। ... জাতি।
(৬) যে বিদ্যালয়ে ... অধ্যয়ন করিয়াছে।
(৭) ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে ... বিদ্যালয়ে পড়িতে ইচ্ছা করে।
(৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

৬ষ্ঠ। পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষা দিবার প্রথম দিবসের প্রাতঃকালে যে ব্যক্তির প্রতি ফী আদায় করিবার ভার থাকিবে, তাঁহাকে ১ টাকা ফী প্রদান করিবে।

১৮৬৭ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক।

সাহিত্য।	চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ ... এবং ...
ব্যাকরণ।	ব্যাকরণ এবং চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে ক্রিয়া নির্ণয়।
ইতিহাস।	ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।
ভূগোল।	পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ... পরীক্ষা হইবে এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।
প্রাকৃত ভূগোল।	রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃত ভূগোল
পাটীগণিত।	সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ ...
	বৃদ্ধি ও বর্গমূল।
বীজগণিত।	প্রথম চারি নিয়ম।
ক্ষেত্রতত্ত্ব।	ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ফী গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তির উপর ভার থাকিবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া দুর্গোৎসবের পক্ষের অব্যবহিত পরেই আবেদন করিতে হইবে।

ই. ভি. পোটর।
উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

অনেকের সংস্কার আছে, সমাচার পত্র কিছু অধিক দিনের হইলেই স্থায়ী হয়। কিন্তু হরকরার দেহাতিপাত এ সংস্কারের অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। হরকরা ১৭৯৫ খৃঃঅব্দে, প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭২ বৎসরের পর ইহার মৃত্যু হইল। শুনিয়া আমরা অধিকতর দুঃখিত হইলাম। অধিকতর দুঃখের কারণ এই, অধ্যক্ষেরা লিখিয়াছেন, মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ নিয়মিতরূপে হরকরার মূল্য প্রদান করেন না। এটী যথার্থই দুঃখের কথা। এই দোষে অনেক সংবাদপত্রই অকালে দেহত্যাগ করিয়াছে। যাঁহারা সমাচার পত্রের উপজীব্য, তাঁহারা এরূপ ব্যবহার করিলে এরূপ ঘটনা হওয়া বিচিত্র নহে। যাঁহারা নিয়মিত মূল্যদানে অনিচ্ছু অথবা অসমর্থ, তাঁহাদিগের কোনক্রমেই উচিত হয় না যে তাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া অধ্যক্ষদিগকে বিপদজালে পাতিত করেন।

আমরা এতক্ষণ হরকরার সহিত গ্রাহকগণের স্কন্ধে দোষ ক্ষেপণ করিলাম বটে কিন্তু যদি যথার্থ কথা না বলি, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। হরকরার অধ্যক্ষদিগের নিজের দোষ নাই এমন নয়। তাঁহারা অনেক সময়ে গ্রাহকগণের প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের ধ্রুবজ্ঞান আছে, যে পণ্যজীবী উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য আপণে উপস্থিত করে, তাহার লাভ বিনা কখন ক্ষতি হয় না। হরকরা যদি নিয়মিতরূপে গ্রাহকগণের রুচিযোগ্য ভোজ্য উপস্থিত করিয়া মানস ক্ষুধা শান্তি করিতে পারিতেন, তাঁহাকে কখনই মৃত্যুমুখ দর্শন করিয়া অদ্য আমাদিগের শোচনীয় হইতে হইত না।

মিসকার্পেণ্টর।

অস্মত্রত্য কৃতবিদ্যেরা মিস কার্পেণ্টরের যে সমুচিত সমাদর করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনি ভারতবর্ষীয় অজ্ঞানান্ধ রমণীগণের একমাত্র মঙ্গলোদ্দেশে এদেশে আগমন করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার সম্মাননা করাতে কৃতবিদ্যদিগের স্বদেশীয় রমণীগণের উন্নতিসাধন বিষয়ে যে আস্থা ও যত্ন আছে, তাহার পরিচয় হইয়াছে। তিনি স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটী উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। যাবৎ এদেশীয় স্ত্রীলোক দ্বারা এদেশের স্ত্রীলোকের শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করা না হইবে, তাবৎ অত্রত্য স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষয়িত্রী গুণ ভূষিত ভদ্র কুলাঙ্গনারা স্ত্রীনর্ম্মালবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ আগমন করিবেন না, এ শঙ্কা আর নাই। এখন অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ও স্ত্রীকে সকল কার্য্যে অগ্রসর দেখা যাইতেছে। স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় যদি পুরুষসম্পর্ক শূন্য হয়, ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু শিখিয়াছেন, তাঁহারা তথায় অধ্যয়নার্থ গমন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আপাততঃ কিছু দিন ইউরোপীয় রমণীগণের উল্লিখিত বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করিবার ও কোন কোন বিষয় শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হইবে বটে, কিন্তু এদেশীয় অবলাগণের হৃদয়ে যে প্রকার শিক্ষানুরাগশিখা প্রদীপিত হইয়াছে, তাহাতে স্বল্পকালমধ্যে এ আবশ্যকতা দূরীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। তবে প্রথম প্রথম কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন হইবে। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী পদ লাভের আশয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিবেন, তাঁহাদিগের লোভনীয় হয় এরূপ মাসিক পুষ্কল বৃত্তি বিধান করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত কৃতবিদ্যেরা যদি কার্পণ্য পরিত্যাগ করেন, এ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুরূহ হয় না। আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, তদবলম্বন করিলে তারের অনেক লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ই আপাততঃ স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় হউক। ঐ খানে যে সমস্ত বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে, ভাবি শিক্ষয়িত্রীরা তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া শিক্ষাদান প্রণালী অভ্যাস করিবেন। এরূপ হইলে বাটী নির্ম্মাণের স্বতন্ত্র ব্যয় ও তত্ত্বাবধারিকার ব্যয়, এই দ্বিবিধ ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

—oo—

ডাককর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা।

ডাকের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন যে কত অসুবিধা ও অনিষ্ট ঘটিতেছে, পত্রাদি প্রেরণাদির দ্বারা ডাককর্ম্মচারিদিগের সহিত যাঁহার সম্পর্ক হয়, তাঁহারই মুখে প্রায় তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। অদ্য আমরা সেই বিশৃঙ্খলাশংসী একখানি পত্র এই স্থলে প্রচারিত করিলাম। এপত্রখানি ১০ ই অগ্রহায়ণের, ২১ এ অগ্রহায়ণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

মহাশয় ! আপনার ২ রা কার্ত্তিকের পত্র অদ্য ১০ ই অগ্রহায়ণে প্রাপ্ত হইলাম। আমার প্রেরিত সোমপ্রকাশের ষাণ্মাসিক অগ্রিম মূল্য আপনার নিকট উপস্থিত না হওয়াতে দুঃখিত হইলাম। ভাদ্রমাস অতীত হইবার পূর্ব্বে আমি এক বন্ধুর দ্বারা টাকা পাঠাইয়াছিলাম, তিনি আমার নামে টাকা জমা দিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। আপনার পত্রে অবগত হওয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে শীঘ্র টাকা পঁহুছে, এরূপ করিব। আপনার ২ রা কার্ত্তিকের পত্র ১০ ই অগ্রহায়ণ পাওয়াতে পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিতে এত বিলম্ব হইল। বোধ হয় পল্লীগ্রামস্থ ডাকঘরের কর্ম্মচারিদিগের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতি অমনোযোগই লজ্জার কারণ হইয়া থাকে।

বনগরা। ইংরাজীস্কুল।
১০ ই অগ্রহায়ণ।
১২৭০।

এক দিবস সংস্কৃতকালেজের এক জন শিক্ষক আমাদিগকে একখানি পত্র দেখাইলেন, সেখানি জুলাইমাসের ৩ রা নবেম্বর তাঁহার হস্তে উপস্থিত হয়। ঐ পত্র দূরদেশ হইতেও আইসে নাই। তাঁহার কলিকাতাস্থ এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের সহিত তুলনা করিলে দশঘরার পত্র সকাল সকাল পঁহুছিয়াছে, বলিতে হয়।!

এ বিশৃঙ্খলা কি স্থায়িনী হইল ? ইহার নিবারণ হইতেছে না কেন ? ডাকঘরের কর্ম্মকর্ত্তারা কি শূন্যহৃদয় ? ডাকের বিশৃঙ্খলা হইলে লোকের যে অসুবিধা ও অনিষ্ট হয়, তাঁহারা কি তদ্বোধে সমর্থ নহেন ? বোধ হয়, বিশৃঙ্খলার নিবারণ বিষয়ে তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন নাই। তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে। যখন চতুর্দ্দিক হইতে উত্তেজনা বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন তাঁহারা সুস্থির হৃদয়ে আছেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহারা চেষ্টা পাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। ইহার কি উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই ? আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে শিক্ষক আলস্যপরবশ হইয়া বালকদিগকে বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইবার অবসর দেন, তিনি কখন বালকদিগকে স্ববশে রাখিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হন না। আমাদিগের সংস্কার এই, ঐরূপ পর পর কর্ম্মচারিদিগের আলস্য দোষেই ডাকের বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। হরকরারা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে যথাসময়ে পত্র দিল কি না, যদি তাঁহারা তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করেন এবং কাহার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি দেখিলেই যথাবিধি দণ্ড প্রণয়ন করিয়া তাহার সংশোধন চেষ্টা পান, বিশৃঙ্খলা দোষের সংশোধন দুরূহ হয় না। এখন হরকরাদিগের পত্র বিলি করি-

বার যে নিয়ম আছে, তাহাতে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পত্র পঁহুছিল কি না, তন্নির্ণয়ের উপায় নাই। কিন্তু যদি হরকরাদিগের নিকটে এক এক খান রসীদবহি দেওয়া হয়, এবং যে যে ব্যক্তির নামে পত্র পাইবে, তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া আনিবার রীতি করা হয়, আর, পর পর উপরিপদস্থ কর্ম্মচারিরা আলস্য ত্যাগ করিয়া সবিশেষ যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান করেন, বিশৃঙ্খলা দোষের অনেক নিবারণ হইতে পারে।

ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিল।

১৮৫৮ অব্দে যখন ডিসরেলি সাহেব কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ রাজ্ঞীর হস্তে লইবার বিল মহাসভায় উপস্থিত করেন, তৎকালে এই তর্ক উপস্থিত হয়, ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির মন্ত্রি স্বরূপ যে কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে মহাসভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে কি না? মহাসভা অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, ষ্টেট সেক্রেটারির মন্ত্রিবর্গ মহাসভায় আগমন করিলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, মহাসভার প্রবেশপথ রুদ্ধ হওয়াতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি অনিষ্ট ঘটিতেছে। এটী একটী প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে মহাসভায় ভারতবর্ষের নাম হইলে সভ্যের আসন সকল শূন্য হইয়া যায়। সভাগণ গ্রীস, তুরস্ক, আমেরিকা ও মধ্যআফ্রিকার বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অধীনস্থ প্রধান দেশের নামে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন। ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ সভ্যেরা এদেশের ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতির কিছুই জানেন না। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা ভারতবর্ষের বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাঁহারা এদেশের বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নহেন। আমাদিগের সংস্কার আছে, যাঁহারা এদেশের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাদৃশ লোকে বক্তৃতা করিলে সভাগণ বিরক্ত হইয়া কখন উঠিয়া যান না। কিন্তু কি প্রকার লোকে সে প্রকার বক্তৃতা করিতে পারেন? যাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এদেশের বিষয় অবগত হন, তাঁহাদিগের অনেক কুসংস্কার জন্মে, তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা কাহার ভালও লাগে না। দুই এক বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিলেও এদেশের বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা নাই। ২০।২৫ বৎসর যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বহুজ্ঞ হইয়াছেন। এক্ষণে ষ্টেট সেক্রেটারির যাবতীয় মন্ত্রিকে ভারতবর্ষের ঈদৃশ দীর্ঘবাসকারির মধ্য হইতে মনোনীত করা হয়। ইহাঁরা ষ্টেট সেক্রেটারিকে যে পরামর্শ দেন, তাহা অন্যের অবগত হইবার উপায় নাই, ইহাঁদিগের মহাসভায় যাইবারও অনুমতি নাই, সুতরাং ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে ভারতবর্ষের বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন। ভারতবর্ষে দীর্ঘবাসকারী অন্য অন্য ব্যক্তির যদি মহাসভায় প্রবেশ সুগম হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু তাহাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় কয়েক বৎসর মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া "নবাব" হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার উপায় নাই। ২৫ বৎসর কর্ম্ম করিয়া যে সিবিলিয়ান এক লক্ষ টাকা লইয়া যাইতে পারিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী। মহাসভায় প্রবেশ জন্য যে ব্যয় লাগে, তাঁহারা তাহা দিতে পারেন না। সুতরং মহাসভায় ভারতবর্ষের বিষয়ে অন্ধকারে লোষ্ট নিক্ষেপের ন্যায় অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা তর্ক বিতর্ক করা হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিল উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের সর্ব্বদা পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যিনি কেবল ভূগোলাদি পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাঁহার সেক্রেটারি হওয়া বিড়ম্বনা। তাদৃশ ব্যক্তির স্বাধীন হইয়া কাজ করিবার কি সম্ভাবনা আছে? বৃদ্ধ ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার মন্ত্রি স্বরূপ না থাকিলে তিনি কি এদেশের ভূমির বন্দোবস্ত, আইন, বিচারপ্রণালী ও দেশের আচার ব্যবহারাদি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন? লার্ড হালিফাক্স অনেক সময়ে মন্ত্রিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না সত্য, কিন্তু বহুকালাবধি তিনি এদেশের বিষয় লইয়া ছিলেন। সর চারলস উডের ন্যায় মন্ত্রী কি সুলভ? লার্ড ষ্টানলির সদৃশ বুদ্ধিমান মন্ত্রিকেও সর্ব্বদা মন্ত্রিসভার মত গ্রহণ করিতে হইত। যাঁহারা কৌন্সিল উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তাঁহারা বলেন, উপনিবেশসংক্রান্ত মন্ত্রির কৌন্সিল নাই। অতএব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির মন্ত্রিতে প্রয়োজন কি? যাঁহারা এরূপ তর্ক করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ ও কানাড়া প্রভৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারেন না। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের দুই জেলার লোকের তুল্য লোক অল্প উপনিবেশে আছে। কানাড়া প্রভৃতি নাম মাত্র ইংলণ্ডের অধীনস্থ, তত্তৎ স্থানে নিয়মিত শাসনপ্রণালী ও জাতিসাধারণ সভা আছে, ইংলণ্ডে তত্তৎদেশের অল্প বিষয়েরই মীমাংসা হয়। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, এখানে নানা প্রকার বিরোধী

স্বার্থ দৃষ্ট হয়। এখানকার অনেক বিষয়ের শেষ মীমাংসা ইংলণ্ডে হওয়া আবশ্যক হয়। যদি কণ্ট্রাক্ট আইন ইংলণ্ডে অগ্রাহ্য না হইত, তাহা হইলে এদেশের কৃষকগণ কি ক্রীতদাসের তুল্যাবস্থ হইত না? রাজ্ঞী ও মহাসভা নাম মাত্র, ষ্টেট সেক্রেটারি যাহা করেন। এই ব্যক্তি যদি অজ্ঞ হন, ও অজ্ঞতা সংশোধনের উপায় না থাকে, তাহা হইলে কি অপ্রতিবিধেয় অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে না? অতএব এইরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য, রাজ্ঞীর মন্ত্রিদিগের ন্যায় কৌন্সিলের সভ্যদিগকে মহাসভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা আছে।

—.c—

বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশ্ন চোর।

মৃচ্ছকটিকের শর্ব্বিলক কহিয়াছিল, আমি এরূপে সন্ধি খনন করিব, যে লোকে প্রাতঃকালে দেখিয়া যেন প্রশংসা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চোরেরাও সেইরূপ লোকের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সিণ্ডিকেট চৌর্য্য নিবারণের কত চেষ্টা পাইতেছেন রেজিষ্ট্রার কত কড়াকড় করিতেছেন, ইউরোপ হইতে প্রশ্ন ছাপা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রশ্নচোরদিগের নিকটে এ সমুদায় বালির বাঁধের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। ইহাদিগের নিকটে হোসেন খাঁর কৌশল কোথায় আছে? প্রশ্ন চুরি যাওয়াতে সোম মঙ্গল দুই দিবসের পরীক্ষা বৃথা হইয়া গেল। যাহারা নির্দ্দোষ, তাহাদিগকে বৃথা কষ্ট পাইতে হইল, এবং এল, এ, পরীক্ষা ২৯ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। কেবল কলিকাতায় নয় মফস্বলেও এ বিষ সঞ্চার হইয়াছে। ১৮ ই অগ্রহায়ণের ঢাকাপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে:—

"গত বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে কলিকাতার যে [illegible] গামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও প্রথম আর্টস পরীক্ষার প্রশ্ন সমুদায় আসিয়াছে। ডাকঘরে যখন পুলিন্দা খোলা হয়, তখন ডাকঘরের কর্মচারীরা দেখিতে পায় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি যে সমুদায় লেফাফায় বদ্ধ ছিল, তাহার এক মুখ কাটা। সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশটীরও অধিক পুলিন্দা আইসে, তাহার মধ্যে ২৫। ৩০ টীই ঐরূপে কাটা রহিয়াছে। সমুদায় কাটা লেফাফাগুলিই পুনরায় বদ্ধ করা হইয়াছিল কতকগুলি বদ্ধ ছিল আর কতকগুলি এরূপ ভাবে খোলা ছিল যে তাহার মধ্য হইতে প্রশ্নগুলি আপনা হইতেই বাহির হইতে পারে। পোষ্টমাষ্টার সাহেব লেফাফাগুলির এই অবস্থা দেখিয়া তখনই কালেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রেনেণ্ট সাহেবের নিকট এই বলিয়া পত্র লিখিয়া তৎসমুদায় পাঠাইয়া দেন, যে তিনি পুলিন্দাগুলি এই অবস্থাতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রেনেণ্ট সাহেব এবং আমাদিগের নূতন স্কুল ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব স্বয়ং ডাকঘরে যাইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই জানিতে পান এখানকার ডাকঘরের লোকের দ্বারা উক্ত অল্প সময় মধ্যে লেফাফাগুলি কখনো খোলা হয় নাই। পোষ্টমাষ্টার ড্রেক সাহেবও অনুসন্ধান দ্বারা ইহাই জানিতে পান। বস্তুতঃ এখানে প্রশ্নগুলি খোলা হইয়াছে ইহার কোন নিদর্শনই প্রকাশ পায় নাই। আর কলিকাতা হইতে ঢাকার জন্য যে পুলিন্দা বদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা পূর্ব্ব অবস্থাতেই আসিয়াছে ডাকঘরে এমত প্রমাণ পাওয়া যাওয়াতে ইহাও নিশ্চয় অনুভব হয় পথেও কোন স্থানে ঐ কার্য্য হয় নাই। কলিকাতা হইতে লেফাফাগুলি ঐ অবস্থাতেই রওনা হইয়াছিল। এখন কলিকাতাতে যাহার দ্বারাই লেফাফাগুলি খোলা হইয়া থাকুক।"

ডাককর্ম্মচারিরা যে কেমন সুন্দররূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, এটী তাহার অপর প্রমাণ। যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহাতে দক্ষিণ হস্তকেও বিশ্বাস করা ভার। প্রশ্নের মুদ্রণ সম্বন্ধে যত অধিক লোকের সম্পর্ক হইবে, ততই চৌর্য্যক্রিয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিবে। রেজিষ্ট্রার যদি প্রশ্নগুলি নিজে কম্পোজ করিয়া এবং ছাপাখানায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ছাপাইয়া লন, অথবা লিথোগ্রাফি যন্ত্রে মুদ্রিত করেন, এবং মফস্বলে পাঠাইবার সময়ে স্বয়ং ডাকঘরে গিয়া প্রধান কর্ম্মচারির হস্তে তাহা দিয়া আইসেন, আর সেই কর্ম্মচারী মফস্বলের যে যে ডাকঘর দিয়া সেই পুলিন্দা যাইবে, তথাকার কর্ম্মচারিদিগকে দায়ী করেন, তাহা হইলে এক দিন চৌর্য্যের নিবারণ হইতে পারে, অন্যথা এতন্নিবারণ সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ হইয়া এ দোষের যে সংশোধন হইবে, অসৎপ্রকৃতি ধনিসন্তান পরীক্ষার্থী থাকিতে সে সম্ভাবনা অল্প।

—•••—

গঙ্গাযাত্রা ও সর জন লরেন্স।

শাসন সম্বন্ধে আমরা সর সিসিল বীডনের নিকটে কোন বিষয়ে ঋণী নহি। এক কৃষিপ্রদর্শন ব্যতিরেকে সাধারণের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার যত্নে অন্য দ্বারাও হয় নাই। পুলিস প্রভৃতি যে বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তাহাই শূন্যময় দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষা পথে তিনি বরং কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। তিনি পদস্থ থাকিতে এ বিভাগের উন্নতি দর্শন সম্ভাবনা নাই। উৎকলের দুর্ভিক্ষ তাঁহার দয়াগুণের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। যদি কেহ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণে উদ্যত হন, উৎকলের মৃত মনুষ্যের অস্থিতে অনায়াসে তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। কেবল এক বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আমাদিগের সমাজের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে সমধিক যত্নবান। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, তিনি এ বিষয়েও যশস্বী হইতে পারিলেন না। এ বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া লোকে তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং ইহার স্বরূপ বোধেও সমর্থ নহেন। নিমতলার ঘাট উঠাইবার চেষ্টা বিফল হইলে আমরা ভাবিয়াছি-

লাম এ বিষয়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে, তাহা হয় নাই।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, ঢাকাপ্রকাশের "গঙ্গাযাত্রার" প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গঙ্গাযাত্রা বন্ধ করিবার চেষ্টা পান। প্রথমাবধিই এদেশীয়েরা ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু বেগগামি স্রোতের নিবারণ সহজ নহে। তিনি অবিলম্বে আসাম, চট্টগ্রাম, কটক, রাজসাহী, ভাগলপুর, নদীয়া ও ঢাকার কমিসনরদিগকে গঙ্গাযাত্রার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা দিলেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র ও রাজা সত্যশরণ ঘোষাল এবং বিচারপতি সিটনকার ও ট্রেবর এবং এক আর কক্রেস সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করাও হইল। এদেশীয় ভদ্র লোকেরা বলিলেন গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জ্জল নিবন্ধন কখন কখন অনিষ্ট হয় বটে কিন্তু সামান্যতঃ ইহাতে কোন অপকার হয় না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এই ভ্রমাত্মক জ্ঞান জন্মে যে গঙ্গাযাত্রার ছল করিয়া অনেকে আত্মীয়দিগকে বধ করে। বাবু দিগম্বর মিত্র স্পষ্টাক্ষরে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, চিকিৎসকেরা হতাশ হইয়া চিকিৎসা পরিত্যাগ না করিলে গঙ্গাযাত্রা করান হয় না এবং শ্বাস আরম্ভ না হইলে অন্তর্জ্জল করা হয় না। যে ব্যক্তি গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আইসে, সে জাত্যন্তর হয় বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের যে আর একটা ভ্রম জন্মিয়াছিল, বাবু দিগম্বর মিত্র তাহারও অপনয়ন করিয়াছেন। তথাপি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক কালে বিরত হইতে পারিলেন না। এনিমত্ত আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে দূষিত করিতে পারি না। মানুষের কেমন একটী বিজাতীয় অভিমান আছে, এক হইতে সহজে চিত্তকে নিবর্ত্তিত করিতে চায় না। এটী মানুষের স্বভাব। যাহা হউক, তথাপি। তিনি প্রস্তাব করিলেন মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্মতি ও চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, গঙ্গাযাত্রার কয়েক ঘটিকার পূর্ব্বে আড়াই ক্রোশের মধ্যে হইলে থানায় সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কাহার কোন প্রকার ত্রুটি হইলে দুই বৎসর মিয়াদ অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইবে। চিকিৎসকের যদি কোন প্রকার প্রবঞ্চনা জানা যায়, তাঁহার ছয় মাস মেয়াদের প্রস্তাব হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন পুলিস কর্ম্মচারিগণ যদি দেখেন যে গঙ্গায় নীত ব্যক্তির মৃত্যু সম্ভাবনা অল্প, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। পুলিসকে কবিরাজী শিখানও সর সিসিল বীডনের ইচ্ছা ছিল!! যাহা হউক, আহ্লাদের বিষয় এই, সর জন লরেন্স এ বিষয়ে যথার্থ রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে অনুমোদন করেন নাই। সমাজের উৎকর্ষ সাধন সমাজের লোকেই করেন সর জন লরেন্সের এই মত। তিনি বলেন "গঙ্গাযাত্রা উঠিয়া গেলে তিনি সন্তুষ্ট হন বটে কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা ইহা বন্ধ করা তাঁহার অভিমত নহে। বিশেষতঃ পুলিসকে সংবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এ বিধিতে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না, ভারতবর্ষে ইহা অনিষ্টের মূল হইবে।" গবর্ণর জেনরল সর্ব্বসাধারণের মনোগত ভাবই যথার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সর সিসিল বীডনের পদত্যাগের সময় সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, অতএব এই কয় দিন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিলেই ভাল হয়। তাঁহার উকিন্তু তিনি কোন্ সময়ে কি করিতে হয় তাহা জানেন না। এক গঙ্গাযাত্রা লইয়া তিনি যে সময় অতিবাহিত করিলেন, তাহার অর্দ্ধেকাংশ শিক্ষাবিভাগের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিনিয়োজিত করিলে অনেক কাজ হইত।

—:•:—

এদেশের রাজগণের লোপ চেষ্টায় উৎসাহদান।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অনেক বিষয়ে পৃথিবীর অনেকবিধ উপকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই বাক্যটী কেবল যে লোকের চিরস্মরণীয় হইবে এরূপ নয়, অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লোকে ইহার উপকার ভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। সম্রাট বলেন, একবিধ ভাষা, একবিধ ব্যবহার ও একত্র বাস যত লোকের আছে, তাঁহাদিগের সকলের এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে হওয়া উচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইটালী কয়েকটী ক্ষুদ্রতর রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সম্রাটের সাহায্যে এই সকল রাজ্য রাজা বিক্টর ইমানিউএলের অধীনস্থ হইয়াছে। জর্ম্মণীতে এই প্রণালীর অনুসারে কার্য্য হইতেছে। ঐ দেশ ভারতবর্ষের ন্যায় বহুকালাবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি প্রুসিয়ার রাজা উক্তাংশের কয়েকটী রাজ্য একত্রিত করিয়াছেন। জর্ম্মণীয় মাত্রেরই ইচ্ছা এই, দেশের এইপ্রকার একতা হয়। শীঘ্র এই ইচ্ছা সম্পূর্ণও হইবে। ইউরোপ খণ্ডের অন্য অন্য প্রদেশের লোকেও নেপোলিয়নের মতে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গ্রীসবাসীরা গোপনভাবে কাণ্ডিয়া দ্বীপের বিদ্রোহিদিগের সহায়তা করিতেছেন। সমুদায় গ্রীক জাতি একত্রিত হইয়া তুরস্কদিগকে দূরীভূত করেন, তাঁহাদিগের এই ইচ্ছা। সুলতান

রক্ষার জন্য রাজ্য মধ্যে জাতিসাধারণ প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের মতে শাসন করিবার মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই নিয়মানুসারে কার্য্য হইতে পারে কি না, একণে বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রায় এক শত বৎসর হইল, জর্ম্মণীর দুরবস্থা প্রসঙ্গ করিয়া এক জন গ্রন্থকার আক্ষেপ করেন, “এখানকার লোকদিগের এই কুস্বভাব দেখা যাইতেছে যিনি যে ক্ষুদ্র প্রদেশে জন্মিয়াছেন সেই নামে পরিচিত হইতে চাহেন, কিন্তু জার্ম্মণীর এই বিশেষণ দ্বারা প্রসিদ্ধ হইতে কেহই অভিলাষী হন না।” ইংরাজদিগের অধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগেরও এই ভাব ছিল। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই প্রভৃতির লোকেরা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র দেশবাসী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এতন্মূলক পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতিরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা অনেক তিরোহিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে, তত ইহাঁরা সকলে এক সাধারণ স্বদেশ প্রেম রজ্জুতে বদ্ধ হইতেছেন। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, শীক, মহারাষ্ট্রীয়, পারসী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি সকলেই বুঝিয়াছেন, যাঁহার যে প্রদেশীয় নাম হউক সাধারণ্যে সকলেই ভারতবর্ষীয়, এবং মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য দেখা যাইতেছে মহীসুরের রাজার নিমিত্ত এক জন মহারাষ্ট্রীয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাজমহলে শূকর মাংস আহার করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আত্মজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়া বলিয়াছেন, এটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য। জাতি সাধারণ একতা সম্পূর্ণ হইলে ইংরাজ ক্ষমতার শেষ হইবে, ইংরাজেরা ইহা জানিতেছেন, তথাপি তাঁহারা ইহার প্রশ্রয় দিতেছেন। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি যেরূপ হউক, শাসন সম্বন্ধে সাধারণ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় কোন জাতি পরাজিত দেশের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করেন না। এটী যথার্থ গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। তৃতীয় নেপোলিয়ন অর্লিয়ন্স রাজবংশীয়দিগের স্বভোগ্য সম্পত্তি পর্য্যন্ত বাজে আপ্ত করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সহিত অকপট হৃদয়ে আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই গুণ স্বীকার করিতেছি। যথেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তৃপক্ষের সময় প্রায় আপনাদিগের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টায় অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের কল্যাণ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সাধারণ্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, ইউরোপে যেরূপ জাতিসাধারণ একতা হইতেছে, তাঁহারাও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সহায়তা ত্যাগ করিয়া সকলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইয়া জাতিসাধারণ একতা বদ্ধমূল করুন। কিন্তু ইউরোপ ও ভারতবর্ষের অবস্থাগত কত প্রভেদ তাহা ফ্রেণ্ড বিস্মৃত হইয়াছেন। অষ্ট্রীয়ার অধীনে থাকিয়া বিনিসকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছিল। বিনিসিয়দিগের শাসন সম্বন্ধে সহজে উচ্চ পদ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ওদিকে, বিক্টর ইমানিউএলের সেনাগণ যেমন নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, তেমনি উহারা রাজনীতি ঘটিত যাবতীয় স্বত্ব লাভে অধিকারী হইল। কিন্তু এখানে ইহার বিপরীত ঘটনা। গোয়ালিয়র স্বাধীন আছে। সৈনিক বিচার ও শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় পদ দেশবাসিরা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি লোকে জাতিসাধারণ একতার জন্য রাজাকে দূরীভূত করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হন, কি ফল লাভ হইবে? ইংলণ্ডের বালকেরা সেনাপতি হইবেন। দরজির সন্তানেরা মহাসম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত অতি নীচ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজের পদ কৃতবিদ্যদিগের উচ্চ পদ লাভ বাসনার অন্ত্যসীমা হইবে। এই জন্য এতদ্দেশীয় রাজাদিগের রাজত্বের বিশৃঙ্খলাও লোকে ভাল বাসেন, তথাপি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির অধীনস্থ হইতে চাহেন না। রাজগণ ক্রমশঃ শাসনপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বিচার, পুলিষ প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিবেন, লোকের এই আশা আছে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সৈনিক, শাসন ও বিচার সম্বন্ধে প্রজাদিগকে এই সকল স্বত্ব প্রদান করিবেন, সে আশা নাই। মিসরে জাতিসাধারণ প্রতিনিধি সভা হইয়াছে। তুরস্কে হইতে চলিল। প্রতিনিধিসভাস্থাপনপ্রণালী ইংরাজেরা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রজার স্বাধীনতা ও স্বত্বের জন্ম স্থান বলিয়া গৌরব করা হয়। কিন্তু তুরস্কের সুলতান সার্ব্বীয়দিগকে যে স্বত্ব ও স্বাধীনতার দানে উদ্যতহস্ত হইয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রধান অধীনস্থ রাজ্যকে তৎপ্রদানে বিমুখ হইতেছেন। প্রাচীন সম্প্রদায় পূর্ব্বতন রাজবংশের প্রতি মায়া ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের অনুরোধে বিদেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধীনস্থ হইতে চাহেন না, আর, কৃতবিদ্যেরা রাজনীতিঘটিত স্বত্ব পাইবার আশা নাই দেখিয়া এতদ্দেশীয় রাজগণের সহায়তা করিতেছেন। অগ্রে ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত ইটালীয়দিগের ন্যায় ব্যবহার [illegible]

তবর্ষীয়দিগকে ইটালীয়দিগের ন্যায় জাতিসাধারণ একতা স্থাপন করিতে বলিও, শোভা পাইবে।

—:০:—

সর জন লরেন্সের নিকট [illegible]।

আমাদিগের গবর্ণর জেনরেল সর জন লরেন্স বহুদিনের পর কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমরা যে অধিক দিন তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাইব, সে সম্ভাবনা নাই। ফেব্রুয়ারি শেষ হইতে না হইতে তিনি সিমলায় গমনার্থ ব্যগ্র হইবেন। তাঁহার তুল্য ধর্ম্মানুরক্ত স্বকর্ত্তব্যনিষ্ঠ গবর্ণর জেনরলের শৈলবিহার ও দরবারের প্রমোদ সুখ অনুভব করিয়া সময় অতিবাহিত করা বিধেয় হয় না। ভারতবর্ষের কিছু কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। যদি তাঁহার নামের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তথাপি তাঁহার স্বকর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রেরণ করিতেছে। আমাদিগের কয়টী প্রার্থয়িতব্য আছে, যত দূর পারেন, তাহার পরিপূরণ চেষ্টা করুন।

১। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যেরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহার সংশোধন হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে সন্দেহ নাই। তদর্থ প্রথম অবলম্বনীয় উপায় বিদ্যাশিক্ষা। যাঁহারা অকপট হৃদয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি কামনা করেন, বিদ্যাশিক্ষাই যে তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। বিদ্যাজ্যোতি ব্যতিরেকে আর কাহার এরূপ সাধ্য নাই যে কুসংস্কারাদিরূপ গাঢ় অন্ধকার ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত করিতে পারে। সর জন লরেন্সকে সেই বিদ্যাশিক্ষার নূতন পত্তন করিতে হইবে না ও নূতন উপায় উদ্ভাবনে ক্লেশ স্বীকার করিয়া শিরোবেদনায় অভিভূত হইতে হইবে না। শিক্ষাবিভাগে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা আছে, তাহা সংশোধন করুন, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। প্রথম, তিনি পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ছাত্রদের বেতন ও চাঁদা উভয়ের সমষ্টি করিয়া যত হইবে, গবর্ণমেণ্ট হইতে তত দেওয়া যাইবে, তদনুসরণ করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, মফস্বলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আবির্ভূত হইবে। উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিলাভ সম্ভাবিত নয়। এক্ষণে মফস্বলের অধিকাংশ স্থানে যে প্রকার বিদ্যালয় আছে, তাহাতে শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র হইতেছে। দ্বিতীয়, নিয়ম না থাকুক, কার্য্যে দেখা যাইতেছে, শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই যে এদেশীয় জমীদারদিগের হস্তে বিদ্যালয়ের ভার সমর্পণ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, জমীদারদিগের আয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহাদিগের হস্তে বিদ্যালয় থাকিলে স্থায়ী হইবে। ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, এটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। বিদ্যালয় কেবল স্থায়ী হইলেই কি হইবে? যদি কাজ না হইল, অর্থ ব্যয় বিফল। জমীদারদলের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত নন, তাঁহাদিগের হস্তে বিদ্যালয় সমর্পিত হইলে তাহা একটী আমবাবের মধ্যে হইয়া উঠে। তাঁহারা বিদ্যারসজ্ঞ নহেন, সুতরাং বিদ্যাবিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ থাকা সম্ভাবিত নয়। অননুরক্ত ব্যক্তির হস্তস্থ বিদ্যালয়ের অচিরকাল মধ্যে পরস্পর অননুরক্ত স্ত্রীপুরুষের সংসারধর্ম্মের ন্যায় হীনদশা হইয়া উঠে। অতএব, যাহাতে বিদ্যালয় বহুল পরিমাণে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তগত হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে ঘটিয়া উঠিবে, প্রতিযোগিতা দ্বারা ইহার শ্রীসাধন চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয়, সাহায্যদানপ্রণালী যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে তাহার নিয়মগুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা যে নিয়োজিত হইতেছেন, তাঁহারা নিয়তকাল মফস্বলে ভ্রমণ করিয়া কোন্ স্থানে ভাল পড়া হইতেছে না হইতেছে দেখিবেন। ভাল পড়া না হইলে তাঁহাদিগের রিপোর্টানুসারে সাহায্যদান বন্ধ হইবে। কিন্তু কার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ ডেপুটী ইনস্পেক্টরের সহিত বহু বিদ্যালয়ের বহুকাল সাক্ষাৎ হয় না। যদি কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়, তাহা বিদ্যুদ্দামের ন্যায় স্বল্প কাল মাত্র স্থায়ী হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া একথা কহিতেছি। আমরা ছয়মাসকাল একটী বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শন করি। তাহার মধ্যে একদিনও ডেপুটি ইনস্পেক্টরের দর্শন পাই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এক দিবস অসময়ে আসিয়া একটী গোলযোগ বাঁধাইয়া গিয়াছিলেন। যখন কলিকাতার কাণের কাছে এইরূপ, তখন দূরতর প্রদেশে ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা যে কিরূপ কার্য্য করেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব, আমাদিগের প্রার্থনা এই, সর জন লরেন্স এই করিয়া দিন, ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিয়মিতরূপে আপন আপন অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলি দর্শন ও যথাবিধি রিপোর্ট করেন। রিপোর্টকালে যেন বিদ্যালয়ের দোষগুণের যথাযথ বর্ণন করা হয়। তাহাতে কাহার মুখাপেক্ষা না থাকে। তাহা হইলে ইনস্পেক্টরেরা সেই রিপোর্ট দেখিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাবধান করিয়া দিতে পারিবেন। তাহাতে যিনি সতর্ক না হইবেন, তাঁহার অধীনস্থ বিদ্যালয়ের সাহায্য দান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপে কার্য্য না করিলে কখন মফস্বলস্থ বিদ্যালয়ের বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি হইবে না।

অন্য অন্য অন্য প্রার্থিতব্য সর জন লরেন্সের গোচর করিতে গেলে প্রস্তাবটী নিতান্ত দীর্ঘাবয়ব হইয়া উঠে অতএব, পাঠকগণকে আগামীবার পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল।

———•••———

লার্ড হালিফাক্সের প্রত্যুত্তর।

লার্ড হালিফাক্স এদেশীয়দিগের দত্ত অভিনন্দনপত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় সেক্রেটারির অন্তঃকরণ কিরূপ উদার, আর এ দেশের প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ আছে।

" মহাশয়গণ!

আমি ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করাতে কলিকাতার টৌনহালে এক সভা হইয়া আমাকে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রস্তাব হয়, আমার অন্তঃকরণ যদি পাষাণময় হইত, তাহা হইলেই এ সময়ে আমি কৃতজ্ঞ হইতাম না।

অনুগ্রহ ও স্নেহপরবশ হইয়া মহৎ বঙ্গদেশের সভ্যতম লোকেরা আমাকে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা এমন আর কিছুই নাই যে আমাকে অধিকতর আনন্দ প্রদান করিতে পারে।

অনেক দিন পরমমহিমপূর্ণ রাজ্ঞী আমার হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরাও আমাকে বিশ্বাস করিতেন। অভিনন্দনে আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন " লোকের স্বেচ্ছাজাত প্রভুভক্তির উপরে আমি নির্ভর করিতাম এবং আমার শাসনকার্য্য কালে আমি অধিকসংখ্য লোকের অধিক উপকার করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। " আপনারা বিশ্বাস করিবেন সন্দেহ নাই, আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে যে পরিশ্রম হইত, আপনাদিগের এই মনোগত ভাব অবগত থাকাতেই তাহা পরিশ্রম বলিয়া জ্ঞান হইত না।

পদত্যাগ করিবার সময়ে আমি বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার এবং ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থান হইতে এই স্নেহপূর্ণ চিহ্ন পাইলাম। ভারতবর্ষের লোকের মঙ্গল সাধনার্থ আমার চেষ্টা যত অসম্পূর্ণ হউক না কেন, দেশবাসিগণ সদাশয়তা ও ঔদার্য্য সহকারে এই চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা আমাকে আর কিছুতেই অধিকতর অকৃত্রিম ও আন্তরিক সুখদান করিতে সমর্থ নহে।

আমি এখন আর দৈনন্দিন কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে লিপ্ত নহি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি আপনারা বিশ্বাস করিবেন আপনাদিগের মহৎ ও সুন্দর দেশের প্রতি আমার যে অনুরাগ আছে, কিছুতেই তাহা কমিবার নহে, সুযোগ পাইলেই আমি ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা পাইব, যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং আপনারা পরম মহিমপূর্ণ রাজ্ঞীর প্রতি যে ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী হয়, এ চেষ্টা করিব।

আমার প্রতি স্নেহ ও সম্মানের এই চিহ্ন প্রদর্শন করাতে আমি মহাশয়দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আপনাদিগের অভিনন্দন আমার বংশের এক বহুমূল্যের সম্পত্তি বলিয়া মহাযত্নে রক্ষিত হইবে।

একান্ত বাধ্য ইত্যাদি

হালিফাক্স।"

———

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কয়েক দিন হইল, চরকোরহাটী গ্রামে একটী বৃহৎ বন্য মহিষ আসিয়া সকলকে এককালে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুই দিবস দুই জন অনতিপ্রধান শিকারী দূর হইতে তাহার গাত্রে গুলি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতে মহিষের প্রাণ নাশ হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন শ্রীনগরের থানার ইনস্পেক্টর মহিষের বিনাশাশয়ে তাহার চতুর্দ্দিকে চরস্থিত লোক দ্বারা বেড় দিয়া গুলি করিবার উপক্রম করেন। কিন্তু মহিষ বন্দুক দর্শনে পলায়নের চেষ্টা পাইয়া বেষ্টনকারীদিগের এক জনকে হত করিয়াছে। ইনস্পেক্টর প্রভৃতি সকলেই তদ্দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

২। বজ্রযোগিনীনিবাসী কোন সুশিক্ষিত ও সংস্কৃত ব্যক্তির উৎসাহ ও যত্নে তাঁহার বাটীতে একটী যুবতী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম স্থাপয়িতার মাতা এবং স্ত্রীই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যুবতীদিগের আনয়নার্থ সোয়ারি রাখা হইয়াছে। ধন্য যিনি এরূপ হিতানুষ্ঠায়ী।

৩। শুনিলাম, কয়েক দিন হইল, ধলেশ্বরী নদীতে নৌকায় একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, উক্ত নদীর পারে রাত্রিযোগে এক খান " বোঝাই পলায় " লাগাইয়া মাল্লারা নিদ্রিত থাকে, দুর্বৃত্তেরা তখন বাঁধ কাটিয়া ঘাটের নিকট নৌকা লইয়া যায়। ইতিমধ্যে মাল্লাগণ জাগরিত হইল, তাহাদের এক জনকে হত ও অপর তিন জনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

৪। পুনরায় কয়েক দিন পূর্ব্বে ঢাকা হইতে কতিপয় ব্যক্তি নৌকাযোগে বাসাইল যাত্রা করে। পথিমধ্যে ধলেশ্বরী নদীতে ঝড় উঠিয়া নৌকা জলমগ্ন হয়, তাহাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৫। সম্প্রতি এখানে চাউল পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য হইয়াছে। এখন কতক দিন এরূপ ১৬।১৭ সের ভাবে চলিলেও মঙ্গল সন্দেহ নাই।

—:০:—

জাহানাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

একণে এ প্রদেশে ২০ নয় সিক্কা করিয়া চাউলের মণ পাওয়া যাইতেছে। ধান্য যথেষ্ট হইয়াছে, আর দুর্ভিক্ষ নাই। চাষী লোকদিগের আনন্দের পরিসীমা নাই। বাঙ্গালিগের চাষ ছাড়া অর্থাৎ তাঁতি প্রভৃতিরই কেবল দুর্ভিক্ষ। যাহারা তাঁতের ব্যবসা করিত, তাহাদের যে আর কখন সৌভাগ্যের অবস্থা উপস্থিত হইবে এমত বোধ হয় না। হাড়ী ডোম প্রভৃতি এবার নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসার অবলম্বন [illegible] করিতে পারিবে। ইতিমধ্যে [illegible]

মাজিষ্ট্রেট মহামান্য শ্রী ক পার্ক সাহেব মহোদয় চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানের অন্নছত্র ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের অবস্থা অবলোকন করিয়া নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। এক উপায়ে অন্নহীন তাঁতিদিগের বিশেষ উপকার হয়, তদ্বিষয়ে এখানকার ভদ্রলোকের সহিত পরামর্শ করিতেছেন ইনি যেরূপ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইল আশু জাহানাবাদ মহকুমার দরিদ্রগণের বিশেষ উপকার দর্শিবে। সাহেবের কথাবার্ত্তা শ্রবণে ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় এরূপ দয়ালু ও বিচক্ষণ বিচারপতি সাহেব কিছুকাল স্থায়ী হইয়া রহিলে এ প্রদেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। ঐ দিবস কালেক্টর সাহেব মহাশয় ৫ ই নবেম্বরের সোমপ্রকাশ আনাইয়া শ্রবণ করেন। তাহাতে লেখা ছিল, জাহানাবাদ মহকুমার ডেপুটী বাবু লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অনবরত চাঁদা ধার্য্য করিয়াছেন। সামান্য লোকে নিরূপিত চাঁদা দিতে না পারাতে মহাসঙ্কটে পড়িয়াছে। চাঁদার বিষয়ে অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হইত। সোমপ্রকাশ শ্রবণ করিয়া সাহেব মহাশয় কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সকল নৌকা রবিবার ঘাটাল হইতে কলিকাতায় যায়, সেই সকল নৌকার মাঝিদিগের অন্নছত্রের নিমিত্ত মাসে ১ টাকা করিয়া কি চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন হাঁ হইয়াছে। দাড়ী মাঝীরা সামান্য লোক, অতি কষ্টে নৌকার দাঁড় টানিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপায় করিয়া দিনপাত করে। ইহারা কেবল ডেপুটী বাবুর ভয়ে চাঁদা দিতেছে। এ সকল বিষয়ের চাঁদা জমীদার ও ধনশালী লোকের নিকট আদায় হইলে ভাল হইত। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে যৎকালে ঘাটালের প্রায় ৪০ চল্লিশ খানা নৌকা মহাজনগণের দ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতা যাইবার নিমিত্ত সজ্জিত হয়, সেই সময়ে ঘাটাল অন্নছত্রের সম্পাদক অর্থাৎ কমিটীর ভাইস চিয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীন এক পেয়াদা মাঝীদিগের নৌকা এই বলিয়া আটক করিল, যে সমুদায় চাঁদার টাকা আজি না দিলে তোদের নৌকা কলিকাতায় যাইতে দিব না। মাঝিদিগকে গালাগালী ও অপমান করিতেও আরম্ভ করিল। উহার মধ্যে এক জন মাঝী ওয়াটসন সাহেবের কুঠির আমলা বাবু কৈলাসচন্দ্র সরকারের সহিত কালেক্টর সাহেব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে চাঁদা আদায় উপলক্ষে ঐ মাঝীকে যে প্রহার করা হইয়াছিল, সেই প্রহারের চিহ্ন ঐ মাঝীর পৃষ্ঠে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালেক্টর সাহেব প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া মাঝীকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে পেয়াদা কোথায়? দেখাইয়া দিতে পার? মাঝী বলিল, আপনি লোক সঙ্গে দিন এই সময়ের ঘাটেই সে পেয়াদা আমাদের নৌকা সকল আটক রাখিয়াছে, দেখাইয়া দিতে পারি। সাহেব দুই জন পেয়াদা ঐ মাঝীর সঙ্গে দিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই চাঁদা আদায়ের পেয়াদাকে ধরিয়া সাহেবের নিকট আনিল। সাহেব [illegible] পেয়াদার নিকট হইতে মাঝীদিগের চাঁদার বিলগুলি কাড়িয়া লইয়া আপনার নিকট রাখিলেন, চাঁদা আদায়ের পেয়াদাকে বলিলেন, আর দাঁড়ী মাঝীর নিকট চাঁদা আদায় করিতে যাস না। মাঝীরা অব্যাহতি পাইয়া পরম আহ্লাদিত ও কালেক্টর সাহেবের অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া নৌকা লইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিল।

যৎকালে কালেক্টর সাহেব মহাশয় ঘাটালে উপস্থিত ছিলেন, তৎকালে ঘাটালের এক জন বস্ত্রব্যবসায়ী বিশ্বনাথ বৈরাগী এই বলিয়া সাহেবের নিকট অভিযোগ করিতে গেল, যে ঘাটাল অন্নছত্রের নিমিত্ত আমাকে সম্পাদক বাবু ১০০ টাকা বায়না দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে বলেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে কমবেশ ৪০০ শত টাকার বস্ত্র পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান হইতে খরিদ করিয়া আনিয়া উক্ত বাবুকে বস্ত্র ও চালান দেখাইলাম। বাবু চালান দেখিয়া নানা গোলযোগ করিয়া বলিলেন তোমাদের হিসাবে বঞ্চনা আছে। অতএব তোমাদিগকে ফৌজদারীতে সোপরদ্দ করিব ইত্যাদি ভয় দেখাইয়া আমার নিকট এক শত টাকার এক কেতা নোট দণ্ড করিয়া লইয়াছেন। অতএব আপনি বিচার করিয়া উক্ত দণ্ডের টাকা ফেরত দিবার আদেশ করেন। সাহেবের বিচারে কিরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে পরে বিশেষ করিয়া জানিয়া সমাচার লিখিব। — অন্নছত্র বিষয়ের তদারক করিবার জন্য যখন এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়ত ভ্রমণ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেছেন, তখন এরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া অপর লোকে কি মনে করিবে?

যৎকালে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তৎকালে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের কোন উদ্যোগ ছিল না। ঘাটালের ওয়াটসন সাহেবের কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত টয়নবুল সাহেব দরিদ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া উদ্যোগ পাইয়া চাঁদা দ্বারা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া কাঙ্গালিদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তৎকালে কোন কাঙ্গালিকে প্রহার বা গালাগালী দিতে শুনা যায় নাই। এক্ষণে স্থানীয় কর্ম্মচারির হস্তে অন্নছত্রের ভার অর্পিত হওয়াতে ঘাটালের কাঙ্গালীরা মারি খাইতেছে দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত হইতেছেন। যে ব্যক্তি পর দুঃখে কাতর হইয়া প্রথমে উদ্যোগ পাইয়া শত শত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির হস্তে এই ভার অর্পিত হইলে কি কেহ এরূপ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইত। ঘাটালের টাক্সদারোগা বাবু প্রজাগণের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়া থাকেন। প্রজাগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। সম্প্রতি টাক্স আদায়ের দারোগা বাবু অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে ঘাটালের এক ব্যক্তি জাহানাবাদের ফৌজদারীতে টাক্সদারোগার নামে অভিযোগ করিয়াছে। বিচারপতি যেরূপ বিচার করেন, পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া লিখিব।

যৎকালে কালেক্টর সাহেব মহাশয় ঘাটালে উপস্থিত ছিলেন, চৌকীদারীটাক্স রহিত হয়, এই প্রার্থনায় বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রজা সাহেবকে জানাইয়াছিলেন। সাহেব এখানে কোন কথা প্রকাশ করিয়া যান নাই। তাঁহার যেরূপ দয়ালু স্বভাব দেখা গেল বোধ করি আশু ইহার কোন প্রতিবিধান করিবেন। এ প্রদেশে চাঁদার দ্বারা যে সমস্ত অন্নছত্র হইয়াছিল তাহা ৩০ এ নবেম্বর বন্ধ হইয়াছে। কাঙ্গালীগণকে বস্ত্রাদি দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কেবল ক্ষীরপাই অন্নছত্রে বাক্সার ভাগ ২০০ দুই শত কম্বল দুর্ব্বলগণকে দেওয়া হইয়াছে।

এ প্রদেশের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নছত্র অদ্যাপি বন্ধ হয় নাই। বোধ করি সমস্ত অগ্রহায়ণমাস বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্নছত্র চালাইবেন। অন্যান্য অন্নছত্রের কাঙ্গালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নছত্রে আসিয়া পড়িতেছে। কোন কোন কাঙ্গালীকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা বস্ত্র ও নগদ কিছু করিয়া পাইয়াছ, এখানে আবার কেন আসিলে? তাহারা বলে নগদ যাহা পাইয়াছিলাম তাহা টাক্স আদায়ের কর্ম্মচারিগণ কয়েক মাসের টাক্স দিতে হইবে বলিয়া আমাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন। অতএব আমরা কি খাই, এই কারণে এখানে আসিয়াছি। সরকার বাহাদুরের এ দান ভাল, যেমন দান তেমনি হাতে হাতে আদায়!

—••—

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর অনেক অনুপযুক্ত ছাত্র পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, তাহাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই হেতু এবার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অধিকসংখ্যক ছাত্র প্রেরণ করেন নাই। প্রবেশিকার প্রায় ১৩৫০ ও এল, এতে ৪২৬ ছাত্র হইয়াছে।

রুষিয়েরা তাস্তার জয় করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে সৈনিক করিতেছে। ঐ জাতি হইতে কয়েক সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি এই নূতন সৈন্যদিগকে উত্তরপার লোকেরা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে, কিন্তু রুষিয় সৈন্যগণ যথা সময়ে আসিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। বোখারার নিকটে এক দল রুষিয় সৈন্য আছে। এরূপ জনশ্রুতি এক দল তিব্বতে প্রেরিত হইয়াছে। রুষিয় সেনাপতি বোখারার রাজার নিকটে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোখারাকে হয় অধীনস্থ রাজ্য হইতে হইবে নচেৎ রুষিয়ার অন্তর্গত হইতে হইবে। বোখারার রাজা মধ্যভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমানকে ধর্ম্মরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় বোধ হয় না।

সম্প্রতি আগরায় দরবার উপলক্ষে মহারাজ সিন্ধিয়া ও জয়পুরের রাজা যে ভোজ দেন, তাহাতে কয়েক জন আফিসর সুরাপান করিয়া

অতিশয় দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। পিক্নিয়ার ভোজের দিবস গবর্ণর জেনরল উঠিয়া গেলে এক জন আফিসর তৎক্ষণাৎ তাঁহার আসনে বসিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন। দুই জন আফিসর একটী স্ত্রীলোক লইয়া মারামারী করিয়াছেন। এ সকল লজ্জাকর ব্যবহার পূর্ব্বতন কোম্পানির সেনাদলে প্রায় দেখা যাইত না।

শনিবার গবর্ণর জেনরল কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও পুলিষ কমিসনর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে সর জন লরেন্সকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনয়ন করেন। হগ সাহেব জষ্টিসদিগের সভাপতির স্বরূপ, তাঁহাদিগকে এতদুপলক্ষে আগমন করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় কেহই গমন করেন নাই।

সম্প্রতি করাচিতে সমস্ত রাত্রি উল্কাপাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে রাত্রিতে দিন বোধ হয়। লোকে ইহাতে নানা অমঙ্গল শঙ্কা করিতেছেন। কেহ বলেন, ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইল, কেহ মারীভয় কেহ বা দুর্ভিক্ষ শঙ্কা করিয়া ভীত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই উপলক্ষে যে সকল প্রস্তর প্রভৃতি পতিত হয়, তাহার কিছুই হয় নাই।

বিশপ কটনের স্মরণার্থ বোম্বাইয়ের ইউরোপীয় সমাজ আপনাদিগের সন্তানগণের শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।

পেসোয়ারের শীকগুরু রামনাথের মৃত্যু হইয়াছে। মহাসমারোহে ইহাঁর মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হইয়াছিল। পঞ্জাবের সকল স্থানে রাম নাথের শিষ্য আছেন।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় ওকালতী পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। পরীক্ষার্থিদিগকে শত করা ৭৫ নম্বর রাখিতে হইবে। পুস্তক বি, এদের ন্যায়। ৪০ এর কম কোন বিষয়ে নম্বর হইবে না। পরীক্ষোত্তীর্ণেরা প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন। ওকালতী পরীক্ষা সকল স্থানে একবিধ প্রণালী অনুসারে করা উচিত।

শুনা যাইতেছে, ২৪ পরগণার বর্ত্তমান অতিরিক্ত জজ সি, পি, হব হাউস সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। তিনি ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য সভায় অর্পণ করিবেন।

শনিবার অবধি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছে।

এক জন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, রাজা রাধাকান্ত দেব সংসার ত্যাগ করিয়া আবার কি জন্য দরবারে খাঁর লইতে গিয়াছিলেন? রাজপ্রসাদ অগ্রাহ্য করিতে নাই, রাজার এই সংস্কার আছে। যাহা হউক, সংসার ত্যাগ করিয়াছি এই কথা বলিয়া উহার চিহ্ন অস্বীকার করিলে অধিক গৌরবের হইত। ডিসরেলি সাহেব মনে করিলে অনেক দিন পূর্ব্বে লার্ড হইতে পারিতেন। অথচ তিনি সংসারী।

অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মান। ৬৪ টি মকদ্দমা আছে। গুরুতর অপরাধের সংখ্যা অল্প।

ব্রহ্মদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মান্দালাইয়ে কোন গোলযোগ নাই, রাজা পুনর্ব্বার আপন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ার মন্দালাইয়ে আছেন। প্রধান মন্ত্রির সহিত তাঁহার অনেক বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাজার দর্শন পান নাই। প্রধান কমিসনরকে গ্রহণার্থ রাজবাটী যত দিন সুসজ্জিত না হইতেছে, তত দিন রাজা দেখা দিতেছেন না। পেগুতে যথেষ্ট চাউল জন্মিয়াছে।

ভূপালের বেগম দিল্লীতে কমিসনরের বাটীতে দরবার করিয়া তত্রত্য যাবতীয় ইউরোপীয় ভদ্র লোক ও স্ত্রীলোকদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

১২ ই অবধি ১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে আরোহী দ্বারা ২৫০১৩০॥/৫ টাকা, দ্রব্যের দ্বারা ২,০৫,১৯৫॥/১০ টাকা, আদায় হইয়াছে। যেমন আয় বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি যদি অপব্যয় নিবারণ বিষয়ে যত্ন থাকে, রেলওয়ের জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে টাকা দিতে হয় না। লার্ড ডেলহাউসি বলিয়াছিলেন রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইবামাত্র শত করা পাঁচ টাকা লাভ দাঁড়াইবে। কোম্পানি সতর্ক হইয়া ব্যয় করিলে এ বাক্য সফল হইত সন্দেহ নাই।

মনিঅর্ডর প্রচলনের জন্য নিম্নলিখিত চক্র বাহ্য হইয়াছে:—বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, বেরার, পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ। প্রত্যেক রাজধানীতে এক এক জন কমিসনর থাকিবেন। কলিকাতার কমিসনর সর্ব্বপ্রধান হইবেন।

২০ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

কটকের কমিসনর টেলিগ্রাম করিয়াছেন, কটকে চাউল।৬ সের অবধি ৷৮৬/। নদীতীরে ॥০ সের। পুরীতে।১ সের অবধি।৫ সের। আসিয়া জাহাজ হইতে ৫০,০০০ বস্তা চাউল নামিয়াছে। বালেশ্বরের চাউলের মূল্য কিছু অধিক হইয়াছে। টাকায়।৮ সের বিক্রীত হইতেছে। বালীপালে ॥১, জলেশ্বরে ॥৫, ফুলুইয়ে ॥২ ও ব্যাসদেবপুরে।৮ সের।

মণিপুরের লোকেরা সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সীমা মধ্যে উপদ্রব করে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট নাগাদিগের দেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাসন করিবার মানস করিয়াছেন। বন্যদিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শাসন করিয়া সভ্য পদবীতে অধিরোহিত করিবার চেষ্টাই উত্তম কল্প।

ফরাশী কনসল কলিকাতায় কটগ্রাফিক সভাকে বলিয়াছেন, আগামী পারিসের মহাপ্রদর্শনে সকল দেশের উদ্ভিদ প্রদর্শিত হইবে, অতএব এদেশের যত আশ্চর্য্য উদ্ভিদ আছে, কটগ্রাফিতে তাহার চিত্র প্রেরণ করিলে কমিসনরগণ বাধিত হইবেন। এ বিষয়ে সাহায্য করা অতি আবশ্যক। পারিসের প্রদর্শনটী অতি উৎকৃষ্টরূপ হইবে বোধ হইতেছে। সম্রাট এ জন্য বিসমার্কের নিকটে এক প্রকার অপমান হইয়াও কিছু বলিলেন না।

১৮৬৯ অব্দে জবলপুরের রেলওয়ে খুলিবে। নানা সাহেবের মৃত্যুর ন্যায় জবলপুরের রেলওয়ে খুলিবার বিষয়ের নিশ্চয় নাই।

ইংলিসম্যান বলেন, অযোধ্যার নবাব নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার মহম্মদ হামিদ আলিকে মাসিক ৫০০০ টাকা বৃত্তি দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নবাবের নিজ বাটীর জন্য দেওয়ান নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশনে ডবলিউ, এচ জনসন সাহেবের এক পত্র পঠিত হয়। ইনি তিব্বৎ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছেন, কাশ্মীরের রাজার অধিকার মধ্যে সিন্ধু নদীতীরে হিন্দু তাতারের বাস আছে। দ্রাস ও ইস্কার্ডোর মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের আকৃতি তাতারের ন্যায়। কিন্তু ইহারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা গরুকে এত ভক্তি করে যে দুগ্ধ পর্য্যন্ত পান করে না। জনসন সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, পৌরাণিক হিন্দু ব্যবহার এই সকল লোকের মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে। অতএব ইহাদিগের ভাষা ও ইতিহাসের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

২১ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

কটকের কমিসনর টেলিগ্রাম করিয়াছেন, নূতন চাউল হওয়াতে কয়েক দিবস চাউল সস্তা

হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দুর্ম্মূল্য হইতেছে। পুরীতে এখনও অনেক কষ্ট রহিয়াছে। বাখরগঞ্জে দিন দিন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

মাড়োয়ার ঢোলপুর ও হুনগড়পুরের রাজগণ গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের রাজ্য দিয়া রেলওয়ে গমন করিলে বিনা মূল্যে ভূমি দিবেন। যোধপুরের রাজাও এই প্রকার ভূমি দিতে চাহিয়াছেন। এক্ষণে রেলওয়ের উপযোগিতা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, চম্পারণে এবার প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে। সকল প্রকার শস্যেরই মূল্য অল্প হইতেছে। সকল স্থানেই এবার এই কথা।

লার্ড বিশপের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিসন নিযুক্ত হন, ইংলিসমান বলেন, তাঁহারা অধ্যক্ষ প্লাউন সাহেবের অনবধানতার দোষ দিয়াছেন। সিঁড়িখানির দোষে বিশপ জলে পতিত হন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর জাহাজে থাকিলে কখন ভগ্ন সিঁড়ি দেওয়া হইত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যাওয়াতে এল, এ পরীক্ষা ২৯ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। প্রায় ৩০ জন পরীক্ষার্থিকে এ জন্য বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। সোমমঙ্গলবারের পরীক্ষা মিথ্যা হইল। অনেক জুয়াচোর এই সময়ে মিথ্যা প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া ছাত্রদিগকে ভুলাইয়া টাকা লইয়াছে। ইতিহাস ও অঙ্কের প্রশ্ন পোষ্ট আফিস বাটীতে ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডাকঘরে প্রেরণের সময়ে পোষ্ট আফিস হইতে প্রশ্ন চুরি যায়। আমরা অবগত হইলাম, দুই জন কর্ম্মচারী এ জন্য কর্ম্মে স্থগিত হইয়াছেন।

১৯ এ অবধি ২৫ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে প্রতি মাইলে ৩৯০।/৫ লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এবার অধিক আয় দেখা যাইতেছে।

উইলিয়ম মরে নামক এক জন ইউরোপীয় বিবি কেলির শিশু সন্তানের শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা পায়। ধাত্রী চিৎকার করাতে বিবি কেলি দুর্বৃত্তকে নিবারণ করেন। ইহাতে মরে তাঁহাকে ঐ প্রকারে বধ করিবার চেষ্টা করে. কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সে তৎপরে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট এই ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাসের [illegible] আদেশ দিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় অপেক্ষা আমাদিগের নিম্ন শ্রেণি সর্ব্বপ্রকারে ভাল।

২২ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

গত কল্য এক্সচেঞ্জগৃহে নিম্ন লিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	সিন্দুক	প্রতিসিন্দুক	মোট
বেহারের	২০০০	১২০৩৸১৫	২৪,১০,১০০
কাশীর	১৩৭০	১২০৬।৵১৫	১৬.৫২,৮০০

কাশীর অহিফেন প্রায় বেহারের অহিফেনের তুল্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা প্রতি সেরে ১৬ টাকা হইতে প্রতি সেরে ২০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত চাঁদায় দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার হস্তে ৫,২২,৪৩৯/৫ টাকা আসিয়াছে। চিৎপুরে আর কাঙ্গালী না থাকাতে তত্রত্য অন্নছত্র বন্ধ হইয়াছে। সভা রেবিনিউবোর্ডকে দুই লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তথাপি প্রায় ১,৭৫,০০০ টাকা সভার হস্তে থাকিবে। এই টাকায় একটী মূলধন করিয়া তাহার উপস্বত্ব হইতে দুঃখিদিগের ব্যয় দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ মূলধন থাকিলে ক্রমশঃ সাধারণ দানে তাহার অবয়ব পুষ্টি হইতে পারে।

✓ ইংলিসমান অবগত হইয়াছেন, বোম্বাইয়ের এক জন বণিক এক কোম্পানি দ্বারা খণ্ডোয়া হইতে ইন্দোর পর্য্যন্ত শাখা রেলওয়ে করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মূলধনাধিকারিরা এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এটী বিশেষ আনন্দের বিষয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের বণিকেরা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন না। তাঁহারা বস্ত্রের কল করিলে বোম্বাই বাস্তবিক ভারতবর্ষের লিবরপুল হইত।

অদ্য গবর্ণর জেনরলের বাটীতে এক দরবার হইয়া গিয়াছে। “দরবার” “দরবার” এই বৈ অন্য কথা নাই।

২৩ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

বিজ্ঞাপনী লিখিয়াছেন, তিনি কৃতবিদ্যের মুখে নৌকা শব্দ স্থলে লৌকা শুনিয়াছেন। কিরূপ কৃতবিদ্য? ২।৪ পাত ইংরাজী পড়িলেই কি মানুষকে কৃতবিদ্য বলা যায়?

মান্দ্রাজে আজিও জাতিভেদমূলক কুসংস্কারের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। তত্রত্য নীচ জাতীয়দিগের বিবাহের সময়ে পালকিতে আরোহণ করিয়া যাইবার রীতি নাই। কয়েক জন সেই চেষ্টা পাওয়াতে বিরোধিজাতীয়েরা প্রতিবাদী হয়। তন্মূলক এক দাঙ্গা হইয়া পুলিসের হস্তে এক জন হত ও এক জন আহত হইয়াছে।

মান্দ্রাজেও এবার সুবৃষ্টি হওয়াতে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে এবং শস্যের মূল্য অনেক কমিয়াছে। এবার প্রায় সর্ব্ব স্থান হইতেই এই শুভ সমাচার পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সমুদায়ে ৬০২ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী ৪৫৮, এল, এ ৫৯, বি, এ ৩৬, এম, এ ৮, এল, এল, বি ১১, এল এম ৬. সিবিলইঞ্জিনিয়ারিঙ প্রথম পরীক্ষা ৩, এবং জগন্নাথশঙ্কর শেটের সংস্কৃত ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থী ২১।

টাইগ্রিস নদী উচ্ছলিত হইয়া বোগদে জলপ্লাবন হইয়াছে। অর্দ্ধেক নগর ও অন্য অন্য পল্লীগ্রাম জলমগ্ন হয়।

সর সিসিল বীডনের ইংলণ্ড গমন সময় সমীপবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহারই প্রস্তাব ক্রমে জে, পি, নর্ম্মান সাহেব বেথুনসোসাইটির সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন।

২৪ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন, এইচ, টি সর বার্টলফ্রিয়ার অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইরূপ জনশ্রুতি বাঙ্গাল পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরলের সংখ্যা কমান হইবে। অনাবশ্যক কর্ম্মচারী রাখিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করা কোনক্রমে উচিত হয় না।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছেন, রাজকর্ম্মচারিরা যখন কোন স্থানে যাইবেন, তাঁহাদিগের নিকট রাস্তার হউক, আর পারের হউক, কোন প্রকার মাশুল প্রার্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে। শেষে তাঁহারা কণ্টিজেণ্ট বিল করিয়া তাহা আদায় করিয়া লইবেন। কেবল পুলিষ কর্ম্মচারিরা যখন সরকারি কাজে যাইবে, তাহারা মাশুল না দিয়া যাইতে পারিবে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা সিক্কা	৮৬৸০—৮৬৸৵০
৪ ” কোং	৮৬৸০—৮৭
৫ ” ”	১০৩৸৵—১০৪৵
৫ ” পবলিকওয়ার্ক	১০২৵—১০২।০
৫৸০” কোং	১০৯৵—১০৯।৵

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর—ফিজরালড সাহেব বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-

ছেন। মাঞ্চেষ্টরে রিফরম (মহাসভার সংস্কার) সংক্রান্ত এক মহাক্ষোভ হইয়া গিয়াছে। বর্লিনীর মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। সম্রাট সভ্যদিগকে প্রদেশ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা স্থির হইলে সম্রাট ধনুবক্ষর মন্ত্রী নিয়োজিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন।

জনসনের সহিত কংগ্রেস সভার বিবাদ ভঞ্জন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর—মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিবার জন্য প্রায়ই সভা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৩ এ নবেম্বর—স্পেনে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে, এরূপ সম্ভাবনা করা হইয়াছে। মাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকো ত্যাগ করিবেন স্থির হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর—১ লা ফেব্রুয়ারি অর্দ্ধণীয় মহাসভার অধিবেশন হইবে। মিসরের মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট জাতিসাধারণ প্রতিনিধি শাসন প্রণালী স্থাপনার্থ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

কর্ণেল কর্ড, অভ সিঙ্গাপুরের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। রবার্ট ওয়েষ্ট নেটালের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। লিমারিকে ফেনিয়ানগণ ধৃত হইয়াছে। কর্কে তাহাদিগের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ নবেম্বর—ইংলণ্ড ও রুষ উভয় রাজ্যের অপরাধিগণকে পরস্পরের হস্তে সমর্পণ করিবার সন্ধি আগামী সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত রাখিবার জন্য কাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কাণ্ডিয়াতে সম্পূর্ণরূপে উপদ্রবের শান্তি হয় নাই। আরও যুদ্ধ হইয়াছে। ইটালীর বিশপ নিয়োগের জন্য রাজা পোপের সহিত সন্ধি করিবেন এরূপ সম্ভাবনা করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ নবেম্বর—রেনোলড বলেন, আমেরিকার দূত আডামস সাহেব হস্তুতাবে আলাবামার দ্বারা কৃত দৌরাত্ম্যের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব পুনর্ব্বার উত্থাপন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ট্রেডস ইউনিয়ান সম্প্রদায়কে প্রিমরোজ পার্কে রিফরম (মহাসভার সংস্কার) সংক্রান্ত সভা করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ফলে ভোগী হইবার জন্য লোকে বীজ বপন করিয়া থাকে। ঐ বীজ যথাকালে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে ক্রমে ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধি হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যে প্রদেশ হইতে বৃক্ষ এই ভাগ দ্বয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্কন্ধ দেশ এবং ঐ দুই ভাগকে কাণ্ড বলে। ঐ কাণ্ড দ্বয়ই বৃক্ষের প্রধান বাহু স্বরূপ; উহা হইতেই কালক্রমে শাখা প্রশাখা পল্লবাদি নির্গত হইয়া উহাকে শোভিত করিতে থাকে। কালানুসারে উহা মঞ্জরিত হইয়া চির সঞ্চীয়মান আশা সফল করিবার মানসে ফলোৎপাদন করে। সর্ব্বদেশীয় মানবগণেরই ভাষা দুটী প্রধানভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—সাহিত্য ও বিজ্ঞান। ইহা হইতেই আবার কাব্য অলঙ্কার, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, পদার্থ ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়া এই দুই প্রধান কাণ্ডকে সুশোভিত করিয়াছে। কি প্রাচীনকালের সুপ্রসিদ্ধ দেশ সমূহের ভাষা কি ইদানীন্তন বিখ্যাত ইউরোপাদি মহাদেশান্তর্গত জাতিদিগের ভাষা, আমরা ইহার যে দিকে অনুসন্ধান করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ই শাখা প্রশাখা, ও পল্লব, পুষ্পাদিতে চির সুশোভিত হইয়া আসিতেছে। কোনকালে কোন সুপ্রসিদ্ধ দেশের ভাষা বৃক্ষের এক কাণ্ড শাখা প্রায় ও অপর কাণ্ড যে অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও দেখা যাইতেছে যে দুটী কাণ্ড সমোচিত ভাবে শোভিতেছে। যে সমস্ত দেশের ভাষা এতদ্রূপ শোভিত আছে, তাহারা সভ্য শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। সেই সেই স্থানে অধিবাসিগণের মনঃক্ষেত্র অনুক্ষণ জ্ঞানালোকে পূর্ণ থাকে। আমাদিগের বঙ্গদেশ কি সভ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত নহে?

মহাশয়! আমাদিগের দেশ ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশের ন্যায় ধন্য নয়, তদপেক্ষা অনেক ন্যূন হইলে, সুতরাং তত্তদ্দিগের ভাষা-বৃক্ষজাত ফলের ন্যায় আমরা অস্মদ্দেশজাত বৃক্ষে ফলাশা করিতে পারি না কিন্তু তজ্জন্য যে ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইব, এমনও কিছু নয়। অবশ্যই আশার অর্দ্ধেক ফলও পাইব, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! অভিপ্রেত ফল ত কিছুই পাইতেছি না। আমাদিগের ভাষা-বৃক্ষের সাহিত্যকাণ্ড যখন দিন দিন নানা ফলে সুশোভিত হইতেছে, বিজ্ঞান কাণ্ড কেন সেপ্রকার নহে? সভ্য জাতি হইয়াও কি আমরা ভাষা বৃক্ষের এক কাণ্ড সুশোভিত ও অন্য কাণ্ড শুষ্ক করিয়া তজ্জাত ফলের জন্য ভিন্ন জাতির ভাষা বৃক্ষের নিকট গমন করিব? আমাদিগের পক্ষে কি এটী গ্লানিকর নহে? পরপ্রত্যাশী হওয়া কি গৌরবের বিষয়? যদিও কোন ভাষান্তর্গত বিজ্ঞান সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত হয় নাই, তথাচ আমাদিগের অপেক্ষা কোটি গুণে উত্তম। আমাদিগের যে মূলে কিছুই নাই। আমি বাল্যকালে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কিছু কিছু বিষয় পড়িয়াছিলাম, অদ্যাপিও যে তাহাই দেখিতেছি। সাহিত্য বিষয়ক যেমন নিত্য নূতন পুস্তক রচিত হইতেছে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেন সেরূপ নহে? এ বিষয়ে আমাদিগের দেশীয় সভ্য মহোদয়দিগের কি কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই? ইহার ফল কি সাহিত্যের ন্যায় রসপূর্ণ নহে? ইহা কি তৃপ্তিকর এবং আশু হর্ষপ্রদ নহে? প্রায় ৮।৯ বৎসর অতিবাহিত হইল, সুধীরাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রণীত যে প্রাকৃত ভূগোল পড়িয়াছিলাম, তাহার পর তৎসম্বন্ধে আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। কালসহকারে যখন ঐ সম্বন্ধে কিছু অধিক জানিবার প্রবৃত্তি জন্মিল, তখন দেশীয় ভাষার নিকট অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু আর কিছুই পাইলাম না। আমরা একে পরাধীনতা চিরকাল ভাল বাসিয়া আসিতেছি, কাজে কাজে পরের প্রত্যাশী হইতেই আপনাদিগকে বড় সুখী বিবেচনা করি। এই ভাবিয়া ইংরাজী ভাষার নিকট গেলাম। তাহার নিকট আমি যে কিপর্য্যন্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অতএব সম্পাদক মহাশয়! বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি আমাদিগের ভাষার জন্য আমরা তবে কি বড়াই করিতে পারি? এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা না করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞান কি অজ্ঞান স্বরূপ থাকিবে? তাঁহাদের এবিষয় জানিতে কি প্রবৃত্তি জন্মে না? পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় ভাষার মুখ অলঙ্কারী ধীর চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা দ্বারা কি বিজ্ঞান কাণ্ড সুশোভিত হইয়াছে, আর অধিক কি আবশ্যক করে না? সাধারণে সকলেই কি সেই কয়েকখান গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানপারদর্শী হইবেন? বটতলার ছাপাখানা এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। কত লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তিমান গ্রন্থকর্ত্তাকে প্রতিক্ষণে জন্ম দিতেছে। কিন্তু সে সকল রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। আবার অকর্ম্মণ্যই বা কিপ্রকারে বলিতে পারি, জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর বাট, ৯ মাস না ফিরিতেই ১।৫ প্রতিসন হইয়া গেল। এস্থ

তাঁও স্বচ্ছন্দে নল মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিজ্ঞান বিষয়ে যিনি প্রথমে হস্তার্পণ করিয়াছেন, যিনি উহার জন্য শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, এবং আর আর যাঁহারা ধন্যক্ত কলেবর হইয়া তদ্বিষয় অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া যাহা যাহা কিছু দীর্ঘ পরিশ্রমজনিত ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের আশা ফলবতী ও পরিশ্রম সার্থক হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ এক এক জন এক একটী বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। আমাদিগের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী মহোদয়গণ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া কেন তাহার গৌরব বৃদ্ধি না করেন? শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষগণ কেন এই বিষয়ে অধিকতর যত্ন না দেখান? তাঁহাদিগের হস্তে বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কোন পুস্তক পতিত হয় তাহা কেন পণ্ডিতদিগের শিক্ষার জন্য নর্মাল স্কুলে প্রবেশ না করান? বিজ্ঞানঘটিত কোন নূতন পুস্তক অবলোকন করিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে "ইহা বালকের উপযুক্ত হইবে না কেন না এই সমস্ত নূতন রচিত শব্দার্থ (যাই ট্রোজন, সলফেট, ক্লোরস, ডিভোটিকা ঝিল্লী) তাহারা বুঝিতে পারিবে না। ইহা যথার্থ বটে। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণের ইহার শব্দার্থ বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। তবে কি এ দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক করে না? ব্যাকরণের কোন সূত্রে লেখা আছে, ত্রিভুজান্তর্গত কোণসমষ্টি দুই সমকোণ হয়?" ছোট ছোট বালকেরা কিরূপে ইউক্লীডকে জিহ্বাগ্রে করিতেছে? ইহা জানিতে কি বুদ্ধির প্রয়োজন করে না? তবে ক্লোমবসের নাম শুনিলে কেন তাহাদিগের বাক রোধ হইবে? তাঁহাদিগেরই বা দোষ কি? দেশীয় পরিদর্শক মহাশয়েরাই এ বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। অতএব তাঁহারাই বা কেন এ বিষয়ে উৎসাহ না দেন? প্রায় এক সপ্তাহ হইল, আমি "শরীরতত্ত্ব সার" নামে এক খানি গ্রন্থ পাইয়াছি। ইহা চারি বৎসর মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় কেহই ইহার তত্ত্ব রাখেন না। ইহার মুদ্রন বেলায় শ্রীযুক্ত এচ, উড্রো মহোদয় ৫০ খান পুস্তক ক্রয় করেন, কিন্তু তদবধি একবারও উহার নামোচ্চারণ করেন নাই এবং যদিও উহা এপর্য্যন্ত উপেক্ষিত ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শ্রম কখনই ব্যর্থ হইবার নহে; কোন না কোনকালে লোকে উহা উৎসাহপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবে; কিন্তু মহাশয়! আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসু হইতেছি যে সাহিত্যের ন্যায় আমাদিগের দেশে [illegible] কেন শ্রীবৃদ্ধি নাই? অগ্রগণ্য মহোদয়গণ কেন এই বিষয়ে হস্তার্পণ না করেন? বালকদিগকে কেন অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই [illegible] সামান্য সামান্য গ্রন্থ অগ্রে শিক্ষা দেওয়া না হয়? শিক্ষা সমাজ কেন ইহার জন্য [illegible] উৎসাহ না দেন? আমি দেখিতে পাই [illegible] দেশীয় লোকের ইহাতে যেন স্বভাবসিদ্ধ [illegible] আছে। গত শনিবারে প্রেসিডেন্সি হলে—

"ক্রষ্ট অফ দি আর্থ" এই বিষয়ে একটী লেকচর দেন। শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইবে এই ভাবিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইলাম। যথাকালে দেখিলাম যে বাঙ্গালি ও সাহেবে ২০। ২১ টী শ্রোতা উপস্থিত। উপদেশক ক্রমে ক্রমে যত ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতৃবর্গও দুই একটী করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে অত্যল্পসংখ্যক থাকিল। কিন্তু যদি অন্য কোন বিষয়ক লেকচর হইত, তাহা হইলে বোধ হয় স্থান পাওয়া দুষ্কর হইত। লোকের স্বভাবতঃ এ বিষয়ে ঘৃণা কেন? বিজ্ঞান দ্বারা কি প্রকৃতিসুখ লাভ করা যায় না?

কলিকাতা
ক্যাথিড্রাল মিসন কালেজ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা স্বকপোল-কল্পিত অদ্ভুত সম্বাদ সমূহে কিম্বা কোন আঢ্য লোকের বিবাহ বা শ্রাদ্ধ বর্ণনায় নতুবা কোন লোকের দেবরৎ বন্দনা দ্বারা বা কাহার অনুচিত নিন্দাবাদে এবং হলোএর বটিকার গুণ বর্ণনায় পত্রিকার কলেবর পূর্ণ ও পাঠকবৃন্দের মনস্তুষ্টির চেষ্টা পাইতেন। এখন আর সে কাল নাই, বিদ্যার্জ্জন দ্বারা ও সভ্য লোকের সহবাসে বাঙ্গালির বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হইতেছে, পূর্ব্বের রুচিও সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইতেছে, তবে দুই এক জন সম্পাদক সেকেলে "কায়দা" গুলি উঠাইয়া দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম অধিক বলিয়া সেগুলি দোষের মধ্যে গণ্য করিলাম না, সে সকল বৃদ্ধের প্রলাপবাক্য। গবর্ণমেণ্ট অনুবাদকের দ্বারা এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের মর্ম্মানুবাদ অবগত হইয়া থাকেন, এজন্য আজি কালি প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে প্রায় সম্পাদক ও প্রেরিতপত্র লেখকগণ সাধ্যমত সকল বিষয়ের প্রকৃত বর্ণনা প্রচার করেন, আমিও এই সকল কথা বিশেষ স্মরণে রাখিয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটী লিখিলাম।

প্রায় ৭। ৮ মাস গত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু শান্যাল মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্টার কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া অবধি আপন কর্ম্ম অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি মুরসিদাবাদের জজ আদালতের অনুবাদকের কর্ম্ম করিতেন। শ্রীযুক্ত রসন, বকল, বার্চ, মেলোনি প্রভৃতি বিচারপতিগণ ইঁহার কর্ম্মদক্ষতায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র সহ বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতেই সহজে এই উচ্চ পদাভিষিক্ত হয়েন। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও অতি সৎস্বভাবান্বিত। এতাদৃশ গুণাধর ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেই উচ্চপদের যথার্থ গৌরব থাকে ও ন্যায়সঙ্গত বিচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখানকার কয়েকজন "শ্রীবৃদ্ধিকারী" তাঁহাদিগের মনের মত বিচার ইঁহার নিকট হয় না বলিয়া বড়ই বিরক্ত, নতুবা অন্যান্য এখানকার সকল লোকের সমীপেই ইনি এক জন যথার্থ প্রশংসার পাত্র। উত্তরোত্তর ইঁহার পদ বৃদ্ধি হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি।

মুঙ্গেরপ্রবাসিনোজনস্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসম মধুমাসে মোহন বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্তম্ভিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জন মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তানলয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুন মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীর হিয়া জাগিল অমনি॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির যাহে অশেষ প্রীত॥
কাব্যের কাননদিকে পুন কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥

কপালকুণ্ডলা।

কে তুমি যোগিনীবেশে বঙ্কিম নয়নে।
ত্রাণকর্ত্রী ভবানীরে ভাবিতেছ মনে॥

যুবতী হইয়া কর ভৈরবী সাধন।
সংসারেতে প্রীতি নাই সদা ক্ষুন্ন মন॥
পঙ্কজবদনী বামা মুক্ত চাঁচকেশ।
পর্ব্বতদুহিতা যেন ভাবেন মহেশ॥
প্রশস্ত ললাটদেশ সরল হৃদয়।
পেয়েছ যবন হস্তে ক্লেশ অতিশয়॥
পরে দ্বিজ কাপালিক বিজনকাননে।
পালিল তোমায় সতী অতি সযতনে॥
কপালকুণ্ডলা তুমি চিনে [illegible] এখন :
ভুলিবে না তব নাম হত [illegible]॥
অক্ষিযুগে অশ্রুবিন্দু পড়ে [illegible]
স্মরিলে তোমার খেদ দুখ [illegible]॥

[illegible]পুর।

———:০:———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

আজি কাল সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃত রীতিগুলি অবিকল বঙ্গভাষায় প্রচলিত করিবার জন্য সমধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এইরূপ সকল সময়ে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিতে গেলে যে কালে বঙ্গভাষা না বাঙ্গলা না সংস্কৃত এক খিচাড় হইয়া পড়িবে তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। অদ্য আমরা বঙ্গভাষার সমাস সংক্রান্ত কতিপয় রীতির বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদিগের মত প্রকাশ করিতেছি, [illegible] তদ্বিষয়ে আপনার মতামত বিস্তারিতরূপে [illegible] করিয়া বাধিত করিবেন।

বঙ্গভাষা এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। প্রতিনিয়তই নানা ভাষা হইতে নূতন নূতন শব্দাবলী সংযোজিত হইয়া [illegible] বৃদ্ধি বর্দ্ধন হইতেছে সুতরাং এক্ষণে পর[illegible] সর্ব্বতোভাবে কোন স্থির রীতির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। [illegible] বঙ্গভাষায় একেবারে [illegible] নাই [illegible] চনা করিয়া দেখিলে অনেক[illegible] অদ্ভুনি বেষ্ট [illegible] পাওয়া যায়

সুপ্রাব্য[illegible] ভাষার মূল রীতি [illegible] নায় ভাষাই এই রীতানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়াছে. সুতরাং সমুদায় [illegible] তেই এই মূল রীতির অনুসরণ করা বিহিত। বঙ্গভাষার পূর্ব্বতন ও আধুনিক অবস্থার যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যাইতেছে সুপ্রাব্যতাই তাহার মূল কারণ বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং সমুদায় প্রাচীন ভাষাও এই রীতানুসারে পরিশোধিত হইয়াছে।

সংস্কৃতভাষা বঙ্গভাষার জননী, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করা যাইবে আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে সকল স্থলেই সংস্কৃতের যাযাবরা হইয়া চলিতে হইবে এমন নয়। বস্তুতঃ যেস্থলে সংস্কৃত রীতি অবিসম্বাদিতরূপে বঙ্গভাষায় বিন্যস্ত হইতে পারে কেবল মাত্র সেইস্থলেই সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করা উচিত, অন্যত্র বঙ্গভাষার রীত্যনুসারে চলাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ স্থলে অনেকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বঙ্গভাষার রীতি [illegible] বঙ্গভাষা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতের অনুসরণ করিতেছে, সুতরাং তাহাতে অতিরিক্ত রীতি থাকা কদাচ সম্ভাবিত নয়। তদুত্তরে আমরা কতিপয় দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতেছি. কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বঙ্গভাষায় সংস্কৃতমূলক রীতির বিদ্যমানতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

সংস্কৃতভাষায় যেরূপ সমাস প্রণালী প্রচলিত আছে, বঙ্গভাষাতেও [illegible] স্থলে সুন্দর রূপে তৎপ্রণালীর অনুসরণ করা যাইতে পারে. কিন্তু কতিপয় স্থলে সংস্কৃত [illegible] অনুসারে সমাস করিলে অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়া উঠে। অতএব সেই সকল স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ না করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার [illegible] চলাই ভাল বোধ হইতেছে। সংস্কৃত রীতি অনুসারে কৃষ্ণাশ্রিত, কূপপতিত, পিতৃসম, [illegible] কন্যাদান ইত্যাদি কতিপয় স্থলে [illegible] আশ্রিতঃ কূপংপতিতঃ, পিত্রা সমঃ, পুত্রায় হিতং কন্যায় দানং ইত্যাদি ব্যাসবাক্য ও তদনুসারে সমাস হইয়া থাকে কিন্তু বঙ্গভাষায় অবিকল তাহার অনুসরণ করিতে হইলে কৃষ্ণকে আশ্রিত, কূপকে পতিত, পিতার দ্বারা সম পুত্রকে হিত, এবং কন্যার দান ইত্যাদি সমাস বাক্য ও তদনুসারে সমাস হইয়া থাকে কিন্তু [illegible] ব্যক্তি মাত্রেরই [illegible] [illegible] সহজে [illegible] হয় না এবং বঙ্গভাষা রীতিও উহার পথ সমর্থন করিতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলাদিতে সংস্কৃত রীতির অনুরোধে পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ সমাস বাক্য না করিয়া বঙ্গভাষার রীত্যনুসারে কৃষ্ণের আশ্রিত কূপে পতিত পিতার সম, পুত্রের হিত এবং কন্যাকে দান এইরূপ ব্যাসবাক্য ও তদনুযায়ী সমাস করাই বিহিত বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভাষাতে উহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কথা কহিবার সময় সকলেই “ইনি আমার আশ্রিত” ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থল সকলে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিতে গিয়া দুর্ব্বোধ ব্যাসবাক্য ও রীতি বিপরীত কাজ করা অপেক্ষা সুগম ও রীতিশুদ্ধ সমাস ও ব্যাসবাক্য করাই ভাল বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতের অনুসরণ না করিয়া প্রয়োগ ও সুশ্রাব্যতানুসারে চলাই উচিত, নচেৎ সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ করা কোন মতেই [illegible] অনুমোদনীয় হইবে না। এক্ষণে যেরূপ সংস্কৃতাভিজ্ঞেরা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত রী[illegible] করিতে উদ্যত, সেইরূপ অন্যান্য [illegible] ও সেই সেই ভাষা হইতে বঙ্গভাষার নূতন নূতন রীতি আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে যে বঙ্গভাষার কিরূপ দুর্দ্দশা সংঘটিত হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, বস্তুতঃ সংস্কৃতাভিমানী ভিন্ন বঙ্গভাষার মঙ্গলকামুক অন্য কেহই বঙ্গভাষায় সংস্কৃত রীতির সর্ব্বাঙ্গীণ আধিপত্য স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারিবেন না। অতএব ভাষান্তরের রীতির অনুসরণ না করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার রীতির অনুবর্ত্তন করাই আমাদিগের মতে ভাল ও উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

[illegible] এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম, বারান্তরে প্রয়োজন হইলে বঙ্গভাষার [illegible] আরও কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। (১)

[illegible] ই অগ্রহায়ণ বশম্বদ
[illegible] কস্যচিৎ
বঙ্গভাষাপ্রিয়স্য।

———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

[illegible] নিবেদনমিদং —

[illegible] ২০ এ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে [illegible] বিষয় পাঠ করিয়া যার পর নাই

---

(১) পত্রপ্রেরক ১০ ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে দেখিবেন, পূর্ব্বাপর [illegible] ভাষা প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব লিখিত হয় [illegible], আমরা বিজ্ঞাপনীয় প্রতিবাদ করিয়া [illegible] অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি, সংস্কৃতের [illegible] অনুসরণ করিতে গেলে বাঙ্গলা [illegible] ও বিকৃত হইয়া উঠিবে। সংস্কৃত [illegible] ভাষার মূল বটে. কিন্তু উভয়ের [illegible] বহু বৈলক্ষণ্য আছে। স

আনন্দিত হইলাম। যখন ভবাদৃশ ব্যক্তির এ-বিষয়ে দৃষ্টিপাত হইয়াছে, তখন বঙ্গাভিনয় শুভ দর্শনপথে পদার্পণ করিয়া কাঙ্ক্ষিত ফলদানে আমাদিগকে সুখিত করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাশয় ইহার যে যে প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, তত্তাবতই অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমি সম্যক প্রকারে এক মতাবলম্বী হইতে পারিলাম না। কারণ, আপনি যে আধুনিক বস্ত্রের পরিবর্তে নাট্যবর্ণিত প্রাচীন বসন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? শকুন্তলা পুরাকালীন তাপস ব্যবহার্য্য বল্কল পরিধান কিম্বা কণ্ব মুনি কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক নগ্নপ্রায় হইয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলে সভ্যগণ কি স্বভাব সুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন? আমি বোধ করি বরং তাহাতে তাঁহাদিগের মনে গ্রাম্য ও ক্রীড়াকর ভাব জন্মিতে পারে, অতএব এস্থলে বস্ত্রাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অধুনাতন অভিনয় কার্য্যে যত দূর সঙ্গত হইতে পারে এরূপ বসন বিধান করিলে অনুমান করি কোন দোষ ঘটে না। (১)

পরিশেষে বাঙ্গলা নাটকের চলিত ভাষা সম্বন্ধে কেবল বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া যদি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে বঙ্গাভিনয় আপনার নিকটে চিরবাধিত হইত। সে যাহা হউক, অস্মদাদির সামান্য বুদ্ধিতে এ বিষয়ে কোন বিশেষ দোষ লক্ষিত হইতেছে না, কারণ নাটকে যে ভাষা প্রয়োজিত হইতেছে, তাহাই আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। যখন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলেই ঐ স্বভাবসিদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং তখন ইহাতেই মনের ভাবাদি সুব্যক্ত হওয়াতে প্রকৃতির প্রভা বিলক্ষণ দীপ্তিমান হয়, গ্রন্থগ্রথিত বিশুদ্ধ ভাষাতে নাটকাদি রচিত হইলে স্বভাবের সেরূপ শোভা কখনই রক্ষা হইতে পারে না, যেহেতু সে আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা নয়। কুরীতি সংশোধন করাই নাটকাদির উদ্দেশ্য, তাহাতে ভাষা বিশুদ্ধির তদ্রূপ কল্পনা সম্ভাবিত হইতে পারে না। তবে সংস্কৃত নাটকাদিতে ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা দৃষ্ট হয় তাহা আমুলাঙ্গ বলিতে হইবে। যেহেতু সংস্কৃতের কথন ও লিখনে ভিন্নতা নাই। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাঙ্গলাভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় বটে, তথাপি নগর নিকটস্থ ভাষাকে সভ্য ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই নাগরিক ভাষার প্রশংসা সকল স্থলেই দৃষ্ট হয়। কারণ গ্রন্থের ভাষায় ও এই প্রচলিত ভাষায় বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল চলিত ভাষায় বিভক্তির খর্ব্বতা করা হয়। তবে যদি কোন নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া দেন, তাহা হইলে নাটক রচয়িতাদিগের প্রতি অসীম কৃপা বিতরণ করা হয়। (২)

হাবড়া কস্যচিৎ।
২৫ এ নবেম্বর। পাঠকস্য।

(১) মুনিকে রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করান বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। দেখিয়া সভ্যগণের লজ্জা না হয়, এরূপ মুনিবেশ কি মুনিকে পরান যায় না? বস্ত্রের তন্মাত্র পরিবর্ত্তন বিধেয়, তাহার অধিক উচিত নয়। স।

(২) অন্য অন্য গ্রন্থে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, নাটকে তদ্ব্যবহারে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের কুরীতি সংশোধনের ন্যায় ভাষাদোষসংশোধন নাটকের উদ্দেশ্য নয়, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। "খাচ্চি, দিচ্চি, নিচ্চি" এই সকল শব্দে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং সেগুলি পরিত্যক্ত হইলে নাটক ভাল লাগিবে না, এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, কিন্তু অন্য প্রকারে যদি অভ্যস্ত হই তাহাই মিষ্ট লাগিবে। রসভাবাদির মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যাদি না থাকিলে নাটক কখন উৎকৃষ্ট হয় না, কিন্তু নাটক যদি সামান্য ভাষায় রচিত হয়, রসভাবাদির মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যাদির কি সম্ভাবনা থাকে? আমাদিগের এইরূপ বোধ আছে, যাঁহারা সুলেখক তাঁহারা খাচ্চি দিচ্চি নিচ্চি গুলি পরিত্যাগ করিয়া উত্তম নাটক রচনা করিতে পারেন। স।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু বহড়ু,
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ ডিসেম্বর ১৪।
" " শশিভূষণ বসু লাহোর ৬৸
" " কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ভূকৈলাস
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১০
" " হরিকৃষ্ণ মল্লিক গোয়াড়ি
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ ৭
" " বামচাঁদ দত্ত মেদিনীপুর
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১৩
" " ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় তালুকবাহি
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ নবেম্বর ১৩।

—:o:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিটি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৫ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক. মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৩ রা পৌষ। ১৮৬৬। ১৭ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

সোমপ্রকাশ।

৩ রা পৌষ সোমবার।

দুর্ভিক্ষ কমিসন।

উৎকলের দুর্ভিক্ষে অসংখ্য অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেন্ট একটী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের প্রভুশক্তি যত বদ্ধমূল হউক, সাধারণ মতের বিরুদ্ধ কাজ করিলে দায়ী হইতে হয়। গত বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু যখন কাটিবার মুখে শস্য নষ্ট হইয়া যায়, তখন কৃষকগণ, এদেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ এবং সংবাদপত্র সমূহ একবাক্য হইয়া গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করেন। আবশ্যক

হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন বাণিজ্যে জলাঞ্জলি দিতে সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু এবার স্বাধীন বাণিজ্যরূপ হেতুবাদ (ছল) করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তার্পণ করিতে অসম্মত হন। বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নিজে উৎকলে গমন করেন। তত্রত্য লোকেরা স্পষ্টাভিধানে বলেন, তাঁহারা অন্নকষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু তিনি যে উত্তর দেন এবং তাঁহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া যেরূপে চলিয়া আইসেন, যে শাসনকর্ত্তা প্রজাবৎসল হন, তিনি কখন সেরূপ করিয়া আসিতে পারেন না। তিনি প্রার্থনাকারিদিগের বাক্যে ঔদাস্য না করিয়া যদি প্রতিবিধান চেষ্টা পাইতেন, এত কি অনর্থ হইত? ছয় লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! অদ্যাপিও গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে! ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়!

গবর্ণর জেনরলও ঔদাসীন্য দোষাপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। সর জন লরেন্সের হস্তে সমুদায় ভারতবর্ষের ভার আছে, যখন অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা স্বকর্ত্তব্য সাধনে পরাঙমুখ হইলেন, তখন প্রধানতর শাসনকর্ত্তার অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তিনি অগ্রসর হন নাই, এজন্য তাঁহাকে পরমেশ্বর ও মানবমণ্ডলীর নিকটে অপরাধী হইতে হইয়াছে। "এত যে হইবে তাহা জানিতাম না" এই বাক্য ভিন্ন সর সিসিল বীডন ও সর জন লরেন্সের অন্য সমর্থন নাই। অতএব দুর্ভিক্ষ কারণের অন্বেষণার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিয়োগ কালে সর জন লরেন্স যে ভঙ্গীক্রমে এই কথা বলিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

লার্ড ক্রাণবোরণের উত্তেজনায় কমিসন নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল স্বয়ং প্রথমাবধি কমিসন নিয়োগ বিষয়ে তাঁহার মত ছিল, কিন্তু অকালে ইহা করিলে কোন কাজ হইত না বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি চতুর্দ্দিক হইতে কোলাহল উত্থিত হইলে সাহায্যদানের অভিপ্রায়ে এক জন কমিসনর প্রেরণ করিলে কি "কাজ" হইত না? অনিষ্ট হইয়া গেলে তাহার কারণ অন্বেষণ করা এক কাজ আর ঘটনার সময়ে তদঘটিত ক্ষতি নিবারণের উপায় অবগত হইয়া অবিলম্বে তদবলম্বন করা আর এক কাজ। যখন লোকের জীবন লইয়া কথা, তখন "অকালে" লোক নিয়োগ কি অপরামর্শ? "অকাল" শব্দের অর্থ কি এই শীতকালে কলিকাতায় না আসিয়া কোন কাজ করা যায় না? ডাম্পিয়র সাহেবের নিয়োগ কার্য্যের সমর্থন করিয়া সর জন লরেন্স বলেন:—"এদেশ হইতে দুর্ভিক্ষের কষ্টের যে সকল বৃত্তান্ত ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে যে বহুসংখ্যক দয়ালু লোক ভারতবর্ষের মঙ্গলের বিষয়ে যত্নবান আছেন ও তাঁহাদিগের মনে শোক ও চিন্তা হইয়াছে, এটী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, স্বভাবতঃ ইহা হইতেও পারে। এই দুর্ঘটনায় কত অনিষ্ট করিয়াছে, তদ্বিষয়ে (ইংলণ্ডীয়) লোকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। এই অনিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি হইবার বিশেষ কারণ এই, এখানে প্রকাশ্যরূপে এবং মুক্তকণ্ঠে বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ কষ্টের প্রতি সময়োচিত মনোযোগ দেন নাই। এই কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সদ্বিচার ও সাধারণের সংশয় দূর করিবার জন্য যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে যে, যে সকল বৃত্তান্ত প্রেরণ করা হইয়াছে তাহা যত দূর সম্ভব সপ্রমাণ অথবা তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।"

গবর্ণর জেনরল প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ ও সংবাদপত্রের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। আমরা কি অকারণ ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের মন ভার করিয়াছি? যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে? এ বিষয়ের কমিসন শীঘ্র মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা বলিয়াছি ও এক্ষণেও বলিতেছি, সর্ব্বসাধারণের ভ্রম হয় নাই,—গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবধি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এস্থলে আর একটী অভিযোগ আছে, গবর্ণর জেনরল এখানকার সর্ব্বসাধারণের কথা এক প্রকার অগ্রাহ্য বলিয়াছেন। ইংলণ্ডে গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া কমিসন নিযুক্ত করা হইতেছে! ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোক সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর জন লরেন্সের নিকটে কিছুই নহেন, অথচ এই সর্ব্বসাধারণ এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিচারপতি হইয়াছেন এবং গবর্ণর জেনরল দেখিবেন তিনি সাধারণের ক্ষমতা অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু দণ্ড অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ডাম্পিয়র সাহেবকে যে উপদেশ দেন, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি গবর্ণর জেনরল কমিসনকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন:—

"১ ম। দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

২ য়। অনিষ্ট নিবারণার্থ যথাসময়ে যথোচিত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল কি না, যদি না হইয়া থাকে, কেন হয় নাই তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে কি না?

গবর্ণর জেনরল যেমন উপদেশ দিলেন, কমিসনের নিকটে আমাদিগেরও তেমনি কিছু বক্তব্য আছে, বণিকগণ ও এতদ্দেশীয় সমাজ যখন চাঁদা করিতে চাহেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা করিতে দেন নাই। কমিসনর এ বিষয়টী উত্তমরূপে বিবে

চনা করিয়েন। খাল খনন আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬৯ অব্দে কটকের কমিসনর কোবর্ণ সাহেব ইহার পরামর্শ দেন। হয় অনাবৃষ্টি নচেৎ জলপ্লাবন উৎকলের দুরবস্থার কারণ, খাল থাকিলে তত্রত্য নদীর জল যথার্থ উপকারী হয়। কমিসনের এ বিষয়ে ও রাস্তার বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। চাউল যাইয়াও জাহাজ হইতে নামিতে পারে নাই। উৎকলের বন্দর সকলের উন্নতির উপায় আছে কি না? তথায় লঘু রেলওয়ে হওয়া সম্ভব কি না? এগুলির বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক।

——•••——

মারীভয়।

এত দিন দুর্ভিক্ষের গেল, এখন মারীভয়ের অধিকার হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি ও দেখিতেছি, যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইয়াছিল, তত্তৎস্থানে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদিগের এখানকার এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া জল বায়ু পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত পাটনায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তথায় জ্বর বিকার ও ওলাউঠার আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই হেতু তথায় অধিক দিন অবস্থিতি করিতে সাহসী হইলেন না, সত্বর ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগের বাস গ্রামের সন্নিহিত স্থান সকলেও বিলক্ষণ মারীভয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামের একস্থানে এককালে ৪।৫ টি চিতা সারি সারি জ্বলিতেছে দেখিলে কাহার হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় না হয়? মধ্যে মধ্যে এ ঘটনাও হইতেছে।

মারীভয়ের অধিকতর বৃদ্ধি হইবার বিশেষ কারণ এই, এত দিন অনাহার বা অল্পাহারে যাহাদিগের অগ্নি মন্দ হইয়া গিয়াছিল, ধান্যাদি নানাবিধ নূতন দ্রব্য হওয়াতে এখন তাহাদিগের পর্য্যাপ্ত ভোজন হইতেছে, কোন্ দ্রব্য পীড়াকর ও কোন্ দ্রব্য পীড়াকর নয়, তাহারা এ বিবেচনা করিতেছে না, সুতরাং নানাপ্রকার পীড়া জন্মিতেছে। ইতর লোকেরাই দুর্ভিক্ষকালে অধিক কষ্ট পাইয়াছিল, ভদ্রলোক অপেক্ষা তাহারাই অধিক মরিতেছে। তাহাদিগের চিকিৎসাও হইতেছে না। যাহারা কিছু জানে, এরূপ লোক লইয়া যে তাহারা চিকিৎসা করায়, তাহাদিগের এরূপ সমাবেশ নাই। তবে যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে মৃত্যুরই আনুকূল্য হইয়া থাকে।

ঐ সকল লোক ঐ রূপেই কি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে? প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? যদি কেহ এস্থলে এরূপ প্রশ্ন করেন, তাহার সদুত্তর লাভের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিমান, তাঁহারা চাঁদা দ্বারা উত্তম চিকিৎসক ও উত্তম ঔষধ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিবেন, সে আশা নাই। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে এরূপ সঙ্গতিমান লোক বিরল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা এরূপ কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন। যদি কাহার সুমতি হয়, অপর ব্যক্তি অমত করিবেন, সুতরাং উদ্যোগকারির চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। তবে বলিবে, আমরা গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজনা করি না কেন? তাহাতেও অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ করিতে করিতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। বারাসত প্রভৃতির মারীভয় ও দুর্ভিক্ষে ইহার বিলক্ষণ পরীক্ষা হইয়াছে।

—:•:—

✓ স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়।

মিস কার্পেণ্টরের কৃত স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব লইয়া কৃতবিদ্য দলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কহিতেছেন, আজিও এদেশে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। কেহ কহিতেছেন, শিক্ষয়িত্রী হইবার উদ্দেশে তথায় ভদ্র লোকের স্ত্রীকন্যাদি অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। কেহ কহিতেছেন, এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী অথবা অন্যজাতীয় স্ত্রী নর্ম্মালবিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইলে এদেশের ভদ্রলোকেরা তাঁহাদিগের নিকটে বালিকাদিগকে শিক্ষার্থ পাঠাইয়া দিবেন না। আমরা এতৎসংক্রান্ত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। পত্রপ্রেরক বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভদ্র কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। সময় হয় নাই, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কোন বিষয়ের নূতন অনুষ্ঠান হইলে সচরাচর এই প্রকার আপত্তি হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন রেলওয়ের প্রথম সৃষ্টি হয়, তৎকালে পার্লিয়মেণ্টে এই বিষয় লইয়া তুমুল বাদ বিতণ্ডা হইয়াছিল। অনেকে এটি অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধ্য বিবেচনা করেন, তাঁহারাও নানাপ্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। শেষে সেই রেলওয়ে হইল, ক্রমে ক্রমে উহা সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া উঠিল, এখন কে না উহার উপকারভোগী হইয়াছেন? অগ্রে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, সময় হইয়াছে কি না, তাহার পর বুঝা যাইবে। আমরা যখন দেখিতেছি, ভদ্রকুলাঙ্গনারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত একত্র পানভোজনাদি করিতেছেন, তখন যে তাঁহারা স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না, কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়? ইংরা

পীরদিগের সহিত পান ভোজনাদির ন্যায় কি ইহা হিন্দু শাস্ত্রের নিষিদ্ধ ? বিধবাবিবাহের ন্যায় এটী কি দুষ্কর কার্য্য ? আমাদিগের যেরূপ অন্তঃপুরপ্রণালী আছে, সেই প্রকার কিঞ্চিৎ উদ্ভূত করিয়া স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

যত দিন স্ত্রীশিক্ষকের নিকটে স্ত্রীলোকের শিক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ফলোপধায়িনী হইবে না। এখনকার বালিকা বিদ্যালয়গুলি কি ছেলে খেলা নয় ? তথায় কি ভালরূপে লেখাপড়া হইতেছে ? ভাল লেখা পড়া হইবার সম্ভাবনাই বা কি ? বালিকাদিগের ৯ . ১০ বৎসরে বিবাহ হয়, বিবাহের পর প্রায় কেহ বিদ্যালয়ে যায় না। এই সময়ের মধ্যে কত শিক্ষা হইতে পারে ? কিন্তু স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়া যদি স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া যায়, বালিকারা বিবাহের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে, তাহাতে আপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এদেশের ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্মিকা অথবা এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনীদিগের নিকটে কন্যাগণকে শিক্ষার্থ পাঠাইবেন না, এ আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শিক্ষক যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, তাহাতে ক্ষতি কি ? শিক্ষক অধ্যাপনাকালে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন না, এই মাত্র নিষেধ থাকিলেই হইল। একণে কি ইউরোপীয় রমণীরা ভদ্রলোকদিগের অন্তঃপুরে গিয়া শিক্ষাদান করিতেছেন না ? যে বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় শিক্ষক থাকেন, এদেশীয়েরা কি সেই স্থানেই অধ্যয়নার্থ ব্যগ্র হন না ? বালিকারা স্ত্রীশিক্ষককে ভয় ও ভক্তি করে না বলিয়া পত্রপ্রেরক যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহাও আমরা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিতেছি না। এখন ভাল স্ত্রীশিক্ষক নাই, শিক্ষাদানপ্রণালীও ভাল নয়, তাহাতেই পত্রপ্রেরক স্ত্রীশিক্ষকের প্রতি বালিকাদিগের ভয় ও ভক্তি দেখিতে পান না, কিন্তু যখন ভাল স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষাদান প্রণালীর দোষ সংশোধন হইবে, তখন পত্রপ্রেরক দেখিতে পাইবেন যে বালিকারা স্ত্রীশিক্ষককে ভয় ও ভক্তি করিতেছে।

—:•:—

মেইন সাহেবের কন্ট্রাক্ট আইন।

কোন কার্য্য করিবার জন্য চুক্তি করিয়া যদি কেহ সেই চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সেই কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি রোগ হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি বীডন সাহেবের কন্ট্রাক্ট বিল রিচি সাহেবের কন্ট্রাক্ট বিল পর পর অগ্রাহ্য করেন, এবং ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্যগণ, ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণ ও মহাসভা এক বাক্যে কন্ট্রাক্ট আইনের প্রতিবাদ করেন তথাপি এখানকার গবর্ণমেণ্ট তাহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না, যত নিবারিত হইতেছেন, ততই তাহার লাভার্থ তাঁহাদিগের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। সৎকার্য্য বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষের এপ্রকার অধ্যবসায় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন দেশের লোকে একবাক্যে প্রস্তাবিত আইনটীকে ঘৃণাকর, অত্যাচারের মূল ও রূপান্তর ক্রীতদাসত্ব স্থাপন বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন দেশাধিকারী হইয়া বারবার প্রজার স্বাধীনতা হরণার্থ স্বয়ং শৃঙ্খল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা কি লজ্জা ও অগৌরবের বিষয় নয় ? ভারতবর্ষীয়েরা যেন "অসভ্যতা নিবন্ধন" গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা (!) বুঝিতে না পারেন, লার্ড হালিফাক্স ত অসভ্য নহেন, ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলেও বাক্তি সভ্য নাই, ইংলণ্ডীয় মহাসভা ও সর্ব্বসাধারণও অজ্ঞ নহেন, তবে তাঁহারা ইহার প্রতিবাদী কেন ? যে সকল কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, কন্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে প্রধান। কাহার জন্য এই আইন আবশ্যক ? ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোকের মধ্যে এক জনও ইহার পোষকতা করেন না। কাফিকরেরা ইহা চাহেন না, চা-করেরা যে বিশেষ আইন পাইয়াছিলেন, তাহা রহিত করিবার চেষ্টায় আছেন। ইউরোপীয় বণিকগণকে এপর্য্যন্ত ইহার আবশ্যকতা বোধ করিতে হয় নাই। তবে যাঁহারা বলেন "ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণে একবাক্যে কন্ট্রাক্ট আইন চাহিতেছেন" তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। সে সর্ব্বসাধারণ কে ? "ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ" ইহার অর্থ কি ? নীলকরেরাই কি কেবল ইহার প্রতিপাদ্য ? তাঁহারা ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ শব্দের প্রতিপাদ্য আর নাই ? আমরা ত দেখিতেছি, নিম্ন বঙ্গের নীলকরেরা কেবল এই আইন চাহিতেছেন !!

সর হেনরি হারিংটন এদেশের এক জন পরম বন্ধু। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দ্বারা নূতন দেওয়ানী আইন সংশোধন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য মধ্যে কয়েকটী কন্ট্রাক্ট ধারা বসাইয়া লন। কিন্তু বস্তুতঃ মেইন সাহেবই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্য বটে মেইন সাহেব প্রথম এদেশে আসিয়া কন্ট্রাক্ট আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারাজীবগণ বিষয় বিশেষে অথবা বিশেষ কার্য্যপ্রণালীতে লিপ্ত ও বদ্ধ থাকিতে পারেন না। মেইন সাহেবের বিদ্যা, ও বক্তৃতাশক্তির প্রশংসা সকলেরই করিতে হইবে, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ রাজনীতিজ্ঞ নহেন। শ্রেণী বিশেষের প্রতিপোষকতা করা তাঁহার একটী প্রধান দোষ। এই কারণে

এদেশের সর্ব্বসাধারণে তাঁহার বিশস্ততার উপরে নির্ভর করেন না। ইংলণ্ডে যে সকল ব্যক্তি কণ্ট্রাক্ট আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করেন, সর জন লরেন্স তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সীমার বাহিরে আসিলে ইংরাজদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। অতএব ভারতবর্ষে আসিয়া যে তাঁহার মতের বিপ্লব ঘটিবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইংলণ্ডের চিন্তাশীল বিবেচক লোকেরা ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আইনকমিসন অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের মন্দ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কণ্ট্রাক্ট সংক্রান্ত ধারাগুলি পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "এই ধারাগুলির প্রয়োজন নাই, ইহার দ্বারা কাহারও উপকার দর্শিবে না, প্রত্যুত বিধিবদ্ধ হইলে কেবল অত্যাচার হইবে।" কমিসন বঙ্গদেশের নীলকরদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাভিধানে বলিতে পারেন নাই বটে যে নীলকরদিগের নিমিত্তই এই ধারাগুলি দেওয়ানী আইন মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। অতএব এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণে নিশ্চয় জানিবেন ইংলণ্ডে ঐ ধারাগুলি পরিত্যক্ত হইবে। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, ইহার পরও কি মেইন সাহেব বিল অর্পণ করিবার সময়ে ঐ ধারাগুলি রাখিবেন? উহা কি বিধিবদ্ধ হইবে? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি শেষে সম্মতি প্রদান করিয়া উহা প্রচলিত করিবেন? যদি এ দুশ্চেষ্টা হয়, আমরা এতদ্দেশীয় ব্যবস্থাপকদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন স্পষ্টাভিধানে কণ্ট্রাক্ট ধারাগুলির প্রতিবাদ করেন।

সর উইলিয়ম মানস ফিল্ড ও কাপ্তেন জর্বিস।

আমরা কয়েকবার কাপ্তেন জর্ব্বিস ও সর উইলিয়ম মানস ফিলডের বিবাদ উপলক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম এক্ষণেও বলিতেছি প্রধান সেনাপতি এডিকঙদিগের উপরে নিজের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। সামরিক বিচারালয় কাপ্তেনকে দোষী বলিয়া তৎপরে তাঁহাকে ক্ষমা করিবার যে অনুরোধ করেন, প্রধান সেনাপতি যদি তাহা রক্ষা করিতেন, তাঁহার সমধিক ঔদার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ কার্য্যটী ন্যায়পরতার অনুমোদিত কি না বিবেচনা করা আবশ্যক। তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা যদি সেনাদলে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাঁহার ক্ষমা প্রদর্শন কোনক্রমে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করা আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজী সংবাদপত্র ও ইহাঁদিগের দ্বারা মোহিত ইংলণ্ডের লোকেরা প্রধান সেনাপতিকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা যে প্রকার কোলাহল আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি সর উইলিয়ম মানসফিলডকে পদচ্যুত করেন, এইটিই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। এক জন যথার্থ উপযুক্ত ও ভদ্রলোককে অকারণ নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে, অতএব ইহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সন্দেহ নাই।

কাপ্তেন জর্ব্বিস বোম্বাই অবধি সর উইলিয়ম মানসফিলডের সাংসারিক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সর উইলিয়ম মানসফিলড ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইলে জর্ব্বিস তাঁহার এডিকঙ হন, এবং এই কাজ করেন। প্রধান

জানাইল কাপ্তেন প্রধান সেনাপতির খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া স্বয়ং উপযোগ ও উপভোগ করিয়াছেন। ইহার অনুসন্ধানার্থ এক সভা হয়, এবং তথায় কাপ্তেন জর্ব্বিসকে খাতাপত্র লইয়া আসিতে বলা হইয়াছিল। তিনি এই আজ্ঞা অগ্রাহ্য এবং প্রধান সেনাপতি তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছেন এই ভাব প্রকাশ করেন। জর্ব্বিস অসৎ অথবা দোষী প্রধান সেনাপতি প্রথমে এরূপ কোন কথা বলেন নাই, সন্দেহ প্রযুক্ত তিনি হিসাব পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দোষী করিবেন? যাঁহার হস্তে অর্থ ব্যয়ের ভার থাকে, তাঁহার হিসাব দর্শন করা আর তাঁহাকে অসৎ বলা কি সমান? যদি এডিকঙ সহজে হিসাব দিতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। এ বিষয়ে এত গোলযোগ না হইয়া অমনি অমনি তাঁহার দোষ ক্ষালন হইত। কিন্তু তিনি কি ব্যবহার করিলেন? তিনি কয়েক সহস্র টাকার দাবি দিয়া প্রধান সেনাপতির নিকটে পাওনা বলিয়া নালীশ করিলেন।। দ্বিতীয়, প্রানিব নালীশ হইল। একে অবাধ্যতা, তাহার উপর আবার নালীশের উপর নালীশ হইল। প্রধান সেনাপতি সামরিক আইন অনুসারে জর্ব্বিসের নিকট হইতে তলবার চাহিয়া তাঁহাকে রহিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। এরূপ অবস্থায় এ আজ্ঞা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কাপ্তেন জর্ব্বিস এ আজ্ঞা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি হিসাবের বহি দেখাইতে অসম্মত হইলেন। এরূপ অবস্থায় প্রধান সেনাপতি কি করিতে পারেন? তাঁহাকে অগত্যা কাপ্তেনের নামে খাদ্যদ্রব্যাদি তছরূপ করার ও অবাধ্যতার অপরাধ দিয়া সামরিক বিচ

বিচারালয় যেরূপ স্বাধীনতা ও অপক্ষপাতিতা সহকারে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রশংসা করিতে হয় সন্দেহ নাই। তাঁহারা কাপ্তেনকে তহরূপের অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অপরাধে—অবাধ্যতার অপরাধে—তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার আজ্ঞা দেন। সামরিক বিচারালয় ক্ষমার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জুরি ও সামরিক বিচারালয় ক্ষমার অনুরোধের সময়ে যে প্রকার কারণ প্রদর্শন করেন, এস্থলে কি সেরূপ কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছিল? আর, কাপ্তেন জর্ব্বিসও কি সেই ক্ষমার পাত্র হইবার যোগ্য কাজ করিয়াছেন? প্রধানের প্রতি বাধ্যতা সৈনিক সংক্রান্ত সুশৃঙ্খলতার প্রধান কারণ, কিন্তু কাপ্তেন জর্ব্বিস বারম্বার ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। এক জন সামান্য সৈনিক এরূপ করিলে কেবল তাঁহার পদচ্যুতি নয়, তাঁহার মিয়াদও হইত। সর উইলিয়ম মানসফিলড যথার্থই বলিয়াছেন "যদি এই অনুরোধ রক্ষা করা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি বারিকে সৈনিকগণ বলাবলি করিবে সৈনিকদিগের পক্ষে একরূপ ও আফিসরদিগের পক্ষে অন্যরূপ আইন।" এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, প্রধান সেনাপতির ন্যায়পরতা প্রবল। যদি তাঁহার ঔদার্য্য অপেক্ষা ন্যায়পরতা প্রবল হয়, তাহাতে কি তিনি পদচ্যুত হইবার যোগ্য হইবেন? আইন, ধর্ম্মনীতি ও যুক্তি সর উইলিয়ম মানসফিলডের সপক্ষতা করিতেছে। তথাপি তাঁহাকে গালি দেওয়া হইতেছে কেন? ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা প্রায় দলাদলি প্রিয়। কাপ্তেন হার ওয়ার্ড আইনের তর্কে রক্ষা পান, কিন্তু লোকের এই প্রকার সংস্কার, আগরার অস্ত্রাগার হইতে বন্দুক সকল তাঁহার অজ্ঞাতসারে বাহির হইবার অসম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি যে অনবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মচারির হস্ত হইতে সেলাখানার ভার লইয়া অন্য হস্তে দিয়া কি অন্যায় করিয়াছেন? তথাপি এতদ্দেশীয় ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা কাপ্তেন হার ওয়ার্ডকে "গবর্ণমেণ্টের বৈরনির্য্যাতনের পাত্র" বলিয়া দুর্নাম করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সত্য কথা এই—এখানে ইউরোপীয়দিগের দণ্ড হয়, এখানকার ইউরোপীয় সমাজের সেটী অভিপ্রেত নহে। ইহাঁরা সহস্র দোষ করুন, তথাপি পাছে ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ মনে করেন যে পাপকর্ম্ম করিলে ইউরোপীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের উচ্চ নীচতা থাকে না, এই ভয়ে তাঁহারা সকল দোষ গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান। কাপ্তেন জর্ব্বিসের সপক্ষতার গোপনীয় কারণই এই, আমাদিগের এইরূপ অনুমান হয়।

উপসংহারকালে আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, এক ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশীভূত হইয়া সর উইলিয়ম মানসফিলডকে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই চীৎকার শ্রবণ করেন, অতিশয় অবিবেচনার কাজ হইবে।

—:০:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। ফ্রাঁসিস বর্ণিয়রের মোগল রাজ্যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। দুই খণ্ড। আর্ব্বিঙ্গ ব্রোক ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, আর সি লিপেজ কোম্পানি ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এগ্রন্থ দ্বারা হিন্দুস্থানের বহুবিষয়ের বিশেষতঃ মোগল রাজ্যের অনেক প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। অরেঙ্গজেব প্রভৃতি চারি ভ্রাতায় যে গৃহবিবাদ হয়, তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিয়র ১২ বৎসরকাল হিন্দুস্থানে ছিলেন, ইহার মধ্যে ৮ বৎসর আরঙ্গজেবের ডাক্তারের কার্য্য করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব যখন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি সেই সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্ত যে সমধিক প্রামাণিক একথা বলা বাহুল্য। গ্রন্থখানি উত্তম অক্ষর ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে, বাঁধাইও উত্তম হইয়াছে।

২। তত্ত্ববিদ্যা। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় আছে। প্রথম, উপক্রমণিকা; দ্বিতীয়, মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণের প্রণালী; তৃতীয়, ইন্দ্রিয় বোধ, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা; চতুর্থ, ইন্দ্রিয়ঘটিত মূল তত্ত্ব, পঞ্চম, বুদ্ধিঘটিত মূলতত্ত্ব, ষষ্ঠ প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্ব; সপ্তম, উপসংহার; অষ্টম, পরিশিষ্ট। উপরিলিখিত বিষয়গুলির সুন্দররূপ আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থে যে যে বিষয়ের আন্দোলন করা হয়, তাহার সহিত এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের যে যে অংশে ঐক্য আছে পরিশিষ্টে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। তাঁহারা যদি এই গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, স্বাধীনভাবে ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন।

তখন তোমার বিশ্বাস অপরিবর্ত্তনীয় ও বিশ্বাস্যার সহিত সম্বন্ধসভূত হইবে।

জ্ঞান যে কি পদার্থ তাহা প্রকাশ করা কঠিন যে হেতু উহা কেবল ঐ জ্ঞান দ্বারাই বোধগম্য হয়, তাহাতে বুদ্ধি কোন কার্য্যে আইসে না। ফলতঃ জ্ঞান সহজ জ্ঞান, ও নির্ম্মল-যুক্তি, এই কয়টী শব্দের একই অর্থ, উহারা এক অধিপতির ভিন্ন ভিন্ন উপাধি মাত্র। জ্ঞান মনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে হেতু উহা ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সন্নিহিত হয়। উহা মনুষ্যের একমাত্র যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা। উহা দ্বারা মনুষ্য পশুভাব, অসভ্যতা ও স্বার্থপরতা হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করে।

পিথাগোরস সক্রেটিস প্লেটো, ঈশু প্রভৃতি প্রাচীনকালীন মহাত্মারা উক্ত সহজ জ্ঞান হইতে যে সকল বাক্য কহিয়া গিয়াছেন তাহা জীবন্ত সত্য ও চিরকাল মানবজাতির আদরণীয় ও বিশ্বাস যোগ্য থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধি বিভাগ হইতে ইতিহাস প্রভৃতি ব্যবহার শাস্ত্র ঘটিত যে সকল বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম থাকায় এক্ষণকার সুশিক্ষিত লোক দ্বারা তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির এই একটী মহৎ গুণ আছে যে তাহারা বিদ্যুতের ন্যায় ঝটিতি বিষয়ের সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতে পারে অর্থাৎ কোন বিষয় দৃষ্টিমাত্র তাহার যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থা হয়। উহা সহজ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ যুক্তির কার্য্য। কোন স্ত্রীকে ঐরূপ সিদ্ধান্তের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা কদাচ বলিতে পারেন না। ইহাতে আত্মার দুর্ব্বলতা বুঝায় না, ফলতঃ বুদ্ধির অল্পতা মাত্র প্রকাশ পায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎপণ্ডিত বুদ্ধি সহকারে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পদনিক্ষেপ পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁহার অগ্রে এককালে সেই সোপানের মস্তকে উপনীত হন। ইহার হেতু এই যে স্ত্রীলোকে স্বীয় সহজ জ্ঞান ও প্রাথমিক সংস্কারকে বিশ্বাস করেন তাহাতে তিনি প্রায় ভ্রমে পতিত হন না। কিন্তু যদি কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করেন তাহা হইলে পুরুষের ন্যায় তাঁহারও ভ্রম জন্মিতে পারে। তর্ক বা বিচারের বর্ত্ম অতি প্রশস্ত, সুতরাং তাহাতে গমন করিলে বিশুদ্ধ যুক্তিকে এক পার্শ্বে ফেলিয়া যাইবারও সম্ভব, সুতরাং যথার্থ জ্ঞানরাজ্যে উপস্থিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন "আমরা যে গত সপ্তাহে অত্রত্য জেলখানার ২ জন দৌরাত্ম্যকারির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম সুশ্রদর্শী মা জষ্টেট যেজেরিজ সাহেবের সুবিচারে এক অভিযোগে ঐ দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের কায়িক পরিশ্রমসহ ৭ মাস করিয়া ও দ্বিতীয় অভিযোগে ১০ টাকা জরিমানা, না দিলে একমাস কারাবাসের অনুমতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও 'লেজকাটীয়া সাপ বাধার ন্যায় বোধ হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় কারাস্থ কর্ম্মচারিদিগের জল বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ছোট আদালতের যে সকল মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও ডিক্রীজারি হইয়াছে অথবা শেষ ডিক্রী জারি অবধি তিন বৎসর গত হইয়াছে, সেই সেই সকলের নথি প্রতি বৎসর দগ্ধ করা হইবে। আদালতের সমনের পুস্তক ও রেজিষ্টর থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

প্রধানতম বিচারালয়ের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট মুন্সেফদিগকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের ন্যায় এক এক জন পাখাটানা দিয়াছেন। কপাল জোর।

বালেশ্বরের কালেক্টর টেলিগ্রাম করিয়াছেন নূতন চাউল টাকায় ৮০ সের, পুরাতন ॥৯ সের। বালেশ্বরে কিঞ্চিৎ সস্তা, ব্যাসদেবপুরে কিঞ্চিৎ দুর্ম্মূল্য। কৃষকেরা ধান কাটিয়া গাদা দিয়া রাখিয়াছে, ধান ঝাড়িতেছে না, সুতরাং বাজারে বিক্রয়ার্থ অল্পই চাউল আসিতেছে।

১৭ ই নবেম্বরে যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে বালেশ্বরে কর্ম্মক্ষম ৩১,৪৬১ জন ও অক্ষম ১,১৮,৪৭৫ জনকে সাহায্য করিবার জন্য ১৬৬৭ মণ চাউল ও নগদ ২৭০০ টাকা বিতরিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে অনাহার নিবন্ধন ১৫৪ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১৪০ জন কম দেখা যাইতেছে।

শনিবার বৈকালে গবর্ণর জেনরল নিজ সহচরগণ ও কয়েক জন ইউরোপীয় ভদ্র ও স্ত্রীলোকের সহিত আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ সেনাণ্ডোয়া দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। সর জন লরেন্স যথোচিত সম্মান সহকারে গৃহীত হন, এবং জাহাজের গঠন, নাবিকদিগের শিক্ষা, কামান, প্রভৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সর জন লরেন্স শীঘ্র আফিসরদিগকে বারাকপুরে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবেন।

এক্ষণে যেখানে যেখানে আসেসর দ্বারা বিচার হয় গবর্ণমেণ্ট সেই সেই স্থানে জুরি দ্বারা বিচার করিবার আজ্ঞা দিবার মানস করিয়াছেন। জুরি প্রথা ক্রমশঃ ফলবতী ও বলবতী হইতেছে। প্রথাটী উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল সময়ে উপযুক্ত লোক মনোনীত করা হয় না বলিয়া ক্ষোভের হয়।

আলেকজণ্ডার ওয়াডেন নামে এক জন ইউরোপীয় "চিকিৎসক" চিৎপুরের এক জন অশ্ব বিক্রেতার নিকটে ২০০ টাকা মূল্যে এক অশ্ব লইয়া টাকা লইবার জন্য এক জন লোক তাহার সঙ্গে দিতে বলে। লালবাজারে আসিয়া সে ২৫ টাকা মূল্যে জিন লয়। এখান হইতেও এক জন লোক সঙ্গে লইল। লোকেরা গাড়ীতে যাইতে লাগিল, ওয়াডেন অশ্বারোহণ করিল। কিন্তু সে গাড়োয়ানের ভাড়া এবং অশ্ব ও জিনের মূল্য না দিয়া পলায়ন করে। পশ্চাৎ খিদিরপুরে ধৃত হয়। সেসিয়নে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। এটী ডাক্তারের উপরি লাভ হইল।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি অযোধ্যার অন্তর্গত গণ্ডা জেলার পতিত ভূমির প্রতি একার গড়ে ১০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। এদেশীয় ক্রেতাই অধিক। যখন নীলামে ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তখন ইউরোপীয় মূল ধনের অধিকারিদিগকে দেখা যায় না কেন?

কানপুরের কণ্ট্রাক্টর পামার কোম্পানি দেউলিয়া হইয়াছেন। ইহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে এত গোলযোগ হইয়াছিল।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন গত বৎসর যে সকল আফিসর ও অন্য অন্য কর্ম্মচারী কপূর্থলার রাজার বাটীতে অতিথি হইয়া সমাদরে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ রাজাকে এক রৌপ্যপাত্র উপঢৌকন দিয়াছেন। এদেশীয় রাজাদিগের প্রতি ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের এইরূপ ভাব হয়, এটী বিশেষ সুখের বিষয়।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, খুও ও জর্ম্মতের যে সকল সর্দ্দার সিয়ার আলী খাঁর সহায়তা করাতে আজিম খাঁ পেসোয়ারে পলায়ন করিতে বাধিত হন, সেই ছয় জন সর্দ্দারকে ধৃত করিয়া আজিম খাঁ তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়াছেন। বিখ্যাত আকবর খাঁর পুত্র জেলালুদ্দিন খাঁ আফজুল ও আজিম খাঁর নিষ্ঠুরতায় বিরক্ত হইয়া আপনার জায়গীরে গমন করিয়াছেন। তাহার প্রতি সন্দিহান হইয়া আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আজিম খাঁ শীঘ্র কান্দাহারে গমন করিবেন। আজিম খাঁর লক্ষণ ভাল নয়

স্নাণ বিভাগ, দ্বিতীয় বুদ্ধি বিভাগ তৃতীয় জ্ঞান বিভাগ।

জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়ই প্রীতি বিভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রীতিই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক সমুদায় প্রকৃতির মূল স্বরূপ।

মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে প্রীতিবৃত্তিই অত্যন্ত বলবতী। উহা মনের উত্তেজনা, হৃদয়ের স্পন্দন, ও জীবন সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়ার বল উৎপাদন করে। হস্ত পদাদির গোলত্ব, বক্ষঃস্থলের বিশালতা, দন্ত পংক্তির সৌন্দর্য্য, বদনের শোভনতা, ও মস্তিষ্কের সুমিল ও উৎকৃষ্টতা ইত্যাদি সমুদায় শারীরিক সৌষ্ঠব প্রীতিবৃত্তির কার্য্য।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রীতিবিভাগের মধ্যে বুভুক্ষা অর্জ্জনস্পৃহা, জিঘাংসা প্রতিবিধিৎসা জুগোপিষা, বিবৎসা আসঙ্গলিপ্সা, অপত্যস্নেহ ও কাম প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও অর্জ্জনস্পৃহা, প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি প্রীতিবিভাগের অন্তর্গত থাকা অযুক্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু ডেভিস এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে উক্ত তিন বৃত্তি আত্মরক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহের স্বাভাবিক উপায়। ইহার প্রমাণ এই, যে বিড়াল আপনার ও স্বীয় শাবকের প্রতি অনুরাগ বশতঃ প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি অনুসারে ভক্ষ্যজীবের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া জিঘাংসা ও অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তির উত্তেজনা ক্রমে আহার সংগ্রহ করে, তাহা না করিলে উহার আপনার ও শাবকের প্রতি প্রীতি প্রকাশ না হইয়া বরং নির্দ্দয়তাচরণ করা অবশ্য জ্ঞান করিতে হইবে। এই বিভাগ সম্বন্ধে মনুষ্যের সহিত ইতর জন্তুর কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু যখন জীবনের সার ও বীজস্বরূপ উক্ত প্রীতিবৃত্তি মনোরূপ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বুদ্ধি ও জ্ঞান বিভাগকে প্রস্ফুটিত করে তখনই মনুষ্য প্রকৃতির মহত্ত্ব, গৌরব ও দেবত্ব প্রকাশ পায়।

প্রীতি বিভাগ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগকে অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু উহার সার অংশ মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে থাকে, এবং তথা হইতে উহার শক্তি স্নায়ু সহকারে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। যেখানে জীবন সেই খানেই প্রীতি বৃত্তি দেখা যায়। সমুদায় বিশ্বমধ্যে জীবনের একটী মাত্র মূলকারণ সেই পরমেশ্বর যাঁহা হইতে জীবন প্রবাহ অসংখ্য ধারে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রত্যেক শরীর আপন আপন প্রয়োজন অনুসারে তাহা পান করিতেছে।

বুদ্ধিবিভাগ মস্তিষ্কের সম্মুখে অর্থাৎ ললাট মধ্যে স্থিতি করে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উক্ত বিভাগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের আলয় নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত বৃত্তি নিচয় দ্বারা বস্তুর আকার, বর্ণ, গুরুত্ব, কাল, ঘটনা ও উপমা প্রভৃতির জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক চক্ষুর উপবিভাগে কর্ণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত তিনি বুদ্ধিমান হন, তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি শক্তি বিলক্ষণ থাকে কিন্তু তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা শক্তি তাদৃশ থাকে না। যদি এবম্প্রকার মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মনুষ্যের পশ্চাদ্ভাগ বৃহৎ ও নিম্নগামী হয়, তাহা হইলে সে বিবাদী, প্রতিরোধকারী, হন্তা, উদ্ধত ও গোপনশীল, অথচ মিত্রানুরাগী কামী, শিশুপ্রিয়, গৃহাসক্ত ও নির্ম্মাণানুরক্ত হয়। মানবজাতির আদিপুরুষেরা এই প্রকার মস্তিষ্ক ও চরিত্র বিশিষ্ট ছিলেন।

মস্তিষ্কের সমুদায় ঊর্দ্ধভাগ জ্ঞানের অধিকার।

মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রানুসারে এই বিভাগের মধ্যে উপচিকীর্ষা, আশ্চর্য্য, শোভানুভাবকতা, ভক্তি, আশা, ন্যায়পরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিহিত আছে। মস্তিষ্কের এই প্রদেশ যথার্থরূপে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগ হইতে দয়া বিশ্বাস, ভক্তি ও উপাসনা, অমরত্ব ও ন্যায় প্রভৃতির জ্ঞান, আধ্যাত্মিক বিষয়ানুসন্ধানের ইচ্ছা, মূল সত্য দর্শনের শক্তি ও আত্মবল ও সিদ্ধান্তের ক্ষমতা স্বভাবতঃ নিঃসৃত হয়। এই বিভাগ দ্বারা মনুষ্যকে পশু হইতে প্রভেদ করা যায়, যেহেতু কেবল মনুষ্যই উক্তরূপ উন্নত মস্তক দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন, অপর জীবের তাহা নাই। কিন্তু যে ব্যক্তির জ্ঞান বিভাগ অতিশয় উচ্চ হয়, এবং প্রীতি ও বুদ্ধি বিভাগের সীমার সহিত মিল না থাকে তাহার চরিত্র বিষম ও অব্যবস্থ হয়। তাহার অসাধারণ ক্ষমতা থাকে বটে কিন্তু বিবেচনা শক্তি থাকে না। এ প্রকার মস্তিষ্ক হইতে অনেক উৎকৃষ্ট বচন নির্গত হইতে পারে, ফলতঃ তাহার সহিত কাল্পনিক ও অনর্থের বিষয় মিশ্রিত থাকে।

এখন পর্য্যন্ত মানবগণ জ্ঞানের বিষয় অল্পই জানিয়াছেন। উহা বুদ্ধি হইতে অনেক ভিন্ন। জ্ঞান মূলসত্যের উৎস অর্থাৎ উহা হইতে মূল সত্য সকল মনে উদিত হয়, আর বুদ্ধি কার্য্যের ভাণ্ডার অর্থাৎ উহা দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় সকল মনোমধ্যে সঞ্চিত হয়। প্রীতি সংজ্ঞা ও প্রবৃত্তির মূল কারণ। বুদ্ধি নাস্তিক, জ্ঞান একেশ্বরবাদী, ও প্রীতি পৌত্তলিক। বুদ্ধি স্বভাবতঃ সংশয়াপন্ন, জ্ঞান বিশ্বাসযুক্ত, প্রীতি উপাসক। বুদ্ধি পুরুষবৎ বীর্য্যবন্ত এবং সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য সকলেতেই সন্দিহান হয়। উহা বিশ্বাসশূন্য হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করতঃ তাহার প্রমাণ সঞ্চয় করে। বুদ্ধির সহজ জ্ঞান নাই, ভবিষ্যদ্ জ্ঞান নাই, ও আত্মচিন্তাও নাই, এবং কার্য্যের কারণ ও ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করে, এবং প্রমাণ পাইলেও বিশ্বাস করে না, কেবল অবগত হয় এইমাত্র, ইহাতে সকল বিশ্বাস এককালে বিনষ্ট হয়।

ইলিজেবেথ্ রাজ্ঞীর অধিকারকালে ইংলণ্ড দেশে যে সমস্ত গ্রন্থকারের উদয় হয় তাঁহারা সকলেই প্রায় ললাট ভাগ হইতে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী নহেন। তাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। কেবল ভূয়োদর্শন ও প্রত্যক্ষের অনুগামী হইতেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক উৎকর্ষের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহাতে জ্ঞানের কার্য্য অতি বিরল। রালেঘ, ড্রেক, কোক, হুকর, শেক্সপিয়র, স্পেনসর, সিডনী, বেকন, প্রভৃতি এবিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। ফ্রান্স দেশীয় বলটেয়র ও তৎশ্রেণীভুক্ত। তিনি পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

উক্ত জ্ঞান বিশুদ্ধ যুক্তি স্বরূপ। বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিষয় লইয়া কার্য্য করে, উহাদের পরিচালনার নাম তর্ক, এবং সেই তর্কের ফলকে সিদ্ধান্ত বলা যায়। কিন্তু তর্ক অপেক্ষা যুক্তি যদ্রূপ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা জ্ঞানও সেইরূপ। প্রীতি চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু দর্শন শক্তি রহিত জ্ঞান সেই চৈতন্য পূর্ণতা এবং তাহা দর্শন শক্তি যুক্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি কার্য্য ও ভূয়োদর্শনের অপেক্ষা করেন না। জ্ঞানকে একেশ্বরবাদী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উহা দেবতা স্বরূপ মনুষ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করে। উহা বিশ্বাসকারী বৃত্তি কিন্তু সেই বিশ্বাস সহজ জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। কিন্তু জ্ঞান মূল সত্যের উপর নির্ভর করাতে নির্ম্মল বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় জন্মে। যদি তোমার বিশ্বাস প্রমাণ সাপেক্ষ হইল, তবে তুমি ত বিশ্বাস কর না, কেবল অবগত হও। আর যদি তুমি সহজ জ্ঞান দ্বারা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি অন্তঃকরণে জানিতে পারিবে যে এই সুকৌশল সম্পন্ন জগতের এক জন ঈশ্বর আছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য

৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত উপক্রমণিকার ইংরাজী অনুবাদ। প্রেসিডেন্সিকালেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে কোন২ নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ ও কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। এখানি বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৪। প্রকৃতিবাদ। এখানি বাঙ্গলা অভিধান। শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও লিঙ্গাদি নির্ণয় করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে। শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হইয়াছে। ফলতঃ এখানি একখানি সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট অভিধান হইয়াছে, একথা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার প্রামাণ্য বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, সংগ্রহকার উইলসন সাহেবের কৃত অভিধান রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম এবং রায়মুকুট ও ভরতমল্লিক প্রভৃতির কৃত অমরকোষের টীকা অবলম্বন করিয়া ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

৫। কাশীবিদ্যাসুধানিধি। এখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা। সংস্কৃতের অনুশীলনার্থই ইহার সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর কিছু দিন পরে ইহার প্রচার আরম্ভ করিলে ভাল হইত, এখন ইহার অধিক গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। এ অঞ্চলে ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যহ ৫। ৬ জন করিয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ও ২। ৩ টী করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কাউরিয়া, সালিহাটী, পাইকপাড়া ও খড়িয়া প্রভৃতি স্থানে উহার সমধিক প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

২। আমরা সোমপ্রকাশে বেরিণী কোম্পানি কৃত আরোকের বিষয় অবগত হইয়া ওলাউঠা রোগের প্রতীকারার্থ তাহা আনয়ন করিয়াছিলাম। অনেক লোক তদ্দ্বারা আরোগ্যলাভ করিতেছে।

৩। অদ্য ৪। ৫ দিন হইল, খড়িয়া গ্রামে কোন গৃহস্থের গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। নগদে ও জিনিষে প্রায় ১০০। ১২৫ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

৪। বিক্রমপুরে দুই দল দস্যু হইয়াছে। এক এক দলে এক এক ব্যক্তি প্রধান অর্থাৎ দলপতি আছে। ইহারা প্রায় সর্ব্বত্রই আপনাদিগের অবলম্বিত বৃত্তির বিস্তার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পদ্মার শাখানদী কীর্ত্তিনাশা ও মুন্সীগঞ্জের নিকটস্থ মেঘনানদীতে অনেক নৌকায় ডাকাইতী করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় ধরা পড়ে না, যদি পড়ে, দণ্ড প্রাপ্ত হয় না। তাহার কারণ এই ইহাদিগের নিজ গ্রামে যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক আছেন, তাঁহারা তাহাদিগের ভয়ে এমনি ভীত যে বিপক্ষ হইলে পাছে তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরিয়া লয় এই আশঙ্কায় তাহাদিগের সপক্ষ হইয়া মুক্তির উপায় করিয়া দেন। এই দস্যুদল দ্বয়ের অন্যতর সেদিন কীর্ত্তিনাশা নদীর মধ্যে কাপড়বোঝাই মহাজনের এক নৌকা লুঠ করিয়াছে। ইহাতে তিন জন মাঝা আহত হইয়াছে। এই ঘটনা রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় হয়। লুঠকারী দস্যুগুলির কেহই ধৃত হয় নাই। পুলিস মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতেছেন। উল্লিখিত দস্যুরা সময়ে সময়ে বরিশাল, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লাতে যাইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করে।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এবার মেদিনীপুরের শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর মেড্‌লিকট সাহেব যে, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহা মহাশয় অবগত আছেন। আবার প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল শ্রীযুক্ত কষ্টার সাহেব জ্বরবিকারে মুমূর্ষু হইয়া কলিকাতায় গমন করেন। সম্প্রতি শুনিলাম, তিনি না কি সেই অবস্থাতেই সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। জানি না যে, এত দিনে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, পূর্ব্ববাঙ্গলার ইন্‌স্পেক্টর মহাত্মা মার্টিন সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনস্পেক্টরদিগের ত এইরূপ। আবার ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু কালিদাস মৈত্র মহাশয়ও অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টর সাহেবের অবস্থায় শ্রীরামপুরে গমন করিয়াছেন। এখান হইতে গমনের পর আমরা তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। ইনস্পেক্টর আফিসের হেডক্লার্ক বাবু সর্ব্বসুখ চট্টোপাধ্যায় (।) তিন মাসের জন্য অফিসিএটিং ডেপুটি ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

২। অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রায় ৬। ৭ মাস হইল একপ্রকার মস্তক ঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইয়া কিয়ৎকাল বাটীতে ও কিয়ৎকাল এখানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে না পারাতে আবার ৩ মাসের অবসর লইয়া বাটী গমন করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যালয়টী আর পূর্ব্ববৎ চলিতেছে না। আমরা ঈশ্বরের নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, তিনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়া স্বপদে থাকিয়া মেদিনীপুরের বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি করিতে থাকুন।

৩। গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অত্রত্য জমীদারী ওখোয়াড় মুহুরি-গিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সম্প্রতি তহবিল ঘাটি করিয়া অপমানের ভয়ে আফিম খাইয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছেন। যাহা হউক, তহবিল ঘাটি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে দৃষ্ট হয়, এবং ইহা অবোধদিগের গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিবার একটী নূতন পথ বাহির হইতেছে দেখিতেছি।

৪। পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে, এক্ষণে এখানে ২৫। ২৬ সের চাউল টাকায় পাওয়া যাইতেছে, আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। জেলাস্থ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে আড়ডায় আড়ডায় বস্ত্র ও ৬। ৭ দিনের খাদ্যোপযুক্ত তণ্ডুল ও কিছু কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করা হইতেছে।

প্রেততত্ত্ব। ২৬ সংখ্যা।

(গত ৫ তারিখের পর)

মানসিক প্রকৃতির পর্য্যালোচনা।

মনুষ্যের মনকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে তিনটী পৃথক অংশ উপলব্ধি হয়। প্রথম জীবনের উৎস দ্বিতীয় প্রত্যক্ষমূলক বিষয়ের ভাণ্ডার। তৃতীয় মূলসত্ত্বের উৎস। প্রথমের নাম প্রীতি বা আ

এবার কলিকাতায় সেই আশুর স্মরণার্থ ভোজ হয় নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ে এই প্রথা পুনর্জীবিত হইয়াছে। কলিকাতায় স্কচদিগের "পীরের" প্রতি ভক্তির অল্পতা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, নদী পুলিসের দ্বারা লবণের রক্ষা কার্য, সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট পুলিসের প্রণালী ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার মানস করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন কপূর্থলার রাজার জাতৃগণ কেবল পৈতৃক সম্পত্তি নয়, রাজাকে বিদ্রোহের সময়ে অযোধ্যায় যে সকল জায়গীর দেওয় হয়, তাহারও অংশ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ইংলিসম্যানের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যাহাতে মীমাংসা হয় পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা পাওয়া উচিত।

কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট মধ্যভারতবর্ষে ... করিবার কার্য্য দর্শনার্থ পণ্ডিত মানফুলকে প্রেরণ করেন, জনরব উঠিয়াছিল পণ্ডিত হত হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

রুষিয়েরা মধ্য আসিয়ার মসিদ ও মন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে। এরূপ জনশ্রুতি তিব্বতের লামা রুষিয়ার বৃত্তিভোগী। ফলতঃ রুষিয়দিগের কার্য্যে সকল লোকেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রভুশক্তি বদ্ধমূল করিবার এই এক উত্তম উপায়। সেদিবস আমরা এক জন আফগানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "রুষিয়েরা কাবুল লইলে তোমরা কি করিবে?" সে তৎক্ষণাৎ চক্ষু আরক্ত করিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিল "গাজি হইয়া তলবার হস্তে প্রাণত্যাগ করিব।" এই বেলা কাবুলের সহিত বন্ধুত্ব করা অতি কর্ত্তব্য।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্প্রতি যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবের আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের কয়েকটি ভয়ানক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

সম্প্রতি কানাডার রাজধানী কুইবেক নগরে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩০০০ গৃহ দগ্ধ হইয়াছে। কুইবেকের অধিকাংশ বাটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া এত অনিষ্ট হয়। প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি গিয়াছে। গৃহ হীন লোকদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা হইতেছে, তত্রত্য গবর্ণর জেনরল ২০,০০০ তাঁবু প্রেরণ করিয়াছেন। এদেশে এরূপ দুর্ঘটনা হইলে শাসন কর্ত্তাগণ কথাও কহিতেন না।

২৭ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

এ ... পূর্ণ হওয়াতে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুনরায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব দিগম্বর বাবুকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিলে ভাল হইত।

গত শনিবার এক জন মুটে লালদীঘীর নিকটে ৪,০০০ টাকার নোট কুড়াইয়া পায়। সে তৎক্ষণাৎ পুলিসে গিয়া ইহা প্রদান করাতে নোটের অধিকারী তাহার সাধুতার পুরস্কারের জন্য ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অধিকারী এক জন এতদ্দেশীয়।

মধ্যভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর টেম্পল সাহেব আপনার নিকট আত্মীয় কার্ণাক সাহেবের জন্য তুলার কমিসনরের পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ইহাতে নিযুক্ত করিয়াছেন। মাসিক বেতন ২০০০ টাকা। কার্ণাক সাহেব অতি অল্প দিন সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন। নিয়মিত কাজ করিলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বেতন ৭০০ টাকা মাত্র পাইতেন। ইংলিসম্যান বলেন, কার্ণাক সাহেব প্রধান কমিসনরের ভোজের উত্তম উদ্যোগ করেন বলিয়া এই পদ পাইয়াছেন। যে দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা প্রত্যহ ১০৫ টাকা ভাতা লইয়া বৎসরের অধিকাংশ পর্ব্বতে বসিয়া নানা ক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন, সে দেশের নিম্নস্থ শাসনকর্ত্তারা তদনুরূপ কাজ করিবেন সন্দেহ কি?

কলিকাতার পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ... দুর্ভিক্ষের সময়ে সবিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করাতে সভাপতি তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার ও প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এটাকা দুর্ভিক্ষের ফণ্ড হইতে দেওয়া অবিবেচনার কাজ হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের এসকল পুরস্কার করা উচিত।

কলিকাতার নূতন মাজিষ্ট্রেট, ব্রাসন সাহেবের ন্যায় ইউরোপীয় অপরাধিগণকে শাস্তি দিতে সঙ্কুচিত নহেন। মেরি মার্টিন নামে এক ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোলযোগ করাতে তাহার ২৪ ঘটিকা মিয়াদ হইয়াছে। ব্রাসন সাহেব সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।

করাচি ও বোম্বাই পর্য্যন্ত এক সামুদ্রিক টেলিগ্রাফ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

৭ ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের অধ্যক্ষ ও ভারতবর্ষের পরমবন্ধু শাসনকর্ত্তা সর বার্টল ফ্রিয়ার পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

২৮ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

টিপুবংশীয়দিগকে যখন ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তৎকালে লার্ড হার্ডিঞ্জ এই কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারা রসাপাগলায় না থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিবেন। কেহ কেহ তাহা করেন। কিন্তু প্রায় সকলেই নূতন বাটী বিক্রয় করিয়া রসাপাগলায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া রাজকুমারগণকে বলিয়াছেন, ১৮৬৭ অব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত যাঁহারা স্থানান্তর না হইবেন, তাঁহাদিগকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে। পেন্সনের তত্ত্বাবধায়ক বলেন, রাজকুমারদিগের ঋণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এসকল ব্যক্তির শীঘ্র চৈতন্য হইবে না।

দিল্লী অধিকার করিবার সময়ে বিদ্রোহিদিগের যে সকল সম্পত্তি সৈন্যদিগের হস্তগত হয়, তন্মধ্যে যতি বেগমের ৬০,০০০ টাকা ছিল। বেগম বিদ্রোহে লিপ্ত হন নাই। তিনি এই টাকা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আবেদন করেন এবং ওয়াগনট্রিবর সাহেব তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। বেগম মৃত্যুকালে এই টাকা উইল করিয়া ওয়াগনট্রিবর সাহেবকে দিয়া যান। দিল্লীর কমিসনরের নিকটে এই মকদ্দমা হয়। এক্ষণে পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয় ইহার আপীল শ্রবণ করিতেছেন।

কলিকাতার গডর্ন ষ্ট্রীট কোম্পানি দেউলিয়া হইয়াছেন। চাকেত্র এই কোম্পানির ধ্বংসের কারণ।

৪১ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের কাপ্তেন রবার্টস আগরাতে জয়পুরের রাজার প্রদত্ত ভোজ দিবসে মাতাল হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সামরিক বিচারালয়ে অর্পণ করা হইবে।

লাহোরক্রণিকেল সংবাদ পাইয়াছেন সম্প্রতি কিলাতিগিজিলিতে সিয়ার আলিখাঁর সহিত আজমখাঁর এক ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। একদল বণিক পেসোয়ারে এই সংবাদ আনিয়াছে।

মান্দ্রাজের ডাক্তর শর্ট বলেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বেজি ও সর্পে যুদ্ধ হইলে বেজি কেবল নিজ চতুরতায় রক্ষা পায়। সর্পে দংশন করিতে পারিলে বেজির নিশ্চয় মৃত্যু। লোকের সংস্কার এই বেজি সর্প দংশনের ঔষধ জানে অতএব যুদ্ধের পরেই ঔষধের অন্বেষণার্থ বনে প্রবেশ করে। ডাক্তর শর্ট বলেন এসংস্কার অমূলক। বেজি কুকুর প্রভৃতি জন্তু সকল দুধের পর গন্ধ পায় ... এজন্য তাহারা নিভৃত

স্থানে যায়। এক সর্প অপর সর্পকে দংশন করায় সে কিছু হয় না। ডাক্তার শর্ট দুটি সর্পকে পরস্পর দংশন করাইয়া দেখিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় স্বাস্থ্যরক্ষণী সভা আগরা কানপুর লক্ষ্ণৌ কাশী ও দানাপুরের স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা এমাসের শেষে কলিকাতায় আসিবেন। গ্রীষ্ম কয়েক মাস সভা আপনাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা সিমলায় বসিয়া করেন। শীত তিনমাস দৈনিক শিবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। তাঁহারা যে নাম ধারণ করেন, এবং যে জন্য মাসিক ১০,০০০ টাকা ব্যয় করান তাহার কিছুই হয় না। সব জন লরেন্সের অধীনে অল্পই কর্ম্মচারী স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

এতদিন ২৪ পরগণা নদীয়া ও যশোহর নদীয়া বিভাগ নামে বিখ্যাত ছিল। এখন অবধি ইহার প্রেসিডেন্সি বিভাগ নাম হইবে।

নীমচ ও নসিরাবাদের রাস্তার জন্য উদয়পুরের রাজা ১,৮০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রাজস্বের অকুলান হওয়াতে মাসি সাহেব কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ছোট আদালতসকলের উদ্বৃত্ত টাকা সকল সাধারণ ধনাগারে লইবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন দিবসে এক বিল উপস্থিত করিবেন।

কাউনাও সিলার সাহেব কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের সভাপতি। এপর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ের সভাপতি মাত্রেই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু সর জন লরেন্স সিলার সাহেবকে গ্রহণ না করিয়া আড ন ক্বিনার কোম্পানির অংশী ক্বিনার সাহেবকে মনোনীত করিয়াছেন। বণিকগণ ও ইউরোপীয় সমাজ বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের স্মরণ আবশ্যক আমাদিগের এ ব্যবস্থাপক সভা প্রতিনিধি সভা নহে, এবং সিলার সাহেব ইংরাজ নহেন।

ফরাশী সম্রাট আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। একখানি ইউরোপীয় সংবাদ পত্র বলেন তিনি একণে পারিসে প্রত্যাগমন করিয়া নিয়মিত ভ্রমণ ও রাজকার্য্য করিতেছেন।

দিল্লীতে ওলাউঠা হইতেছে।

সম্প্রতি মিডলটনরোর বিবি মরের বোর্ডবাটীর কাপ্তেন মারিনারের উড়ীয়া ভৃত্য গঙ্গাদাস ছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। করণারের জুরি মত দিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ভৃত্য চুরি করিয়াছিল, ধরা পড়িবার ভয়ে ইহা করিয়াছে। কিন্তু জনরব অন্য প্রকার এবং কাপ্তেন মারিনারের জবানবন্দী তুষ্টিকর নহে। এবিষয়ের পুনর্ব্বার অনুসন্ধান আবশ্যক।

২৯ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ের নূতন শাসনকর্ত্তার এই বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বে টৌরিমন্ত্রবর্গের অধীনে অণ্ডর সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বাস্তবিক এক জন যোগ্য ও শিক্ষিত বক্তা ও তর্ককারী, তাঁহার অনেক বিষয়ে দৃষ্টি আছে এবং টৌরিদলের তিনি এক জন প্রধান প্রতিনিধি। সর সাইমর ফিটজারালডের সামাজিকগুণও প্রশংসনীয়। তিনি অহঙ্কারশূন্য ও মিষ্টভাষী। শেষোক্ত গুণ এ দেশে অতিশয় আবশ্যক।

সম্প্রতি পঞ্জাবে এক জন শীক সূত্রধর এক নূতন মত প্রচার করিয়া বিস্তর শিষ্য করিতেছে। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা এ ব্যক্তির উপরে দৃষ্টি রাখিবেন।

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন বলেন, কাশ্মীরের রাজা তিব্বতে যে দুটী প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মথুরার বিখ্যাত ধনী শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ রাও বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। বিদ্রোহের পর ইনি এক জায়গীর ও রাও বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। দীর লক্ষ্মীচাঁদকে দেওয়া উচিত ছিল। এরূপ জনশ্রুতি ইনি ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষ্মীচাঁদের ন্যায় ধনী কেবল সাবিহারীলালকে দেখা যায়।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে বি, বস সাহেব এক পত্র পাঠ করিয়া বিংশতি প্রকার বন্য শাক ও ফলের বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষকালে মানভূমের লোকেরা এই সকল খাইয়াছিল। ইহার কয়েকটী অস্বাস্থ্যকর নহে। বস্তুতঃ সাঁওতালেরা বনের অনেক ফল খাইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ে একদল বলন্টিয়র হইয়াছেন। বলন্টিয়রগণ বড়কোট ন্যায় গ্রীষ্মের আতপ সহ্য করিতে পারেন না।

ফয়জাবাদে একটী ব্যাঙ্ক হইতেছে, তত্রত্য লোকের যত্নে পার্শিক সাহেব ইহা করিতেছেন। মফস্বলে অনেক ব্যাঙ্ক হওয়া আহ্লাদের বিষয় নহে। নগরের লোকেরা বুঝিয়া কাজ করিতে জানেন, কিন্তু পল্লীগ্রামবাসীরা এক বার সর্ব্বস্বান্ত হইলে আর শুধরাইতে পারেন না।

পেনিনসুলার কোম্পানির কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক মাসের মধ্যে তাঁহাদিগের পাঁচ খানি জাহাজ বিকল ও ভগ্ন হইয়াছে। এই গোলযোগ নিবন্ধন কল্য দুটি মেইল এক দিবসে আসিয়াছে।

পণ্ডিত মানফুলের সহিত মুন্সি ফয়েজবক্স ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন ভিন্ন ভিন্ন পথে মধ্য আসিয়ায় প্রেরিত হন। ইঁহারাও প্রত্যাগমন করিতেছেন। পণ্ডিত মানফুল বলেন কাশ্মীর অপেক্ষাও বদকসান মনোহর স্থান। তিনি তথা হইতে অনেক ধাতুর আদর্শ আনিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রদেশে ধাতুর অনেক খনি আছে। পণ্ডিত বণিকের বেশে গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কেহই কিছু বলেন নাই। তিনি খোগিস্থান, সোয়াত ও দ্বার দিয়া গমন করিয়াছিলেন, রুষিয়দিগের কথা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অরাতপায় বোখারীয়দিগকে পরাজয় করিবার পর তাহারা খোকন্দের এদিকে আইসে নাই। যে সকল দেশ জয় করা হইয়াছে রুষিয়েরা তথায় আপনাদিগের ক্ষমতা দৃঢ়বদ্ধ করিতে ব্যস্ত আছে। ইহার পূর্ব্বে আর অগ্রসর হইবে না। কাবুলের বিষয়ে মানফুল বলেন প্রকৃত রাজক্ষমতা আজিম খাঁর হস্তে আছে, আফজুল খাঁ নাম মাত্র আমীর। পণ্ডিতের কথা শুনিয়া এক বিষয়ে প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধায়ীদিগের কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে পারে। কাশ্মীর প্রাচীনকালের অমরাবতী এবং কৈলাসে মহাদেবের বাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রুষেরা খোরাসান হইতে আইসেন। বদকসান ত বৈকুণ্ঠ নহে?

মফস্বলাইটের কাবুল সংবাদের মধ্যে দুই কহেন, সম্প্রতি বোখারার রাজা আফজুল খাঁর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু আফজুল খাঁ বলিয়াছেন তাঁহার সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। দূত এক শত সহচর লইয়া কাবুল হইতে পেসোয়ারে যাত্রা করিয়াছেন। বোখারার রাজা এক পত্র গবর্ণর জেনরলকে ও এক পত্র রাণীকে লিখিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল সাহায্যদানে অসম্মত হইলে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিবেন। মধ্য আসিয়ার লোকদিগের অদ্যাপিও সংস্কার আছে তুরস্কের সুলতান সর্ব্বশক্তিমান। দূত বলেন, রুষিয়েরা বোখারার দুই ক্রোশ দূরস্থ এক পল্লীগ্রাম অধিকার করিয়া নানা অত্যাচার করিতেছে। ইয়ারকন্দে বিস্তর রুষিয় সৈন্য আসিতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা রুষিয় গবর্ণমেণ্টকে বলেন বোখারার স্বাধীনতা রক্ষা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার্থ আবশ্যক। হিরাটের বিষয়ে এই কথা বলা হইয়াছে। বোখারার বিষয়ে বলিবার ক্ষতি কি?

আগামী কল্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, এ বৎসর ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের সংশোধন হইবে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন ভূমিসংক্রান্ত এত আইন হইয়াছে যে কিছু দিন বিশ্রাম আবশ্যক। আমরাও এই কথা বলি। ১০ আইনের সংশোধনের প্রয়োজন নাই। প্রধানতম বিচারালয়ের আজ্ঞায় কর বৃদ্ধির নিয়ম স্থির হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, মার্শমান সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। মার্শমান সাহেব সহস্রখণ্ড প্রকাশ করুন কিন্তু তাঁহার ইতিহাস নীরস, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে যেন না থাকে।

সম্প্রতি ফলসপইণ্টের নিকটে গোদাবরী জাহাজের নাবিকেরা পরস্পর দাঙ্গা করিয়া নানা অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট আলোক বাটীর স্থুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বিশপ সিমলা জাহাজে উঠিতেছিলেন, তাঁহার পদ স্খলিত হয়, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ এক দড়ি ধরিয়া তিনি ঝুলিয়া থাকেন, জাহাজের নাবিকেরা তাঁহাকে রক্ষা করে।

উক্ত পত্র বলেন, ইংরাজদিগের অধিকৃত ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চিম চীনে রাস্তা করিবার জন্য সমুদায় ব্যয় দেওয়া গবর্ণর জেনরলের অভিপ্রেত নহে। তিনি ব্রিটিশ সীমার বাহিরে রাস্তা প্রস্তুত করিবার অথবা জরিপ করিবার ব্যয় দিতে চাহেন না। এ রাস্তাটিতে বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু যত দিন দক্ষিণ চীন ও ব্রহ্মদেশের বন্য লোকেরা শান্তভাব ধারণ না করিতেছে তত দিন রাস্তা করা বৃথা অর্থনাশ।

৩০ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

আমরা এ সপ্তাহে "রিজ মানসর্ক্স ওরিএণ্টাল সরকুলর" নামক একখানি ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংবাদপত্রের অধ্যক্ষগণ এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সকলের সহিত বিনিময় প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা উহাতে কয়েকটী ভারতবর্ষীয় ভাষার বিজ্ঞাপন দেখিলাম। বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধতা নাই বটে কিন্তু শীঘ্র যে তাহা হইবে তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাঙ্গলা পত্রের গৌরব ইংলণ্ডেও হইতেছে। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, বাঙ্গলা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের বিশেষ সতর্ক হইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করা উচিত।

দুর্ভিক্ষের কমিসনরগণ অদ্য প্রাতঃকালে ফিরোজ বাষ্পীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া পরীতে যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা কটকে, তৎপরে বালেশ্বরে, ও মেদিনীপুর হইয়া হুগলী দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন। যাঁহারা কোন প্রস্তাব করিতে অথবা কোন বিষয়ের সংবাদ দিতে চাহেন, কমিসনরগণ তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় সভা সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এক আবেদন করিয়া ফ্রান্স ও অন্য অন্য ইউরোপীয় দেশের ন্যায় এখানে কৃষি সংক্রান্ত এক জন মন্ত্রিনিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। আগামী বারে এ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ইংলিসমান প্রকাশ করিয়াছেন, বর্দ্ধমানের কমিসনর ও বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ে বিবাদ করিয়া উভয়েই গবর্ণমেণ্টের নিকটে পরস্পরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন। সিবিলিয়ানের সহিত সৈনিক কর্ম্মচারির ন্যায় পুরাতন সিবিলিয়ানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদিগের সর্ব্বদা বিবাদ দেখা যাইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরা আগরায় এই স্থির করিয়াছেন বঙ্গদেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের অংশে পরীক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের পুলিষ স্থাপিত হইবে। অপরাধীদিগকে ধৃত করিবার বিষয়ে উভয় পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের উভয় বিভাগে সমান ক্ষমতা থাকিবে। অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কেহ অপরাধ করিলে তত্রত্য পুলিষ বিনা অনুমতিতে বঙ্গদেশে আসিয়া অপরাধীকে ধৃত করিতে পারিবেন। অন্য অন্য বিষয়ে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দায়ী থাকিবেন। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ৫৯৫ মাইল বঙ্গদেশে ও ৫৫৫ মাইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আছে। এক জন প্রধান সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকা আবশ্যক।

১ লা পৌষ শনিবার।

গত আগষ্ট মাসে মধ্য ভারতবর্ষে ৩,২৯,৬৭৮ টাকা আয় ও ৪,৯৭,৯১৪ টাকা ব্যয় অর্থাৎ ১,৬৮,২৩৬ টাকা অকুলান হইয়াছে। ভূমি হইতে ১,১৭,৯১৭ টাকা আয় হইয়াছে, কিন্তু সংগ্রহের ব্যয় ৯৬২৫৭টাকা! লবণ হইতে ৯৪১৪ টাকা মাত্র আদায় কিন্তু লবণ বিভাগের ব্যয় ৩৬,০১২ টাকা। কমিসনর ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের নিমিত্ত ৩১,০২৭ টাকা পড়িয়াছে, কিন্তু বিচার ও পুলিসের জন্য ১,৬৮২১৯ টাকা দেখা যাইতেছে। ইষ্টাম্প হইতে ৭০,৩০৮ টাকা ও আবকারী হইতে ৮০,৪৫১ টাকা আয় হইয়াছে। প্রথমের সংগ্রহের ব্যয় ২,৯৬৫ ও দ্বিতীয়ের ২৬৪২ টাকা। বনের দ্বারা লাভ ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের পেন্সনের নিমিত্ত ৮০,১২৫ টাকা পড়িয়াছে। এই হিসাব তুষ্টিকর নহে। বস্তুতঃ ক্রমশ দেখা যাইতেছে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের সৌভাগ্য যাহা কাগজে দেখা যায়। লোক সন্তুষ্ট নহেন, যথার্থ কাজও হয় না। যে পঞ্জাব শাসনের জন্য সর জন লরেন্স উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বলিয়া (দেশের গবর্ণরজেনরল না হওয়া পর্য্যন্ত) যশোলাভ করেন, সেই পঞ্জাব এক্ষণে বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারপূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তবে তথায় প্রবল সাধারণ মত নাই যে শাসনকর্ত্তাদিগের দোষ সর্ব্বদা সাধারণ গোচর হয়।

ব্রাণ্ডেথ সাহেব শীঘ্র ব্যবস্থাপক সভায় এই ভাবের এক বিল অর্পণ করিবেন যদি কোন ধর্ম্মমত্ত ব্যক্তি (গোঁড়া) কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে বধ করে, তাহা হইলে নিয়মিত আদালতে বিচার ও তদ্বিবরণ বিলম্ব না করিয়া দ্রুত বিচার করিয়া কেবল বিভাগীয় কমিসনরের মত লইয়া অপরাধীর দণ্ড হয়। এই বিল কেবল পঞ্জাবের জন্য হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। এমন আইন করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন বাদশাহদিগের সহিত বড় প্রভেদ থাকিবে না। যথারীতি অপরাধীর বিচার হইতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি কি?

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটে অল্পই লোক হয় বলিয়া এই শ্রেণি উঠিয়া যাইতেছে। প্রথম শ্রেণির ভাড়া বৃদ্ধি হইবে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভাড়ার বাকী কাটিয়া যাহা থাকে তাহার অদ্ধাংশ নূতন দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়ার উপরে অধিক লওয়া হইবে। চতুর্থ শ্রেণির ভাড়া সমান থাকিবে। তৃতীয় শ্রেণির শকট চতুর্থ শ্রেণির না করিলে এবন্দোবস্তে সাধারণ অসন্তোষ হইবে।

আমরা অবগত হইলাম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে এদেশের প্রতি জেলার রাজস্ব ও লোক সংখ্যার হিসাব দিতে বলিয়াছেন। উৎকলের হিসাবের কি হইবে?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।—

৪	টাকার সিক্কা	৮৩৷৴৹—৮৬৷
৪	" কোং	৮৩৷৷৴—৮৩৸৹
৫	" কোং	১০৩৸৵—১০৪৵
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০২—১০২৷৹
৫৷৹	" কোং	১০৯৷৷৴—১০৯৸৹

ইউরোপীয় সমাচার।

গবর্ণর জেনরল টেলিগ্রাম পাইয়াছেন—

"লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। ড্রেসডেনস্থিত ইংরাজদূতের পদ উঠিয়া গেল। মকদ্দমায় কোলেন্সোর প্রতিকূল ডিক্রী হইয়াছে।

হোমনিউস হইতে।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর। নিউইয়র্কের লোকেরা সভা করিয়া (আমেরিকান) গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন, কানাডায় যে সকল ফেনি য়ান কয়েদী আছে, তাহাদিগের মুক্তির বিষয়ে হস্তাপণ করা হয়।

কুইবেকের অগ্নিকাণ্ডে যে সকল লোক গৃহহীন হইয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে বিস্তর চাঁদা হইতেছে।

জেফার্শন ডেবিসের বিচার বসন্ত কাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিল।

পালার্ম্মোর বিদ্রোহে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিপ্ত ছিলেন।

গোমস্তক প্রায় নাই।

নিউ প্রবিডেন্সে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ু হইয়া নাসোনগরের অর্দ্ধেকাংশ নষ্ট করিয়াছে। বন্দরের এক শত জাহাজ (তন্মধ্যে রাজ্ঞীর এক খানি কামানের নৌকা ছিল, তাহাও) বায়ুর প্রবলতায় তীরে উঠিয়া পড়িয়াছে।

প্যারিসের অনেক লোক কোন গোপনীয় সভার সভ্য হওয়াতে ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল। বাঁদা ও কড়াইয়ের লুঠের টাকা বিতরণের জন্য রাজকীয় পরয়ানা স্বাক্ষরিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ষ্টারের প্রাণ্ড ক্রস লার্ড নেপিয়র ও সাইমর ফিটজাবলডকে প্রদান করা হইবে।

চারলস ওয়াটরস বারাণোরস্থিত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি বোম্বাইয়ের বিশপ পদত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আগামী বৎসরের প্রারম্ভে সর গাসপার্ড লি মার্চাণ্ট ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন। এমত জনশ্রুতি হয় সেনাপতি মিন্টোহার্ম অথবা উলকুপুই তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

আয়রলণ্ডে ফেনিয়ান বিদ্রোহের আশঙ্কা হওয়াতে তথায় আর তিন রেজিমেণ্ট সৈনিক প্রেরিত হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি ষ্ট্রিক্লেন্ড তথায় উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮এ নবেম্বর। ট্রেডস ইউনিয়ন প্রিমরোজ পর্ব্বতে সভা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে রাণলিতে যে স্থান দিতে চাহিয়াছেন, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিওার্ণলি শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন এবং মালিন্স সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

লণ্ডন ২৯ এ নবেম্বর। এরূপ জনশ্রুতি আমেরিকার একদল সৈন্য মেক্সিকো রক্ষা করিলে, সেনাপতি সার্ম্মান অগ্রেই তথায় গমন করিয়াছেন এবং ফিডারল সৈন্যগণ মাটামোরাস অধিকার করিয়াছে। সকলে অনুমান করেন, মাক্সিমিলিয়ান ইউরোপে আসিতেছেন। যে দেশের সহিত বাধ্যবাধকতা নাই, তাদৃশ দেশের আইন বিবেচনার্থ এক রাজকীয় কমিসন নিযুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয় লার্ড ক্রাণওয়ার্থ ইহার অধ্যক্ষ। আমেরিকার প্রোবষ্টমার্শাল রাবকের বিরুদ্ধে হত্যার যে অপরাধ দেওয়া হয় প্রাণ্ড জুরি তাহার বিল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যোহম ও চারলষ্টনের সাধারণতন্ত্রপ্রিয়দল দুই জন ব্যক্তিকে মহাসভার প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। ইয়র্কসিয়ার ও লাঙ্কেসিয়ারে জলপ্লাবন হওয়াতে অনেক সম্পত্তি ও জীবন নষ্ট হইয়াছে। সর জন ফ্রাঙ্কলিনের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ওয়াটরলু বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪ ই নবেম্বর রাত্রিতে ইংলণ্ডে বিস্তর উল্কাপাত হয়, দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। সভাপতি জনসন মহাসভায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বতন রাজনীতির সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়া তিনি মহাসভাকে তদনুসারে কার্য্য করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। গত বৎসরের ব্যয় অপেক্ষা আয় ১৪,৮০,০০,০০০ ডলার অধিক হইয়াছে। সভাপতি আরও বলিয়াছেন বিদেশীয় জাতি সকল পূর্ব্বাপেক্ষা আমেরিকানদিগের জাতিসাধারণ স্বভাব ও স্বত্বের অধিক প্রশংসা করিতেছেন। ফ্রান্স বলিয়াছেন আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত মেক্সিকো হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন স্থগিত থাকিবে। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের প্রস্তাব পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া আমেরিকার লোকদিগের মত তুষ্ট সন্তুষ্ট আশা পরিপূর্ণ করেন। জনসন উপসংহারকালে বলিলেন ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিবর্ত্ত হওয়াতে আলাবামার দ্বারা ক্ষতিপূরণের মীমাংসা হইতে বিলম্ব হইতেছে। ইংলণ্ড এই প্রার্থনা আপনার পদোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্র ইহার মীমাংসা হইলে কত উপকার হয় বলা যায় না।

ট্রেডস ইউনিয়নের রিফরম সভা বিনা গোলযোগে হইয়াছে। সভার দিন বড় বৃষ্টি হইয়াছিল। ২৫,০০০ লোক একত্র হইয়াছিলেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। হঙ্গারীয় মহাসভা সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবে পত্র লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন যে ১৮৪৮ অব্দে যে সকল আইনের প্রস্তাব হয় তাহা স্থগিত হয়। হানোবারের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহ দমনার্থ দৃঢ়তর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকলের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, জি হণ্ট সাহেব আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার শাহাবাদে স্থানান্তরিত হইবার এবং ডবলিউ, ডি প্রাট সাহেবের পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকলে নিযুক্ত হইবার যে কথা ছিল তাহা অন্যথাকৃত হইল।

বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় জলেশ্বর হইতে বেল্লিঘ পর্য্যন্ত যে একটী পথ প্রস্তুত হইবে, তাহার জন্য এবং কেনাল কোম্পানির জন্য ভূমি ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

ত্রিপুরায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী গোলাম হুসেন চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

ডবলিউ ফিলিপস সাহেব বর্দ্ধমানের মিউনিসিপাল কমিসনর হইয়াছেন।

লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ এবং বার্চ সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

লেপ্টেনেণ্ট এ আর, উইলকিনসন সাহেব

কাবক্তার পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধির স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডি ডবলিউ রিচি সাহেব বাখরগঞ্জের পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্ডেণ্টেণ্ট এমবে'য়ার সাহেব ত্রিহুতে, স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

আর এইচ, সি রিডসডেল সাহেব কাছাড় হইতে মুঙ্গেরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এ, সি ক্রষ্ট সাহেব হুরগু হইতে কাছাড়ে গিয়াছেন।

জি, ষ্টাচলোড সাহেব ঢাকা হইতে ভাগলপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এইচ, ডি এইচ রবার্টস সাহেব হুগলী হইতে ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

বাবু দিননাথ চট্টোপাধ্যায় হুগলীর প্রথম প্রধান সদর আমিন হইয়াছেন।

বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর দ্বিতীয় প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু গোপীনাথ বসু বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমিনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু বর্দ্ধমানের সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রদেশের আডিসনাল, প্রধান সদর আমিনের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে হইবে।

বাবু যদুনাথ মল্লিক মেদিনীপুরের সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইবেন।

বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামের সদর আমিন হইয়াছেন।

বাবু গুরুচরণ দাস নদীয়ার সদর আমিনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু মথুরানাথ গুপ্ত পাটনার সদর আমিনের প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

গড়বেতার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র কর অল্পদিনের নিমিত্ত কটক বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা বাবু দয়াল দাস মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইবার যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার অন্যথা হইল।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিছুদিনের নিমিত্ত গড়বেতা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মেদিনীপুরে ও বাঁকুড়ায় একজন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

এইচ বিভারিজ সাহেব নোয়াখালির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

টি, ই, চারলস সাহেব নিম্ন প্রদেশ সকলের টীকা দিবার সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জেনরল হইয়াছেন।

——•●•——

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমরা ৬৮ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক সকল ৬৭ অব্দ না পড়িতেই প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক সকলের অপেক্ষার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কৈ আজিও কোন সংবাদ তাহাদের তৃষিত কর্ণযুগলে অমৃত বর্ষণ করিল না? তাহাদিগকে না আর ৮ মাস পরেই গ্রন্থের পুস্তক গৃহে রাখিয়া পরীক্ষা মন্দিরে উপস্থিত হইতে হইবে? আমরা ত ৬৬ অব্দের পরীক্ষার ফলাফল জানুয়ারি পড়িতে না পড়িতেই জানিতে পারিব। কিন্তু সে হতভাগ্যেরা আর কত দিন শব সাধন করিবে? আমাদিগের বয়স ১৯।২০ বৎসর, আমরা দুই বৎসরে সচ্ছন্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক কয়খান পড়িয়া কেলিতে পারিব. কিন্তু তাহাদের বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবার যো নাই। তাহারা কিরূপে আট মাসে কুড়ি খান (প্রায় গড়ে এইরূপেই দাঁড়ায়) পুস্তক পড়িয়া উঠিবে? পরীক্ষা দেওয়া কি ধুলোখেলা? বাঙ্গলা স্কুলের দশ টাকার পণ্ডিত ও দশ পয়সার ছাত্রেরা স্কন্ধ পাতিয়া বসিয়া আছে তাহাদের প্রাণে সকলই সহিবে। যেমন গুরুভাবে পীড়িত হইলে চাষার বলদ প্রথম প্রথম আর্ত্তস্বরে আপনার কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু কোন প্রকারেই নিস্তার না পাইয়া অবশেষে নীরব হয় ও প্রাণপণে বহিতে থাকে, সেইরূপ তাহারাও কর্ত্তৃপক্ষের অবিচার ২ বলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর চেচাইতে পারে না। এখন যা হয় তাই হবে বলিয়া ভাগ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। ফলতঃ আমাদিগের বক্তব্য এই. বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তকগুলি সকাল সকাল নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীশি:—

—•—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি ১৪ ই ডিসেম্বর রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক মহাশয়ের অনুরোধে উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হই। রেজিষ্টার পুস্তকে চব্বিশটী বালিকার নাম দেখিলাম। কিন্তু অদ্য লক্ষ্মীপূজা ছিল বলিয়া ১২।১৪ টী উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় সকল শ্রেণীরই দুই একটী করিয়া উপস্থিত ছিল। আমি সকলগুলিতেই কোন না কোন বিষয়ের বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকল বিষয়ের পরীক্ষা করিলাম। এই শ্রেণীতে ইংরাজী প্রথম পাঠ, বাঙ্গলা প্রাণি বৃত্তান্ত, অরুণোদয়, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও ভূগোল সূত্র পড়া ও মিশ্রগুণন পর্য্যন্ত অঙ্ক কষা হয়। ইহার মধ্যে বালিকারা প্রায় সকল বিষয়েই উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। কেবল ব্যাকরণের পরীক্ষা তত সন্তোষকর হইল না। কিন্তু ইংরাজী ও ভূগোলের পরীক্ষা অতি সন্তোষদায়ক হইয়াছে। ইহারা ইংরাজীতে অঙ্ক রাখিতে ও কষিতে পারে এবং শ্রুতলিখনে দেখিলাম যে ইহাদের হস্তাক্ষর ও বর্ণশুদ্ধি প্রশংসা যোগ্য। ফলতঃ দেখিয়া বোধ হইল, যে ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। অধিকন্তু বালিকাদিগের অনেকেরই হস্তে এক একটী আধা বা পশম ও কার্পেট দেখিলাম। শুনিলাম কয়েক জন ইউরোপীয় রমণী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কার্য্য শিখান এবং নানাপ্রকার পশম ও কার্পেট প্রদান করেন। তাঁহাদিগের এই উদার কার্য্যের বিষয়ে আর কি বলিব, প্রার্থনা করি জগদীশ্বর তাঁহাদিগের যত্ন সফল করুন।

১২৭৩ সাল }
১ লা পৌষ। } এক জন দর্শক।

——————

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! বোধ হয় বর্ত্তমান ৭৩ সালের শিক্ষা-দর্পণ দেখিতেছেন। ৭৩ সালের কয়েক খণ্ড শিক্ষাদর্পণে যে সকল দেশ হিতকর অপূর্ব্ব প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় পাঠ করিলে লেখক মহাশয়ের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা, স্বদেশহিতৈষিতা ও তৎসংক্রান্ত প্রগাঢ় পরিশ্রম এবং যত্নের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিক্ষাদর্পণের বয়স অতি অল্প, অনেকে এ জন্য তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই।

শিক্ষাদর্পণ অপর একটী অসাধারণ গুণে বিভূষিত। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালিরা যে সকল পুস্তক

প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অনুবাদ মাত্র, অথবা অনুবাদ না হইলে খুচরা কাব্য মাত্র। কেবল ভীকমী মৃত রাজকমল বাবু নূতন ক্ষেত্রতত্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাদর্পণে অনুবাদ নহে এবং খুচরা কাব্য নহে, এমত একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। যে গ্রন্থ রচনা করা হিন্দুজাতির অভ্যাসের বিপরীত। সেই গ্রন্থ লার্ড বেণ্টিঙ্কের অধিকারের পর অবধি বাঙ্গলার ইতিহাস। সচরাচর যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হয়, যে প্রণালীর দোষে এদেশীয়েরা ইতিহাস পাঠের উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হন, ইহা সে প্রণালীতে লিখিত হইতেছে না। ইহাতে শুদ্ধ খৃষ্টাব্দ, গবর্ণর, ঘটনারই বিষয় লিখিত হয় না। বাঙ্গলার প্রচলিত ইতিহাস দুই খানিতে যেমন ইংরাজদিগের কথামাত্র লিখিত হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ হইতেছে না, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্তরিন্দ্রিয়ও সুপ্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বকালীন অবস্থা এবং তৎসহ বর্ত্তমান ও ভাবি অবস্থার সম্বন্ধ বাঙ্গালিদিগের প্রধান শিক্ষণীয়; তৎসমুদায় শিক্ষাদর্পণের ইতিহাসখণ্ডে বিশেষরূপে লিখিত হয়। এই ইতিহাসখণ্ডই শিক্ষাদর্পণের কেশদীপক নিরুপায় ভূষণ।

ফলতঃ বাঙ্গালিমাত্রেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত শিক্ষাদর্পণ পাঠ করা উচিত। শিক্ষাদর্পণ অল্পমূল্য হইয়া সকলের সুলভও আছে।

অনেকে শিক্ষাদর্পণের বিশেষ পরিচয়ও জ্ঞাত নহেন। শিক্ষাদর্পণ কাহারও অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ নহে, উহার আয় সমুদায় উহারই উন্নতি সাধনে ও নিয়মিত ব্যয়েই পর্য্যবসিত হয়। উহাতে কেবল বঙ্গহিতৈষীরই স্বত্ব আছে এবং এক জন কৃতবিদ্য সুবিচক্ষণ বাঙ্গালি অবৈতনিক কর্ম্মচারিরূপে শিক্ষাদর্পণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এস্থলে শিক্ষাদর্পণের লেখক মহোদয়কেও কিছু নিবেদন করিতে হইল। শিক্ষাদর্পণ নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুর
২১ এ অগ্রহায়ণ
১২৭৩। } কশ্চিৎ বাঙ্গালী

———:০:———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়।

যাঁহারা সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে যান, তাঁহাদিগের ভার অতি গুরুতর। অবিচলিত চিত্তভাব, বুদ্ধির স্থিরতা এবং দেশ ও দেশের অবস্থার স্বরূপ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। সংস্করণ চেষ্টা বিফল হইলে যে অনিষ্ট নিবারণের কল্পনা হয়, তাহার আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া অতিরিক্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন সমাজ সংস্কারকারির অকৃতার্থতার প্রধান কারণ। ফরাশী বিপ্লবকারিরা উচ্চতম শ্রেণীর হস্ত হইতে সমুদায় লোকের হস্তে দেশ শাসনের ক্ষমতা দিবার চেষ্টা পান। বুঝিয়া চলিলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইত কিন্তু আত্যন্তিক ঔৎসুক্য নিবন্ধন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারকারিরা এই দোষে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

মিস মেরি কার্পেণ্টর এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনার্থ বৃদ্ধ বয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়, এবং আমরা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ সম্প্রতি কয়েকটী সভা হয়। ইহার অনেকগুলিতে ভোজ হয় এবং এতদ্দেশীয় কয়েক জন যুবক ব্রাহ্ম সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ বাটীতে মিস কার্পেণ্টর আগমন করেন। তৎকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল বিদ্যালয় করা আবশ্যক এবং তদর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করা হয় বিদ্যাসাগর তন্মধ্যে এক জন ছিলেন। আমরা যখন প্রথমতঃ এই প্রস্তাব শ্রবণ করি, তখন আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। কাহার দ্বারা এ প্রস্তাব হইতেছে? দেশের কি ইহা অনুমোদনীয়? বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কি সঙ্গত? এবং এতদনুসারে কি কাজ হইতে পারে? আমরা আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুষ্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার এক জন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। তিনি হঠাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা আরও আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত সোমবারের হিন্দুপেট্রিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে তিনি প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন। এটী বুদ্ধির কাজ হইয়াছে, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।

মিস কার্পেণ্টর বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যালয়ের অবস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। অসন্তোষের প্রধান কারণ এই প্রায় যাবতীয় বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষকের স্থলে তিনি পুরুষ শিক্ষক দেখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের গতি পুরুষে সম্যক রূপে বুঝিতে পারেন না, এবং স্ত্রীশিক্ষকের দ্বারা বালিকাদিগের যে প্রকার শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষের দ্বারা তাহা নাই। কিন্তু এস্থলে আমরা মূল নিয়ম মাত্রের উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে দেখা উচিত এদেশের যে অবস্থা তাহাতে স্ত্রীশিক্ষক অথবা পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা অধিক কাজ হয়? দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষকের কার্য্যারম্ভের কাল আসিয়াছে কি না? এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করা কত দূর সাধ্যায়ত্ত ও সঙ্গত? শিক্ষকের যে প্রকার বিদ্যা, সৎস্বভাব ও শিক্ষা দিবার পটুতা আবশ্যক, তাঁহার প্রতি ছাত্রের ভয় ও ভক্তিও সেইরূপ আবশ্যক। ইহা না হইলে শিক্ষকের অন্য সকল গুণ বৃথা হয়। তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ কেবল স্নেহে বশীভূত হয় না, মূলনিয়মপ্রিয়ব্যক্তিরা যাহা বলুন, বস্তুতঃ যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারা বলেন ভয় একান্ত আবশ্যক। ভয় হইতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা হইতে স্নেহ হয়। আমরা যে এস্থলে প্রহারের ভয়ের উল্লেখ করিতেছি না, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার কিরূপ? পুরুষেরা যে প্রকার গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাহা দেখা যায় না, বিংশতি বৎসরের যুবক কখন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত একত্র ক্রীড়া অথবা হাস্য কৌতুক করে না, কিন্তু এ প্রভেদ আমাদিগের স্ত্রীলোকের মধ্যে নাই। দশমবর্ষীয় বালিকার বৃদ্ধার সহিত কোন গুরু সম্বন্ধ নিবন্ধন সম্মানের প্রভেদ থাকে না। নানা বয়সের স্ত্রীলোকেরা এক স্থলে সমবেত হইয়া সংসার ও স্বামি সংক্রান্ত কথোপকথন করেন। সকলেরই সহিত এ বিষয়ে সখীভাব। এজন্য পুরুষে পিতাকে দেখিয়া যে প্রকার ভয় করেন, স্ত্রীলোকে মাতা বা শ্বশ্রূকে দেখিয়া তাহা করেন না। এটী ভাল নয় বটে কিন্তু যখন আছে, তখন উহার অপলাপ করা উচিত নয়। এজন্য যত দিন অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষা নিবন্ধন স্ত্রীলোকদিগের পরস্পরের বয়স ও সম্পর্ক নিবন্ধন সম্মান প্রদর্শন না হইতেছে তত দিন স্ত্রীশিক্ষক দ্বারা কাজ হইবে না। আমরা অনেক স্থলে স্ত্রীশিক্ষক প্রণালী দর্শন করি

য়াছি, বালিকারা শিক্ষয়িত্রীর গাত্রে উঠিয়াছে, গালি দিয়াছে এবং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, শিক্ষা সুতরাং ভাল হয় নাই, এবং পরিশেষে "পণ্ডিতের" আশ্রয় প্রয়োজন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সামান্য নহে। ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা করিবেন? এদেশীয় বিধবাগণ? আমরা বলিতেছি এ শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। উচ্চজাতির প্রায় কোন বিধবা আসিবেন না, ঢাকায় একটী নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক। আমরা ইহাঁদিগের অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণির শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৃহের অলঙ্কার স্বামীর সুখ ও সন্তানগণের চরিত্রের আদর্শ হইবে, তাহাদিগের শিক্ষকতা এ শ্রেণির স্ত্রীলোকের কাজ নহে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের অনুমোদনকারিদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, এদেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে প্রস্তুত নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া শিক্ষকতা করিতে পারিবেন। বৈষ্ণবীদিগের প্রতি চরিত্রঘটিত যে আপত্তি আছে, এদেশীয় খৃষ্টিয়ান স্ত্রীগণের প্রতি তাহা নাই। যদি কোন শ্রেণি সাধারণের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিশুদ্ধ স্বভাব হন, তাহা হইলে সেই প্রশংসা এদেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের আছে। যে পরিমাণে অধিকাংশ ফিরিঙ্গি দুশ্চরিত্র ও অধার্ম্মিক, সেই পরিমাণে এদেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ সুস্বভাব সম্পন্ন। তথাপি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে অথবা বালিকা বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবেন না। খৃষ্টীয়ানদিগের অনেকের অদ্যাপিও বুঝিতে আছে, যে ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হইলে জাতিপরিবর্ত্ত হয় না। এ জন্য কৃতবিদ্যমণ্ডলী তাঁহাদিগের শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে অসম্মত। প্রাচীন তন্ত্র অবশ্যই ধর্ম্ম লইয়া ঘোরতর আপত্তি করিবেন। এই কারণে আমরা বলিতেছি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল বিদ্যালয় কোন কাজের হইবে না। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের "শিক্ষক ছাত্রের" সংখ্যা অধিক হইতে পারে, কিন্তু এই সকল শিক্ষক যদি সাধারণে গৃহীত না হন, তাহা হইলে বিদ্যালয় কোন কাজের হইল? অতএব ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন সভ্য যদি তথাপি আবেদন করেন, সে আবেদন গবর্ণমেণ্ট যে অগ্রাহ্য করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখা যাইতেছে, এবং ইহাতে অল্প লোকেই আশ্চর্য্য বোধ করিবেন।

উপসংহারকালে আমরা প্রস্তাবকারিদিগকে একটি কথা বলিতেছি, তাঁহাদিগের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সুযোগ অন্বেষণ ও সুযোগের প্রত্যাশা করিয়া বিলম্ব করা সমাজ সংস্কারকারির ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রধান পরিচয়। অকালে কোন চেষ্টা করা উচিত নয়। আমরা অনিষ্ট দেখিতেছি, ভোগ করিতেছি এবং তাহা নিবারণের উপায়ও রহিয়াছে জানিতেছি, কিন্তু কোন্ রোগের কি ঔষধ আবশ্যক, তাহা যে সে চিকিৎসক বুঝিয়া দিতে পারেন না। স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবের এক দিনে মীমাংসা হয় না, দুই চারিজনেরও কাজ নয়। ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতির নিকট সম্বন্ধ আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা পৃথিবীর প্রারম্ভ অবধি দেখিতেছি, ধর্ম্ম ঘোষকেরা সামাজিক উৎকর্ষসাধনকারী হইতে পারেন না। খৃষ্ট জুডিয়ার সর্ব্বসাধারণের সমীপে ধর্ম্ম ঘোষণা না করিয়া যদি রোমের পেট্রিসিয়দিগের আচার ব্যবহারের সংশোধন করিতে যাইতেন, তাহা হইলে উপহাস তাঁহার এক মাত্র পুরস্কার হইত।

শ্রীঃ— \

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় — কলিকাতা
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক — ১০

" " কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় — বহরমপুর
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ৭৪ আশ্বিন — ১৩

" " প্রসন্নচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — কটক
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক — ১৩

" " কিনুসিংহ রায় — রঙ্গপুর
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ নবেম্বর — ১৩

" " ব্রজনাথ রায় — মুজাপুর
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ মে — ৭

" " কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় — রাজসাহী
— ১৩

" " যদুনাথ দে — সিমুলিয়া
১৮৬৬ নবেম্বর হইতে ৬৭ অক্টোবর — ১০

" " বিপিনবিহারী মিত্র — কলিকাতা
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র — ৫৷৷০

" " বিপিনবিহারী ভাদুড়ি — কলিকাতা
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ — ৫৷৷০

" " ঈশানচন্দ্র রায় — উকীলাবাদ
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে কার্ত্তিক, — ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৯ ম ভাগ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ১০ ই পৌষ। ১৮৬৬। ২৪ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু দিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাঁহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনা দিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মির্জাপুর
এলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু দিগের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ষ্টেশনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ষ্টেশনের ডেপুটি ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

মিৰ্জ্জাপুর নামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
এলিসই হাস	১ টাকা
বোমষ্ট উত্তাস	১ "
চুষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	⅟০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	⅟০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারি টোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের বুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণনগরস্থ সি, এম, এস, ইংরাজী বাঙ্গালা স্কুলের দুটী শিক্ষকের পদশূন্য আছে। তন্মধ্যে ১ ম শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন ২৫ টাকা এবং তৃতীয় শিক্ষকের বেতন ২২ টাকা। কর্ম্মপ্রার্থীরা শীঘ্র আপন আপন সার্টিফিকেট সমেত আবেদন পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

কৃষ্ণনগরগোয়াড়ি, এফ. মেলিন।
১৮৬৬। ৮ ই ডিসেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

পাথরিয়া কয়লার কণ্ট্রাক্ট।

আগামী ১ লা জানুয়ারি অবধি ছয় মাস কালের নিমিত্ত এই কোম্পানির পাথরিয়া কয়লার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা তাহা সরবরাহ করিতে পারেন, তাঁহারা এই ডিসেম্বর মাসের ২৮ এ শুক্রবার দুই প্রহর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিবেন।

জানাইলে টেণ্ডরের ফরম পাইতে পারিবেন

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসি স্কোয়ার
কলিকাতা
১৮৬৬ : ১৭ ই ডিসেম্বর

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

প্রধান। অনেকে অনেক বার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অল্প দিন হইল, অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন হিন্দু ও মুসলমানদিগের উইল সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত করা উচিত কি না ? এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের ও রাজকর্ম্মচারিগণের অভিপ্রায় জানিবার অভিলাষ করেন। মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি হলওয়ে সাহেব এ বিষয়ে মত দিয়া বলেন " এক্ষণে এদেশে যে প্রকার শীঘ্র শীঘ্র আইন হইতেছে, তাহাতে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ হইতেছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। যদি এই অবস্থা চলে, তাহা হইলে বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবগণ কখন্ কোন্ আইন প্রচলিত হইল, তাহা জানিতে পারিবেন না, সর্ব্বসাধারণের ত কথাই নাই। যদি সাবধান হইয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করা না হয়, তাহা হইলে অনিষ্টেরই বৃদ্ধি হয় এবং যত অধিক ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তত মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে।" বিচারপতি হলওয়ে সাহেব যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণেরও এই মত। মেইন সাহেবের এদেশে আগমন অবধি বিস্তর নূতন আইন হইয়াছে, সংশোধনের ত কথাই নাই। প্রতি বৎসর গড়ে ৩০ টি আইনের ন্যূন হয় না। অদ্য যে আইন দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হইতেছে, কল্য আর তাহার দর্শন পাওয়া ভার। তন্নিবন্ধন অনেকের মনে এ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আইনে সুবিধা আছে, তাহা রহিত হইবার পূর্ব্বে তাহার দ্বারা আপনার উপকার সাধন করিয়া লইবার জন্য অনেকে অনাবশ্যক মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইতেছে। কর বৃদ্ধি ঘটিত মকদ্দমার এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু ১০ আইনের শীঘ্র সংশোধন হইবে, এই জনরব শ্রবণ করিয়া অনেকে কর বৃদ্ধি ও নিরিখের অসংখ্য মকদ্দমা উপস্থিত করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে মেইন সাহেব এই অপবাদের উত্তরদান কালে বলেন, চারি বৎসর হইল তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে দুটি মাত্র আইন হইয়াছে। এক এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম ও দ্বিতীয় সমাজ সংক্রান্ত। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থার তুল্যতা বিধানার্থ কয়েকটি আইন করিয়াছেন। তিনি এই প্রকারের আইনগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বলেন, ব্যবস্থাপক সভা অসংখ্য আইন করিতেছেন বলিয়া যে দোষারোপ করা হয়, তাহা সমূলক নহে। তিনি যে অবধি এদেশে আসিয়াছেন সেই অবধি অনেক আইন হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ আইন ইংলণ্ডস্থিত আইন কমিসন হইতে হয়। তিনি সেইগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত মাত্র করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, কমিসনের পাণ্ডুলেখ্যের তিনি এত পরিবর্ত্ত করিয়াছেন যে পূর্ব্ব উদ্দেশ্য অল্পমাত্র আইনেই লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার সহিত আমরা স্বীকার করি, এক এক বিষয়ের আইন একত্র করিয়া সংগ্রহ করাতে অনেক উপকার হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি সংগ্রহ দ্বারা ইহার উপযোগিতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐরূপ যদি ভূমি সংক্রান্ত আইন সকল একত্রিত হয়, তাহা হইলে সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু মেইন সাহেব যত আইনের বিধিবদ্ধ হইবার বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সাধারণের হিতকর নহে। তবে বিশেষ আইন দ্বারা বিশেষ বিষয় অথবা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে যে কিছু সুবিধা হইয়াছে, এই মাত্র। মধ্যে মধ্যে নূতন আইন আবশ্যক বটে, কিন্তু অনাবশ্যক আইন অনিষ্টকর সন্দেহ নাই। মেইন সাহেব যাহা বলুন না কেন, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা গান্ধারীর ন্যায় লোকের অনিষ্টকর অসংখ্য আইন প্রসব করিতেছেন। কখন্ কোন্ আইন হয়, সকলে জানিতে পারেন না। বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবগণও এই প্রকার অনিশ্চিত অবস্থায় কালযাপন করেন। নগরে যেরূপ হউক, মফস্বলের অনেক বিচারপতি ও উকীল সকল নূতন আইন দেখিতেও পান না। এটী অনিষ্টকর কি না ? অতিরিক্ত ঔষধ সেবন পীড়া হ্রাসের না হইয়া পীড়া বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় সভা ও ভাবি দুর্ভিক্ষ।

অল্প দিন হইল, ভারতবর্ষীয় সভা ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ নিবারণের নানাবিধ উপায় প্রস্তাবকালে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর কত শস্য জন্মে, তাহা জানিবার জন্য একটী পৃথক বিভাগ ও পৃথক কর্ম্মচারী নিযোজিত করা কর্ত্তব্য। সভা বলেন বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ঘটনার দ্বারা এই প্রমাণ হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ আপন আপন প্রদেশের শস্যের অবস্থা অবগত ছিলেন না। তাঁহাদিগের হস্তে এত কার্য্যের ভার যে এ বিষয়ে সম্যক্রূপে মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহারা যদি যথা সময়ে শস্য বিষয় বিষয়টী নিশ্চিতরূপে অবগত হইতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে প্রতীকারার্থ প্রবর্ত্তিত করিতেন সন্দেহ নাই। এত লোকের মৃত্যু ও দেশের এত ক্ষতি হইত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জল সেচনার্থ খাল খনন দ্বারা দুর্ভিক্ষ প্রকোপের অনেক শান্তি হইতে পারে বটে কিন্তু এককালে এতন্নিবারণ সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এ আপদের বিলক্ষণ

আবির্ভাব সম্ভাবনা আছে। তবে শাসন প্রণালী মধ্যে যদি এরূপ কোন বন্দোবস্ত থাকে যে অনিষ্ট ঘটিবামাত্র তাহার প্রতীকার হইবে, তাহা হইলে ১৮৬৫।৬৬ অব্দে যে অনিষ্ট হইয়া গেল, এরূপ অনিষ্টের পুনর্দর্শন সম্ভাবনা থাকিবে না। ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ, এদেশের অধিকাংশ লোকের কৃষিকার্য্য জীবনোপায়। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। এদেশে গবর্ণমেণ্টই প্রধান ভূমধিকারী। অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন প্রভৃতি দোষে শস্য না জন্মিলে গবর্ণমেণ্টকে জমীদারের ন্যায় হয় রাজস্ব ত্যাগ নতুবা তাহা অল্পে অল্পে সংগ্রহ করিতে হয়। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক এ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথাভাব সম্ভাবনা নাই। দুর্ভিক্ষ ঘটনা স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ফলোপধায়ী হয় না। স্বাধীন বাণিজ্যের ত কথাই নাই। ফ্রান্সের ন্যায় সভ্যতম দেশেও যখন সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, তখন এদেশীয়েরা অধিকাংশ বিষয়ে অজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের যে মুখাপেক্ষা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফলতঃ শস্য না জন্মিলে যখন গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তখন কোন্ বৎসর কি পরিমাণে শস্য জন্মে তাহা জানা অতি আবশ্যক। পূর্ব্বে উপায় করিয়া রাখিলে অধিকতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতীকারার্থ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, সুতরাং লোকের কষ্ট ও অর্থব্যয়ের সহিত অনেক টাকা অপব্যয় হইয়া যায়।

কোন্ বৎসর কিরূপ শস্য জন্মে, তৎসমাচার সংগ্রহের ভার এক্ষণে কালেক্টরের উপরে সমর্পিত আছে। কিন্তু এই হতভাগ্য কর্ম্মচারির স্কন্ধে এত কার্য্য ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে তিনি যে নিয়মিত রূপে স্বকর্ত্তব্য বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ করিয়া উঠেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এরূপ অবস্থায় কালেক্টর যে রিপোর্ট দেন, তাহার সম্পূর্ণতা ও প্রত্যয় যোগ্যতার সম্ভাবনা অল্প। ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাব এই;—বিভাগীয় কমিসনরের পদের এক ব্যক্তিকে "কৃষিকার্য্যের কমিসনর" উপাধি দিয়া নিয়োজিত করা উচিত। ইহাঁর অধীনে কয়েক জন কর্ম্মচারী থাকিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা মফস্বলের নানা স্থানে গিয়া শস্যের অবস্থা দর্শন ও তদ্বর্ণন করিয়া রিপোর্ট করিবেন। কমিসনর নিজে মধ্যে মধ্যে সকল স্থানে যাইবেন। যে হিসাব সংগৃহীত হইবে, তাহা সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে দুর্ভিক্ষ ঘটনা ও তন্নিবন্ধন কষ্ট জন্মিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিবে না।

ফ্রান্স, ইটালী, প্রুশীয়া প্রভৃতি দেশে কৃষি সংক্রান্ত এক এক জন পৃথক মন্ত্রী আছেন। কেবল ইংলণ্ডে এপ্রণালী নাই। কারণ তত্রত্য স্বাধীন শাসনপ্রণালীর গুণে শস্যের অবস্থা সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড কৃষি প্রধান প্রদেশ নহে, অধিকাংশ শস্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়। অতএব তথায় কৃষিকার্য্যের স্বতন্ত্র মন্ত্রি নিয়োগের প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিলে এ প্রকার কর্ম্মচারির নিয়োগ একান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, আমরা এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কৃষিসংক্রান্ত মন্ত্রিনিয়োগ দ্বারা বিশিষ্ট ইষ্টলাভের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, প্রত্যুত কতকগুলি কর্ম্মচারির বেতনে বৃথা অর্থ নষ্ট হইবে। রেবিনিউ বোর্ডের উপর ত ঐ ভার ছিল, কিন্তু ঐ বোর্ড হইতে এবার কি উপকার দর্শিল? ভারতবর্ষীয় সভা যে কর্ম্মচারি নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন, তিনি যে রেবিনিউ বোর্ডের ন্যায় হইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান প্রদেশ বটে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এখানে কৃষি সংক্রান্ত মন্ত্রিনিয়োগের প্রয়োজন নাই। এখানে বর্ষা নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। তাহার ব্যতিক্রম হইলে অগ্রে জানিতে পারা যায়। চতুর্দ্দিক হইতে তৎসংক্রান্ত কোলাহল উত্থিত হয়। সমাচারপত্র সম্পাদক ও তাঁহাদিগের পত্রপ্রেরকেরা আশঙ্কিত বিপদের বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতে পরাঙ্মুখ হন না। প্রধান পুরুষেরা যদি প্রজাবৎসল ও প্রজার কল্যাণকামুক হন, তাঁহারা আশঙ্কিত বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কখন উদাসীনভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন না, তাঁহারা ব্যগ্রচিত্তে তাহার অনুসন্ধান ও তৎপ্রতীকারের উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হন সন্দেহ নাই। যে স্থলে প্রধান পুরুষেরা বিপরীত স্বভাব সম্পন্ন হন, সেই স্থলেই কেবল ব্যতিক্রম ঘটে। গত দুর্ভিক্ষে অবিকল এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দেশের লোকে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের বিষয় রাজপুরুষদিগের শ্রবণ গোচর করিতে বিমুখ হন নাই। কেবল প্রধান পুরুষদিগের উপেক্ষা দোষেই অকারণ প্রাণিহত্যা হইল। তাঁহারা যদি সময়ে প্রতিবিধান করিতেন, কখনই গত অনর্থ ঘটিত না, ইহা স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে যদি সংশয় জন্মিয়াছিল, তাঁহারা কমিসনর নিয়োগ করিয়া সময়ে তাহার অপনোদন করিলেন না কেন? অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এই হয়, স্থায়িরূপ

কমিসনর নিয়োগ না করিয়া এই নিয়ম করা উচিত যখন কোন আপদের আশঙ্কা হইয়া সর্ব্বসাধারণে তাহার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবে, রাজপুরুষেরা অবিলম্বে কমিসনর নিয়োগ করিয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিবেন। কৃষি সংক্রান্ত স্থায়ি কমিসনর নিয়োগ বিষয়ে অপর আপত্তি এই, এক কমিসনর দ্বারা যাবতীয় প্রেসিডেন্সির কার্য্য সম্পাদন সম্ভাবনা নাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন কমিসনর নিয়োগ করিতে হইলে অকারণ ব্যয় বাহুল্য হইবে। দৈবী আপদ ঘটনা সচরাচর হয় না। যখন যে আপদ ঘটনার আশঙ্কা হয়, তাহার উন্মুখেই তন্নিবারণ চেষ্টার উপায়বিধান করাই কর্ত্তব্য।৮

—ঃ০ঃ—

সাহায্যকৃত বিদ্যালয়।

অধিকাংশ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে যথোচিত তত্ত্বাবধান হয় না, কোন বিষয়েরই প্রায় সুশৃঙ্খলা নাই, শিক্ষকেরা নিয়মিতরূপে বেতন পান না, পড়া শুনাও ইহার অনুরূপ হয়। অবসর উপস্থিত হইলেই আমরা এই আক্ষেপ করিয়া থাকি। এরূপ কতকগুলি ডেপুটী ইনস্পেক্টর আছেন, দেশের উন্নতিসাধন তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নয়, স্বার্থসাধনই উদ্দেশ্য। তাঁহারা আমাদিগের এই আক্ষেপবাক্য অমূলক অথবা বিদ্বেষমূলক বলিয়া ইনস্পেক্টরদিগকে বুঝাইয়া দেন। সুতরাং আমাদিগের বাক্য ফলোপধায়ী হয় না। কিন্তু যাঁহারা সদাশয় স্বদেশের উন্নতি দর্শনোৎসুক, তাঁহারা কখন প্রতারণাপরতন্ত্র হইয়া ইনস্পেক্টরদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি ক্ষেপ করেন না। তাঁহারা সরল হৃদয়ে সকল বিষয়ের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারাই যথার্থ যোগ্য লোক। দোষের উল্লেখ না করিলে তাহার সংশোধন ও তন্মূলক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? প্রকৃত রোগ গোপন করিয়া রাখিলে চিকিৎসক কি কখন তাহার প্রতীকারে সমর্থ হন? বিক্রমপুর বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের উল্লিখিত দোষগুলি সংশোধিত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার একান্ত যত্ন জন্মিয়াছে। ২ রা পৌষের ঢাকাপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে "এই অনিষ্ট নিবারণার্থ বৈকুণ্ঠ বাবু (বিক্রমপুরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর) প্রস্তাব করেন, কর্ত্তৃপক্ষ এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিউন, সাহায্যকৃত স্কুলের সম্পাদকগণকে প্রতি মাসের ২০ এ তারিখের পূর্ব্বে সেই মাসের ছাত্রবেতন, জরিমানা ও স্থানীয় চাঁদা আদায় করিয়া ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের নিকটে অর্পণ করিতে হইবে। ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা তাহা নিকটবর্ত্তী কালেক্টরিতে জমা করিয়া রাখিবেন। কালেক্টর ঐ টাকা পাইয়া একখানি রসিদ দিবেন। মাসান্তে সেই রসিদ প্রদর্শন পূর্ব্বক কালেক্টরি হইতে উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া এবং গবর্ণমেন্টের নিয়মিত সাহায্যের টাকা লইয়া শিক্ষকদিগকে নিয়মিতরূপে বেতন প্রদান করিলেই উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। সম্পাদকদিগের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ ও তাহা কালেক্টরিতে জমা করিয়া দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা কয়েক দিন জেলায় থাকিলেই বিনা গোলযোগে এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠ বাবু বলেন, এই নিয়ম সুদৃঢ়রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক সাহায্যকৃত বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা অপ্রার্থনীয় নয়। বিশৃঙ্খলা পূর্ণ বহুসংখ্যক বিদ্যালয় অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন দুই চারিটী স্কুল থাকাও তাঁহার মতে সন্তোষজনক।"

বৈকুণ্ঠ বাবু রোগ নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, সেটী প্রকৃত ঔষধ নহে। তাঁহার প্রস্তাবে পশ্চাল্লিখিত কয়টী আপত্তি আছে। প্রথম, পল্লীগ্রামে মাসের ২০ এর মধ্যে যাবতীয় ছাত্রদিগের বেতন ও চাঁদা সংগ্রহ হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। আমাদিগের হস্তে একটী স্কুলের অধ্যক্ষতাভার আছে। আমরা বহু প্রয়াস পাইয়াও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। এত করিবারও প্রয়োজন নাই। মাস গত হইলে পর মাসের ১ লা বা ২ রা শিক্ষকদিগের বেতন দেওয়া আবশ্যক। অতএব মাসের শেষ দিবসের মধ্যেই টাকা আদায় হইলেই হইল। দ্বিতীয়, ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা সংগৃহীত টাকা লইয়া কালেক্টরিতে জমা দিবেন, প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। যে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের তত্ত্বাবধানের অধীনে অধিকসংখ্য বিদ্যালয় আছে, তাঁহা হইতে এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক ডেপুটী ইনস্পেক্টর আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন না, তাঁহারা যে এই অতিরিক্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিবেন, সে আশা নাই। হয় ত কোন কোন স্থলে সম্পাদকের সহিত ডেপুটি ইনস্পেক্টরের মুষ্টামুষ্টি বাঁধিয়া যাইবে। তৃতীয়, কালেক্টরিতে টাকা জমা দিবার কথা আছে। একে কালেক্টরিদিগের মস্তকে এত কার্য্যভার নিক্ষেপ করা হইয়াছে যে তাঁহারা মস্তক উন্নত করিতে পারেন না, তাহার উপরে তাঁহারা যে সহজে এ কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। বহুসংখ্য বিদ্যালয়ের টাকা জমা লওয়া ও তাহা প্রত্যর্পণ করা কাজটী বড় লঘুভার নহে। এরূপ করিবার আবশ্যক-

তাও দেখা যাইতেছে না। ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরদিগকেই যদি কালেক্টরিতে টাকা জমা দিতে হয়, তাঁহারা কেন মাসের শেষে এককালে শিক্ষকদিগকে সেই টাকা দিয়া আসুন না। কার্য্যলাঘব সম্ভবিলে কার্য্য গৌরব স্বীকার দোষের নিমিত্ত হয়। চতুর্থ, ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা যদি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করেন, সর চারলস উডের (লার্ড হালিফাক্সের) যে চিঠি প্রমাণ ধরিয়া এদেশে সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কার্য্যে সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা প্রদানই ঐ চিঠির মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ স্বাধীনতা ব্যতিরেকেও সাহায্যদান প্রণালীর উৎকর্ষ লাভ সম্ভাবনা নাই। যে যে বিদ্যালয়ে কর্ম্মঠ সম্পাদক আছেন, তাঁহারা যে ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের মধ্যবর্ত্তিতার অনুমোদন করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

বৈকুণ্ঠ বাবু যে অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহার উপায় অতি সহজ। ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা যথাবিধি স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করুন। তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে আপনাদের তত্ত্বাবধানের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলি দর্শন করিবেন। যে বিদ্যালয়ের পড়া শুনা ভাল হইতেছে না, কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোর্ট করিবেন। ইনস্পেক্টরেরা সেই রিপোর্ট পাইয়া সম্পাদকদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তাহাতে যদি তাঁহারা সাবধান না হন, সাহায্যদান বন্ধ করা হইবে। এরূপ করিলে যে বিদ্যালয়ে যে যে বিশৃঙ্খলা আছে, সহজে সমুদায় সংশোধিত হইয়া আসিবে। কাজে কাজেই সম্পাদকদিগকে নিয়মিতরূপে শিক্ষকদিগের বেতন দিতে হইবে, না দিলে কখনই পড়া শুনা ভাল হইবে না।

———•••———

—:•:—

বাঙ্গলাভাষা।

আমরা অনেক সময়ে কার্য্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে সমর্থ না হইয়া অকারণকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যাঁহারা বলেন, বাঙ্গলা ভাষা অকিঞ্চিৎকর, ইহার এরূপ সংস্থান নয় যে যেরূপ ইচ্ছা হইবে, ইহাতে সেইরূপ ভাব ব্যক্ত করা যাইবে, ওজস্বি বর্ণনাও ইহাতে হয় না। বিদেশীয়েরা যে এদোষের আরোপ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা ইহার স্বরূপ ও ভেদজ্ঞ নহেন। কিন্তু যাঁহারা শৈশবাবধি এই ভাষা কহিতেছেন, তাঁহারা যে দোষারোপ করেন, তাহাই যথার্থ বিস্ময়ের বিষয়। আমরা যে বাঙ্গলা ভাষাকে ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিতে পাইতেছি না, সেটী ভাষার দোষ নয়, সেটী আমাদিগের নিজের দোষ। আমাদিগের মধ্যে আজিও অধিক সংখ্য বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্ লোক জন্মেন নাই। সুতরাং ভাষার দুরবস্থা রহিয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, ভাষার উন্নতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মনে যত নূতন নূতন ভাবের উদয় হয়, তত তাঁহারা বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পান, ভাষারও ক্রমে উন্নতি হইতে থাকে। এক জন কবি লিখিয়াছেন,

বর্ণৈঃ কতিপয়ৈরেব
গ্রথিতস্য স্বরৈরিব।
অনন্তা বাঙ্ময়স্যাহো
গেয়স্যেব বিচিত্রতা॥

কয়েকটী মাত্র স্বর দ্বারা রচিত সংগীত শাস্ত্র যেমন [illegible] হয়, কতিপয় অক্ষর দ্বারা গ্রথিত বাঙ্ময় শাস্ত্রেরও তেমনি অনন্ত বৈচিত্র্য হইয়া থাকে।

এ বৈচিত্র্যের কারণ কি? বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি বৈচিত্র্য সেই কারণ। যে দেশে যে পরিমাণে বিচিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশে সেই পরিমাণে ভাষারও বিচিত্রতা হইয়াছে। এই কারণেই কুলি ও সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষার বৈচিত্র্য নয়নগোচর হয় না।

বাঙ্গলা ভাষা যে আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ রচনার উপযোগী নয়, এ বাক্য প্রামাণিক নহে। ইহার সংস্থান ও উৎপত্তি স্থান বিবেচনা করিলে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। সংস্কৃত ভাষা ইহার প্রসূতি। তাহাতে রৌদ্র বীর ভয়ানকাদি নয় প্রকার রস আছে। ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন রচনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রস ভেদে গুণ ও রীতি ভেদও নিরূপিত হইয়াছে। যে প্রসূতির এত গুণ, তাহার সন্তান যে তাহাতে বঞ্চিত হইবে, ইহা সম্ভাবিত নয়। বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গলা ভাষার একটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাই, ইহাতে অন্য অন্য ভাষা সন্নিবেশিত করিলে ইহা শ্রুতি কটু হয় না। যদি এরূপ হইল, আমাদিগের মধ্যে যত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্ লোক জন্ম গ্রহণ করিবেন, যত তাঁহাদিগের মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় ও তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা জন্মিবে, ততই ভাষার উন্নতি হইতে থাকিবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার কি অবস্থা ছিল, এখনই বা কি হইয়াছে। যদি ইহা হেতু করিয়া বাঙ্গলা ভাষার ভাবী উন্নতি অনুমান করা যায়, ইহা যে ক্রমে অন্যতর উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে, তদ্বিষয়ে [illegible]

সর জন লরেন্সের পক্ষ সমর্থন।

আগরার দরবার উপলক্ষে তাজ মহলের ভোজের বিষয়ে আমরা যে কথা কহিয়াছিলাম, ২০এ ডিসেম্বরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে তাহার প্রতিবাদ দৃষ্ট হইল। ফ্রেণ্ড বলেন, গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে ভোজ হয় নাই, তিনি নিজে ভোজে ছিলেন না, এবং কবরে না হইয়া তাজমহলের সংলগ্ন এক পৃথক গৃহে হয়। এ ভোজ গবর্ণর জেনরল দেন নাই, মহারাজ সিন্ধিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমরা যে আক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহার কোন কারণ নাই। সর জন লরেন্সের জ্ঞাতসারে যদি এই সমর্থন করা হইয়া থাকে, ইহা যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা যাহাতে প্রজার মনে কোন ক্রমে কোন প্রকার শঙ্কা ও বিরাগ না জন্মে, এরূপ কাজ করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম সম্ভাবনা দেখিলেই আমরা সতর্ক করিয়া থাকি। যাহা হউক, আমাদিগের বক্তব্য এই, সর জন লরেন্স এদেশে বৃদ্ধ হইয়াছেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াও বৃদ্ধ সংবাদপত্র, তথাপি তাঁহারা আজিও এদেশীয়দিগকে বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ভোজটী যে গৃহে হয়, পূর্ব্বে সেখানে নুরমহলের স্মরণার্থ দরিদ্রদিগকে অন্ন দান করা হইত। মুসলমানেরা সচরাচর সেই গৃহটাকে তাজমহলের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তর্ক করিলে এস্থলে ভোজ দানে যদি দোষ না হয়, কিন্তু সাধারণ লোকে সামান্যতঃ দোষ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কোন গিরজার উঠানে কেহ দরগা করিলে খৃষ্টিয়ানেরা কি বলেন? গবর্ণর জেনরল ভোজে উপস্থিত ছিলেন না, ফ্রেণ্ড যখন এ কথা কহিতেছেন, তখন এ বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা আমাদিগের উচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, তাজমহল আগরার মিউনিসিপালিটির সম্পত্তি কি না? এবং রাজা তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া ভোজ দেন কি না? যে বিষয় যে নিমিত্ত হয় নাই, তাহাতে সে বিষয়ের অনুমতি দিলে দোষী হইতে হয় কি না? উত্তরকালে এরূপ দোষের কাজ না হয়, গবর্ণর জেনরল এরূপ কোন কথা কহিয়াছিলেন কি না? যে মিউনিসিপালিটি যে এতদ্দেশীয়দিগের টাকায় তাজমহল আলোকমণ্ডিত করেন, তাঁহারা সেই এদেশীয়দিগকে তন্মধ্যে প্রবেশের নিষেধ করিয়াছিলেন কি না? গবর্ণর জেনরলের সম্মুখে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না? এরূপ স্থলে আমাদিগের আক্ষেপ বাক্য অমূলক ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না? "শূকরের মাংস ভক্ষণ" বাক্যটী অত্যুক্ত বলা হইয়াছে, কিন্তু হোটেলের অধ্যক্ষ কেলনার সাহেবের বিল দর্শন না করিয়া এ বিষয়ে কিছু বলা উচিত হয় না। এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছেন, এই অপবাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনই এ বিষয়ের প্রকৃত উত্তর। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেই প্রায় এই কথা বলা হইয়া থাকে।

আগরার দরবার যে উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহা সফল হইয়াছে কি না? সে বিষয়ের আর আমাদিগের আন্দোলন করিবার ইচ্ছা নাই। তবে কয়েক জন ইউরোপীয়ের সন্তোষ সাধনরূপ উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ইচ্ছা করিলে রাজা সত্যশরণ ঘোষাল অথবা তৎসদৃশ ব্যক্তিকে গালী দিতে পারেন, কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, জুতা ত্যাগ করিয়া দরবারে যাওয়া এদেশীয়দিগের অভিমত নহে, তাহাতে ইঁহারা অপমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। রেসিডেণ্ট নিজামকে এই সম্মান প্রদর্শন করেন বলিয়া ফ্রেণ্ড তখন কেন তত রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয়ের পক্ষে একবিধ ব্যবস্থা কি বিধেয় নয়? এদেশীয়দিগের উপবেশনের রীতি স্বতন্ত্র এই হেতু ইঁহারা উপবেশন কালে উপানৎ পরিত্যাগ করিয়া বসেন, তাহাতেই ইউরোপীয়েরা মনে করেন, উপানৎ পরিত্যাগ করা এদেশীয়দিগের রীতি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

—:০:—

আমরা ভাজনঘাট হইতে নিম্নলিখিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মহাশয়। একটী সুখের সমচার প্রদান করিতেছি। যে যে অত্যাচার নিবারণে ব্রতী হইয়া মহাত্মা লঙ সাহেব তিনমাস কারাভোগ যন্ত্রণা ও সহস্র মুদ্রা দণ্ড সহ্য করিয়াছেন, যে অত্যাচার নিবারণে হস্তক্ষেপ করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব অবিনশ্বর জগদ্ব্যাপক কীর্ত্তি ও প্রজাদিগের আন্তরিক ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যে অত্যাচার দ্বারা নদিয়া যশোহর প্রভৃতি জেলার নিরাশ্রয় নিঃস্ব প্রজারা ভয়ানক ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহার মূলীভূত নীলবপনক্রিয়া এবৎসর বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে: জানিতে পাইতেছি যে, বেঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানি তাঁহাদিগের নদীয়া জেলার নীলকুঠি সকল বিক্রয় করিবার চেষ্টায় আছেন। সেই জন্য তাঁহারা নীলকুঠির সমুদয় কর্ম্মচারিদিগকে বিদায় দিয়াছেন। এক্ষণে প্রজাদিগের সৌভাগ্যক্রমে কোন ভদ্রলোকে উহা গ্রহণ করিলেই সর্ব্বদিকে মঙ্গল। নতুবা প্রজাদিগের এই আনন্দ বিষাদরূপে পরিণত হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারীরা এই অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ভাবেন যে ভদ্রলোক কখন এতাদৃশ পাপাচরণ করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদিগে

৬। বারাণসী কালেজ হইতে এবার ৩ টী ছাত্র বি, এ, পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনই অত্যন্ত পরিশ্রমী। বোধ করি ইঁহারা অনায়াসে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবেন।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানকার স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর, এস, মার্টিনসাহেব মহোদয় এখানে পৌঁছিয়াছেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অভিজ্ঞ ও শিক্ষা বিভাগের উপযুক্ত লোক।

২। এখানকার ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মৈত্র পীড়িত হইয়া তিন মাসের অবকাশ লইয়া বাটী গমন করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বসুখ চট্টোপাধ্যায় (ইনি ইনস্পেক্টর আফিসের হেডক্লার্ক) মহাশয় তাঁহার পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অভিজ্ঞ, বহুদর্শী ও নম্রস্বভাবের লোক।

৩। সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্তবাবু দীনবন্ধু দত্ত মহাশয় অতিশয় প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার চিকিৎসায় অনেকেই সন্তুষ্ট আছেন। ইনি অতি ভদ্র দয়ালু ও পরোপকারী, ইঁহার সৌজন্যে অনেকেই সুখী হইয়াছেন।

৪। এখানে এবৎসর অপর্য্যাপ্তরূপে শস্য জন্মিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই শস্যের মূল্য অতিশয় সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নূতন চাউল প্রায় ১৬০ সিকা মণ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন আরো শস্তা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

৫। জনরবে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এ বিভাগের প্রধানতম (ফাষ্টগ্রেডের) ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মৈত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এ বিষয় কত দূর সত্য তাহা এখন স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

—••—

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা পৌষ সোমবার।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন আমেরিকার রাজা আগা সাহেব ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের এক জন সভ্যতম সর্দ্দার।

এরূপ জনশ্রুতি লর্ড ক্রাণব্রোন শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। রাজ্ঞী রাজাকে এক পত্র লিখিয়াছেন, ইহার পরই শাসনভার অর্পণের সনন্দ আসিবে।

শুক্রবার মিস কার্পেণ্টর উড্রো ও আটকিন্সন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত উত্তরপাড়ার বালিকাবিদ্যালয় দর্শন করিয়াছেন। আগামী কল্য তিনি বেথুন বালিকাবিদ্যালয় পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া কৃষ্ণনগর ও যশোহরে যাইবেন। মিস কার্পেণ্টর এক্ষণে গবর্ণর জেনরলের বাটীতে আছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা আফজল খাঁ ও আজিম খাঁ নিরপরাধে সর্দ্দার মহম্মদ রফিক খাঁকে বধ করাতে কাবুলের প্রধান মোল্লা চাকোরের উত্তেজনায় লোকে তাঁহাদিগকে কাফের করিয়াছে। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে সিয়াসআজিম খাঁ প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেছেন না, আফজল খাঁ তাহা সর্ব্ব প্রকারে করিতেছেন। কিন্তু এই সংবাদে বড় বিশ্বাস করা যায় না।

আমরা দুঃখিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ইডেন সাহেব অতিশয় পীড়িত হইয়া সমুদ্রে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিতেছেন। জুনিয়র সেক্রেটারি গেগান সাহেবও পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। এস, সি, বেলি সাহেব সেক্রেটারির ভার পাইবেন।

কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরা নিয়ম করিয়াছেন যে সকল মকদ্দমায় আটর্নী অথবা বারিষ্টর আসিবেন, সেই সেই স্থলে বারিষ্টর ও আটর্নীগণ পূর্ব্ব দিবস বেলা ৩ টার পূর্ব্বে পত্র দ্বারা বিচারপতিকে জানাইবেন। পর দিবস দুই প্রহরের পর এই সকল মকদ্দমার বিচার হইবে।

গত বৃহস্পতিবার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সম্পাদকগণ কলিকাতার পুলিষ কমিসনরকে ১,৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া আর কয়েক মাস অনাথ চিকিৎসালয় সকল রাখা হইবে। মাতৃপিতৃ হীন শিশুদিগের আশ্রয় গৃহের জন্য এক লক্ষ টাকা মূলধন স্বরূপ দেওয়া হইবে। এই গৃহটী চিরস্থায়ী করা হইবে। ইহার জন্য বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক চিরকাল মাসিক ১০০ টাকা ও বাবু গনপত সিংহ দশ বৎসর পর্য্যন্ত ৩০০ টাকা দিবেন। বাবু হীরালাল শীলও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। কলিঙ্গবাজার বাটীতে অনাথ আলয় হইয়াছে। বাজারের ভাড়ার স্বরূপ দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা উপনগরের মিউনিসিপালিটিকে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

গত শুক্রবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সভ্যগণ অনুপস্থিত ছিলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৮ ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে কয়েকজন ইউরোপীয় লোফার বোম্বাইয়ের খোজা গলির এক মাড়য়ারির বাটীতে চুরি করিতে যায়। গৃহস্থেরা তাহাদিগের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া গোলযোগ করাতে লোফারেরা দুই ব্যক্তিকে বধ ও দুই জনকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলায়ন করে। সৌভাগ্য বশতঃ পুলিষ অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন। নীচ শ্রেণীর ইউরোপীয়েরা কেবল এদেশের অনিষ্টের হেতু হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, মান্দ্রাজ রেলওয়ের অধ্যক্ষেরা নিয়ম করিয়াছেন, যে সকল ভৃত্য প্রভুর শিশুসন্তান লইয়া যায়, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে পারিবে। এ বন্দোবস্ত অতি উত্তম, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ইহার অনুসরণ করিতে কি সাহসী হইবেন?

উক্ত পত্র বলেন, রিউটার কোম্পানির আবেদনানুসারে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, অন্যান্য সংবাদের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সংবাদ টেলিগ্রাফে আসিবে। রিউটার এক্ষণে সংবাদ পত্র সমূহকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, কিন্তু এই সংবাদ প্রায় বাণিজ্যসংক্রান্ত। সাধারণের সন্তোষকর রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ অল্পই আইসে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সমূহ আপনার এক বিশেষ উপায় করিয়া সংবাদ আনিবার মানস করিতেছেন, তাহা হইলে রিউটারের এই সুবিধা থাকা অযুক্ত।

কাপ্তেন হাবওয়ার্ড সাগরার মাজিষ্ট্রেট পোলক সাহেবের নামে ক্ষতিপূরণের প্রার্থনায় ৫০০০ টাকার দাবিতে নালিশ করিয়াছেন। কাপ্তেনের অভিযোগের মর্ম্ম এই আদালত সেরেস্তা অস্ত্র চুরি যাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট মিথ্যা করিয়া কাপ্তেনকে হাজতে দিয়া প্রথম বিচার করিয়াছিলেন। বারিষ্টর প্রিচার্ড সাহেব কাপ্তেনের পক্ষ আছেন, আগরার প্রধানতম বিচারালয়ের উকীল কনলান সাহেব মাজিষ্ট্রেটের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। মকদ্দমার বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন রাখে না, কিন্তু কাপ্তেন হাবওয়ার্ডের মিত্রগণ তাঁহাকে এ বিষয়েই নিবৃত্তি না করিয়া অবিবেচিত কার্য্য করিতেছেন।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কোচিনের অন্তর্গত কম্বোডিয়াতে ফরাশীরা পরাজিত হইয়াছে, তাহাদিগের ৮০ জন হত হইয়াছে। যুদ্ধ [illegible]

ককে ঠকাইয়াছে। ক্রমশঃ এইরূপ চীনেরা কতক ও আক্রমণ করিবে, এ নিমিত্ত তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ সজ্জা করিতেছেন। কিন্তু আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। জাপানের নূতন টাইকুন ডাইমিওদিগকে আহ্বান করিয়া বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইনি উপযুক্ত লোক ও বিদেশীয়দিগের উৎসাহদাতা। জাপানের গৃহযুদ্ধ শীঘ্র বন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

মিস কার্পেণ্টারকে সমাদরে গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াটিক সোসাইটিতে এক সভা হইবে।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন, এক দল মিসমি বন্য জাতি পরগণার এক পল্লীগ্রাম লুঠ করিয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছে। এই সকল বন্য শীঘ্র শাসিত হইবে না দেখা যাইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি আগরার বিখ্যাত চাঁদনীচকের কলিকাতার জুয়াচোর হোসেন খাঁর সহিত একত্র হইয়া যোধপুরের রাজার বাটীতে গিয়া এক জোড়া মোহর জোড় বিদায় চাহিয়া লয়। পরে মোহর পুনর্ব্বার আইসে। রাজা জোড়া খুলিতে উদ্যত হওয়াতে হোসেন খাঁ এই বলিয়া নিষেধ করে যে তাহা করিলে মোহর নষ্ট হইবে। উভয় জুয়াচোর এই প্রকারে রাজাকে নিবৃত্ত করিয়া পলায়ন করে, পর দিবস জোড়া খুলিয়া রাজা দেখিলেন, মোহর নাই, কেবল পয়সা আছে, জুয়াচোরেরা ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। হোসেন খাঁ এক জন বিখ্যাত লোক। যে সকল ব্যক্তির অর্থ আছে, অথচ বিদ্যাবুদ্ধি নাই, তাহাদিগকে চালাকি দেখাইয়া এ ব্যক্তি উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহার দণ্ড সাধারণের মঙ্গলের কারণ হইবে।

৪ ঠা পৌষ মঙ্গলবার।

গত শনিবার রাত্রিতে কলিকাতার আহিরীটোলার গলিতে এক মৃতদেহ দৃষ্ট হয়। ইহা এক জন নিকটবর্ত্তী মুদির দেহ স্থির হইয়াছে এবং দেহটী এক বেশ্যালয়ের সম্মুখে ছিল। আহিরীটোলা, সভাবাজার ও সোণাগাজী শনিবার রাত্রিতে লণ্ডনের বদমায়েস বিভাগের চিত্রপট হয়। এই বারে এই বিভাগে অনেক খুন হইয়া থাকে, মাতা কাটার ত কথাই নাই। এতদ্দেশীয় " লালবাজারের " অধিক সংখ্যক পুলিষ প্রহরী রাখা অতিশয় আবশ্যক।

আসামের অন্তর্গত সিবাই চা ক্ষেত্রের জন্য ১,৭০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু শনিবার নীলামে এই উদ্যান এক শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। গার্ডন সাহেব কোম্পানি দেউলিয়া হওয়া অবধি চা-ক্ষেত্রের মূল্য অতিশয় কমিয়াছে।

কলিকাতার দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে চাঁদা হইতেছে, সভা এই টাকা নানা চিকিৎসালয়ের জন্য দিতেছেন। সভা যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ফগ ও উড সাহেবের নিকটে সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অতি আবশ্যক। দুর্ভিক্ষ সদৃশ বিপদকালে যত বার চাঁদা আবশ্যক হইয়াছে, উড সাহেব তত বার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন।

ইংলিসম্যানের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন ভূপালের বেগমের মৃত্যু হইয়াছে। আগরাতে বেগমের পীড়াতে ওলাউঠা হইতেছে। এ জনরব সত্য হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই সংবাদ পাইতেন।

শুনা যাইতেছে, লার্ড ক্র্যান্‌বোরণ উৎকলের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে লিখিয়াছেন, যদি সর সিসিল বীডনের পদত্যাগের সময় নিকট না হইত, তাহা হইলে তিনি রাজ্ঞীকে এই অনুরোধ করিতে বাধিত হইতেন যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে পদচ্যুত করা হয়। সর সিসিল বীডন এইরূপ বিরাগ ভাজন হইয়াছেনই বটে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সর বার্টল ফ্রিয়ার অশ্ব হইতে পতিত হইয়া যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে অদ্যাপিও আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি এক বার আপনার প্রিয় প্রদেশ সিন্ধু দর্শনার্থ যাইবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিষেধ করাতে এই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বিখ্যাত আফ্রিকা ভ্রমণকারী ডাক্তর লিবিঙষ্টোন যে কয়েক জন ভারতবর্ষীয়কে সঙ্গে লইয়া যান, তাঁহারা নিয়াশা হ্রদের নিকটবর্ত্তি মাটাকা নামক এক অনপূর্ব নগর পর্য্যন্ত গিয়া পীড়িত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ডাক্তর লিবিঙষ্টোন ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পশু লইয়া গিয়াছিলেন সে সমুদায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ডাক্তর শীঘ্র কয়েক জন আরব বণিকের দ্বারা এক পত্র লিখিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বাবু পীতাম্বর ধর ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব উকীল মাবলীর নামে ২২০ টাকার এক ডিক্রী করিয়া বেলিফ এচ, এল, সাণ্ডিসের নিকট তাঁহার ডিক্রীর পরয়ানা দেন। বেলিফ মাবলীকে ধৃত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহার নামে ছোট আদালতে এই টাকার জন্য নালীশ হয়। কিন্তু আইন অনুসারে তিন মাসের মধ্যে নালীশ না হওয়াতে বিচারপতি মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হউক, কিন্তু ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে ছোট আদালতের উকীল ও বেলিফদিগের তালিকার সংশোধন অতি আবশ্যক। এই আদালতে পরীক্ষোত্তীর্ণ উকীল ভিন্ন আর কাহাকে যাইতে দেওয়া উচিত নয়। এটী কবে হইবে?

হরিপ্রসাদ ক্ষেত্রী ৫০০০ টাকার এক হুণ্ডি জাল করাতে তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ওমার খাঁ এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে সিয়ারআলী খাঁর সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। সর্দ্দার আজিম খাঁ গিজনীতে যাইবার আজ্ঞা পাইয়াছেন। আফজুল খাঁ তাঁহার প্রতি সন্দেহ করেন। সর্দ্দার জেলালুদ্দিন খাঁ বিদ্রোহী হইয়া কেলেদাবাদ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইনি আকবর খাঁর পুত্র।

৫ ই পৌষ বুধবার।

বিনায়ক মানদেব ১৮৬৭ অব্দের জন্য বোম্বাইয়ের সরিফ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন এতদ্দেশীয় এই পদ পান নাই। জাতিভেদ বোম্বাইয়ে অল্পই আছে। কলিকাতায় ইহা হইবার অনেক বিলম্ব আছে। এক জন আর্ম্মেনীয় যে পদ পান তাহাতে দেশবাসী ভারতবর্ষীয়ের অনধিকার।

আগামী ১ লা জানুয়ারি অবধি দিল্লীর সেতু সাধারণ বাণিজ্যার্থ খোলা হইবে। যমুনার দুইটি বৃহৎ ও উত্তম সেতু হইল। কিন্তু কলিকাতায় ইহা করা ইংরেজদিগের বুদ্ধিতে ঘটিয়া উঠিতেছে না।

২ রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ভিন্ন২ অনাথ চিকিৎসালয়ে ১০,৭৬৯ জন স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু চিকিৎসার্থ আগমন করে। ইহাদিগের মধ্যে ৩৭৬১ জন আরোগ্য হইয়াছে এবং ৪২৭৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৮৫৫ অব্দে লার্ড ডেলহৌসি আজ্ঞা দেন সরকারি কর্ম্মের জন্য যে সকল লোক আবেদন করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য তাঁহাদেরই পদ দেওয়া হইবে। ৬ টাকার ঊর্দ্ধ বেতনের পদ লেখা পড়া জানেন এমত লোককে দেওয়া লার্ড ডেলহৌসির অভিপ্রেত ছিল। ১৮৫৮ অব্দে বঙ্গদেশের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার ডিরে

উর ইয়ঙ সাহেব এক মরকুলার দ্বারা এই নিয়ম বলবৎ করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে ইহা বৃথা হই য়াছে। আদালত ও আফিস সমূহের কাজ সুপা রিস-ব্যতীত কাহারও হইবার উপায় নাই। মান্দ্রাজে ইহার বৈপরীত্য দেখা যাইতেছে। প্রতিবৎসর তথায় রাজ কার্য্যের প্রার্থিদিগের পরীক্ষা হয়। এজন্য পরীক্ষক বর্গ আছেন, প্রশ্ন ইংলণ্ডে মুদ্রিত এবং পরীক্ষার্থিদিগকে কী দিতে হয়। এবার ২৩৯১ জন পরীক্ষার্থি আইসেন। ইহাদিগের মধ্যে ২২২৭ জন পরীক্ষা দিয়া ছ লেন। ৭৩২ জন সাধারণ বিষয়ে ও ৪৫০ জন বিশেষ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গতবৎসর অপেক্ষা পরীক্ষার ফল অধিক তুষ্টিকর হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট তথায় চার চাষের চেষ্টা দেখিতেছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম সিংহলে দুর্ভিক্ষ, অন্ত গিয়াছে। অগ্রহায়ণের শেষে চাউল এত সস্তা হইয়াছে যে অনেক বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হই- য়াছেন। সিংহলে এবার কাফি উত্তম জন্মে নাই অন্নকষ্ট হওয়াতে কাফিকারেরা মজুরদিগকে অধিক বেতন দিতে বাধিত হন। সুতরাং তাঁহা দিগের এবার লাভ হইবে না। সিংহলের গবণ মেণ্ট খাল খনন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হই য়াছেন। সিংহলে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে।

কর্ণেল ফেয়ার ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া থিরাটমিউতে প্রত্যাগমন করিয়া- ছেন। রাজা বা নজোর অসুবিধাকর কয়েকটী শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের সীমায় একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী শুল্ক আদায় করি- বেন। কর্ণেল ফেয়ার নিজে সন্ধি পত্র লইয়া কলি কাতায় আসিবেন।

২ রা ডিসেম্বর অবধি ৯ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে আরোহী দ্বারা ১,৫০, ৯১০ ও দ্রব্যে , ৩,৯১০ ।৶৫ সর্ব্বশুদ্ধ ৪২৪৯১৪৸৴১৫ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাইলে ৩৭০৮১০ ভাড়া দেয়া যাইতেছে।

রেঙ্গুন টাইমস লেখেন ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহী রাজকুমারদিগকে [illegible] মধ্যে নজর বন্দিতে রাখা হইয়াছে। আ. ম খাঁর পঞ্জাবের সীমায় থাকিয়া ষড়যন্ত্র করা এবার গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইয়াছে।

এল, আর, টট্‌ হাম সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল বিভাগের স্থায়ী রেজিষ্টর হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত তালিকায় উৎকলের সাপ্তাহিক আহার্য্যপ্রার্থির স[illegible] ২ হইতে—

৬

		প্রবক্ষম	অক্ষম
২০ এ অক্টোবর অবধি ২৭ এ পর্য্যন্ত	কটকে	১৯,৪৬০	১৩,৪৫৩
১৭ ই নবেম্বর	পুরীতে	৫,৬২০	৪,১৪০
ঐ	বালেশ্বরে	১৬,৯২৫	৩,৫৫১
১০ ই ডিসেম্বর	মেদিনীপুরে	১০	৭৯৯

কটকে প্রত্যহ ৮১ জন, পুরীতে ২৫ জন ও বালেশ্বরে ৫১ জন প্রাণত্যাগ করিতেছে।

কলিকাতার পয়নালা করিবার ভার এটাস কোম্পানিকে দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র একার্য্য আরম্ভ হইবে। সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়র স্মিথ কবিপ করিয়াছেন। ক্লাক সাহেব কোথায় ?

৬ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র সমূহ জনরব করেন মহারাজ সিন্দিয়া ইংলণ্ড দর্শনার্থ গমন করি- বেন। আমাদিগের ইহা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু রাজগণ যদি ইংলণ্ডে যাইয়া রাজ্ঞী ও প্রধান লোকদিগের সহিত আলাপ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অধিক স- ম্মান প্রদর্শন করেন, রাজ্য শাসনের পক্ষেও অনেক ভাল হয়।

বোম্বাইয়ের বিক্টোরিয়া আলবার্ট চিত্রশালি কার অনেক ঋণ হইয়াছে। রস্তমজী খাই খনর নামক এক জন লীলামকর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি আপনার অর্দ্ধেক আয় প্রদান করিবেন। চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ ধারক এই বদান্যতা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের পূর্ব্বতন দাতব্য অন্য পিও আছে। আক্ষেপের বিষয় দুর্ভিক্ষের ন্যায় বিপদকালে বণিকগণ কষ্টে আছেন, নচেৎ কাহা রও মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

ব্বলপুরের ৪০ ক্রোশ দূরে মোপানি গ্রামে প্রচুর কয়লা আছে। বোম্বাই রেলওয়ে কো- ম্পানি তথায় এক শাখা করিবেন। অনেক স্থলে এখনও কষ্টে কল চালান হয়। মধ্য ভারত বর্ষের খনিতে কাজ আরম্ভ হইলে ইহা করিতে হইবে না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, হিরাট হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসাতে আমীর সিয়ার আলি খাঁ কান্দাহার হইতে কিলাতে অগ্রসর হন। কালা কেলায় আসিয়া তিনি সৈন্যগণকে তথায় রাখিয়া নিজে কান্দাহারে গমন করিয়া- ছেন। শীতকালে বোধ হয় আর যুদ্ধ হইবে না যত সময় গত হইতেছে, ততই আফজুল খাঁর বিপদ বৃদ্ধি হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের শতকরা ৫০ টাকা মূল্য অ.ধক ধার্য্য হইয়াছে। অধ্যক্ষগণ বলেন, বর্ত্তমান মূল্যে তাঁহাদিগের ব্যয় পোষায় না। হরকরা নাই, ইংলিসম্যানের মূল্য উচ্চ, অতএব অধ্যক্ষগণ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

পঞ্জাবের জনসন সাহেব ১৫ দিবস খোটানে ছিলেন। তিনি তত্রত্য সেনাপতি মহম্মদ আ- লীকে বিঠুরের নানা সাহেব জ্ঞান করিয়া কর্ণেল ওককারকে যে পত্র লিখিয়াছেন, মফস্বলাইটে তাহা প্রকাশ করিয়াছে। জন সন সাহেব বলেন, মহম্মদ আলির ৫০ বৎসর বয়স। এক জন বয়স্ক লোক নেওয়াক পত্তিবার সময়ে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পদের এক অঙ্গুলি নাই। নানা সাহেবের দক্ষিণ পদের এক অঙ্গুলী ছিল না। জনসন সাহেব বলেন " মহম্মদ আলী সর্ব্বদা চীনে টুপি মস্তকে দেন, কিন্তু এক বার তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আইসেন, তখন আমি দেখিলাম তাঁহার পাগড়ী মহারাষ্ট্রীয় ধরণে বাঁধা আছে। একটী পিস্তলে কোম্পানির মার্কা রহিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ হিন্দুস্থানী জানেন না বলিয়াছিলেন কিন্তু পরে স্বীকার করিলেন উভয় হিন্দুস্থানী ও ইংরাজী ভাল জানেন এবং ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের সহিত অনেক কাল সভ্যভাবে বাস করেন। মহম্মদ আলী বলেন দুই বৎসর হইল তিনি খোটানে আসিয়াছেন, কিন্তু অন্য অন্য লোকে চারি বৎসর বলিয়াছেন। বাণিজ্যকারির বেশে মহম্মদ আলী কাবুল দিয়া খোটানে গমন করেন তাঁহার সহিত দুই জন লোক ছিলেন, এক জন ভৃত্য ও আর এক জন দীর্ঘাকার সুন্দর মুসল মান। এ ব্যক্তি আজিমুল্লা খাঁ স্থির করা হই য়াছে। মহম্মদ আলী খোটানে উত্তম অবস্থায় আছেন এবং প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে ৩০০ সিপাহী [illegible] ভোজ দেন। জনসন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন তথায় পুনর্ব্বার গিয়া নিরাপদে আপন সম্পত্তি ও কুশল ভোগ না করেন কেন ? তাহাতে মহম্মদ আলী উত্তর করিলেন "আমার যাহা অর্থ আছে, আপনি লইতে পারেন, আমি কিছুই চাহি না। যখন আমার এত ঐশ্বর্য্য ছিল, আমি তাহার কি ব্যবহার করিয়াছি।" এ বৃত্তান্তে আমাদিগেরও সন্দেহ হইতেছে।

গত বর্ষে প্রথমবার একখানি জাহাজ এক কালে ইংলণ্ড হইতে চট্টগ্রামে গিয়াছিল। তত্রত্য চাউলের বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। নারায়ণগঞ্জ অবধি চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক একখানি বাষ্পীয় জাহাজ চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। আরাকান কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামকে কানা করে। কিন্তু বাণিজ্যার্থ এ বন্দর অতি উত্তম। ইহা সমুদ্রের নিকটস্থ নদীর, লণ্ডনীকল স্বাভাবিক গঙ্গা অপেক্ষা প্রচণ্ডবেগ ও গভীর। কুতুবদিয়ার নিকট যে চড়া পড়িয়াছে তাহার সংস্কার করিলে অতি বৃহৎ জাহাজ চট্টগ্রামে যাইতে পারে। আসামের ন্যায় এখানে শীঘ্র চা-চাষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। গবর্ণমেণ্ট কি এই বন্দরের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে সাহসী হইবেন? বাঙ্গালা অপেক্ষা এ সকল বিষয়ে ব্যয় করিলে টাকা জলে পড়িবে না। এক্ষণে সমর ঘাটে যে দুর্দশা আছে তাহার অবস্থা লজ্জাকর।

তাইস সভার মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বারিষ্টর এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, বেগমের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট রাজনীতি সম্বন্ধে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, অতএব আদালত এ মকদ্দমা করিতে অক্ষম। এই আপত্তি অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে, তাঞ্জোরের রাণীগণ এই আপত্তিতে মকদ্দমায় হারেন। কিন্তু এ সকল সামান্য বিষয়ে উহা করা অনুচিত।

৭ ই পৌষ শুক্রবার।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর, গ্রে সাহেব প্রভৃতি মাতলা দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। সাত জন লেডী তত্রত্য কার্য্য সকল এক এক করিয়া দর্শন করেন। মাতলার মিউনিসিপালিটির সভাপতি ফাড়িনাণ্ড শিলার সাহেব সমাগত দর্শকদিগকে ভোজ দিয়াছিলেন।

২৪ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, তন্মধ্যে বালেশ্বর নগরে পরিশ্রম করিতে অক্ষম ২১২৯ জন লোক আশ্রয় পায়, ইহাদিগের মধ্যে ৭ জন শিশু ছিল। অক্ষমদিগের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ১১৪১৭ ও শিশুর সংখ্যা ৫৩১১ জন ছিল। অর্থাৎ অদ্যাপিও নগরের চতুর্থাংশ লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ইহাদিগকে ১৪৯৫৪॥০ মণ চাউল ও ২২৭৮॥০ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। অনাহারে প্রত্যহ ৩০ জন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

আসামের কুলিদিগের অনেকে প্রাণত্যাগ করাতে গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিবার মানস করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে মারীভয় হওয়াতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কমিসনরের অনুরোধে কয়েক জন এতদ্দেশীয় চিকিৎসক ও ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন। ষ্টেটসমিনিষ্টরে মারীভয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজে অনুসন্ধানের আজ্ঞা দেন। গত মারীভয় ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই সাহায্য দান কতক প্রশংসার বিষয়।

বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার যে ভয় ছিল তাহা গিয়াছে। তথায় এবার প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। ক্রমে শস্য চাউলের বাজার সস্তা হইয়াও হইতেছে না।

সর জন গ্রাণ্ট জামেকায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেছেন। এই দ্বীপের বিচারালয় ও বিচার প্রণালী অতি জঘন্য। ১০০ ক্রোশ না আসিলে কেহ মকদ্দমা করিতে পারেন না। শীঘ্র কোন মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। নূতন শাসনকর্ত্তা বিচারালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানস করিয়াছেন। জামেকার প্রাগুক্ত রবিন্সন প্রোবষ্ট মার্শল গর্ডন রামজের বিরুদ্ধে হত্যার অপরাধের বিল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এক জন কাফ্রিকে প্রহারের আজ্ঞা হয়, কাফ্রি প্রহারের সময়ে রামজের দিকে তীব্র দৃষ্টি করাতে তাহার তৎক্ষণাৎ ফাঁসী হয়। বিচারপতি রামজেকে বিচারের যোগ্য বলেন। কিন্তু জামেকার কাফ্রিকরেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিয়াছেন। প্রাগুক্ত এই কারণে উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৮ ই পৌষ শনিবার।

লাহোর ক্রণিকেল বলেন, সম্প্রতি কয়েকজন ইংরাজ আফিসর কাশ্মীরে গিয়া ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছেন। রাজা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয় জানাইবেন। ক্রণিকেল সমুদায় লজ্জাকর বিবরণ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন। গত বৎসর এক জন আফিসর এ প্রকার অত্যাচার করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভর্ৎসনা মাত্র করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় যদি লোকে আপনাদিগের হস্তে দণ্ডের ভার লয় তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। এই সকল লজ্জাকর কাণ্ডের দণ্ড কবে হইতে থাকিবে?

গত কল্য সর সাহেব গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ সিলিবিটি জাহাজে কটকে গমন করিয়াছেন।

পঞ্জাবে এ পর্য্যন্ত ৫ জন ইউরোপীয় ও দুই জন এতদ্দেশীয় উকীল গিয়াছেন। পূর্ব্বে তথায় উকীল যাইবার আজ্ঞা ছিল না। লোকে উকীল পাইলে সন্তুষ্ট হন, কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের সৈনিক বিচারপতিদিগের ভয়ে কেহই সাহস করেন না। নিয়ম বহির্ভূত প্রণালী কেবল সর জন লরেন্স ও পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদিগের নিকটে প্রশংসনীয়।

টাইম স অব ইণ্ডিয়া বলেন, কাদল নামক এক জন জার্ম্মণীয় জানজিবারের রাজার ভৃত্য স্বরূপ থাকেন। রাজার ভগিনী তাঁহার প্রতি আসক্ত হওয়াতে উভয়ে এডেনে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন। রাজকুমারীর সহিত কাদলের বিবাহ হইয়াছে, এবং তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

গত ছয় বৎসরে ভাগলপুরে ১১৫০ জন ব্যাঘ্র দ্বারা হত হইয়াছে। এই সময়ে ৬৭৬ টী মাত্র ব্যাঘ্র বধ করা হইয়াছে। আসামে ৭৩৩ জন ব্যাঘ্রের মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শীকারীগণ ৪৪৭৪ টি ব্যাঘ্র বধ করিয়াছে।

কটকের কমিসনর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন তত্রত্য জঙ্গলমধ্যে বিস্তর হস্তী আছে। প্রতি দলে ৮০ অবধি ২০০ পর্য্যন্ত হস্তী থাকে। অনেক লোক ইহাদিগের দ্বারা হত হয়। বন্য হস্তী বধ করিলে গবর্ণমেণ্ট ৫০ টাকা দিয়া থাকেন, তথাপি লোকে সাহস করেন না। কমিসনরের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট কটকে খেদা স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন। কটক ও সম্বলপুরের বনে অসংখ্য হস্তী আছে, এখানে খেদা করিলে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অপেক্ষা অধিকসংখ্যক হস্তী ধরা পড়ে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে, গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪ টাকার সিক্কা		৮৬।০—৮৬৵০
৪	" কোং	৮৬॥০—৮৬৸০
৫	" কোং	১০৩৸০—১০৪
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০১॥০—১০১৷৷৵০
৫॥০	" কোং	১১০—১১০৵০

—:•—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই ডিসেম্বর—প্রাতঃকাল। লার্ড ক্রাণবোরণ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কাগজের দেনা ১৮৭০ অব্দের ১৭ ই জুলাইয়ে দিবার কথা ছিল তাহা ১৮৮০ অব্দের জুলাইয়ের পূর্ব্বে দেওয়া হইবে না।

ডমোলটিয়র, লিএসকে বলিয়াছেন মার্চমাসে ফরাসী সৈন্যগণ মেক্সিকো ত্যাগ করিবে।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর—আগরা ব্যাঙ্কের অংশ বাহির হইয়াছে। অংশের অতিরিক্ত আবেদন হইয়াছে। ব্যাঙ্কের কাজ পুনরারম্ভের জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে। চারি কোটি টাকার মহাজনগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা ডিসেম্বর—লিমারিকে সামরিক আইনজারি হইয়াছে। ডবলিনে অনেককে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

জন ষ্টুয়ার্ট পুনর্ব্বার বোম্বাই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর—প্রাতঃকাল। ইটালীয় গবর্ণমেন্ট টনেলোকে দূত স্বরূপ রোমে প্রেরণ করিয়াছেন। বিজাজি তথায় যাইতে অস্বীকৃত হন।

আয়ারলণ্ডে ২০ টী মিলিশীয়া রেজিমেন্ট সংগ্রহ করিবার মানস করা হইয়াছে।

সম্রাট মাক্সিমিলিয়ান ইউরোপে আসিতেছেন। ক্রিট হইতে পরস্পর বিপরীত সংবাদ আসিতেছে। এমত জনশ্রুতি গ্রীক সৈন্যগণ তুরুস্কের সীমায় সমবেত হইতেছে।

জনসনের মহাসভার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

সংবাদ আসিয়াছে আয়ারলণ্ডে ফেনিয়ান বিদ্রোহ হইয়াছে, অনেক অস্ত্র ধৃত হইয়াছে।

—•✱•—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনি পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষার রীতি সংশোধনে ক্রমশঃ চেষ্টা করিয়া যে কৃতকার্য্য হইবেন এমত বোধ হয় না। কারণ পূর্ব্বাঞ্চলের দুই সংবাদপত্রের সহিত আপনার যেরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে ক্রমে তাহা আপনার পাঠকগণের অসন্তোষজনক হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের সংবাদপত্র তদঞ্চলীয় ভাষার দোষ স্বীকার এবং সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া কেবল পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাগত দোষ বিস্তার করিয়া উভয় অঞ্চলের লোকের মনে পরস্পরের প্রতি অসূয়া জন্মাইতেছেন। ফলতঃ আমাদিগের (পূর্ব্বাঞ্চলের) ভাষাগত যে দোষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা মৌখিক কথন অপেক্ষা লিখনপঠনে অল্প। আপনি বঙ্গদেশের সভ্য সাধারণকে প্রধান প্রধান নগরে এক একটী "বঙ্গভাষাসংশোধনী" সভা স্থাপন করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের ভাষা সংশোধনার্থ অনুরোধ করুন। তদ্দ্বারা ভাষার দোষ সংশোধন এবং যে সকল নূতন শব্দ ইংরাজী বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার ঐক্য হইতে পারিবে।

আমাদিগের দেশে (পূর্ব্বাঞ্চলে) যে শব্দের মৌখিক ব্যবহারে এবং লিখনপঠনে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, সাধারণের জ্ঞাপনার্থ নিম্নে লিখিতেছি এগুলি সংশোধন হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক, বলা বাহুল্য।

লিখনপঠনে	মৌখিক কথনে
ব্যবহার	ব্যবহার
তাঁহার	তানগর
লাগিয়া	লইগ্যা
করিয়া	কইর্য়া
গুড়গুড়িয়া	গুরগুরাস্যা
করিয়া	কুইর্য়া
ভবানী	ববানী
ভাই	বাই
বাঁশ	বাশ
পাঁচ	পাচ
চাঁদ	চাদ
ভাদ্র	বাদ্দ
খাইব	কাইমু
কাহাকে	কেডারে
শাক	হাগ
বাসমানিক	বাস্যানিক্য
সাক্ষাৎ	হাক্কাৎ
করিব	করম

এইরূপ বিস্তর শব্দ আছে। কিন্তু ইদানীং এরূপ শব্দ অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকে ব্যবহার করেন না। তথাপি মাতৃভাষা, আমরা অনেক সাবধান হইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। এমন কি, পশ্চিমাঞ্চলের লোকের সঙ্গে কথোপকথন কালে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

এক জন পূর্ব্বাঞ্চলবাসী

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(অনুবাদ)

মহাশয়! এক্ষণে আমাদিগের নগর পরগণার সেই প্রচণ্ড বিভীষিকাবিশিষ্ট দুর্ভিক্ষাগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল মনুষ্য অনাহারে কেবলমাত্র অস্থিচর্ম্মাবৃত জীর্ণ শরীর বহন ও দ্বারে দ্বারে আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিত এখন তাহাদিগকেই কৃষক মণ্ডলীর মধ্যগত ও কর্ম্মক্ষম হইতে দেখা যাইতেছে। এই পরগণার অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষিকর্ম্মোপজীবী। শিল্পির ভাগ অতি কম, যেখানে দরিদ্র তাঁতি অধিক নাই সেখানে দুর্ভিক্ষ অধিক কাল স্থায়ী হয় না।

সম্পাদক মহাশয়! অকাল ত গেল, দিন দিন সুকাল আগত হইতেছে। কাহারও সুখ অথবা দুঃখের নিমিত্ত সময় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না, যে প্রকারেই হউক দিন চলিয়া যায়। যখন টাকায় চারি সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, তখনও দিন গিয়াছে এবং এখন যে সাতাইস সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে এখনও দিন যাইতেছে। হায়! দুর্ভিক্ষ সময়ে যে ব্যক্তি সঙ্গতি সত্ত্বেও দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ কিঞ্চিন্মাত্র অকিঞ্চিৎকর ধনদানেও কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছে সে কি নির্দ্দোষ ও তাহার হৃদয় কি কঠিন প্রস্তর! এবং যে যে মহাত্মা এমত সময়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি সদাশয় ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কি নির্ম্মল! এই প্রস্তাব দ্বারা যে যে মহাশয় সহৃদয়তা সহকারে দীনগণের দুঃখ নিবারণার্থ কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইয়াছেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বহু ধন্যবাদের সহিত সোমপ্রকাশে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। এই ধন্যবাদের প্রথম পাত্র এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বাহাদুর। ইনি যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের সাহায্য দরিদ্রগণের প্রতি বিতরণ করিয়াছিলেন এমত নয়, মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্রগণের পীড়া শান্তি করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই মহকুমার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত [illegible] খাঁ। ইনি নানা প্রকার বিচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্রত্যহ অন্নসত্রে উপস্থিত হইতেন এবং দুইশত কাঙ্গালিগণকে আহার করাইতেন। তৃতীয়, এতদ্গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল অগস্তী মহাশয় দ্বয়। ইঁহারা বিনা বিরক্তিতে প্রকাশে প্রায় প্রত্যহ অন্নসত্রে উপস্থিত হইতেন এবং দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ মাসিক চাঁদাতেও সঙ্গতি অনুসারে বিলক্ষণ অর্থদান করিয়াছেন। চতুর্থ, শ্রীযুক্ত বাবু যাদবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তথা শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত

বাবু জগবন্ধু পাঁড়ে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু পরাণচন্দ্র হাজরা ও তথা শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। ইহারা সকলেই সাধ্যানুসারে নানা প্রকারে কাঙ্গালিগণের হিতাম্বেষণ করিয়াছেন এবং আপন আপন সঙ্গতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা দিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঈশ্বর ইহাঁদিগকে সুখী করুন!!! ধন্য গড়বেতা! তুমি অতি অল্প দিন পূর্ব্বে সামান্য গ্রাম ছিলে, এক্ষণে কয়েক ব্যক্তির পরিশ্রমে ও কয়েকটী সঙ্গুণ ব্যক্তির আবাস স্থান হইয়া দিন দিন উন্নতিপথে পদার্পণ করিতেছ। ঈশ্বর তোমার উৎকর্ষ সাধন করিলেই আমাদিগের পরম মঙ্গল।

গড়বেতা। বশম্বদ।
২৯ এ অগ্রহায়ণ। শ্রীরা.না —
১২৭৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের হিতের জন্য নানা প্রকার সদুপায় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উঁহাদিগের নিয়ুক্ত কর্ম্মচারির দোষে ও সুশৃঙ্খলার অভাবে, তাহা প্রজাদিগের তাদৃশ উপকার জনক হইতেছে না। বিশেষতঃ উহা মফস্বলে অভীষ্ট ফলদায়ক না হইয়া বরং কখন কখন বিপরীত ফল প্রসব করে। নিম্নে যে বিষয় লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই এ কথা সমর্থিত হইবে।

অল্প ব্যয় ও বিনা ক্লেশে প্রজারা শীঘ্র দূরস্থ সমাচার পাইবে ও পাঠাইতেও সমর্থ হইবে, এই অভিপ্রায়ে ডাক ডিপার্টমেণ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মফস্বলের অধিকাংশ ডাকঘরেই উক্ত সদভিপ্রায় রীতিমত অনুষ্ঠিত হয় না। প্রথমতঃ মফস্বলের অনেক ডাক মুন্সিই এক এক গ্রামের অনেকগুলি পত্র না জুটিলে আর তাহা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট প্রেরণ করেন না। ইহাতে ডাকঘরে কখন ৮। ১০ দিন কখন বা ১২। ১৪ দিন বিশ্রাম না করিয়া ডাকের পত্র আর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত হয় না! তাহাতে যে কিরূপ কার্য্যক্ষতি হয়, তাহা অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন অথবা অনেকেই তাহাতে ভুক্তভোগী আছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাশয়! ডাক ডিপার্টমেণ্টের নিয়মানুসারে কোন ডাক মুন্সিই কোন পত্র ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় আপনাদিগের নিকট রাখিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মফস্বলের প্রায় সকল ডাকঘরেই টিকিট পাওয়া যায় না, অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, যে, টিকিটের অভাবে তাঁহারা পত্র প্রেরণে নিরস্ত থাকেন সুতরাং এরূপ স্থলে প্রয়োজন সত্ত্বেও লোকে ডাকে পত্র পাঠাইতে পারে না। এই দুটী কারণ মফস্বলের ডাকঘরের উন্নতির সামান্য অন্তরায় নহে। এই সব কারণেই ডাক দ্বারা লোকের নানা প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের ইহার সংশোধনে যত্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

মহাশয়! এতক্ষণ আমরা যে জন্য বাক্য ব্যয় করিয়া আসিলাম, সেই উদ্দেশ্য এখন স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থানে একটী ডাক ঘর আছে। ভাজনঘাট নামক স্থান তথা হইতে দুই মাইলের অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী নহে। কিন্তু মহাশয়! এই গ্রামের ডাকে আগত পত্র সকল এত বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, যে, শুনিলে আপনি বিস্ময়াপন্ন হইবেন। এই গ্রামের পত্র সকল সচরাচর ৮। ৯ দিন কৃষ্ণগঞ্জ ডাকঘরে পতিত না থাকিয়া আর এই গ্রামে আগমন করে না। কখন কখন ইহা অপেক্ষাও অসঙ্গত বিলম্ব হইয়া থাকে। এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ১০। ১২ দিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে এখানে পত্র লিখিলে সেই কার্য্য শেষ হইবার ৮। ১০ দিন পরে উহা আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। এক্ষণে মহাশয় বিবেচনা করুন যে, এরূপ বিলম্ব দ্বারা আমাদিগের কিরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ইহাতে পত্রপ্রেরকের অভিপ্রায় ও কার্য্য নির্ব্বাহকের কর্ম্ম যে কেমন সুশৃঙ্খলভাবে সুসিদ্ধ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ডাক কলিকাতা হইতে এখানে সদ্যই আসিয়া উপস্থিত হয়। তথাপি এই গ্রামের পত্র আসিতে এত বিলম্ব হয় কেন বুঝিতে পারা যায় না। অধিক কি, কৃষ্ণগঞ্জের ডাকের মোহর দেখিয়া পাছে কেহ বিলম্ব বুঝিতে পারে, এই জন্য উক্ত স্থান হইতে যে সকল পত্র বিলি হয়, তাহাতে মোহর পর্য্যন্তও প্রদত্ত হয় না। আবশ্যক হইলে মোহরাঙ্কিত বিনা অনেক পত্র আপনাকে প্রদান করিতে পারি।

পত্র প্রাপ্তির এরূপ অসুবিধা দ্বারা নানা প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উহার প্রতীকারার্থে ইতিপূর্ব্বে আমরা কৃষ্ণগঞ্জের ডাকমুন্সী মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অতঃপর ইহার সংশোধনের জন্য মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিতেছি। যদি তিনি ইহাতেও সাবধান না হন, তবে অবশেষে আমরা পোষ্টমাষ্টার জেনরলের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হইব। মহাশয়! শেষোক্ত উপায় দ্বারা তাঁহার গুরুতর অপকারের সম্ভাবনা ভাবিয়া আমরা এত দিন তাহাতে নিরস্ত আছি ইতি।

জেলা নদীয়া বশম্বদ।
৫ ই পৌষ ১২৭৩। ভাজনঘাটনিবাসী
জনগণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতি ঝাড় গ্রামের এলাকার ডিবি নামক গ্রামে তসর ব্যবসায়ী ৫ জন ও থন্দব্যবসায়ী ৭ জন সমুদায়ে ১২ জন লোক গত ২৮ এ অক্টোবর উক্ত গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিল। তাহাদের নিকট নগদ ১০০ শত টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহিত ১৫০ টাকার দ্রব্য ছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় অনুমান ২৪ ২৫ জন দস্যু বন্দুক, তরবারি ও তীর প্রভৃতি অস্ত্রাদি সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ব্যবসায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে ৩ জন গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি ডাক্তার খানায় আছে। ডাকাইতগণ এইরূপে ব্যবসায়ীদের সমুদায় অর্থ ও দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। তথাকার পুলিষ ঝাড়গ্রামের রাজার অধীন সুতরাং ডাকাইতি হইবার পর দিবস উক্ত ঝাড়গ্রামের রাজায় দেওয়ান ও শ্রীধর নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি কয়েক জন ডাকাইতির অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই। এমত সময়ে এখানকার শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ স্থান দিয়া গোপীবল্লভপুর এলাকায় একটী খুনের তদারকে যাইতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে এই ডাকাইতির সমাচার পাইয়া মেদিনীপুরের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ দাসকে আনয়ন করিয়া ইহার বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে গত ১ লা নবেম্বর উক্ত ইনস্পেক্টর বাবু ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তথাকার লোক দ্বারা ইহার অনুসন্ধান করা কঠিন, এজন্য তিনি মেদিনীপুর হইতে ৩ জন সর্দ্দার (গয়েন্দা) লইয়া গিয়া গরুব্যবসায়ী হইয়া ছদ্মবেশে জঙ্গল মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত ডিবি গ্রাম হইতে অনুমান দুই ক্রোশ অন্তরে একটি জঙ্গলের মধ্যে একটী খলেশ ভিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, বোধ হয় এই

ডাকাইতি নিকটবর্ত্তি এই গ্রামের লোকদের দ্বারাই হইয়া থাকিবে। এই স্থির করিয়া তিনি তথাকার লোকদের খানাতল্লাসি করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে এক জনের ভাতের হাঁড়ির ভিতর হইতে এক খানি বস্ত্র বাহির হয়। এই আসামীর নাম বনসিংহ। ইহাকে ধৃত করাতে আসামী একরার করিয়া অন্যান্য আর ২১ জনের নাম প্রকাশ করে, কিন্তু যাহাদের নাম করিল তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। তাহারা ঐরূপ দস্যুবৃত্তি করিয়া সততই বনে বাস করে ও বনে বনে বেড়াইয়া থাকে। এইরূপে বনসিংহের সঙ্গে লইয়া জঙ্গল তদারক করাতে অপহৃত অর্থ সহিত ৭ জন ডাকাইত ধৃত হয়, তন্মধ্যে রাণাঘাট পুলিসের একটী বরকন্দাজ ছিল। উহাদের নিকট নগদ প্রায় ৩০০ শত টাকা ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহারা ৭ জনেই একরার করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রিকেট সাহেব মহোদয় স্বয়ং ঐ স্থানে যাইয়া উক্ত মকদ্দমার বিচার করেন। তাহাতে সকলেই আপন আপন ডাকাইতির কথা স্বীকার করে। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে সেসিয়নে সমর্পণ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে এ স্থানে অনেক অনেক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই ধৃত হয় নাই। একণে চন্দ্রপ্রসাদ বাবুর দ্বারা, ঐ ডাকাইতেরা ধৃত হওয়াতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। চন্দ্রপ্রসাদ বাবু কৌশল ক্রমে ও নিজ বুদ্ধিবলে যে কয়েকটী বড় বড় ডাকাইতি ধৃত করিয়াছেন, তাহার সমুদায় সংবাদ আপনার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার কিছু বেতন বৃদ্ধি না হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। প্রার্থনা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া ইহাঁর বেতন বৃদ্ধি সহকারে ইহাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি করেন। সদ্গুণের পুরস্কার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য ইতি।

মেদিনীপুর।

১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৬।

——:o:——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি এই বঙ্গভূমির নানা নগর এবং গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে নদীয়া জেলার প্রধান নগর কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সে স্থানে কতগুলি বিদ্যালয় আছে, তাহা দেখিবার অভিলাষে কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিলাম। দেখিলাম তথায় ৩। ৪ টী উৎকৃষ্ট বৈতনিক এবং একটী অবৈতনিক দরিদ্র বিদ্যালয় আছে। শেষোক্ত বিদ্যালয়টীতে দীন দুঃখী অনাথ বালকদিগের অজ্ঞ সন্তানেরা বিদ্যাভ্যাস করে, তাহাদের ছিন্ন বস্ত্র পরিধান এবং ম্লান বদন দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রুপাত ব্যতিরেকে প্রত্যাগমন করিতে পারেন না। এ বিদ্যালয়টীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত হইলাম, এবং আমার অন্তঃকরণ আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ইহার অধিষ্ঠাতা। তাঁহাদিগের উদার চিত্ত এবং অধ্যবসায়ে এ বিদ্যালয়টির কার্য্য ১৮৬৯ খৃ. অব্দ অবধি একাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া এ বিদ্যালয়টীর জন্য ধনী ব্যক্তিদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। কিন্তু চাঁদার পুস্তক দেখিয়া আমার বোধ হইল যে তাঁহাদিগের মান তথাকার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ইংরাজ মহাত্মারাই অধিকাংশ রাখিয়াছেন, কারণ চাঁদার খাতায় ইংরাজ মহাত্মাদিগের নামের সংখ্যা অধিক, দেশীয় মহাত্মাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কেবল ইংরাজ মহোদয়গণের সাহায্যেই অদ্যাবধি বিদ্যালয়টির জীবন আছে। সম্পাদক মহাশয় এটী কি দেশস্থানের ধনাঢ্য মহাত্মাদিগের লজ্জার বিষয় নহে? তাঁহারা কি স্বদেশের উপকারের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রদান করিয়া অনাথ বালকদিগের বিদ্যালয়টির শ্রীসাধন করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। বোধ করি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্যয়কুণ্ঠ থাকিবেন অথবা কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে এ সকল বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অনর্থক। ইহাদের মতে যাত্রাওয়ালা, ভোজ বাজি, এবং এইরূপ অন্যান্য তামসায় অর্থ ব্যয় করা ভাল, এবং ইহাঁরা করিয়াও থাকেন। শুনিলাম যে দরিদ্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এস্থানের কতকগুলি দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট দরিদ্র বিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ চাঁদার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরে বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব বলিয়া সারিয়াছেন। কেবল ৭। ৮ জন দেশীয় মহোদয় নিয়মিতরূপে চাঁদা প্রদান করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! এটী কি দুঃখের বিষয় নয় যে, যে ইংরাজ মহোদয় ২০০ শত টাকা বেতনের অধিক পান না, তিনি অকাতরে মাসিক ২ টাকা করিয়া চাঁদা প্রদান করিতেছেন, এবং আমাদিগের দেশীয় মহাত্মা, যিনি মাসিক ৫০০। ৬০০ শত টাকা উপার্জ্জন করেন, অথবা বেতন পান, তিনি ৷৷০ আট আনা চাঁদা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন। হা? বঙ্গভূমি! তুমি ইহাতেই উৎসন্ন গিয়াছ, যদি তোমার সকল সন্তানগুলি পরস্পর উপকার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত, তবে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কখনই হইত না। যাহা হউক, একণে আমি বিনীতভাবে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল মহাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এ বিদ্যালয়টীর জন্য বিশেষ মনোযোগী হয়েন, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। আরও শুনিলাম যে এই বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক বহরমপুরে গিয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের নিকট এ বিদ্যালয়টীর বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করাতে তিনি বলিয়াছেন "যে আমি এ সমস্ত বিষয় মহারাণীকে জ্ঞাত করাইয়া যাহাতে তিনি এ বিদ্যালয়টীতে কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা করিব।" সম্পাদক মহাশয় ঈশ্বরেচ্ছায় যদ্যপি এবম্প্রকার সুসম্পাদিত হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়টীর অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আবার "মেয়ার কড়ি দিয়ে
ভুলে পা'র।"

উপস্থিত বাঙ্গালী সমাচার যেরূপ উপহাসীকৃত হইয়া ভাবব্যঞ্জক হইয়া থাকে, এস্থলে সেরূপ হইতেছে না। এই উক্তিটি খেয়াঘাটের কড়ি দিয়া ডুবিয়া পারের কথা লিখিত হইতেছে।

আমরা যত খেয়াঘাট দেখি, সকলগুলই কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্থান! কিন্তু আমার ভাবি, ঈশ্বর যদি পাপের দণ্ডস্থান করিয়াই খেয়াঘাট সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে বিশেষ ক্ষমতাপন্নেরা কি জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হয় না, এবং নিরীহ গরীব বেচারারাই বা কি জন্য, অধিকতর পয়সা দিয়াও অধিকতর কষ্ট ভোগ করে? এ কথাগুলি বাচালতাকৃতের ন্যায় হইতেছে বটে, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটী ঘাটে যেরূপ প্রবঞ্চনা অত্যাচার ও গরীব নির্ব্বলদিগের নিগ্রহ দেখিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ ভাব বাস্তবিকই সহজে মনে উপস্থিত হয়।

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পথে ৪ টী ঘাট আছে। উলুবেড়িয়ার ৩। ৪ ক্রোশ পশ্চিমে দামোদরের ময়রাখা ঘাট, ১৩ ক্রোশ ও ২১ ক্রোশ পশ্চিমে কাঁসাই নদীর যথাক্রমে পাঁশকুড়ো ও পাথরার ঘাট। পাথরা মেদিনীপুরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্ব।

কয়েকটী ঘাটেরই লোক পারের পারানি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক পয়সা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা আছে, কেবল দুই দোনো সেন মধ্যে চর পড়াতে ময়রাখার দুই স্থানে নৌকা দ্বারা পার হইতে হয় বলিয়া তথাকার মাসুল দুই পয়সা। কিন্তু যখন তথায় ২ স্থানে নৌকা দ্বারা পার হইতে হয় না, কেবল পূর্ব্বার্দ্ধ নৌকা দ্বারা পার হইতে হয় তখনও ডবল মাসুল দিতে হয়। কেবল কি ময়রাখার এইরূপ সকল বিষয়েই পারানি ডবল দিতে হয়। এবার আমাদের সঙ্গে একখান পাল্কি আসিতেছিল কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঘাটে আসিতে পারে নাই। তাহার আরোহী মহাশয় পীড়িত ছিলেন বলিয়া মাসুলের কর্দ্দ দেখিতে পারেন নাই। সুতরাং ইজারাদারের দাওয়া অনুসারে তাঁহাকে ৸৹ আনা মাসুল দিয়া পাল্কি পার করাইতে হয়। ময়রাখা ভিন্ন অপর তিনটী ঘাটের লোকেরা পাল্কির মাসুল ।৶৹ আনা করিয়া দাওয়া করে। মাসুলের তালিকা দেখিতে চাহিলে তাহারা বর্ষাঋতুর মাসুল যে ।৶ আনা করিয়া, তাহাই আঁধার চালার মধ্যস্থিত তালিকার ফলকে প্রদর্শন করে। তাহার উপরে যে বর্ষাঋতু বলিয়া লেখা আছে, তাহা সহজে লক্ষ্য হয় না। কিন্তু আমরা তাহাদের প্রতারণা টের পাইয়া শুষ্কঋতুর মাসুল ৶১৹ করিয়া দিয়া পার হই। কেবল পাথরার তালিকার ফলকটী বাহিরে ছিল। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে, তাহারা বর্ষার মাসুল দেখাইয়াই ঠকাইয়া থাকে। আর তথায় শীত ও গ্রীষ্মকালে নদীতে পুল বাঁধা হয়। যত দিন পুল বাঁধা না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তথায় বর্ষাঋতু প্রবল থাকে। বোধ হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসেও যদি পুল না বাঁধা যায়, তবে তখন বর্ষাঋতু ''৩০। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বর্ষাঋতুর স্থিতি শুনিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, উক্ত রূপ ছলেই হউক অথবা বলেই হউক উল্লিখিত ঘাট সকলে সচরাচর ২। ৩। ৪ গুণ পর্য্যন্ত মাসুল আদায় করে। ইহা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি [illegible] নাই এ বিষয়ে অধিকতর অত্যাচার [illegible] নাকাতে অপরেরা যে মাসুলে পার [illegible] দিতে দিয়া গালি ও প্রহার খাইয়া থাকে। পরন্তু অগত্যা বেশী মাসুল দিতে বাধিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আর একটী প্রবঞ্চনা আছে। ইজারাদারদিগের কয়েক খানি করিয়া ডাকপান্সী থাকে। শীঘ্র ও বিনা গোলযোগে পার হইবে বলিয়া এই সকল ডাকের পান্সী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পর পারে খিয়ার নৌকা (সেই এক মাত্র) থাকিলে অনেকে বিলম্বের (১॥ ঘণ্টা) ভয়ে ডাক পান্সীতে পার হইতে বাধিত হয়। ইহাতে আধ পয়সা করিয়া বেশী দিতে হয়। ডাক পান্সীতে ঐ বেশী পয়সা না দিলে প্রায়ই বিলম্ব ভোগ করিতে হয়। খিয়াঘাটের বিলম্বের কথা লেখা বাহুল্য। ডাকপুরুষই রচিয়া গিয়াছেন, " পথে যাও দৌড়াদৌড়ি, খিয়াঘাটে গড়াগড়ি।"

এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আশু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বোধ হয় নিম্নলিখিত ৪ টী ব্যবস্থা করিয়া দিলে এ সকল অত্যাচারের অনেক নিবারণ হইবে।

১। মাসুল জ্ঞাপনের কাষ্ঠ ফলক এমত স্থানে উচ্চ ইষ্টক বেদীর উপরি স্থাপিত হইবে যে, পার হইতে গেলেই যেন সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

২। বর্ষাঋতুর ও শুষ্কঋতুর মাসুল জ্ঞাপনের ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ ফলক হইবে, এবং বর্ষার ফলকটী বর্ষাতে ও অপরটী অপরকালে বাহিরে বেদীর উপরি প্রদর্শিত হইবে। স্ব স্ব সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রদর্শিত হইবে না।

৩। ইজারাদারেরা ডাক পান্সীরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না, অথবা বেশী করিয়া খিয়ার নৌকা রাখিবে।

৪। এক জন পুলিস কর্ম্মচারী ঘাটে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবে। তাহা হইলে উহাদিগের নিগ্রহটা নিবারিত হইবে। ঘাটে যেরূপ আয় হয়, তাহাতে ঐ কর্ম্মচারীর বেতন দান অতি সহজ ব্যাপার।

শ্রী —

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ ভট্টাচার্য্য মুরশিদাবাদ ১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ		৭
" " হরনাথ দত্ত চৌধুরী আমরাজুরি		১৩
" " ভুবনমোহন দাস কাশীপুর		৫॥
" " যোগেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা		১০
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলা ১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক		১৩
" " মদনমোহন তেওয়ারি বর্দ্ধমান ১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র		৭

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸৹, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও বর্ণীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৶৹ আনা তাহার পর ৴১৹ আনা, দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ টাকা. অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ১৭ ই পৌষ। ১৮৬৬। ৩১ ডিসেম্বর। { মফস্বলে মাস্থুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩॥

নীতিসার (২য় ভাগ) ।৵০

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ৸০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

—•••—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের বুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—•—

আগামী ১৬ ই জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৭ টা ৪ চারি টাকার বৃত্তি খালি আছে।

বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

অঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ভূগোলের চারি বিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ে। পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা, আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

এইচ, উড্রো।

১২ ই ডিসেম্বর। বাঙ্গলার মধ্যবিভাগের

১৮৬৩। স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

——•০•——

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। সুবিখ্যাত খাল বোয়ালিয়া কানসরণের অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি তালুক জোতজমা কানুন মহল খারিজা বৃত্তি মৌরসি জমা এবং পাট্টাই জমী ও নীল কার্য্য চলিতে পারে এমত আট বড় ও ছোট দুই কুঠি ও মোকাম কলিকাতার দুইটি উৎকৃষ্ট পাকা ঘর, সমুদয় ইষ্টেট একলাটে অথবা সুবিধা বুঝিলে পৃথক পৃথক লাটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৭ সালের ১৭ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর একটার সময় খাল বোয়ালিয়ার কুঠি মোকামে নীলাম আরম্ভ হইয়া যে পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় তাবত প্রত্যহ ঐ একই সময়ে নীলাম হইবে।

৩। তৎকালীন সমুদয় নীল কানসরণ অথবা সমুদয় জমীদারী কিম্বা তাহার কতআংশ আপসে বিক্রয় বিষয়ক দরখাস্ত ও প্রস্তাবাদি ১০ ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে।

৪। অপর বৃত্তান্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীজে, আর, চি, হিল সাহেব

বালফোর কোম্পানির বাটী

কলিকাতা।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য ডাকিবেন তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক নীলামে বিক্রেতাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ এক ডাক ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই ডাক হইতে পুনরায় ডাক হইবে। কেহ কোন ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। যে মূল্যে ডাক সাব্যস্ত হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ খরিদার ডাক বন্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিক্রেতার অধ্যক্ষকে দিবেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় টাকা নীলামের দিন অবধি দশ দিন মধ্যে পরিশোধ করিবেন। তাহা না করিলে নীলাম রদ এবং ফিচের যে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বেবাক বিক্রেতার হইবে। এবং বিক্রেতা ঐ বস্তু আপসে বা প্রকাশ্য নীলামে পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম ডাক অপেক্ষা যে মূল্য কমি বা ক্ষতি খেশারত ও যে কিছু খরচপত্র হয় তাহা সমুদয় ত্রুটিকারি প্রথম ডাকনিয়া পূরণ করিবেন। যদি দ্বিতীয় বিক্রয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা লভ্য হয় তাহাও বিক্রেতা পাইবেন। বিক্রয়ের পরক্ষণেই খরিদার এই সমস্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া একরার লিখিয়া দিবেন।

৩। যেহেতু বিক্রেতা বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির বন্ধক গ্রহীতার নিকট সন ১৮৬৫ সালে সম্পত্তি খরিদ করিবার সময় হকিয়ত সম্পূর্ণরূপে তহকিক তদন্ত করা হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবেক যে বিক্রেতা যে কবলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির সম্যক রূপে স্বত্ববান এবং মালিক হইয়াছেন, এতাবতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বকার কোন দায় বা আপত্তি উত্থাপন হইবার নহে।

৪। খরিদা সম্পত্তির হস্তান্তর করণ পত্র লিখিত পড়িতের সমুদায় ব্যয় মূল দলিলের খসড়া বা বাবেতা নকলের ও রেজিষ্টরি খরচ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য এবং খরিদদারের নাম জমিদারি সেরেস্তায় খারিজ দাখিলের খরচ ইত্যাদি যে কিছু ব্যয় তাহা সমুদায় খরিদদার দিবেন।

৫। পত্তনি দরপত্তনি প্রভৃতি যাহাদিগের নিকট লওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মূল ক্রিয়তের দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এমত অনুভব করিতে হইবেক। এবং ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি মহালাতের দস্তাবেজ অনুসারে শেষ কিস্তির খাজানা পরিশোধের দাখিলাজাত বা ঐ খাজানা পরিশোধের অপর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে তাহা ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি সংক্রান্ত তাবৎ দস্তের ও নিয়মের সম্পন্ন হওয়া বলিয়া অথবা খরিদ হওয়ার সময় পর্য্যন্তের সমস্ত ওজর মিটিয়াছে বলিয়া কিম্বা ঐ পত্তনি প্রভৃতি ও অন্যান্য দস্তাবেজাত ঐ সময় সিদ্ধ এবং বলবৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

৬। বিক্রেতাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সহিত একযোগে যে বিষয় বিক্রয় হয়, তাহার দস্তাবেজ বিক্রেতা আপন হস্তে রাখিবেন। যে বস্তু সাধারণরূপে বিক্রয় করা যাইবেক তাহার দলিল বিক্রয়ের পরে যিনি অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন, অর্থাৎ যিনি প্রধান খরিদদার হইবেন তাঁহাকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং বিক্রেতা বা প্রধান ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে দস্তাবেজ যাঁহার নিকট থাকিবেক তিনি অন্যান্য খরিদদারগণের প্রার্থনা মতে তাহাদিগের নিকট খরচ পত্র লইয়া মূল দস্তাবেজ দাখিল করা ও তাহার নকল দেওয়ার একরার লিখিয়া দিবেন।

৭। সন ১২৭০। ৭১। ৭২ সালের জমাওয়াশীল বাকি কাগজের লিখিত যে বকেয়া খাজনা বিক্রয়ের দিনে প্রজার নিকট পাওনা হয় তাহার দশ আনা রকম বিক্রয়ের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে কিস্তিবন্দির মুতাবেক খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন, এবং ঐ বাকী পরিশোধের তারিখ নির্দ্দিষ্ট যুক্ত বোধ অনুরূপ দলিল লিখিয়া দিবেন।

৮। বর্দ্ধমান মাল্লেম. যে খাজনা হস্তান্তরে দিনে প্রজার নিকট পাওনা থাকে তাহার মধ্যে সরজামি খতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে দিও বাদে বাকী সমুদায় টাকা মাগাইদ ১২৭৩ সালে ৩০ এ চৈত্র অন্যাংশে কিস্তিবন্দী দ্বারা খরিদারিদার বিক্রেতাকে দিবেন।

৯। খতি কর্জ্জা ও ডিক্রীর ও নীল দাদনি মহলা বাবত যে সমস্ত টাকা প্রজা ও অন্যান্য লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা বিক্রেতার ইচ্ছানুসারে খুঁটির সহিত এক যোগে বা পৃথক-রূপে বিক্রয় হইবেক।

—:o:—

১১ ই ও ১২ ই মাঘ ইংরাজী ২৩এ ও ২৪এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

শুদ্ধ লিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষা ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত।

ভূবৃত্তান্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ডিসেম্বর ১৮৬৬। } বাঙ্গলার মধ্য বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

—:o:—

সহর কলিকাতার বড়বাজারে আমার যে কারবারী গদি আছে তাহার কর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইল যে সূতা ইত্যাদি যখন যাহা যে স্থলে খরিদ অথবা বিক্রয় হইবেক, তাহার বাবত যখন যে চিঠি ও এগ্রিমেন্ট ইত্যাদিতে দস্তখত করিতে হইবেক তাহা শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ প্রধান, শ্রীযুক্ত কালীদাস পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ প্রধান, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিয়া আমার নাম বকলমে ঐ সকল দস্তখত করিবেন, তাহা আমার স্বীকৃতের ন্যায় গণ্য হইবেক. ইহা ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মকারক কি দালাল ইত্যাদি কোন লোকে যদি কোন রকম খরিদ বা বিক্রয়ের কোন কার্য্যে কি কোন রকম দস্তখত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তাহার কোন রকমে দায়ী আমি হইব না, আর ঐ কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে কোন রকমের পাওনা টাকা তাহা সেই সকল টাকার বাবত চিঠির পৃষ্ঠে ওয়াসিল না দিয়া কিম্বা উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখত রসিদ না লইয়া কেহ কোন টাকা অপর কোন কর্ম্মকারকদিগকে দিলে কিম্বা আমার দেনা টাকার কোন চিঠিতে উক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখতে স্বাক্ষর না হইলে তাহা আমার গ্রাহ্য নহে, এবং আমি তাহার দায়ী হইব না।

শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই পৌষ সোমবার।

পঞ্জাবের হত্যাচেষ্টানিবা-
রণের বিল।

যে সকল কারণে ইংরাজদিগের ক্ষমতা এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের উদারহৃদয়সুলভ সহিষ্ণুতা একটী প্রধান। কিন্তু সেই সহিষ্ণুতা সর্ব্ব সময়ে দৃষ্ট হয় না। দুর্ব্বল হৃদয় মানবজাতির তদ্দর্শন বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমরা এক গল্প পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, এক জন পাদরী মূর্খ যজমানদিগের সবিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। তিনি যে কথা বলিতেন, তাহা তাহারা ঈশ্বরের বাক্য বোধ করিত, সুতরাং তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা প্রধানতম জ্ঞান করিত। এক দিবস এক বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। পাদরী কিঞ্চিৎ অধিক সুরাপান করিয়া কিঞ্চিন্মত্ত ও ক্রমশঃ বিধবার রূপের তৎপরে তাঁহার মুখের প্রশংসা করিয়া পরিশেষে মুখচুম্বন প্রভৃতি সম্পাদন করেন। পুরোহিত প্রস্থান করিলে স্ত্রীলোক বলিল "আমাদিগের ন্যায় পাদরীরও রক্ত মাংসের শরীর।" দিল্লীর লোকেরা কয়েক জন পারসীক সৈনিককে বধ করাতে নাদিরসাহ যেরূপ নগরবাসিদিগকে সাধারণ্যে বধ করিবার আজ্ঞা দেন, বিদ্রোহের প্রারম্ভে সেনাপতি নীল প্রভৃতি কয়েক জন ঐ প্রকার সাধারণ হত্যা করাতে অযোধ্যার সামান্যতঃ সকলে অবধারণ করেন, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, লার্ড কানিঙের দয়া ও ধৈর্য্য গুণ না থাকিলে বিদ্রোহ শান্তি বড় সহজ ব্যাপার হইত না। দেশ শাসন কঠিন কর্ম্ম। যখন জেতৃজাতি হইয়া একার্য্য করিতে হয়, তখন এভার আরো গুরুতর হয়। অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির শাসনের ত কথাই নাই। শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের ক্ষমতার এক প্রধান পরিচয় স্থল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বে তাঁহারা পরাজিত জাতির শাসন আর কোথাও করেন নাই। আমেরিকায় তাঁহারা আদিমনিবাসিদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই, অস্ট্রেলিয়ায় ঐরূপ হইয়াছে এবং নিউজিলাণ্ডে হইতেছে। যাহা হউক, ক্লাইব, হেষ্টিংস প্রভৃতির রাজনীতি অনুসরণের কাল অতীত হইয়াছে। এদেশে সাধারণ মত দিন দিন প্রবল হইতেছে। ইউরোপের ন্যায় এখানেও শাসনকর্ত্তাদিগকে সাধারণ বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া কাজ করিতে হয়।

এরূপ অবস্থায় ব্রাণ্ডেথ সাহেব যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা জেতৃজাতির সম্যালোচিত ও সাধারণ মতের অনুমোদনীয় নয়। মধ্যে মধ্যে পঞ্জাবের সীমার নিকটে গোঁড়া মুসলমানেরা ইংরাজদিগকে বধ করিবার চেষ্টা করে। গত বৎসর পেসোয়ারের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী এই প্রকার এক ব্যক্তির ২৪ ঘটিকার মধ্যে বিচার করিয়া ফাঁসী দেন। ইউরোপীয় সমাজ ও সব জন কোর্ট এই ক্ষিপ্র দণ্ডের অনুমোদন করাতে ব্রাণ্ডেথ সাহেব এক্ষণে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, বিভাগীয় কমিসনরেরা ফৌজদারী আইন অনুসারে বিলম্ব না করিয়া আপনারা হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড দিবেন। দণ্ডবিধিতে হত্যার চেষ্টার মৃত্যুদণ্ড নাই। কিন্তু ঐ পাণ্ডুলেখ্যে তাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

একণে প্রশ্ন হইতেছে প্রস্তা...

আইনের প্রয়োজন আছে কি না? ব্রাওেথ সাহেব বুঝিলেন, অনেক ইউরোপীয়েরও এই মত, শীঘ্র দণ্ড দিলে গোঁড়াদিগের দুশ্চেষ্টার নিবারণ হইবে। ইহার প্রমাণ কি? গোঁড়া মুসলমানদিগের সংস্কার আছে, খৃষ্টিয়ানকে বধ করিলে স্বর্গবাস হয়। এ অবস্থায় যাহারা হত্যার চেষ্টা পায় তাহারা আপনাদিগের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াই আইসে। মৃত্যুদণ্ড যখন তাহাদিগের স্বর্গবাসের পথ বলিয়া স্থির রহিল তখন তাহাদিগের তাহাতে কাতর হইবার সম্ভাবনা কি? এই সকল গোঁড়া প্রায় সীমাস্থিত বন্য প্রদেশ হইতে আইসে। ইহাদগের যে প্রকার শাসন ও বিচার প্রণালী, তাহাতে ইহাদিগের প্রায় অপরাধের পরই দণ্ড হইয়া থাকে। তাহারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের সত্বর মৃত্যুদণ্ড দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ের সম্ভাবনা নাই। বরং বিলম্ব করিয়া আইনের মহিমা প্রদর্শন করিলে তাহাদিগের তদানীন্তন ঔৎসুক্য শান্তি হইয়া হৃদয়ে ভয় সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে।

মফস্বলে যে সকল ইউরোপীয় বাস করেন, তাঁহাদিগের চরিত্র সাধুতার আদর্শ নয়। যেখানে ইহাঁদিগের সংখ্যা অল্প, সেখানে অত্যাচার আরও অধিক। পঞ্জাব, কাশ্মীর, পেসোয়ার প্রভৃতি স্থানে যে সকল ইউরোপীয় আছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে তত্রত্য লোকদিগের প্রতি মিসরের কেম্মাদিগের ন্যায় ব্যবহার করেন, সত্য বলিতে সঙ্কুচিত হইয়া উচিত না, অনেকে ঐ অঞ্চলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে হয় কৌশলে ব্যভিচারিণী নচেৎ বলপূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। কাশ্মীরে প্রতি বৎসর যে সকল ঘটনা হয়, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্য সুপ্রমাণ হইবে। এই সকল স্থানের লোকে "ইজ্জৎ" জীবন অপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করে সুতরাং অত্যাচারকারীকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। গোঁড়ামি নিবন্ধন হত্যার সংখ্যা তত নয় এক্ষণে ব্রাওেথ সাহেবের বিল যদি বিধিবদ্ধ হয়, মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত এক জন কর্ম্মচারী কেবল হত্যাকারির নয়, হত্যার চেষ্টাকারিরও ২৪ ঘটিকার মধ্যে বিচার করিয়া ফাঁশী দিতে পারিবেন। পূর্ব্বে নবাবেরা নিজের আজ্ঞায় এ কাজ করিতেন, এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভা কর্ম্মচারিদিগকে লিখিয়া এই ভার দিতেছেন, প্রভেদ এই মাত্র। এইরূপে আইনের অবমাননা করিলে ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদিগের প্রতি কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন? ভীরু ব্যক্তিরাই নিষ্ঠুর হয়, ইংরাজেরা পুলিষ দ্বারা অত্যাচর বন্ধ করিতে না পারিয়া ভয়ে সেকেলে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেছেন, একথা কি সকলে বলিবেন না। যুদ্ধ বিদ্রোহাদি বিশেষ সময়ে এপ্রকার নিয়ম শোভা পায়, কিন্তু প্রগাঢ় শান্তির সময়ে এবম্বিধ যুক্তি ও নীতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রণয়ন লজ্জাকর সন্দেহ নাই। আয়ারলণ্ডের কৃষকেরা প্রায়ই ইংরাজ জমীদারদিগকে গুলি করিয়া থাকে। শত শত ফেনিয়ান অস্ত্র সহিত ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই আয়ারলণ্ডে কি এপ্রকার আইনের প্রস্তাব হইয়াছে। মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের স্বভাব প্রায়ই উগ্র। এক জন "মহাপুরুষ" বাজারে গিয়া এক টাকার দ্রব্যে দুই আনা দিতে চাহিলেন! বিক্রেতা সম্মত হইল না, সাহেব তাহাকে প্রহার করিলেন! পর্ব্বতবাসীরা এ অপমান সহ্য করা মৃত্যু অপেক্ষা কষ্টকর জ্ঞান করে। অতএব বিক্রেতা লাঠি অথবা তলবার বা ছুরি উত্তোলন করিল, সাহেব অমনি "গোঁড়ার আক্রমণ" বলিয়া নালীশ করিলেন। সমধর্ম্মা সিভিল বহির্ভূত প্রদেশস্থ কমিসনর বিচার করিলেন, আবেদনকারী সাহেব খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং তাঁহার বাক্য প্রমাণ হইল, প্রতিবাদীর ও তাহার সাক্ষীর বাক্য অগ্রাহ্য হইল, তাহার ফাঁশী হইয়া গেল॥ এ অবস্থায় সমাজ কত দিন চলিতে পারে? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কয়েক জন ভীরু ও নিষ্ঠুর লোকের পরামর্শে আইনের মহিমাকে বলি প্রদান করিতেছেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বর্ত্তমান বিলের প্রতিবাদ করিতেছি। ইহার মূল নিয়ম ভ্রমাত্মক ও নীতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহার ফল অসীম দুঃখের হেতু হইবে। অপরাধির দণ্ড দাও, কিন্তু আইনের মহিমা না যায়। মহিমার ত্রুটি হইলে ইংরাজদিগকে লোকে আর পাঠান ও মোগলদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টচরিত্র জ্ঞান করিবেন না। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে মৃত্যু দণ্ডের ভার? এই মাজিষ্ট্রেট আবার নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট! কলিকাতার দুই শত ক্রোশের মধ্যে এক জন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এক অষ্টম বর্ষীয় শিশুকে বেত্রাঘাতে বধ করিয়াছেন, অথচ এখানে সাধারণ মত প্রবল। পঞ্জাবে কি না হইবে? জামেকার শাসনকর্ত্তা আয়ার অনিয়মে মৃত্যুদণ্ড দিয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইয়াছেন, কিন্তু সেই আয়ার পঞ্জাবে শত শত আছেন।

—:•—

জগন্নাথক্ষেত্রের বাসস্থান সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে "পুরীর বাসাবাটী" সংক্রান্ত এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। দুই বৎসরের অধিক হইল, আমরা বলিয়াছিলাম, জগন্নাথক্ষেত্রের পাণ্ডারা বিস্তর স্ত্রীলোককে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা

দিগের অনেকে পথে আহার ও বাসস্থানের কষ্টে প্রাণত্যাগ করে। আমরা সেই সময়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডাদিগের অনুমতিপত্র গ্রহণের নিয়ম হওয়া উচিত। তাহারা যত যাত্রী লইয়া যাইবে, তাহার সংখ্যা পুলিসে ও মাজিষ্ট্রেটের নিকটে দিতে হইবে। বাটীর কর্ত্তারা যদি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া আপনাদিগের সম্মতি দেন, তাহা হইলে পাণ্ডারা যাত্রী লইয়া যাইতে পারিবে, এবং পথে কাহার মৃত্যু হইলে তাহার সন্তোষকর কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে পাণ্ডাকে দায়ী হইতে হইবে। গ্রিস্লেপ সাহেব আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কেবল পুরীর দোকানদারদিগের পক্ষে বর্ত্তিতেছে। তিনি প্রস্তাব করেন, তথায় যে সকল ভাড়াটিয়া বাটী আছে, তাহার অধিকারীদিগকে অনুমতি পত্র লইতে হইবে। নির্দ্ধারিত সংখ্যক যাত্রীর অধিক লোককে কোন গৃহে রাখিলে তাহার দণ্ড হইবে। মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস বাসা সকলের তত্ত্বাবধান করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে অধিকারীকে তত্ত্বাবধায়কদিগের অগ্রে যাত্রীদিগকে উপস্থিত করিতে হইবে। বিলের ৯ ধারায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সকল মহাপ্রসাদ খাদ্যস্বরূপ যাত্রীদিগকে বিক্রয় করা হইবে তাহার অনুসন্ধান হইবে, যদি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়, পুলিস তাহা খাইতে দিবেন না, নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। ১২ ধারানুসারে বাসার অধিকারীকে পীড়া অথবা মৃত্যুর সংবাদ এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে পূর্ব্ব রাত্রির যাত্রীর সংখ্যার এক তালিকা দিতে হইবে, মিথ্যা তালিকা দিলে দণ্ড হইবে। ১৯ ধারায় আছে মাজিষ্ট্রেট বিশিষ্ট হেতু দর্শন করিলে অনুমতি পত্র রহিত করিতে পারিবেন। বিলখানি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

গত বৎসরের বাতুলালয়ের রিপোর্ট মধ্যে কটকের সিবিল সর্জ্জন লিখিয়াছেন, এক জন পাণ্ডা কয়েক জন যাত্রির মধ্যে এক স্ত্রীলোককে সুন্দরী দেখিয়া তাহাকে অলঙ্কার দর্শন প্রলোভন দেখাইয়া আপন বাটীতে লইয়া যায়। সেই আমাই আনা। দুরাত্মা বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটির সতীত্ব নষ্ট করে, এবং পাছে সে নালীশ করে এই শঙ্কায় তাহাকে বাটীর বাহির হইতে দেয় নাই। স্বামী ও পরিবারের সহিত বিচ্ছেদ, তাহার উপর সতীত্বনাশ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উন্মত্ত হয়। দুই বৎসরের পর সিবিল সর্জ্জন তাহাকে বাজার হইতে বাতুলালয়ে লইয়া যান সেখানে আরোগ্য লাভ করিয়া সে সমুদায় বৃত্তান্ত বলে। মাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে ধৃত করিবার আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু পাণ্ডা তখন প্রাণত্যাগ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিচারপতির নিকটে গিয়াছিল।

এই প্রকার অত্যাচার কাণ্ডের উদাহরণ বিরলপ্রচার নহে। প্রতি বৎসর রথের সময়ে মান্দ্রাজ ও মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস ক্রেতৃগণ পুরীতে আইসে। ইহারা পাণ্ডাকে টাকা দিয়া কাহাকে বা ভুলাইয়া এবং কাহাকে বা বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। মধ্য ভারতবর্ষের মুসলমান অন্তঃপুর অনুসন্ধান করিলে বঙ্গদেশের অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন যাত্রীরা পুরীতে অবস্থিতি করিবেন, তত দিন গ্রিস্লেপ সাহেবের বিল তাঁহাদিগের রক্ষায় সমর্থ হইবে। পুরীতে যে কষ্ট হয়, এতদ্দ্বারা তাহার অনেক নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা পথের কষ্ট ও অত্যাচার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। আমরা অত্যুক্তি করিতেছি না, পথে কোন যাত্রীর পীড়া হইলে পাণ্ডারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চাউল ও জল দিয়া ফেলিয়া যায়। আড়াই বৎসর হইল, আমাদিগের এক বন্ধুর এক জন নিকট আত্মীয় এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহচরেরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর সংবাদ দিলেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ কথাও অজ্ঞাত নহে। অপর অনিষ্ট এই, পুরীতে যাইবার সময়ে পাণ্ডারা যাত্রীদিগের সঙ্গে যায়, কিন্তু প্রত্যাগমনকালে প্রায় তাহারা সঙ্গে আইসে না। ঐ বর্ব্বরেরা পুরীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া থাকে, অনেককে প্রহারও সহ্য করিতে হয় "চোরের মার কান্নার" ন্যায় তাঁহারা কাহাকে একথা বলিতে পারেন না। পথেই স্ত্রীলোকদিগকে বেশ্যা ও দাসী বৃত্তির নিমিত্ত ধৃত করা হয়। পথেই অনেককে অযত্নে ও অনাহারে পথশ্রমে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, কোন্ স্ত্রীলোক ১৫ দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রত্যহ ১৬ ক্রোশ পথ চলিতে পারেন? পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে ইহা করিতে বাধিত করে, সুতরাং অধিক লোকের পীড়া ও মৃত্যু হয়। যাঁহারা পশ্চাৎ পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অদৃষ্টে দণ্ড অথবা মৃত্যুর অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ক্রীতদাসী বৃত্তি ঘটনা হয়। গ্রিস্লেপ সাহেবের কৃত পাণ্ডুলেখ্য দ্বারা কি এই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা আছে? না থাকিলে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আইন করা বৃথা। ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন ও দণ্ডবিধিই পর্য্যাপ্ত। বাটী হইতে যাত্রা অবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাহাতে যাত্রিদিগের কোন বিপদ না হয়, পাণ্ডারা তাহার দায়ী হইবে এই নিয়ম কর, তাহাদিগকে অনুমতি পত্র লইতে বাধিত কর, তাহারা বাটীর কর্ত্তাদিগের বিনা অনুমতিতে যাহাতে যাত্রী লইয়া যাইতে না পারে সেই বিধান কর, এবং যাহাতে

পথের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় হয়, তাহার ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে যথার্থ কাজ হইবে। যখন প্রত্যহ ১৬ ক্রোশ পথশ্রম ও উষ্ণ জলপান ও কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ওলাউঠা হওয়া স্থির রহিয়াছে, তখন মহাপ্রসাদ লইয়া টানাটানি করা বিফল। আমরা ভরসা করি, ব্যবস্থাপক সভা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে আইন হইলে ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা নাই, এবং এরূপ আইন হইলে এদেশের সকল লোকেই অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন সন্দেহ নাই।

বৈদ্য ও বৈদ্যশাস্ত্রের উদ্ধার।

সম্পূর্ণরূপ না হউক, আমাদিগের দেশের দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রও একদা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। একণে উৎসাহবিরহে উহার হীনদশা হইয়াছে; প্রাচীনকালের গ্রন্থকারেরা তদানীন্তন লোকদিগের অবস্থা ও ধাতু প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া যান, এক্ষণে কাল সহকারে লোকের অবস্থা ও ধাতু প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হওয়াতে তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সুতরাং সমুদায় ঔষধ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারী হয় না। কিন্তু অদ্যাপিও এরূপ কতকগুলি বীর্য্যবৎ ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রয়োগ অন্যায় হয়। বিশেষতঃ, যে সকল রোগ অনেক দিন ভোগ করে, তাহার প্রতীকার বিষয়ে সেই সেই ঔষধের শক্তি অদ্ভুতপ্রকার দৃষ্ট হয়। এই মহোপকারক ঔষধ ও বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। যেরূপ আকার দেখা যাইতেছে, ইহা যে দীর্ঘকাল অবিলুপ্ত থাকে এরূপ বোধ হয় না। ইংরাজীর চর্চ্চা বাহুল্য হওয়াতে সংস্কৃত শাস্ত্রের দিন দিন যেমন হ্রাস হইতেছে, ডাক্তরী চিকিৎসার প্রাবল্য হওয়াতে বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসারও সেইরূপ হীনদশা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় বৈদ্যশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন লোক প্রায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গত হইলে তাঁহাদিগের সদৃশ লোক পাওয়া ভার হইবে। যাহার এরূপ অবস্থা, রাজার হস্তাবলম্বদান ব্যতিরেকে তাহার রক্ষার সম্ভাবনা নাই। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র কেন, রাজসাহায্য ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই স্থিতিশীল ও বর্দ্ধনশীল হয় না। ধর্ম্ম যে এমন বিষয়, তাহাও রাজার আশ্রয়ছায়া না পাইলে বিশৃঙ্খল ও মলিন হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের হীনদশাই ইহার প্রমাণ।

প্রস্তাবিত বিষয়ে এক্ষণে বক্তব্য এই, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কয়েক জন বিজ্ঞ ডাক্তর মনোনীত করিয়া একটী সভা করিবার আদেশ করুন। ঐ সভা বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ঔষধগুলির গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যে গুলি পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহার রক্ষা করা আবশ্যক। রক্ষার উপায় এই;—

১। বৈদ্যশাস্ত্রের যে যে প্রকরণে উৎকৃষ্ট ঔষধ লিখিত আছে, বাঙ্গলায় তাহার অনুবাদ করা হউক এবং কলিকাতা মেডিকাল কালেজের ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় শ্রেণীতে দুই জন বিজ্ঞ বৈদ্য নিয়োজিত করা হউক। যে সকল ছাত্র ডাক্তরী চিকিৎসার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা ছয় মাস কাল উক্ত বৈদ্য অধ্যাপকদিগের নিকটে বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত উল্লিখিত পরীক্ষিত ঔষধগুলি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবেন।

২। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ন্যায় স্থানে স্থানে বৈদ্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক একটী বিদ্যালয় হউক। মেডিকাল কালেজের যে সকল ছাত্র ডাক্তরী ও উল্লিখিতরূপে বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা সেই সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবেন। এই একটী বিশেষ নিয়ম করিতে হইবে, অন্ততঃ সেই সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিলে কেহ চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। এ নিয়ম হইলে এই পরম লাভ হইবে, যে সে ব্যক্তি ঔষধের ডিপে হাতে করিয়া বৈদ্য সাজিয়া যমের কার্য্য করে, তাহাদিগের হস্তপদ বদ্ধ হইবে। যখন নর্ম্মাল স্কুল, গুরুট্রেণিঙ স্কুল ও স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রভৃতি হইতেছে ও হইতে চলিয়াছে, তখন আমরা যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছি, ইহা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। জীবন রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

৩। যে সমস্ত বৈদ্য যথার্থ বিজ্ঞ ও বিদ্বান্, যাঁহাদিগের বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত প্রণালী ক্রমে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা করা ব্যবসায় আছে, সময়ে সময়ে অর্থ ও অন্যবিধ সম্মান সূচক পুরস্কার দ্বারা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

এরূপ করিলে কেবল বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত রীতিতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালীর রক্ষা হইবে এরূপ নয়, যে যে মহোপকার লাভ হইবে, তাহাও উপরে পরিগণিত হইল।

আগরার দরবার ও তৎসংক্রান্ত প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

জেতা ও বিজিত এ উভয়ের সম্বন্ধ অতিশয় "শোচনীয়"। "শোচনীয়" এ বিশেষণ দিতেছি, তাহার কারণ এই,

মানুষের যেরূপ চিত্তের ঔদার্য্য, সর্ব্ব বিষয়িণী সুখকরী স্বাধীনতা, বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রের উপদেশ প্রভৃতি সকলকেই ইহার নিকটে নত শিরা হইতে হয়। জেতা যেমন কেন সভ্য বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ হউন না, জেতা বলিয়া অভিমান তাঁহার হৃদয়কে কলুষিত করিয়া রাখে। তাঁহার চিত্তের ঔদার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রোপদেশ তাঁহার নিকটে স্থান প্রাপ্ত হয় না, এবং বিজিত কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার স্বাধীনতার সমুচিত ব্যবহার করিতে সাহসী হয় না। বাক্য বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইলেও যদি তাহা জেতার অনভিমত হয়, বিজিতের মুখ হইতে বিনির্গত হইলেই তাহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালের জেতৃগণ বিজিতের সহিত যে এরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ইদানীন্তন সভ্য জেতৃগণ যে ঐরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই নিতান্ত বিস্ময়কর। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল আগরায় যে দরবার করেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদ করিবার দুটি কারণ ছিল। প্রথম, আমাদিগের বিবেচনায় দরবার করা বৃথা অর্থ ব্যয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় না। আমরা তাহার প্রতিপোষক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়, দরবারে যে ব্যয় হইয়া গেল, তাহা দুর্ভিক্ষ বিষয়ে ব্যয় করিলে অনেক প্রাণির প্রাণ রক্ষা হইত। কিন্তু আমাদিগের এই বাক্যগুলি জেতৃজাতীয়দিগের অনভিমত, সুতরাং এতদ্বাক্য ব্যয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ২৯ এ ডিসেম্বরের ইংলিসম্যান ইহার প্রতিবাদ করিয়া একটী তীব্র প্রস্তাব লিখিয়াছেন।

সম্পাদক প্রথমে আমাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অর্থ এই, ইংরাজেরা আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, আমরা তাহা স্বীকার করিতেছি না। দরবারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিবেচনা স্থলে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ সামান্য বিস্ময়াবহ নহে। তাহার পর দেশের স্বাধীনতা লইয়া কথা তুলা হইয়াছে। ইংলিসম্যানের অভিপ্রায় এই, এদেশীয় সমাচারপত্রের স্বাধীনতা প্রতিহৃত হয়। তিনি বলেন, এদেশীয়েরা এ স্বাধীনতার অধিকারী নহেন, ইংরাজেরাই বিবাদ করিয়া পাইয়াছেন, ইহা এদেশীয়দিগের অনুগ্রহ লব্ধ, অস্ত্রবল লব্ধ নহে। অনুগ্রহ লব্ধ সন্দেহ নাই। আমরা দুর্ব্বল, ইংরাজেরা এ অনুগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রশংসা ও তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। ফরাসীদিগের সদৃশ প্রবল লোকেরাও এ স্বাধীনতা ভোগে সমর্থ নহেন, ইহা আমাদিগের অল্প আস্পর্দ্ধার বিষয় নয়। বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জেতৃগণ সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইলেও বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রের উপদেশ তাঁহাদিগের নিকটে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তখন ইংরাজেরা মানুষ, আমরাও মানুষ, ইংরাজেরা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা আমরাও তাঁহার প্রজা, অতএব ইংরাজেরা যদি এ স্বাধীনতা ভোগে অধিকারী হইলেন, আমরাও অধিকারী না হই কেন, এ অভিমান মনের নিমিত্ত নয়। ফলতঃ আমরা যে ইহা ইংরাজদিগের অনুগ্রহাধীন পাইয়াছি, ইহা আমাদিগের পরম ভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমরা যাহা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিব তাহা যদি ব্যক্ত করিবার আমাদিগের ক্ষমতা না থাকে, এদেশীয় সমাচারপত্রের স্বাধীনতা বন্ধ হওয়াই উচিত। তৃতীয়, ইংলিসম্যান কহিয়াছেন, এদেশীয় রাজগণ বৃটিশ [illegible]

প্রতি পরাধীনের সমুচিত সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাদিগের দরবারে আগমন আবশ্যক। দরবারে আগমন না করিলে তাঁহাদিগের পরাধীনতা দূরগত হইয়া যে স্বাধীনতা লাভ হইল এ কথা আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা পদে পদেই প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব তদর্থ দরবারের আড়ম্বর করিয়া বৃথা অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক কি।

আমরা একটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই রীতি ছিল, যিনি সম্রাট পদলাভ করিতেন, অধীন রাজাদিগকে তাঁহার পদসেবা করিতে হইত। আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট রাজাদিগকে বাধিত করিয়া সেইরূপ সম্মানলাভার্থী হন, ইহা উচিত হয় না। ইহাতে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন আমরা ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ। পূর্ব্বকার জেতৃগণ আপনাদিগের জয়োৎসব কালে পরাজিত রাজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন, এখন সেরূপ নাই। এখন যে প্রভুর প্রতি যেরূপ সম্মান দেখান আবশ্যক তাহাই দেখান হইয়া থাকে। এক্ষণে পূর্ব্বের মত ব্যবহার করা হয় আমরা এ কথা বলি না। প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই, বাধিত করিয়া সম্মান গ্রহণ করা সভ্য কালের ও সভ্য রাজার উচিত কার্য্য নহে। যখন বাধিত করিয়া দরবারে সম্মান গ্রহণ করা হইতেছে, তখন প্রকারাংশে না হউক, ফলাংশে প্রাচীনকাল ও ইদানীন্তন সভ্য কাল উভয়ের তুল্যতা হইতেছে।

—:—

হরিনাভি ইংরাজীসংস্কৃত বিদ্যালয়।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দুইটী ছাত্র প্রবেশিকা পরী- [illegible]

দের বিষয় এই দুটী মাত্র ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন দুটীই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এটী ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় (বি, এ,) শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত (ইনি এবার বি, এ, পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন) শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ তর্কালঙ্কারের প্রগাঢ় পরিশ্রম আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষাদাননৈপুণ্যের ফল। অল্প দিন হইল এ বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই ফল দর্শন হওয়াতে উক্ত শিক্ষকদিগকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

—:•:—

প্রাপ্ত।

আগড়পাড়ার নাট্যশালা।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। অভিনয় যে প্রকার হওয়া উচিত তাহা সম্পূর্ণরূপে কোন স্থলেই হইতেছে না বটে, কিন্তু এ বিষয়ে দৈনন্দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। নাটকের ভাষারও উন্নতি হইবে এ আশাও করা যাইতে পারে। এবিষয়ে অনেকের কুসংস্কার আছে যথার্থ, কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির নিকটে ইহা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। রঙ্গভূমির বস্ত্রো বস্ত্র, কাটগড়া, প্রভৃতির অভাব অদ্যাপিও রহিয়াছে। কিন্তু যখন লোকে এই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন ইহা শীঘ্র দূর হইবে সন্দেহ নাই।

৮ ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় "বিদ্যাসুন্দরের" অভিনয় হইয়াগিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর সংগীত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটী নূতন হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সংগীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত সচরাচর ঢোলক, তবলা, তানপুরা, বেহালা ও মন্দিরা আমাদিগের সংগীত যন্ত্র মাত্র ছিল, কিন্তু নূতন দলে ইংরাজী ফ্লুট (বাঁশী) ফ্লাজেলট, পিগলু (ছোট বাঁশী) ওবাস (বড় বেহালা) ইংরাজী যন্ত্র সকল লওয়া হইয়াছে। আমাদিগের প্রাচীন বীণা, ও করতাল গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঠকগণ বৈষ্ণবদিগের করতাল মনে করিবেন না, এই করতাল চারি খানি অষ্ট অঙ্গুলি পরিমাণ লৌহখণ্ড, প্রতি হস্তে দুই খানি করিয়া বাজাইতে হয় এবং ইহা বাজানও কঠিন। ইহা ভিন্ন সেতার, তানপুরা, এসরাব বেহালা ও ঢোলক ছিল। সংগীতদল অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতিত হইলে বাদ্য করেন। শ্রোতামাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বাবু নীলমাধব ঘোষের ফ্লুট, বাবু যদুনাথ দত্তের বেহালা ও সর্ব্বাপেক্ষা বাবু হরিমোহন কর্ম্মকারের ঢোলক বাদ্য বিশেষ মনোহর হইয়াছিল। যেখানে যন্ত্র বাজান হয়, সেখানে বাজনার স্পষ্ট বোলগুলি বিশেষ মিষ্ট লাগে। তবে আমরা সংগীত দলের একটী বিশেষ দোষ দেখিয়াছি। অভিনয়ের এক এক অঙ্ক শেষ হইবা মাত্র সংগীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম প্রতি বার সংগীত দল অপ্রস্তুত ছিলেন। যন্ত্র মিলাইতে, কোন্ গত বাজাইতে হইবে তাহা স্থির করিতে অনেক সময় যায়। এ সকল পূর্ব্বে স্থির করা উচিত এবং এক জন প্রধান না হইলে চলে না। যেখানে সকলে ওস্তাদি প্রদর্শন করিতে চাহেন, সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটে। আর একটী দোষ এই বড় বাঁশীর সংখ্যা কমান উচিত। দুই দুইটি করিয়া উক্ত বড় ফ্লুট রাখিলে যথেষ্ট। আর করতাল অপেক্ষা মন্দিরা অধিক মিষ্ট, অথচ যিনি করতাল বাজান তাঁহাকে রাত্রি শেষে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া এক ঘটিকা কাল থাকিতে হয়। এ যন্ত্রটী পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার শব্দ মনোহর নহে। আগড়পাড়ার অভিনয় প্রকৃত নাটকাভিনয় নয়। ইহা যাত্রা ও নাটক মিশ্রিত। অভিনয়ের পূর্ব্বে সেই সেকেলে আকড়াই বাজানা ও বেহালার গত, তৎপরে ধূরপদে শ্যামাবিষয়ের গীত প্রস্তুত হয়। যখন সংগীত ছিল, তখন ইহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং গীত দুটী অসংলগ্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ রঙ্গভূমি ভাল হয় নাই। সংগীত দলের আর এক দোষ এই, তাঁহাদিগের গত সকল প্রায় একঘেয়ে। সেই সেকেলে সামিয়ানার নিচে মাদুর ও সতরঞ্চি মাত্র উপবেশন জন্য দেওয়া হয়। পৌষ মাসে এ প্রকার স্থানে বসা সকল শরীরে পোসায় না। ভোজ ও সংগীত সকল দেশে সুখের হয়, কিন্তু আমাদিগের দেশে বিড়ম্বনা মাত্র। বাটীতে লোকে সন্তোষকর আসনে বসিয়া থালায় অন্ন আহার করেন, নিমন্ত্রণ হইলে সদ্য পরিষ্কৃত তৃণাঙ্কুরপূর্ণ প্রাঙ্গনে জলের উপরে নিরাসনে বসিয়া বেলা তিনটার সময়ে কদলীপত্রে আহার করিতে হয়। সংগীত হইলে বসিবার কষ্ট, হিম ও দুর্গন্ধ কষ্টদায়ক হয়। এদেশে সর্ব্বসাধারণকে সংগীত শ্রবণ করিতে দিবার প্রথা থাকাতে বসিবার কষ্ট সহজে হয়, কিন্তু নাটকের অভিনয় বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট লোকেরই আমোদের জন্য হয়। এস্থলে শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে ক্ষতি নাই। আগড়পাড়ার নাটকে সুশোভন কিছুই ছিল না। তবে আসরের উত্তরাংশে একটী কাগজের পথ ছিল এবং একটী [illegible] শাখা তাহার [illegible] [illegible] দেওয়া হয়। সুন্দর প্রথ[illegible] [illegible] কথায় উপবেশন করিয়া-

ছিলেন এবং দক্ষিণাংশে এক ছাদের উপর হইতে মালিনী বিদ্যাকে সুন্দর দর্শন করাইয়াছিলেন। এটী বাটীর গঠনে হইয়াছিল এবং অন্যত্র অভিনয় হইলে এ সুবিধা থাকিবে না। নাটোক্ত ব্যক্তি-দিগের বস্ত্রঘটিত অনেক দোষ ছিল। বিদ্যার বস্ত্র ঘোমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যেরূপে বক্ষঃস্থলের গঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যা রাও এই প্রকারে স্তন প্রদর্শন করিতে পারে না। বিদ্যা সংস্কৃত উত্তমরূপে জানিবেন, এপ্রকার স্ত্রীলোকের এরূপ বস্ত্র নিতান্ত অরুচিকর। সুন্দরের বস্ত্র কাঞ্চীপুরের বস্ত্র নহে, ইহা বর্ত্তমান যুবক বাঙ্গালীর বস্ত্র,—পেণ্টলুন, চাপকান ও জরির টুপি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চাপ কান, পাজামা ও পাগড়ী দিবার কি ক্ষতি ছিল? রাজার বস্ত্র কতক হইয়া ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা বক্ষঃস্থলে যে ব্রচ (অলঙ্কার বিশেষ) ধারণ করেন, রাজার শরীরে তাহা দৃষ্ট হয়। কোটাল ও প্রহরীদিগের বস্ত্র উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী কনষ্টাবুলরি পুলিষের কোরতা ও কয়েজ টুপি ও বন্দুক ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়কারি গণ সতর্ক হইবেন, পুলিষের বস্ত্র ব্যব হার করিলে দণ্ডবিধির সহিত গোলযোগ হইবে। মালিনীর বেশ ঠিক হইয়াছিল, বিধবার বস্ত্র, কিন্তু দুশ্চরিত্র বিধবাদি গের ন্যায় সোণার দানা, ও কেশ বি ন্যাস ছিল। সখীদিগের বস্ত্র হয় নাই, বিদ্যার সময়ে বাণারসি বস্ত্রের চলন ছিল না, ঘাগরা এস্থলের বস্ত্র। আর বিদ্যা ও সখীদিগের নাকের নোলক পরিত্যাগ করা উচিত। বালিকারা নোলক পরিয়া থাকে, কিন্তু যে যুবতী গোপনে নায়ক আনিতে সাহসী হন, এমত বয়ঃক্রম হই-য়াছিল, তাঁহার এ বেশ নহে, এবং কোথাও আমরা বিদ্যার এ অলঙ্কারের বিষয় পাঠ করি নাই। এ সকল সামান্য দোষ বটে, কিন্তু অনেকগুলি সামান্য দোষ একত্রিত করিলে গুরুতর হয়। অভিনয়ের ব্যক্তিদিগের মধ্যে মালিনী সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া-ছিলেন, তবে সুন্দরের সহিত "মাসী" সম্পর্ক হইলেও "ভাই" বলাটা বড় কটু শুনাইয়াছিল। বিদ্যার সহিত সুন্দ রের কথা, তাঁহার মন আকর্ষণ করা ও দূতীর প্রকৃত চতুরতা মালিনী প্রকাশ করেন। কোটালেরা ধরিলে সুন্দরের স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা ও কাপ্ট নিক ক্রন্দন প্রভৃতি স্বাভাবিক হইয়াছিল বিদ্যাও আপনার অংশ যথাবিধরূপে সম্পাদন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিতে হয় এমত বিদ্যা সর্ব্বদা প্রদর্শন করা উচিত নয়। আমরা সুন্দরের অংশে সন্তোষ লাভ করি নাই, বিদ্যার সহিত প্রথম আলাপের অঙ্গভঙ্গি বাক্য ও শ্লোকে অনেক স্থানে বৈপরীত্য প্রদ র্শিত হয়। তবে বিদ্যার বিবাহকালীন চাল লাতলায় সুন্দর "বরটি না চোরটির" ন্যায় স্বাভাবিক রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং পূর্ব্বের অভিনয় ঘটিত দোষ স্ত্রী আচা-রের সময়ের কানমলায় ক্ষালিত হই-য়াছিল। রাজার অংশ উত্তম হইয়াছিল; আমরা এ ব্যক্তির গাম্ভীর্য্য বাক্য ও অঙ্গ ভঙ্গিতে যথার্থ সন্তোষ লাভ করি য়াছিলাম, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাকে শ্মশ্রু হীন অবস্থায় প্রদর্শন না করিয়া যথা র্থ ক্ষত্রিয়ের বেশে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কোটালদিগের অংশও উত্তম হইয়াছিল, দর্শকেরা শেষে হিজড়াকে দর্শন করিয়া অকৃত্রিম আনন্দ ভোগ করেন। উভয় আকৃতি ও বস্ত্রে হিজড়ার কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না, কথা ও গানের ত কথাই নাই। অভিনয়কা-লীন যে সকল গান হয়, তাহার অধি-কাংশ উত্তম বোধ হইয়াছিল। বিশে ষতঃ শ্রোতৃবর্গ বাবু যদুনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গীতে বিশেষ আনন্দ ভোগ করেন। ইনি নট সাজিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনি অভিনয়ের জীবন স্বরূপ। বাঠৈঁয়া যাত্রার তাহার মুখে ভাল লাগে না, এবং অঙ্গভঙ্গি গায়কের অলঙ্কারের স্বরূপ। যদু বাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রশং সার উপযুক্ত। প্রাতঃকালে দুইটী স্ত্রীলোকবেশধারী বালক নৃত্য করে, নৃত্য উত্তম হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে সংগীত দলের বাদ্য আরও মনোহর হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার রাত্রি সুখে যাপন করিয়াছি-লাম। শিশির ও বসিবার কষ্ট পীড়াদা য়ক হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত অভিনয় প্রকৃত প্রণালীগত হইতেছে না, ইহাকে উৎকৃষ্ট যাত্রা বলিলেও চলে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের যত্ন আছে, এখন অল্প দিনে এত দূর হইয়াছে, তখন শীঘ্র উন্নতি হইবে এ আশা করা যাইতে পারে, এস্থলে আমরা এক কথা বলা কর্ত্তব্য বোধ করি তেছি, রাজা সাধু ভাষায় প্রায় কথা বলেন, ইহাতে শ্রোতৃগণ অসন্তুষ্ট হন নাই। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইতর চলিত কথা রাখিয়া আর সকল সাধু ভাষা দিলে উত্তম হয় তাহার সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি শীঘ্র সর্ব্বত্র নাটক অভিনয়ে মহাশয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন আর যাঁহার যে গীত বলা উচিত, তাহা হইলে ভাল হয়। শীঘ্র ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এটি যেন দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হয়।

কোরহাটির সংবাদদাতা লিখি য়াছেন:—

তাঁরা তাহাকে প্রেত গ্রস্তা বিবেচনায় নানা প্রকার ঘৃণিত ও ক্লেশকর চিকিৎসা করে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অবশেষে বায়ুর উচিত ঔষধ বিধান করাতে স্ত্রীলোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অর্ব্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই ভূতপ্রেত বিশ্বাস করিয়া থাকে, যত দিন পল্লীগ্রামে শিক্ষার বাহুল্য না হইবে এতাদৃক দুর্ঘটনার শান্তি নাই।

২। গতকল্য রাত্রিযোগে পড়িয়া গ্রামের গোপ পাড়ায় আগুন লাগিয়া অনেক গৃহ ও দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

৩ বিষ্ণুপুরের ছোট আদালত ভিন্ন সমুদায় আফিষেই প্রায় উৎকোচ গ্রহণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। অর্থী প্রত্যর্থীরা পয়সা ব্যতীত আমলা মহাত্মাদিগের সহিত কথাটিও কহিতে পারে না। আসিষ্টাণ্ট মেজিষ্ট্রেট সাহেব কি মুনসেফ বাবু কি মেজিষ্ট্রেট বাবু কাহাকেও ইহার নিবারণার্থ যত্ন করিতে দেখা যায় না। তাঁহাদিগের যথোচিত শাসন না থাকাতেই ত উৎকোচগ্রাহী আমলাগণ প্রশ্রয় পাইয়া যাইতেছে এবং ধর্ম্মাধিকরণ গুলি হত গৌরব করিয়া তুলিতেছে। তাঁহারা যদি উহাতে একটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ত হয়?

৪। অবগতি হইল, মুনসীগঞ্জের মেজিষ্ট্রেটী কাছারী সহরে আসিবে। সম্প্রতি সহরে মুনসেফী ও ছোট আদালতের আফিস স্থাপিত আছে।

৫। কেন্দারপুর কাছির (?) সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে অনতি বৃহৎ একটী চৌর্য্যবৃত্তি হইয়া গিয়াছে।

৬। চৌকী ঘাটার কোন চণ্ডাল তাহার স্ত্রীকে পীড়ির দ্বারা মস্তকে আঘাত করাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। চণ্ডাল ধৃত হইয়া ফৌজদারীতে নীত হইয়াছে।

৭। কোকপাড়া হাটের একজন দোকানদার কিছু লবণ বিক্রয় করার সময় ওজনে এক ছটাক কম দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার ফৌজদারী আদালতে দোকানদারের নামে অভিযোগ করাতে তাহার ১০ দশটাকা দণ্ড হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এতদঞ্চলস্থ একজন স্বর্ণকারও সোণা বিক্রয়ের কালে কম দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ জরীমানা দিয়াছিল।

৮। ২০ এ অগ্রহায়ণ মহানবাবুর নাবালক ষ্টেশনের অধীন মণ্ডলপাড়া নিবাসী একজন কৃষক স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত বিরোধ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

৯। ৩১টি নির্দ্দিষ্ট মাশুল অপেক্ষা অতিরিক্ত পয়সা গ্রহণ করা অপরাধে শ্রীনগরের পোষ্টমাষ্টরের কর্ম্মচ্যুতি ও একজন হরকরার এক বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বিক্রমপুরস্থ অন্যান্য পোষ্টমাষ্টার ও হরকরাগণের এতৎ প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

—●● –

কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৯ এ ডিসেম্বর কালনার ফ্রিচর্চ মিসন স্কুলের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষাস্থলে শ্রীযুক্ত মেক এলেল এডিজ, মিসেস এডিজ, হাইড, মাউএট সাহেব এবং মিস কনেৎ প্রাম ও আরও এখানকার অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। একটী মনোহর গীত হয়। পারিতোষিক আরম্ভ হইল। রূপার মেডেল ও অনেকানেক পুস্তক প্রদত্ত হইলে মেগডনেল সাহেব উত্থিত হইয়া বালকগণের বিদ্যায় অনুরাগ ও শিক্ষকদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় মধ্যে বাঙ্গালার বিশেষ উন্নতি বিষয়ে একটী চমৎকার বক্তৃতা করিলেন। পর দিন মিসেস এডিজ বালিকা বিদ্যালয়েরও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সেলাই কার্য্যের রীতি না থাকাতে স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে মহাশয়কে এ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। বৈকুণ্ঠ বাবুও এজন্য মনোযোগী হইয়াছেন।

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টী যেরূপ উন্নতিশীল ও রোগীর সংখ্যা ক্রমে যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, এখন একটী পৃথক বাটী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বর্ত্তমান মাসেই একবার কালনায় আগমন করিবেন। তিনি একবার ডাক্তরখানার অবস্থা দর্শন করিলেই বোধ হয় একটী পৃথক বাটী হইতে পারে। কিন্তু জ্বর অতি বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজা পীড়ন করিতেছে শুনিয়া তাঁহার আসা হইল না। শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইলেও জ্বরের বিক্রম হ্রাস হইতেছে না। কি আদালত, কি পুলিষ, সকল স্থানেই জ্বর বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতেছে। অসময়ে জ্বরের প্রতাপ দেখিয়া বর্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর কেলি সাহেব অত্রত্য সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবুকে কারণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে কহেন। বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও অনেকগুলি কারণ প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ বন জঙ্গলের পুষ্করাধিক্য, আবী বর্ষা প্রভৃতি অনেক কারণ প্রদর্শন করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। তাঁহার অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল। নবীন বাবু আরও একটী উত্তম সংকল্প করিয়া বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল এম সাহেবকে লিখিয়াছেন, কিছু দিনের জন্য দুই জন নেটিব ডাক্তার ও কিছু ঔষধ (অধিক পরিমাণে কুইনাইন) প্রেরণ করিলে কালনার নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক উপকার হয়। জ্বরের ত এই, আবার ওলাউঠাও ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছে। ইহার করাল কবলে অনেকগুলি লোক পতিত হইয়াছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু পীড়িত হইয়া এক মাসের ছুটী প্রার্থনা করিয়াছেন।

কএক দিন হইল, যাদুমণি নামক এক বেশ্যা থানায় আসিয়া এজেহার দেয় যে তাহার সমস্ত অলঙ্কার চোরে হরণ করিয়াছে। দিনের বেলায় এইরূপ কাণ্ড হওয়ায় পুলিষ ততোধিক বিশেষ মনোযোগী হইলেন। সব ইনস্পেক্টর মুন্সি, এমদাদ হোসেন বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, যাহার প্রাচীরে শনীর গৃহ বেষ্টন ও কৌশল পূর্ব্বক তাহাদিগকে কত জেজ্ঞাসা করিলেও অপহৃত বস্তুর কোন সন্ধান হইল না। কেনই হইবে। ছাটিগুলা বাহু যে কত ভাল বন্ধকী গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য এই কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছে, সহসা কে তাহা বুঝিতে পারে। এ দুষ্টা আরও একবার স্বীয় গৃহে অগ্নি দিয়া এইরূপ ভাণ করিয়াছিল। পুলিষ ইহাকে শাসন না করেন কেন? এ পাপীয়সী বারবার এইরূপ করিতে করিতে যখন যথার্থই তস্কর আসিয়া ইহার গ্রীবা ভগ্ন করিবে তখনি জানিবে মিথ্যা কথার সমুচিত ফল হইল।

—

কাটোয়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কাটোয়ার ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবল সাজিয়া যে অদ্ভুত চুরির কথা লেখা হইয়াছিল, মিথ্যে তদ্বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের একটী স্ত্রীলোক, উপযুক্ত দাস দাসী সমভিব্যাহারে পশ্চিম যাইতেছিল। কেবল তাহার স্বামী সমস্ত বেশ্যালয়ে থাকেন, এই বিরাগে বাটী হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

অনন্তর ঐ কাটোয়ায় নৌকা লাগাইয়া একটী স্ত্রীলোক বাটীতে বাসা লয়। কাটো

হার জুয়াচুরি ও ব্যভিচার দোষের নিকট কলিকাতা পরাজয় স্বীকার করে। জুয়াচোরেরা সবিশেষ অনুসন্ধান পাইয়া কেহ ইন্স্পেক্টর ও কেহ কনষ্টেবলের বেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, "তোমরা কর্তৃপক্ষের অসম্মতিতে আসিয়াছ তোমাদের নামে ওয়ারেণ্ট হইয়াছে।" তাহাদের আপন দোষে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, সুতরাং দোষের প্রতি লক্ষ্য থাকাতে ছলের প্রতি তত দৃষ্টি হইল না; একবারে ভয় বিহ্বল ও সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উৎকোচের প্রস্তাব করিল। উৎকোচ গ্রাহীরা উৎকোচ লইবার পূর্ব্বে যেরূপ গাম্ভীর্য্য ভাব অবলম্বন করে, তাহারাও সেইরূপে উৎকোচ গ্রহণ ও গোলযোগে তাহাদিগের অজ্ঞাতে অনেক গুলি অর্থ ও দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া তোমরা এখান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর, এই পরামর্শ দিয়া চলিয়া যাউক। তাহারাও কাটোয়ার ৮ ক্রোশ উত্তর কালীগঞ্জ পৌঁছিয়া দ্রব্যাদি মিলাইবার সময়ে অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান পাইল এবং তখন বুঝিতে পারিল যে তাহারা প্রকৃত রাজপুরুষ নহে।

অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার কাটোয়ায় আসিয়া অভিযোগ করিল। বাবু কালিকাদাস দত্তের সুবিচারে তাহাদের একজনের দেড় বৎসর, এক জনের ছয় মাস, ও যে স্ত্রীলোকের বাটীতে বাসা লয়, তাহার সহযোগিতা দোষের জন্য ছয় মাস কারাবাস ও প্রত্যেকের ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

কাটোয়ায় আজি কালি সুখার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থানে উৎসব করে প্রকাশ্য ভাবে চলিতেছে।

এখানে চাউল দুই টাকা মণ ফলতঃ এতদ্বিভাগে ও বর্দ্ধমান জেলার সকল স্থানে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই পৌষ সোমবার।

আজীমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী বাবু ধনপত সিংহ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সাধারণ হিতার্থ যে যে মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে ইহার অপেক্ষা তাঁহাকে উচ্চ উপাধি দেওয়া উচিত হয়। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য তিনি দুর্ভিক্ষের সময় অসামান্য বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সর্ব্ব সাধারণে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে হগ সাহেব ইডেন উদ্যান পুনর্ব্বার সাধারণের গম্য করিয়া দিয়াছেন। টিকিট ক্রয় করিবার রীতি রহিত হইল। এবং যাঁহারা টাকা দিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। টৌন বাগের টাকা না থাকাতে এরূপ করা হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা প্রত্যহ টৌনবাগে ভ্রমণ করেন, অতএব এবিষয়ে তাঁহাদিগের সহ যুক্তি করা উচিত।

হরকরার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তর রাউটিস ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত খাল খননের প্রস্তাব করাতে অনেকে তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। লার্ড ক্রাণবোর্ণ এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট চাহিয়াছেন। যখন রেলওয়ে হইয়াছে তখন খাল করিবার চেষ্টা করা উচিত হয় না। এবার সমুদায় আমেরিকায় ১৮,৩৫,৪৮৫ বস্তা তুলা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

মিস মেরি কার্পেণ্টর সম্প্রতি মৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটী দেখিতে গিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের এক দীর্ঘাকার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের যে সকল কাগজ আছে তাহা তিনি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অছিদিগের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কটকের খাস মহল সমূহের শেষ কিস্তি গ্রহণ করিবেন না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী। ইহাঁর পুনরাগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল নূতন আবিষ্ক্রিয়ায় সাধারণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মঙ্গল হয় তাহা, কেহ পাটেণ্ট আইন অনুসারে নিজে গোপন করিতে পারিবেন না। এ কার্য্যটী উত্তম বটে কিন্তু আবিষ্কর্ত্তাকে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য অন্য দেশে অন্ততঃ ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত আবিষ্কারক নিজ আবিষ্ক্রিয়ার লাভ ভোগ করেন।

গত শুক্রবার বিচারপতি ফিয়ার মিস কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ আপন বাটীতে এক সভা করেন। অনেক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

মিস কার্পেণ্টর চাঁপাতলায় একটী অনাথ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। খৃষ্টিয়ান বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। এবং বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিবেন। আপাততঃ তিনি নিজে ইহার ব্যয় দিবেন।

বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রধানতম বিচারালয়ে বারিষ্টরের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বারিষ্টর হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শুক্রবার গবর্ণর জেনরল হঠাৎ কলিকাতার মাতাপিতৃহীন শিশুদিগের আবাস দর্শন করিতে গমন করেন। ডাক্তার টনিয়র সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর জেনরল তাবদীয় বন্দোবস্ত দর্শন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চার চাষে লাভ হইতেছে না বলিয়া সম্প্রতি মিলার সাহেবের বাটীতে এক সভা হয়। চা-করেরা সকলে একত্রিত হইয়া এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁরা লাণ্ডহোল্ডার্স সভার সহায়তা লইয়া যাহাতে চার চাষের উন্নতি হয় সে চেষ্টা পাইবেন। আমরা চা-করদিগকে সতর্ক করিতেছি লাণ্ডহোল্ডার্স সভার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তাঁহাদিগকে অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ এই সভাকে নীলকর সভা বলিয়া জানেন। মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, অত্যাচারকারীদিগকে ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক করিওনা, কাহার দোষ প্রকাশিত হইলে তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিবার চেষ্টা পাইও, তাহা হইলে যথেষ্ট মজুর পাইবে লাভও হইবে। এক্ষণে মজুরের জন্য অত্যধিক ব্যয় হয় তাহাই অলাভের প্রধান কারণ।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে নগরস্থ পুলিস বিল অর্পিত হয়। পুলিসের ব্যয় নগরবাসিদিগের হইতে গ্রহণ করা বিলের উদ্দেশ্য। বাবু রমানাথ ঠাকুর আপত্তি করেন পুলিসের দ্বারা অধিকারী ও ভাড়াটিয়া উভয়ের সম্পত্তি রক্ষা হয়, অনেক ভাড়াটিয়া ১।২ বৎসরের জন্য বাসাবাটী ভাড়া লন, ইহার মধ্যে অধিকারী ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারেন না। এমন অবস্থায় ভাড়াটিয়ার নিকট হইতেই কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আপত্তিটি অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ।

দলীলের রেজিষ্ট্রার জেনরল বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যখন স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টরি করিবার আবেদন ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজে করিবেন, তখন রেজিষ্টার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এ সম্পত্তির পূর্ব্বে কোন রেজিষ্টরি হইয়াছিল কিনা? এবিষয়ের যে উত্তর হয় তাহা দলীল ও রেজিষ্টরি পুস্তকে লিখিত থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা পারেন নাই, কাড্‌বাও শিলার সাহেব তাহা করিতেছেন। পোর্ট কানিঙ কোম্পানির তালুকে ২০,০০০ প্রজা আছে। মাতলায় অধিবাসির সংখ্যা ৬০০০ হইয়াছে। ২০০০ নৌকা ধরে এরূপ এক ডক প্রস্তুত হইতেছে। প্রতি মাসে বিদ্যাধরী দিয়া ৩০,০০০ দেশীয় নৌকা গমনাগমন করে। নগরের প্রধান রাস্তার দুই পার্শে অনেক বাটী হইয়াছে। আগামী মাসে হোটেলটী খুলিবে। নগরের নালা হওয়াতে স্বাস্থ্য অনেক উত্তম হইয়াছে। আপাততঃ ১১০০ টন বোঝাই এক খানি জাহাজ মাতলায় দ্রব্য লইতেছে। এই বন্দরটির শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার অপ্রাই করিতেছেন।

সম্প্রতি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান উপলক্ষে উড্রো সাহেব সভাপতি স্বরূপ বলিয়াছেন, গত ৩০ বৎসরে স্ক্রিচিয়ান্ সম্প্রদায় বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১০,৮০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যে জাতি ভারতবর্ষের উপকারার্থ এত চেষ্টা পান তাঁহাদিগের জাতিবৈর থাকিতে পারে না। সাধারণ্যে সে জাতিবৈর নাই মিসনারিদিগের সহিত ত কাহার তুলনা হয় নাই, ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে জাতিবৈরকে নীচাশয়তা বিবেচনা করে, কিন্তু ভারতবর্ষস্থিত অধিকাংশ ইউরোপীয়ের কি ভাব? ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রতি সপ্তাহে যে যে কথা বলেন, তাহাতেই প্রকাশ পায়।

সম্প্রতি পাণ্ডিচারির বারিকের বারুদ গুদামে হঠাৎ আগুন লাগিয়া বারুদ উড়িয়া গিয়াছে। চারি জন আফিসর ষোল জন সৈনিক ও প্রায় যাবতীয় ভৃত্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

চীন দেশে বহুকাল অবধি কর্ম্মার্থিদিগের পরীক্ষার নিয়ম হয়। উক্তদেশে কেবল অনুরোধে উক্ত পদ কেহই পান না। প্রত্যেক প্রদেশে পরীক্ষার নিমিত্ত এক একটী বৃহৎ বাটী আছে। প্রথম পরীক্ষা যে বাটীতে হয়, তাহা ১৩৩০ ফুট দীর্ঘ ও ৫৮৩ ফুট প্রশস্ত বাটীর চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর ও দুটী মাত্র দ্বার আছে। পাছে পরীক্ষার্থিগণ পরস্পর বলা বলি করেন, এ জন্য প্রতি ব্যক্তির স্বতন্ত্র উপবেশনার্থ দুইটি পায়রা খোপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় বিভক্ত। এই বাটীতে ৮৬৫০ টি খোপ আছে। রাত্রিতে পরীক্ষা হয়, এবং পরীক্ষার্থিগণ এক দিবস করিয়া কিয়ার পান।

বোম্বাইয়ের জল সেচন কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৬০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার বিজ্ঞাপন দেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ৮৮,৪৪,৫০০ টাকা দিবার আবেদন হইয়াছে। নিম্নে ইহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে:—

১৮৬৮ অব্দের ৩ রা জানুয়ারিতে যে ১০,০০,০০০ টাকা শোধ দেওয়া হইবে তাহার জন্য ১১,৯৮,০০০ টাকার আবেদন হইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দের ৩ রা জানুয়ারি ২০,০০,০০০ টাকা শোধ দেওয়া হইবে তজ্জন্য ৩২,৩৫০০০ এবং ১৮৭০ অব্দের ৩ রা জানুয়ারির ৩০ লক্ষের জন্য ৩৩,১১ ৫০০ টাকা দিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে ৮৩ ১৮,০০০, বোম্বাই হইতে ৪,৩৫,০০০ মান্দ্রাজ হইতে ৫০,০০০ এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে ১১,৫০০ টাকার আবেদন হইয়াছে। একণে টাকার বাজার সস্তা অতএব প্রার্থনার উপরে অধিক টাকা উঠিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইয়ে ৪৫৮ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৯২ জন মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৫৯ জন এল এ পরীক্ষার্থির মধ্যে ২১ জন ৮ জন বি, এ পরীক্ষার্থির মধ্যে ৩ জন এবং ৬ জনের মধ্যে দুই জন সিবিল ইঞ্জিনিয়রিঙ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। দুই জন বি এলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবার কলিকাতারও অপেক্ষাকৃত অল্প পরীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইবে।

উক্ত পত্র মিস কার্পেণ্টরের অবগতির জন্য লিখিয়াছেন, তিনি যদি গোঁড়া খৃষ্টিয়ান হইয়া এতদ্দেশীয়দিগকে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী করিতে আসিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশীয়েরা তাঁহাকে এত সমাদর করিতেন না। খ্যাপর হইয়া আমারা এই জগতের হিতৈষিণী স্ত্রীর সম্মান করিতেছি, ফ্রেণ্ডের এই মত। মিস কার্পেণ্টর এ লেখার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। মিসনরিরা প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টিয়ান করিতে এদেশে আসিয়াছেন, এতদ্দেশীয়েরা কি তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবেন না? সর্ব্বত্র নিয়ম বহির্ভূত প্রণালী প্রবর্ত্তন ও মহম্মদের ন্যায় তলবার দ্বারা খৃষ্টীয়ান করা কি ফ্রেণ্ডের মত।

১৪ ই পৌষ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান বলেন পেসোয়ারে বোখারা হইতে আর এক দূত আসিয়াছেন। ইনি দিল্লীতে পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন। রাজা রুশিয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে অতিশয় খিন্ন করিয়া আশ্রয় চাহিয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ আশ্রয় দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ নয় বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থ হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যেমত বলিয়া থেন হিরাট কাবুলের অধীনে থাকা আবশ্যক সেই প্রকার বোখারার স্বাধীনতা ভারতবর্ষীয় শাসন প্রণালীর অঙ্গ একথা বলিতে পারেন। রুশিয়া ও ভারতবর্ষ উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ দুটি স্বাধীন রাজ্য রাখা উচিত।

উক্তপত্র বলেন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্রে যাহা লিখিত হয় যে একজন ইংরাজ আফিসর কাশ্মীরের রাজার ভৃত্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অমৃত সরের কমিসনর অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিপরীত রিপোর্ট করিয়াছেন। রাজার ভৃত্যেরা আফিসরের ভৃত্যগণকে প্রহার করিয়া মিথ্যা করিয়া এই অপবাদ দেয়। আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

উক্তপত্র বলেন সম্প্রতি জয়পুরের একজন মুচি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপন কন্যাকে এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেয়, এই জুয়াচুরি প্রকাশিত হওয়াতে এব্যক্তির বিচার হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। ইংরাজ রেসিডেণ্ট দণ্ড অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর বিবেচনা করিয়া ইহা কমাইবার চেষ্টায় আছেন।

দিল্লীগেজেট সংবাদ পাইয়াছেন আফজুল খাঁর কর সংগ্রাহক সিকন্দর খাঁ সিয়ার আলির দিগে গিয়াছেন। জেলেলাবাদের নিকটে আর এক যুদ্ধ হয় ইহাতে আফজুলখাঁর সৈন্যগণ জয়লাভ করিয়াছেন।

১৫ ই পৌষ শনিবার।

লাহোরক্রনিকেল আশঙ্কা করিয়াছেন, এবার পঞ্জাবে অনাবৃষ্টি হওয়াতে গম রোপণ করা হইতেছে না। যদিও উৎকলের ন্যায় না হউক, তথাপি আগামী বর্ষে তথায় খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইবে।

অযোধ্যার নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঋণের জন্য ২৪ পরগণার জজের আদালতে গত কল্য কয়েকটি উত্তম অশ্ব নীলামে বিক্রীত হইয়াছে। এ সকল ঘটনা লজ্জাকর।

ইংলিসম্যান বলেন, রুষিয়েরা বোখারার রাজাকে জিজকে পরাজিত করিয়া দ্রুতগতি সুমারকন্দের দিগে অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা এই নগরের নয় ক্রোশ দূরে আছে। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতেই রাজা পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়াছেন। মধ্য আসিয়ার জিহাদে কিছুই হয় নাই। বোধ হয়, বোখারার স্বাধীনতার শেষ হইল।

আসন দুলা, মুর আলি ও গোলাম মজুদ নামক কলিকাতার পোষ্ট আফিসের তিন ব্যক্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথ চুরি করিয়া দিয়াছিল দিয়া পুলিসে অর্পিত হইয়াছে। প্রেজিষ্টার টেক্লিফ সাহেব অর্থিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আটর্ণী বিবি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন মকদ্দমা স্থগিত। অথি প্রত্যর্থিদিগকে জামীন লওয়া হয় নাই, তাহাদিগকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিকা	৮৩।০—৮৬৶০
৪ " কোং	৮৯॥০—৮৬৷০
৫ " কোং	১০৪—১০৪৶
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০১।৵—১০১॥৵০
৫॥০ " কোং	১১০– ১১০ ০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর- টেলিগ্রাফের অধ্যক্ষ ও আর কয়েকজন লোক প্রতিনিধি স্বরূপ লার্ড ক্রাণবোরণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের টেলিগ্রাফ প্রণালীর সংশোধনের অনুরোধ করিয়াছেন।

সম্ভাবনা করা হইয়াছে সম্রাট মাক্সিমিলিয়ান একখানি অষ্টীয় জাহাজে জিবরালটরে নামিবেন।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কাণ্ডিয়ার প্রধান প্রদেশ সমূহের বিদ্রোহ শান্তি ও বিদ্রোহিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই ডিসেম্বর—ময় এবং কর্কে সামরিক আইন প্রচলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর জেনরলকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন ৮ ই আগষ্টের পত্রে এমত কিছুই নাই যাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইংফকোরের কোন আফিসরকে বহিষ্কৃত করা হইবে। লার্ড ক্রাণবোরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অপরাধে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, সেই অপরাধ না হইলে কাহাকে ষ্টাফকোর হইতে দূরীভূত করা হইবে না।

লণ্ডন ১১ ই ডিসেম্বর—ডবলিনে অনেক লোককে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। আর্ক বিশপ বলেন খ্রিষ্টিয়ানদিগকে এক পত্র লিখিয়া ফেনিয়ানেরা সাধারণ শত্রু এই কথা বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর—ইংলণ্ডে কয়েকখানি [illegible] এওলি ফেনিয়ান আহাজ অনুমান করা হইয়াছে। যাবতীয় ফরাসী সৈন্য রোম পরিত্যাগ করিয়াছে।

হঙ্গারীর মহাসভা সম্রাটকে অভিনন্দনপত্র দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন পূর্ব্বতন প্রতিনিধি স্বাধীন শাসনপ্রণালী পুনঃ স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সমূহ বিবেচনা করেন মধ্য আসিয়ায় রুশিয়ার জয় হইলে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। রুশিয়েরা খোকান পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর—রাজ্ঞী ইউজিন রোমে যাইতেছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর— ইংলণ্ডেশ্বরীর চাপলেন রেবরেণ্ড কেম্পকে কলিকাতার বিশপের পদ দিতে চাহা হয়, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। জনশ্রুতি, বোম্বাই অথবা মান্দ্রাজের বিশপকে এই পদ দিয়া তথায় এক জন নূতন বিশপ প্রেরণ করা হইবে।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর—র্ম্মিনের বিচারের বিষয়ে ক্রমাগত ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে তর্ক হইয়াছে। অপক্ষপাতি বিচারপতিগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক বাহির হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে এক পত্র আসিয়াছে, ইহাতে মানসফিলাডের কার্য্যের যাথার্থ্যের সমর্থন করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই ডিসেম্বর—টাইমস বলেন বোম্বাইয়ের বিশপ পদত্যাগ করিলে রেবরেণ্ড গেল তদীয় পদে নিযুক্ত হইবেন। মান্দ্রাজের বিশপ কলিকাতায় আসিবেন এমত সম্ভাবনা আছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার প্রেরিত ২৭ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশ পত্রিকা ৫ ই পৌষ প্রাপ্ত হইলাম। (এস্থলে বলা আবশ্যক যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে এক দিবস মধ্যেই ঐ পত্রিকা প্রাপ্ত হইতাম) এই পত্রিকাখানি ২৪ পরগণা জয়নগরে না আসিয়া যশোহর জয়নগরে প্রেরিত হইয়াছিল, পরে তত্রত্য পোষ্টমাষ্টার এখানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যেরূপ বৃহৎ অক্ষরে ঐ পত্রিকায় শিরোনাম ও ঠিকানা লিখিত ছিল, তাহা অন্ধ বা এতদ্ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার অসম্ভাবনা নাই। সে স্থলে এরূপ ভ্রম হওয়া অল্প দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঐ পত্রিকা যদি সংবাদপত্রিকা না হইয়া কোন বন্ধুর পত্র, অথবা কিম্বা মকদ্দমা সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে লিখিত হইত, তাহা হইলে লোকের কত দুঃখের বিষয় হইত এবং তাঁহাদিগকে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি পোষ্ট আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতীকারার্থ কোন উপায়বিধান করিতেছেন না। সম্পাদক মহাশয়! কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর বিহিত উপায় অবলম্বন না করিলে প্রজা সমূহের পদে পদে কত শত ক্ষতি হইতেছে ও হইবে তাহার পরিসীমা নাই, এজন্য ভরসা করিয় পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ আপনাদিগের অধীন কর্ম্মচারিদিগকে এমত সতর্ক করিয়া দেন যে কর্ম্মচারিগণ পত্রাদি প্রেরণের পূর্ব্বে নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রাপ্ত পত্রিকাগুলির শিরোনাম ও ঠিকানা আপন আপন চক্ষে দেখিয়া পাঠাইয়া দেন।

সম্পাদক মহাশয়! ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ কথা আপনাকে না জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যেমন কেন লোক হউন না নিরর্থক অর্থ ব্যয় সকলেরই অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা হয়। আপনার প্রেরিত ঐ পত্রিকা খানিতে মাশুল টিকিট দেওয়া থাকিলেও ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগরের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় এ সংবাদপত্র যশোহরে গিয়াছিল বলিয়া অতিরিক্ত এক আনা মাশুল দাবি করাতে আমি অগত্যা তাহা দিতে বাধ্য হইয়াছি কিন্তু এক ব্যক্তির অনবধানতায় অপরের দণ্ড হওয়া সঙ্গত কার্য্য হইতেছে কি না তাহা আপনার নিকট জানিতে বাঞ্ছা করি।

জয়নগর
১১ ই পৌষ
১২৭৩। } কস্যচিৎ পাঠকস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! জেলা হুগলীর অন্তর্গত দীঘড়াই একটী প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার লোক সংখ্যা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাতে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বসতি আড়াই শত ঘরের অধিক ছিল। তৎকালে এই গ্রামে যে সকল ব্যক্তি বাস করিতেন, বাহ্য আকার সন্দর্শন করিলে তাঁহাদিগের মুখশ্রীতে সুখ সচ্ছন্দতার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হইত না। পূর্ব্বে এই গ্রামে যেরূপ সংস্কৃত

তাহার আলোচনা ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে কত চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার গণনা হইলে দীঘড়ুই সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই গ্রামটিতে এক সময়ে ৩৩ খানি চতুষ্পাঠী ছিল। সেই সকল চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র অধীত হইত এবং ন্যূনাধিক দুই শত বালক অধ্যাপকদিগের নিকট অন্ন বস্ত্র লাভ করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিত। এক্ষণে পরিতাপের বিষয় এই যে দীঘড়ুই গ্রামটীর পূর্ব্বাবস্থা যেরূপ উৎকৃষ্ট ছিল, বর্ত্তমান অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। ২০ এ আশ্বিনের প্রবল বাত্যা ইহার আংশিক ক্ষতি করিয়াছে। এই গ্রামটী ত্রিবেণীর সম্মুখবর্ত্তী এই কথা বলিলেই এই স্থানে মহামারীর কত দূর প্রাদুর্ভাব, তন্নিবন্ধন ইহার কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট লোকেরাই বা কিরূপ অবস্থায় জীবিত আছে, বোধ হয় তাহা অনায়াসে সকলেই বুঝিতে পারেন। গত সনের দুর্ভিক্ষও এই গ্রামটির নিধন সম্বন্ধে অল্প সহকারিতা করে নাই। এই সকল দুর্দ্দৈব সহ্য করিয়াও এই গ্রামস্থ অর্দ্ধ জীবিত মনুষ্যেরা কথঞ্চিৎ সুখ সচ্ছন্দতায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। বাবু নীলকমল বন্দোপাধ্যায় এই গ্রামের একটী রত্ন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সহবাস সুখ অনুভব করিয়া বোধ হয় আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিও কিয়ৎকালের জন্য শান্তিলাভ করিতে পারিত। অতএব এতদ্দেশবাসী লোকেরা নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইলেও তাঁহাকে লাভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সুখী হইবে আশ্চর্য্য নহে। নীলকমল বাবু বিবিধ উপায় অবলম্বন দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেই সকল ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই উপলব্ধি করিতে দিতেন না। কিন্তু হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য! বিধি কি বাম! কাল অকস্মাৎ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সমাগত হইয়া এতদ্দেশবাসী লোকদিগের সকরুণ প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত না করিয়াই বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয়ধন সেই মহা রত্নটি অপহরণ করিয়াছে। গত ৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া নীলকমল বাবু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই মহাত্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দীঘড়ুইয়ের সুখসূর্য্য একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে। জানি না ভবিষ্যতে ইহার কি দশা হইবে। বাস্তবিক নীলকমল বাবু একটী অদ্ভুত মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় দেশহিতৈষী মহাত্মা অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি দেখিতে যেরূপ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গম্ভীর স্বভাব সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ও তদনুরূপ সমুন্নত ছিল। তিনি ইংরাজীভাষা জানিতেন না ও তাঁহার ধনসম্পত্তিও তাদৃশ ছিল না বলিয়া যদিও তিনি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ন্যায় সাহেব মণ্ডলীতে সমধিক প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই কিন্তু আমরা তাঁহার বিষয় যত দূর জানি পক্ষপাত শূন্য হইয়া বলিতে পারি বল ও বীর্য্যে বুদ্ধি ও সাহসে এবং সদসদ্বিবেচনায় তদ্দেশবাসী হইয়া তিনিই একমাত্র তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজধানীস্থ প্রায় সমস্ত দেশীয় মহোদয় নীলকমল বাবুকে কেবল জানিতেন এরূপ নহে তাঁহার গুণেরও সবিশেষ প্রশংসা করিতেন। জমিদারী বিষয় জ্ঞানে তিনি এক জন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণে কুসংস্কারের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি শুদ্ধ বাঙ্গলা ও পারসীভাষা জানিয়াই নিজ স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাগুণে পরিবারের ও স্বদেশের উন্নতিসাধনকল্পে যে সকল মহত্তর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের অনেককে তাঁহার শতাংশের একাংশও করিতে দেখা যায় না। তাঁহার যত্নে ও অধিকাংশ ব্যয়ে দীঘড়ুইয়ে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। একটী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে নীলকমল বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিকটস্থ এক পল্লীতে ঐরূপ একটী বিদ্যালয় থাকাতে শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মানুসারে তিনি সে বাসনাটীতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বিদ্যালয়টীর গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে নীলকমল বাবুই সমধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। সুকুমারমতি বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি এই গ্রামে ক্রমান্বয়ে দুইবার দুইটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দীঘড়ুই হইতে মগরার রাজবর্ত্ম অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান। মগরা রেলওয়ে ষ্টেশনে গমনাগমনের নিমিত্ত পূর্ব্বে এই স্থানে একটী নামমাত্র রাস্তা ছিল, বর্ষাকালে তাহার অধিকাংশ স্থান প্রায় এক প্রকার সন্তরণ দ্বারাই উত্তীর্ণ হইতে হইত, মহাশয়ের ভুবন বিখ্যাত সোমপ্রকাশেও এক বার এই রাস্তাটীর দুরবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। করুণহৃদয় নীলকমল বাবু সাধারণের গমনাগমনের আর পথ নাই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া বহু ব্যয়স্বীকার পূর্ব্বক একটী প্রশস্ত উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি দীঘড়ুইয়ের সন্নিকট ও পার্শ্বস্থ পল্লীর মধ্যবর্ত্তী স্থান হারাগুণে তাঁহারই সমধিক যত্নে একটী ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বাবু জীবদ্দশায় ডাকঘরটীর স্থায়িত্ব সম্পাদন মানসে মাসিক ৪। ৫ টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া আবশ্যক না হইলেও আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন। মহামারী যেন সেই মহাত্মার সদ্বৃত্তি সকল পরিচালনের কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। কি ধনী কি নির্দ্ধন পীড়িত হইলে নীলকমল বাবুই তাহাদিগের একমাত্র বন্ধু ছিলেন। নিঃসহায় রোগীকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান তাঁহার একটী নিয়মিত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং তজ্জন্য তিনি আপনার বাস ভবনে একটী ক্ষুদ্র ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবেই হউক, অথবা উপদেশ দ্বারাই হউক, তিনি লোকের উপকার করিয়া অবসর কালক্ষেপণ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতেন। নীলকমল বাবুর চরিত্রও অতি পবিত্র ছিল। কেবল তিনি আপনার বিশুদ্ধগুণে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া মাসিক ৪০০ শত টাকা বেতনে তাঁহার জমীদারীর প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইঁহার হস্তে সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সদাশয় দেশহিতৈষী মহাত্মার মৃত্যু দীঘড়ুই সদৃশ ক্ষুদ্র পল্লীর লোকদিগের কত দূর মনস্তাপের হেতু হইবে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার অভাবে দীঘড়ুই শূন্যপ্রায় হইয়াছে। জানি না হতভাগ্য বিদ্যালয়টির দশাই বা কি হইবে। বিদ্যালয়টীতে অনেকগুলি ভদ্রসন্তান অধ্যয়ন করিতেছে এবং কেবল তাঁহাদিগের উপরিই এক্ষণে এই গ্রামের ভাবী উন্নতি নির্ভর করিতেছে। মৃত মহাত্মার অভাবে যদি স্কুলটীর স্থায়িত্বের প্রতি কোন ব্যাঘাত জন্মে, যে দিন সেটী উঠিয়া যাইবে, সেই দিনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামের ভাবী উন্নতির আশা ভরসা এককালে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন এই গ্রামে আর এমন একটীও ঐশ্বর্য্যশালী লোক

নাই। এমন অবস্থায় নিয়মিতরূপে সর্বাংশে [illegible] ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়টীর মঙ্গল বিধান করিতে পারেন। [illegible] নীলকমল বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, [illegible] নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই যে যেন তিনি নীলকমল বাবুর স্থানে [illegible] বিদ্যালয়টী। [illegible] বিষয়ে ও উন্নতিসাধনার্থে [illegible] ও যত্নবান হন।

[illegible]
[illegible]

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বরাহনগর [illegible]।

মহাশয়! বোধ হয় আপনি অবগত আছেন যে এই বরাহনগরে প্রায় এক বৎসর হইল একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম বরাহনগর [illegible]। ইহা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য যুক্ত নহে। ইহা অত্রস্থ কতিপয় ভদ্রলোকের যত্ন চেষ্টায় চলিতেছে। ইহা [illegible] স্থায়ী হইলেই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। গত কল্য (৯ ই পৌষে) ইহার [illegible] সরিক পারিতোষিক প্রদান করা হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যোপলক্ষে অত্রস্থ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর উঠানে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। জষ্টিস ফিয়ার তাঁহার সহধর্মিণী এবং আর এক জন সাহেব ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আর অনেক প্রায় ১৫০ ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জষ্টিস ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তক বিতরণানন্তর সভাপতি (যেমন সচরাচর হইয়া থাকে) বিদ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন। পরে সভা ভঙ্গ হইল।

মহাশয়! বরাহনগরে একটী বালিকাবিদ্যালয় একটী রজনী বিদ্যালয় এবং একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দুটীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এক জন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং এক জন প্রধান দেশহিতৈষী। এই বিদ্যালয়ত্রয় দর্শনার্থ মেরি কার্পেণ্টর বাবু মনোমোহন [illegible] সমভিব্যাহারে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী [illegible] বিদ্যালয় সংস্থাপনের [illegible] অনেক বক্তৃতা করিলেন। অত্রস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। শশি [illegible]

লোক বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাঁহারা অভিনন্দনপত্র দান বিষয়ে অনেক সহায়তা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে এই বালিকাবিদ্যালয়টী স্থায়ী হইয়া সুফল প্রসব করুক।

বরাহনগর। এক জন দর্শক।
১০ ই পৌষ ১২৭০।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

সম্পাদক মহাশয়! জেলা গোয়ালপাড়ার "হিতবিধায়িনী" সভার আনুকূল্যার্থ উক্ত জেলার অধীন [illegible] বেড়পাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পৃথ্বীরাম চৌধুরী রায় বাহাদুর মহোদয় ৭৫ টাকা দান করিয়াছেন। সভা, তাঁহার সাধারণ হিতৈষিতা প্রকাশ ও তাঁহাকে [illegible] ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন এবং [illegible] সদলাস্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু হিতবিধায়িনী সভা [illegible] অধ্যবসায়সহকারে যে কত চেষ্টা করিতেছেন, এবং অতি অল্প কালের মধ্যে যে কি পরিমাণে হিতসাধন করিয়াছেন রায় বাহাদুর মহোদয় যদি সভার সেই সকল কীর্ত্তি একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, বোধ করি তাহা হইলে তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে সভার সমুন্নতি সাধনার্থ বিশেষ সাহায্যদানার্থ সচেষ্ট হইতেন সন্দেহ মাত্র নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ভরসা করি, এ জেলার অন্তর্গত অন্যান্য ভূম্যধিকারী মহোদয়েরাও সকরুণচিত্তে কথিত সভার প্রতি এতাদৃশ দানশীলতা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিতে যেন পরাঙ্মুখ না হন এই প্রার্থনা।

গোয়ালপাড়া। ১ লা পৌষ ১২৭০। } জনৈক হি, বি, সভার সভ্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দে	বরাহনগর
১২৭০ পৌষ হইতে ৭১ জ্যৈষ্ঠ	৫॥০
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	কান্দী
১২৭০ কার্ত্তিক হইতে ৭১ আশ্বিন	১৩
" " যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	কলিকাতা
১২৭০ অগ্রহায়ণ হইতে ৭১ কার্ত্তিক	১০
" " শ্যামাচরণ শ্রীমানী	কলিকাতা
[illegible]	[illegible]
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল জোড়াসাঁকো	
১২৭০ অগ্রহায়ণ হইতে ৭১ কার্ত্তিক	১০

—:•:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটীকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

এখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ✓১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৮ সংখ্যা

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২৪ এ পৌষ। ১৮৬৭। ৭ ই জানুয়ারি { মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸।

বিজ্ঞাপন।

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত
বিদ্যালয়।

৫ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে ১৮৬৭ অব্দের এণ্ট্রান্স ক্লাস খোলা হইয়াছে।

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা
সম্পাদক।

—:০:—

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেণ্টে এক জন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য প্রার্থীর অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রানই অগ্রে মনোনীত করা হইবে। রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এর নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

—•—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনারি
সোসাইটী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় ছাত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আগামী ৭ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক একটী ক্লাস খোলা হইবে। কালেজ ডিপার্টমেণ্টে সাময়িক ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এ.
" জে, পি, আষ্টিন এম এ,
" জে. মেলর বি, এ,
ইহাঁরা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—••—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'প্রকৃতিবাদ' নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও আঁহিরিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস আঢ্যের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—•—

আগামী ১৬ ই জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা নর্ম্মালবিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৭ টী ৪ চারি টাকার বৃত্তি খালি আছে।

বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

অঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ভূগোলের চারি বিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা, আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

এইচ, উড্রো।

১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। বাঙ্গলার মধ্যবিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

—:০:—

১১ ই ও ১২ ই মাঘ ইংরাজী ২৩এ ও ২৪এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রুত লিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষ ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত।

ভূবৃত্তান্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } বাঙ্গলার মধ্য বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

—:•:—

সহর কলিকাতার বড়বাজারে আমার যে কারবারী গদি আছে তাহার কর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইল যে, সুতা ইত্যাদি যখন যাহা যে স্থলে খরিদ অথবা বিক্রয় হইবেক, তাহার বাবত যখন যে চিঠি ও এগ্রিমেণ্ট ইত্যাদিতে দস্তখত করিতে হইবেক তাহা শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ প্রধান, শ্রীযুক্ত কালীদাস পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ প্রধান, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিয়া আমার নাম বকলমে ঐ সকল দস্তখত করিবেন, তাহা আমার স্বীয়কৃতের ন্যায় গণ্য হইবেক, ইহা ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মকারক কি দালাল ইত্যাদি কোন লোকে যদি কোন রকম খরিদ বা বিক্রয়ের কোন কার্য্য কি কোন রকম দস্তখত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তাহার কোন রকমে দায়ী আমি হইব না, আর ঐ কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে কোন রকমের পাওনা টাকা তাহা সেই সকল টাকার বাবত চিঠির পৃষ্ঠে ওয়াশিল না দিয়া কিম্বা উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখত রসিদ না লইয়া কেহ কোন টাকা অপর কোন কর্ম্মকারকদিগকে দিলে কিম্বা আমার দেনা টাকার কোন চিঠিতে উক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখতে থাকর না হইলে তাহা আমার গ্রাহ্য নহে, এবং আমি তাহার দায়ী হইব না।

শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। সুবিখ্যাত খাল বোয়ালিয়া কানসার্নের অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি তালুক কাএম কানুন মহল খরিদা বৃত্ত মৌরসি জমা এবং পাট্টাই জমী ও নীল কম্ম চলিতে পারে এমত আট কুঠি ও ছোট দুই কুঠি ও গোকাম চকশ্বের দুইটি উৎকৃষ্ট পাকা ঘর, সমুদয় ইষ্টেট একযোগে অথবা সুবিধা বুঝিলে পৃথক পৃথক লাটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৭ সালের ১৭ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর একটার সময় খাল বোয়ালিয়ার কুঠি মোকামে নীলাম আরম্ভ হইয়া যে পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় তাবৎ প্রত্যহ ঐ একই সময়ে নীলাম হইবে।

৩। এককালীন সমুদয় নীল কানসর্ণ অথবা সমুদয় জমীদারী কিম্বা তাহার কতক অংশ অগ্রে বিক্রয় বিষয়ক দরখাস্ত ও প্রস্তাবাদি ১০ ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে।

৪। অপর বৃত্তান্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমে আর, চি, হিল সাহেব
বালফোর কোম্পানির বাটী
কলিকাতা।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য ডাকিবেন তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক নীলামে বিক্রেতাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ এক ডাক ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই ডাক হইতে পুনরায় ডাক হইবে। কেহ কোন ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কিম্বা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। যে মূল্যে ডাক সাব্যস্ত হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ খরিদার ডাক বন্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিক্রেতার অধ্যক্ষকে দিবেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় টাকা নীলামের দিন অবধি দশ দিন মধ্যে পরিশোধ করিবেন তাহা না করিলে নীলাম রদ এবং বিক্রেতাকে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বেবাক বিক্রেতার হইবে। এবং বিক্রেতা ঐ বস্তু আপসে বা প্রকাশ্য নীলামে পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম ডাক অপেক্ষা যে ন্যূন করিবা ক্ষতি খেসারত ও যে কিছু খরচপত্র হয় তাহা সমুদয় প্রতিকার প্রথম ডাকনিয়া পূরণ করিবেন। যদি দ্বিতীয় বিক্রয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা লভ্য হয় তাহাও বিক্রেতা পাইবেন। বিক্রয়ের পরক্ষণেই খরিদার এই সমস্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া একবার লেখিয়া দিবেন।

৩। যেহেতু বিক্রেতা বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির বন্ধক গ্রহীতার নিকট সন ১৮৬৫ সালে সম্পত্তি খরিদ করিবার সময় তৎকিয়ত সম্পূর্ণরূপে তহকিক তদন্ত করা হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবেক যে বিক্রেতা যে কবলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির ন্যায্যরূপে স্বত্ববান এবং মালিক হইয়াছেন, এতাবতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার কোন দায় বা আপত্তি উত্থান হইবার নহে।

৪। খরিদা সম্পত্তির হস্তান্তর কবলাপত্র লিখিত পড়িতের সমুদায় ব্যয় মূল দলিলের খসড়া বা সাবেক নকলের ও রেজিষ্টরি খরচ ষ্টাম্প, বাগদেব মূল্য এবং খরিদারের নাম ও মদারি সেরেস্তায় খারিজ দাখিলের খরচ ইত্যাদি যে কিছু ব্যয় তাহা সমুদায় খরিদার দিবেন।

৫ পত্তনি দরপত্তনি প্রভৃতি যাহাদিগের নিকট লওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মূল হকি স্বত্বের দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এমত অনুভব করিতে হইবেক। এবং ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি মহালাতের দস্তাবেজ অনুসারে শেষ কিস্তির খাজানা পরিশোধের দাখিলাজাত বা ঐ খাজানা পরিশোধের অপর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে তাহা ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি সংক্রান্ত তাবৎ নত্বের ও নিয়মের সম্পন্ন হওয়া বলিয়া অথবা খরিদ হওয়ার সময় পর্য্যন্তের সমস্ত ওজর মিটিয়াছে বলিয়া কিম্বা ঐ পত্তনি প্রভৃতি ও অন্যান্য বস্তু বেআত্ত ঐ সমস্ত সিদ্ধ এবং বলবৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

৬ বিক্রেতাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সহিত এক যোগে যে বিষয় বিক্রয় হয় তাহার দস্তাবেজ বিক্রেতা আপন হস্তে রাখিবেন। যে বস্তু সামান্যরূপে বিক্রয় করা যাইবেক তাহার দলিল বিক্রয়ের পরে যিনি অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন, অথবা যিনি প্রধান খরিদদার হইবেন তাঁহাকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং বিক্রেতা বা প্রধান ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে দস্তাবেজ যাঁহার নিকট থাকিবেক তিনি অন্যান্য খরিদদারগণের প্রার্থনা মতে তাহাদিগের নিকট খরচপত্র লইয়া মূল দস্তাবেজ দাখিল করা ও তাহার নকল দেওয়ার একরার লিখিয়া দিবেন।

৭। সন ১২৭০। ৭১। ৭২ সালের অনাদায়ী বাকি কাগজের লিখিত যে বকেয়া খাজনা বিক্রয়ের দিনে প্রজার নিকট পাওনা হয় তাহার দশ আনা রকম বিক্রয়ের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে কিস্তিবন্দির সুরত খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন, এবং ঐ বাকী পরিশোধের তারিখ নির্দ্ধারক বোধ স্বরূপ দলিল লিখিয়া দিবেন।

৮। বর্ত্তমান সালের যে খাজানা হস্তান্তরে দিনে প্রজার নিকট পাওনা থাকে তাহার মধ্যে সরঞ্জামি শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে মিনহ বাদে বাকী সমুদয় টাকা নাগাইদ ১২৭৩ সালের ৩০ এ চৈত্র অন্যাংশে কিস্তিবন্দী দ্বারা খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন।

৯। খতি কর্জ্জা ও ডিক্রীর ও নীল দাদনি বহনা বাবত যে সমস্ত টাকা প্রজা ও অন্যান্য লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা বিক্রেতার স্বেচ্ছানুসারে কুঠির সহিত এক যোগে বা পৃথকরূপে বিক্রয় হইবেক।

———•০•———

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে, যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই।—

৬৯৭৬৮

৬৯৭৬৯ নং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা

০৫৫৪১

০৬৭৫৫

০৬৭৫৬

০৪৫৬০

০৬৭৬১

০৬৭৬২ নং ৫০ টাকার হিং ৩০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার
ভুটান বাকশা সবডিবিজনের ইনচার্য পুলিস ইনস্পেক্টর।

—:০:—

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

কস্তি পরিবার নিমিত্ত যত কুন কি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুন কি প্রতি ২০ টাকা হারে মাস্থল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস } জি মক ডে. ওয়ে.
ময়নাগুড়ী। } টুইডি সাহেব
১০ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } ডেপুটী কমিসনর

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয়
বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে তত্ত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্ট্রীর কার্য্যকারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তত্থার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রান্তলিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র রেখ যান, উক্ত কর্ম্মকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চয় মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রাক্তনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

নিমুখারসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
কুবণসার ব্যাকরণ	।৹
নীতিসার (১ম ভাগ)	৵৹
নীতিসার (২য় ভাগ)	৵৹
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸৹

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

২৪এ পৌষ সোমবার।

১৮৬৬ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার সমুদায়ে ১৩৫০ পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৬ জন প্রথম ভাগে, ২৯৮ জন দ্বিতীয় ভাগে, ২৬৪ জন তৃতীয় ভাগে সমুদায়ে ৬২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। অধিকসংখ্য বালক অকৃতকার্য্য হয় বলিয়া গত বৎসর বাঙ্গালাদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন যে তীব্র মিনিট লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। যে পর্য্যন্ত মফস্বলের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ সংশোধিত হইয়া উপযুক্ত ও পরিপক্ক শিক্ষক নিয়োজিত না হইবেন, তাবৎ সে ফল দর্শনের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। আমরা জানি, অনেক মফস্বল বিদ্যালয়ের শীর্ষ স্থানে এপ্রকার অনুপযুক্ত কিঞ্চিজ্জ্ঞ শিক্ষক নিয়োজিত আছেন যে, কোন্ বালক প্রবেশিকা পরীক্ষাদানে সমর্থ, কেবা অসমর্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কোন শিক্ষাচার্য্যের প্রকৃতি এমনি কোমল যে তিনি আবদারে বালকদিগের অসঙ্গত প্রার্থনায় বাধাদানে শক্ত হন না।

রুষিয়া ও মধ্য আসিয়া।

প্রবলের নিকটে দুর্ব্বলের সুস্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। কাবুলভিন্ন মধ্য আসিয়ার রাজগণ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছিলেন, রুষিয়ার সম্রাট তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছেন। রুষিয়ার আক্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সুখসুপ্ত যূথবদ্ধ মৃগদলে ব্যাঘ্র প্রবেশ আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। ব্যাঘ্রের বাক্শক্তি নাই, সে যে কি উদ্দেশে মৃগ সমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হয়, ব্যক্ত করিতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে স্বার্থপর হইয়া আপনার ক্ষুধাশান্তির নিমিত্তই তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রুষিয়ার কর্ম্মচারিদিগের বাক্শক্তি আছে তাঁহারা জগৎকে এই প্রবোধ দিবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহারা যে মধ্য আসিয়ার জয়ার্থী হইয়াছেন সে কেবল জগতের উপকারার্থ; তাহাতে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে এবং দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে। যাহাদিগের বাক্শক্তি আছে, কালভেদে তাহাদিগের মুখ হইতে জয়েচ্ছার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যুক্তি বহির্গত হয়। কবি কালিদাস রঘুবংশের বর্ণনকালে লিখিয়া গিয়াছেন "যশসে বিজিগীষূণাং" যশ হইবে বলিয়া রঘুবংশীয়েরা দিগ্বিজয় করিতেন। ইদানীন্তনকালে এ যুক্তি দূষিত বলিয়া উপেক্ষিত দৃষ্ট হইতেছে। এখন সভ্যতার পথ পরিষ্করণরূপ উৎকৃষ্ট ছল অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, সুখসুপ্ত মৃগযূথ মধ্যে ব্যাঘ্রের প্রবেশ আর সুখরাজ্যকারী রাজগণের রাজ্যমধ্যে রুষিয় সৈন্যগণের প্রবেশ, ফলাংশে উভয়ই তুল্য। বোখারা প্রভৃতি রাজ্যমধ্যে যদি প্রজার প্রতি রাজার অত্যাচার থাকে, রুষিয় সেনাগণের অধিকতর অত্যাচার ব্যতিরেকে তাহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। লঘু অত্যাচার নিবারণার্থ গুরু অত্যাচার অনুমোদনীয় নয়।

আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার তাৎপর্য্য এই, রুষিয় কর্ম্মচারিরা মধ্য আসিয়ার জয়ের হেতুবাদ স্বরূপ সভ্যতার পথ পরিষ্করণ, অত্যাচার নিবারণ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টিক্ষেপের চেষ্টা পাইতেছেন। বাস্তবিক এগুলি ছল মাত্র, আপনাদিগের প্রভুশক্তি বৃদ্ধি করাই রুষিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমরে যদি রুষিয়ার

[illegible] বোধ করা না হয়, ইহার পর তাহারা দুর্বার হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষ তাহাদিগের একটী প্রধান লোভনীয় পদার্থ। ভারতবর্ষে তাহাদিগের জয়পতাকা দর্শন করিতে না হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা।*

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের দিগ্বিজয় প্রবৃত্তি রোধ করিতে পারেন না। রাজনীতি এরূপ নয়, এপ্রকার জাতীয় নিয়মও নাই। অতএব লেডেণ্ড অব হাওনা যে পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, তদনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। বোখারার দূত গবর্ণর জেনরলের নিকটে আসিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বোখারার বাণিজ্য সম্বন্ধার্থী হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এই সম্বন্ধ শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, রুসিয়ার জয়াকাঙ্ক্ষার নিবারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন। তখন বাণিজ্য ক্ষতিরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিবেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এ নীতিতে ইদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞেরাও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। যে কোন সূত্রে হউক, ব্রিটিশ সিংহ তথায় আসন গ্রহণ করিলে রুসিয় ব্যাঘ্র কোনক্রমেই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। পূর্ব্বকার লোকেরা ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীশ, ফরাশী দিনামার প্রভৃতিকে লব্ধাধিকার ও বদ্ধমূল দেখিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। রুসিয়ারও সেই দশা হইবে সংশয় নাই।

আসাম প্রভৃতি স্থান সমূহে যে সকল কুলি প্রেরিত হইয়া থাকে, আইন অনুসারে তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাইতে হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা মজুরদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তাহারা কোথায় যাইতেছে? আপন আপন ইচ্ছায় যাইতেছে কি না? গন্তব্য স্থানে কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইত্যাদি। মজুর যদি এই উত্তর দেয় যে সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দেন, নচেৎ তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যদিও আইনে এই সকল আছে, কার্য্যতঃ ইহার কিছুই হইতেছে না। কুলিদিগকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় ভুলাইয়া আনয়ন করা হয়। সংগ্রাহকেরা বলে, কলিকাতা ছাড়িয়া দুই তিন দিবসের পথে এক স্থানে তাহাদিগকে যাইতে হইবে। বেতন যথেষ্ট দেওয়া হইবে, এবং খাটিতে হইবে না। সেই স্থানে খাদ্য দ্রব্য অতিশয় স্বল্প মূল্য, এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের কাজ সুখের সীমা নাই। যখন তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আনা হয়, সংগ্রাহকেরা মজুরদিগকে বলে যদি তাহারা যাইতে না চায় তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের জরিমানা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট নিয়মিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সকলে ভয় প্রযুক্ত "হাঁ" বলে। সংগ্রাহকদিগের আর একটী বিষম প্রতারণা এই, তাহারা দুই এক জনকে দাঁড় করাইয়া রাখে। তৎস্থানে কুলির তালিকায় তাহাদিগের নাম লেখা থাকে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের শিক্ষিত লোক। সংগ্রাহকেরা তাহাদিগকে যেমন বলিয়া দেয়, তেমনি বলে। তাহারা কখন আসামে যায় না। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছি, এই কথা বলে; অন্য অন্য কুলিরা "জরিমানার" ভয়ে "হাঁ" বলে। এই অজ্ঞ লোকেরা সহজে সকল কথা বিশ্বাস করে। তাহারা সংগ্রাহকের চাপরাস গবর্ণমেণ্টের চাপরাস জ্ঞান করে, এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে যাইতেছে, সকলের এই সংস্কার। আমরা অত্যুক্তি করিতেছি না, অনুসন্ধান করিলেই আমাদিগের লেখার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে না কেন? সহজে অনেকে মাজিষ্ট্রেটদিগের দোষ দিবেন, কিন্তু এই হতভাগ্য কর্ম্মচারিদিগকে গবর্ণমেণ্টের বাগানের মালিগিরি অবধি সকল কাজ করিতে হয়। ইহাঁদিগের নিয়মিত কার্য্য এত যে এ সকল অতিরিক্ত কাজ তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার আশা করা অন্যায়। কুলি রেজিষ্টরের এক এক জন রেখাণী আছেন। ২০। ২৫ জন কুলি আসিলে তিনি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হন। মাজিষ্ট্রেট প্রধানতম বিচারালয় ও গবর্ণমেণ্টের ভয়ে মকদ্দমার কাগজেও স্বাক্ষর করেন, কুলির বিবরণও শ্রবণ করেন, সুতরাং তাঁহা হইতে তত্ত্ব নির্ণয় হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, কুলিদিগের রেজিষ্টরের জন্য সপ্তাহের এক বিশেষ দিন ও বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের উপরে এই ভার দেওয়া হউক। তিনি এই নির্দ্দিষ্ট দিবসে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর কোন কাজ করিবেন না, এই কাজ তাঁহার মাসিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি মকদ্দমার সংখ্যা অধিক প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম বিচারালয়ের সন্তোষ সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে এ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। এ পর্য্যন্ত আইন ফলোপধায়ী হয় নাই, সেই প্রলোভন সেই জুয়াচুরি রহিয়াছে। চুক্তিভঙ্গের ফৌজদারি দণ্ড ও বাহ্য আড়ম্বর এই মাত্র সার।

সর জন লরেন্স ও রেলওয়ে।

সর জন লরেন্স ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদলাভ অবধি রেলওয়ের কার্য্য প্রণালীর দোষ সংশোধন বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। এক্ষণে আরোহিগণ যে কিছু সুবিধাভোগ করিতেছেন, সর জন লরেন্স তাহার মূল। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক পত্র দ্বারা ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কথা জানাইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের নিকট হইতে তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের অধিকাংশ টাকা সংগৃহীত হয়, অতএব তাঁহাদিগের যাহাতে কষ্ট হয় এরূপ কার্য্য করা, অথবা কষ্ট জানিয়াও তন্নিবারণের চেষ্টা না পাওয়া অতি অনুচিত কর্ম্ম। আড্ডায় আড্ডায় আবশ্যক কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিভৃত স্থান এবং আহার ও পানের জন্য সরাই করা কর্ত্তব্য। যখন পাণ্ডুয়া অথবা রাণীগঞ্জ রেলওয়ের সীমা ছিল, তখন এ সকল বন্দোবস্তের বড় প্রয়োজন ছিল না কিন্তু রেলওয়ে দিল্লী পর্য্যন্ত হওয়াতে আড্ডায় আড্ডায় এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে পূর্ব্বে ধর্ম্ম অথবা বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেহ প্রায় প্রদেশান্তরে গমন করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে এক সপ্তাহের অবসর পাইলে অনেকে বঙ্গদেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। দেশের কোথায় কি আছে? তদ্দর্শনে এবং পরস্পরের সহিত মৈত্রী বন্ধনে এখন অনেক কৃতবিদ্যের যত্ন জন্মিয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকার লোকদিগের পরস্পরের যে প্রকার পরিচয় ও বন্ধুতা, আলীগড় ও আগরার লোকদিগের সহিত ক্রমশঃ সেই প্রকার হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ রেলওয়েতে গমন আবশ্যক। কিন্তু আরোহিদিগের যদি পথে কষ্ট হয়, অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। সর জন লরেন্সের পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিদিগকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হইত। টিকিট লইবার কষ্ট, শকটে উঠিবার সময়ে প্রহরিদিগের নিকটে প্রহার ও অপমান হইত। এবং ষ্টেসন মাষ্টরেরা শকটে স্থান আছে কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া যত সাধ্য লোক এক শকটে বলপূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া দিতেন। এক্ষণে ইহার অনেক কষ্ট কমিয়াছে। যে কিছু আছে, তাহা রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগের দোষে যত না হউক এদেশীয় ও নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের দোষে হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় প্রহরী ও ষ্টেসন মাষ্টরেরা স্বদেশীয়দিগের সন্তোষের প্রতি মনোযোগী হইলে এ কষ্ট আর থাকে না। গবর্ণর জেনরল এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত ষ্টেসনে পৃথক গৃহ ও পৃথক শকটের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ দুটী করা অতি আবশ্যক স্ত্রীলোকদিগকে ষ্টেসনে আসিয়া রাজ্যের পুরুষের মধ্যে অবস্থান করিতে এবং অনেক স্থলে অশ্লীলতা দূষিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ শুনিতে হয়। পৃথক গৃহ থাকিলে এ অপমান হয় না। পৃথক শকট না থাকাতেও স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময়ে এই প্রকার অবমাননা সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা রাত্রিকালে স্ত্রীলোক লইয়া রেলওয়েতে গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ঐ সময়ে নিম্ন শ্রেণীর মাতাল ইউরোপীয় ও দুশ্চরিত্র এদেশীয়দিগের সহিত ভ্রমণ করা কেমন কষ্টকর। গবর্ণর জেনরল এবিষয়ে যে প্রকার আজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র যাহাতে কাজ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। পঞ্জাব রেলওয়েতে পৃথক শকট আছে পূর্ব্ববাঙ্গলার রেলওয়ে কোম্পানি অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের শকটে পুরুষ উঠিতে দেন না। অতএব সকল রেলওয়েতে এরূপ না হয় কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গবর্ণর জেনরলের আর এক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আলোক দিবার আজ্ঞা দেন, কিন্তু তাহা অদ্যাপিও হয় নাই। এটী হইলে সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকটে অধিকতর বাধিত হইবেন।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। সঙ্গীত রত্নাবলী। প্রসিদ্ধ কথক মৃত শ্রীধর কবিভূষণ যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া যান, শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর বেদরত্ন তাহা সংগ্রহ করিয়া "সঙ্গীত রত্নাবলী" নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাতে নানা বিষয়ক সঙ্গীত আছে। বেদরত্ন মহোদয় এই কার্য্যটী করিয়া কেবল যে কবির কীর্ত্তি স্থায়িনী করিয়া তাঁহাকে চিরজীবী করিলেন, এরূপ নয়, বিনাশোন্মুখ গীতগুলি রক্ষা করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন।

২। সংবাদসার। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মুরশিদাবাদ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; প্রথম খণ্ডের লেখা যেরূপ ও যেরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা ক্রমে উন্নতিশীল হইবে, অনুমান হইতেছে। সম্পাদকের বিবাদমত্ততা প্রদর্শনে কিঞ্চিৎ অনুরাগ দৃষ্ট হইল। আমরা পরামর্শ দিতেছি, তিনি যেন এ অনুরাগ পরিত্যাগ করেন। যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত বদনে সাহেবদিগের সহিত পানভোজনাদি করিতেছেন, তথায় স্ত্রীনির্ব্বাণ বিদ্যালয় হইবার সময় হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।

———

রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। ১৩ ই পৌষ পূর্ণিমায় দশ পাঁচ পর শ্রীশ

আঘাত করাতে দোসন্নবে অর্পিত হন। এক জন উকীল জুরির মধ্যে হন। বিচারের সময়ে জমীদার ক্রমশঃ চারিটী অঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া ৪০০ টাকা উৎকোচ দিবার ইঙ্গিত করাতে উকীল চক্ষু ঘুরিত করিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া আর সকলকে অনুরোধ করিয়া জমীদারকে নির্দোষ বলেন। এবিষয়ের অনুসন্ধান অতি আবশ্যক।

শনিবার জষ্টিসদিগের সভা হইয়া উইলিয়ম পারি ডেবিস সাহেব সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ডাউলিঙ্গ সাহেব পারিসের প্রদর্শনে ভারতবর্ষীয় কমিসনর হইয়া যাইতেছেন। ডেবিস সাহেব দুর্ভিক্ষের সময়ে যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দ্বারা যথার্থ কাজ হইবে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে।

গত গোমড়কে ইংলণ্ড ও ওয়েলেসের ৪৯, ৩৫,৩৭১ টি গরুর মধ্যে, ২,৫৩ ৭০৮ টির পীড়া হয়। ইহার মধ্যে ৩৩৪১৩টি আরোগ্যলাভ এবং ২১৩,০০০ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ৫২৩৭৭টিকে ভয়ে বধ করা হয়।

আমেরিকার মাসেচুসেটস প্রদেশে দুই জন কাফ্রি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। সভাপতি জনসন কাফ্রিদিগকে রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্বদানে অসম্মত কিন্তু সর্ব্বসাধারণ ও মহাসভা তাঁহার মত অগ্রাহ্য করিতেছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন দুর্ভিক্ষ কমিসনর্গণ সাধারণের সম্মুখে সাক্ষীদিগের জবানবন্দি ও অন্য অন্য অনুসন্ধান করিতেছেন। কটকের লোকদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে মহাসভায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর সমর্থনার্থ কমিসন বসিয়াছেন, এজন্য অনেকে ভয়ে যথার্থ বিষয় বলিতে পারিতেছেন না। কমিসনরগণ যে প্রকারে প্রশ্ন করিতেছেন তাহাতে এসংস্কারের সহায়তা করা হইতেছে। হিন্দুপেট্রিয়ট আক্ষেপ করিয়াছেন, অর্কিসের বিচার ও আগরার দরবার উপলক্ষে দৈনিক সমাচারপত্র সম্পাদকেরা সংবাদদাতা প্রেরণ করেন। কিন্তু এস্থলে তাহা হইতেছে না। অথচ কমিসনকে বিচার করিতে হইবে সংবাদপত্র না গবর্ণমেণ্টের কথা সত্য।

মিউনিসিপাল রেলওয়ে দিকজন অনিষ্ট কবে দূর হইবে? আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম গড়পারের গলির মুখে রেইল এত উচ্চ যে শকটাদি গমনাগমনের অতিশয় কষ্ট হয়। তাহার পর কয়েক ঝুড়ি রাবিস্ ফেলা হইয়াছে, কিন্তু দুই দিনের পর যে সেই। পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে ষ্টেসনের সম্মুখে যে প্রকার প্রস্তর দেওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে দেওয়া উচিত।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে ফরাসী সৈন্যগণ কোরিয়ার অন্তর্গত কাঙহাও নগরে যে লুট করিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে কোরিয়েরা অতিশয় সভ্য জাতি। কোরিয়ার রাজকীয় পুস্তকালয় লুঠ করিয়া পুস্তক সকল পারিসে প্রেরিত হইতেছে। সাংহের নিকটে ভয়ানক ঘর্ণবায়ু হইয়াছিল। ইয়াকোহামাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া দেশীয় নগরের তিন অংশের দুই অংশ এবং বিদেশীয় বিভাগের পাঁচ অংশের একাংশ নষ্ট হইয়াছে। ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। বিদেশীয় লোক ও করমলদিগের সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪ টি বাটী দগ্ধ হইয়াছে।

১৮ ই পৌষ মঙ্গলবার।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া তত্রত্য মিউনিসিপালিটির সভাপতি কর্ণেল টেম্পল কাপ্তেন হোম ও মিস বিকার নাম্নী দুই ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৬৫ অব্দে কলিকাতা হইতে ২,১০,৩১ ৩৫০ এবং ১৮৬৬ অব্দে ৩,৭৮২১১২৭ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এবৎসর তুলা অপেক্ষাকৃত অল্প রপ্তানী হইবে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট গারোপর্ব্বত সমূহ একজন প্রধান শ্রেণির সহকারি কমিসনরের অধীনে এক বিভাগ স্বরূপ করিবার মানস করিয়াছেন।

উক্তপত্র বলেন লিবরপুল হইতে অপরিমিত লবণ আমদানী হওয়াতে লবণের মূল্য কমিয়াছে. লিবরপুল হইতে শীঘ্র বিস্তর লবণের জাহাজ আসিবে।

আমরা বেথুন সোসাইটির গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। সমাজের অর্থসঙ্গতি এত কমিয়া গিয়াছে যে এবার সমাজের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিবার টাকা নাই। একণে ২৫০ সভ্য আছেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত রূপে টাকা প্রদান করেন না। সমাজের অর্থ ঘটিত বিষয় বিবেচনার্থ একটি স্থায়ী সভা হইয়াছে সভ্যদিগের চাঁদা প্রদানের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত। চাঁদা নিয়মিত না দেওয়া এদেশের একটী দোষ। ইউরোপীয়েরা কি এই রোগে আক্রান্ত হইলেন?

একজন মাজি অনুমতি পত্রের নির্দ্দেশের অধিক আরোহী ও দ্রব্য লওয়াতে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস মেয়াদ দিয়াছেন। সামান্য জরিমানায় এই অনিষ্ট নিবারিত হয় না।

৬৮ গণিতে ইউরোপীয় দলের [illegible] লান হুবাপানে উন্মত্ত হইয়া রেজিমেণ্টের [illegible] কে তলবার দ্বারা আক্রমণ করিয়া [illegible] রাছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সামরিক [illegible] অর্পণ করা হইয়াছে। সেনাদলে এ [illegible] ক্রমশঃ অধিক হইতেছে।

লাহোর ক্রণিকেল বলেন, পঞ্জাবে [illegible] নিবন্ধন শস্য সকল নষ্ট হইবার উপক্রম [illegible] এবার গঙ্গার খাল সংস্কার বন্ধ করা [illegible]

দিল্লী ও লাহোর রেলওয়ে ক্রমশঃ [illegible] হওয়াতে উক্ত পত্র আহলাদ প্রকাশ [illegible]

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের [illegible] লোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা [illegible] সম্প্রতি নিউইয়র্কের ডাক্তর মেরি ও [illegible] লণ্ডে আগমন করিয়া এক বক্তৃতা [illegible] সভাস্থলে তিনি পুরুষের বস্ত্র পরিধান [illegible] আসাতে শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ [illegible] করেন। স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা শিক্ষা [illegible] তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু [illegible] বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজন কি?

সর বার্টল ফ্রিয়ার অর্থ হইতে পতনের আঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্বে সিন্ধু দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। সিন্ধুর কমিসনরের কাজ করিয়া সর বার্টল ফ্রিয়ার প্রথমত যশ লাভ [illegible] বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণরকে আনিতে [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ শীঘ্র প্রেরিত হইবে।

কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের [illegible] অধিবেশন দিবস সভাপতি ক্রাড্ডি [illegible] সাহেব বণিকদিগকে বলিলেন, যাহাতে [illegible] কণ্ডের টাকা জমিদের আত্মসাৎ না [illegible] তৎসময়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি রাখা উচিত [illegible] প্রাক রেলওয়ে প্রভৃতির বর্ত্তমান ব্য [illegible] পতির অনুমোদনীয় নহে। বিশেষত [illegible] কোম্পানি তুলার উপর অসঙ্গত ভাড়া [illegible] বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কমিসনের রিপোর্ট বণিকদিগের তুষ্টিকর হয় নাই।

নীলগিরির সিঙ্কোনা বৃক্ষ সকলের তত্ত্বাবধান জন্য লার্ড ক্রানবোরণ জন ব্রাউটন সাহেবকে বার্ষিক ১১,০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৯ এ পৌষ বুধবার।

গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে একটি অতিশয় শোকনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বাগানে বৎসরের নূতন দিন উপলক্ষে যে শকের বাজার

[illegible] ভর্ত্তি বিস্তর ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় [illegible] গমন করিয়াছিলেন। দর্শকদিগকে [illegible] যাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির দুইখানি প্যারাশী ষ্টীমার জাহাজ [illegible] বেলা ৫ টার সময়ে “কলিকাতা” [illegible] হইতে আইসে। প্রায় ৫০০ [illegible] ইহার মধ্যে ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে [illegible] স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক ছিল। [illegible] ঘাটে কতকগুলি আরোহিকে নামা[illegible] জাহাজ খান কলিকাতায় আসিতে[illegible] এক সময়ে একখানি জলময় জাহাজের [illegible] পড়াতে তলা কাটিয়া জলপ্রবেশ [illegible] লাগিল। এই অবস্থা দর্শনে আরোহিদিগের [illegible] ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। [illegible] অধিক গভীর ছিল না হাবড়া [illegible], তথাপি আক্ষেপের বিষয় উক্ত [illegible] পুরুষেরা অত্যন্ত ভয় পরতন্ত্র হই[illegible] হইতে নৌকা এবং এক খান [illegible] জাহাজ আসিলে স্থির হইয়া এক এক [illegible] করিয়া নামিলে সকলে বাঁচিতে পারিতেন কিন্তু [illegible] ঝাপ দিয়া জলে পড়িতে লাগিলেন এবং ইহাদিগের কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] স্ত্রী ও পুরুষ নগ্ন হইয়া জলে পড়েন। স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতঃ ভয় হইতে পারে কিন্তু [illegible] এই ভীরুতা দর্শন আশ্চর্য্য বোধ [illegible] রেলওয়ে কোম্পানির আর একখানি [illegible] হইতে দিয়া চড়ায় বদ্ধ হইয়াছে। “[illegible] কাপ্তেন টেলর এই সময়ে সুরা[illegible] ছিলেন এই অপরাধে তাঁহাকে [illegible] হইয়াছে। কয়লায় অনুসন্ধান কর[illegible] একটী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে, [illegible] অনুসন্ধান হইতেছে, পুলিস বিশেষ [illegible] ছিলেন। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর অদ্য [illegible] নিজে নদীতীরে উপস্থিত হন। [illegible] হইবে, অতএব এবিষয়ে এক্ষণে [illegible] বলা অনুচিত।

[illegible] অক্টোবর মাসে ভিন্ন ভিন্ন টাঁকশালে নিম্নলিখিত টাকা মুদ্রিত হইয়াছে—

কলিকাতা	৪ ১১,৬৫৪ টাকা
[illegible]	২,৫১,৭০২
বোম্বাই	৪২,৯৮,৮১৩

কলিকাতা এবং মান্দ্রাজের টাঁকশালের বিশেষ [illegible] যাইতেছে।

[illegible] কলিকাতার বৌবাজারে এক [illegible] এবং এক দল বাদ্যকর দুই বাজী [illegible] করিয়াছেন।

২০ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার দুর্ভিক্ষ নিবারণীসভা সর্ব্বশুদ্ধ ৫,৪৩,৫২৫/৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৩,৭৬,৬২৬/১৫ব্যয় এবং১,৬৬,৮৯ ৮৬/১০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে সভা ২,১২০০০ টাকা প্রদান করেন। উৎকল ও মেদিনীপুরের জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। চিৎপুরের আশ্রয় বাটীর জন্য ৭০২২৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পত্র ও এজন্য ৪৫২ ৷/৫ টাকা ব্যয় হয়। [illegible] বাটী শূন্য হয়। [illegible] বিদেশ প্রতি প্রত্যহ দুই আনা মাত্রাব্যয় হইয়াছে। মাতৃ পিতৃহীন শিশুর আশ্রয় বাটীর জন্য ৬৫৭৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ডাক্তর [illegible] ও [illegible] বাটীর কার্য্য [illegible] শিশুদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মনেরা এবাটীর সহিত কোন সংশ্রব রাখিবেন না ইহা শ্রবণ করিয়া শিশুগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। ইহাদিগকে লিখন পঠন ও বালকদিগকে মুখের কথা শিখান হইতেছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণীসভা ২৪৯১৬ টাকা ব্যয়ে ১১৫ ১৫ জন অনাথকে আপন আপন গ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন।

মধ্য ভারতবর্ষের ছত্রিশগড় পরগণা বৃক্ষশূন্য প্রযুক্ত চিফ কমিসনর স্থির করিয়াছেন এখানে [illegible] অধিক [illegible] হয়। টেম্পল সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে সকল লোক প্রতি একরে ৩০ টী বৃক্ষ রোপণ করিয়া তিন বৎসরে উত্তম চারা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে নিষ্কর ১০ একার ভূমি দেওয়া হইবে।

গুজরাটের [illegible] আতা বোম্বাই গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন, রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। মুলরাও [illegible] করেন, পূর্ব্বে তাঁহার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিবাদ হওয়াতে রাজা তাঁহার জীবন নাশের জন্য খাদ্যের সহিত বিষ দেন। তাঁহাকে বিদ্রোহী সপ্রমাণ করিবার জন্য এক বিদ্রোহ সূচক টেলিগ্রাম তাঁহার নামে প্রেরণ করান। তিনি তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া আদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এবং তাঁহার অনুচরদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া কেবল ছোলা ভাজা খাইতে দিয়া বিরূপ করিয়াছেন। মুলরাও আরও নালিশ করেন রাজা তাঁহার স্ত্রীকে এক ময়লাপূর্ণ অন্ধকার কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি অতিরিক্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, যেহেতুক তাঁহার পিতা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের একজন পরমবন্ধু ছিলেন অতি[illegible] তাঁহার অনুরোধে আমরা আশ্রয় দিবেন। মুলরাও বলেন হয় তাঁহাকে নিরাপদে গুজরাটে বাস করিবার উপায় নতুবা বোম্বাইয়ে বাস করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। এই ভ্রাতৃবিবাদ বিশেষ কষ্টকর। আমরা অবগত হইয়াছি রাজার মনে সন্দেহ হইয়াছে মুলরাও রাজ্ঞীকে ব্যভিচারিণী করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হইতেছে। বাহাদুর খণ্ডেরাওয়ের বিরুদ্ধে যেসকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছে তাহা সত্য হইলে তাঁহাকে সতর্ক করা কর্ত্তব্য। এই সকল রাজকুমারদিগের চৈতন্য কিছুতেই হইবে না। তাঁহারা যত দিন সুশাসন করিবেন তত দিন কেবল সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন।

৩০ বৎসর গত হইল, সিংহলের কাফিকর মরিস সাহেব তথায় চাব চাষ আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা ভাল হয় নাই। এই জন্য সম্প্রতি সিংহল গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে আসাম ও পঞ্জাবের চা-ক্ষেত্র সকল দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। মরিস সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্র আসাম ও কাছাড়ে যাইবেন। তথায় যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া তিনি [illegible] ও কাঙ্গড়ার চা-ক্ষেত্র দেখিয়া সিংহলে প্রতিগমন করিবেন। নীলগিরিতে চার চাষ ভাল হয় নাই, অতএব আমাদিগের বোধ হইতেছে সিংহলে তাহা হইবে না।

নিউজিলণ্ডে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ হইয়াছে। এই সকল বিদ্রোহ উপনিবেশিদিগের অত্যাচারে হইতেছে; যত দিন আদিমবাসিদের লোপ না হইবে তত দিন আমরা মধ্যে মধ্যে “বিদ্রোহের” সংবাদ পাইব। রাজকীয় সেনাগণ বিদ্রোহ দমনে আর লিপ্ত নাই, এক্ষণে উপনিবেশিগণ আপনাদিগের কাজ আপনারা করিতেছেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, লার্ড ক্রাণবোরণ ভারতবর্ষে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গণনার্থ দর্শনবাটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন। মান্দ্রাজের দর্শনবাটীর তত্ত্বাবধায়ক পগসন সাহেব নূতন নক্ষত্র আবিষ্কৃত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এক্ষণ বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের রাজধানীতে এপ্রকার একটী দর্শনবাটী প্রস্তুত করিবার অনুমতি চাহেন। ট্রিগনোমেট্রি অধ্যাপক এয়ারির পরামর্শে দিয়াছেন ইউরোপ ও আসিয়ায় যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট। তবে মান্দ্রাজের দর্শনবাটী উঠাইয়া পগসন সাহেবকে বোম্বাইয়ে বদলী করিলে হয়। আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি, ইহা হইলে ভারতবর্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যা চর্চ্চার এক প্রকার লোপ করা হইবে।

১৮৬৫।৬৬ অব্দে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩, ৩৪৪ খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ছিল, ইহার মধ্যে ২০২ খানি প্রথম, ১৫১০ খানি দ্বিতীয় এবং ১৬৩২ খানি তৃতীয় শ্রেণীতে রেজিষ্ট্রী করা হয়। ৬৮১ খানি গাড়ীর অধিবাসিগণ ভাল গাড়ী প্রদর্শন করিয়া সেই টিকেট মন্দ গাড়ীতে বসাইয়াছিল, এজন্য রেজিষ্টরী রহিত হয়। পালকীর সংখ্যা ১৮৫৬ খানি ছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এবার ৫১ খানি গাড়ী ও ১০০ খানি পালকী অধিক রেজিষ্টরী হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মধ্য আসিয়া হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, অশান্তপ্রায় অধিকার করিয়া রুষিয়েরা জুজাক লইতে আইসে। এই নগরে বোখারার রাজা বিস্তর সুশিক্ষিত সৈন্য রাখিয়াছিলেন, এবং নগরটিতে পুনর্ব্বার গড়বন্দ হয়, কিন্তু পাচদিনের আক্রমণের পর ইহা শত্রুহস্তগত হইয়াছে। রক্ষার্থ সৈন্যগণের অধিকাংশ হত ও বন্দীভূত হইয়াছে। রাজা এই পরাজয়ের পর সন্ধির প্রার্থনা করাতে তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন, মধ্য আসিয়া রুষিয়ার হস্তগত হইলে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, তাহা যাহাতে না হয়, রুষিয় গবর্ণমেণ্ট তাহাই করিবেন। আপনাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি মধ্য আসিয়া জয় করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।

উক্ত পত্র বলেন, বিদ্রোহী ফিরোজ সাহ গত ২৩ এ আগষ্ট বোখারায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বোখারার রাজার বৃত্তিভোগী হইয়া প্রত্যহ চারি টাকা পাইয়া জীবন যাপন করিতেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন, লার্ড নেপিয়র শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, এমত সম্ভাবনা আছে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বীরভূমের ঘাটোয়ালদিগকে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য না করাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত কর স্বরূপ কিঞ্চিৎ টাকা লইলে ভাল হয় কি না? টাকা লওয়াই উচিত, নচেৎ পুলিসের একতা থাকে না।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, জলন্ধরের নিবটস্থ মন্দির রাজা সাধারণ কার্য্যের জন্য, এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত বিভাগের কমিসনরকে এই টাকার কিয়দংশ পালমপুরের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ফরাসী অলিয়ন্সবংশের রাজকুমার ডিউক অব আলেন্সন কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনরলের বাটীতে আছেন। ইউরোপীয় প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে আইসেন ইহা প্রার্থনীয়।

২১ এ পৌষ শুক্রবার।

গত বৎসর ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত টাকার বাণিজ্য হয়—

	টাকা।
বঙ্গদেশে	৫০ ৮৬,৪৬,৯৬০
ব্রিটিশ ব্রহ্ম	১২,১৮,৪৪,৬৭০
মান্দ্রাজ	১৮,৮৭,১৭,০১০
বোম্বাই	৭৫,৫৯,৩১,৫০০
সিন্ধু	৪,৮৩,২৩ ৪৩০
মোট	১৬২,৪২,৯০,২৫০

ইহার মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকার রৌপ্য প্রভৃতি বাদ দিলে প্রায় দেড় শত কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে। সর্ব্বত্র বাণিজ্যের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কেবল বোম্বাই ও সিন্ধুতে ইহা হ্রাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিশেষ শ্রুতিকর। তথাপি এপর্য্যন্ত কর্ণেল ফেয়ারকে প্রকাশ্যরূপে কোন সম্মান চিহ্ন প্রদর্শন করা হইল না?

রামপুরের নবাব কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার অনুপস্থানকালে প্রতিনিধিসভা রাজ্য শাসিত হইবে। বারাণসী রাজার বাটীতে দুই দিবস থাকিবেন। কাশীপুরে তাঁহার জন্য এক বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সমালির উপকূলে লেডী শ্যবা নামক এক জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে তত্রত্য রাজা নাবিকদিগকে রুদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে জানজিবরের সুলতান বন্দীদিগের মুক্তির জন্য কয়েক জন দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, কলিকাতাস্থিত নেপালীয় দূত মেজর জেনরল কেদার সিংহ উক্ত পদ পাইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছেন, এবং লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল অমৃত সিংহ অধিকারী দূত হইয়া আসিতেছেন। সেনাপতি কেদার সিংহ, কলিকাতার এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

উক্ত পত্র বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় রাজ্যে ডাক লুঠের, বিষয়ে যে নিয়ম করিতেছেন, মহারাজ সিন্ধিয়া তৎপ্রতি আপত্তি করিয়াছেন। এ আপত্তির উত্তম কারণ আছে, দরবার সমরে গবর্ণমেণ্টের সীমায় ডাক লুঠ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন নিজে উত্তমরূপে শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না, তখন শান্তি ভঙ্গের জন্য এতদ্দেশীয় রাজাদিগের [illegible] করা অন্যায়।

উক্ত পত্র আরো বলেন, গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রস্তাবে বিভাগীয় কমিসনরগণ সেসিয়[illegible] গকে অনুরোধ করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ হও[illegible] কত লোক চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি অপরাধে[illegible] হইয়াছে, তাহার এক হিসাব প্রদা[illegible] যাহারা পূর্ব্বে ভাল ছিল, কেবল অনা[illegible] বশে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া[illegible] বিশেষতঃ দুগ্ধবিক্রেতা দয়ার পাত্র [illegible] একথা বলা বাহুল্য।

২২ এ পৌষ শনিবার।

রেঙ্গুণ টাইমস বলেন, কর্ণেল ফেয়[illegible] দেশের রাজার সহিত সন্ধি করিতে[illegible] নাই।

ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে এবার বিস্তর [illegible] য়াছে।

বোম্বাই গেজেট শ্রবণ করি[illegible] আবিসিনিয়ার রাজা কোন মতে বন্দীভূ[illegible] তদিগকে ছাড়িয়া না দেওয়াতে তাঁহার[illegible] এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। ইংলণ্ড[illegible] সেকাল নাই।

বিশপ কটনের অন্ত্যেষ্টিরবরেণ্ড হা[illegible] নানুসারে গবর্ণর জেনরল বিশপের [illegible] আর ছয় মাসের বেতন অর্থাৎ ২২৯০০[illegible] প্রদান করিয়াছেন। কাহার উপকারার্থ [illegible]

ডিউক অব আলেন্সন উত্তর প[illegible] দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসে অংশ[illegible] শতকরা ১০ টাকা লাভ দিয়াছেন। [illegible] জমা টাকা আয় ২০ লক্ষ টাকা হইয়া[illegible]

সম্প্রতি ভরতপুরে দুই ব্যক্তি শি[illegible] চুরি করিয়া বিক্রয় করাতে তাহাদি[illegible] বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। অদ্যাপিও [illegible] ধরার ভয় ও আছে। কিন্তু ইহা অপে[illegible] ধরা পড়িলা হয়।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মিস কার্পেণ্টরকে [illegible] করিয়া পাঠান তিনি এদেশের সমা[illegible] করিয়া কোন কোন বিষয়ের উন্নতি [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন। মিস কার্পেণ্টর[illegible] তিনি অল্প দিন এদেশে আসিয়াছেন, [illegible] সামান্যত মত দেওয়া তাঁহার সাধ্যবহি[illegible] তবে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি এদেশে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু যত দিন স্ত্রীশিক্ষা[illegible] স্ত্রীলোকদিগের অধিকার ও স্বাধীনতা না হইতেছে, তত দিন যথার্থ উন্নতি হইবে না।

[illegible] খিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত [illegible]—

[illegible] সিকা		৮৩।৵০—৮৩॥০
"	কোং	৮৩৸৵০—৮৩৸৵০
[illegible] "	কোং	১০৪—১০৪৷০
[illegible] "	পবলিকওয়ার্ক	১০১।৵—১০১৸০
[illegible] "	কোং	১০৯৷০—১১০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]ন ১৩ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। বাবর্ন্[illegible]লিতে এক কয়লার খনি উড়িয়া গিয়া প্রায় [illegible] লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। ফরাসী [illegible]দের পুনর্ব্বন্দোবস্তের নিয়ম প্রকা[illegible] হইয়াছে। যুদ্ধার্থ সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৫০,০০০ [illegible] থাকিবে. ইহার মধ্যে জাতীয় শান্তিরক্ষক [illegible] গণ্য করিতে হইবে।

[illegible] ১৫ ই ডিসেম্বর বৈকাল। হানলিতে [illegible] এক খনি উড়িয়া গিয়া প্রায় ১৫০ লোকে[illegible] নষ্ট হইয়াছে। ফ্লোরেন্স নগরের মহাসভায় [illegible] রাজা বলিয়াছেন তিনি বোধ করেন, [illegible]রোপে স্বাধীন অবস্থায় থাকিবেন। মনি[illegible] কাতিয়াতে পুনর্ব্বার গোলযোগ [illegible]।

[illegible]ন ১৭ ই ডিসেম্বর বৈকাল। সভাপতি [illegible] মহাসভাকে বলিয়াছেন ফেনিয়ানগণ [illegible] আপনাদের বন্দোবস্তার মিমত্ত অকেপ [illegible] ব ব্রনণ্ডে হেবিয়স কর্পস আইন রহিত [illegible] এত গোলযোগ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট [illegible] রাজনীতির পরিবর্ত্ত না করেন, তাহা হইলে [illegible] বিশেষ গোলযোগ আরম্ভ হইবে। [illegible] কলম্বিয়ার কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি [illegible] করিবার বিষয়ে মত দিবার ক্ষমতা [illegible]ছেন।

[illegible] সভাপতি জনসনের সহিত বড় [illegible] প্রদর্শন করিতেছেন। সাধারণতন্ত্র প্রিয় [illegible] বিভাগে (ইউনাইটেড ষ্টেটসে) নূতন [illegible] শাসন প্রণালী (টেরিটোরিএল গবর্ণ[illegible]) স্থাপিত করিবার মানস করিয়াছেন।

[illegible]ন ১৮ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। আয়ার[illegible] ফেনিয়ান গোলযোগ আশঙ্কা করিতেছে। [illegible] মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ফেনিয়ানদিগের দণ্ড [illegible] পর্য্যন্ত স্থগিত [illegible]। সিওয়ার্ড [illegible] আমেরিকা মেক্সিকো ক্রয় অথবা [illegible] করিতে চাহেন না। কেবল বিদেশীয়েরা এদেশের সকল বিষয়ে হস্তার্পণ না করেন ইহাই আমেরিকার চেষ্টা।

———

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বোধ করি, আপনি পরম্পরায় আমাকে জানিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমি স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাশয়ের নিকট কখন বিশেষ পরিচিত হই নাই। অদ্য তাহার অবসর পাইয়াছি। আপনি একবার কর্ণ পাত করিলে বাধিত হইব।

আমি বাল্যকালে লেখা পড়া রীতিমত শিখিয়াছিলাম। সুতরাং আমার বিষয় কর্ম্মের তাদৃশ অভাব নাই। আমি এখন এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট এই কথা বলিতে পারে আপনি মনে করেন যে, আমার কেবল বাঁড়া লাভহীন চাকরি। যদি আপনি এটি অনুমান করেন, তবে সে আপনার বিষম ভ্রম। অপর, আমার এমনই মোহিনী শক্তি আছে যে যিনি আমার প্রভু হন তাঁহাকে আমার বশে চলিতে হয়। সুতরাং আমি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের এক বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া প্রধানের চক্ষে ভেলকী লাগাইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে থাকি। পুত্তলনাচের ন্যায় এখানকার কর্ম্মচারিকে সেখানে ও সেখানকার কর্ম্মচারিকে এখানে বসাইয়া থাকি। প্রতিযোগিতায় কেহ আমার সহিত টক্কর দিতে পারে না। এডুকেশন কর্ম্মচারী হইয়া যিনি আমার দক্ষিণ হস্তের পূজা অথবা কোন প্রকার উপাসনা না করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমার হাতে তাঁহার ঠেকাঠেকি। যে কোন প্রকারে হউক আমি তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবই। আপনি কি মনে করেন? ঐ বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারিকেও আমার ভয়ে কাঁপিতে হয়। যিনি আমার হস্তপূজা করেন আমিও হাতে হাতে তাঁহাকে তাহার ফল প্রদান করি। উপযুক্তই হউক অনুপযুক্তই হউক, উচিতই হউক অনুচিতই হউক, আমার ক্ষমতার কাছে এসকল কোন কাজের নয়। লোকে যে কথায় বলে "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" দক্ষিণা পেলে আমিও ঠিক তাই করিয়া থাকি। কত কত উদারচরিত্র শিক্ষক আমার মতে না আসিয়া হেমাত করিয়া বসিয়া আছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের রোদনই একমাত্র উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং যাহাদের বোধ থাকিতে বোধ নাই তাহাদিগকে মূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! যথা "কর্ম্মানুসারম্ ফলম্" যাহা হউক মহাশয়! আমি এ ডিপার্টমেণ্ট পাইয়া এক রকম গুছাইয়া গিয়াছি। ছেলে পিলে পরিবারে বিলক্ষণ সুখে আছি। আপনিও আপনার পাঠকবর্গ যদি আমার কথায় অবিশ্বাস করেন তবে কতশত নজীর দেখাতে পারি। মায় কুদরৎ চলে তার কিবা এডুকেশন কিবা দেওয়ানি ডিপার্টমেণ্ট। সকল বিভাগে সে বুদ্ধিগুণে আপন কাজ গুছাইয়া লয়। দেখুন এই যে এত বড় একটা এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট, যাহা দেশের সভ্যতার ও উন্নতির এক মাত্র পথ, তাহাকে আমি আমার প্রধান পুরুষের বুকের উপর বসিয়া ও ডাইরেক্টরের নাকের উপর হাত নাড়িয়া মাটি করিতেছি, কই কে আমার কি করিতেছেন? "শিবজী" আপন বুদ্ধিবলে অতুল বিভবের অধিকারী ও অনেকের পূজ্য হইয়াছিলেন। অধিকন্তু আমি আশ্রিতজনপ্রতিপালক। এবিভাগে আমার নিজের লোক নাই, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। তাহার দলপুষ্টি বিলক্ষণ আছে। আর আমার অপর প্রভাবের বিষয় অধিক কি বলিব। না দেখিলে তাহা বোধগম্য হইবার নহে। আপনি যদি কিছুদিন সোমপ্রকাশ যন্ত্র বন্ধ করিয়া একবার আইসেন অথবা একজন উত্তম ফটোগ্রাফরকে পাঠাইয়া দিতে পারেন, আর যদি চারুপাঠের ১ম ভাগের চিত্রগুলির মধ্যে বাছিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। উপসংহার। হায়! আমার সাধ বিড়াল তুমি কি ৫০ এ আশ্বিনের ঝড়ে ও তিয়াত্তরের মন্বন্তরেও বাঁচিয়া আছ। আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। তুমি একবার দেখা দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও ইতি।

———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! গত ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ১৮৭৬ অব্দের বাৎসরিক পারিতোষিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পারিতোষিক স্থলে যে সভাটী হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল:—

সভাটী [illegible] নাই। ইনস্পেক্টর মহোদয় এইচ, উড্রো এম, এ হিন্দুস্কুলের [illegible] শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

কুমার যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়বাহাদুর, বাবু বলাইরাম দাস প্রভৃতি গ্রামস্থ ও কলিকাতাস্থ অনেকগুলি ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। জানবাজার নিবাসী উক্ত বলাই বাবু ১ ম, ২ য়, ৩ য়, ও ৪ র্থ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের নিমিত্ত পারিতোষিক ও উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ দুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে দুই খানি পারিতোষিক পুস্তক প্রদান করিলেন।

ইন্স্পেক্টর মহোদয় সভাপতির আসনে আসীন হয়েন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সরকার মহোদয় বিদ্যালয়ের সমুদায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া ১ ম, ২ য়, ৩ য় ও ৪ র্থ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের সংস্কৃত বিষয়ক ও প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের ইংরাজী বিষয়ক এক প্রকার পরীক্ষা লইয়া পরিতুষ্টচিত্তে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই, এই বিদ্যালয়ের মূলাধার ও সাহায্যদাতা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দৈবী বিপদ গ্রস্ত হওয়াতে বিদ্যালয় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে নাই।

আহ্লাদের বিষয় এই এবার এই বিদ্যালয় হইতে ৬ ছয়টী বালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪ চারিটী উত্তীর্ণ হইয়াছে। এটি আমরা প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার মহোদয়ের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের ফল বলিয়া স্বীকার করিলাম নিম্নে সেই উত্তীর্ণ বালক চতুষ্টয়ের নাম ও শ্রেণী নির্দ্দেশ করিলাম:—

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দে,	২ য় শ্রেণী
" বিনোদবিহারী সরকার	৩ য় "
" বনমালী ঘোষ	৩ য় "
" রমানাথ চক্রবর্ত্তী	৩ য় "

চিৎপুর। নিতান্ত অনুগত
১ লা জানুয়ারি। শ্রীকে, চ, ব.
১৮৬৭।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনি ১৯এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে "লাকুটীয়া জমীদার তনয়" শিরোনামের যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ এবং পত্রিকাতে স্থান দান করেন তাহা হইলে পরম বাধিত হইব। যদি নিজের বিশ্বাসকে সর্ব্বদা মনে করিয়া অপরের বাক্যের প্রতি বধির থাকা (১) আপনার সঙ্কল্প হইয়া না থাকে তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত করিবেন।

প্রথমতঃ আপনি কতকগুলি " যদিকে" গ্রহণ করিয়া তদুপরি আপনার প্রস্তাব স্থাপন করিয়াছেন। " যদি কোন যুবাকে ন্যায়পথভ্রষ্ট দেখি" যদি রাখাল ও বিহারীবাবু বাল্যস্বভাবসুলভ চপলতা হেতু স্বেচ্ছাচারী হইয়া সাহেবদের সহিত আহার করিয়া থাকেন তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করাতে কি লেপ্টনন্ট গবর্ণরের পদোচিত গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে? না চাঁকাপ্রকাশ সম্পাদকের সম্পাদকোচিত কার্য্য হইয়াছে? এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে আপনি কিছুই নিশ্চয় জানেন না, কিন্তু ভর্ৎসনার সময় যতদূর সংশয়শূন্য হইতে হয়, তাহাতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য চাঁকাপ্রকাশ সম্পাদক যে জানিয়া শুনিয়া প্রস্তাব লেখেন নাই এবং রাখাল বাবুরা যে সাহেবদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য খানা (২) খাইয়াছেন তাহা আপনি কোন্ ন্যায় দ্বারা নিষ্পন্ন করিলেন? আপনার [illegible] স্বভাব সুলভ চাপল্যেরজন্যই যা অর্থ [illegible] বয়োমত্ততা নিবন্ধন বুদ্ধির অস্থৈর্য্য [illegible] বাক্যের অভিপ্রায় হয় তবে আপনাকে অপরিণত বয়ঃক্রমের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এক্ষণে ত্রিশবৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তিকে আপনার মতে বালসংজ্ঞা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না জানি না, কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, "ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।" অতএব বালকও জ্ঞানীর কার্য্য করিলে তাহাকে পলিতশিরস্ক অজ্ঞ ব্যক্তির অগ্রে গণ্য করা যায়। এক্ষণে আপনি যে অধিক জ্ঞানী, তাহা কেবল আপনার মতের উৎকৃষ্টতা দ্বারা প্রকাশ হইতে পারে, অতএব তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

দ্বিতীয়তঃ আপনার মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহা নিম্নে প্রমাণ করিতেছি, সাধারণে তাহা বিচার করুন। আপনি কর্ত্তব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, " সমাজ সম্বন্ধীয় তাহার একতর। অন্যতর কর্ত্তব্যদ্বয়ের নাম যদিও উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বোধ হয় "আত্ম সম্বন্ধীয়" ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়" আপনার অভিপ্রায়। আপনার কথার ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় " সমাজ সম্বন্ধীয়" কর্ত্তব্য আপনার মতে প্রধান তম এবং প্রথমোক্ত দুই প্রকার কর্ত্তব্যকে ভঙ্গ করিয়া অন্যবিধ কর্ত্তব্যকে পালন করা বিধেয় নহে। এই মত নিতান্ত অলীক। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম, তাহা যদি আপনি অস্বীকার করেন তবে আপনাকে অনীশ্বরবাদী বলিতে বাধ্য হইলাম। আমরা কি কখন প্রথমোক্ত দ্বিবিধ কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়া শেষোক্তকে পালন করিয়া থাকি না? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি দুটী উদাহরণ এস্থলে সন্নিবেশ করিলাম। আমার পীড়া হইয়াছে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহি, কিন্তু সে অবস্থায় রাত্রিজাগরণ করিলে অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে ঐ পীড়া নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে, এই অবস্থায় যদি আমার পিতা অথবা মাতার রোগ উৎকট হয়, আমি কি শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিয়াও তাঁহাদের সেবা করিব না? বিধবাবিবাহ যে সমাজ অনুমোদন করে না, আমি সেই সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি আমি আমার বিধবা ভগিনীর বিবাহ দি, তাহা হইলে সমাজচ্যুত হইতে হয়, না দিলেও একটি আত্মাকে পাপে নিক্ষিপ্ত করা হয়, এস্থলে আমার কি কর্ত্তব্য?

(১) যাহার যেমন বুদ্ধি বিবেচনা ও সংস্কার তিনি তেমনি মত ব্যক্ত করিবেন, এই নীতি। যদি কেহ সেই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাহার আশয় অন্যরূপ এই অনুমান করিয়া বক্রভাবে বাক্য ব্যয় করা আজি কাল শিক্ষিত দলের একটী চমৎকার গুণ হইয়াছে। স।

(২) সাহেবদিগের সহিত একত্র পানভোজনই কি কুসংস্কার মোচনের একমাত্র প্রমাণ? ইহাই কি বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা? ইহাই কি জগৎ হিতৈষিতার চরম সীমা? আমাদিগের জানা আছে, কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাহেবদিগের সহিত পানভোজনরূপ বৃথা আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দভাবে জগতের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন। আমরা রাখাল ও বিহারী বাবুর এতদ্বিপরীত ব্যবহার দর্শন করি, তাহাতেই " যদি" সাহেবদিগের মনোরঞ্জন চেষ্টা" " বাল্যস্বভাবসুলভ চাপল্য" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। স।

নাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুণ্যাশ্রম দর্শন করাই অশেষ পুণ্য সাপেক্ষ, তাহাতে আবার এ অধিক মান্য, গণ্য, কৃতবিদ্য, বদান্য মহোদয়গণের একত্র সমাবেশ দর্শন করা যে এ জীবনের কেমন সাফল্য, লেখনী সামান্যজনরচিত সামান্য লিপিতে তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। হে মহানুভব মহোদয়গণ! বহুদেশ্য অদ্য মহাশয়দিগের এই পরম শোভনীয় সভা অধিবেশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বলিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধৈর্য্য সহকারে বিবেচনায় আমার এই অকিঞ্চিৎকর বাক্য সমূহের প্রতি উৎসাহ প্রদানে বাধিত করুন।

সকল মহাশয়ই অবগত আছেন যে, আমাদিগের দেশের কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল লোকই প্রায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিরাগী ছিলেন। উক্ত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই কহিতেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে উহাদিগকে শাসনে রাখা কঠিন হইবে। এক্ষেই উহারা কুক্রিয়া তৎপরা, তাহাতে আবার নাটক নবেল দর্শন এবং পাঠ করিলে আরও অধিক কুকার্য্যে রতা হইবে, উহাদিগের দ্বারা যে কিঞ্চিৎ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় অজ্ঞানতাই তাহার এক মাত্র কারণ, কেন না অজ্ঞানতা প্রভাবে উহারা এক প্রকার পশুবৎ বলিলেও বলা যায়, অতএব যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পশুদিগকে অনায়াসেই ইচ্ছানুরূপ পথের পার করিতে পারা যায়, তদ্রূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিমূঢ় স্ত্রীলোকদিগকে যাহা উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই করিতে বাধ্য হইবে কিন্তু তাঁহারা একবারও মনে ভাবিয়া দেখিতেন না যে, হস্তী যেমন মহুতের অঙ্কুশাঘাত ভয়ে ভীত হইয়া তাহার আজ্ঞাবহ থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহাকে বধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ শাসন ভয়ে ভীতা এবং বিদ্যারসে বঞ্চিতা স্ত্রীগণ যদিও আপাততঃ আজ্ঞাবহ থাকে, কিন্তু সময় পাইলেই অজ্ঞানতা প্রভাবে তাহারা আশু তৃপ্তি মনোহর পরিণামগরলরূপ কুকার্য্যে রতা হইয়া একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক যতবিধ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, অবিদ্যাই তাহার আদি কারণ। কেন না বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নির্ম্মলতা সাধন ব্যতীত কোনমতেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। অতএব স্ত্রীলোকেরাই যে কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় এমত নহে, অবিদ্যাপ্রভাবে কত শত পুরুষকেও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয় বর্ণন করা আমার এ লিপির উদ্দেশ্য নহে। বিশ্বস্রষ্টার শাসনপ্রণালীর অপার শক্তি যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে যথার্থ তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিতে কদাচই তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। পুরুষের ত কথাই নাই, গ্রীকদেশীয় মহামহোপাধ্যায় সক্রেটিশ প্রভৃতির কার্য্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীপক্ষে দৃষ্টি করিলে স্কটলণ্ড দেশীয় মেরি রাজ্ঞীর বিষয় স্মরণ করিলে আর সংশয় থাকে না। প্রাগুক্ত সক্রেটিশ রাজশাসনাধীনে অনায়াসে স্বহস্তে বিষপান দ্বারা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তত্রাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই এবং ঐ মেরি রাজ্ঞী যৎকালে ইংলণ্ডে আনীত হন এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞানুসারে প্রাণবধরূপ দণ্ড তাঁহার পক্ষে বিধান হয় তাহার শ্রবণে এবং তৎপরে ঘাতক কর্ত্তৃক বধস্থানে নীত হইয়াও তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈপরীত্য হয় নাই। তখনও একমাত্র জগদীশ্বর তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মোপদেশকের খৃষ্টের উপাসনাবিষয়ক উপদেশে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভাব হয় নাই। ইহা ব্যতীত পুরাকালের এবং ইদানীন্তনের বহুতর দৃষ্টান্তে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। হে ভদ্র মহাশয়গণ! স্পষ্টই বোধ হইতে পারে যে, কি সক্রেটিশ এবং কি মেরি, ইঁহারা দেহ ধারণ সাবলম্ব ছিলেন, বিদ্যাকৃত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নির্ম্মলতাই তাহার আদি কারণ। এবিষয়ে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ ধর্ম্মপথে বিচরণ করার অন্য কোন উপায়ই নাই। এক্ষণে জগৎপিতা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই যে আমাদিগের দেশস্থ যে সকল মহাশয়ের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিরাগ আছে, তাঁহারা সেই কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্রত্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য মহাত্মাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন। তাহা হইলে দেশের আরও যে কতই মঙ্গল সাধন হইবে, এক্ষণে তাহা স্থির করা সুকঠিন। বালিকাবৃন্দকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা প্রদান করা যেমন একটী প্রধান কার্য্য আবার তাহাদিগকে যথাসময়ে যোগ্যপাত্রে অর্পণ করাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। কেন না উহারা অত্যল্পকাল মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কোনমতেই বিদ্যাজনিত ফলের সম্পূর্ণ ভোগী হইতে পারে না। উহারা প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে যথাসম্ভব শিক্ষিতা এবং তৎপরে উদ্বাহান্তে স্ব স্ব স্বামীর নিকটে যদি যথারীতি উপদিষ্টা হয়, তাহা হইলে বিদ্যা দ্বারা যে যে উপকার হওয়ার সম্ভব, তদ্বিষয়ে অধিকারিণী হওয়ার বাধা জন্মে না। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র পথপ্রদর্শক। সেই স্বামী যাহাতে যোগ্য হয়, তাহা করা অবশ্য উচিত। অযোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন যেমন ভয়ঙ্কর, অযোগ্যার সহিত যোগ্যের মিলন তত ভয়ঙ্কর নহে। যেহেতু স্বামীর স্বামিত্বপ্রভাবে স্ত্রীকে বিদ্যার উপদেশ দ্বারা সৎপথাবলম্বিনী করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্ত্রীর দ্বারা স্বামীর পক্ষে তত দূর হওয়া অনায়াসসাধ্য নহে।

——:০:——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! মাননীয় মিহালী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরী প্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শনেচ্ছু হইয়া সম্প্রতি তথায় এক দিন অবসর ক্রমে গমন করিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিলাম দুই জন ইংরাজী শিক্ষক ও এক জন পণ্ডিত আছেন। ৬। ৭ টী শ্রেণী আছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০ জন হইবে, কিন্তু উক্ত দিবসে অনধিক ৪০ জন বালক উপস্থিত ছিল। স্কুলটী প্রায়ই ১১ ঘটিকার সময় খোলা হইয়া ৩ টার মধ্যেই বন্ধ হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে প্রথম শিক্ষক মহাশয় বহুতর পরিশ্রম সহকারে উপরের ৩। ৪ শ্রেণীর বালকদিগের সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রায় ১০। ১৫ মিনিটের মধ্যে এক এক শ্রেণীর এক এক বিষয়ের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে শিক্ষক মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে এক শ্রেণীর সমুদায় বিষয়গুলির শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়া অপর শ্রেণীর শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বালকেরা পোলক্রমে অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া বাটীতে গমন করে, তাহাদিগের পিতা মাতাও " স্কুল পড়িয়া আইল" মনে করিয়া আহ্লাদিত হন। ইহাতে শিক্ষক মহাশয়কে দোষী বলিতে পারি না। দ্বিতীয় শিক্ষক যিনি আছেন, উচ্চতর শ্রেণীতে তাঁহার কোন অধিকার নাই। সুতরাং প্রথম শিক্ষক মহাশয় যে একাকী এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে ৩। ৪ শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন, ইহাতেই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার এই একটী দোষ, কোন ভদ্রলোক বালকদিগকে পরীক্ষা করিলে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করেন।

ইহার এক পার্শ্বে একটী চতুষ্পাঠী ও অপর

পার্শ্বে একটী পাঠশালা আছে। এ পাঠশালায় প্রায় মাসিক ২০। ৩০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তৎপরে পঞ্চবটীর বাগানে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রবেশ দ্বারের উচ্চ ভাগে দেখিলাম "গৌরীপ্রসাদ মৈত্র (চ্যারিটিগার্ডেন) খয়রাতি বাগান" এইরূপ অঙ্কিত রহিয়াছে। শুনিলাম পঞ্চবটি বাগানের [illegible] পাইতে হয়। এই সমুদায় দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে একমাত্র যশোলিপ্সাই গৌরী বাবুর এই সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। বিশেষতঃ বিদ্যালয়টীর অবস্থা দেখিয়া [illegible]। অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে বিদ্যালয়ের ভার অর্পিত হইলে যে তাহার এরূপ দুর্দ্দশা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এত গৌরী বাবুর নিজের স্কুল, তিনি যাহা মনে করেন, করিতে পারেন, ইহার অদূরবর্ত্তী রাজপুর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়টীও অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া ইহার সমকক্ষ হইবার উপক্রম হইতেছে। এই [illegible] বিদ্যালয়টী প্রায় ১০। ১২ বৎসর হইল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ইহার কোন উন্নতি চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। আবার দেখুন, এক বৎসরও হয় নাই, উক্ত বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি স্বব্যয়ে একটী ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের দুটী ছাত্র এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় গিয়া দুটীই উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহা এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহার এরূপ উন্নতি ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অর্থের সার্থকতা কি তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন, অধ্যবসায়, ও পরিশ্রমের ফল নহে?

উপসংহারকালে গৌরীবাবুর নিকটে নিবেদন এই যে দায়গ্রস্ত হইয়া তিলকাঞ্চন করিয়া শুদ্ধ হইবার ন্যায় ২০। ৩০ টাকায় একটী স্কুলের কার্য্য উক্তরূপে সম্পন্ন করা অপেক্ষা ঐ টাকা অন্য কোন সৎকর্ম্মে ব্যয় করিলে ভাল হয়। আর গবর্ণমেণ্টের নিকটে বক্তব্য এই, তাঁহাদের বিদ্যালয়ে সাহায্য দান যে কোন কোন স্থলে গৌরী বাবুর বিদ্যালয়ের অর্থ দানের ন্যায় নিষ্ফল হইতেছে, ইহা অধিকতর দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

এক জন দর্শক।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি আপনার জগদুজ্জ্বল পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর অপরাহ্নিক ১১ ঘটিকার সময়ে মিস মেরী কার্পেণ্টর শ্রীযুক্ত আটকিনসন উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়গণ উত্তর পাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বালিকাগণের বিদ্যা, বুদ্ধি প্রাখর্য্য, এবং অন্তঃপুরস্থিত রমণীগণের শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে দর্শকগণ অপরিসীম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইলে, মিস মেরী কার্পেণ্টর ঐ স্থানের মহানুভব কতিপয় সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় তিনি যথাবিহিত আতিথ্য সৎকার স্বীকার করিলেন। মিস কার্পেণ্টার অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণের সহিত সাক্ষাৎকার লালসায় তাঁহাদিগের সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা একত্রীভূত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে যাইবার সময় মিস কার্পেণ্টার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাঁহাদের গমন মাত্র, স্ত্রীলোকদিগের কলেবরে আনন্দ লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু স্বয়ং বাঙ্গলা ভাষা এবং হিন্দু কামিনীগণ ইংরাজী ভাষা জানেন না বলিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ফলতঃ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী দ্বারা এই অভাব পরিপূরণ হইল। মিসকার্পেণ্টার নিম্ন লিখিত রূপে সমাগত স্ত্রীলোকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "অয়ি সুন্দরীগণ! আমি তোমাদিগের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সত্য কি না স্বচক্ষে দর্শনাভিপ্রায়ে বহুদূরস্থিত বিলাত হইতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার সন্দেহ দূরীকৃত হইল, এবং তোমাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সদ্ব্যবহার অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। তোমরাও কি আমাকে দেখিয়া তদ্রূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছ?" এতৎশ্রবণে কামিনীগণ আহ্লাদ প্রকাশ করিলে পর, মিসকার্পেণ্টার একে একে সকলকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সম্মুখস্থিত শিশুগণকেও ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের বদন চুম্বন করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। উদাহসূত্রে বন্ধন না থাকায় তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। তজ্জন্য, তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় এবং ভারতবর্ষীয় রমণীগণ ইংরাজি ভাষায় অজ্ঞ বলিয়া পুনর্ব্বার অনেক পরিতাপ করিলেন। এই অভাব দূরীকরণার্থ তিনি স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিয়াছেন। কামিনীগণ মিসকার্পেণ্টারকে তাঁহাদিগের হিতসাধনে একান্ত যত্নবতী দেখিয়া সুমধুর স্বরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিলেন যে মহিলাগণের নীতিসম্বন্ধীয় ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধনার্থ তিনি যেসকল সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে তাঁহারা ত্রুটি করিবেন না। মিসকার্পেণ্টার অকপট হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণা ভগিনীগণ! বিলাতে তোমাদিগের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ অলীকতা বিষয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় রহিল না। যে সমুদায় গুণ থাকিলে স্ত্রী জাতি জনসমাজে আদরণীয় হয়, সে সকলই তোমাদিগের আছে। তিনি আরও কহিলেন যে গৃহে (বিলাতে) প্রতিগমন করিয়া এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার বিদ্যা বুদ্ধি ও সতীত্বের বিষয়ে পরিচয় পাইয়া যে অপরিসীম সন্তোষলাভ করিয়াছেন তাহা সাধারণে ব্যক্ত করিবেন। এই সমস্ত কথোপকথনের পর মিস কার্পেণ্টর এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী মহোদয়েরা গ্রামস্থ অন্যান্য বঙ্গ ও ইংরাজি বিদ্যালয় পরীক্ষা করণার্থ গমনোদ্যোগী হইলেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনা কে খণ্ডন করিতে পারে? পথিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগী খানি অত্যন্ত বেগে চালিত হইলে শকট খানি উলটিয়া পড়িল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নে পতিত হইলেন। আটকিনসন ও উড্রো সাহেব এবং এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তোলন করিয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিলেন। যেরূপ পৌর্ণমাসী সুধাকর নীরদজালে বেষ্টিত হইলে আলোকমালা তিরোহিত হয়, তদ্রূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ রূপ অন্ধকার আমোদ প্রমোদ রূপ আলোককে বিলুপ্ত করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। ঈশ্বর করুন মিসকার্পেণ্টার দীর্ঘজীবী হইয়া এতদ্দেশের

শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবতী থাকুন এবং তাঁহার স্বেতাঙ্গী ভগিনীরা এই মহৎ কার্য্যের অনুকরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় অসীম যশোভাজন হইতে চেষ্টা করুন।

কলিকাতার কালেক্টরী আফিস ২৭ এ ডিসেম্বর ১৮৬৬ } উত্তরপাড়াবাসিনঃ

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! ৩রা পৌষের সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আমাদিগের দেশের অভ্যুদয় যে আসন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হইতেছে। আপনি লিখিয়াছেন "কাশীবিদ্যাসুধানিধি" নামে একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। পূর্ব্বকালের সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় এই ভাষা অল্প কাল মধ্যেই পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এটী তাহার পূর্ব্বলক্ষণ।

আমরা দুঃখিত হইলাম সোমপ্রকাশকারের সদৃশ ব্যক্তি যে এই সদনুষ্ঠানে উৎসাহদান না করিয়া বিপরীত মত প্রকাশ করেন, তাহা অতি ক্ষোভের বিষয়। লিখিয়াছেন আর কিছু দিন বিলম্বে এরূপ পত্র প্রকাশ করিলে ভাল হইত। এক্ষণে ইহার তত গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা ত বিলম্বের কোন কারণ দেখিতেছি না। এক্ষণে এ ভাষার চর্চ্চা করিতে অনেকেই ব্যগ্র হইয়াছেন, সংবাদপত্র তাঁহাদিগের বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। যেখানে উপকার সম্ভাবনা আছে সেখানে গ্রাহক হইবে না, আমাদিগের এরূপ প্রত্যয় নাই। সংস্কৃত ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবেন না এক্ষণে এ আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তদুত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, সম্পাদক যদি মাঘ প্রভৃতির ন্যায় কাঠিন্য দোষ ত্যাগ না করেন তবে এ আপত্তি সমীচীন বটে, কিন্তু রচনাটী যদি সরল ও প্রাঞ্জল হয় তবে অনায়াসে সাধারণের সুগম ও আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। ঋজুপাঠের মত সংস্কৃত (১) এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারেন। আমরা অনুরোধ করিতেছি সম্পাদক যেন সরল ভাবে রচনা করেন তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম আপনার মতে স্ত্রীনির্ম্মাণ করণের কাল উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু সংস্কৃত পত্রিকার হয় নাই। ইহা কি আপনার পাঠকবর্গের সুসঙ্গত বোধ হইবে? যে দেশের (ভারতবর্ষের) পুরুষেরাই অদ্যাপি অসভ্য ও অধুবক্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন সে স্থানের রমণীগণের উৎকর্ষলাভ অধিকতর দূরবর্ত্তী এ কথা কি অযথার্থ? সে যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা একটী জাতির গৌরব ও প্রাচীনত্বের চিহ্ন, যে কোনরূপেই হউক, ইহার পুনরুন্নতি আমাদিগের প্রার্থনীয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

সদনুষ্ঠানের অনুসরণ সদ্ব্যক্তির কর্ত্তব্য যদি এমন হইল তবে আমরা আপনাকে একটী অনুরোধ করিতে পারি, আমরা আপনাকে যেরূপ জানি তাহাতে এ অনুরোধটী আপনাতেই বর্ত্তে। সে অনুরোধটী এই—আপনার বিখ্যাত সোমপ্রকাশের কিঞ্চিৎ স্থান সংস্কৃত ভাষায় ভূষিত করুন (২) তাহা হইলে অল্প কাল মধ্যেই গদ্য লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে এবং সংস্কৃত ভাষায় গদ্য গ্রন্থের যে অভাব দেখা যায় তাহাও যাইতে পারে। এ বিষয়ে আপনার অতিব্যয় হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে এ আপত্তি করিতে পারেন যে সোমপ্রকাশের স্থান নাই। স্থান করিয়া লইতে কি পারা যায় না? ভদ্র প্রেতের তত্ত্বে পদ্য বিজ্ঞাপনে ও কখন কখন অকিঞ্চিৎকর প্রেরিতপত্রে কি সোমপ্রকাশের পুষ্টিসাধন করা হয় না? সেই সেই স্থান সংস্কৃতের আশ্রয় হইলে ত কোন হানি দেখিতেছি না। এ অনুরোধটী আমাদিগের নয় জগতের। আমরা ভরসা করি আপনি এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া জগৎকে উপকৃতিশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন। আপনাকে আর একটী নিয়ম করিতে হইবে, যখন হইতে পত্রপ্রেরকেরা সংস্কৃত ভাষায় যে সকল পত্র প্রেরণ করিবেন সে সমস্ত যথাস্থানে গৃহীত হইবে। তাহা হইলে অনেকে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন ও গদ্য লিখনে তাঁহাদিগের নৈপুণ্য জন্মিবে।

সংস্কৃত পত্রিকার সংবাদ পাইয়া আমাদিগের কৌতূহল জন্মিয়াছে, এবং আমরা গ্রহণেচ্ছু হইয়াছি। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমরা জ্ঞাত (৩) নহি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়টী লিখিলে বাধিত হইব।

১৮ ই পৌষ ১২৭৩। কশ্চিদেকদেশবাসিনঃ।

—●●—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনার ১৭ ই পৌষের সোমপ্রকাশে কর্ণনাতি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দুটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই শ্রুতি সুখাবহ সমাচার পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব। এত দিনের পর আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, জগদীশ্বর আমাদের এই হতভাগ্য সমাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাহাতেই এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। মহাশয়! দুঃখের কথা কি কহিব ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানপ্রথা প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই এদেশস্থ কতিপয় বিদ্যানুরাগী মহোদয়ের সবিশেষ যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে বারুইপুরে একটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পিত হইল। তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া যথারীতি শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান ও বালকদিগের পাঠ্য বিষয় পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছু দিন কার্য্য চলিলে পর দিন দিন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দৈবাৎ একটী অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে স্বামিদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহারা আর সেই ভারবহনে সম্মত হইলেন না।

অনন্তর অধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকনাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় ভার ও তত্ত্বাবধান ভার স্বহস্তে গ্রহণ করি

---

(১) কাশীবিদ্যাসুধানিধির সংস্কৃত, ঋজুপাঠের ন্যায় নয়, অধিকতর প্রগাঢ়। বাঙ্গলারূপে সংস্কৃত চর্চ্চার উপক্রম মাত্র হইয়াছে, এখন কাশীবিদ্যাসুধানিধির সদৃশ পত্রের অধিক গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা নাই, পাছে সম্পাদকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া অবলম্বিত বিষয় পরিত্যাগ করেন, এই আশয়ে আমরা কহিয়াছিলাম, কিছু দিন পরে আরম্ভ করিলে ভাল হইত, কিন্তু সম্পাদকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। স।

(২) আমরা আদরপূর্ব্বক এ অনুরোধটী গ্রহণ করিলাম, যদি অন্য অন্য পাঠকগণ বিরক্ত না হন, আমরা অনুরোধ রক্ষায় যত্নবান হইব। স।

(৩) কাশীতে পত্র পাঠাইলেই হইবে। স।

লেন। গোলোক বাবু ধনী এবং এক জন মস্ত বিষয়ী লোক; তাঁহার না আছে অবসর ও না আছে তত্ত্বাবধান ক্ষমতা, সুতরাং বিদ্যালয়ের ক্রমে অতি হীন দশা উপস্থিত হইতে লাগিল। দিন দিন ছাত্র সংখ্যা কমিয়া যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া এতদ্দেশের [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নতিশীল [illegible] সংস্কৃত ও বাংলা বিদ্যালয় [illegible] বিদ্যালয়ের সহিত যোজিত করিয়া দেন, এবং উল্লিখিত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের [illegible] লোক [illegible] এবং গবর্ণমেণ্ট দাতব্য সমুদায় অর্থ দিয়া যে রীতিতে বিদ্যালয় চলিতেছিল সেই রীতির পরিবর্ত করিয়া অধিক টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহায্যও প্রস্তুত হইল। তিনি নূতন শিক্ষক ও পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া স্বহস্তে সমুদায় তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিলেন, এবং বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিয়মিত দিনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া যাহাতে বিদ্যালয়ের আশু উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পাঠোন্নতি ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রায় ছয় মাসের মধ্যে উহার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আয় বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি নয়নগোচর হইতে লাগিল। গোলোক বাবু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তত্ত্বাবধান গুণে পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া অমনি তাঁহার সহিত বিবাদ উপস্থিত করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখিলেন, তিনি বিরোধ করিবেন কেন, আপন বিদ্যালয় পৃথক করিয়া লইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে তিনি একটী ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। তিনি স্বযত্নে ভাল ভাল লোক দেখিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং প্রতিদিন বিদ্যালয়ে গমন ও তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। শিক্ষকদিগের শিক্ষাদান নৈপুণ্য এবং তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও তত্ত্বাবধান গুণে অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দুটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অবস্থা দর্শন করিয়া আমাদের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, যত দিন মফস্বল বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র শিক্ষক নিযুক্ত না হইবেন তত দিন কোনরূপে মফস্বল বিদ্যালয়ের অবস্থা [illegible] হইবে না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই কার্য্য দর্শন করিয়া আমাদের সেই সংস্কার আরো বদ্ধমূল হইয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই [illegible] দীর্ঘজীবী করুন, এই হতভাগ্য সমাজের শীঘ্র উন্নতি হইবার সমধিক সম্ভাবনা আছে। শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষকে একটী কথা জিজ্ঞাসা এবং রাজপুর বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর অতীত হইয়াছে রাজপুরে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই দীর্ঘ কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু একটীও বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও ইহার সংশোধন চেষ্টা না করিয়া কি বিবেচনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, বলিতে পারি না। তাঁহারা কি গুণে ও কি কারণে যে রাজপুর বিদ্যালয়ের প্রতি পক্ষপাতী, তাহা আমরা অনেক বিবেচনা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা এই, তাঁহারা আর কত দিন গবর্ণমেণ্টের অর্থ অনর্থ ব্যয় করিবেন? তাঁহারা যদি এই অভিনব বিদ্যালয়ে উৎসাহ বারি সেচন করেন, শীঘ্রই ইহাকে ফলবান্ দেখিতে পাইবেন। মহাশয়! রাজপুর বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে. সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের পুরাতন বাটীটী ভগ্ন হইয়া পতিতপ্রায় হইয়াছে। বিদ্যালয়টী এক শ্মশানভূমি আশ্রয় করিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা সমধিক ন্যূন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলাদি ইহার অনুরূপ হইয়াছে।]

শ্রীঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডল	চুচুড়া	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক		১৩
ঐ ঐ শ্রীনাথ রায়	কাঁয়পাই	৭
ঐ ঐ বিপিনবিহারি সরকার	ফুটান	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক		১৩
ঐ ঐ রঘুরাম হাজরা	পাত্রসাগর	
১৮৬৬ নবেম্বর হইতে ৬৭ অক্টোবর		১৩
ঐ মহম্মদ হাসেম	বীরভূম	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর		১৩
ঐ ঐ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী	মেদিনীপুর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ		১৩
ঐ ঐ কেদারনাথ বাকাডা	বহরমপুর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ		১৩
ঐ ঐ ভগবতীচরণ দেব	রঙ্গপুর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ফাল্গুন		৩৸০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাস্থল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা. মফস্বলে ডাকমাস্থল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট. ইহার অন্যতর যাহাতে দাতার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে. কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২ রা মাঘ। ১৮৬৭। ১৪ ই জানুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৭৹

বিজ্ঞাপন।

সহর কলিকাতার বড়বাজারে আমার যে কারবারী গদি আছে তাহার কর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইল যে, সূতা ইত্যাদি যখন যাহা যে স্থলে খরিদ অথবা বিক্রয় হইবেক, তাহার বাবত যখন যে চিটি ও এগ্রিমেন্ট ইত্যাদিতে দস্তখত করিতে হইবেক তাহা শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ প্রধান, শ্রীযুক্ত কালীদাস পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ প্রধান এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিয়া আমার নাম বকলমে ঐ সকল দস্তখত করিবেন তাহা আমার স্বীয়কৃতের ন্যায় গণ্য হইবেক, ইহা ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মকারক কি দালাল ইত্যাদি কোন লোকে যদি কোন রকম খরিদ বা বিক্রয়ের কোন কার্য্য কি কোন রকম দস্তখত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তাহার কোন রকমে দায়ী আমি হইব না, আর ঐ কার্য্যসম্বন্ধে আমার যে কোন রকমের পাওনা টাকা তাহা সেই সকল টাকার বাবত চিঠির পৃষ্ঠে ওয়াসিল না দিয়া কিম্বা উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখত রসিদ না লইয়া কেহ কোন টাকা অপর কোন কর্ম্মকারকদিগকে দিলে কিম্বা আমার দেনা টাকায় কোন চিঠিতে উক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখতে স্বাক্ষর না হইলে তাহা আমার গ্রাহ্য নহে, এবং আমি তাহার দায়ী হইব না।

শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

—:o:—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—o—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি

সোসাইটী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা ছাত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আগামী ৭ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্গের একটী ক্লাস খোলা হইবে। কালেজ ডিপার্টমেন্টে সাম্ স্কুল ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এ

" জে, পি, আষ্টন এম, এ

" জে, নেলস বি, এ,

ইঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেন্টে এক জন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য প্রার্থীর অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকেই অগ্রে মনোনীত করা হইবে। রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এ র নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

—o—

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

—:o:—

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি

এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। সুবিখ্যাত খাল বোয়ালিয়া কানসরণের অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি তালুক দোএম কাছুন মহল খরিদা বৃত্তি মৌরসি জমা এবং পাট্টাই জমী ও নীল কর্ম্ম চলিতে পারে এমত আট কুঠি ও ছোট দুই কুঠি ও দোকান কৃষ্ণগঞ্জের দুইটি উৎকৃষ্ট পাকা ঘর, সমুদয় ইষ্টেট একলাটে অথবা সুবিধা বুঝিলে পৃথক পৃথক লাটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৭ সালের ১৭ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর একটার সময় খাল বোয়ালিয়ার কুঠি দোকানে নীলাম আরম্ভ হইয়া যে পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় তাবত প্রত্যহ ঐ একই সময়ে নীলাম হইবে।

৩। এককালীন সমুদয় নীল কানসরণ অথবা সমুদয় জমীদারী কিম্বা তাহার কতকাংশ আপসে বিক্রয় বিষয়ক দরখাস্ত ও প্রস্তাবাদি ১০ ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে।

৪। অপর বৃত্তান্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন;

শ্রীমে আর, চি, হিল সাহেব

বালকোর কোম্পানির বাটী

কলিকাতা।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য ডাকিবেন তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক নীলামে বিক্রেতাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ এক ডাক ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই ডাক হইতে পুনর্ব্বার ডাক হইবে। কেহ কোন ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। যে মূল্যে ডাক সাব্যস্ত হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ খরিদার ডাক [illegible]

১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও বিলডাঙ্গাতিয়া উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১২১৫।৶/৫ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্তর উশুলবাদে বাকি ১৩৩১[illegible] টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭। ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি শত ২৫ টাকা সরকারী বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বাকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকুল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হা'ল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সবন্ধ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকরের নিরাপত্ত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাচনি করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনাজরের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার যেরূপ ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিংকালেক্টর
যশোহর।

—:•—

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওকর্ক চারিআনির অন্তর্গত পরগণে খালিষপুর যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধারণে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাট আবাদ খালিষপুর ও লাট-কীর্ত্তি প্রসন্নপত্তনী ও বিল পাবনা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহাল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৶/৮ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্তর উশুল বাদে বাকি ১৩৩৬৪২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি শত ২৫ টাকা সরকারি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হা'ল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সবন্ধ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকরের নিরাপত্ত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে খালিষপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাচনি করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনাজরের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার যেরূপ ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তাদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

—oo—

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

ভূগোল পরিচয়।

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সবলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

২ রা মাঘ সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভার বিবেচ্য প্রস্তাব।

ব্যবস্থাপক সভায় নূতন আইন প্রস্তুত

হইবার সময় উপস্থিত হইতেছে, এই সময়ে আমরা একটী বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, দ্রব্য সকলের পরিমাণ ঘটিত কোন প্রকার সাধারণ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী যেন নিয়মবদ্ধ হয়। আমরা দেখিতে পাই কি ধান্য চাউল, কি তৈল দুগ্ধ সকল প্রকার দ্রব্যের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এমন কি ৩। ৪ ক্রোশের মধ্যেও একরূপ দেখা যায় না। ধান্য চাউল আদি মাপিবার জন্য পালী, পশুরী, কাটা, আড়া, ইত্যাদি ত বহুপ্রকার প্রথা বহু স্থানে প্রচলিত; আবার কোথায় /২ কোথায় /২॥ কোথায় /৫ সেরে পালি হইয়া থাকে। সেরের আবার কাঁচি পাকি বলিয়া প্রভেদ করা হয়। দুগ্ধাদি মাপিবার বিষয়েও এইরূপ গোলযোগ আছে; এপ্রকার অনিয়ম দ্বারা প্রতারণার পথ বিলক্ষণ প্রসারিত রহিয়াছে, এবং বহুং অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে মনে কর কোন স্থানে কিরূপ শস্য জন্মিয়াছে, ও তাহা কি প্রকার মূল্যে বিক্রীত হইতেছে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হইলে ঠিক্ জানিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ বিক্রেতারা আপনাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাপ রাখিয়া থাকে, এবং সুযোগ বুঝিয়া ক্রেতাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে ত্রুটি করে না। যদি সর্ব্বত্র এক প্রকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সময় সময় আমাদের অনুসন্ধান রাখেন তাহা হইলে প্রস্তাবিত অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে।

মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রয় আর একটী বিষম অনিষ্টের মূল। এদেশের বিক্রেতারা সরু চাউলের সহিত মোটা চাউল, পুরাতনের সহিত নূতন, দুগ্ধের সহিত জল, লবণের সহিত মাটী, ময়দার সহিত চাউলের গুঁড়ি মিশ্রিত করিয়া প্রায় সচরাচর বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে কেবল দ্রব্যের প্রতারণা নয়, স্বাস্থ্যেরও হানি ঘটিয়া থাকে। অতএব কৃত্রিম দ্রব্য কেহ বিক্রয় করিতে না পারে, এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের লোকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দণ্ডবিধিতে এরূপ স্থলে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনুসন্ধান অভাবে তাহা নামমাত্র রহিয়াছে কোন ফলোপধায়ী হইতেছে না।

—,•:—

এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের কর্ত্তব্য।

দেশের সর্ব্বপ্রকার দুরবস্থা বিদ্যার প্রভাবে তিরোহিত হয়, এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিদ্যার উপরেই নির্ভর করে, ইহা আমাদিগের এক প্রকার বিশ্বাস। এই জন্য এদেশে বিদ্যার যতই প্রচার হইতেছে, কৃতবিদ্যের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সমাজের প্রকৃত উন্নতি ততই প্রত্যাশা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা কি আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছি? এ বিষয় একবার চিন্তা করিলে নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত হইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কত ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছেন, কত ছাত্র মহৎ মহৎ উপাধি লাভ করিয়া প্রধান পদ সকলে অভিষিক্ত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা স্বদেশের শুভোদ্দেশে কত চিন্তা বা কত ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকেন?

আমাদের যুবকেরা পাঠদশাতে উৎসাহশীল থাকেন, পাঠদশাতে স্বদেশীয়দিগের দুঃখে দুঃখিত হন, এবং তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ বহুশঃ বাগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের অনেকের আর সে ভাব লক্ষিত হয় না, তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া উঠেন এবং স্বীয় পরিজনের সুখসাধন করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। যেমন স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া অনেক অকৃতজ্ঞ পুত্র স্বীয় জনক জননীর দুঃখে উদাসীন হন, আমাদিগের দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য সেইরূপ আত্মসুখে রত হইয়া জননী জন্মভূমির প্রতি হতাদর হইয়া থাকেন।

শিক্ষিতেরা কেবল বহুল পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশকে দান করিতে পারিলেই কৃতজ্ঞ হন, নচেৎ নয়, আমরা এরূপ বলি না। অশিক্ষিতেরাও ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে, অশিক্ষিতেরাও সময়ে সময়ে সাধু কার্য্যে দান করিয়া থাকে। শিক্ষিতদিগের নিকট আমাদিগের প্রত্যাশা অধিক। তাঁহারা শিক্ষিত জ্ঞানের রক্ষণ এবং উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশের শূন্য জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন, তাঁহারা এক এক জন সাধু চরিত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া জাতীয় অপকলঙ্ক দূরীকৃত করিবেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস ও একতা দেখিয়া অশিক্ষিত অলস, ভীরু ও কলহপ্রিয় লোক অনুকরণ করিতে শিখিবে এবং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির পতাকা ধারণ করিয়া ইতরেতরদিগকে আপনাদের অনুযাত্রী করিয়া চলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রকার আশা। ইহা হইলেই সর্ব্বপ্রকার হীনতা অপসারিত হইয়া জাতীয় গৌরব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং হিন্দু জাতি জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

কিন্তু আমরা শিক্ষিতদিগের কি বিসদৃশ ব্যবহার দেখিতে পাই। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অনেকে পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ভুলিয়া যান, এবং অধ্যয়ন ও আলোচনার সহিত এককালে সম্পর্ক পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের স্বভাব ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে, এবং তাঁহারাও জাতীয় দোষ সকলের আধার হইয়া পড়েন। এই জন্যই এত দিন গত হইল, অদ্যাপি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা এবং স্বাধীন প্রতিভার এত [illegible] দেখা যায়।

এবংসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্প ফল স্বরূপ যে সকল ছাত্র বিনির্গত হইতেছেন, আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ আইন কেহ চিকিৎসা, কেহ শিক্ষকতা এবং কেহ অন্যবিধ বৈষয়িক কার্য্যে জীবনযাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে কার্য্যের ব্রতী হউন, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমাদের বক্তব্য, যেন তাঁহারা স্বার্থের সহিত স্বদেশার্থ কর্ত্তব্য স্মরণ রাখেন, কেবল স্মরণ নয়, পূর্ব্ব হইতে তজ্জন্য যেন দৃঢপ্রতিজ্ঞ অবলম্বন করেন। প্রত্যেকেই যেন আপনাকে এক একটী বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য ভারগ্রস্ত বিবেচনা করেন, এবং তাহা সাধন করিয়া স্বদেশীয়দিগের আশীর্ব্বাদের পাত্র হন।

আমাদিগের দেশে এখনও অভাবের অন্ত নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, পরিশ্রমী কৃষকের হস্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ স্বদেশীয়দিগের শারীরিক বল বীর্য্যের জন্য চেষ্টা করুন, কেহ তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধন করুন, কেহ তাঁহাদিগের ধর্ম্মক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া অন্তরকে ত্রুটিষ্ট এবং বলিষ্ঠ করুন, এবং কেহ বা শিল্প সাহিত্যের গৃহ পূর্ণ করিতে থাকুন। বিদেশীয় সভ্যজাতীয়দিগের দোষ ভাগ যেন কেহ স্পর্শ না করেন এবং তাঁহাদিগের সদ্গুণ সকল আপনাদিগের প্রকৃতির সহিত মিলিত করিয়া তাহার শোভা ও উন্নতি বিধান করিতে পারেন। ভারতবর্ষের কল্যাণ ঊষা এখন উদ্ভাসিত হইতেছে এখন আর অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। শুভ উদ্দেশে যিনি যত পরিশ্রম করিবেন, তিনি ততই সাফল্য লাভ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্বদেশীয়দিগের সহায়তায় যত দূর সুখ লাভ হইতে পারে, এতদ্দেশীয় রাজগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয়গণ এক বাক্যে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অস্তিত্ব রাখিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তাঁহারা আপন আপন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বদা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিদ্রোহের সহিত এতদ্দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ করিবার রাজনীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় রাজগণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের উপরে একণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচার করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে সাধারণের নিকটে নিন্দিত হইতে হয় এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, তাঁহারা এবিষয়ে সাধারণ মত শিরোধার্য্য করেন। সামান্যতঃ, ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণ, বিশেষতঃ জন ডিকেন্সন সাহেব প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারের পোষকতা করেন। যে সকল রাজবংশের আর রাজত্ব নাই, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দতা ও যথেষ্ট বৃত্তিভোগ করেন এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা এতদ্দেশীয়দিগের প্রধান সনন্দ, রাজ্ঞীর ইচ্ছা তাঁহার কথার বিরুদ্ধ একটী কাজ না হয়, এই জন্য (যদি আমাদিগের সংবাদ সত্য হয়) রাজ্ঞী নিজে উদ্যোগী হইয়া মহীসুর নিজ রাজাকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন। রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার ঔদার্য্য ও ধর্ম্মশীলতা বিখ্যাত, এটি এমত বিস্তৃত রাজ্যাধিকারিণীর পদের উপযুক্ত কাজ, তথাপি টোরি মন্ত্রিবর্গ ভারতবর্ষেশ্বরীর এ কার্য্যের অনুমোদন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণাপত্র তাঁহাদিগের দ্বারা লিখিত হয়, কার্য্যতঃ তাঁহারা এতদনুসারে কাজ করিতেছেন।

মহীসুর প্রত্যর্পিত হইবে এবং ইহাতে ভারতবর্ষস্থিত নীচাশয় উপনিবেশিসংস্কার বিশিষ্ট ইউরোপীয়গণ যাহা বলুন এবং মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নীচ শ্রেণীর কোলাহলে যাহা করুন না কেন, এতদ্দেশীয় রাজগণ অবশ্যই বুঝিবেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরী, তদীয় মন্ত্রিগণ, মহাসভা এবং ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণ কখন অকারণে রাজাদিগের স্বত্ব লোপ করিবেন না। "যত কাল সুশাসন ও প্রভুভক্তি প্রদর্শিত হইবে, তত দিন ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগের স্বত্ব অব্যাহত রাখিবেন" এটি কেবল মুখের কথা নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদনুসারে কার্য্য করিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। একণে রাজগণ যে প্রকার আশা করেন যে তাঁহারা চিরকাল অবাধে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পৈত্রিক রাজ্য ভোগ করিবেন, সেই প্রকার গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণ প্রত্যাশা করেন যে, প্রজাদিগের সুখ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহারা আপন আপন পদের উপযুক্ত হইবেন। যথেচ্ছাচারের সময় অতীত হইয়াছে, এক মজুরও এখন জিজ্ঞাসা করে "কোন্ আইনে অমুক বাক্ হইল?" আপন আপন রাজ্যে লিখিত আইন, শিক্ষিত ও সৎ বিচারপতি এবং উৎকৃষ্ট বিচার প্রণালী যাহাতে হয় রাজাদিগের তাহা করা কর্ত্তব্য। "রাজা নিজে প্রত্যহ বিচার করিলেন" "নিজে আবেদন শ্রবণ করিলেন" এগুলি প্রাচীনকালে ভাল লাগিত। এক্ষণকার সভ্যতম সমাজে পরিশ্রমের বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক কার্য্যের ভার শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল আইন করিতেছেন, যত দূর সঙ্গত সেই সকল

আইন এতদ্দেশীয় রাজ্য সমূহে প্রচলিত করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও সাধারণহিতকর কার্য্য রাজশাসনের এক প্রধান অংশ। রাজগণ জানিবেন পূর্ব্বে যে সংস্কার থাকুক না কেন, তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত এবং প্রজাগণ কেবল তাঁহাদিগের সুখ বর্দ্ধনার্থ সৃজিত হইয়াছে, এ সংস্কার কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয়দের নাই, এবং অতি শীঘ্র ইহা সাধারণ মণ্ডলী হইতেও অপনীত হইবে। এতদ্দেশীয় রাজাদিগের এক দোষ আছে তাঁহারা সাধারণ ধনাগার হইতে যত আবশ্যক অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহাদিগের ধনে কুলাইলে অন্য ব্যয় হয়। এবিষয়ে সামান্যতঃ সকল রাজার দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় রাজাদিগের অনুসরণ করা উচিত। তথায় প্রতি বৎসর রাজ্যের আয় বিবেচনায় রাজার নিজ ব্যয়ের জন্য কতক টাকা দেওয়া হয়, ইহার ভিতরে তাঁহাকে সকল ব্যয় করিতে হইবে। ইংলণ্ডের ৭২ কোটি টাকা আয়, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী নিজ ব্যয় স্বরূপ ৩৬ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রতি কোটিতে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন। জয়পুরের রাজার নিজ ব্যয় প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা হইবে। রাজাদিগের বর্ত্তমান অপরিমিত ব্যয় প্রণালী পরিত্যাগ করা উচিত। সংক্ষেপে তাঁহাদিগকে আইনের ভৃত্য হইয়া কেবল প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইটালীতে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, কিন্তু সমুদায় দেশ এক্ষণে বিক্টর ইমানিউএলের অধীনস্থ। ইংলণ্ডেশ্বরী সমুদায় ভারতবর্ষের অধিকারিণী, রাজগণ তাঁহার করদ মাত্র। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী প্রায় সর্ব্বতোভাবে এতদ্দেশীয় প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এমত স্থলে যদি রাজগণ উত্তমরূপে শাসন না করেন তাহা হইলে টাস্কনি, মোডিনা প্রভৃতির রাজকুমারদিগের পথ তাঁহাদিগকেও দেখিতে হইবে। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি রাজ্য সমূহের রাজগণ দৈনন্দিন উন্নতি সাধন করিতেছেন, কিন্তু বন্দার রাজার ন্যায় বাতুল ও ভাওলপুরের ভূতপূর্ব্ব নবাবের ন্যায় অযোগ্য শাসনকর্ত্তাও আমরা দেখিতেছি। এতদ্দেশীয় রাজা হইলেই সর্ব্বসাধারণ তাঁহার সহায়তা করিবে, এ আশা দুরাশা। যত দিন রাজগণ সুশাসন করিবেন, তত দিন আমরা তাঁহাদিগের সহায়তা করিব—আর না। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যাহাতে তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের দরাব পাত্রের ন্যায় যথার্থ শ্রদ্ধাস্পদ হন সে চেষ্টা করেন। রাজ্যের উন্নতি তাঁহাদিগের অস্তিত্বের এক মাত্র প্রতিভূ, যিনি ইহা ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে ইহার বিষময় ফলও ভোগ করিতে হইবে।

বঙ্গভাষা।

দশ বারো বৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহাকে ভাষা বলিয়া গণনা করা যাইত না, কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার অনেকগুলি সাহিত্য গ্রন্থ, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, ইহাতে নানারূপ শিক্ষা এক প্রকার চলিতে পারে বলা যায়। কিন্তু বঙ্গভাষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ইহার এখনও অনেক হীনতা ও অভাব আছে। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এখনও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইলে ইহার ভাবী উন্নতি পক্ষে অনেক আশঙ্কা হয়। সত্য বটে দেশহিতার্থী অনেক মহাত্মা বঙ্গভাষার পুস্তক সকল বিরচনার্থ বহুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি তাঁহাদিগের সহকারিতা না করিত তাহা হইলে সে পুস্তক সকল প্রচার এবং তদ্দ্বারা ভাষার প্রতি সাধারণের অনুরাগ অনেক হ্রাস দেখা যাইত সন্দেহ নাই। এমন কি অনেক পুস্তক মূলেই লিখিত হইত না।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে সংস্কৃতের প্রবর্ত্তন অবশ্যই আনন্দকর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বঙ্গভাষার উন্নতির যেরূপ প্রত্যাশা আছে, অবনতিরও সেইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। সংস্কৃত বঙ্গভাষার জননী এবং সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্ট হইয়াছে বলা যায়, সুতরাং সংস্কৃতের আলোচনা বৃদ্ধি হইলে বঙ্গভাষারও শ্রীবৃদ্ধি কেন না হইবে? কিন্তু উক্ত বিদ্যালয় সকলে বঙ্গভাষার আর প্রবেশাধিকার রহিল না। ইহা এখন নিকৃষ্ট ভাষারূপে নিম্নস্থ বিদ্যালয়েই চলিত রহিল। এখন ইহাতে অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষোপযোগী পুস্তকই অনেক রচিত হইবে, পাণ্ডিত্যের সম্পন্ন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল প্রচারণের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার গ্রন্থ সকল বিরচিত না হইলেও ভাষার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না।

সংবাদ পত্রাদি ভাষার শ্রীবৃদ্ধির অন্যতর উৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গভাষাও ইহার নিকট প্রথম হইতেই ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এদেশে বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের তাদৃশ আদর হয় না এবং তাহার গ্রাহক ও উৎসাহ দাতা অল্প দেখা যায়। এই জন্য সংবাদপত্র সকল অকালে বিলয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ সাময়িকপত্র সকল যদি রীতিমত চলিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভাষার সমুদায় অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

বঙ্গভাষার উৎসাহ বিধানার্থ গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলিতে পারি যে আদালত সকলে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ বাঙ্গলা প্রচলিত করুন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে এত দিন উদাসীন আছেন ইহা সাতিশয় ক্ষোভের বিষয়। যে বাঙ্গলা লইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলে তাহা যে কি বিচিত্র ভাষা কিছুই বলা যায় না। কেহ যদি কলিকাতা নগরীর ও তাহার উপনগরী সমূহের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত গলির ধারের এবং প্রকাশ্য গৃহাদির নিদর্শন ফলক পাঠ করিয়া যান, তাহা হইলে দেখিতে পান যেন বঙ্গভাষাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য সেই সকল অঙ্কিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য স্থলে বঙ্গভাষার এপ্রকার অবমাননা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, ইহা দেখিয়া স্বদেশীয় ভাষাপ্রিয় ব্যক্তির হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়। কিন্তু এসকল অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য এবং গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা ইহা নিবারণ না হইবার কারণ। ত্বরায় এ সকলের সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। ইহা হইতে যখন আদালতের বাঙ্গলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন ত তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকার দেখিয়া কম্পিত হইতে হয়। যাহা হউক, যদিও ইংরাজী লইয়া গবর্ণমেণ্টের অধিক কাজ, কিন্তু যে বাঙ্গলা চলিত থাকে তাহা বিশুদ্ধ হইলে বঙ্গভাষার অনেক গৌরব বৃদ্ধি হয়।

মাতৃভাষার প্রতি আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের যত্ন ও অনুরাগের শৈথিল্য, তাহারই জন্য আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয় কিন্তু স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদিগের সম্যক্ প্রীতি থাকিলে ইহার উন্নতির সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। তাঁহারা কথোপকথন, লিপি লিখন এবং গ্রন্থ রচনা কালে বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে পারেন। বিশেষতঃ আমাদিগের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা যাহাতে বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ হয় তাহারও উপায় করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাষার উন্নতি হইয়াছে, বঙ্গভাষারও সেই প্রকার হইতে পারে। দেশীয় ব্যক্তিগণ যেন মনে না করেন যে কেবল ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি অন্য কোন ভাষা দ্বারা বঙ্গভাষার অভাব পূরণ হইতে পারে, কখনই না। বঙ্গভাষার উন্নতির উপর আমাদিগের সামাজিক উন্নতি অনেক নির্ভর করিতেছে এবং আমাদিগের সামাজিক উন্নতির পরিচয় বঙ্গভাষা দ্বারাই প্রকাশিত হইতে পারে।

——:০:——

ভূমির আইন সংগ্রহ।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজস্ব ভূমি হইতে আদায় হয়, কিন্তু ভূমি সম্বন্ধীয় আইন এদেশে যেমত জটিল এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমাদিগের কর প্রণালীর মূল অশুদ্ধ, ইহাতে দরিদ্র কৃষককে অধিকাংশ ভার বহন করিতে হয় ধনিশ্রেণী সামান্য কর দিয়া রক্ষা পান। তথাপি যে ভূমি রায়তের এক মাত্র লক্ষ্মী, সেই ভূমির উপরে তাহার অধিকার অস্থায়ী ও অনিশ্চয়। হয় ত জমীদার মনে করিলে উঠাইয়া দেন, যাহাদিগের দখলী স্বত্ব আছে সময়ে সময়ে বর্দ্ধিত কর দিতে না পারিলে তাহাদিগকেও উঠিয়া যাইতে হয়। আবার প্রধানতম বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি করিতেছে। একে আইন ঘটিত গোলযোগ, তদুপরি বিচারালয় সময়ে সময়ে আত্মবিপরীত বিচার করিয়া আরও অনিষ্ট করেন। ১২ বৎসর অধিকার করিলে দখলী স্বত্ব হইল। প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিলেন এনিয়ম কেবল কৃষি ভূমিতে খাটে। বাস্তু ভূমিতে দখলী স্বত্ব হয় না। আমরা এই জন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম ভূমি সম্বন্ধীয় আইন সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের ন্যায় সংগৃহীত করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে। ভূমির আইন সম্বন্ধে এক্ষণে এত বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে, যে জমীদার আমাদিগকে পৈত্রিক ভিটা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন কি না ইহা আমরা জানি না, ব্যবহারাজীবদিগকে উদ্বেগ দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তুষ্টিকর উত্তর দিতে সমর্থ হন না।

আমরা পূর্ব্বোক্ত গোলযোগের এক উদাহরণ দিতেছি উপনগরের মাণিকতলা অবধি শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যে ভূমি আছে তাহা মৃত রাজা নৃসিংহ রায়ের নিষ্কর তালুক ছিল। ১৮৫১ অব্দে গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া রাজার সহিত ২০ বৎসরের জন্য আয়মাতোল বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে রাজাকে উপস্বত্বের অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। রাজা নৃসিংহ এই ক্ষতি সহ্য করেন, তিনি প্রজাদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া এই টাকা আদায় করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিন বৎসর হইল তাঁহার পুত্র কুমার রাজকুমার রায় প্রজাদিগের নিকটে বৃদ্ধি চাহিয়া নালীশ করেন। প্রজারা ২০ বৎসরের অধিক কালের এক হারের দাখিলা বাহির করে জমীদার জমাওয়াশীলবাকির কাগজ নাই বলেন, এবং বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই, অতএব প্রজাদিগের মকররি সপ্রমাণ হওয়াতে কালেক্টর, জজ ও প্রধানতম বিচারালয় "কর বৃদ্ধি হইতে পারে না" সিদ্ধান্ত করেন। এক মকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয় স্পষ্টাক্ষরে বলেন জমীদার গবর্ণমেণ্টকে ঠকা-

ইয়াছিলেন বলিয়া প্রজাগণের নিকটে রাজস্বের টাকা লইতে পারেন না কুমার রাজকুমার রায় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দেওয়ানী আদালতে পুনর্ব্বার নালীশ করেন। ২৩ পরগণার প্রধান সদর আমীন বাবু ঈশানচন্দ্র দে প্রজার মকদ্দমার স্বত্ব স্বীকার করেন, প্রজার কর বৃদ্ধি হয়, তিনি এমত আইন দেখেন না, তথাপি "যুক্তি অনুসারে" তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন যেপর্যন্ত জমীদারের কর বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে প্রজার বৃদ্ধি দেওয়া উচিত। প্রধান সদর আমীনের এ মকদ্দমা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল কি না? আইন না থাকিলে যুক্তি অনুসারে তিনি ডিক্রী দিতে পারেন কি না, এ বিষয়ে আমরা এক্ষণে কিছু বলিব না, এ বিষয়ের আপীল হইয়াছে, জজ শীঘ্র ইহার নিষ্পত্তি করিবেন।

কিন্তু একটি বিশেষ গোলযোগ দেখা যাইতেছে। জমীদারের স্বত্বের পরিবর্ত্ত হইলে কি পরিমাণে প্রজার স্বত্ব পরিবর্ত্ত হইবে এ বিষয়ের কোন আইন নাই, অথচ ইহা লইয়া ভয়ানক মকদ্দমা ও অর্থ ব্যয় হইতেছে। মাণিকতলা অবধি শিয়ালদহ পর্য্যন্ত বিস্তর বাটী, কারখানা ও গোলা আছে, জমীদারের গোলযোগে সকলে বিরক্ত হইয়াছেন এবং সম্পত্তির মূল্য অনেক কমিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল গবর্ণমেণ্টের। প্রজাদিগের কষ্ট হয় গবর্ণমেণ্টের এমত ইচ্ছা নহে এবং জমীদারের উদর পূরণ করিতে প্রজারা বাস্তুহীন হয় ইহা ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কিন্তু আইনের গোলযোগ থাকাতে কিছুই হইতেছে না। আমরা এক উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, এপ্রকার অনেক স্থানে হইতেছে। এই সকল কারণে সুবিবেচনা আইন সংগৃহীত করা অতি আবশ্যক। এক ব্যক্তি জমীদারের অনুমতিক্রমে এক স্থান বন্দোবস্তী জানিয়া তাহাতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন, বাকী খাজনার জন্য জমীদারী নীলাম হইল তাঁহার এত ব্যয় মিথ্যা হইল। অথবা লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইল, কুমার রাজকুমার রায়ের ন্যায় জমীদার প্রজাকে বাস্তুহীন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবিষয়ে স্পষ্ট আইন থাকিলে গোলযোগ হয় না। বাস্তু এদেশের লোকের জীবনের সমান। জমীদার মনে করিলে ইহা কাড়িয়া না লইতে পারেন এমত স্পষ্ট আইন অতি আবশ্যক।

—•◆•—

মিস মেরি কার্পেণ্টরের প্রতি ইংলিসম্যানের অন্যায় অনুযোগ।

মহচ্চরিত্রা মিস কার্পেণ্টর ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ প্রতিগমনকালে সর সিসিল বীডনকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে বলিয়াছেন "হিন্দুবালিকারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে সর্ব্ব বিষয়ে ইংরাজ রমণীদিগের তুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারেন, ইহা আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।" ইংলিসম্যান এ কথা সহ্য করিতে পারিবেন কেন? তিনি মিস কার্পেণ্টরকে নির্ব্বোধ বলিয়া এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ইংলণ্ডীয়দিগের উদারতা দূরবীক্ষণিক। তাঁহারা নিকটের গুণ দেখিতে পান না, দূরের গুণকে বৃহৎ করিয়া দেখেন। কিন্তু তিনি আবার বলেন যে মিস কার্পেণ্টর সে শ্রেণীর লোক নন, ইনি স্বদেশীয় স্ত্রীগণের সহিত বিলক্ষণ পরিচিত এবং তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। তবে মিস কার্পেণ্টর কি জন্য এরূপ উক্তি করিলেন? আপাততঃ তাঁহার বাক্য যেন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় কেননা তিনি দুই দিনের মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগের প্রকৃতি কিরূপে অবধারণ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানী ও বহুদর্শী লোক এক বার কটাক্ষপাত করিয়া যে বিষয় বুঝিতে পারেন, অজ্ঞ বুদ্ধি ব্যক্তি বহুদিনেও তাহা জ্ঞাত করিতে পারে না। বস্তুতঃ হিন্দুরমণীরা কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়া এবং শত সহস্র কুসংস্কার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়াও যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও সদ্বিবেচকতা প্রকাশ করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা আরও দেখিতেছি তাহাদের শিক্ষার জন্য অল্প যত্ন করিলে আশাতীত ফললাভ করা যায়। এসকলই আমাদের প্রত্যক্ষ। এক মূর্খ হিন্দু স্ত্রীকে যে সকল সদ্গুণে বিভূষিত দেখা যায় এবং সে পরিবারের সুখ সাধনের যেরূপ উপযোগিনী, ইংরাজ রমণী অধিক সভ্য হউন, কিন্তু এ সকল নৈসর্গিকগুণে যে বড় শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। মর্ডক্ এবং তাঁহার সহোদর দুই এক জন ইংরাজ ভিন্ন সকলেই ত হিন্দুমহিলাদিগের প্রকৃতি ও ব্যবহার দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এখন ইহার উপর যদি সুশিক্ষালাভ হয় তাহা হইলে হিন্দুরমণীরা যে কতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে বলিবার নহে। আমরা ইতিমধ্যে দুই একটী সদ্গুণসম্পন্না সুশিক্ষিতা কামিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া যথেষ্ট পরিতোষলাভ করিতেছি, এখনও উন্নতির আভাসমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব মিস কার্পেণ্টরের বাক্য যে অযৌক্তিক তাহা কি প্রকারে সপ্রমাণ হইল?

ইংলিসম্যান উপসংহারস্থলে লিখিয়াছেন যে চিত্র ব্যাঘ্রের শরীর নিরঙ্কিত হইতে পারে এবং কাফ্রির কৃষ্ণচর্ম্ম শুভ্র হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুরমণীর ইংরাজ স্ত্রীদিগের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া সুদূর-পরাহত। একথাটিও তাঁহার না বলিলে নয় যে হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার কুসংস্কার বা বিদ্বেষ ভাব নাই। তাঁহাদের সংশয়ই তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক [illegible]

বিক, এজন্য আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগিকে আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু এদেশীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান হীনবস্থা দেখিয়া তিনি যেন এরূপ সংস্কার-পরায়ণ না হন যে তাহাদের প্রকৃতিগত অপরিবর্ত্তনীয় দোষ আছে, তাহাদের উদ্ধারের পথ নাই এবং সুশিক্ষা দ্বারা তাহারা ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের সমতুল্য হইতে পারে না।

কীর্ণহারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এবার এপ্রদেশে বিলক্ষণ ধান্য জন্মিয়াছে, কৃষকগণেরা সর্ব্বাগ্রে ক্ষেত্র হইতে ঐ সকল ধান্য সংগ্রহণ করিয়া গৃহে আনিয়াছে, এক্ষণে তাহাদের স্ফূর্ত্তি সূচক কথা এখানে নাই। চতুর্দ্দিগেই আনন্দিত হইতেছে, ভূম্যধিকারিগণের তীব্র দৃষ্টি না পড়িলে তাহারা এবৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে।

২। লাভপুর ডিবিজনের ইনস্পেক্টর মহম্মদ হামীদ মিঞা স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে যথোচিত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে এক্ষণ এখানে মন্দ ঘটনা প্রায় সংঘটিত হইতেছে না। সর্ব্বত্রে পুলিষ এইরূপ হইলে বোধ হয় পুরাতন পুলিষের অক্ষমতা লোকে শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়া যায়।

৩। ১৭ ই পৌষের সোমপ্রকাশে বৈদ্য ও বৈদ্য শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইয়াছি, এ বিষয়ে শীঘ্রই রাজপ্রতিনিধির দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পরন্তু আমাদের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর অন্য [illegible] চিন্তা দূরে রাখিয়া এদেশীয় অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা নিবারণের যদি কোন আইন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে এদেশের মঙ্গলের সীমা থাকে না। তিনি নিশ্চয় জানিবেন, হাতুড়ে বৈদ্যের চিকিৎসায় এদেশে যত লোকের জীবন নষ্ট হয়, হত্যা বা সংক্রামক রোগে তাহার সংখ্যার একাংশও হয় না। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যা কোথায় থাকে! গঙ্গাযাত্রার ত কথাই নাই!!!

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। কিয়দ্দিন গত হইল, পাঁচগোপাড়ার নিবাসী এক জন ভদ্রলোক স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত পানোন্মত্ত হইয়া ঢাকা হইতে গৃহে গমন করেন। তখন সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রান্তরে প্রবেশ করিতে না করিতেই রজনী সমাগত হয়। তদুপরি এরূপ মেঘাচ্ছন্ন হন যে এক ক্ষেত্র পার হইতে উপস্থিত হইবা মাত্র ভূমিতলে পড়িয়া যান। ভৃত্য ও তথায় উপবেশন করে। প্রভু অত্যন্ত অধিক চিন্তন এবং গাত্রে শীতবস্ত্রও তাদৃশ উত্তম ছিল না সুতরাং তাহাতে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। [illegible] সত্তার সংবাদ ও চমৎকার অনেক সন্দেহ নাই।

২। বহু দিন হইল, ইনকম টাক্স রহিত হইয়াছে, কিন্তু শুনিতেছি ও দেখিতেছি এ অঞ্চলীয় জমীদারগণ আজিও নিরীহ প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকায় এক আনা করিয়া কর গ্রহণ করিতেছেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইনকম টাক্স শতকরা দুই টাকা হারে ছিল, জমীদারদিগের শতকরা ষোল টাকা আদায় হইতেছে। জমীদারদিগের কোষ পুঞ্জ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে।

৩। এক দিবস রাত্রিযোগে কাজির পাগলা নামক গ্রামে একটী ঘোর ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই। বোধ হয়, বিক্রমপুরের দলবদ্ধ দস্যুদিগেরই এই কাজ।

৪। ওলাউঠা রোগের ভীষণাধিপত্যের কথা পূর্ব্বে আপনাকে লিখিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহার অনেক হ্রাস লক্ষিত হইতেছে। শীতাধিক্যই এতৎ প্রশমনের প্রধান কারণ।

৫। যখন আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর মারটিন মহোদয় এস্থান পরিত্যাগ করেন, তখন আমরা এই আক্ষেপ করিয়াছিলাম যে তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি আর আসিতে পারেন কিন্তু নবাগত তত্রত্য নায়ক ক্লার্ক সাহেবের কার্য্য, কুশলতা ও অভিজ্ঞতাতে সে আক্ষেপের অনেক নিবারণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডিপুটি মেজেষ্টর স্থানে কেহ ইহাঁর কোন কোন কার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকেন কিন্তু অতি বিশেষ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে দোষ গুণেতেই পরিণত হয়।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। পুরীর এক বন্ধুর পত্রে অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম যে, তথাকার এক জন মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এক বার কাসিয়াই সত্বরে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। ইনি এক জন ব্রাহ্ম ছিলেন, মেদিনীপুরের আমিনী কর্ম্ম হইতে ইনি মুন্সেফ হইয়াছিলেন।

২। কটকের কমিসনর মেদিনীপুরের ইস্কুল ইনস্পেক্টর আফিসে যে টেলিগ্রাম করেন, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে তথাকার উৎকল বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ হালদার কিছুদিনের নিমিত্ত তথাকার দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ের রিপোর্ট করণার্থ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। এবৎসরের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মেদিনীপুরের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ৫ টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ২ টী ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও ৩ টী হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে যাইবার আদেশ পাইয়াছেন।

৪। বাসুদেবপুর মডেল স্কুলেরও ৫ টী ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪ টী অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও একটী হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি পাইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের একটী ছাত্র এই বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয়টী এ বৎসর ফাষ্ট হইয়াছে শুনা যাইতেছে। তজ্জন্য ইনস্পেক্টর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষককে আশী টাকা পুরস্কার দিবার জন্য ডাইরেক্টর সাহেবকে লিখিয়াছেন। গত বৎসরও মেদিনীপুর ফাষ্ট হইয়াছিল।

৫। শুনা যাইতেছে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৩ য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় কিছু দিনের নিমিত্ত ৩য় শ্রেণীর ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া কটকে গমন করিয়াছেন।

৬। এ বৎসর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের এক জন ছাত্র এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২ রা মাঘ সোমবার।

সম্প্রতি বাবু মনোমোহন ঘোষের বাটীতে এক সভা হয়, তাহাতে মিস কার্পেণ্টর আক্ষেপ করেন, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের কেহ কেহ এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ড জাতির উপর কলঙ্ক আনয়ন করেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, এ সকল নীচাশয় লোক এবং ইহাঁরা ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি নহেন। এক জন শ্রোতা বলিলেন, আমাদিগকে নিগার বলা হয়, ইহাতে মিস কার্পেণ্টর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ নাম করিবেন না ইহা ছোট লোক ও নীচাশয় লোকের কথা। তিনি বাবু মনোমোহন ঘোষকে অনুরোধ করিলেন ইংলণ্ডে তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তিনি তাহা স্বদেশীয়দিগকে বলিলে তাঁহারা ইংলণ্ড জাতির চরিত্র বুঝিতে পারিবেন। এখানে যে সকল ইউরোপীয় বক্ষস্থল স্ফীত করিয়া বেড়ান এবং এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন ইহাঁরা কেহই নহেন, তাহা ভারতবর্ষীয়গণ

মনস্থ করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সম্মতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু সর সিসিল বিডন বলিয়াছেন, এত টাকা কর্জ লইবার অনুমতি দেওয়া তাঁহার ক্ষমতা বহির্ভূত। কমিটি যেন সতর্ক হইবেন, তাঁহাদিগের ১৩ লক্ষ টাকা আয় মাত্র, কিন্তু তাঁহাদিগের ঋণ প্রায় এক কোটি হইতে চলিল।

২৬ এ পৌষ বুধবার।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন "বরিশালের কোন খজুর পত্রে অবগতি হইল, তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট আফিসের হেড কেরাণী বেঞ্জামিন খৃষ্টিয়ান এক জন হেড কনষ্টেবলকে কয়েক টাকা দিয়া তাহার প্রাপ্য সমুদায় টাকার রসিদ লইয়াছিলেন। এই অপরাধে ফৌজদারী আদালতের বিচারে তাঁহার ৫০০ টাকা জরিমানা না দিলে দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হইলে অনেক আফিস হইতে অনেক বেঞ্জামিন বাহির হইতে পারেন। সাবধান!!"

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ে কাণের পীড়ার জন্য ব্যবস্থা পত্র আনিতে গমন করেন। সে আসনে চিকিৎসক ডাক্তর মাকনামারা উপবেশন করেন, কোন ছাত্রের কথায় তিনি তাহাতে বসিয়াছিলেন। ডাক্তর গৃহে প্রবেশ করিলে প্রতাপ বাবু তাঁহাকে নমস্কার অথবা অন্য কোন সম্মান চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া আমার কাণ পরীক্ষা করিতে হইবে, বলেন। ডাক্তর মাকনামারা সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন দয়ালচন্দ্র সোমকে ইহা করিতে বলেন, এবং দয়াল বাবু ব্যবস্থাপত্র লিখিলে নিজে তাহা দর্শন করিয়া প্রতাপ বাবুকে প্রদান করেন, ডাক্তর নিজে পরীক্ষা করেন নাই বলিয়া প্রতাপ বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক ভর্ৎসনা সূচক পত্র লিখিয়া পাঠান। তিনি লিখেন "আমি ঈশ্বরের একজন অভাজন ভৃত্য। ঈশ্বর এবং খৃষ্ট আমাকে শিখাইয়াছেন মনুষ্য মাত্রেই আমার ভ্রাতা, এবং আমার ক্ষুদ্রজীবন মানব বর্গের উপকারার্থ বিনিয়োজিত হয়। ঈশ্বরের সম্মুখে আপনি ও আমি সমান, একজন ইউরোপীয়কে আপনি এপ্রকার ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। আপনি যে জন্য বেতন পান সে কার্য্য আমার প্রতি করেন নাই" ইত্যাদি। ডাক্তর মাকনামারা ইহার এক উত্তর লিখিয়া দয়ালবাবু ও অন্য অন্যকে প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়টি দরিদ্রদিগের জন্য হইয়াছে, যাঁহারা [illegible] শালায় গিয়া দরিদ্র বলিয়া ঔষধ লইতে চাহেন তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কাহার ন্যায় ব্যবহার করা যাইবে? প্রতাপ বাবু তাঁহার আসিবার কারণ সবলিত আর এক পত্র লিখিয়া ডাক্তর মাকনামারাকে ভর্ৎসনা করেন, পরে পত্রগুলি হিন্দুপেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়। ডাক্তর মাকনামারা তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি এ বিষয়ে তিনি সাধারণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ডাক্তর মাকনামারার নিকটে তিনি অনুগ্রহার্থী হইয়া যান। চিকিৎসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি তাহা করেন নাই। তথাপি চিকিৎসক তাঁহাকে অমনি ফিরাইয়া দেন নাই। ক্ষমা প্রার্থনা যদি কাহার করা উচিত হয়, তাহা প্রতাপ বাবুর করা উচিত। তবে ডাক্তর মাকনামারা তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া ভাল করেন নাই, প্রবঞ্চকেরা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া যায় না।

কলিকাতা জাহাজের কাপ্তেন টেলরের কৌন্সেল উড্রুফ সাহেবের প্রার্থনানুসারে বিচারপতি ফিয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন করণার কোন ব্যক্তিকে হাজতে রাখিতে পারেন না। কাপ্তেন টেলর তদনুসারে মুক্ত হন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা অনুসারে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ধৃত করা হয়। কাপ্তেন ২০০০ টাকার জামীন দিয়া মুক্ত আছেন।

পারিসের অনেক ধূর্ত্ত ফটগ্রাফার এক অভিনব উপায় দ্বারা লম্পট মহলে বিস্তর টাকা উপার্জন করিতেছে। তাহারা উক্ত রাজধানীর বিখ্যাত সুন্দরীদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সাবধানে মস্তকের দিক কাটিয়া লয়। পরে উলঙ্গ স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত থাকে তাহার মস্তক কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত মস্তক বসাইয়া দেয়। লম্পট ক্রেতারা সুন্দরীদিগের যথার্থ উলঙ্গিনী প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনায় অনেক টাকা দিয়া তাহা ক্রয় করে। কয়েকজন পুলিসের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। ইহা যথার্থ বিলাতী জুয়াচুরি।

১৮৬৬ অব্দে কলিকাতায় ৭৫,৭৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ৬০·৫৮ ইঞ্চ মাত্র হইয়াছিল। সচরাচর কলিকাতায় ৬৯ হাজার ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়া থাকে এই দুবৎসর এক প্রকার অনাবৃষ্টির বৎসর বলিতে হইবে। তবে এবার যথা সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে ফসল বাঁচিয়াছে।

জানজিবরের সুলতান সৈদমজিদের ভগ্নী বিবি সালিমার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। তিনি অতিশয় সুন্দরী। রুট নামক জার্ম্মেনীয়ের সহিত তাঁহার অন্যায় প্রেম প্রকাশিত হওয়াতে তিনি ইংরাজী জাহাজ হাইপ্লায়ারে এডেনে পলায়ন করিয়া এক নির্ব্বাসিত ক্রীতদাস ব্যবসায়ির বাটীতে আছেন। রাজকুমারী ইউরোপীয় বস্ত্র পরিধান করেন। একজন ফরাসী পুরোহিত তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন। দুশ্চেষ্টিত জার্ম্মেণীয় কারারুদ্ধ আছে।

২১ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

রুশীয়ার যুবরাজ গ্রাণ্ড ডিউক আলেকজাণ্ডার ওয়েলসের রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রার ভগ্নী ডাগমারকে বিবাহ করিয়াছেন। রাজকুমারীর প্রথমতঃ সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু রাজকুমারের মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, ডেনমার্কের রাজপুত্র প্রভৃতি বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে সারকেসিয়ার বিখ্যাত যোদ্ধা সামিল নিমন্ত্রিত হন। সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ যোদ্ধা করপুটে বলিলেন "মহারাজ! আমি ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে আমার বৃদ্ধকাল। এ সময়ে যদি আমার যৌবনের জন্য আক্ষেপ হয়, সেই যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হইলে আমি আপনার রাজ্যের মঙ্গলার্থ যাপন করি।" বৃদ্ধ যোদ্ধাকে বিদায় করিবার সময়ে সম্রাট তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। সামিল প্রণিপাত করিলে আলেকজাণ্ডার নিজে তাঁহাকে উত্তোলন করেন। সদ্ব্যবহারে এ প্রকার ভয়ানক শত্রু বন্ধু হইয়াছেন। ফরাসী সম্রাটের দরবারে আবদেল কাদের ফরাসীদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয়ে ফরাসী ও রুশীয়গণ ইংরাজদিগের আদর্শ স্বরূপ। ভারতবর্ষীয় শাসন কর্ত্তৃগণের এই সংস্কার, আমীরদিগকে যত পদ দলন করিবে ততই তাঁহারা কৃতকৃত্য হইবেন!

নবেম্বর মাসে কলিকাতার টাঁকশালে ৩৯,৪৩,৬৯৪। মান্দ্রাজের টাঁকশালে ৪৬,০০০ এবং বোম্বাইয়ের টাঁকশালে ২,৯৯,৯১৬ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। অক্টোবর মাসে ভারতীয় ধনাগারে ৭,৯০,৫৪,৬৮০ টাকা মাত্র ছিল। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ে ১০,২৫,৭৮,২৫০ টাকা থাকে। ব্যাঙ্কে অনেক টাকা থাকাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। জমা টাকার এত অল্পতার কারণ কি?

মান্দ্রাজের বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে লার্ড নেপিয়র তথায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে শাসন কর্ত্তৃগণ কেবল মিসনরি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পারিতোষিকের সময়ে দর্শন দেন।

ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ কাপ করে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ক্রমান্বয়ে ২০ জন পুরোহিতকে কলিকাতার বিশপের পদ দিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই ইহা লইতে অস্বীকৃত। ইহার কারণ কি? বোধ হয় জল বায়ুর আতঙ্ক আছে। আর্কডিকন প্রাটকে বিশপের পদ দিলে সুবিচার হয়।

সম্প্রতি বিচারপতি হবহৌস এদেশে সাধারণে বিষ বিক্রয়ের প্রতিবাদ করিয়া এবিষয়ে এক আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের বিষ বিক্রেতাদিগকে অনুমতি পত্র লইবার আইন হইয়াছে। ত্রিবঙ্কুরেও ইহা আছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই আইন প্রচলিত করা উচিত।

রেঙ্গুণ টাইমস ব্রহ্মদেশের রাজার নিষ্ঠুরতার এক ভয়ানক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হত হইলে মার্কার ইব্রাহিম নামক এক জন আর্ম্মেণীয় বণিক তদীয় পুত্রকে দর্শন করিতে গমন করেন। হত রাজকুমার বিদ্রোহী হন বলিয়া বণিককেও বিদ্রোহী জ্ঞানে রাজার এক জন কর্ম্মচারী বণিককে ইংরাজদূতের বাটীতে লইয়া গিয়া এক লৌহ হাতুড়ি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন আবিসিনিয়ার বন্দিগণ জীবিত আছেন। কিন্তু রাজা থিওডোর তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতেছেন না। আবিসিনিয়া আক্রমণ না করিলে বন্দিদিগের উদ্ধার হইবে না।

২৮ এ পৌষ শুক্রবার।

গারো পর্ব্বত সকল এক নূতন বিভাগের অধীনস্থ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তথায় এক জন সিবিল সর্জ্জন প্রেরণ করিতেছেন। বিভাগের সদর মহকুমার স্থান অদ্যাপিও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

বোম্বাইয়ে অনেক সৈনিক পুলিষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া টাকা দিয়া সেনাদল হইতে মুক্তি ক্রয় করিয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, যখন সৈনিকেরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে রহিল, তখন তাহাদিগকে সৈনিক পেন্সন দেওয়া হইবে কি না? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন তাহা হইবে না।

চট্টগ্রামের কমিসনরের অনুরোধানুসারে গবর্ণমেণ্ট আগামী বাষ্পীয় জাহাজে তত্রত্য পুলিষের জন্য ১০০ বন্দুক ও সঙ্গিন প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। উক্ত নগরের বন্দ [illegible]

এবং তুরুবাল্ট বাঁধাইলে এক [illegible] হইবে। ইয়ঙ সাহেব চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক উপকার করিলেন।

সম্প্রতি প্রধান বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া ফৌজদারি নালীশ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিরক্তিজনক সপ্রমাণ না হইলে বিচারপতি প্রত্যর্থীকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন না।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মেক্লোড ফোর্স্তার্নিঞ্চ কিঞ্চিৎ পরে কলিকাতায় আসিবেন। শাসনকর্ত্তা গবর্ণর জেনরলের বাটীতে অবস্থিতি করিবেন।

উক্ত পত্র বলেন, বোখারার দূত কলিকাতার আশ্চর্য্য বস্তু সকল দর্শন করিতেছেন। তিনি দুর্গ ও অস্ত্রাগার দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে গবর্ণর জেনরলের এডিকং তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবেন। ইংলিসম্যান বলেন, যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে অনুমতি দিত তাহা হইলে ইংরাজ দূত কর্নেল ষ্টডার্ডের মৃত্যুর বৈরনির্য্যাতন স্বরূপ বোখারার দূতের মস্তক লালদিঘিতে স্থাপিত হইত। গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি অনুসারে ইহা অবশ্যই হইতে পারে না, কিন্তু যে ইউরোপীয় শ্রেণী এদেশের কর্তৃত্ব করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মত গ্রাহ্য হইলে সকলের লোকদিগকে ভয় প্রদর্শনের ন্যায় দূতের মস্তকচ্ছেদন করা হইত।

২৯ এ পৌষ শনিবার।

সম্প্রতি ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীনের জন্য টিপুবংশীয় সাহাজাদা বসিরুদ্দিনের পেন্সন ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেন। প্রধান বিচারালয় বলিয়াছেন বারংবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঋণের জন্য রাজকুমারদিগের বৃত্তি ক্রোক করা যায় না। অতএব প্রধান সদর আমীনের আজ্ঞা রহিত হইয়াছে। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের এক এক বিচার চমৎকার। তিনি আইন না পাইলেও "যুক্তি" ধরিয়া ডিক্রী দেন। অনেক সাক্ষী বলেন, তাঁহার নিকটে জবানবন্দি দেওয়া দুর্ভোগের বিষয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, কটকের দুর্ভিক্ষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য যে কমিসন নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান প্রায় শেষ হইয়াছে, তাঁহারা ত্বরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। দুর্ভিক্ষের বাহুল্য বর্ণন দূরে থাকুক সাধারণে তাহা লঘু করিয়া বলিয়াছে। কমিসনর রেবনশা সাহেবের গণনানুসারে উড়িষ্যার চতুর্থাংশ লোক অর্থাৎ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক মরিয়াছে। মেদিনীপুর এবং গঞ্জাম সমেত ধরিলে মৃত সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইবে।

—:o:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ ডিসেম্বর। পোপ সার্ব্বভৌম কাথলিক বিশপকে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রোমে আসিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। পালমাল গেজেটের বাটল ফ্রিয়ারের অতিশয় প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটরির কৌন্সিলে তাঁহার আগমন বিশেষ সুখের বিষয়।

লণ্ডন ২৪ এ ডিসেম্বর। ব্রার্জিলের বিচার উপলক্ষে জেসিনিউস পত্রে বিশেষ তর্ক চলিতেছে। সেনাপতি শার্ম্মাণ ও কাম্বেল মেক্সিকো হইতে নিউঅর্লিন্সে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্দেশে গিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই, লোকের এই বিশ্বাস। আমেরিকান দূত সেনাপতি ডিক্স নেপলিয়নকে আপন নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন। পরস্পরের মঙ্গল ও সৌহার্দ্দ বজায় থাকে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লাভ প্রায় গবর্ণমেণ্টের জামিনী টাকার সমান হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। গ্রীক সেনাগণ কাণ্ডিয়াতে যাওয়াতে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তুরস্কের সীমার নিকটে সেনা সমবেত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ ডিসেম্বর। রাজ্ঞী ইউজিনের রোমে গমন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উত্তর জার্ম্মেণীয় একত্রিত প্রদেশ সমূহের প্রণালী অনুসারে প্রুসীয় রাজা সর্ব্ব প্রধান পদ পাইয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। ২০ জন ভদ্রলোককে কলিকাতার বিশপের পদ দিতে চাহা হয়, কিন্তু প্রত্যেকেই অস্বীকার করিয়াছেন।

সেবিয়ান সেনাপতি মিলান সহযোগিদিগকে এক পত্র লিখিয়া ডিকেন্সের যুদ্ধাস্ত্রের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

—:o:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৬ এ ডিসেম্বর [illegible] ডেপুটী কমিসনর [illegible] বিশেষ পদ বৃদ্ধি [illegible]

[illegible] ডেপুটী কমিসনর [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে। পৌষ

তের ডেপুটী কমিসনর ই পি লয়ড তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, শিবসাগরের ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন এচ. ক্লোস চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন এ ই কাবেল ৪ র্থ শ্রেণীতে, এবং আসামের অফিসিয়েটিং আসিষ্টাণ্ট কমিসনর দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩১ এ ডিসেম্বর বাবু অভয়াচরণ বসুর অনুপস্থিতিতে এম বি হারকট্‌স বর্দ্ধমান ডিবিসনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর। বাবু কৃষ্ণলাল ঘোষ কিছুকালের জন্য গড়বেত্যা সব ডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় কার্য্য করিবেন।

বাবু দ্বারকানাথ সেন প্রেসিডেন্সী ডিবিজনের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, সুন্দরবনে তাঁহার থানা হইবে এবং তিনি উক্ত বিভাগে এবং বাকরগঞ্জ ও ঢাকা বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বাঁকীপুর ও সুলতান পুর নামক দুইটী ইষ্টেসনে কয়েকটী ডাকাইতি, খান্য লুট প্রভৃতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। বাঁকীপুর ইষ্টেসনের সবইনিসপেক্টরের কার্য্যকারিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আপনকার নিকট তত্তাবৎ নিবেদনে কৃতসংকল্প হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া আপনার বিখ্যাত পত্রে স্থানদান করিলে বাধিত হই। এবৎসর দুর্ভিক্ষ সময়ে উহাদিগের এলাকাস্থ হরিদেব পুরনিবাসী প্রভুরাম দত্তের ও ইনাতপুরনিবাসী তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে ডাকাইতি এবং মোল্লাচক ও ধান্যঘাটী প্রভৃতি অনেক অনেক স্থানে ধান্য লুট হইয়া যায়। বাঁকীপুর ইষ্টেসনের সব ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা তদারক করিয়া কয়েক জন ডাকাইত ও চোর ধৃত করিয়া তায়দাদ সাব ডিবিসনের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পণ করেন। জানি না তাহারা কিকারণে অব্যাহতি পাইল। পরে তাহারা স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের তস্করতা এরূপ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল যে তাহাতে লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। তৎকালে সুলতানপুরে একজন প্রধান ইনিস্পেক্টর ও একজন সব ইনস্পেক্টর কয়েকজন হেডকনেষ্টবল ছিল। বাঁকীপুরে একজন সব ইনিস্পেক্টর ও কয়েকজন হেডকনেষ্টবল মাত্র ছিল। কিন্তু সুলতান পুরে যত ডাকাইতি ও চোর ধৃত হয়, বাঁকীপুরেও তত ধৃত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ন্যূনাধিক দুই শত আসামী ধৃত হইয়া আদালতে প্রেরিত হইলে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বেনব্রিজ সাহেব, ও শ্রীযুক্ত ডিসট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার পামর সাহেব, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় এই মহোদয়েরা আদালতে থাকিয়া কয়েকজনাকে বেত্রাঘাত ও কয়েক জনাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। মহাশয় বাঁকীপুর ইষ্টেসনের সব ইনিস্পেক্টর বিশেষ কার্য্যদক্ষ তাহার সংশয় নাই। এতাদৃশ সুনিপুণ ব্যক্তি প্রধান ইনিস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইলে এলাকার বেশী মঙ্গল হয় তাহার আর সন্দেহ কি?

শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।

১২ ই জানুয়ারি মৌলাচক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

অনেক দিনের পর নিবাধই গ্রাম দর্শন করিয়া যথেষ্ট প্রীত ও আনন্দিত হইলাম। এখানকার বিদ্যালয়ের গৃহটী এবার অতিশয় জীর্ণ হওয়াতে পাঠনার অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল, সম্প্রতি একটী সুপ্রশস্ত ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়া সে অভাব নিরাকৃত হইয়াছে। এদেশের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে এজন্য অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়া অবধি যে রূপ বৎসরের অধিক হইল ইহার উন্নতি সাধনার্থ যেরূপ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন তাহা দেখিয়া আশা হইতেছে বালকেরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। যাহা হউক, ইষ্টকালয়টী প্রস্তুত হইয়া বিদ্যালয়টি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল।

নিবাধই বালিকাবিদ্যালয়ের যেরূপ উন্নতি দেখা গেল অতি অল্প স্থানে সেরূপ দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে তথায় ১৫।১৬টী বালিকা পাওয়া ভার হইত, এক্ষণে অন্যূন ৩২টি বালিকা নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্রবৃত্তির পুস্তক পর্য্যন্ত অধীত হইতেছে এবং বালিকারা সন্তোষজনকরূপে পরীক্ষা দান করিতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যানাথ ঘোষ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সৌভাগ্য তাঁহারই অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।

নিবাধই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী দত্ত পুকুর গ্রামেও একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তত্রত্য বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ক উৎকর্ষতা দেখিয়া সন্তোষ লাভ হইল। কিন্তু এই উভয় গ্রামের যেরূপ সঙ্গতি ও ক্ষমতা তাহাতে দুই টী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় কখনই উত্তমরূপে চলিতে পারে না। দেশীয় লোকেরা যেমন অন্যবিষয় লইয়া দলাদলী করেন, বিদ্যাবিষয়েও সেরূপ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ হওয়া গেল। তাঁহারা যদি দেশের যথার্থ কল্যাণ, বালকদিগের প্রকৃত উন্নতি এবং স্থায়ী ফল লাভের প্রত্যাশা করেন তাহা হইলে একটী বিদ্যালয় বিশিষ্টরূপে রক্ষা করাই উত্তম কল্প বুঝিতে পারিবেন। আমি এই উভয় গ্রামের কল্যাণ ইচ্ছা করি এবং উভয় গ্রামেরই হিতার্থে তাঁহাদের নিকট প্রস্তাব করিতেছি যে তাঁহারা একটী উৎকৃষ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটী উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয় রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। নিবাধই গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় বহুদিন অব্যাঘাতে চলিতেছে এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আছে, সেইটীকেই প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয় করুন। এই বিদ্যালয়টী যেরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে উভয় গ্রামের বালকেরাই অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ দত্তপুকুরের প্রান্তে বঙ্গবিদ্যালয়টী স্থাপন করিলে তাহাতেও উক্ত প্রকার উপকার দর্শিতে পারে। বিদ্যালয় রক্ষার জন্য ছাত্রসংখ্যা এবং আয়বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক তাহা এই প্রকার মিলনেতেই সিদ্ধ হইতে পারে। বঙ্গবিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ হইতে পারে এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণী না রাখিলে এখন হইতে বালকেরা কিছু অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারে।

গ্রামস্থ প্রধান লোকেরা যদি একমত হইয়া এই রূপ উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ইহার এই উপাদেয় ফল দেখিতে পাইবেন বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিতেছে এবং ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। [illegible]

হইলে সামান্য সামান্য পাঠশালা রাখিবার ও আর প্রয়োজন হইবে না যত দিন তাঁহারা এই রূপ উপায় গ্রহণ না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রক্ষার প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকিবেন ততদিন পরস্পরের উন্নতির ব্যাঘাত দেখিবেন। দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় অপেক্ষা এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় যে অভিলষিত, ইহা গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় লোকেরা যত দিন না বুঝিবেন ততদিন উঁহাদের যত্ন ও অর্থদান অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইবে।

হিতৈষী পরিব্রাজক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যাঁহাদিগের হস্তে রাজকীয় ক্ষমতা থাকে কতদূর ধীর ও সতর্ক হইয়া যে তাঁহাদের কার্য্য করা বিধেয় তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। প্রজাদিগের ধন মান এবং প্রাণরক্ষার জন্য রাজকীয় ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতা যেখানে লোকের ধন মান এবং প্রাণবিনাশে নিয়োজিত হয় সেখানে তাহা কি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে। কিছু দিন হইল যশোহরের নূতন মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব একটী ভয়ানক কার্য্য করিয়াছেন। তত্রত্য কালেক্টরের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ চিরকাল তাঁহার সাধুতা ও কর্ম্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিয়াছেন। যশোহরের এক ব্যক্তি জাল করিয়াছিল, মনরো সাহেব কোন অসৎ লোকের পরামর্শে উমেশ বাবুকে সেই দোষসংশ্লিষ্ট বলিয়া যে প্রকার বিগ্রহ ও অপমান করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়। উক্ত বাবুর সহিত আলকাতীর বিশেষ সম্বন্ধ নাই, বরং অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের পরস্পরের মকদ্দমা ও বিবাদ চলিয়াছে। যে ব্যক্তি মনরো সাহেবকে পরামর্শ দেন, তিনি এক জন অসৎ স্বভাবের লোক বলিয়া পরিচিত এবং উমেশ বাবুর চিরবিদ্বেষী। অধীনস্থ একটী দণ্ডনীয় কথা প্রকাশে দোষ নিরূপিত হয়। এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক জন অসৎ লোকের উত্তেজনায় এবং এক নীচলোকের কথায় একটী বিশিষ্ট ভদ্র ও নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে প্রথমে হাজতে রাখিলেন, পরে কারারুদ্ধ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন কিছুতেই তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইল না, তখন তাঁহার দোষমুক্ত হইয়া মুক্তি প্রদান করিলেন। কমিসনর ডাম্পিয়ার সাহেব উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন এবং তাহাতে উমেশ বাবুকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী দেখিয়া মনরো সাহেবকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া এক রিপোর্ট করেন।

উমেশ বাবু একণে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে একটী কথা উপস্থিত হইতেছে যে এ গুরুতর বিষয়ের কি এই পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইবে? তিনি এক জন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের প্রজা, তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত তালুকদার, তিনি এক জন অতি সাধুচরিত্র ব্যক্তি। তিনি যোগ্যতা সহকারে বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের সেবা করিয়া পক্ককেশ হইয়াছেন এবং অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি নিবারণ ও বহু লাভ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কোথায় সুখ্যাতি পত্র সহ "পেন্সন" লাভ করিবেন, না নিরপরাধে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন, কারা যন্ত্রণা ভোগ করিলেন এবং একটী অপকলঙ্ক ভাজন হইলেন। গবর্ণমেণ্টের কি এ বিষয় সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য? যাহারা তাঁহার নিগ্রহ ও অপমানের মূল ও সহকারী, তাহাদিগের প্রতি কি সমুচিত দণ্ডবিধান করা বিধেয় নয়? তাহা হইলে এরূপ দুর্বৃত্তেরা নির্ভয় হইবে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবে বিচিত্র কি? দুষ্ট দমন এবং শিষ্ট পালন যদি রাজধর্ম্ম হয়, তবে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিলে নিন্দাস্পদ এবং প্রত্যবায় ভাগী হইবেন সন্দেহ নাই।(১)

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আজি কালি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপর অনেকের মান সম্ভ্রম এবং ভাবী সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে। এই পরীক্ষা কার্য্যটী অতি গুরুতর ব্যাপার বলিতে হইবে। ইহা যাহাতে সুব্যবস্থামতে এবং অপক্ষপাতে সম্পন্ন হয়, এইরূপ সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু আমরা ইহার নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ও পক্ষপাত দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভবিষ্যতে সাবধান হন সেই জন্য দুই চারি কথা বলিতে বাসনা করি।

১। নূতন পোষ্টআফিস গৃহে গত বি এল, বি এ, এবং ফাষ্ট আর্টের পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সকলেই যে বালক ও বিদ্যালয়স্থ ছাত্র ছিল তাহা নহে, অনেক বয়স্ক মান্য শিক্ষকাদিও ছিলেন। প্রশ্নের কাগজ কোন স্থানে ত্বরায় প্রেরিত হইল, কোন স্থানে ১০। ১৫ মিনিট হইয়া যায় তথাপি তাহা হস্তগত হইল না। এদিকে লেখবার সময় নিরূপিত আছে, তাহার মধ্যে লিখিত না হইলে কাগজ গৃহীত হয় না। যাঁহারা প্রশ্ন পাইলেন তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন, যাঁহারা না পাইলেন তাঁহারা যদি স্বস্থানে দণ্ডায়মান বা প্রশ্ন পাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন পরীক্ষা সম্পাদক আসিয়া তাহাদিগকে ধাক্কা প্রদান অথবা অন্যরূপে অপমান করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা অবগত হইলাম, একটী প্রসিদ্ধ কলেজের শিক্ষক এইরূপ এক স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই অপরাধের দণ্ডের জন্য পরীক্ষা গৃহের এক পার্শ্বে তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। উক্ত পরীক্ষায় এরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করা যায় না এবং এরূপ ব্যবহার ভদ্রলোকেও সহ্য করিতে পারেন না। আমরা আদালতে বিচার প্রার্থীদিগের যে প্রকার দুরবস্থা দেখিতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের ক্রমশঃ সেইরূপ হইতেছে।

২। প্রশ্ন লিখিবার সময়ে উপস্থিতির তালিকা করা হয়, ইহাতে যিনি ব্যস্ত, প্রযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলেন তিনি অনুপস্থিত হইলেন। এই অনুপস্থিতির কিরূপ দণ্ড তাহা আমরা জানি না, কিন্তু লিখিবার সময় এদিকে কর্ণপাত করিয়া থাকা অত্যন্ত কঠিন এবং বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়।

৩। প্রশ্ন লিখিবার সময় শেষ হইল জানিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি বা অন্য কোন বিশেষ উপায় নাই, যদি পরিদর্শকেরা কোন দিকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন তবেই যাহা হউক, কিন্তু সময় একটু উত্তীর্ণ হইলে পরীক্ষা সম্পাদক হঠাৎ আসিয়া হয় ত কাহারও লিখিত কাগজ ছিড়িয়া দিলেন, কেহ কেহ লিখিতেছে তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করিলেন না। এক দিকে প্রশ্ন পাইবার বিলম্ব, অন্য দিকে পরিশ্রমের বিফলতা, ইহা অনেক স্থলে কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

৪। পরীক্ষার্থিদিগের বসিবার ব্যবস্থাও চমৎকার। এক বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্র পরস্পরে প্রায় গাত্র স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকে; "গার্ড" নাম মাত্র, সকল সময়ে তাহাদের সতর্কতা দেখা যায় না, ইহাতে দুষ্টাত্মাদের অনেক প্রলোভন দেওয়া হয়।

পরীক্ষা বিষয়ক আর আর কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই আমরা প্রস্তাব শেষ করিব। পরীক্ষার "ফী" ক্রমে অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু

(১) এ বিষয়টী যদি সত্য হয় তবে অতি গুরুতর বলিতে হইবে এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। স

সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে ততই বিচার কার্য্যের সুবিধা হইয়া দেশে শান্তি বিরাজিত হইবে। এক স্থানে বিচারপতি খুন করিয়া অন্যত্র তাহার পুষ্টি সাধন করিলে সে আশা সফল হইবার নহে। যাহা হউক, সেপুটী মাজিষ্ট্রেটী কাছারিটী উঠিয়া গিয়া না হয় আংশিক ক্ষতি করিয়াছিল, কিন্তু মুন্সেফী উঠিয়া যাওয়াতে যত পর নাই, ক্ষতি ও অবিবেচনার কার্য হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ে মুন্সেফী উঠিয়া গিয়া মধ্যস্থলে (দাতুনে) স্থাপিত হইয়াছেন, জলেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটী পরগণা প্রায় দুই দশগণ হইল মেদিনীপুরের সীমাভুক্ত হওয়াতে সে অধিকার বিগত হইয়াছে। দাতুনের দক্ষিণ পশ্চিমে বালেশ্বরের সীমা ও পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জের সীমা। সুতরাং মুন্সেফী দেশের এক পার্শ্বে হইয়া পড়িয়াছে। এ বিভাগের লোকদিগকে দেওয়ানীর বিচার প্রার্থনায় প্রায় এ জেলার সীমান্ত স্থানে যাইতে হয়। তাহাতে সকলের পক্ষে সমান দুরবস্থা ও সমান কষ্ট ঘটে।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে, জেলার পুরের মধ্যে কাঁথি বিভাগে যেরূপ বিস্তৃত স্থান তাহাতে দুইটী সবডিবিজন স্থাপিত হইলে সুচারুরূপে বিচার কার্য্য নির্বাহ হয়। কিন্তু সে আশা আমাদের দুরাশামাত্র। এখন মুনসফী আপন অধিকারের মধ্য স্থলে হইলেও অনেক মঙ্গল ঘটে এবং প্রজারও অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

২ রা জানুয়ারি ১৮৬৭। } বাল্য গোবিন্দপুর।

———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"চিরকালই সত্যের জয় দুষ্কর্মকারীদের দণ্ডই পরিণাম ফল।"

আমাদিগের এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হেড মুহুরি বাবু এত কাল দেওয়ানজী, হুজুর ও দণ্ডাবস্তার প্রভৃতি বিবিধ প্রধান প্রধান বিশেষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত হইয়া পুলিষে আপন একাধিপত্য প্রদর্শনপে বিস্তার করিতেছিলেন এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি অনেককেই পুলিষে প্রবেশ করাইয়া আপন একাধিপত্যের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছিলেন। সম্প্রতি [illegible] সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইহাকে সঙ্গে [illegible] ছেন। সম্প্রেবের [illegible] যে মুহুরি [illegible] প্রায় প্রতি মাসেই ইনস্পেক্টর, সবইনস্পেক্টর ও হেড কনষ্টাবলদিগের মাসিক বেতনের ও কণ্টিঞ্জেণ্ট বিলের টাকা প্রাপ্তির হিসাবের কাগজে হাওলাত শোধ বলিয়া লিখিয়া প্রায় প্রতি মাসেই অনেক টাকা "হাওলাত শোধের ভাণ্ডারে জমা দিয়া আসিতেছিলেন।" দৈবাৎ ঐ হাওলাত শোধ লেখার উপর সাহেবের দৃষ্টি পতিত হওয়াতে সরকারি কাগজে হেডমুহুরির হাওলাত শোধ দেখিয়া সাহেব মুহুরি বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে "তুমি মাসিক ১৫ টাকা মাত্র বেতন পাও, কিন্তু মাসে মাসে এত টাকা কোথা হইতে ইহাদিগকে হাওলাত দেও যে প্রায় প্রতি মাসেই তাহাদিগের প্রাপ্ত বিলের টাকা হইতে কাটিয়া লও?" তাহাতে মুহুরি বাবু এক প্রকার কাবু হইয়া সাহেবের প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই বরং দায় বলিয়াই স্বীকার পাইয়াছেন। যাহা হউক আমাদিগের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যেরূপ সদ্বিচারক, উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ লোক বোধ করি ইনি অবশ্যই এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া এবং মুহুরি বাবুকে কিছু শিক্ষা না দিয়া কদাচ ক্ষান্ত হইবেন না। বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিবেচনা করুন এটী কি হাওলাত শোধ?

——

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু কলিকাতা
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ ১০
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বাজিতপুর ৩৸০
" " বৈকুণ্ঠচরণ ভদ্র কোতলপুর
১৮৬৬ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " প্রসন্নচাঁদ গোলেচা আজিমগঞ্জ
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " যদুনাথ মজুমদার হাটখোলা
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ ৫৷০
" " কৈলাসচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ ৫৷০
" " শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আন্দুলিয়া
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭
" " প্রিয়শঙ্কর ঘোষ সেরপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে আষাঢ় ৭
" " কালিকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা ৫৷০
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ৫৷০
" জে ওয়েলশ সাহেব কলিকাতা ১০
" রবিন্সন সাহেব কলিকাতা ১০
বগুড়া পবলিক লাইব্রেরি বগুড়া
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩

——

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটীকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১০ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৯ ই মাঘ। ১৮৬৭। ২১ এ জানুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাঁহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতি লিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখাযায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই [illegible] হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে অধিবয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে, যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই:—

৬৯৭৬৮

৬৯৭৬৯ নং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা

০৪৫৪১

০৬৭৫৫

০৬৭৫৬

০৪৫৬২

০৬৭৬১

০৬৭৬২ নং ৫০ টাকার হিং ৩০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার
ভুটান বাকশা সবডিবিজনের ইনচার্য্য পুলিষ ইনস্পেক্টর।

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওকক চারিআনির অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেভিনিউ বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামি ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। পতিত বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ৭২৯৫।৶৫ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উসুলবাদে বাকি ১৬৪১ ৶১ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭। ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক ফি শত ২৫ টাকা সরঞ্জামী বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বাকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরঞ্জামী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকুল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওককের নিরাপত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারী যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া মোহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাছনি করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার

মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার সালিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহাল ওকফ চারিআনির অন্তর্গত পরগণে খালিষপুর বাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধারণে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৭০ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাটআবাদ খালিষপুর ও লাট-কীর্ত্তি প্রসবপত্তনী ও বিল পাবনা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পত্তিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহাল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৷৶৮ টাকা। ১৮৬৯ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্তর উসুল বাদে বাকি ১৩৬৯৷৷২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭০ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি শত ২৫ টাকা সরঞ্জামি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরঞ্জামী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং [illegible] প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনা [illegible] দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকফের নিরাপত্ত্য সত্ত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে খালিষপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাছনি করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

—••—

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

—:০:—

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সবলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

কলিকাতা
সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক
ব্রহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রহ্মসমাজ গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

—••—

নিমুখানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

৯ ই মাঘ সোমবার।

আগরার দরবার, সোমপ্রকাশ ও ইংলিসম্যান।

ইউরোপখণ্ডে লোকে যখন ডাইনে বিশ্বাস করিত, তখন তাহার পরীক্ষার এই রীতি ছিল কোন স্ত্রীলোকের হস্তপদ বন্ধন করিয়া জলে নিক্ষেপ করা হইত। সে কোন প্রকারে তীরে উপনীত হইলে তাহাকে দগ্ধ করা হইত, আর সে জলমগ্ন হইলে লোকে তাহাকে নির্দোষ জ্ঞান করিত। কিন্তু মৃত্যু উভয়থাই নিশ্চিত ছিল। এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ডাইন পরীক্ষার ব্যাপারে পতিত হইতে হয়। যদি

ইহাঁরা ধারতীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয়েরা (আমরা এস্থলে সিবিলিয়ান ও মিসনরিদিগকে গ্রহণ করিতেছি না) বলেন "এদেশীয়েরা কপট ব্যবহারী, ইহারা কেবল মৌখিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেছেন, আর যদি ইহারা গবর্ণমেণ্টের দোষের কথা উল্লেখ করেন অমনি বলা হয় "এই সকল লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, ইহারা বিদ্রোহী হইতে পারে" ইহাঁদিগের অভিপ্রায়ের সাধুতা কোন স্থলেই স্বীকৃত, বর্ণিত ও আদৃত হয় না। যাহা হউক, এদেশের অধিকাংশ ইউরোপীয় আমাদিগের আদর্শ স্বরূপ নহেন, তাঁহাদিগকে ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি না বলিয়া বরং কলঙ্ক স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করাই ন্যায়ানুগত হয়। অতএব এই শ্রেণীর সহিত তর্ক করায় বৃথা কাল হরণ মাত্র। এককালে ওয়ালটরব্রেট এদেশের ইউরোপীয় দলের সর্দার ছিলেন, কিন্তু শেষে ঐ ব্যক্তি এক জন ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, দ্বিবিবাহকারী পাপিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। লার্ড বেণ্টিঙ্ক ও লণ্ড সাহেব ও মিস কার্পেণ্টির যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদিগকে তজ্জাতীয় বলিয়া গণনা করিতে কি ঘৃণা জন্মে না? এদেশে যে সকল ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, দুই এক খানি ভিন্ন আর সমুদায় আর পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় দলের মুখপাত্র। এদেশীয়েরা সংবাদের অনুরোধে সে সমুদায় পাঠ করেন, কিন্তু কেহ তাহা হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, প্রতিবেশী ও স্বাবর্গের প্রতি সর্ব্বাবস্থায় [illegible] রাজনীতি শিক্ষার আশা করেন [illegible] মানুষের [illegible] দোষ [illegible] পারে, এ সকল সংবাদপত্রের মতে এদেশীয়দিগের [illegible] কিন্তু আমরা [illegible]

[illegible] তাহা করিতে শিখিয়াছি। যথার্থ হিতৈষীর নিকটে দোষী হওয়া বিশেষ ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু যাঁহারা কেবল দোষ অন্বেষণ করেন, না পাইলে তাহার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমাদিগকে খর্ব্ব রাখা যাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের প্রশংসাতেও সুখ নাই,—নিন্দায়ও কষ্ট নাই।

আমরা আম্বালার দরবারের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বলিয়া, তাঁহাকে ইংলিসম্যান সম্পাদকের কোপে পতিত হইয়াছি। ইনি আমাদিগের দরবার ঘটিত প্রস্তাবে যে কেবল দোষ দর্শন করিয়াছেন এরূপ নহে, ইনি এদেশীয় সংবাদপত্র সমূহের বিষয়ে এই কথা বলেন "ইহাঁরা প্রধান নগর সমূহের সমাজের এক বিশেষ অংশের মত প্রকাশ করেন মাত্র, এই সকল লোকের মত অসার" কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগের মতে আম্বালার দরবারে বৃথা অর্থ ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু "বাঙ্গালীদিগের রাজনীতি সংক্রান্ত কোন সম্মান নাই" "তাঁহারা এ বিষয়ে কেবল অকালপক্ক বালকের ন্যায় পাকাম করেন এই মাত্র" "উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ইহার বিপরীত বলিবেন" ইত্যাদি।

ইংলিসম্যান যেরূপ বলুন, বাস্তবিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদিগের মত সমাজের অংশ বিশেষের মত নহে, ইহাঁদিগের মতই এক্ষণে সর্ব্বত্র আদৃত ও পরিগৃহীত হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কিছু উন্নতি হইতেছে বাঙ্গালিরা সে সমুদায়ের প্রধান উদ্যোগী। বাঙ্গালী সংবাদপত্র সমূহ অন্য অন্য প্রেসিডেন্সির সংবাদ পত্রের আদর্শ। ভারতবর্ষীয় সভা বাঙ্গালির প্রতিষ্ঠিত। ইংলিসম্যান হিমালয় অবধি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া এমন এক জন ভারতবর্ষীয়কে বাছিয়া বাহির করুন, যে তিনি এই সভার প্রস্তাবিত সর্ব্বজন কল্যাণকর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের প্রাধান্য অপলাপ করা সহজ নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা এপ্রদেশীয়দিগের অপেক্ষা যোদ্ধা ও সাহসী বটে, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির অধীনে যে সাহস আবশ্যক করে, তাহা বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা আর কাহার নাই। যাহা হউক, যাঁহারা অভিমানে অন্ধ হইয়া এইরূপ বিবেচনা করেন, যে তাঁহারা যে কথা বলেন তাহাতে ভ্রম নাই, তাঁহারা যে কাজ করেন তাহাতে দোষ নাই, তাঁহারা যে আমাদিগের এই সকল বাক্যকে অকালপক্ক বালকের বাক্যের ন্যায় পাকাম জ্ঞান করিবেন আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ইংলিসম্যান স্বীকার করেন, বাঙ্গালীদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত সংস্কার শীঘ্র সমুদায় ভারতবর্ষব্যাপী হইবে। কিন্তু ইহাতে তিনি আহ্লাদিত নহেন। তিনি ভাবিকালে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছেন, এবং যে শিক্ষা প্রণালী নিবন্ধন বাঙ্গালীরা "সভ্যতম রাজনীতিজ্ঞদিগের" ন্যায় এই মত প্রচার করিতেছেন, সেই প্রণালীর প্রতি তিনি দোষার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এতদ্দেশীয়দিগকে মূর্খ করিয়া রাখিয়া এদেশে ইংরাজদিগের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দিগের মত ইংলণ্ডে গৃহীত হয় না, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও গৌরবের বিষয় এই যে তাঁহারা প্রকাশ্য রূপে এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইংলিসম্যান বাঙ্গালী লেখকদিগকে "ভয়ানক" লোক বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি এদেশের ভাব জানেন না, ইহা তাঁহার

অন্যতর দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালীরাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যথার্থ উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের ভ্রম হইলে তাহার সংশোধন করা ইহাঁদিগের একান্ত অভিপ্রেত। যাহাদিগের ভবিষ্যতে বিদ্রোহী হইবার বাসনা থাকে কখন তাঁহারা এপ্রকার নির্ভয় হইয়া সত্য কথা বলে না। ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, ইংলিসম্যান মধ্যে মধ্যে সকলকে ইতিহাসবিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন !!

—•—

জাতিবৈর।

কাকোলূক ও মৃগ ব্যাঘ্র প্রভৃতির স্বাভাবিক জাতিবৈর আছে। ব্যাঘ্র মৃগ দেখিলেই আক্রমণ করিতে যায়। এত দর্শনে আমাদিগের মনে বিস্ময় জন্মে না। জগদীশ্বর ব্যাঘ্রের স্বভাব নিষ্ঠুর করিয়া দিয়াছেন। তাহার দয়া নাই, ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, এবং ন্যায়ান্যায় বিবেচনা নাই। কিন্তু যে যে জাতির এ সকল গুণ আছে, তাহাদিগের জাতিবৈরনিবন্ধন পরস্পর আক্রমণ চেষ্টা অতিশয় বিস্ময়াবহ। গবর্ণমেন্ট যদি এদেশীয়দিগকে উচ্চ পদ দানের সঙ্কল্প করেন, জাতিবৈরনিষ্ঠ কতকগুলি ইউরোপীয় তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। অন্য কথা কি, কেহ বাঙ্গালিদিগকে বুদ্ধিমান কার্য্যক্ষম ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া বর্ণন করিলে তাঁহাদিগের গায়ে সহ্য হয় না এরূপ ব্যবহার অতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই।

অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার তাৎপর্য্য এই, বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তিকে [illegible] নিয়োজিত করাতে বোম্বাই [illegible] অসন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, সেটা [illegible]দিগের ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে। [illegible] প্রাপ্ত হইলে ইউরোপীয়[illegible] প্রকাশ করেন, তাহার এই কারণ বোধ হয়, তাঁহারা ভাবেন এদেশ জয় করিয়াছেন, অতএব এদেশের উচ্চ পদাদি তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য, এদেশীয়েরা এদেশজাত হইয়াও পরাজিত বলিয়া তাহাতে অধিকারী নহেন। এদেশীয়েরা সাহস বলবীর্য্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, স্বাধীনতা বিনাশরূপ তাহার দণ্ডও হইয়াছে, কিন্তু অন্য অন্য বিষয়ে এদেশীয়েরা যদি ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হন, ইহাঁরা তত্তৎপদে অধিকারী হইবেন না, এটী জাতিবৈর বিজৃম্ভণ সন্দেহ নাই। যাঁহারা এদেশীয়দিগের উচ্চপদাদিলাভে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহারা উদার ভাবাপন্ন হইয়া যদি অন্য হেতু বিবেচনা না করেন, তথাপি তাঁহাদিগের এই বিবেচনা করা উচিত, এদেশীয়দিগকে প্রভুভক্ত রাখিবার একমাত্র উপায় এই। মুসলমান রাজারা তাদৃশ সভ্য না হইয়াও এই গুণে এদেশীয়দিগকে অনেক অংশে অনুরক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

—•—

পাট্টা ও কবুলতীর রেজিষ্টরী।

জমীদারেরা প্রজার কল্যাণার্থী হইয়া সম্প্রতি একটী সাধু চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাট্টা ও কবুলতীর রেজিষ্টরী প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দের ২০ আইন অনুসারে এক বৎসরের অধিক কালের বাকতীর পাট্টা ও কবুলতী রেজিষ্টরী করা আবশ্যক। আইনে কেবল পাট্টা রেজিষ্টরীর কথা আছে বটে, কিন্তু কবুলতী না লইয়া পাট্টা দেওয়া হয় না। গবর্ণমেন্ট প্রথমতঃ আজ্ঞা দেন, পাট্টা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিলে তাহাতে কবুলতীও রেজিষ্টরী হইবে। কিন্তু এক পাট্টা ও কবুলতী রেজিষ্টরী করিবার জন্য আইনে যে রেজিষ্ট্রার [illegible] উভয়ে স্বতন্ত্র ফী লইতে বাধিত হন। প্রায় কৃষক ব্যক্তিকেই রেজিষ্টরীর ব্যয় দিতে হয়। অতএব এ ব্যয় কৃষকদিগের স্কন্ধে পড়িতেছে ইহা বলা বাহুল্য। জমীদারেরা সে কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা আবেদন মধ্যে লিখিয়াছেন, আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করিতে হইলে কৃষককে রেজিষ্টরের নিকটে আসিতে হয়, এক দিনে রেজিষ্টরী হয় না, বিলম্ব হয় এবং আমলাদিগকে উৎকোচ দিতে হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশের যে অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তথায় প্রায় তিন কোটি লোকের বাস, ইহাঁদিগের দুই কোটি কৃষক। রেজিষ্টরী অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়াতে কৃষকদিগের অধিকাংশকে সর্ব্বদা আদালতে যাইতে হয়, সুতরাং তাহাদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। আবেদনকারিরা তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, এ বিষয়ের রেজিষ্টরী করা আর না করা স্বেচ্ছাধীন করা কর্ত্তব্য।

জমীদারেরা গোপন না করিয়া রেজিষ্টরীর ব্যয় আমলাদিগের উৎকোচ গ্রহণ প্রজার সময় ও অর্থ ক্ষতি প্রভৃতি যে যে কথাগুলি কহিয়াছেন, সে সমুদায়ই সত্য। পক্ষান্তরে পাট্টা ও কবুলতী লইয়া সর্ব্বদা গোলযোগ হয় না। এ বিষয়ে জমীদার ও প্রজার পরস্পরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাই কর্ত্তব্য। যখন প্রথম রেজিষ্টরী আইন হয়, তৎকালে এদেশের সর্ব্বসাধারণে এতদ্বিষয়ক রেজিষ্টরীর অবশ্য কর্ত্তব্যতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় পাট্টা লইয়া বিবাদ হয় না। কৃষকদিগের [illegible] বিবাদ হইয়া থাকে। [illegible] কর বৃদ্ধি লইয়াই [illegible] অতএব রেজিষ্টরী আইনের সংশোধন করিয়া এই বিধি করা উচিত, [illegible] সকলরি পাট্টা অবশ্য রেজিষ্টরী করিতে

বহু মহারাজ্য শাসন করিয়াছিল? অত এব ইংরাজেরা সমুদায় আসিয়ার অধীশ্বর হইলেও কলিকাতা হইতে কার্য্য চলিবার অসম্ভাবনা নাই।

তবে কলিকাতার জলবায়ু প্রধান রাজপুরুষদিগের সহ্য হয় না ও অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যদি রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মতে পঞ্জাবই উৎকৃষ্ট স্থান। সিমলার পর্ব্বতে বাস করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবার সুবিধা হইবে না। পুনাও এক পার্শ্বস্থিত এবং তথায় রাজধানী হইবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। পঞ্জাব সাহসী ও বীরপুরুষদিগের জন্মভূমি, পঞ্জাবের জলবায়ু অতি উপাদেয়, পঞ্জাব সীমাস্থিত রাজ্য সকলের নিকটবর্ত্তী, এখানে বিদ্রোহ ও শত্রুপক্ষের আক্রমণের সমধিক শঙ্কা আছে, ভারতবর্ষের এই ভাগ সুস্থির ও সুরক্ষিত থাকিলে সমুদায় ভারতরাজ্য সুশাসিত থাকিতে পারে। এই সকল কারণে যদি পঞ্জাবে রাজধানী হয় কেবল গবর্ণমেণ্টের নয়, প্রজারও অধিকতর লাভের সম্ভাবনা আছে। পঞ্জাব স্বল্প দিন মাত্র ইংরাজাধিকৃত হইয়া আশ্চর্য্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিষয়ে আনুকূল্য প্রদান করিয়া ভারতরাজ্য রক্ষা করিয়াছে। রাজধানী হইলে বিদ্যার সমধিক আলোচনা হইয়া প্রদেশটি শীঘ্র সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতে পারিবে। অপর, রুষিয়ার বল ক্রমশঃ যেরূপ বিস্তারিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহার সহিত পারস্যের যোগ হইয়া ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার যে প্রকার আশঙ্কা আছে, তাহাতে সতর্কতা পূর্ব্বক সীমার দিক রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক।

—•—

সমাজ পরিত্যাগকারী
ব্রাহ্মদল।

আমরা আকুটিয়ার অধীশ্বরগণদিগের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহাতে সমাজপরিত্যাগকারী ব্রাহ্মদল আমাদিগের উপরে বিরক্ত হইয়াছেন। আমরা এত দিন তাঁহাদিগের বিরাগে উপেক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বী হইয়াছিলাম, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জন চেষ্টা না পাইলে তুষ্ণীম্ভাব অকর্ত্তব্য হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রথম ভ্রম এই, তাঁহারা মনে করিতেছেন, সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সমাজ সংস্কার করিয়া তুলিবেন। কিন্তু ইতিহাস ইহার বিপরীত কথা কহিতেছে। কোন সংস্কারকই একবারে সম্প্রদায়ের বিপ্লাবন চেষ্টা পান নাই। সে চেষ্টা পাইয়া কাহারও কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। লুথর যদি খৃষ্টধর্ম্ম বিপ্লাবন করিয়া মহম্মদপ্রণীত ধর্ম্ম অথবা অন্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। রোমান কাথলিকদিগের ভ্রম প্রমাদ ও প্রতারণাদিকৃত যে সমস্ত অন্যায় কাণ্ড ছিল, তিনি তাহা লোককে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া তৎসংশোধন চেষ্টা পাইলেন, অনেকে বুঝিতে পারিলেন, তিনিও কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন। যে ব্রাহ্মদল সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া তৎপরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উচিত ছিল, সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের দোষ সংশোধন চেষ্টা করেন। খৃষ্ট পুরাতন বাইবেল অবলম্বন করিয়া কি ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই? রামমোহন রায় বেদ আশ্রয় না করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিতেন, আমরা কি আজি ইহার এরূপ শ্রীসৌভাগ্য দেখিতে পাইতাম?

অপর, সমাজপরিত্যাগী ব্রাহ্মেরা সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের [illegible] তিক্রম কার্য্য করিয়াছেন। সমাজের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহার লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এটি পাপ কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এক জন পত্রপ্রেরক একদা লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতে পারি। তাহা হইলে ত ব্রাহ্মদিগের মতে পাপ পুণ্য থাকে না। অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঈশ্বর পাপ পুণ্যের স্বরূপ বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগকে সেরূপ বলিয়া দেন নাই। ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া ইহাঁরা কোন গ্রন্থে বিশ্বাস করেন না, ইহাঁদিগের সেরূপ কোন গ্রন্থ নাই। সমাজের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনাতেই ইহাঁদিগের মতে পাপ পুণ্য নিরূপিত হইবে। কিন্তু যখন ইহাঁরা সেই সমাজপরিত্যাগী হইলেন, তখন আর ইহাঁদিগের পাপপুণ্য কি? এটী কি স্বেচ্ছাচারিতা নয়? লেখপড়া শিখিয়া শেষে কি তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা হইল? ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারির প্রতি প্রসন্ন হন?

—

সামাজিক বিজ্ঞান সভা ও
হিন্দুস্থান আলো
চিকিৎসন।

মিস কার্পেণ্টর এদেশের একটী বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিন হইল আমরা এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে ইংলণ্ডীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার ন্যায় এখানে একটী সভা হয়, এবং [illegible] এদেশের সামাজিক [illegible] আলোচন করেন। [illegible]

এই সভা সমুদায় বঙ্গ প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ বঙ্গদেশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন করিবেন। সভা অন্য কোন সমাজের অধীনস্থ নহেন। অন্ততঃ যাঁহারা বাৎসরিক ১২ টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা সভ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবেন। সভার কার্য্য এক বিশেষ সভা দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ১৩ জন সভ্যের ন্যূনে এ সভা হইবে না। এক জন সভাপতি ও দুই জন সহকারী সভাপতি থাকিবেন। দেশবাসীদিগের সমাজ, বুদ্ধি ও ধর্মনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ তর্ক বিতর্ক এবং তাহার উন্নতি সাধন চেষ্টা করা হইবে। প্রবন্ধ পাঠ ও তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য কলিকাতায় ত্রৈমাসিক সভা হইবে, এবং প্রতি জানুয়ারি মাসে এক সাম্বৎসরিক সভা হইয়া সভার কর্মচারিদিগকে মনোনীত করা হইবে। পর্য্যাপ্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। এচ, বেবরলি সাহেব এবং বাবু প্যারী চাঁদ মিত্র সভার অবৈতনিক সম্পাদক হইয়াছেন।

এই সভার উদ্দেশ্য অতি উত্তম। স্বদেশীয় কৃতবিদ্যেরা অবিলম্বে ইহার সভ্য পদ গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতিসাধন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। সমাজের উন্নতি যত দিন না হইতেছে, তত দিন প্রকৃত সৌভাগ্যের আশা করা যায় না; বহু বিষয়ে আমাদিগের উন্নতির আবশ্যকতা আছে, ধর্ম ও আচার ব্যবহারের ত কথাই নাই, এতদ্ভিন্ন আমাদিগের বাসপ্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও অনেক দোষ আছে। ইংলণ্ডীয় সামাজিক বিজ্ঞানসভা প্রতিবৎসর অনেক কাজ করিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশে এতদ্বিষয়ে উন্নতি সহজে সম্পাদিত হইবে। তথায় সমাজের যে প্রকার অবয়ব সংস্থান তাহাতে বিস্তর লোককে নিরাশ্রয়তা নিবন্ধন ভরণপোষণের সৎ উপায় না পাইয়া অগত্যা পাপ কর্ম করিতে হয়। ১৮৫০ অব্দে লার্ড স্যাফ্টস্‌বরি মহাশয় বলেন, "লণ্ডনে ৩০,০০০ বস্ত্রহীন মলপূর্ণ পরিত্যক্ত গৃহহীন অশিক্ষিত শিশু আছে, রাজধানীতে যত পাপ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দশাংশের নয় অংশ ইহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, লণ্ডনের ন্যায় অন্য অন্য নগরেও লোক সংখ্যার পরিমাণানুসারে এইরূপ শিশুর সংখ্যা আছে। কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদিগের দেশে এরূপ নাই। আমাদিগের যেরূপ সামাজিক প্রণালী, তাহাতে শৈশবাবস্থায় এককালে কাহাকে নিরাশ্রয় হইতে হয় না। শরীরে বল ও ইচ্ছা থাকিলে ভারতবর্ষে সকলেই সৎ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। তাহার বহুবিধ পথ পরিষ্কৃত আছে। দেশের যত বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে, তত মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা বৎসরের কিয়দংশকাল মজুরী ও কিয়দংশ কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকের এই সংস্কার, এক দল স্বতন্ত্র মজুর করা কর্ত্তব্য। সামাজিক বিজ্ঞান সভা ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম। সভার কার্য্যের স্থান অতি বিস্তৃত, এবং বিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্র অনুসারে কাজ করিলে বিস্তর উপকার হইবে। এদেশের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিবার বিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে। উদ্ধতমস্তক যুবকেরা এক কথা বলেন, প্রাচীন দল আর এক কথা বলিয়া থাকেন। সভা এ প্রশ্নের সৎ মীমাংসা করিতে পারিবেন।

যাহাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের কৃতবিদ্যগণ সভায় প্রবেশ করেন, তাহার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। স্যালীস ডের সৈদ আহমদের ন্যায় লোকদিগের দ্বারা সমাজের অবয়ব পুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই জন্য কেবল কলিকাতায় না করিয়া মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য নগরে সভার অধিবেশন করা আবশ্যক। রেলওয়ে থাকাতে ইহার কোন অসুবিধা হইবে না। ক্রমশঃ বোম্বাই ও মান্দ্রাজকে আহ্বান করা উচিত। আমাদিগের জাতীয় একতা হয়, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনপ্রণালীরও এই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই তাঁহাদিগের স্থায়িত্বের প্রধান প্রতিভূ স্বরূপ। সামাজিক বিজ্ঞান সভার অপেক্ষা সুন্দররূপে আর কাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? আমরা স্বদেশীয়দিগকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা শীঘ্র এই সভায় প্রবেশ করুন।

ভারতবর্ষের উন্নতি হেতু ইংলণ্ডে "ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিএসন" নামক একটি সভা হইয়াছে। আমাদিগের পরম হিতৈষী জন ডিকেন্সন সাহেবের চেষ্টায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক জন বাঙ্গালী ও পারসী লণ্ডনে যে সভা করেন সেই সভা এই সভার অন্তর্গত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগের কষ্টের বিষয় মহাসভা ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আপাততঃ অনেক সৈনিক আফিসর সভার সভ্য হইয়াছেন। তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিবেন, তাঁহারাও যদি রীতিমত ১০ টাকা করিয়া চাঁদা

বেন, সন্তাপর ও তৎক্ষমতা প্রাপ্ত হই বেন। সৈনিকগণ সভ্য বলিয়া আমাদিগের উদ্বেগ নাই। ভারতবর্ষীয় সেনাদলের অফিসরগণের দ্বারা আমাদিগের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। সেনাপতি ব্লো, সর হেনরি লরেন্স, কর্ণেল স্লিমান, সর জেমস ঔট্রাম প্রভৃতির গুণ কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে জাগরূক না রহিয়াছে? বিদ্রোহিদিগের হস্তে যখন সর হেনরি লরেন্স প্রাণত্যাগ করেন, তখনও বলিয়াছিলেন "হায় নির্ব্বোধ লোকেরা! তোমাদিগের দশা কি হইবে?" বিদ্রোহের পরও সর জেমস ঔট্রাম বলেন "আমি এখনও তাঁহাদিগকে (ভারতবর্ষীয়দিগকে) ভালবাসি ও বিশ্বাস করি।" ভারতবর্ষীয় সভা এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও অযোধ্যার সভা নিয়মিতরূপে ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিএসনকে দেশের অবস্থা অবগত করুন, অনেক কাজ হইবে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থ এক। ভারতবর্ষের মঙ্গলে এদেশের যাবতীয় কর্ম্মচারির মঙ্গল। এই মঙ্গল লোকের সন্তোষের উপর নির্ভর করিতেছে। সকলে একত্রিত হইয়া কার্য্য করিলে এই সন্তোষ ও এই মঙ্গলের কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষস্থিত ঐপনিবেশিক সংস্কার বিশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের সহিত সদ্ভাব না হইতে পারে, কিন্তু সামান্যতঃ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণের একতা থাকিলে এ দলকে অগ্রাহ্য করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

পুস্তক প্রাপ্তি।

ভারতবর্ষীয় সভার ষাণ্মাসিক বিবরণ। ১৮৬৯ অব্দের ৩১ এ জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে এই সভায় ১৮ সকল প্রস্তাব আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে—

১। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এদেশীয় লোকদিগের উদ্বাহবন্ধনচ্ছেদবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।

২। রেজিষ্টরী বিল।

৩। শস্ত্র সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

৪। রেলওয়ে বিল।

৫। কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল।

৬। ভেড়ী-বন্দী বিষয়ক বিল।

৭। কলিকাতা রিবরট্রষ্ট বিল।

৮। কলিকাতা পুলিষ বিল।

৯। কটকে জমীদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।

১০। সুন্দরবনে যে সকল গাছপালা জন্মে।

১১। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ।

১২। এদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস কর্ম্মের পরীক্ষা।

১৩। লার্ড হালিফাক্সকে অভিনন্দন পত্র প্রদান।

১৪। শবদাহের ঘাট সংক্রান্ত চাঁদার উদ্বৃত্ত টাকার ব্যয়।

১৫। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ ভারতবর্ষীয় সভা।

১৬। বিজনগ্রামের মহারাজের নিকট হইতে দান প্রাপ্তি।

১৭। স্বত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সি, এস, টি। ভারতবর্ষীয় সভা যে তাঁহার নামের যোগ্য কাজ করিতেছেন, ইহার দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

আমাদিগের বজ্রযোগিনীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এই বিস্তীর্ণ বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে যে সকল গ্রাম অবস্থিত আছে, তন্মধ্যে বজ্রযোগিনী গ্রামই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান সাতাইশ মৌজায় বিভক্ত, প্রত্যেক স্থানে বহুতর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র লোক বাস করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অধিকাংশই শিক্ষিত, ধনী ও জমীদার। যদি ইঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া স্বীয় গ্রামের হিতসাধন ব্রতে যত্নবান হন, তাহা হইলে লোকের অনেক উপকার হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বসাধারণ জনগণের অমনোযোগিতা ও অনৈক্য নিবন্ধন সম্প্রতি এখানে নিয়ত প্রধান দুটী গুরুতর বিষয়ের অভাব লক্ষিত হইতেছে। এখানে কি স্থল পথে কি জলপথে গমনাগমনোপযোগী কোন ভাল রাস্তা না থাকাতে গমনাগমন প্রভৃতি বিষয়ে বিলক্ষণ অসুবিধা জন্মিতেছে। যদি সকলে ঐক্যপূর্ব্বক এখানে একটী খাল খননার্থ সচেষ্ট হইয়া তাহাতে স্ব স্ব অবস্থোচিত ও পদোচিত অর্থ দান করতঃ তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত কিয়ৎপরিমাণ অর্থ প্রদানে কদাপি অস্বীকৃত হইবেন না। এবং তাহা হইলে অনায়াসেই তথায় একটী খাল খনন হইতে ও তদ্দ্বারা সকল বিষয়ের যার পর নাই উপকার হইতে পারিবে। আমরা শুনিয়াছি, বজ্রযোগিনীস্থ কিত্ত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকিশোর গুহ ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ মহাশয় তন্নিমিত্ত এক সহস্র টাকা প্রদানে সম্মত আছেন। অতএব তত্রবাসী সকলেরই তাঁহাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। অপর, এই গ্রামের অনেক স্থান বন জঙ্গলে আবৃত থাকাতে বন্য ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা লোকের যেমন অনিষ্ট হইতেছে, সেই প্রকার জঙ্গল হইতে দূষিত বায়ু প্রবাহিত হইয়া লোকের অসুস্থতা সম্পাদন করিয়া সকলকে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির করিতেছে। যদি এখানে একটী ডিস্পেন্সারি স্থাপন পূর্ব্বক সুনেক নেটিব ডাক্তার রাখা যায়, তবে জনগণের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট হইতে বিক্রমপুরাঞ্চলে তিনটী ডিস্পেন্সারি স্থাপনের আদেশ আসিয়াছে। একটী [illegible] গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব বজ্রযোগিনীর জনগণ [illegible] একটী ডিস্পেন্সারি [illegible] গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে [illegible] ডিস্পেন্সারি [illegible] [illegible]।

[illegible] মহাশয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঘোষ মহাশয়ের [illegible] [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। [illegible]

উহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য তত্রস্থ কৃত বিদ্যগণের যত্নবান হওয়া উচিত। তত্রস্থ জমীদার পূর্ব্বোল্লিখিত কালীকিশোর বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র বাবু তাহাদিগের সহায়তা করিবেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

(৩) অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। সম্প্রতি এই স্কুলে প্রায় দেড়শত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে এবং শিক্ষকগণ নিয়মের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

(৪) কতিপয় দিবস অতীত হইল, কামার খাঁদা গ্রামের কোন বিধবা স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মায়েল সাহেব উহা জানিতে পারিয়া এই বলিয়া দেন যে উক্ত বিধবার যেন গর্ভ নষ্ট না হয়। যাহা হউক অল্প দিন হইল, উক্ত বিধবা স্ত্রীলোক বজ্রযোগিনীর অন্তর্ব্বর্ত্তী সোমপাড়া নামক স্থানে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়াছে এবং তাহার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়া এখনো জীবিত আছে। এতদুপলক্ষে তথায় দলাদলীর উপক্রম দেখা যাইতেছে।

(৫) প্রায় ৪।৫ দিবস গত হইল, টঙ্গীবাড়ীর অরণ্যতে একজন লোক বন্য শূকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হত ও অপর ৪।৫ জন আহত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২রা মাঘ সোমবার।

গত শনিবার গবর্ণর জেনরল চাঁদনীর চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত চিকিৎসালয় সভার সভাপতি সর বার্টেল ফ্রিয়র কমিসনর হগ সাহেব, মানকজী রস্তমজী প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন। সর জন লরেন্স চিকিৎসালয়ের অবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় গবর্ণর জেনরল ইটালির চিকিৎসালয় দর্শন করিয়াছিলেন। ডাক্তর বেলির সদ্গুণে সর্ব্বসাধারণ এত বাধিত হইয়াছেন যে সমস্ত দিনের মধ্যে চাঁদনীর চিকিৎসালয় রোগিশূন্য থাকে না। বিস্তর দূর হইতে তাঁহারা আগমন করেন।

সেণ্টজার্জিয়ার পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ কমিসনর কাপ্তেন সেয়ার কোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে অঙ্গীকার লইয়াছেন যাঁহারা তথায় পুনর্ব্বার দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন না। দুর্গের কতকগুলি কামান ভূমির শাস্ত্রে ভূটানের সীমা হইবে। [illegible] বিচারালয়ের প্রথম

ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মাণ।

কাপ্তেন টেলরের জন্য কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ৫, ৫০০ টাকার জামীন দিয়া মুক্ত আছেন।

রেজ্‌এ টাইমস বলেন, শাবদেশের রাজা নিকও নদী আবিষ্কৃত করিবার জন্য এক জন ওলন্দাজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিছু দিন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এক জন ফরাসী এই নদীর আদি প্রকাশ করিতে গমন করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। রাজা নিজ ব্যয়ে ভূগোলের এই সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারক ব্যক্তির সীমা অতিক্রমণ করিবেন না। এবিষয়ে সন্দেহ। রাজা মনোযোগী হইলে নিকওের মূল জানা যাইতে পারে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, সম্প্রতি হোসেনআলি আফ্রিদিগণ দৌরাত্ম্য করাতে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের পঞ্জাবে আসিবার পথ অবরোধ করিয়াছেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কাহার কথা?

সম্প্রতি লার্ড ক্রাণবোর্ণ গবর্ণর জেনরলকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলদিগের সময়ে ভারতবর্ষের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সর জন লরেন্সের সময়ে কেবল ব্যয়ই বৃদ্ধি হইতেছে, রাজস্বের অবস্থা সমান। লার্ড ক্রাণবোর্ণ বলেন পূর্ব্বকার শাসনকর্ত্তৃগণ কোন না কোন প্রকারে এদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন এদেশের ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান রাজস্ব সচিবের শক্তির নিয়োগ কোন কাজের হয় নাই, ইনি কোন কাজ করেন নাই, কেবল গবর্ণর জেনরলের সহিত সিমলায় বাস ইহার কাজ। কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়ে লার্ড ক্রাণবোর্ণ দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। ভূমির কর আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, হইলে সাধারণ সৌভাগ্যের হ্রাস হইবে। বোধ হইতেছে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও উৎকলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম "কলিকাতা" জাহাজের জলমগ্ন হইবার দিবসে যে কয়েক জন মাঝি অসাধারণ সাহস পূর্ব্বক আরোহিদিগের জীবন রক্ষা করে তাহাদিগকে সাধারণ চাঁদা দ্বারা পুরস্কার দিবার জন্য এক সভা হইতেছে।

জনশ্রুতি ভরতপুরের রাজা ইংলণ্ডে গমন করিবেন। রাজার ১৬ বৎসর মাত্র বয়স, ইনি ইংরাজী উত্তম জানেন। ইউরোপ দর্শন আবশ্যক, কিন্তু দুই এক মাস লণ্ডন ও পারিসে থাকিয়া আসিলে কোন কাজ হয় না।

কারেণ নামক বার্দ্ধমানের এক জন ওবরসিয়র সম্প্রতি এক কুলিকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। কারেণ আরও কয়েকবার কুলি প্রহার অপরাধে ফৌজদারিতে আসিয়াছিল। কুলির মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে বলিয়া নালীশ হয়, কিন্তু সিবিল সর্জ্জন বলেন বামদিকে আঘাত থাকে এবং তাহা বেত্রাঘাত বোধ হয় না। এই জন্য মাজিষ্ট্রেট মনক্রাফ সাহেব তাঁহাকে সতর্ক করিয়া মুক্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আন্দোলন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মনক্রাফ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাহেন। তিনি সিবিল সর্জ্জনের জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া মুক্ত করিয়াছেন বলিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট এই কারণ তুষ্টিকর বলিয়াছেন। দক্ষিণদিকে কি বামদিকে, বেত্রাঘাতে অথবা লাথিতে কুলি প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, এটী বিশেষ সপ্রমাণ না হইলেও চলে। কথা এই হইতেছে, কারেণের প্রহারে কুলি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল কি না? ইহা যদি হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্ত করিয়া অতিশয় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। এ বিষয়ের নথি প্রধানতম বিচারালয়ে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। যদি আইনের বিরুদ্ধে মুক্ত করা হইয়া থাকে তবে কারেণকে পুনর্ব্বার ফৌজদারীতে দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি মেডিকাল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর দুই জন ছাত্র কালেজের এক নিভৃত স্থানে প্রস্রাব করিতেছিলেন। অধ্যাপক কলিস ইহা দেখিয়া এক জনকে এক ঘুসি এবং অপরকে এক পদাঘাত প্রদান করেন। কালেজের যাবতীয় ছাত্র একবাক্য হইয়া অধ্যক্ষ ডাক্তর ইওয়ার্টের নিকটে নালীশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা শ্রবণ করেন নাই। ছাত্রেরা তন্নিমিত্ত একবাক্য হইয়া কালেজ ত্যাগ করিয়া আইসেন। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে। ডাক্তর কলিস অতিশয় অভদ্রের ন্যায় কাজ করিয়াছেন, এবং ছাত্রগণও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। যথা নিয়মে আপনাদিগের কাজ করিয়া অত্যাচার নিবারণ করাই তাহার বিষয়। কয়েক বৎসরাবধি মেডিকাল কালেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে মধ্যে এই রোগ দেখা যাইতেছে, এটী বন্ধ করা উচিত।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, ১৮৬৫ অব্দে সম্

বঙ্গদেশের ২৪৩৯ জনকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়। বঙ্গদেশে ৩৬ টী বিভাগ ও ৬০ টী উপবিভাগ আছে। অতএব প্রতি আদালতে দুই মাসের মধ্যে এক জন এই দণ্ড পাইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটগণ সর্ব্বদা এই লজ্জাকর অসভ্য দণ্ড দেন না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে জেল শূন্য করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটদিগকে অধিকতর শারীরিক দণ্ড দিতে বলেন, কিন্তু ফরিদপুরের হপ্রি সাহেব ব্যতীত আর কেহ ইহাতে মনোযোগী হন নাই, তথাপি এই লজ্জাকর আইন রহিয়াছে। আমরা জানিতে চাহি এ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয়ের শারীরিক দণ্ড হইয়াছে কি না?

উক্ত পত্র সংবাদ পাইয়াছেন, রাজসাহির অন্তর্গত দিঘাপটে এবং নাটোরে অতিশয় জ্বর হইতেছে। এত লোকের পীড়া হইয়াছে যে ফসল কাটিবার লোক নাই। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান করিতেছেন কি না জানা যায় নাই। সর সিসিল বীডনের বঙ্গদেশ শাসন মহাভারতের শেষ পর্ব্বের ন্যায় কেবল কান্না কাটি!

৩ রা মাঘ মঙ্গলবার।

কলিকাতার মেডিকাল কালেজ বাটীর স্বাস্থ্য অনুসন্ধানার্থ এক সভা হইয়াছে।

[illegible] পর্ব্বতে সিঙ্কোনার চাষ করা হইবে।

উৎকলের দুর্ভিক্ষ কমিসনের প্রত্যেক সভ্য স্ব স্ব বেতন ও পাথেয় ভিন্ন অতিরিক্ত ৫০০ টাকা অতিভাতা দেওয়া হইবে। যেসকল স্থানীয় কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা ২০০ টাকা করিয়া পাইবেন। কমিসনের কাজ শেষ হইয়াছে। তাঁহারা শীঘ্র মেদনীপুর বালেশ্বর ও জাহানাবাদে গমন করিবেন। প্রকাশিত হইয়াছে উৎকলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৫ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তথাপি পল্লীগ্রাম ও রাস্তায় উক্ত পীড়ার মৃত্যুর সংখ্যা ঠিক করা হয় নাই!!! মানভূম, বিষ্ণুপুর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশ যা বর্ণন করিয়া কেন রিপোর্ট দেন না।

লার্ড ক্র্যানবোরন বহুবিবাহ নিবারণ প্রস্তাবের বিষয়ে গবর্ণর জেনরলকে একপত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন বঙ্গদেশের সর্ব্বসাধারণ এপ্রস্তাবের অনুমোদন করেন না। কৃতবিদ্য মণ্ডলীর অধিকাংশ ও যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন হয়, একথা বলেন তাহা ও প্রকাশিত নাই। বস্তুত অনেকে আন্তরিক এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। ষ্টেটসেক্রেটারি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন এবিষয়ে আপাততঃ কোন আইন করিবার প্রয়োজন রাখে না। আর এপ্রকার আইন করা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ নহে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে হওয়া উচিত। তিনি উপসংহার কালে আরও বলিয়াছেন এপ্রকার আইনের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্জাবে “কিরিস্তি” নামক এক ধর্ম্মসভা হইয়াছে। ইহাতে ক্রিশ্চেনদিগের মধ্যে যে সে শ্রেণির লোকে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্য ও উপাসনা প্রণালীর বিষয় কেহই অবগত নহেন।

সকলদেশের নিম্নশ্রেণির ডাইনের উপর বিশ্বাস আছে। এতন্নিবন্ধন অনেক সময় অত্যাচার হয়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কুলিজাতির অনেকের মৃত্যু হওয়াতে তাহারা স্থির করে ঐ জাতির এক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মন্ত্রে এই দুর্ঘটনা হইতেছে। অতএব ডাইনকে জব্দ করিবার জন্য এক দিবস তাহারা এক পঞ্চায়ত করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করে। স্ত্রীলোকটি আহারের নিমন্ত্রণ ভাবিয়া আপনার যাবতীয় অলঙ্কার পরিধান করিয়া যায়। গমন করিলে সকলে তাহাকে ডাইন বলিয়া কহিল সে মন্ত্রে যেসকল দুষ্কর্ম্ম করিতেছে তাহা আর না করে। সে এসকল অস্বীকার করাতে তাহারা তাহার পরীক্ষা লইতে মনস্থ করিল। একজন মুসলমান ফকির এক নারিকেল মন্ত্রপূত করিয়া তাহার হস্তে দিল। আর এক ব্যক্তি লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে কিয়দ্দূর গমন করিতে বলিল। এই পরীক্ষার তাৎপর্য্য এই মন্ত্রপূত নারিকেল হস্তে লইয়া ভ্রমণ করিলে যদি স্ত্রীলোকটি নির্দ্দোষী হয় তবে বেড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে, দোষী হইলে তাহা যেমন তেমনই থাকিবে। লৌহ নিগড় ভগ্ন না হওয়াতে সকলে তাহাকে নিশ্চয় ডাইন জানিয়া প্রহার আরম্ভ করে এবং কয়েক ব্যক্তি এই সুযোগে তাহার অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। অতিকষ্টে স্ত্রীলোকটি বাঁচিয়াছে। গোলযোগের সর্দ্দার পুলিসে অর্পিত হইয়াছে।

ফিল্লীগেজেট বলেন এবার গবর্ণর জেনরল অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা আরও শীঘ্র সিমলায় গমন করিবেন। সেক্রেটারি আফিসের কর্ম্মচারিগণ মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ত্যাগ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ না করিলে প্রয়োগ থাকিবে না।

উক্তপত্র বলেন বোখারা রুশীয়দিগের হস্তগত হইয়াছে। সম্প্রতি রুশীয়গণ এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কৌশলের অনুরোধে পলায়ন করে। বোখারার রাজা ইহা জয়ে পলায়ন জ্ঞানে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। ফিল্লীগেজেট বলেন গবর্ণর জেনরল টেলিগ্রাফে অবশ্যই এসংবাদ পাইয়াছেন। এবং এইজন্য বোধ হয় শীঘ্র কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। কনলি এবং ষ্টুডার্টের মৃত্যুর জন্য গবর্ণমেণ্ট বোখারার স্বাধীনতা রক্ষার কোন চেষ্টা পাইলেন না। তাঁহারা ভাবেন মধ্য আসিয়া রুশীয়ার হস্তগত হইলে বরং সুবিধা হইবে। কিন্তু আমরা বলিতেছি রুশীয়া নিকট হইলে পঞ্জাব ও সীমান্থিত লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা গোলযোগ হইবে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন আবিসিনিয়াস্থিত বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই জনরব নিতান্ত অমূলক। ইংলণ্ডের পূর্ব্বকার তেজ থাকিলে ইহা হইত। কিন্তু সাধারণ বাণিজ্যের নিকটে কয়েকজন দরিদ্র লোকের জীবন সামান্য বোধ হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দোষে তাঁহাদিগের এত বিপদ ঘটিয়াছে।

আউধার পেপার বলেন হায়দ্রাবাদের দুর্গ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং শিক্ষিত সৈন্যের নিকটে ইহা দীর্ঘকাল রক্ষা পায় না। তথাপি গবর্ণমেণ্ট বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া ইহার সংস্কার করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া হায়দ্রাবাদের ওপর দুর্গরক্ষা আশ্যই বুদ্ধির কাজ।

যাঁহারা ষ্টার পাইয়াছেন তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের নিকটে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্তপত্র বলেন শেঠ নিহালচাঁদ যে ষ্টার পাইয়াছেন, বিষুরি লোকেরা তাহার মূল্য ২৫০০০ টাকা স্থির করেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই ষ্টার দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যের পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গদ্বার খুলিবে [illegible] এপ্রকার গৌরব সুখের বিষয়।

কলিকাতার [illegible]
[illegible]
২,৫০০ টাকা [illegible]

জে, পিটসন [illegible] ইউরোপীয় লোকের [illegible] লোকের [illegible] আসিয়া [illegible] করিবার চেষ্টা পাওয়াতে [illegible] তাহার [illegible] দেন। [illegible] হইয়াছে।

ওয়েতে প্রচলিত নাই। কিন্তু মহাশয়! এরূপ লেখা অসঙ্গত হইয়াছে, যেহেতু ঐ নিয়ম ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মধ্যে বহুকালাবধিই প্রচলিত আছে। যাহা হউক, মহাশয়ের এই ভ্রম পাছে পাঠকগণের মনে বদ্ধমূল হয়, এই আশঙ্কায় আমি এই পত্রখানি পাঠাইতেছি ইহাকে মহাশয়ের পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

রেলওয়ে বশম্বদ।
সিরাজু ষ্টেসন। শ্রীভগবতীচরণ দে।
১০ ই জানুয়ারি।
১৮৭১।

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার গতবারের সোমপ্রকাশে মিস কার্পেণ্টরের প্রতি ইংলিসম্যানের অনুযোগ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মহাশয়! মনক্রিফ সাহেব যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করেন তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদা কতকগুলি অর্থ-সর্ব্বস্ব কুলোকের সহিত সহবাস করিতে হয়, তাহারা তাঁহাকে অনেক প্রকারে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকিবে, সুতরাং তিনি যে আমাদিগকে গালি দিয়াছেন তাহার কতক কতক মূল আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইংলিসম্যানের আমাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিবার মূল কি? তিনি যাহাদিগকে নিগার বলেন তাঁহার স্বদেশীয় লোক তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন এই জন্যই কি তাঁহার এত বিদ্বেষ? কিন্তু মিস কার্পেণ্টর আর এদেশীয় স্ত্রীদিগকে অধিক বাড়াইয়াছেন কিসে? তিনি ত এই কথা বলিয়াছেন যে শিক্ষা পাইলে ইহারা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীদিগের তুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। এই কথাতেই কি হিন্দু স্ত্রীদিগের এত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে? আমরা ইংলিসম্যানকে নিশ্চত বলিতেছি, যে তিনি যদ্যপি আমাদিগের গৌরবের বিদ্বেষ করেন তবে অন্য বিষয়ে করুন এ বিষয়ে তাঁহাকে বিদ্বেষ করিতে হইবে না। ইংরাজেরা আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন বটে কিন্তু আমাদিগের দেশ আর অষ্ট্রেলিয়া নহে। ইংরাজেরা আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন আমরা কেবল তাহাই পাইয়াছি, ইংরাজেরা আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছেন আমরা তাহাই শিখিয়াছি, এরূপ কদাচই নহে। এখন আমরা ইংলণ্ডীয় সভ্যতার অনেক ফল ভোগ করিতেছি বটে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমরা বস্কলও পরি নাই আর মৃগয়ালব্ধ মাংস খাইয়াও জীবন যাপন করি নাই। যদি তাহা হইত তাহা হইলে ইংলিসম্যান আজি আমাদিগকে কি করিতেন কিছু বলিতে পারি না। ইংলিসম্যান বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক, তিনি এত দিন এদেশে থাকিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারেন না যে, সভ্যতার চাকচিক্য ব্যতীত স্ত্রীদিগের দয়া ক্ষমা স্নেহ ধৈর্য্য আতিথেয়তা ও পাতিব্রত্য প্রভৃতি যে কতকগুলি স্বর্গীয় গুণ আছে হিন্দু মহিলারা সেই সমস্ত গুণে বিভূষিত? ইহাঁরা সমাজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারেন না বটে কিন্তু বক্তৃতা করিয়া স্ত্রীদিগকে যে সকল কার্য্যের শিক্ষা দিতে হয় সে সকল কার্য্যে ইহারা বিলক্ষণরূপে নিপুণ। কেন, অনেক ইংরাজও ত এ সকল বিষয়ে ইহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। আবার সদাশয়া মিস মেরি স্বয়ং ইহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি ইহাদিগের সেই সমস্ত গুণের চিহ্ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াই ইহাদিগকে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ইংলিসম্যানের এরূপ ভ্রান্তি হইতেছে কেন? আমি ত স্পষ্টই দেখিতেছি তাঁহার এ সকল স্ত্রীর সম্বন্ধে এত হীনভাব প্রকাশ করিবার কোন কারণই নাই। প্রত্যুত অল্প দিন লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া ইহারা আপনাদের বুদ্ধি শক্তির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহা দেখিয়া তাঁহার মিস কার্পেণ্টরের বাক্য নিতান্ত সম্ভব বলিয়াই বোধ হওয়া উচিত। তবে কি ইনি মনে করেন যে ইহাদিগের দেশীয় লোকেরা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি আর হইতে পারে না, অতএব মিস কার্পেণ্টরের বাক্য অসঙ্গত? কিন্তু তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? অথবা বোধ করি আমাদের দেশীয় লোকেরা কথায় কথায় তাঁহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন এই জন্যই বা তিনি মনে করিয়াছেন যে ইহারা নিতান্ত অসার হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনি মনে করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ দশা কি আমাদের চির দিন থাকিবে? ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে, তবে তাহা ত কোনমতেই সম্ভব বোধ হয় না। এখন আমাদের দেশে সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তন পরিশেষে আমাদিগকে কি আনিয়া দিবে? ইংলিসম্যান কি মনে করেন? কিছু দিন পূর্ব্বে যে দেশে পতিব্রতা নারীরা স্বামীর বিয়োগে সমস্ত সংসারকে শূন্যময় দেখিয়া অম্লানবদনে স্বীয় শরীর ভস্মসাৎ করিত সে দেশে কি স্বামিপরিত্যাগ স্ত্রীদিগের জাতিগত লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে? যে দেশে স্থানে স্থানে সুরূপা যুবতীরা প্রসন্নচিত্তে কুষ্ঠরোগে গলিতাঙ্গ স্বামীর এখনও শুশ্রূষা করিতেছে সে দেশে কি কুলাঙ্গনা সকল দুই তিন জন প্রণয়ীর হৃদয় বিদারণের পর এক জনের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারিবেন? যে দেশে পিতা মাতা ও আত্মীয় পরিবারের জন্য যুবকেরা এখন প্রায় সকল প্রকার সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে সে দেশের কুলবধূরা কি স্বামী সকলকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন ও এক প্রকার তাহাদের স্ত্রৈধন স্বরূপ করিয়া লইয়া কেবল আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালিত করিয়া বেড়াইবেন? এক্ষণকার ভাব দেখিয়া ইহা সম্ভব বোধ হয় বটে কিন্তু ইংলিসম্যান ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে এ দেশের কপালে বিধাতা পুরুষ এতদ্রূপ উন্নতির ব্যবস্থা লিখিয়া দেন নাই। তবে মনুষ্য মাত্রই ভিন্ন রুচি, আর ভোগ বিলাসী যুবকের মন নূতন কোন বিষয় দেখিলেই সহজে লালসাযুক্ত হয় এবং এরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে যুক্তির শাসন বা ধর্ম্মের শাসন কখনই বলপ্রকাশ করিতে পারে না, এই কয়েকটী কারণে এদেশীয়েরা কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু ইংরাজী চিহ্ন ধারণ করিলেও করিতে পারেন তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে যে ইংরাজী বীজ আমাদের দেশে রোপিত হইবে অথবা তাহার রোপিত হইবার নিতান্ত প্রয়োজন হইবে তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করি না। পরিশেষে আমরা ইংলিসম্যানকে এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই যে তিনি আমাদিগকে যত বার নিগার বলিতে হয় বলুন, কিন্তু আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব সাধনোপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট উপাদান সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে যে কুসংস্কার প্রভৃতি কয়েকটি দোষ শূন্য হইলে এক সময় তাঁহারাও সেই সকল উপাদান গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—০০—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

বহু দিন হইল অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভবানীপুরে " চক্রবেড়ে শিশুবিদ্যালয় " নামক একটী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এতাবদ্দিবসের মধ্যে

একটী ছাত্রও ছাত্রবৃত্তিপাদে বৃত্তবার্য হইতে পারে নাই। সম্প্রতি ১৮৬৬ খৃঃ শকের ডিসেম্বরের বৃত্তির পরীক্ষায় চারিটি ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংকদ্বয় বৃত্তি এবং দুটি কেবল প্রশংসাপত্র মাত্র লাভের অধিকারী হইয়াছে।

অসতের প্রশ্রয়ের ন্যায় গুণের প্রশংসাবিরহ প্রত্যবায়জনক বোধে আমি উক্ত পাঠশালার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়ের গুণকীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। ইনি যেমন সাধুশীল তেমনি কার্য্যকুশল। ইহাঁর শ্রমকারিতা গুণই আমার এই সুসংবাদের মূল। ইহাঁর পাঠনাপ্রণালী দর্শনে আমরা সকলেই সবিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া আসিতেছিলাম তাহাতে আবার এই ঘটনা আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে মনুষ্যের গৌরব নাই বটে, কিন্তু অল্প দিন মাত্র পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া যখন এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিলেন তখন জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে ইনি যেন ঈশ্বর প্রসাদে পাঠশালার পারিপাট্য সম্পাদনে কুশলী হয়েন ইতি।

ছাত্রগণের নাম।

বৃত্তিপ্রাপ্ত।

শ্রী কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রী যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত।

শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রী হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বশম্বদস্য কস্যচিৎ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

জেলা গোয়ালপাড়ার শ্রীযুক্ত ডেপুটী কমিসনর সাহেবের রোবকারীর আদেশানুসারে অত্রত্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার সাহায্যার্থ এস্থলে একটি কমিটী করিয়া চাঁদা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় মাসিক বেতনের চতুর্থাংশ ৩৭॥০ টাকা চাঁদা দিয়া ইচ্ছামত সভাস্থ সকলকেই কিছু কিছু দিতে উৎসাহ দেন। তদনুসারে সকলেই সাধ্যমত কিছু কিছু প্রদান করায় মোট ১২৫ টাকা চাঁদা আদায় হইয়া উক্ত সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। মহাশয়! এ স্থানটী [illegible] তাহাতে মুন্সেফ বাবুর অধ্যবসায় ব্যতীত কখনই ১২৫ টাকা আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাঁহার উদ্যোগ ও উৎসাহের দ্বারাই অপেক্ষাকৃত অধিক আদায় হইয়াছে। এজন্য মুন্সেফ বাবু অশেষ ধন্যবাদনীয় সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়! এক জন ধূর্ত্ত লোকের বাবুগিরির বিবরণ আপনার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। গোয়ালপাড়াস্থ ডিষ্টিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক এক জন ইউরোপীয় ইনস্পেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গৌরীপুর ষ্টেসনে আসিয়া অবস্থান করেন। তত্রতীয় যেমন পানদোষের স্বভাব, ঋণ করার স্বভাবও তদনুরূপ। ৫।৭ টাকার মদ না হইলে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না। এদিক ওদিক হাত বাড়ানর অভ্যাসও না কি খুব ছিল। নিজের দরমাহা ও খরচপত্র এবং অন্যান্য বাবদে প্রায় দশ টাকার জো করিয়া সুরাপান ও বাবুগিরির ঘুণ্টী বেশ করিতেছিল, এই সময়ে গুণের কিছু কিছু বিবরণ ডিষ্টিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হইবামাত্রই হতভাগ্য ইনস্পেক্টর কর্ম্ম হইতে চ্যুত হয়। এদিকে গোয়ালপাড়ায় ও গৌরীপুরে প্রায় হাজার বারশত টাকা ঋণ করাতে মহাজনগণ টাকার তাগাদা করিতে লাগিল, কেহবা নালীশ করিল। বেচারা অদৃশ্যায়ী হইয়া গোয়ালপাড়া হইতে পলাইয়া ধুবড়ী হইয়া কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছে এমত জানিতে পারিলাম। মহাশয়! দেখুন ইনি কেমন ধূর্ত্ত!! এখন পুলিস দলের মধ্যেও এমন জুয়াচোর নিযুক্ত হয়!!!

ধুবড়ী ২৪ এ পৌষ ১২৭৩	আপনার বশম্বদ শ্রীমতিলাল লাহিড়ী

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুরসিদাবাদ
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ ১৩
„ „ ঠাকুরদাস সন কলুটোলা ৫॥
„ „ রাজীবলোচন রায় বহরমপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
„ „ গৌরচন্দ্রদাস বাজিতপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে চৈত্র ৩৮
„ „ প্যারীচরণ চৌধুরী মেদিনীপুর
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ ৭
„ „ সূর্য্যপ্রসাদ ঘোষ কাঁথি
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ ১৩
„ „ বৃন্দাবনচন্দ্র দাস বহরমপুর ৭
„ „ চন্দ্রমোহন ঘোষ ফরিদপুর
১২৭৩ পৌষ হইতে ফাল্গুন ৩৮
„ „ লোহারাম শিরোরত্ন বহরমপুর ১৩
„ „ দুর্গামোহন দাস কাঁন্দি ১৩।

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

নাগরিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন১২৭৩। ১৬ ই মাঘ। ১৮৬৭। ২৮এ জানুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

—:০:—

[illegible] রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতিলিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখাবার, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত হইতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

———

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে. যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই:—

[illegible]
[illegible] নং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা
০১৫৯১
০[illegible]৫৫
০৬৭৫৬
০১৫৬০
০[illegible]
০৬৭৬২ নং ৫০ টাকার হিং ৩০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার

চুটার বাকশা সবডিবিজনের ইনচার্য পুলিশ ইনস্পেক্টর।

———

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগায়রহ মহালওকক চারিআনির অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনু বোর্ডের আদেশানুসারী আগামী ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে মহলের বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ৭২৯৫।৵৫ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উসুলবাদে বাকি ১৬৯১।৶১ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরি

শেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১। ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক ফি শত ২৫ টাকা সরকারী বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওয়ালার নিরাপত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে. ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্ রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওয়ালা চারিআনির অন্তর্গত পরগণে খালিষপুর যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধারণে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞানুযায়ী আগামী ১৮৭১ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাটআবাদ খালিষপুর ও লাটকীর্ত্তি প্রসবপত্তনী ও বিল পাবনা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পত্তিত উদ্দেশে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহাল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৶৵৴ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উসুল বাদে বাকি ১৩৬১২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক ফি শত ২৫ টাকা সরকারি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওয়ালার নিরাপত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে খালিষপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্ রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নাগরাদির চিত্র সবলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

নিমুখারসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮৲

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই মাঘ সোমবার।

সর সিসিল বীডন লার্ড ক্রাণবোর্ণের পত্রের উত্তর দান ও ব্যবস্থাপক সভায় আত্ম পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার লিপিনৈপুণ্য আছে, অতএব তিনি আত্ম শুদ্ধির চেষ্টা পাইয়া দূরস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে আপনাকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে দুটী বিষয়ে এদেশীয়দিগের হৃদয়ে যে বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিয়াছে, তিনি সহস্র চেষ্টা পাইয়া ও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। প্রথম, বোধ হয় তাঁহার স্মরণ হইবে, তিনি যখন উড়িষ্যায় যান, তত্রত্য লোকেরা দুর্ভিক্ষের বিষয় তাঁহার গোচর করেন, তিনি দীর্ঘ প্রশস্ত এক বক্তৃতা করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছিলেন, আবেদন কারিরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে কোনক্রমে সাহায্য পাইবেন না। শেষে সেই গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন অথচ সম্যক্ ইষ্টলাভ হইল না। সর সিসিল বীডন তৎকালে করুণাশূন্যের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া যদি সাহায্যদান করিতেন এবং দারজিলিঙে না গিয়া ক্ষিপ্রহস্ততা সহকারে দুর্ভিক্ষ স্থানে তণ্ডুলাদি প্রেরণের উপায়বিধানে যত্নবান হইতেন, এত লোকের কি মৃত্যু হইত? একটা প্রদেশ কি অরণ্য প্রায় হইয়া যাইত?

দ্বিতীয়, তাঁহার অনবধানতা, অনভিজ্ঞতা ও প্রজার প্রতি মমতাশূন্যতা দোষেই গবর্ণমেণ্টের অসংখ্য অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়া গেল। আজিও সে ব্যয়ের শেষ হইতেছে না। কমিসন বসিয়াছেন। কেবল তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় না, এনিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আফিসও হইয়াছে। যদি দুর্ভিক্ষ প্রকোপের উপক্রমে তন্নিবারণ চেষ্টা হইত, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয় ও কমিসন নিয়োগের প্রয়োজন হইত?

গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সমুদ্র তুল্য, সমুদ্রের দুই কলস জল বাড়িলেই কি আর কমিলেই কি, তন্নিমিত্ত আমাদিগের তত ক্ষোভ জন্মিতেছে না, ক্ষোভ এই, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালে এক্ষণকার ন্যায় বাণিজ্য কার্য্যের ও যানবাহনাদির সুবিধা ছিল না, তাহাতেই দুর্ভিক্ষে লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, এক্ষণে সমুদায় বিষয়ের সুবিধা হইয়াছে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ অর্থ ব্যয়েও কাতর নহেন, তথাপি অনাহারের অসহ্য যন্ত্রণায় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ হইল! ইহাতে কি হৃদয়কে সুস্থির করিয়া রাখা যায়? আমাদিগের ধ্রুবজ্ঞান এই, বীডন সাহেব যদি প্রথমে গবর্ণমেণ্টের অর্থ রক্ষা অপেক্ষা প্রজার প্রাণ রক্ষা বড় জ্ঞান করিতেন, কখন এ অনর্থ আপতিত হইত না।

—০—

ইংলণ্ডে এদেশ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

আত্ম দুঃখ নিবেদন ও পরিবেদন করিয়াও যে জাতি ও যে গবর্ণমেণ্টের চিত্তকে আর্দ্র করা না যায়, তাদৃশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে দাস অতিশয় ভয়ঙ্কর, তাদৃশ গবর্ণমেণ্টের প্রজারা সহস্র বাহ্য সুখে সুখী হইলেও বাস্তবিক সুখী হইতে পারে না। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমরা তাদৃশ জাতি ও গবর্ণমেণ্টের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হই নাই। আমরা আত্ম দুঃখ নিবেদন করিয়া ক্রন্দন করিলে ইংরাজ জাতি ও ইংলিস গবর্ণমেণ্ট কর্ণ পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। তবে সকল বিষয়ে যে আমরা প্রতীকারের মুখ দেখিতে পাই না, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থসাধনার্থির বাস। অত্রত্য প্রধান পুরুষেরা অনেক সময়ে বিমোহিত হইয়া কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করেন। তত্তৎস্থলে একা ইংলণ্ড আমাদিগের আশা স্থান হইয়া উঠে। আমরা যদি আমাদিগের দুঃখ যথাযথরূপে তত্রত্য ইংরাজ জাতি ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারি, নিঃসন্দেহ দুঃখের প্রতীকার হয়। আমাদিগের অনেকবিধ দুঃখের স্বরূপ তাঁহারা জানিতে পারেন না। পার্লিমেণ্ট সভা ও ইংরাজ জাতির অগ্রে ভারতবর্ষের অনেক বিষয় অযথাযথরূপে বর্ণিত হয়। এখন যদি কেহ আমাদিগের পক্ষ হইয়া কিছু বলেন, সে কেবল তাঁহার দয়া করিয়া বলা হয়। সুতরাং তাহা তত কাজের হয় না। যাহার দুঃখ তাহার নিজে জানান আবশ্যক। তাহা হইলেই তাহাতে লোকের মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। অতএব এখান হইতে আমাদিগের প্রতিনিধি প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডে এক্ষণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি সভা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখান হইতে যিনি প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন, তিনি ঐ সকল সভার সভ্য অপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের লোকেরা এখানকার প্রতিনিধির বাক্য যেরূপ যত্ন ও আদর সহকারে শ্রবণ করিবেন, উল্লিখিত সভার সভ্যগণের বাক্য সেরূপে শ্রবণ করিবেন না। তাহার কারণ এই, যাঁহারা উল্লিখিত সভার সভাপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা তদর্থ এখান হইতে গমন করেন নাই, তাঁহারা কার্য্যান্তরে সেখানে আছেন, প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে সভাপদ গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য তত গুরুতর হইবে না। কিন্তু যিনি এখান হইতে প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন লোকে তাঁহার বিষয়ে এই বিবেচনা করিবে, ভারতবর্ষীয়েরা বিশেষ কষ্টগ্রস্ত না হইলে আর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই।

এখন প্রতিনিধির যোগ্য লোক পাওয়াও দুরূহ নয়। আমি আমরা বাবু কেশবচন্দ্র সেনকেই লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার নাম সম্ভ্রম হইয়াছে আমাদিগের কি কি দুঃখ আছে, তিনি তাহার স্বরূপ অবগত আছেন এবং বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন, তাঁহার এরূপ ক্ষমতাও আছে। অতএব তাঁহার যাওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি এখানে যে কাজ করিতেছেন, সেখানে গেলে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক কাজ করিতে পারিবেন। তাঁহার তথায় গমনের সুন্দর সময়ও উপস্থিত ইংলণ্ডের লোকেরা দুর্ভিক্ষের যথাযথ বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেছেন না, জানিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনাও অল্প। কেশব বাবু যদি ইহার স্বরূপ বর্ণন করিয়া লোকের মন আদ্র করিতে পারেন, উত্তর কালে এরূপ ঘটনা না হয়, তাহার উপায় হইতে পারিবে। এপিডেমিকে বাঙ্গলা দেশের চতুর্থাংশ লোক নিঃশেষিত হইল। এ পর্য্যন্ত এখান হইতে তাহার প্রতীকারের কোন সদুপায় হইল না, হয় ত সেখান হইতে হইতে পারে।

— —— —

সর সিসিল বীডনের অপক্ষসমর্থন।

১৯ এ জানুয়ারি শনিবার বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উৎকলের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করা হইয়াছে বটে কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, সর্ব্বসাধারণের নিকটে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে। উৎকলে অদ্যাপিও সহস্র সহস্র

... প দাতৃব্যের উপরে নির্ভর

... মী শস্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ

... তাহাদিগকে সাহায্য দিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কি করা উচিত, তিনি তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিনিধি সভা নহেন, ব্যবস্থাপকদিগের শাসনসম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং এস্থলে এ বিষয় উপস্থিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। অতএব সর সিসিল বীডনের বক্তৃতা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই উপেক্ষিত হইত, কেবল দুটি গুণের নিমিত্ত আদৃত হইতেছে। সে এই;—শাসনকর্ত্তৃগণ অপরাধী হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদিগকে সর্ব্বোচ্চ, সুতরাং সাধারণ মতের অগম্য বিবেচনা করিয়া আর সাধারণের বাক্যে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অপর, ব্যবস্থাপক সভা যে ক্রমে প্রতিনিধিসভা হইয়া উঠিবে, তাহার উপক্রম হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সর সিসিল বীডনের বিরুদ্ধে এই কয়েকটা অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে;—প্রথম, তিনি নিজে উৎকলে গিয়া লোকের কষ্ট স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও তাহা স্বীকার করেন নাই, এবং অল্পাজ্ঞ স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের অমূলক বাক্যে মোহিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, যখন স্থানীয় কর্ম্মচারিগণেরও দুর্ভিক্ষের বিষয় অপলাপ করিবার সামর্থ্য ছিল না, তখনও তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিয়া কষ্ট নিবারণের চেষ্টা না পাইয়া দারজিলিঙে গিয়া বাস করেন। তৃতীয়, বণিক সম্প্রদায় সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলে তিনি তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। চতুর্থ, ইংলণ্ডের লোকেরা চাঁদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কথায় লার্ড ক্রাণবোরণ লার্ড মেয়রকে তদ্ গ্রহণ নিষেধ করেন।

প্রথম অভিযোগের বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলেন নাই, বস্তুতঃ কিছু বলিবারও নাই। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ বলিয়াছিলেন মহাজন ও জমীদারেরা একবাক্য হইয়া শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য চাউল লুক্কায়িত করিয়া রাখেন। সেই লুক্কায়িত চাউল পরে বাহির হয় নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বিশেষ দূত সক সাহেব বলেন উৎকলে অন্ততঃ ১২ লক্ষ মণ চাউল না পাঠাইলে লোকের প্রাণধারণ করা ভার হইবে। লুক্কায়িত চাউল তবে কোথায় গেল? ১২ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন হয় কেন? ফলতঃ তিনি দুর্ভিক্ষের ভয়ানক ভাব এত অল্প বুঝিয়াছিলেন যে গত মে মাসে যখন চাপমান সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি স্বরূপ বলেন, সাধারণ চাঁদার প্রয়োজন নাই, তখন তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফণ্ডের ছয় লক্ষ টাকার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। পরে বণিক সম্প্রদায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনরলের নিকটে টেলিগ্রাম করিলে আর চারি লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অভিযোগের কোন উত্তর নাই। পীড়া ইহার উত্তর নহে। এমত কষ্টের সময়ে সহস্র পীড়া হইলেও রাজধানী ত্যাগ করা উচিত ছিল না। এক জন যথার্থ স্বকর্ত্তব্যপরায়ণ শাসনকর্ত্তা এরূপ স্থলে মৃত্যুও শ্রেয়ো জ্ঞান করিতেন। কলিকাতার বণিক সম্প্রদায় সাধারণ দুঃখের সময়ে যে প্রকার সাহায্য করেন, এমত কোন দেশের বণিগ্গণ করেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ, গত ঝড় এবং বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ বণিকদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু সর সিসিল বীডন তৃতীয় অভিযোগের প্রত্যুত্তর স্বরূপ বলেন বণিক সম্প্রদায়ের কথায় তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিবার কার্য্যে অনুমোদন করেন নাই। তখন আপনারা ব্যাঙ্ক দেউলিয়া

হয়, সাধারণ অর্থকৃচ্ছ্র উপলক্ষে সকলে বিরক্ত ছিলেন। তথাপি বণিক সম্প্রদায় সাধারণ চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা গবর্ণর জেনরলকে এই কথা টেলিগ্রামে বলিয়াছিলেন যত দিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষের ফণ্ডের ছয় লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকিবে তত দিন সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিতে সম্মত হইবেন না এবং গবর্ণর জেনরলও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে অবশিষ্ট চারি লক্ষ টাকা দিবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন। সর সিসিল বীডন এমত অবস্থায় বণিক সম্প্রদায়ের স্কন্ধে দোষ ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা পাইয়া অন্যায় করিয়াছেন। চতুর্থ অপরাধ তিনি স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং ইহার সমর্থন তুষ্টিকর হইবে সম্ভাবিত নহে। যখন এখনও কষ্ট রহিয়াছে এখনও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া চাউল প্রেরণ করিতে হইবে, তখন ইংলণ্ডে চাঁদা সংগ্রহ করা কি অপরামর্শসিদ্ধ ছিল? সর সিসিল বীডন ইংলণ্ডে চাঁদা বন্ধ না করিয়া আর একটা অনিষ্ট করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য মণ্ডলী বুঝিয়াছেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের দোষে ইংলণ্ডীয় লোকেরা চাঁদা দেন নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা কৃপণতা ও সমদুঃখ দুঃখতার অভাব বিবেচনা করেন। অতএব ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের একটী দোষও ক্ষালিত করে নাই বরং সর্ব্বসাধারণে এমত সময়ে এমত কথায় বিরক্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বক্তৃতার একাংশ সাধারণের বিশেষ মনোযোগের উপযুক্ত। এক্ষণে স্থির হইয়াছে উৎকলের তিন অংশের একাংশ লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কটকের অর্দ্ধেক লোক নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ২০০০ বলেন, কিন্তু আমরা জানি প্রায় ১০,০০০ মাতৃহীন শিশু সাধারণের দয়ার উপরে নির্ভর করিতেছে। মিসনরিগণও কতকগুলিকে প্রতিপালন করিতেছেন, ইংলণ্ডীয় মিসন ফণ্ড হইতে তাঁহারা আরও টাকা পাইবেন। তথাপি এই প্রশ্ন হইতেছে এম কল শিশুর বিষয়ে কি করা উচিত? ইহা ভিন্ন অদ্যাপিও তিন লক্ষ লোক সাধারণ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র ৪ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণ করিবেন। কয়েক মাসের মধ্যে আর ৮ লক্ষ মণ যাইবে। সাধারণ চাঁদা না হইলে এ টাকা অবশ্যই সাধারণ ধনাগার হইতে দিয়া সাধারণ কর ভার বৃদ্ধি করা হইবে। পিটর্সন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ভূমির কর বৃদ্ধি অথবা দরিদ্র আইন কোন মতে হইতে পারে না। উৎকলের জমিদারদিগের উপর বিশেষ করও অত্যাচার হইবে। সাধারণ চাঁদায় কি এত টাকা উঠিবে? আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, ইংলণ্ডে পুনর্ব্বার চাঁদার জন্য আবেদন করা হউক, সেখান হইতে আমরা অন্ততঃ ১৫ লক্ষ টাকার প্রত্যাশা করিতে পারি। এখানেও আর পাঁচ লক্ষ উঠিতে পারে। তৎপরে মিসন ফণ্ডের টাকা হইতেও প্রায় এক লক্ষ আসিবে। অবশিষ্ট টাকা সাধারণ ধনাগার হইতে দিলে চলিবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বণিক সম্প্রদায়ের সহকারী সভাপতি মনক্রিফ সাহেবের মত চাহিয়াছেন। এ সময়ে ব্যক্তি বিশেষের মতে কিছু করিতে পারিবে না। বণিক সম্প্রদায় ও ভারতবর্ষীয় সভার পরামর্শ আবশ্যক। ইহাঁরা হস্তার্পণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে পারিবেন না। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অনেক অপরাধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কষ্ট যখন যায় নাই, তখন তাঁহার সহায়তা করা কর্ত্তব্য। আমরা অনুরোধ করি তিনি সৎ ও সরলচিত্তে যাবতীয় বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করুন। সর্ব্বসাধারণের সহিত অকপট ব্যবহার না করিলে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর সিসিল বীডনের সাহায্য করিবেন এ আশা বৃথা।

—:০:—

নবনাটক ও তাহার অভিনয়।

শনিবার আমরা যোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই এম মুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত। দর্শকদিগের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপিও উৎকৃষ্ট হয় নাই। এজন্য গ্যালারি করা আবশ্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য চৌকি সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সম্মুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ, ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে। যত দিন গ্যালারি না হইতেছে, তত দিন আগন্তুকদিগকে এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ মিনিট কাল রেলওয়ে ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইবার ন্যায় গোলযোগ হইবে।

নবনাটকের গল্প এই, গবেশ বাবু এক জন পল্লীগ্রামস্থ জমীদার, তাঁহার প্রথম স্ত্রী সাবিত্রী সাবিত্রীতুল্য ছিলেন। সুবোধ ও সুশীল নামে দুটি রত্ন বিশেষ পুত্র ছিল। তথাপি ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। সপত্নীবিবাদ আরম্ভ

হইল। গবেশ বাবুর পুত্রেরা বিমাতার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এক জন মাতুলালয়ে অপর ব্যক্তি লক্ষ্ণৌরে গমন করিলেন। সাবিত্রী এক প্রকার পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহার অট্টালিকায় বাস গিয়া এক পর্ণ কুটীরে বাস হইল। এখানেও আন্তরিক যন্ত্রণা হওয়াতে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। গবেশ বাবুকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ দেওয়া হয়। তাহাতে তাহার পীড়া ও নানা প্রকার শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ হইয়া মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় পরিতাপ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধ লক্ষ্ণৌ হইতে হঠাৎ আসিয়া পিতার মৃত্যু ও মাতার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ সমাচার শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, সেই মূর্চ্ছাই শেষ হইল। গ্রন্থখানি বহুবিবাহের দোষ কীর্ত্তনার্থ রচিত হইয়াছে। এদেশের কৃতবিদ্যেরা আবেদন পত্র দ্বারা যে অনুরোধ করেন, গ্রন্থকার নটী ও নটের মুখ দ্বারা সকলকে সেই অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন নূতন লেখক নহেন। তাঁহার "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক এক্ষণকার অনেক নাটকের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক বিষয় লইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হয়, তাহার চির জীবনের আশা করা যায় না। নবনাটকের যে পরমায়ু অল্প, তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। সামাজিক কোন বিষয় বা দলের পোষকতা করিতে গেলে, প্রায় অযুক্তি ও অতিবর্ণন দোষ ঘটিয়া উঠে। বিশেষতঃ এদেশের গ্রন্থকারেরা অত্যুক্তিপ্রিয়। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের অনৈসর্গিক বর্ণনায় বিলক্ষণ প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং বর্ণনীয় ব্যক্তিগণের চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না। নবনাটক লেখক বিচক্ষণ লেখক হইয়াও এদোষের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। গবেশ বাবু নাটকের নায়ক, কিন্তু তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বাপর সঙ্গত হয় নাই। পুষ্করিণীর তীরে বিধর্ম্ম বাগীশ ও সুধীরের সহিত যে কথোপকথন হয়, তাহাতে গবেশ বাবু নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু পঞ্চমাঙ্কে তিনি যখন খেদ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় না। যথার্থ বিজ্ঞ ব্যক্তি দৈবাৎ বুদ্ধির ভ্রমে কোন অপকর্ম্ম করিয়া শেষে যেপ্রকার পরিতাপ করেন, গবেশ বাবুর পরিতাপ সেই প্রকার হইয়াছে। তিনি আক্ষেপ করেন, "এ কি? সেই সংসারের দশা এখন কি এই হয়ে উঠল? হা বিধাতঃ! সাবিত্রী তখন তখন আমাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। *** আমার সুবোধ ত অতি সুবোধ সন্তানই ছিল, তার গুণে আমার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল, সে অভিমানভরেই নিরুদ্দেশ হলো। *** এমন যে শোচনীয় অবস্থা আমার ঘটেছে তার কারণই ত আমি।" এত বয়সে যুবতী স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থ "নবীন জন সেব্য" বস্ত্র পরিধান, ও নিধুর টপ্পা কণ্ঠস্থ করা যে অন্যায় হইয়াছে, তাহার জন্য পরিতাপ হইতেছে। অথচ "যার জন্য এতদূর পর্য্যন্ত হলো সে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। "সেই আনন্দ শারিকাকে হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ" করিবার এত চেষ্টা হয়, তথাপি সে ধরা না দিয়া "কুমতি পক্ষ আশ্রয়" করিয়া "নিয়তই" উড়িয়া বেড়াইতেছে। ফলতঃ প্রথমে গবেশ বাবুকে যে প্রকার নির্ব্বোধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার যে নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার এমত আনন্দগর্ভ পরিতাপ সম্ভবিত নয়। অপর বিরোধ এই, গবেশ বাবু সুবোধের গুণ জ্ঞাত ছিলেন না এরূপ নয়, অথচ সুবোধ যে দিবস বাটী ত্যাগ করেন, সে দিবস ছোট গৃহিণী "ফুস ফুস" করিয়া কর্ত্তাকে কি বলিলেন, আর তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন, এতদ্দ্বারা সুবোধের প্রতি বিমাতৃহরণ দোষারোপ করা হয়, কিন্তু শেষে গবেশ আবার তাঁহার গুণ স্বীকার করেন। অপর অতিবর্ণন দোষ এই, চপলা সদ্য পরিচিত। মনের যে ভাব থাকুক না, সদ্যঃ পরিচিত ব্যক্তির নিকটে কোন স্ত্রীলোক বলেন, সপত্নীর ক্রন্দন সুমধুর সংগীত অপেক্ষাও মিষ্ট? গবেশ বাবুর শেষ অংশটিও ভাল হয় নাই। পাপের পরিতাপের সময়ে অতি পাষণ্ডেরও মন আর্দ্র হয়, কিন্তু গবেশ বাবুর উদর স্ফীত, তাহাকে জল প্রদান প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রোতৃগণ অনবরত হাস্য করেন।

অভিনয়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য অভিনয়ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীর অংশ উত্তম হইয়াছে এবং নাগর ও প্রামোর চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। রঙ্গভূমির নাগর যদি যাবতীয় যুবক কৃতবিদ্যের আদর্শ হয়, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। সুধীর পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী দাসীর অংশটী জঘন্য হইয়াছে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না ফিরঙ্গে রূপ ধারণ করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন? যে সুবোধ অভিমানে অনায়াসে দেশান্তরে গমন করিতে

পাবেন, তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক সাকল্যে বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।

কলিকাতা সপ্তত্রিংশ ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ ই মাঘ বুধবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা ভারতবর্ষের বহুল উন্নতির আশা করা যায়, এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতির আলোচনা করাতে আনন্দ লাভ আছে। সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয় নাই, তখন রামমোহন রায় এবং তাঁহার সহচর কয়েকটী ব্যক্তির হৃদয়েই এই ধর্ম্ম অবস্থিত ছিল। এক্ষণে এই ধর্ম্মের নাম ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইতেছে। ভারতের দক্ষিণ উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বভাগেই ইহার অনুমোদিত উপাসনা কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। শুদ্ধ পুরুষে নয়, এদেশের অবলাগণও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ দিগ্‌ দিগন্তে পর্য্যটন করিয়া ইহার অধিকার বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতবর্ষের এক মাত্র ধর্ম্ম হইবে। এখানে যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম এতাবৎ কাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ তাহার বিলোপদশাই লক্ষিত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে খৃষ্টিয়, মহম্মদীয় বা অন্য কোন পৌত্তলিক ধর্ম্ম স্থান পাইবার হইলে এতদ্দিনে তাহার প্রভাব দৃষ্ট হইত। কিন্তু ভারতক্ষেত্রে আর্য্যদিগের চিরসেব্য সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত বেশ ধারণ করিবে অতি স্বল্প কালের পরীক্ষাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য যে তাঁহারা স্বদেশীয় সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করিবেন না, তাহা হইলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তাঁহারা দেশীয় সদাচার ও সুনীতি সকল যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। যে সকল বদ্ধমূল কুসংস্কার ও পাপ তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, ক্রমশঃ অধ্যবসায় সহকারে তাহার উন্মূলনের চেষ্টা করুন, প্রত্যেকে জ্ঞানে উন্নত হইয়া আপন আপন চরিত্রকে সাধারণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ করুন, এবং যত দূর সাধ্য ঐক্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশের হিত সাধনে অগ্রসর হউন, যে উন্নতি হইয়াছে, আরও শতগুণ উন্নতি তদনুরূপ কাল মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবেন।

ব্রাহ্মদিগের বিশেষ ধীর ও শান্ত ভাবে আপনাদিগের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। নতুবা এই পরিবর্ত্তনের সময়ে চাপল্য প্রকাশ করিলে উপহাসাস্পদ হইবেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের কেহ অনুকরণও করিবেন না। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে হয়। হিতকর কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এক একটী ব্রাহ্মসমাজের তৎসীমান্তর্গত এক একটী স্থানের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অন্নছত্র প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা দেশের উপকার সাধন করুন। বালক ও যুবকদিগের চরিত্র যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হউন। ধর্ম্মালোচনা, সৎসঙ্গ এবং সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান যত অধিক হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপায় করুন। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আস্থা ও ভক্তি ব্রাহ্মের যেরূপ কর্ত্তব্য, সাধারণের কল্যাণ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনও সেইরূপ কর্ত্তব্য।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সর বার্টল ফ্রিয়ার।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলাংশে অদ্যাপি কলিকাতার তুল্য হইতে পারিতেছে না বটে এবং কোন কোন বিষয়ে মান্দ্রাজের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু ইহার নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্যের অন্তর্ভূত এক একটি বিভাগ স্বরূপ। ইহাদের নিজের স্বাধীনতা ও বিশেষ ক্ষমতা নাই, সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর ও তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টও ইহাদিগকে সামান্য দৃষ্টিতে দর্শন করেন—ইহাদের যথোচিত গৌরব বর্দ্ধন করেন না। বস্তুতঃ বর্ষে বর্ষে এক একটী পরীক্ষা ও উপাধিদান ক্রিয়া ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাদের অস্তিত্বের আর কি চিহ্ন উপলব্ধ হয়? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাধিধারীদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টই বা কি বিশেষ স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন?

এতদ্বিষয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে সমধিক সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। ইহা যে একটী স্বাধীন ক্ষমতা স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে থাকিবে এরূপ ভাবে সংরচিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর মহামতি সর বার্টল ফ্রিয়ারের অসাধারণ হিতৈষিতা ও বিদ্যোৎসাহিতাই এতাদৃশ মহৎ কল্যাণের নিদানভূত। তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্বিত এক সামান্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহার কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সুতরাং ইহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালীও স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। ইহাকে গবর্ণমেণ্টের

আদেশ ও নিষেধের বশবর্ত্তী এবং গবর্ণমেণ্টের লাভ ক্ষতি বিবেচনা স্থলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে ইহার কার্য্য কখন সুন্দর রূপে চলিতে পারে না, সুতরাং ইহার উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে এক একটী বিদ্যালয় কোন কোন ধনশালী ব্যক্তির আসবাব স্বরূপ হইয়া যেরূপ তুচ্ছ বস্তু দৃষ্ট হয়, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের আসবাব স্বরূপ হইলেও সেইরূপ হীনশ্রী হইবে সন্দেহ নাই।

সর বার্টল ফ্রিয়ার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন এবং যত শীঘ্র ইহা স্বতঃ কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিতে পারে এরূপ উপায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তবে যত দিন ইহা অক্ষম থাকিবে, তত দিন ইহার বলবির্দ্ধন ও উন্নতি সাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে। এই মহৎ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে ইহার মানমর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়, যাহাতে ইহা জ্ঞানোন্নতির এক মাত্র যন্ত্র স্বরূপ হইয়া দেশীয় সমুদায় লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, যাহাতে ইহা সারবান বৃক্ষ স্বরূপ হইয়া চিরকাল সুমধুর ফল প্রসব করিতে পারে, তিনি স্বীয় রাজকীয় ক্ষমতা দ্বারা তৎপক্ষে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি তত্রত্য কৃতবিদ্য যুবকদলের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যেরূপ সহস্রমুখে তাহাদিগের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এ প্রদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কথনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাঁদের ব্যবহার নিতান্ত উদাসীনবৎ।

সর বার্টল ফ্রিয়ার এক্ষণে স্বীয় পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক অভিনন্দনপত্র পাইয়াছেন। তদুপলক্ষে ভারতীয় শাসন বিষয়ে তিনি যে একটি সুমহান ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদার প্রকৃতির পরিচয় হইতেছে। তিনি ইংরাজদলের ভারতবর্ষ অধিকার জগদীশ্বর প্রদত্ত একটী গুরুতর ভার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তিনি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীন ও সক্ষম করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের মহৎ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ভারতবর্ষকে স্বাধীন, সক্ষম ও উন্নত করিয়া দেওয়া ইংলণ্ডের মহৎ কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। 'এই জন্য ইংলণ্ড জগদীশ্বরের নিকট দায়ী।' ভারতবর্ষীয়গণ এ প্রকার উদার বাক্য কদাচিৎ শুনিতে পান। তাঁহারা প্রীতির একান্ত বশীভূত। সর বার্টলের ন্যায় মহাত্মাদিগের নিকট তাঁহারা চির কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ। কিন্তু আমরা এ প্রদেশে অনেক ইংরাজের নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া বারংবার পরিতাপ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদিগের মতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পদানত থাকিবে, ইংলণ্ডের আপনার স্বার্থ সাধন জন্য ইহার সর্ব্বশোণিত শোষণ করিবার অধিকার আছে, ইহা দ্বারা ইংলণ্ডের লাভাংশ যদি না বৃদ্ধি হয় তবে ইহাতে প্রয়োজন কি? এরূপ হীনাশয়তা সুসভ্য ইংরাজদিগের কথন শোভাকর নহে।

যাহা হউক ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষকে জগদীশ্বর দত্ত একটি ভার বিবেচনা করিয়া ইহার মঙ্গল সাধনই একমাত্র লক্ষ্য স্থির রাখেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরবের চিরকীর্ত্তি নিদর্শন হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে ইংলণ্ড ও ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইবে, পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং রাজকীয় উদারতার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তে ইতিহাসের পত্র উজ্জ্বল করিতে থাকিবে। এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন, সংস্কৃত ও উর্ব্বর ভূমি, ইহা কখন চিরকাল হীনাবস্থায় থাকিবে না। যে বন্ধু বদ্ধ ও বিপন্ন ভাব হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া উন্নতির পথে নীত করিবেন, তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ ইহা কোনকালেই বিস্মৃত হইবে না।

কলিকাতা পুলিষের ১৮৬৫। ৬৬ অব্দের রিপোর্ট।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতার পুলিষের ১৮৬৫। ৬৬ অব্দের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। এ বৎসর কলিকাতার মধ্যে ৪ টি হত্যা একটা হঠাৎ হত্যা একটী বিষ দ্বারা হতজ্ঞান করিয়া চুরি, কয়েকটি গুরুতর আঘাত, ৭৪ টি সিঁদ ও ২৬৩১ টি চুরি হয়। পুলিষ যাবতীয় হত্যাকারিকে ধৃত করিতে পারেন নাই, এ জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পুলিষ কমিসনর আক্ষেপ করেন, নগর মধ্যে যত চুরি হয়, তাহার অধিকাংশের মকদ্দমা হয় না। কারণ হৃতস্ব ব্যক্তিগণ নালীশ করিতে চাহেন না, কিন্তু উপনগরের ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ড হয়। কলিকাতার যত দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহার অধিকাংশ যথার্থ অধিকারিদিগকে পুনঃপ্রদান করা হইয়াছে। এ বিষয়ে উপনগর অপেক্ষা নগরের পুলিষ অধিক কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আগ্রা জাহাজের যাবতীয় সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পুলিষ বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতায় যত লোককে বিচারার্থ সমর্পণ করা হয়, তাহার শত করা ৮০ জন এবং উপনগরের শত করা ৯১ জন দণ্ড পাইয়াছে। কমিসনরের প্রস্তাবানুসারে কনষ্টাবলদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে বিস্তর লোকে অল্প বেতন ও অধিক পরিশ্রম হেতু পলায়ন করিত, বেতন-বৃদ্ধি অবধি এ অনিষ্ট অনেক কমিয়াছে। বস্তুতঃ নগরের পুলিষ উপনগরের পুলিষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথার্থ পুলিষ যাহা কলিকাতায় আছে। মফস্বলের পুলিষের ত কথাই নাই।

কোনহাটির সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। মহাশয়! পূর্ব্বে আপনাকে যে বিক্রমপুরের কলবন্ত অভ্যদিগের অত্যাচারের বিষয় জানাইয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলোপভোগের সময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ এক দল ধৃত হইলে তাহারা অনেক সাফাই সাক্ষী মানে। সাক্ষিগণ সকলেই ভদ্র লোক। মুন্সিগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব "ভদ্রলোক চোরের সাক্ষী" এই সন্দেহ করিয়া তাহাদিগের (সাক্ষীদিগের) খানাতল্লাস করিবার আদেশ করেন। অনেকানেক সাক্ষী তাহাতে শঙ্কিত হইয়া আসিষ্টাণ্ট মহামতি লয়েল সমীপে উভয় দলই বদমায়েশ বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাহেব মহোদয়ের বিচারে দুরাত্মারা এক বৎসরের নিমিত্ত শ্রীঘর নিবাসের আদেশ পাইয়াছে। তিনি যে কেবল উহাদিগকে দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এমত নহে, অপর দলেরও ১৩ জন ধৃত করিয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছেন, দুর্ব্বৃত্তেরা নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরাগত হইলে উহাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিকতররূপে প্রকাশ পাইবে। ভবিষ্যতে আর উপদ্রব না হয়, এই জন্য আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বিশেষ মনোযোগ বিধান বিধেয়।

২। বাইন খাড়া নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ ঢাকা হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে টলীবাড়ী নামক স্থানে একটা আহত (বাওয়াল) শূকর তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্ষত বিক্ষত করে। তাঁহার সঙ্গে অপর দুই জন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা দৌড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। পরে তাহারা মৃতকল্প ব্রাহ্মণকে সোয়ারি করিয়া গৃহে লইয়া যায়। শুনিলাম সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অল্প শোচনীয় নয়!!!

৩। কয়েক দিন হইল, কানাই গাঁ গ্রামে এক চণ্ডালী উদ্বন্ধনে প্রাণবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। অনেকে বলেন, ব্যভিচারই উক্তরূপ আত্মহত্যার নিদান। মহাশয়! কতিপয় দিন যাবৎ আমরা কেবল আত্মহত্যার বিবরণই শুনিয়া আসিতেছি। কি হৃদয় বিদারক ঘটনা।

৪। ৩।৪ দিবস গত হইল, কাঁচাদিয়ার নিকটবর্ত্তী পদ্মা নদীতে প্রত্যুষ সময়ে এক মহাজনের নৌকায় দস্যুতা হয়। নৌকায় কোন বিশেষ দ্রব্য ছিল না, কেবল একটী সিন্দুকের মধ্যে ৮০০ টাকা নগদ ছিল। শুনিলাম মাল বোঝাই করিবার উদ্দেশেই ঐ নৌকা স্থানান্তরে যাইতেছিল। নৌকাতে ৭ জন মাল্লা ছিল। মাল্লাগণ দস্যুদিগের ভয়ে প্রস্থানপর হয়, কেবল এক জন মাত্র অন্তরীক্ষ কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। দস্যুরা তাহাকে দেখিতে পাইল না।

৫। কালীপাড়া, শাহাবাজনগর, কাঁচাদিয়া বটেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পশুবর ছাগ, মেষ, গো প্রভৃতি নিরীহ জন্তু নষ্ট করিতেছে। সৌভাগ্য এই এপর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে নাই। তত্তৎগ্রামস্থ লোকগণ শার্দ্দুল ভয়ে এককালে ব্যতিব্যস্ত।

৬। মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন কোন স্থানের কয়েক জন মুসলমান, পুলিষ মহাপুরুষদিগের বেশ ধারণ করিয়া নিকটবর্ত্তী লোকদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। শুনিলাম, পরে ধৃত হইয়া মুন্সীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে দুরাচারদিগের প্রত্যেকের ৩ মাস করিয়া শ্রীমন্দির বাসের আদেশ হইয়াছে। শাস্তি কিছু কম হইয়াছে।

৭। সম্পাদক মহাশয়! প্রায় দুই মাস গত হইতে চলিল এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার ফল বাহির হইল না। গতবারে তাহার কত পরে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া স্কলরশিপ পর্য্যন্তও বন্টন করা হইল। ৪। ৫ টাকা কি ১০। ১৪। ১৮ টাকার নিকট এতই অশ্রদ্ধেয় হইল? কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান নিতান্তই কর্ত্তব্য। অন্যথা দুর্ভাগ্য ছাত্রদিগের ক্ষতির সম্ভাবনা।

৮। মহাশয়! হঠাৎ ধান্য চাউল কেমন মহার্ঘ হইয়া উঠিল। কয়েক দিন হইল এখানে চাউল ২০। ২২ সের টাকায় পাওয়া যাইত। আজি কাল ১৫। ১৬ সের পাওয়া দুষ্কর। ধান্য ২৫ সের হইয়া উঠিয়াছে। বড়ই কষ্টের বিষয়। অনেকে ভাবী অকালের আশঙ্কা করিতেছেন।

কালনার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার জ্বরের বিষয়ে সব এসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র মহাশয় এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন। গত ভাদ্রমাস হইতে এখানে জ্বরের সঞ্চার হইয়া কার্ত্তিক মাসে প্রবল হয়। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে বার আনা জ্বরের রোগী। প্রতি ঘরেই দুই বা ততোধিক লোক জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে। জ্বরের প্রকার (ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার) অর্থাৎ পালাজ্বর, অধিকাংশই প্রায় এক দ্ব্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক জ্বরও দেখা যাইতেছে। কাহার কাহারও বিকারও হইতেছে কিন্তু অল্প। পূর্ব্বে ঐরূপ জ্বরে রোগী যেরূপ দুর্ব্বল হইত এবৎসর সেরূপ হইতেছে না। প্লীহা ও যকৃৎ খান কাস শোথ উদরী, কর্ণমূলী, মুখরোগ ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য প্রভৃতি উপদ্রবও ঘটিয়া থাকে। জ্বরের পর দুর্ব্বলতা ও রক্তের অল্পতা নিবন্ধন অনেক উপসর্গ হইতে দেখা যায়। ১৮৬৩ অব্দে এখানে যে এপিডেমিক হইয়াছিল তাহা রাজপুরুষদিগের অবিদিত নাই। তাহাতে অনেক গ্রাম ও বংশ উৎসন্ন প্রায় হইয়া গিয়াছে। ১৮৬৪ সালের শেষে এখানে এপিডেমিক কমিসনর আইসেন, তাঁহাদের অনুরোধে এখানকার সমস্ত পুষ্করিণী ও বনজঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তজ্জন্য ১৮৬৫ অব্দে এখানে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় নাই বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকলের পুনরাধিক্যে পুনরায় অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের শেষে জ্বর প্রবল হয়। সেই জ্বরের সহিত এ জ্বরের সৌসাদৃশ্য আছে। তাহাতে অধিক লোক পীড়িত হইয়াছিল ইহাতেও বহু লোক আক্রান্ত হইতেছে। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। অজ্ঞ লোকেরা বারম্বার জ্বর হওয়াতে মনে করে কুইনাইন সেবন করিলেই বুঝি ঐ রূপ হয়। কিন্তু জ্বরের যে স্বভাবই ঐরূপ তাঁহা অনুধাবন করিয়া দেখে না। বিশেষ না জানিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়।

প্রতিবৎসর গঙ্গার উভয় পার্শ্বে যে জ্বর হয় তাহা তত কঠিন হয় না, সুতরাং সামান্য চিকিৎসাতে রোগী আরোগ্য লাভ করে, তজ্জন্য মৃত্যুর সংখ্যাও অল্প হয়। দেখা যাইতেছে ক্রমে পশ্চিম দিকেই জ্বরের গতি হইতেছে। ৬৩ সালের এপিডেমিক কালনার নিকট গ্রাম কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবৎসর উহার পশ্চিম ৭।৮ মাইল দূর সাতগাছিয়া, মহিষডিঙ্গ, চীকাপুর চৌধরিয়া ও রোহার প্রভৃতি স্থানে বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতেছে। জ্বরের এমনি প্রভাব যে এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর স্থান একবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আর সে শ্রী নাই আর তেমন উত্তম বায়ু বহমান হয় না। ডাক্তর বাবু দুই দিবস নিয়ত ঐ স্থানে ভ্রমণ করিয়া রোগের লক্ষণ নির্ণয় এবং মৃতলোকের ও রোগাক্রান্তের সংখ্যা করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন ১৮৬৩ সালে কালনায় যে জ্বর হয়, এখানকার জ্বরের লক্ষণও ঠিক সেইরূপ। ঐ সকল গ্রামের অবস্থাও কিছু কিছু লিখিয়াছেন। সাত

বিবি ব্রেমনার নামে এক ইউরোপীয় স্ত্রীলোক জালচেক করিয়া আগরাব্যাঙ্ক হইতে তাহার স্বামীর নামে ৮৭৫০ টাকা বাহির করিয়া আনে সে চন্দননগরে পলায়ন করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকাতে মাজিষ্ট্রেট স্কোন সাহেব ফরাসী কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখিয়া স্ত্রীলোকটিকে পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন আগরার আগামী প্রদর্শনে নানা দেশ হইতে দ্রব্য আনয়ন করা হইবে। চীন প্রভৃতি দেশের দ্রব্য আসিবে। প্রদর্শকেরা বিক্রয় হয় কি না এই ভয়ে যদি দ্রব্য না প্রেরণ করেন তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রদর্শন করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট এজন্য বিনা সুদে এবং পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কোন নিয়ম না করিয়া সাহেবের হস্তে ৩০,০০০ টাকা দিয়াছেন। এটাকা যে উঠিবে তাহা পূর্ব্বেই বলা যাইতে পারে।

রেঙ্গুণ গেজেট বলেন ব্রহ্মদেশের রাজা বাব ভীর লৌহ ও কয়লার খনি ইজারা দিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই কথা বলেন ইচ্ছা হইলে এসকল দ্রব্য বণ্টনীবদ্ধ করিবেন। ব্রহ্মদেশে অদ্যাপিও সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হয় নাই। পাঙিও মিওয়ার বিদ্রোহী সৈন্যগণ অদ্যাপিও দৌরাত্ম্য করিতেছেন। রাজা যদিও বিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে অধিকতর সাহায্য পাইয়াছেন তথাপি নূতন সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই।

যদিও শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, তথাপি চাউলের মূল্য যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না। চম্পারণ প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ম্মূল্য রহিয়াছে। কলিকাতায় কয়েক দিবস সস্তা হইয়াছিল কিন্তু পুনর্ব্বার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সণ্ডার্স ইউলকে বলিয়াছেন বেরারে যাহাতে পিঠ ফুঁড়িয়া চড়ক পাক খাওয়া বন্ধ হয় সেই চেষ্টা করেন। রাজস্ব ইজারা দেওয়ার প্রণালীও উঠিয়া যাইবে।

১১ ই মাঘ বুধবার।

গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় পোষ্টমাষ্টর জেনরলকে মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও আসাম দর্শনার্থ গমন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক স্থানে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া ডাকের প্রণালী ও কি কি ত্রুটি আছে, তাহা অবগত হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা পাইবেন। আসামের ডাক প্রণালীর সংশোধন আবশ্যক।

২৭ ই ডিসেম্বর কমিসনর রবোহকেন জমীদারদিগকে আহ্বান করিয়া রূপদহ অবধি দেবপাড়া পর্য্যন্ত এক খাল করিয়া ভৈরব নদের স্রোত পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা থাকাতে জমীদারেরা তাহাতে সম্মত হইয়া যথেষ্ট টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া পবলিকওয়ার্ক বিভাগকে খাল খননের ব্যয়ের অনুমান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের হস্তিসংখ্যা অল্প হওয়াতে চট্টগ্রামের বন সমূহে এক খেদা করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন। চট্টগ্রামের জঙ্গলে অনেক হস্তী আছে। গবর্ণমেণ্টের হস্তী এত অল্প হইয়াছে যে বিস্তর ব্যয়ে মুলতান হইতে ১০০ হস্তী ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। মধ্যভারতবর্ষে সম্প্রতি ৪৭ টী হস্তী ধরা হয়। তথায় ক্রমশঃ হস্তিসংখ্যা কম হওয়াতে বিনা কারণে হস্তি বধ নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, নূতন পোষ্টআফিস বাটীর চতুর্দ্দিক ফাটিয়া গিয়াছে। পবলিকওয়ার্ক সেক্রেটারি কর্ণেল ডিকেন্স বলিয়াছেন এককালে ভগ্ন না করিলে শঙ্কা দূর হইবে না। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এক জন এতদ্দেশীয় সবইঞ্জিনিয়রকে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে না দিয়া পদচ্যুত করিয়াছেন। এটী অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। অন্ততঃ সবইঞ্জিনিয়রের কৈফিয়াৎ লওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কাহার দোষে এরূপ হইল ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করা উচিত। ইঞ্জিনিয়র আর কবিরাজ দুই সমান। কবিরাজ হত্যা করিলে কেহ কিছু বলিতে পারেন না. ইঞ্জিনিয়রেরা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলেও কিছু বলিবার যো নাই।

কলিকাতায় মাতৃপিতৃহীন শিশু আলয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ২০৫ টি শিশু আছে। ইহার মধ্যে ১৬৫ টির পাঁচ বৎসর অবধি দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স। গত ডিসেম্বর মাসে সমুদায় আলয়ের জন্য ৩৩৯॥ টাকা ব্যয় হয়। গত শনিবার এক সভা হইয়া মিস এ, পি, নীলকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে আলয়ের অধিষ্ঠাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। মিস নীল তথায় রাত্রি দিন থাকিবেন। ডাক্তর টনিয়ব ও পেইন শিশুদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিবার ভার পাইয়াছেন। তত্ত্বাবধায়িনী সভা মানস করিয়াছেন ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে শিশুদিগকে আপন আপন গ্রামে প্রেরণ করা হইবে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। আপাততঃ অন্ততঃ দুই জন সভ্যের মত না লইয়া নূতন শিশুকে গ্রহণ করা হইবে না।

১২ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে, তিনি কয়েক জন ইউরোপীয়ের কথা শ্রবণ করিয়া অনেক অবিচার করেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাৎসরিক বরণের যে বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের দুর্ভিক্ষের বিষয়ের বক্তৃতা নাই। তবে কি রিপোর্টারের ভ্রম? তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

গত কল্য বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া কার্য্যকারী সভার সভ্য দিগকে মনোনীত করা হইয়াছে। সিটনকার সাহেব সভাপতি, বাবু রমানাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি এবং দুই জন অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৫ জন সভ্য এই সভায় থাকিবেন। বাবু রমানাথ ঠাকুর যথার্থ বলিয়াছেন আপাততঃ ইউরোপীয় সভ্য যত অধিক থাকেন ততই ভাল, সামাজিক বিজ্ঞান আমাদিগের পক্ষে নূতন বিষয়। ইহার অনুশীলনে ইউরোপীয়দিগের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক।

উৎকলের জল সেচনকারী কোম্পানির ১১ ক্রোশ খাল হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহারা কেন্দ্রা পাড়ার খাল খুলিয়াছেন। ইহাতে ৬০,০০০ একার ভূমিতে জল সেচন হইবে। দুর্ভিক্ষের সময়ে এই কোম্পানি অনেক কাজ করিয়াছেন। এবং ইহাদিগের কার্য্যের উৎসাহ দিলে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ হইবে না।

১৮৬২ অব্দের ২৪,৩২৫ আইন অনুসারে প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ তিন বৎসর জেলার জজের কার্য্য করা আবশ্যক। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন বিভাগীয় কমিসনর জজের ক্ষমতা পালন করিলে তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ে আনয়ন করা যায় কি না? গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন যথার্থ জজের কাজ না করিলে এই উন্নত পদ হইতে পারে না, এবং ষ্টেটসেক্রেটারি ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেবকে চিরকাল চাকর কমিসনরের কাজ করিতে হইল। তাঁহার জন্যই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন সর বার্টল ফ্রিয়ার সংবাদ পাইয়াছেন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ফিটজারলড সাহেব বোম্বাইয়ে আসিবেন।

১৩ ই মাঘ শুক্রবার।

অদ্য রাজপুরের বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইল। এই দুইটী বিদ্যালয়ই ভবানীপুরস্থ মিত্রদিগের যত্নে স্থাপিত এবং অতি সুশৃঙ্খলরূপে চলিয়া আসিতেছে বঙ্গবিদ্যালয় হইতে প্রায় বৎসর বৎসর বালকগণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে অতি অল্পকাল মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের আশাতীত উন্নতি লাভ হইয়াছে বিদ্যালয় দ্বয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পেইন সাহেব অতি উৎসাহী। পারিতোষিক দানোপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব ও বিবি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বালকবালিকাগণের উন্নতি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বসা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ এক দিবস বালিকাগণের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও এই উপলক্ষে তাহাদিগকে রূপার ফুল ও নানাবিধ খেলনা পুরস্কার দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বৎসর বি. এল, পরীক্ষায় ৪১ জনের মধ্যে ২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জন। এম এল, পরীক্ষায় ১২ জনের মধ্যে ৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন

এত দিন কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত উপনগর সকলেই জুয়া খেলার দণ্ড বিহিত ছিল, গত ১৯ এ জানুয়ারি ব্যবস্থাপক সভায় অনরেবল আস্লি ইডেনের প্রস্তাবে এই আইন বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সর্ব স্থলে চলিত হইতে পারিবে।

১৪ ই মাঘ শনিবার

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর লার্ড নেপিয়র ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

দুর্ভিক্ষ কমিসনরেরা ফেব্রুয়ারি মাসের ২ রা রেবিনিউ বোর্ডে অধিবেশন করিয়া ঐ বোর্ডের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি চাপম্যান সাহেব প্রভৃতির সাক্ষ্য লইবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার	সিক্কা	৮৭—৮৭
৪ "	কোং	৮৭৸০—৮৭৸৵০
৫ "	কোং	১০৫—১০৫
৪॥০ "	কোং	১১০॥০—১১০॥৵০

উদ্ধৃত।

“ গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম।

(তত্ত্ববোধিনী)

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্ম জন-সমাজ অধিকার করিয়াছিল তৎসমুদায়ই বেদ-মূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বেদোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা ইহাকে অতি কঠোর দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। বৌদ্ধেরাও আপনাদিগের ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তৎকাল প্রচলিত বেদোক্ত ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিত। এই কারণে বৌদ্ধদিগের সহিত বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়। ঐ সময় উভয় পক্ষই আপনাদিগের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত বহুল গ্রন্থ প্রচার করেন। যাহাতে এই ধর্ম্মের বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দর্শন শাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্রের পর কতকগুলি পুরাণ প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা সেই সমস্ত পুরাণের মধ্যে গণেশ পুরাণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়টী সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত গণেশ পুরাণের উপাখ্যান ভাগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গণেশ পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহা একখানি উপপুরাণ। এই পুরাণ দুই কাণ্ডে বিভক্ত। ইহার উভয় কাণ্ডেই গণেশের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পুরাণে গণপতি বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে কোন স্থলে ধ্যান ও কোন স্থলে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাল্পনিক পূজা পদ্ধতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

এই পুরাণে প্রসঙ্গত গৃৎসমদের উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। গৃৎসমদ বিদর্ভদেশের * রাজা ভীমের পৌত্র। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই রাজা পুত্রের অভাবে বংশরক্ষা হইল না দেখিয়া সংসারে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করেন। তথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার আদেশানুসারে দেব প্রধান গণেশের আরাধনা করেন। [illegible] দেবতার প্রসাদে মহারাজ ভীমের রুক্মাঙ্গদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা ঐ পুত্র মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক মৃগের অনুসরণক্রমে গন্তব্য পথ বিস্মৃত হইয়া এক মহর্ষির পর্ণশালায় উপনীত হন। ঋষি-পত্নী রাজার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার কোন অসৎ অভিসন্ধি প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজকুমার তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তিনি তাহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র ভীমতনয় রুক্মাঙ্গদের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ঐ মহর্ষিপত্নীর কুটীরে উপস্থিত হন। এই ছদ্মবেশী ইন্দ্র হইতেই গৃৎসমদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনেকে কহেন যে ভীমতনয় রুক্মাঙ্গই তাঁহার জন্মদাতা।

একদা গৃৎসমদ মগধ দেশে কোন যজ্ঞোপলক্ষে গমন করেন। তথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জারজ বলিয়া বিলক্ষণ অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কএকটি মুনির সহিত নিরন্তর পরমাত্মার রূপ গণেশের ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে গণেশ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাধান্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও পুষ্পক বন প্রদান করেন।

এক দিন গৃৎসমদ পুষ্পক বনে ধ্যান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে একটি বালক তাঁহার নিকটে আগমন করিতেছে। পরে সেই বালক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, তপোধন! দেবতা আমাকে আপনার নিকট সমর্পণ করিলেন, এক্ষণে আপনি আমার রক্ষক হউন। গৃৎসমদ বালকের এই বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করত গণেশোপাসনার নিমিত্ত ধ্যানের শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বালকও গুরূপদিষ্ট ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে গণেশকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিভুবন পরাজয় করিবার বর প্রার্থনা করে। গণেশ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস শিবের অস্ত্র ব্যতিরেকে আর কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না। আমার বর প্রভাবে তোমার লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিনটি পুরী হইবে এবং তুমি দেহান্তে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে।

এই বালকটি ত্রিপুরাসুর। এই অসুর বর লাভে [illegible] ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিল। দেবতারাও তাহার ভয়ে হিমালয়ের এক গহ্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ দুর্দ্দান্ত অসুর যজ্ঞাদি সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক অধিকার করিয়াছিল। পরিশেষে কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি ক্রমে উহাও অধিকার করে। এই অবসরে মহর্ষি নারদ কথিত দেবগণের নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই ত্রিপুরাসুর ধ্যান করে

গণেশকে প্রসন্ন করিয়া এই রূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি অসুর নির্দিষ্ট উপাসনা প্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে গণেশ তোমাদিগের উপরও প্রসন্ন হইবেন। অনন্তর দেবতা ও অন্যান্য ঋষিগণ নারদের এই বাক্যে সম্মত হইয়া ধ্যান বলে অবিলম্বে গণেশকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। গণেশও তাঁহাদিগের দুর্দশা দূর করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এক ব্রাহ্মণের বেশে ত্রিপুরেশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অসুর রাজ! তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিমিত্ত লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী প্রস্তুত করিয়া দিই। পরে তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ ক্রমে ঐ তিন পুরী প্রস্তুত করিলে অসুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন গণেশ কহিয়াছিলেন, কৈলাসে যে চিন্তামণি নামক গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাই আমার এই পরিশ্রমের প্রকৃত পুরস্কার। অতএব তুমি আমাকে তাহাই আনয়ন করিয়া দেও। তখন অসুরেশ্বর মহাদেবের নিকট এই বলিয়া এক দূত পাঠাইয়াছিল যে, যদি তুমি সেচ্ছাক্রমে আমাকে চিন্তামণি প্রদান কর, ভালই, নতুবা আমি বল পূর্ব্বক তাহা লইয়া আসিব। মহাদেব এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনি তাহার বল বিক্রমে পরাভূত হইয়া হিমালয়ের গুহা মধ্যে পলায়ন করেন। তখন ত্রিপুরাসুর জয়লাভে দর্পিত হইয়া চিন্তামণির মন্দির ভগ্ন করিয়া ঐ দেবতাকে উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিল। এদিকে নারদ মহাদেবকে অসুরের নিকট পরাভূত ও বংপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জয় লাভার্থ গণেশের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। মহাদেবও গণেশের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রিপুরাসুরও আপনার সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করে। পরিশেষে সে মহাদেবের ভুজ বলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

এই উপাখ্যানে রূপক ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর নূতন উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকল উচ্ছেদ করিয়াছিল। এই পুরাণের চতুর্থিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে ত্রিপুরাসুর সমুদায় দেবগণ ও ঋষিদিগকে পরাজয় করত যজ্ঞ ভূমি, পুণ্যক্ষেত্র, দেবালয়, ধার্ম্মিকদিগের আশ্রয় স্থান ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন করে। তাহার ভয়ে স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং বেদের আলোচনা রহিত হয়। আমরা যখন মহাবংশে অশোক রাজার জীবন চরিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই যে তিনি যখন বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহা হইতে এই রূপ কতক গুলি অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে রূপে পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়া কলাপ উচ্ছিন্ন করে, অসুর কৃত এই কার্য্যের সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা এই রূপ প্রতিপাদিত হইতেছে যে গৃৎসমদ কালক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বেদের মধ্যে স্বহস্তে যে সমস্ত দেবতার স্তুতিবাদ রচনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আর তাঁহার কিছু মাত্র ভক্তি ছিল না। কারণ ত্রিপুরাসুর তাঁহারই শিষ্য। ত্রিপুরাসুর দেবতাদিগের প্রতি যে রূপ অত্যাচার করে, তাহা তাঁহারই শিক্ষিত, সন্দেহ নাই।

দেবতা দিগের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ ও তাঁহাদিগের স্তুতি গান বেদোক্ত ধর্ম্মে উপাসনার উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রথিত আছে। কিন্তু গৃৎসমদও ত্রিপুরাসুর ধ্যানই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন গৃৎসমদ মগধ দেশে মুনিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধ্যান দ্বারাই গণেশকে প্রসন্ন করেন এবং ত্রিপুরাসুর ও তাঁহার শিষ্য হইয়া উপাসনার ঐ রূপ প্রণালী অবলম্বন করে। বৈদিক উপাসনায় প্রার্থনা প্রধান ছিল। বেদ অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে ধ্যানের প্রথা কিছু মাত্র প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধেরাই উহা প্রচলিত করিয়া যায়। গৃৎসমদ ও ত্রিপুরাসুরের এই উপাসনা প্রণালী দেবতারা কিছুই জানিতেন না, নারদ গিয়া তাঁহাদিগকে ইহার বিষয় অবগত করেন, এবং ইহা তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বিষয় সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণকে মুক্তি বলিয়া থাকে বৈদান্তিক মুক্তি [illegible] এক প্রকার। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে এই রূপ মুক্তির ভাব লোকের মনে উদিত হয় নাই। লোকান্তরে বৈষয়িক সুখই সাধারণের প্রার্থনীয় ছিল। কেহ সূর্য্যলোকে কেহ বা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিবে, দেবগণের নিকট এই রূপই প্রার্থনা করিত। কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর মহাদেবের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া গেল, এই বাক্য দ্বারা বৌদ্ধমতে মুক্তির যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

গৃৎসমদের স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি ঐ বালকটিকে দত্তক পুত্র রূপে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগের একটী চিহ্ন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিবাহাদি কিছুই করেন না এবং একটী দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, গ্রন্থকার কৌশলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত এবং উন্নতি ও অবনতি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং বেদের সূক্তকার গৃৎসমদ যে বৈদিক ধর্ম্মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাও বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।"

উদ্ধৃত।

(প্রভাকর)

"হাকিম ও দুর্ভিক্ষ।

জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! বঙ্গদেশ এক্ষণে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়াছেন। ভারতবর্ষ এখন যে রাজসভার করতলে, সেই সমদর্শী রাজ সভা এদেশের বিপদ মোচনে কায়মনে যত্ন করেন, কিন্তু যাঁহাদিগের দ্বারা কার্য্য হইবে, তাঁহাদিগের অনেকগুলি হিমাচলের ন্যায় স্থির এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর। কলিকাতার দমকলগুলি যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে অবশেষে আসিয়া কয়লা নির্ব্বাণ করে, কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী তেমনি কার্য্যে কুশল দমকল স্বরূপ! যে সকল শান্তিরক্ষক দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্রের তত্ত্বাবধান ও সাধ্যমত সাহায্য দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি না, তাঁহারা অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন সন্দেহ নাই। মান্যবর বীডন সাহেব দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়কালে পীড়িত ছিলেন, দুই দণ্ড স্থির হইয়া কলিকাতায়ও থাকিতে পারেন নাই, উড়িষ্যা প্রভৃত মফস্বলেও যাইবার শক্তি ছিল না। কিন্তু [illegible]

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(শুক পক্ষি ছলে আত্ম দুঃখ প্রকাশ)

হে চারু স্বর্ণ পিঞ্জরবাসি শুক পাখি!
নতশিরে কি ভাবনা করিছ একাকী?
পূর্ব্বের সে সুখ কিহে হৃদয়ে তোমার
করিতেছে, উদিত হইয়া, তিরস্কার?
মৃদুল পবন কিহে কহিতেছে কাণে,
লয়ে যেতে বসন্তের প্রমোদ উদ্যানে?
সাধিছে তমাল শাখা তাহে কি বসিতে?
সুধার সদৃশ ফল ভক্ষণ করিতে?
পড়েছে কি মনে চারাসুত পরিবার।
তাই দুটি নয়নেতে বহে নীর ধার?
প্রকৃতির চারুভূষা করি দরশন,
কত সুখ সম্ভোগ করিতে অনুক্ষণ।
বেড়াইতে স্বাধীন ভাবে শাখায় শাখায়,
হাসাইতে বনস্থলী ললিত ভাষায়।
কভু সরসীর কভু তটিনীর নীর,
সুধায় তোমার প্রাণ করিত সুস্থির।
করিতে কতই খেলা প্রেয়সীর সনে,
কাছে কাছে মুখে মুখে নয়নে নয়নে।
উচিত প্রেমের উৎসে সুখরূপনীর,
পাইতে হে কতরূপে প্রশংসা বিবিধ।
তপনের তাপে পান্থ সন্তাপিত হয়ে,
করিত শান্তির সেবা তরুর আশ্রয়ে,
বসি শাখে তুমি তাকে শুনাইতে গীত,
জন্মাইতে তার মনে অপ্রমেয় প্রীত।
সে ভাবিত প্রতি ধ্বনি ধ্বনিত যখন,
হইত সে কাননেতে অমৃত বর্ষণ,
সখাচয় তোমার অধম সন্তানে,
মিলাইত সুস্বর সে সুস্বরের সনে।
নিশাকালে বনস্থলী প্রশান্ত হইয়া,
শুনিতেন তব গীত মনোনিবেশিয়া।
ঝিল্লীর সুস্বরে কর্ণ করিয়া অর্পণ,
করিতেছে কতমত সুখ আস্বাদন।
নিশান্তে উষার শোভা, আনন্দে দেখিতে,
পুলকিত-হৃদয় হয়ে ললিত গাইতে।
এহেন পূর্ব্বের সুখ হৃদয়ে তোমার,
প্রদান করিছে কিহে যাতনা অপার।
ভাবিছ কি আশাদায়া সুতের মিলনে।
বসিতে হে পুনরায় সুখ সিংহাসনে?
সোনার পিঞ্জরে আছ, সোনার বাটিতে
রয়েছে পানীয় তব, খাদ্য চারি ভিতে,
[illegible] তাহে সুখ কিছু আছে কি তোমার?
[illegible] কিছু নাই জেনেছি হে সার।
বেঁধেছে তোমার পদ দাসত্ব শৃঙ্খল,
বৃথা খাদ্য বৃথাতব স্বর্ণপাত্রে জল,
বাহির হইতে নার পিঞ্জর হইতে,
হতেছে নিয়ত তোমা বন্ধনে কাঁদিতে।
সন্তাপে এদুঃখ যদি হয়েছে তোমার,
তবে ত নিশ্চয় তুমি বান্ধব আমার।
এখন আমার দুঃখ তোমায় বলিব,
হে পাখি! বিরলে দুই সখায় কাঁদিব।
রয়েছ হে তুমি যেই দুঃখের অধীন,
জ্বলিতেছি আমিও সে দুখে দিন দিন।
অধীনতা নিগড়েতে বেঁধেছে চরণ,
তোমার মতন করি পিঞ্জরে রোদন।
করিছে মনের জ্বালা মনেতে গোপন
বাহ্য দৃশ্যে লোকে বলে সুখী এই জন।
অন্তর অনলে কেহ দৃষ্টি নাহি রাখে,
জানে সেই মম সম যদি কেহ থাকে।
বুঝিবা জীবনরবি দুঃখ কারাগারে,
অস্তমিত হবে, মগ্ন করি অন্ধকারে।
(পরকাল সত্য হলে) না জানি তখন,
পাইতে কিরূপ শাস্তি করিব গমন।
বিশ্বাধিপতির করি নিয়ম লঙ্ঘন,
করিয়াছি কত পাপ স্মরিব যখন,
তখন কিরূপ মন হবে ভয়ঙ্কর,
ভাবিয়া দেখিলে হয় হৃদয় কাতর।
কতকালে বন্ধন ঘুচিবে আমাদের;
করিতে কি চিন্তা, পাখি! পার সেকালের?
বোধ হয় পার না, কারণ এই তার,
পাখিহে আমার মত অবস্থা তোমার।
যাহলো এবার তায় দুঃখ আর নাহি,
দীননাথ! তবপদে এই ভিক্ষা চাহি,
যদ্যপি আবার ভবে হয় জনমিতে,
দাসত্ব শৃঙ্খল যেন না হয় পরিতে।

কস্যচিৎ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার বসু — সাহেবগঞ্জ
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত — ৭
" " আনন্দনাথ লাইব্রেরি রামপুরবোয়ালিয়া
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ — ১৩
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — মাদিপোতা
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ — ৭
" এফ, মেকিন সাহেব — কৃষ্ণনগর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর — ১৩
দর্পণবা বঙ্গ [illegible] সম্পাদক মহাশয় — ৭
" গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালীঘাট ১৩
" " সূর্য্যনাথ সরকার ভবানীপুর — ১০
" " পরেশনাথ চৌধুরী ইন্দ্রপুর — ১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷৷০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মণিঅর্ডার, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

বাঙ্গলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত [illegible]

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১২ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। সন ১২৭৩। ২৩এ মাঘ। ১৮৬৭। ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাঁহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতিলিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

—

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহাল ওকফ জারিজানির অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণায় অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ৭২৯৫।৵৫ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩১ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উক্তসবাদে বাকি ১৬৩১।৶১ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭। ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি শত ২৫ টাকা সরকারী বাবে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বাকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাবে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকুল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার জায় খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকফের নিরাপত্য স্বত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখিবেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক গ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়াখ মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সরত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন

দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিংকালেক্টর
যশোহর।

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওকফ চারিটেবিলের অন্তর্গত পরগণে খালিসপুর যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাটআবাদ খালিষপুর ও লাট-কীর্ত্তি প্রসবপত্তনী ও বিল পাবনা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্ভূত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহাল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৶৴৮ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্যন্ত উক্ত মহালে বাকি ১৩৬২৷৷২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭ সালের ৩১ এ মার্চ পর্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি শত ২৫ টাকা সরঞ্জামি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সংখ্যায়ী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং বক্যায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকফের নিরাপত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে খালিষপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া বা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহালি করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিবেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সমাচার যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনাজরের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের মতে আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার যেকদার ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

—০০—

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

—:০:—

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা

—।০—

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুনকি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার ফি কুনকি প্রতি ২০ টাকা হারে মাহুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবেক।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস নমনাতলা। ১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } শ্রীযুক্ত জে, এফ, টুইডি সাহেব ডেপুটী কমিসনর

১৮৬৮ অব্দের ইউনিভার্শিটি এণ্ট্রান্সকোর্শের দুরূহ পদ্যের পদানুবাদ, ধাতু, প্রত্যয়, সমাস, কারক ও ব্যাখ্যা সম্বলিত অর্থ পুস্তক (কী) মুদ্রিত হইয়া ফর্ম্মা ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি ফর্ম্মার মূল্য ৴০ এক আনা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ "ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীরামসর্ব্বস্ব শর্ম্মা।
পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরির তৌজি নং ৪৬ জেলা বগুড়ার ষ্টেসন লালবাজারের অধীন লাট অনন্তপুর বাহার সদর জমা ৬৫৮ ২৴১১ পাই।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর উক্ত জমীদারী বর্ত্তমান বর্ষের বিগত পৌষ কিস্তির ২০৬০ টাকা মাল গুজারী বাকীর নিমিত্তে আগামি ৫ ই ফাল্গুন নীলাম হওনের বিজ্ঞাপন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক, তাহা অবিদিত নহে, কিন্তু পশ্চাৎ লিখিত কয়েক বিষয় উল্লিখিত বিজ্ঞাপনে অপ্রকাশ থাকিবেক, এপ্রযুক্ত বর্ণনা করিতেছি, যথাঃ ১৭ মৌজায়, মোট ১৮ হাজার ভূমির সংখ্যা এবং চালনী নিরোধ, দ্বিতীয় এই ভারতবর্ষ মধ্যে উক্ত মহাল ভিন্ন আর কোন স্থানে গাঁজা উৎপন্ন হয় না। এতদ্ভিন্ন ইক্ষু হরিদ্রা সরিসা ইত্যাদি নানাবিধ লভ্য জনক ভূমি উৎপন্ন হয় তাহা খরিদ করণেচ্ছুক মহোদয়গণের, অবগত্যার্থে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল

জেলা দিনাজপুর ১০ ই মাঘ। ১২৭৩ } শ্রীসফদর হোসেন খাঁ

১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত দমদমার "মাগুফ্যাক্চরিঙ ডিপো" কারখানাতে করারমত সামান্য দ্রব্য সকল যোগাইবার প্রার্থনা শিল মোহর করিয়া আগামী ৯ ই মার্চের মধ্যে পাঠাইলে দমদমার "মাগুফ্যাকচরিঙ ডিপোর" অধ্যক্ষ কমিসরী অব অর্ডিনান্সের গ্রাহ্য হইবে।

দ্রব্যজাতের তালিকা, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে পশ্চাৎ তাঁহাদের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি, যেরূপ প্রার্থনা প্রেরণ করিতে হইবে এবং করার পত্রের ফারম, যাহা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে করার কারিকে ১ এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প বসাইয়া স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিতে হইবে—এই সকল বিষয় রবিবার এবং পর্ব্বাহ ব্যতীত প্রত্যেক দিন "মাগুফ্যাকচরিঙ ডিপো" কারখানার আফিসে প্রার্থীদিগকে দেখান যাইবে।

প্রার্থনা সকল দুইখান করিয়া এবং ইংরাজীতে লিখিতে হইবে। যে প্রকার দ্রব্য যোগান হইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য অক্ষর ও অঙ্কপাত দ্বারা লিখিতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর জেনারল অব অর্ডিন্যান্স প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অতি সামান্য প্রার্থনা অথবা যে প্রার্থনা বিশেষ বর্ণনার সহিত দেওয়া না হইবে, অথবা প্রার্থনায় যে যে দ্রব্যের মূল্য আতরিক্ত অধিক বোধ হইবে তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। প্রার্থনার সহিত স্বীকৃত দ্রব্য মূল্যানুসারে শত করা ২॥০ টাকা ডিপজিট দিতে হইবে, করারপত্র সিদ্ধ অথবা প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ঐ ডিপজিট প্রত্যর্পিত হইবে।

১৮৬৭ অব্দের ১১ ই মার্চ মধ্যাহ্নে মাগুফ্যাকচরিঙ ডিপো আফিসে কমিসারী অব আর্ডিনান্স প্রার্থনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন। প্রার্থী ব্যক্তিরা উপস্থিত হইতে আহূত হইতেছেন।

মাগুফ্যাক্চরিঙ ডিপো আফিস্ দমদমা ২৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ } আর, এফ, সুইণ্ লেপ্টেনণ্ট কমিসারী অব অর্ডিনান্স।

—:০:—

চিৎপুরের রাস্তার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত ও সংস্কৃতাদি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	।৴০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	।৴০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

—

বারাসাত পরগণার অন্তর্গত লাট খাড়িয়া আমার পত্তনী তালুক বিক্রয় করিব, তাহার হস্তবুদ ২০১৯॥৴৭ টাকা তন্মধ্যে ১৪৬০।৴৭ টাকা রাজস্ব বাদে ৫৫৯৸৴ টাকা মুনফা আছে, এক্ষণে ক্রেতৃ মহাশয়েরা আমার কাশীপুরের বাটীতে ১৫ ই ফাল্‌গুনের মধ্যে তত্ত্ব করিলে বিস্তারিত জ্ঞাত হইতে পারিবেন

কাশীপুর গনকো ওরির পূর্ব্ব— } শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। পটোলডাঙ্গা বিদ্যারত্নসভার গলি ১৫ নং লাইব্রেরিতে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীরঘুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার প্রভৃতিকে

বিজ্ঞাপন

করা যাইতেছে, যে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুরের নাবালকী ষ্টেট সংক্রান্ত রূপপুর নামক জঙ্গলের শাল কাষ্ঠ নিজ রূপপুর মোকামে ১৮৬৭ সালের ১১ ই মার্চ তারিখ সোমবার দিবসে নীলাম করা যাইবে।

২০ ইঞ্চি বেড়ের পরিমাণের আনুমানিক ৩০০০০ ত্রিশ হাজার বৃক্ষ আছে, এবং অনুভব হইতেছে যে রেলওয়ে স্লীপার কি হাল্‌কা কড়ি আদির কার্য্য ঐ কাষ্ঠে চলিতে পারে।

খরিদদারের সুবিধার জন্য ১২ টী পৃথক পৃথক লাট করিয়া জঙ্গল বিক্রয় করা যাইবে। প্রত্যেক লাটে গড়ে ৩৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, নিলাম ধার্য্য হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের ডাকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে আমানত করিতে হইবে, আর মূল্যের বাকী টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানতি টাকা জমা হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত মিয়াদ গতে অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা নাবালকের ষ্টেটের বস্তু গণ্য হইয়া পুনঃ নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার ও কাষ্ঠের মহাজন ও অন্য অন্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া অধিকন্তু যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয় তাহা শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নের স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা বীরভূম সিউড়ি ৩১ এ জানুয়ারি ১৮৬৭। } এ ভিউস স্মিথ মেনেজার ষ্টেট হেতমপুর।

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ মাঘ সোমবার।

জয়পুর ধর্ম্ম নির্ণয় সভা।

আমাদিগের এক আত্মীয় জয়পুরে গমন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় লইয়া তত্রত্য মহারাজের প্রজার সহিত যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তিনি (আত্মীয়) তাহার আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিয়াছেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক সোমপ্রকাশে প্রচারার্থ লিখিয়া দিয়াছেন। পাঠকগণ তাহা স্থানান্তরে দর্শন করিবেন।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমাদিগের সন্তোষ ও অসন্তোষ উভয়ই জন্মিল। সন্তোষের কারণ এই, সম্প্রদায়ী লোকেরা ধর্ম্মের নামে যে যুক্তি ও ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ও সাধুজনবিগর্হিত আচরণ করিয়া থাকেন, মহারাজ তাহার শাসন করিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনধিকারী নহেন। কিন্তু তিনি যে রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্রমূলকতার অনুসন্ধান ও তত্তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট হইলাম। এটী রাজধর্ম্ম নয়। প্রজারা শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া পুরুষ পরম্পরা যে ধর্ম্মের সেবা করিয়া

আসিয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদ পরিপূরিত হইলেও দণ্ড দান দ্বারা রাজারে তাহার সংশোধন চেষ্টা বিধেয় হয় না। সে চেষ্টা করিতে গেলে রাজার গোঁড়ামী হইয়া উঠে। রাজার ধর্ম্মবিষয়ে গোঁড়ামী বহু অনর্থের মূল। যে যে রাজা এরূপ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং অসুখিত হইয়াছেন, এবং প্রজাদিগকে যার পর নাই অসুখিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাস অন্বেষণ করিলে ইহার বহুতর প্রামাণিক উদাহরণ পাওয়া যায়। রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট কাণ্ড লইয়া ইউরোপে কি তুমুল ও অন্যায় কাণ্ড না হইয়াছে? এই নিমিত্ত বিজ্ঞ বিবেচক রাজারা প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। মহান্ আকবর এ বিষয়ে উদাসীনবৎ ব্যবহার করিয়া অবিনশ্বর যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা কহেন না। রাজা যদি প্রজার ধর্ম্মগত ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিতে যান, তাহা হইলেই প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, ও তন্মূলক বহুতর অনর্থ ঘটিয়া উঠে। ইংরাজ জাতি যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানেরা স্বীয় ধর্ম্মকে ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করেন না। তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মকে মুক্তির সোপান বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কি বিধেয় হয়? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যদি হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন, জয়পুরের মহারাজ তখন অসুখিত হইবেন কি না এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। যদি অসুখিত হন, তাঁহার হস্তক্ষেপ নিবন্ধন রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন অসুখিত হইয়াছেন, তাহাও অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। যে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করে, যাহাতে তাহার নিয়মাদি নিবদ্ধ থাকে, সেই তাহার অবলম্বনীয় শাস্ত্র। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অথবা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের তাহাতে আস্থা না থাকিলেই যে তাহা অপ্রমাণ হইল, এমন নিয়ম নয়। বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্রে তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতির প্রসঙ্গ নাই, তাই বলিয়া কি তন্ত্রশাস্ত্র অপ্রমাণ হইবে? এ যুক্তির অনুসারে রামানুজাদি সম্প্রদায়ের লোকদিগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি মন্বাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত না হইলেও তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা বহুকাল অবধি সেইরূপ করিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের মতানুসারে তাহার প্রমাণ প্রয়োগাদিও আছে, অতএব জয়পুরের মহারাজ তাহাদিগকে উদ্বেজিত করিয়া ভাল করেন নাই। এখনই তাঁহার এবিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।

-:০:-

মোক্তারী পরীক্ষা।

মুরশিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, তত্রত্য জজ সাহেব নিয়ম করিয়াছেন, মধ্য দলের যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী না জানেন, তিনি তাহাদিগকে মোক্তারী পরীক্ষার মনোনীত করিবেন না। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরকের মতে মত দিতে পারিলাম না। জজ সাহেব যে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাই উত্তম কল্প। যে ব্যক্তি ইংরাজী জানেন তাহাকে মোক্তার করিলে এই লাভ হইবে, লেখাপড়া জানেন এমন এক ব্যক্তিকে মোক্তার করা হইল। অশিক্ষিত গাঁইট কাটা অপেক্ষা সে ব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। শিক্ষিতেরা যদি অসৎপথাবলম্বী হয়, তথাপি অশিক্ষিতদিগের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, জজ সাহেবেরা যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজীজ্ঞকে মনোনীত না করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে অনুসন্ধান করিয়া মনোনীত করুন। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা যদি আদালতে মান ও লাভ দেখিতে পান মোক্তারী পদ স্বীকারে উন্মুখ হইবেন সন্দেহ নাই। দিন দিন প্রবেশিকাদি পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব ইহাঁরা জজ সাহেবদিগের দুর্লভ হইবেন না। এই সকল ব্যক্তি মোক্তারী পদ গ্রহণ করিলে, আদালতের ধর্ম্মনীতিঘটিত বিলক্ষণ উন্নতি লাভ হইয়া উঠিবে। সদ্বিচার হইবারও অনেক সম্ভাবনা হইবে সন্দেহ নাই। অসৎ মোক্তারেরাই সৎ বিচারের এক প্রকার প্রতিবন্ধক। তাহারা অর্থি প্রত্যর্থিকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি শিখাইয়া দেয়। তাহারাই অর্থি ও প্রত্যর্থির ক্রোধাগ্নিতে উত্তেজক বাক্যরূপ আহুতি প্রদান করে। তাহাতেই মকদ্দমার এত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা মোক্তারী পদ গ্রহণ করিলে এ সমুদায় বিষয়েরই অবনতি দিন দিন নয়নগোচর হইবে সন্দেহ নাই।

নীলকর হস্তে জমীদারী ইজারা দেওয়া।

“নীলকর পীড়িত প্রজা” এই স্বাক্ষরের একখানি পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, তাহা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। পত্রপ্রেরকেরা বলেন, এদেশের জমীদারেরা নীলকরকে যে জমীদারী ইজারা অথবা পত্তনি দেন, সেটি অতিশয় অন্যায়। আমরাও পত্রপ্রেরকদিগের বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। নীলকর বলিয়া কেন, যাহার হস্তে জমীদারী ইজারা দিলে প্রজাপীড়ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া [illegible] অনুচিত। [illegible]

[illegible] দিতেন, [illegible] স্বাধীনতা হরণকারী বলিয়া প্রশংসিত হয় ? এ জমীদার অসৎ ব্যক্তিকে জমীদারী ইজারা দেন, তিনি প্রজাবৎসল নহেন, ইহাই বলিয়া দেওয়া হয়। ইজারদারদিগের প্রজার প্রতি প্রায় স্নেহ থাকে না। তাহারা স্বার্থসাধনার্থই ব্যগ্র হয়, সুতরাং প্রজার হিতাহিত চিন্তার অবসর পায় না। যে ব্যক্তি প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য হইল, সে যে অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া প্রজার নিকট হইতে অর্থ দোহন করিবে তদ্বিষয়ে সংশয় কি ? এই নিমিত্ত ভদ্র ও প্রজাবৎসল জমীদারেরা প্রায়ই অসৎ ব্যক্তিকে জমীদারী ইজারা দেন না। ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বহস্তে ভারতবর্ষের ভার গ্রহণ, ইহার একটী মহত্তর দৃষ্টান্ত। যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ভারতবর্ষ ইজারা ছিল, তখন প্রজারা অনেক অংশে দুখী ছিল, তথাপি ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহ হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী মনে করিলেন, কোম্পানি প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, তাহা না হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইল কেন ? এই অনুমান করিয়াই স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন। এটী উচিত কার্য্যই হইয়াছে। যাঁহার বিষয়, তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান না করিলে কখন তাহার সম্যক্ উন্নতি হয় না। কলতঃ যাঁহারা পীড়ন [illegible] জমীদারী [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অসত্য জমীদারী ইজারা [illegible] তাঁহাদিগের উচিত [illegible] উত্তীর্ণ হইলে আর ইজারা না [illegible] এক্ষণ আর [illegible] ভয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইজারা, তাই [illegible] [illegible] [illegible] প্রদেশের সর্ব্বা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। এক্ষণে আর তাঁহাদিগের সে আধিপত্য নাই। মহানুভব প্রাতঃস্মরণীয় তাহাদিগের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়া রাখিয়া দেশের একটী মহোপকার করিয়া গিয়াছেন।

সর সিসিল বীডনের রিপোর্ট।

দুর্ভিক্ষ কমিসনর রিপোর্ট দিবার পূর্ব্বেই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন আত্ম সমর্থন নিমিত্ত এক রিপোর্ট লিখিয়াছেন। আমরা তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। লার্ড ক্রাণবোর্ণ এক পত্র লিখিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই দোষ দেন তিনি সাধারণ লোক দুঃখ চিৎকার শ্রবণ করেন নাই, যে সময়ে এক এক তা [illegible] চাঁদা করা উচিত ছিল, যে সময়ে তিনি প্রজার হস্তে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষের আপনিই টাকা দিয়া তাঁহাদিগকে চাঁদা [illegible] [illegible] দেন নাই এবং সামান্যতঃ এই বিপদকালে দুরণীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিসনরের রিপোর্টের পূর্ব্বে এই পত্র খানি প্রকাশ করা উচিত ছিল কিনা ইহার [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত করা যায় না। এ পর্য্যন্ত সর সিসিল বীডনের [illegible] [illegible] [illegible] উচিত ছিল।

সর সিসিল বীডন কেবল নিজের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ইহার আরম্ভে [illegible] [illegible] ও [illegible] সংবাদ [illegible] তাঁহার বিরুদ্ধে যে অপরাধ [illegible], অর্থাৎ যাহা দর্শন করিয়া লার্ড ক্রাণবোর্ণ তাঁহার উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক [illegible] [illegible] [illegible]। স্থানীয় কর্ম্মচারি [illegible] ও রেবিনিউ বোর্ড আপনাদিগের দোষ আপনারা ক্ষালন করিবেন। তবে [illegible] সর সিসিল বীডন ভারত [illegible] [illegible] জীবনের প্রধান অংশ [illegible] [illegible] হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় পদত্যাগের সময়ে এ প্রকার কলঙ্ক তাঁহার মনে গ্লানি করে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সহজে তাঁহার দোষ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

সর সিসিল বীডন বলেন, ১৮৬৫ অব্দের ২১এ অক্টোবর তিনি কটকের কমিসনরের এক টেলিগ্রাম দ্বারা অবগত হন কার্ত্তিকমাসে বৃষ্টি না হওয়াতে ফসল একবারে নষ্ট হইয়াছে। চাউল টাকায় আট সের বিক্রীত হইতেছে এবং দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়াছে। পর দিবস তিনি বলেন দোকানদারেরা যোগ করিয়া দোকান বন্ধ করিয়াছিল, পুনর্ব্বার দোকান খোলাতে চাউল পাওয়া যাইতেছে। ২৩ এ অক্টোবর সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া তিনি অবগত হন সাধারণে ফসল নষ্ট হইয়াছে, অতএব অনুসারে কটকের কমিসনরকে এ বিষয়ের বিস্তারিত রিপোর্ট করিতে বলেন। কমিসনর বলেন অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মহাজনেরা আপনাদিগের লাভের জন্য প্রকৃত অনিষ্ট আরও অধিক করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। এই প্রকার নদীয়া, ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগের কমিসনরদিগকে রিপোর্ট করিতে বলা হয়। ৩১এ অক্টোবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর রেবিনিউবোর্ডের নিকটে বিশেষ রিপোর্ট চাহেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতে বলেন। ২৭এ অক্টোবর কটকের কমিসনর বলেন অন্নকষ্ট ক্রমশঃ অধিক হইতেছে, দোকান বন্ধ, বালেশ্বরেও ভয়ানক কষ্ট। তথাপি বলা হয় “মহাজনদিগের হস্তে এত চাউল আছে যে দুই বৎসর পর্য্যন্ত লোকের আহার চলিবে”!!! নবেম্বরের আরম্ভে ভাগলপুর, নদীয়া, রাজসাহী ও পাটনা বিভাগের কমিসনরেরা কষ্ট স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা এত অধিক বলেন নাই যে পূর্ত্তকার্য্যে লোকদিগকে নিযুক্ত করা

যায়। এসময়ে কটকে টাকায় ছয় সের চাউল বিক্রীত হইতেছিল, কমিসনর টেলিগ্রাম করেন গাঞ্জামের সহিত চাউলের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। কটকে চাউল অতি কষ্টে পাওয়া যাইতেছিল। ১৪ ই নবেম্বর কমিসনর পুনর্ব্বার রিপোর্ট করেন, চিল্কা হ্রদের উভয় পার্শ্বে লোকে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু অন্য অন্য বিভাগে এরূপ না হওয়াতে কমিসনর বলেন সাধারণ ধনাগার হইতে সাহায্য দিবার প্রয়োজন নাই, জলসেচন কোম্পানির কার্য্যে বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ২০ এ নবেম্বর অন্ন কষ্টের জন্য কটকের কৃষিপ্রদর্শন বন্ধ হয়। ২৫এ হুগলীর প্রদর্শন স্থগিত হইল। ২৫ এ নবেম্বর রেবিনিউ বোর্ড রিপোর্ট প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলেন অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হইয়াছে, কোন কোন স্থলে ইহারও কম হইয়াছে। লোকের বিশেষতঃ কৃষকদিগের কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই। সমুদায় বঙ্গদেশে শস্যের মূল্য অধিক হইয়াছে তাহা বোর্ড স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন পূর্ব্ববাঙ্গলায় প্রচুর ফসল হইয়াছে। সেই চাউল সর্ব্বত্র যাইতেছে। অতএব তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে হস্তার্পণ করিয়া "স্বাধীন বাণিজ্য ও বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়ম" ভঙ্গ করিতে বলিতে পারেন না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এই মাত্র কর্ত্তব্য স্থির করেন যে সকল স্থানে লোকদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে তথায় গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগকে উৎসাহ ও কার্য্য দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। জলসেচন কোম্পানির কার্য্যে কটক ও মেদিনীপুরের লোকের যথেষ্ট সাহায্য হইবে, তারকেশ্বরীর রেলওয়ের শাখার কার্য্যে সম্বল ও পাটনার দরিদ্রগণ যথেষ্ট সাহায্য পাইবে। তবে গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগকে [illegible] প্রদর্শনের জন্য খাসমহলের প্রজা [illegible] দিতে থাকুন। যদি যথার্থ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে সাধারণ দাতব্যের উপরে নির্ভর করাই উচিত।"

এগুলি সর সিসিল বীডন নিজে স্বীকার করিয়াছেন। নবেম্বরমাসে এত কষ্ট হয় যে পূর্ত্তকার্য্য ও শস্য দিয়া স্থানে স্থানে সাহায্য করিবার আবশ্যক হয়। উৎকলে যে কষ্ট হইতেছিল তাহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। টাকায় ছয় সের চাউল দরিদ্র লোকেরা কখন ক্রয় করিতে পারে না এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়ম অর্থাৎ "উচ্চ মূল্য ও প্রচুর শস্য" এস্থলে কিছুই খাটে না, যেহেতুক যথার্থ সৌভাগ্যের সময়ে উচ্চ মূল্য ক্রমশঃ হয়। যেখানে টাকায় ৪০ সের চাউল সচরাচর বিক্রীত হয়, তথায় শস্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য না হইলে এককালে পাঁচগুণ মূল্য হয় না। অতএব যাঁহার সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারও বিবেচনা করা উচিত শস্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বারম্বার বার্ত্তাশাস্ত্র ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল বণিকদিগের ষড়যন্ত্র অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়। দুই মাস পর্য্যন্ত কি ইহা থাকিতে পারে? ৩০ সেরের স্থানে ছয় সের হইলে আর কোন বণিক চাউল রাখিয়া থাকেন? গবর্ণমেণ্ট নিজে রপ্তানী না করুন তাঁহাদিগের দেখা উচিত ছিল, উৎকলে চাউল যাইতেছে কি না? রেবিনিউবোর্ড সাধারণো বলেন পূর্ব্ববাঙ্গলা হইতে চাউল যাইতেছে, কিন্তু কয়েক নৌকা বালেশ্বরে ভিন্ন আর কোথায়ও যায় নাই। আমরা গবর্ণমেণ্ট ও রেবিনিউবোর্ডকে এ কথার অলীকত্ব প্রমাণ করিতে বলিতেছি।

ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্র সমূহ চিৎকার আরম্ভ করেন। আমরা আপনারা [illegible] এক বোর্ড [illegible] যে [illegible] সম্বাদ ও [illegible] দুর্ভিক্ষের [illegible] সার্কিয়াও, চাউল রপ্তানী ও দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে নিষিদ্ধের প্রস্তাব করি। ইহা বার্ত্তাশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ন্যায় জানিতাম। কিন্তু বিশেষ বিষয়ে বিশেষ উপায় আবশ্যক। সময় বুঝিয়া কাজ করিতে পারা যথার্থ বুদ্ধিমানের কার্য্য। নেপলিয়ন যুদ্ধের সময়ে সুযোগ পাইলেই সামরিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কাজ করিতেন। অকারণে নিয়ম ভঙ্গ করা যেমন দোষ, তাদৃশ বিপদ দেখিয়া কেবল নিয়মের অনুরোধে তাহার অতিক্রমণ না করা তেমনি দোষ। স্পেনের এক জন রাজার যে ভৃত্যের অগ্নি নির্ব্বাণ করা কাজ ছিল সে না থাকাতে ধূমে মৃত্যু হয়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বার্ত্তাশাস্ত্র লইয়া সেই দশা ঘটিয়াছে। শেষে কোথায় বার্ত্তাশাস্ত্র রহিল? সেই গবর্ণমেণ্টকে কি শেষে নিশ্চিন্ত করিয়া চাউলের ব্যবসায় করিতে হইল না? পূর্ব্বে ইহা করিলে ১৫ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত না। তিনি যথাসময়ে সংবাদ পান নাই এ বাক্য অমূলক, তাঁহার সমর্থনে এ কথা প্রমাণ করে না। যখন লোকে প্রাণ ত্যাগ করিতেছিল, তখন তাহা দেখিয়া যে ব্যক্তি 'মহাজনদিগের ষড়যন্ত্র' বিশ্বাস করেন, তাঁহার স্বপক্ষ সমর্থন কি? প্রত্যক্ষ কষ্ট, সংবাদপত্রের চিৎকার ও কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টের পরস্পর [illegible] ঐক্য লক্ষিত হয়, তখন [illegible] শাসন কর্ত্তার অন্ততঃ এক জন [illegible] লোককে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করা উচিত ছিল।

যথাসময়ে চাউল প্রেরণ করিলে অনেক লোকের জীবন রক্ষা হইত। [illegible] [illegible] করিয়া তাঁহার নামে [illegible] হইয়াছে। অবেম্বরের প্রারম্ভে [illegible] সাহেব চাউল [illegible] প্রার্থনা করেন। কিন্

বোরণ কোম্পানি আপনাদিগের ঘরে গোপনে চাউল লইয়া যাইতে চাহেন। অনন্তের কোম্পানি নিজ ব্যয়ে কিছু চাউল লইয়া যান। তাঁহাদিগের এজেণ্ট কর্ণেল রওলি ও বুথবি সাহেব ঐ প্রস্তাব করেন। সর অর্থর কটন এজন্য মহাজিদ করিয়াছিলেন। সর সিসিল বীডন স্বীকার করিয়াছেন মার্চমাসে গবর্ণর জেনরল নিজে এজন্য জিদ করেন, কিন্তু (তাঁহার সর সিসিল বীডনের) কথায় এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। সংবাদপত্রে ত প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত সাহায্যদানের কথা লিখিত হইতেছিল। এমত অবস্থায় যে শাসনকর্ত্তা তথাপি চুপ করিয়াছিলেন, তাঁহার যে কার্য্য অতিশয় অন্যায় হইয়াছে, সে কথা কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? ফেব্রুয়ারি মাসে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর উৎকলে গমন করেন। যাবতীয় লোক অনাহার নিবন্ধন কষ্টের বিষয় জানাইলেন, কিন্তু তিনি বর্দ্ধিত ভূমির কর ও বার্ত্তাশাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন।। কমিসনর রেবনসা ওহাবিদিগকে ধৃত করেন, অতএব তিনি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ন্যায় বার্ত্তাশাস্ত্রে দক্ষ, তিনি উৎকলের চাউলের গোলারও সংবাদ রাখিয়াছিলেন। তিনি মহাজনদিগের ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট হইলেন।। ২৮ এ মার্চ অবধি ১৪ ই মে পর্য্যন্ত এই প্রকার কেবল পত্র লেখালিখিতে যায়। সর অর্থর কটন কয়েকখানি নৌকা নিয়মিতরূপে নিযুক্ত করিয়া চাউল প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন তাহা বৃথা হইল। তৎপরে রেবনসা সাহেব নিজে বলিলেন জেলের কয়েদি ও সৈনিকদিগের আহার পাওয়া যাইতেছে না, চাউল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ভূটান যুদ্ধের অবশিষ্ট কলিকাতায় ৪০০০ মণ আটা ছিল, তাহা বালেশ্বরে প্রেরিত হইল। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এতকাল এদেশে আছেন, অতএব তাঁহার জানা উচিত ছিল উৎকলে চাউলই লোকের আহারদ্রব্য। বালেশ্বরের কালেক্টর চাউল চাহিয়াছে এই ৪০০০ মণ আটা তাম্রপুরে প্রেরিত হয়। ১৭ ই মে দুই জাহাজ চাউল বালেশ্বর ও কারস পইন্টে প্রেরিত হয়। ৪ ঠা জুন জাহাজ কটকে পহুছে, ২০ এ জুন তাহা তীরে উঠে। এই সময়ে প্রত্যহ শত শত লোক রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিতেছিল। বর্ষাকাল আরম্ভ হয়, বহু চাউল যায় তাহার তৃতীয়াংশ সমুদ্রে জলমগ্ন হয়। যে কিছু সাহায্য নগরেই হইয়াছিল। মফস্বলের বিশেষ কষ্ট নিবারিত হয় নাই। "চাউল প্রেরণ করা উচিত কি না? যদি উচিত হয় তবে কি প্রকারে প্রেরণ করা হয়?" লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যদি বোর্ডের সহিত এইরূপ বৃথা পত্র লেখালিখিতে সময় অতিবাহিত না করিতেন, তাহা হইলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইত। এক দিনের যুদ্ধে ২০,০০০ লোক হত হইলে তাহা সহ্য হয়, কিন্তু অনাহারে মৃত্যু দর্শন হৃদয় বিদীর্ণ করে। যথাসময়ে চাউল প্রেরণ করিলে ইহার অধিকাংশ ঘটিত না। এ দোষ যদি সর সিসিল বীডনের না হয় তবে আর কাহার হইবে?

সর সিসিল বীডন এক স্থানে বলিয়াছেন, আহারদ্রব্য অপেক্ষা টাকারই অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কটকের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র ইহার বিপরীত বলেন, আর টাকাই বা কোথায় যথেষ্ট দেওয়া হয়? ১২ ই এপ্রেল কে ও অবই ভিন্ন এপ্রসঙ্গে প্রস্তাব করেন, সাধারণে চাঁদা করা উচিত। লাইকস কোম্পানি ইতিপূর্ব্বে চাঁদা করিয়াছিলেন। মিসনরিগণ যথাসাধ্য সাহায্য দিয়াছিলেন। ৩০ এ বণিক সম্প্রদায় গত দুর্ভিক্ষের ছয় লক্ষ টাকা এক সাধারণ সভার হস্তে দিতে বলেন। সম্প্রদায় চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, তখন এমন অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত যে গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা থাকিতে সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিবেন না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ প্রস্তাবের বিচারার্থ করিয়াছেন, কিন্তু বণিক সম্প্রদায় তাহার বিপরীত বলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগের বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন। বণিক সম্প্রদায়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ৯ ই জুলাই তাঁহারা প্রত্যুত্তর পান, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে সাধারণ চাঁদার প্রয়োজন নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছয় লক্ষটাকা দ্বারা তিনি রেবেণিউবোর্ড ও রেবেন্সা সাহেব দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার মানস করেন। কিন্তু মার্চ অবধি জুলাই পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ কষ্টের আতিশয্য হয়, এবং প্রত্যহ শত শত লোক "অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছিল।" সর্ব্বসাধারণে যখন দেখিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দ্বারা কিছু হইবে না, তখন কলিকাতার সভার অধ্যক্ষ হগ সাহেব কার্য্যতঃ রেবেণিউ বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সাহায্যের কাজ সভার হস্তে আনিলেন। এ সময়েও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে সভার মতে কাজ করিতে দেন নাই। এ প্রতিবন্ধকতার জন্য বিশেষ অসুবিধা ঘটে। হগ সাহেব লণ্ডনের লার্ড মেয়রের নিকটে সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাম করেন। লার্ড মেয়র তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কয়েক দিবসের মধ্যে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা আসিত। কিন্তু সর সিসিল বীডন বলেন, সাহায্যের প্রয়োজন নাই, লণ্ডনে চাঁদা হইল না।। সেই চাঁদার জন্য এক্ষণে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল এবার নিজে প্রার্থী, কিন্তু যথাসময়ে হইলে কত জীবন রক্ষা পাইত। দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা স্বচক্ষে কষ্ট দেখেন, তাহাতেই সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সর সিসিল বীডন দার্জিলিঙ্গে বসিয়া ভিন্ন

রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার কেবল ঔদাসীন্য নহে, ইহাতে প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি বলেন, "আমার যত দূরসাধ্য করিয়াছি, আমার চেষ্টায় আর এক জনেরও প্রাণরক্ষা হইত না।" লণ্ডনে চাঁদা হইলে কি তাহা হইত না? এ জন্য অভাব পক্ষে বিংশতি সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এদোষ কাহার? সর সিসিল বীডনের আর এক দোষ এই, যে সাহায্য বিতরণের জন্য তিনি যথেষ্ট লোক দেন নাই। মাকনীল সাহেবকে বিশেষ মাজিষ্ট্রেট করিয়া বালেশ্বরে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কটকের মাজিষ্ট্রেট বারংবার দুই জন ডেপুটী কালেক্টর প্রার্থনা করিয়া পান নাই। বারলো সাহেব উৎকলের অবস্থা উত্তম জানিতেন। কটকের কালেক্টরের সে গুণ ছিল না। ইহার উপর তাঁহার হস্তে বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিস্তর কাজ দেওয়া হয়। তিনি এক জন সহকারী মাজিষ্ট্রেট পান বটে, কিন্তু এক জন ডেপুটী কালেক্টর স্থানান্তরিত হন। সর্ব্বসাধারণ বারংবার বলেন, এক জন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ককে কটকে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু তাহা বৃথা হয়। বালেশ্বরে বিস্তর লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন। যে কয়েক জন এতদ্দেশীয় চিকিৎসক প্রেরিত হন, তাঁহারা যথোচিত কৃতি করিতে সমর্থ হন নাই। এ বিষয়ে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ইহার সমর্থন করিতে গিয়া অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

সর সিসিল বীডন সংবাদ পত্রের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা এই মাত্র বলি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার প্রতি যে কথা বলা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্যের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মিনিটের সর্ব্ব স্থানে গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়, কিন্তু সংবাদ পত্র লইয়া কথা হইবা মাত্র তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, সংবাদ পত্রসমূহ তাঁহাকে যথাসময়ে সংবাদ দেন নাই, এ জন্য তিনি ইংলিসম্যান, পেট্রিয়ট, ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে উক্ত পত্রসমূহের সম্পাদকেরা উত্তম প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। সোমপ্রকাশ প্রথমতঃ সংবাদ দেয়, তাহা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু ইহাতে যখন বার্ত্তা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব করা হয়, তখন যে বিশেষ বিপদ ঘটিয়াছে এটি যে তিনি বুঝেন নাই এই বড় আক্ষেপ।

সর সিসিল বীডন দারজিলিঙে পীড়ানিবন্ধন গমন করেন, পীড়া হইলে কোন ব্যক্তিকে পাঠান অনুচিত, এ জন্য আমরা তাঁহার দোষ দিতে চাহি না। কিন্তু বিপদ পড়িলে যদি শাসনকর্ত্তা অশক্ত হন, তবে অন্যের হস্তে সে ভার দেওয়া উচিত। বিদ্রোহের সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এক দিনের জন্য পীড়িত হন, তথাপি ঐ দিবস পরয়ানা দ্বারা আপনার কার্য্যের ভার অন্য হস্তে দেন। বিপদের সময়ে শাসনকর্ত্তার উপস্থিত থাকা অতিশয় আবশ্যক, তাঁহার কথা ও উৎসাহে অনেক কাজ হয়। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর নিজে সভাপতির গ্রহণ করিয়া চাঁদা করিলে দশ টাকার স্থানে ২০ টাকা আদায় হইত, যাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগের দুরবস্থা দেখেন, তাঁহারা একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। প্যারিসের ওলাউঠার সময়ে সম্রাট নেপোলিয়ন ও রাজ্ঞী যাবতীয় চিকিৎসালয়ে গমন করিয়া উৎসাহ দেন। সর সিসিল বীডনের সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত তুলনা হয় না, এ দুই জনের কার্য্যকর্ত্তা অভ্যাস [illegible] তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ সহৃদয়তা থাকিলে তিনি নিজে উৎকলে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন সন্দেহ নাই। এসময়ের কাজই এই। তিনি এক স্থলে বলেন "যখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়, সে সময় ব্যতীত আর সকল সময়ে বঙ্গদেশের শাসন দারজিলিঙে বসিয়া চলে।" সর সিসিল বীডন স্বপ্ন দেখিতেছেন। রিপোর্ট শ্রবণ ও পত্রে স্বাক্ষর করিয়া শাসনকার্য্য কোথায়ও চলে, সে স্থান বঙ্গদেশ নহে। এখানে গবর্ণর জেনেরলের প্রত্যক্ষ এক জন শাসন কর্ত্তার প্রয়োজন। উৎকলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় ঘটনা যেখানে সেখানে হইলেও শাসন কর্ত্তার কষ্টের স্থানে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। সর সিসিল বীডন তাহা না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। অস্বার্থপর শাসনকর্ত্তা হইলে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া প্রাণ দিতেন। যাঁহার শরীরে এত উপর এত মায়া তাঁহার অন্ততঃ কার্য্যভার অন্য হস্তে দেওয়া উচিত ছিল।

অতিশয় দুঃখের সহিত সর সিসিল বীডনের বিরুদ্ধে বলিতে হইল। তাঁহার বৃদ্ধ দশায় এমত কলঙ্ক হয় ইহা কাহারও ইচ্ছা নহে, কিন্তু তিনি যে দোষ করিয়াছেন তাহা আমরা অপলাপ করিতে পারি না। তাঁহার সমর্থন সমর্থনই নহে। ইহার একটী বাক্য যদি তাঁহার দোষক্ষয় করিত, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহার অনুমোদন করিতাম। তিনি [illegible] করিলে ভুলির কাজ হইত। [illegible] দ্বারা তাঁহার নিজের দোষ খণ্ডন হয় নাই, [illegible] [illegible] প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

[illegible] লিখিয়াছেন। [illegible] [illegible]

সভাস্থান পুষ্পমাল্য ও উত্তম উত্তম চিত্র দ্বারা সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সভার বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু শশিশেখর সান্যাল সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা ভাষাতে সভার উন্নতি বিষয় বর্ণনা করিলেন। অনন্তর সভ্য এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হইল।

এই সভাটী অতি সামান্য রূপে সংস্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ নামক এক জন ব্রাহ্ম এখানে আগমন করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ "গুডউইল ফ্রেটার্নিটি" নামক একটী সভা স্থাপন করেন। কিন্তু এখানে এরূপ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া বড় সহজ কথা নয়। সভ্যের সংখ্যা অতি অল্প হইল। এবং প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া এই সভার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দিবস পরে বারাণসী এবং জয়নারায়ণ কালেজের কতকগুলি শিক্ষক এবং ছাত্র ইহার সভ্য হইলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত সভা পতির পদে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা কাশীতে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই এবং এরূপ সমাজ স্থাপনে বিশেষ উপকার হইবে না বিবেচনা করিয়া সভার নিয়মের এবং কার্য্যের অনেক পরিবর্ত্তন করিলেন। সেই অবধি সভাটী দিন দিন উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং সভ্যের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন কাশীতে এ একটী প্রধান সভা।

বিজয় নগরস্থ রাজা স্বীয় পরিবার ও সৈন্য-গণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। মহারাজের গমনে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছে এবং কাশীর দক্ষিণ দিক প্রায় শূন্য দেখাইতেছে।

সম্প্রতি আম্মাড় সাহেবের জিউক এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আরকাদিগের জজ সাহেবের বাটীতে এক রাত্রি বাস করিয়া এলাহাবাদে গমন করিয়াছেন।

১৩ ই জানুয়ারি রেলওয়ে এক জন চাপরাসীর ফাঁসি হইয়াছে। এই দুই তিন রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত লোকমুখে প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে এসময়ের শস্যের বিশেষ উপকার হইবে।

বিবিধ সংবাদ

১৩ ই মাঘ সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুই জন জেলার জজ অনুপযুক্ততা নিবন্ধন পদচ্যুত হইয়াছেন। তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। এগুলি সুলক্ষণ। কিন্তু যত দিন পৃথক বিচারপতিশ্রেণী না করা হই-তেছে তত দিন যথার্থ কাজ হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ১৮ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশের প্রাধান্য বহুকাল থাকিবে।

এমত জনশ্রুতি লুধিয়ানায় নানা সাহেবের এক জন আত্মীয় ধৃত হইয়াছেন।

পণ্ডিচরির শাসনকর্ত্তা কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। ইনি গবর্ণর জেনারেলের বাটীতে আছেন।

দুর্ভিক্ষ কমিসন ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। যে সকল কর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগের জবানবন্দী লওয়া হইবে। কয়েক জন এতদ্দেশীয় জমীদারকে এ সময়ে আহ্বান করা উচিত।

দিল্লী গেজেট বলেন, রুষিয়গণ বোখারার রাজাকে বলিয়াছেন তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রুষিয়গণ বোখারার নিকটে এক শিবির স্থাপিত করিবে। রাজা এ নিয়মে সম্মত না হন ত যুদ্ধ চলিবে। আবদুল খাঁর এক দূত রুষিয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে গমন করিয়াছেন। বোখারার ন্যায় কাবুল সহজে হস্তগত হইবে না, হস্তগত করিতে গেলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই হস্তার্পণ করিতে বাধিত হইবেন। ১৮৫৫ অব্দে দোস্ত মহম্মদ খাঁর পুত্র হায়দার খাঁ যে সন্ধি করেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে কাবুলের স্বাধীনতার এক প্রকার জামীন হইতে হইয়াছে।

মহীসুরের বিচার সংক্রান্ত কমিসনর তত্রত্য বিচারালয়ের ওকালতীর নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা উপযুক্ত পরীক্ষকদিগের নিকটে প্রকাশ্যরূপে ওকালতী পরীক্ষা সমাপন পাইয়াছেন তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় মহীসুরে উকীল হইতে পারিবেন।

... দেশের খাল খনন ও জল সেচন প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ জন্য পবলিকওয়ার্ক বিভাগের অধীনে কর্ণেল ষ্ট্রেচি "জল সেচনের প্রধান পরিদর্শক" উপাধি পাইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্ণেল ষ্ট্রেচি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরল সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট বিমস সাহেবের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন, তত্রত্য পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে এক পত্র লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ইনস্পেক্টর জেনরলের নিন্দা করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের সহিত যে সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে বিমস সাহেবের ভ্রম হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পত্রের ভাষা "অতিশয় দূষণীয়।"

১৭ ই মাঘ মঙ্গলবার।

লাহোর ক্রণিকেল বলেন, শিয়ালকোট ও মিয়ানমিয়ারে দুইটী দুর্গ নির্ম্মিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি বলেন শিয়ালকোটে দুর্গ আবশ্যক বটে, কিন্তু মিয়ানমিয়ারে ইহা করা নিতান্ত অপব্যয়, যেহেতু দিল্লী হইতে লাহোর এবং লাহোর হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে, দুর্গের প্রয়োজন থাকিবে না। দুর্গ নির্ম্মাণ বিষয়ে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিশেষ জিদ হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, পঞ্জাব জয় করিবার পূর্ব্বে শীকদিগের সহিত যে যে স্থানে যুদ্ধ হয়, সেই সেই রণক্ষেত্রে এক একটী স্মরণার্থ স্তম্ভ হইবে।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাবের পুলিস ঘটিত কয়েকটী লজ্জাকর বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুসন্ধান আবশ্যক। পঞ্জাবের শাসন প্রণালীর বিষয়ে সরকারি যত উত্তম রিপোর্ট হউক না কেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ জানেন উক্ত প্রদেশ অতি মন্দরূপে শাসিত হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, রামপুরের নবাব পীড়িত হইয়া গত কল্য কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র কুলিরক্ষক মার্শাল সাহেবের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে মার্শাল সাহেব পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে দুই খানি পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। মার্শাল সাহেব পূর্ব্বে কি ছিলেন সে কথা হইতেছে না, এক্ষণে তিনি স্বকর্ত্তব্য উত্তমরূপে করিতেছেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। চা-করেরা এই কর্ম্মচারিকে দূর করিবার চেষ্টা পাইয়া আপনাদিগের ক্ষতি করিতেছেন। এতদ্দেশীয় কুলিগণ মার্শাল সাহেবকে যথার্থ "রক্ষাকর্ত্তা" বলিয়া জানে।

ডাক্তর আওার্শন, কেয়ার, ইওয়াট, মাকনামারা, কলিস ও পাট্রিজ এবার মেডিকাল কালেজের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় টেলিগ্রাফ ক্রয় করিয়া তাহা পোষ্টআফিসের সহিত একত্রিত করিবার মানস করিয়াছেন। টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ক্রয় করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব

ডিউক অব আলেজন পেসোয়ারে গমন করিয়াছেন। লাহোরে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার উদ্যোগ হয়, কিন্তু রাজকুমার গোপনে ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া সাধারণ সম্মান লইতে স্বীকৃত হন নাই।

গ্রে সাহেবকে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর করা উচিত কি না, ইহা লইয়া তর্ক হইতেছে। গ্রে সাহেব নিশ্চয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইবেন। কিন্তু তাঁর সিবিল বীভমের কার্য্যে আমাদিগের সিবিলি[illegible] উপর অভক্তি হইয়াছে।

১৮ ই মাঘ বুধবার।

গত কল্য বাউলা লাইনে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক হত হইয়াছে। পূর্ব্বে আরো কয় বার হত্যা হইয়াছে। বোধ হয় লাইনের ভাল তত্ত্বাবধান না থাকাতেই এরূপ ঘটনা হইতেছে। যাহাতে তত্ত্বাবধানের ভাল নিয়ম করা হয় করা কর্ত্তব্য।

বিবি মেকনার নামে এক স্ত্রীলোক তাহার [illegible] জাল করিয়া আগরা ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৮০০০ টাকা বাহির করিয়া লয়। এক্ষণে তাহা প্রকাশিত হওয়াতে স্ত্রীলোকটীর নামে [illegible] হয়। সে চন্দননগরে পলায়ন করাতে [illegible] কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারে তাহাকে [illegible] করিয়া আনা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করিয়াছেন। এই মকদ্দমাটী বিশেষ শোচনীয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, ১৯ এ ফেব্রুয়ারি সর বার্টল ফ্রিয়ার বোম্বাই ত্যাগ করিবেন। ১৪ ই [illegible] ই নূতন শাসনকর্ত্তা আসিবেন। কিন্তু সচরাচর যে নিয়ম আছে তাহার বিরুদ্ধে সর বার্টল ফ্রিয়ার যত দিন থাকিবেন, তত দিন শাসন ক্ষমতা ধারণ করিবেন।

আগরা ব্যাঙ্কের কার্য্য শীঘ্র পুনরারম্ভ হইবে, ইংলণ্ডের বাইস চান্সেলর উক্ত আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্যাঙ্কের মহাজনেরা আপাততঃ এক এক [illegible] পাইবেন, ইহার শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দিবে। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি বার্ণেস সাহেব বোম্বাইয়ের শাখা ব্যাঙ্কের কার্য পুনরারম্ভের [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে ২,২৯,৫৫০ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে।

১৯ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

দিল্লীগেজেট আশঙ্কা করিয়াছেন এবার পঞ্জাবে ফসল হইবে না। তথায় দুর্ভিক্ষ না হউক, বিশেষ অন্নকষ্ট হইবে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, তত্রত্য মিউনিসিপালিটি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় কর্ণাট রাজবংশীয়দিগকেও মিউনিসিপাল আইনের অধীনস্থ করা উচিত। মিউনিসিপাল কেন? যাবতীয় আইনের অধীনস্থ করা উচিত। এ বিষয়ে কাহারও অভিমান করা অনুচিত।

১ লা এপ্রেলের পূর্ব্বে লক্ষৌ রেলওয়ে খোলা হইবে না। রাস্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কয়েক দিবসাবধি একখানি কল তাহা দিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন স্থানের রেল পরিবর্ত্ত আবশ্যক হওয়াতে বিলম্ব পড়িল।

৫ ই ফেব্রুয়ারি আগরায় একটী কুক্কুর প্রদর্শন হইবে। ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার আছে। এ প্রদর্শনটী কি কৃষিকার্য্যের উন্নতি নিমিত্ত হইতেছে?

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি সর চারলস সার্জেণ্ট অনেক দেউলিয়ার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহারা অংশের খেলা খেলিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন।

গত বি, এ, পরীক্ষায় ১৪১ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৬০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং ২২ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২০ এ মাঘ শুক্রবার।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অনেক বিদ্রোহী হাঁকাউ নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। সর হারি পার্কাস যখন সিংহেয়ো যাইয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন, তখন এক জন ইয়াকুইন অসমসাহস সহকারে তাঁহার পথ রুদ্ধ করে। ইটবাসী জাপানের টাইকুন হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন। বিদেশীয়দিগের সহিত সংস্রব বৃদ্ধি করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করা তাঁহার রাজনীতি হইবে, যদি ডাইমিয়গণ তাঁহার সহায়তা না করেন, ত তিনি পদ ত্যাগ করিবেন। ইয়াকো হামার নিকটে পুনর্ব্বার আগুন লাগিয়াছিল। জেডোনগরের দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত বাটী দগ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের দক্ষিণ বিভাগের ১৬ জন দোকানদার কম মাপ ও বাটখারা রাখাতে তাহাদিগের জরিমানা হইয়াছে। [illegible] কারদিগের দণ্ডজ্ঞার সর্ব্বত্র যথার্থ।

২১ এ মাঘ শনিবার।

৯ ই জানুয়ারি জব্বলপুরের প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে। বঙ্গের বিখ্যাত প্রধান কমিসনর এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। নাগপুরের [illegible] এখানেও উত্তম পশু প্রদর্শিত হয়। নাগপুর বাসী এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এক বৃষ প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার পান। মেষ, ছাগল ও গৃহপালিত পক্ষীর জন্য যে সকল পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহা প্রায় ইউরোপীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের খামার একটী প্রকাণ্ড হস্তী প্রথম পুরস্কার লাভ করে। সিপেন্স ও উমসন কোম্পানি উত্তম কল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আহারের বিষয় এতদ্দেশীয় অনেক জমীদার সে সকল ক্রয় করিয়াছেন। চাঁদওয়ারার এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি [illegible] কল প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। জব্বলপুরের এক জন এতদ্দেশীয় এক উত্তম গ্রামবণিক্‌বাটারি করাতে তাঁহাকে কমিসনরের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দেশীয় ধাতু প্রদর্শন করিয়া অনেকে পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাদিগের অধিকাংশ এতদ্দেশীয়, উৎসাহ দিলে এখানকার শিল্পও উন্নতিলাভ করিতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই জানুয়ারি। আমেরিকার মহাসভা সভাপতির কত দূর ক্ষমতা তাহা স্থির করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। জনসন কাফি দিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিবার আইনের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন এজন্য তাঁহার বিচার করা মহাসভার উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ওয়াসিংটনস্থ ইংরাজ দূতকে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন উভয় জাতির দাওয়া স্থির করিবার জন্য তাঁহারা মধ্যস্থ রাখিতে স্বীকৃত আছেন কি না? পূর্ব্বে [illegible] বিষয় সকল স্থির হইবে। কলিকাতা হইতে আগত [illegible] সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জানুয়ারি। [illegible] বাইকার [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যক্তি তাহা শুনিয়া হঠাৎ দেবতাদিগের প্রতি দৈববাণী হইল, যদি তুমি অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দেবতাদিগের চরণে প্রণিপাত কর, তোমার দোষের ক্ষমা হইবে। তদনুসারে সে ব্যক্তি যথোপযুক্তরূপে পাদ বন্দনা করিলে তাহার দোষের ক্ষমা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! লোকে বলে কলিতে দেবতাগণ নিদ্রিত আছেন, কিন্তু দেখিলাম, তথায় দেবতারা সম্পূর্ণভাবে জাগ্রৎ।

একান্ত বশম্বদ

এক জন হিতৈষী পরিব্রাজক।

-•◆•-

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১৪ ই জানুয়ারির সোমপ্রকাশ পত্রে "চিরকালই সত্যের জয় দুষ্কর্ম্মকারিদিগের দণ্ডই পরিণাম ফল" এই শিরোনামের প্রেরিত পত্র খানি পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কারণ আপনার পত্রপ্রেরক মহাশয়! সাধারণের নিকট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মুহুরী বাবুকে অপদস্থ করণাভিপ্রায়েই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মুহুরী বাবু দুষ্কর্ম্মকারী, অর্থাৎ প্রতি মাসেই পুলিস কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও কনটিঞ্জেন্টের টাকা হইতে হাওলাত শোধ বলিয়া অনেক টাকা কর্ত্তন করিয়া লইতেছিলেন দৈবাৎ তাহা ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হওয়ায় সাহেব মুহুরী বাবুকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন। আপনার পত্রপ্রেরক বিবেচনা করেন যে ঐ হাওলাত শোধ প্রকৃত হাওলাত শোধ নহে সুতরাং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মুহুরী বাবুকে অমনি না ছাড়িয়া দিয়া ইহার কিছু দণ্ড দেন, তজ্জন্য তিনি সাহেবকে অনেক অনুরোধও করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ বিবেচনা হইতেছে যে আপনার পত্রপ্রেরকের সহিত মুহুরী বাবুর পূর্ব্বাবধি শত্রুতা আছে, এজন্য পত্রপ্রেরক কেবল অমূলক অপবাদ দ্বারা মুহুরী বাবুর প্রতি বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা পাইতেছেন। যাহা হউক, মুহুরী বাবু তাঁহার ন্যায় পরশ্রী কাতর নহেন, তিনি সুচি ভদ্রবংশজাত, তজ্জন্য তিনি কিছু মাত্র দুঃখিত নহেন। বাস্তবিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মুহুরী বাবুকে কিছু দিনের জন্য সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে সুবিচার মতে তাঁহাকে খালাস দিয়া স্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। সস্পেণ্ডের কারণ এই যে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, উমেশচন্দ্র দত্ত নামক এখানকার এক জন পুলিস সবইনস্পেক্টর কতক গুলি সরকারি টাকা তহরূপাত করিয়াছিলেন মুহুরী বাবু সে বিষয় অবগত থাকিয়াও উমেশচন্দ্র দত্তকে ধরিবার কোন বিশেষ উপায় করেন নাই, এই বলিয়াই সাহেব প্রথমতঃ মুহুরী বাবুকে সস্পেণ্ড করেন। পরে বিশেষ তদন্তে জানা গেল যে উমেশ দত্তের টাকা তহরূপাতের বিষয় মুহুরী বাবু গোপন করেন নাই। বরং তাহাকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বিশেষ কারণে উমেশ দত্ত হঠাৎ আত্মঘাতী হওয়ায় মুহুরী বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং মুহুরী বাবু নির্দ্দোষ হইয়া সস্পেণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

পত্রপ্রেরক বলেন টাকা প্রাপ্তির হিসাবের সরকারি কাগজে হাওলাত শোধ বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক মুহুরী বাবু অনেক টাকা আত্মসাৎ করিতেছিলেন। সম্পাদক মহাশয়! ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও বিচার বিরুদ্ধ, যদি হাওলাত শোধ বলিয়া কোন কাগজে লেখা থাকে তবে তাহা অবশ্যই হাওলাত দেওয়া টাকার পরিশোধ হইবে। কারণ এরূপ নির্ব্বোধ কেহই নাই যে উৎকোচ গ্রহণের সময় সাক্ষী রাখিয়া টাকা লয়। বিশেষতঃ সরকারি কাগজে (যাহা চিরকাল স্থায়ী) তাহাতে কোন প্রকারে উল্লেখ করে। ইহাও জানা যাইতেছে যে, এই ডিপার্টমেণ্টে বাস্তবিক অনেকেই টাকা হাওলাত দেওয়া লওয়া করিয়া থাকেন। মুহুরী বাবুর বেতন যদিও ১৫ টাকা মাত্র কিন্তু ইনি এক জন ভদ্রবংশজাত ও পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ধনশালী ব্যক্তি, ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মুহুরী বাবুর সচ্চরিত্রতার ও কার্য্যদক্ষতার বিষয় পূর্ব্বাবধি অবগত হইয়া বিশেষরূপ সন্তুষ্ট আছেন, বিশেষতঃ তিনি সুবিচারক। তিনি কখনই আপনার পরশ্রীকাতর পত্রপ্রেরকের কথায় কর্ণপাত ও বিশ্বাস করিবেন না।

পত্রপ্রেরক আরো বলেন মুহুরী বাবু কেবল সাহেবকে হুজুর ও ধর্ম্মাবতার প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিশেষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত হইতেছিলেন এক্ষণে তাহা রহিত হইল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বাল্যকালাবধি ও তদ্বংশীয় অপর সকলেই পূর্ব্বাপর ঐরূপ বিশেষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত হইয়া আছেন। হয় ত পত্রপ্রেরকও অনেক সময় ঐরূপ বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন। মুহুরী বাবু উক্ত বিশেষণ শব্দের বাচ্য বটেন, তবে আপনার পত্রপ্রেরকের তাহা অসহ্য হইল কেন?

পত্রপ্রেরক মুহুরী বাবুর অযোগ্য অনুপযুক্ত ভিন্ন পুলিসে প্রবেশ দ্বারা এতদ্বিভাগের কারণ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা পত্রপ্রেরকের নিতান্ত ভ্রম ও ঈর্ষ্যা। বোধ করি, তিনি পুলিসে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত লোক নহেন। তবে মুহুরী বাবুর পরিচিত ব্যক্তিরা যদি পুলিসে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহারা অবশ্যই যোগ্যপাত্র ও সচ্চরিত্র, কারণ ঐ সকল লোক সুবিচক্ষণ ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা মনোনীত হইয়াছেন।

২২ এ জানুয়ারি।

১৮৬১ সাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

আমাদিগের পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। কোন কালে যে ইহার উন্নতি হইবে (অনেক দেখিয়া শুনিয়া) তাহার আর প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ যাহারা এসকল স্থানের [illegible] তাহারা প্রায়ই কুসংস্কারাপন্ন নিঃস্ব। তবে ভূস্বামিগণ কিছু কিছু কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিদ্যালয়াদি সংস্থাপন দ্বারা দেশের উন্নতিপক্ষে যত্নশীল হইলে কালে কথঞ্চিৎরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ সে আশাতেও একরূপ জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি। বলিতে কি ইহারা আপন আপন জমীদারী (আমাদিগের অধিবাস স্থান) নীলকর ভুজঙ্গের ভীষণ হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রজার দুরবস্থার এক শেষ করিয়া তুলিয়াছেন। মহাশয়! ইহার উদাহরণ স্বরূপে নিম্নে যে প্রস্তাবটী লিখিলাম তাহাতেই আপনার এবং পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

আমরা * * * নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু * * * * জমীদারীর অধীনস্থ প্রজা। স্বর্গীয় বাবু * * * কুঠী * * * * * * * নীলকরের হস্তে ইজারা সূত্রে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পুত্র মহাশয়ও তদন্যথা না করিয়া ক্রমে ইজারার এক মিয়াদ অবসান হইলে মিয়াদ বাড়াইয়া দিয়া নীলকরের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাল সম্পাদক মহাশয়! রাজার বা জমীদারের প্রজার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করা কি জগদীশ্বরের নিয়ম নহে? যদি হয়, প্রশংসিত বাবু কি ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইবেন না? আমরা সদা সর্ব্ব ধার্ম্মিকবর বাবুর শরণাপন্ন। অধুনা

করিয়া যার পর নাই অস্তুদিক বেদনা প্রাপ্ত হই। তিনি এক অংশের প্রজার সন্তোষ ও মঙ্গলার্থে নিজের নীলের কুঠী উঠাইয়া দিয়া খালি জমীদারী রাখিলেন, পাছে প্রজা নীলের সিঠি দেখিলে কষ্ট পায় এজন্য তাহা পর্য্যন্ত দগ্ধ করিলেন, বিদ্যাশিক্ষা জন্য একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিলেন, অন্যাংশের প্রজাকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নীলকর রাহুর করাল কবলে সমর্পণ করিয়া রাখিলেন!!! ইহা কি তাঁহার সদাশয়তার চিহ্ন? না উদারতার কার্য্য? না ধর্ম্মমার্গের অনুমোদনীয়? আমরা শুনিয়াছি স্বর্গীয় বাবু কলিকাতার কয়েকটী হাউসে আবদ্ধ থাকাতে নীলকর প্রভৃতি সাহেব লোকের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্যে সদসৎ বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি বর্ত্তমান ধার্ম্মিক বাবু সে দোষে দূষিত নহেন। তবে কি জন্য তিনি হিতাহিত বিবেচনায় পরাঙ্মুখ হইলেন? কি জন্য জগদীশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অসন্মার্গে পদার্পণ করিলেন? এবং কেনই বা নিরাশ্রয় নিরন্ন প্রজার প্রতি এক বারও সদয় কটাক্ষপাত করিলেন না? আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহা কি তাঁহার ধর্ম্ম ভীরু সরল হৃদয়ের অনুরূপ কার্য্য করা হইতেছে? তাঁহার যত্ননির্ম্মিত চিরবাঞ্ছিত ধর্ম্ম স্তম্ভের মূল আমাদিগের দীন নয়নের বারিতে যে অহরহঃ বিধৌত হইয়া কত বিকৃত হইতেছে ইহা তিনি এক বার দেখিয়াও দেখেন না।

পাঠকগণ! আমরা চিরজীবন দুর্জ্জয় নীলকরের হস্তে পড়িয়া যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা জগদীশ্বরই জানেন। তিনি কি ইহার এক দিন বিচার করিবেন না? অষ্ট প্রহর কুঠির মন যোগাইয়া চলি, তথাচ তাঁহাদিগের মন পাই না। অধিক কি বলিব নীলকরের স্বার্থসাধনার্থে আমাদিগের অনুক্ষণ অনন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই, তাহারা (নীলকর সাহেবেরা) আমাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, বিদ্যা জ্ঞান ও সামাজিক উন্নতি করা দূরে থাকুক, কখন মিষ্ট বাক্যেও সম্বোধন করেন না। হা বিধাতঃ তুমি যাহাদিগের প্রতি বিমুখ হও তাহারা সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে নিপতিত হইলেও তাহাদিগের বিড়ম্বনার শেষ হয় না!!!

নীলকর প্রপীড়িত প্রজা ৭।

১০ ই মাঘ।
১২৭৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

৯ ই মাঘের সোমপ্রকাশে চন্দ্রকোণা পুলিষ ইন্সপেক্টর কনষ্টেবলেরা সাত্রাগাছীনিবাসী শ্রীযুক্ত হলধর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্রকে চোর বলিয়া অপমান করিয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম একণে উক্ত বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হওয়াতে হাবড়ার সুবিজ্ঞ মুন্সেফ মহাশয় হুকুমের দাবির বিষয়ে ডিক্রী দিয়াছেন। আগামী শনিবার ফৌজদারি সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির দিন স্থির হইয়াছে, নিষ্পত্তি হইলে সকল জ্ঞাত করিব।

সাত্রাগাছী }
১৭ ই মাঘ } শ্রী—

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জেলা মুরসিদাবাদের মোক্তারি পরীক্ষা।

এ জেলার বর্ত্তমান জজ মোক্তারি পরীক্ষা দিবার জন্য যত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী না জানেন তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিবার অনুপযুক্ত করিয়াছেন। কি চমৎকার! পাঠক মহাশয়েরা সকলেই অবগত আছেন, ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ৪ ধারানুসারে হাই কোর্ট হইতে এইরূপ নিয়মাবধারণ হয় যে পরীক্ষার্থিদিগকে সচ্চরিত্রতা ও সুশিক্ষা প্রাপ্তির নিদর্শন দর্শাইতে হইবে, কিন্তু জজ মহোদয়ের কি উপস্থিত মতি, তিনি দরখাস্ত দেখিয়া ইংরাজী ভাষা জানে না বলিয়া একে একে সমস্ত পরীক্ষার্থিকে অনুপযুক্ত করিলেন। কি ভয়ানক কার্য্য। উক্ত আইনে কি হাইকোর্টের কোন বিধানে এমন কোন স্পষ্ট কি অস্পষ্ট বিধি নাই যে পরীক্ষার্থিদিগকে ইংরাজী ভাষা জানিতেই হইবে। একেই বলে (দেশে নাই বা ছেলের চায় তা) কারণ হাইকোর্ট হইতে এরূপ কোন নিয়ম হয় নাই যে মোক্তারি পরীক্ষার্থিদিগের ইউরোপীয় ভাষা জানা আবশ্যক। ফলে জজ সাহেব ইংরাজী জানা নূতন নিয়ম বাহির করিলেন। সাহেব মহোদয় স্বকপোল কল্পিত এই এই কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া মোক্তারি পরীক্ষার্থিদের ইংলণ্ডীয় ভাষা জানা আবশ্যক বলেন। ১ ম অধুনাতন জেলা সমূহে প্রায় অধিকাংশ কার্য্য ইংরাজীতে সম্পন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এখন মোক্তারদিগকে গুরুতর ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ যদ্যপি পুরুষেরা কেবল বাঙ্গলা জানিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এদেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার আস্থা থাকিবে না। ১ ম কারণ সম্বন্ধে বক্তব্য যে, যে সমস্ত কার্য্য পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলাতে সম্পন্ন হইত অদ্যাপি তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই এবং এক বারেই যে বাঙ্গলাতে কোন কার্য্য হইবে না, এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বলা উচিত যে কেবল বাঙ্গলা ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে গুরুতর ভার দেওয়ায় হানি কি? ইংরাজী না জানিলে কি লোকে গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে পারে না? এবং বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র হয় না? ইংরাজি ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কি নির্ব্বোধ ও মন্দ চরিত্র ব্যক্তি পাওয়া যায় না? এটী জজের সম্পূর্ণ ভ্রম। শেষ কারণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই যদ্যপি পুরুষেরা কেবল বাঙ্গলা জানিয়া মোক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আস্থা থাকিবে না ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি তর্কের জন্য উল্লিখিত কয়েক কারণ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই বা কি ফলোদয় হইবে, হাইকোর্টের জজেরা এরূপ বিবেচনা করিবার আদেশ করেন নাই ও আইনেও কোন ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গলা ভাষাজ্ঞ সচ্চরিত্র যে সকল ব্যক্তি বহুতর পরিশ্রম করিয়া আইন আদি অধ্যয়ন করিয়াছেন কেবল ইংরাজী না জানা হেতুতে জজ সাহেব তাহাদিগকে পরীক্ষা দিবার অনুপযুক্ত করিয়াছেন, আর সাহেব মোক্তার দলের মধ্যে যাহারা স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিতে ক্ষম কি না সন্দেহ, কেহ মোক্তারদিগের বাসায় থাকিয়া মোক্তার হইয়াছেন এরূপ লোক ইংরাজী না জানিয়াও সাবেক মোক্তার বলিয়াই পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এটী কি জজ সাহেবের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে?

ম—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমার পূর্ব্বপত্র সম্বন্ধে আপনি যে আভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে নিম্নে কয়েকপংক্তি সন্নিবেশ করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া সাধারণের গোচর করিবেন।

১। যাঁহার যেরূপ বুদ্ধি বিবেচনা তিনি সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ইহা আমি অস্বীকার করি

না এবং আপনাকে তদনুসারে ব্যক্তিগত প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমি আপনাকে অনুযায় জ্ঞান করি নাই, কিন্তু অন্যের বাক্য শ্রবণ না করা অনুদারতা ইহাই আমার বাক্যের অভিপ্রায় ছিল। আপনি যেমন আপনার মত প্রকাশ করিবেন, সেইরূপ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাহাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আপনি অনেকসময়ে এই রীতির বিরুদ্ধ ব্যবহার (১) করিয়া থাকেন বলিয়া "অপরের বাক্যের প্রতি বধির" এই কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আমারই প্রতি মধ্যে মধ্যে আপনি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আপনার সহিত যখন আমার মতের অনৈক্য তখন তাহার দোষগুণ বিচার করিতে আপনি সক্ষম নহেন সুতরাং তাহা সাধারণের সমক্ষে ধারণ করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন আপনি স্থান সংকুলান করিতে পারেন না, তাহা হইলে ঐ প্রকার কোন প্রস্তাব লেখা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ।

২। আপনি এবার রাখালবাবুদিগকে যে জন্য "মনোরঞ্জক" "বালস্বভাব" প্রভৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা আপনার কেবল অযৌক্তিক স্বমত পোষকতাই প্রকাশ পাইতেছে। আপনি লিখিয়াছেন যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সাহেবদিগের সহিত পানভোজনাদির আড়ম্বর (২) করেন না, রাখালবাবুরা ঐরূপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা জ্ঞানী নহেন। এ যুক্তিটী অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি যাহা প্রমাণ করিবেন তাহাই প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাহেবদিগের সহিত পানভোজন করেন না, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য? কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই কি ঐরূপ ব্যবহার করেন না? এবং তাহা কি আপনার নিশ্চয় "জানা আছে?" পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐরূপ ব্যবহার করেন তাঁহারা যে অজ্ঞ তাহাও কি স্বতঃসিদ্ধ? * * * আড়ম্বর করা যদি দোষ হয় তাহা হইলে রাখাল বাবুরা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, কারণ তাঁহারা উপযাচক হইয়া সাহেবদিগের নিমন্ত্রণ করেন নাই। সাহেবদিগের যাঁহারা অনুরক্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এমন কি সাহেবদিগের উপযোগী ভোজনাদি নাই বলিয়া এক প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করাতেও কোন কোন সাহেব আপনাদিগের ভোজনাদি দিয়াছিলেন। সম্পাদক হইয়া আপনাদিগের এই সকল পূর্ব্বে সবিশেষ অবগত (৩) হইয়া লেখা কর্ত্তব্য। হিন্দুপেট্রিয়টের ন্যায় যার তার মুখে শুনিয়া অলীক অযথা বিষয় লিখিলে সম্পাদকীয় গৌরবের হানি হয় ইহা জানা কর্ত্তব্য।

পরন্তু কলিকাতার লোকদিগের কার্য্যের কিছু অনুসন্ধান করেন না কেন? আপনাদিগের কলিকাতার কোন "কুমার" যখন বীডন সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তখন আপনারা নিঃশব্দ ছিলেন কেন? সে দিবস সত্যেন্দ্র বাবু স্ত্রীকে বিলাতে লইয়া গেলেন তাহাতে দোষ হইল না? এইরূপ কত কত ব্যক্তি সাহেবদিগের সহিত ভোজনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে আপনারা "সাহেবদিগের মনোরঞ্জক" "বালস্বভাব" প্রভৃতি ব্যবহার করেন না কেন? ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করাই যে দূষণীয় ইহা আপনার মত হইতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এরূপ বলিবেন না যে যাহারা সাহেবদিগের সহিত ভোজনাদি করে তাহারাই মুখ ওকাটুরায় (৪)।

৩ আপনার ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অপরিণতাবস্থা হেতু আপনি এরূপ বাক্য কহিয়াছেন যে "উপবীত ধারণাদি অনুচিত কার্য্য করিলেও ঈশ্বর আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" জানিয়া শুনিয়া অনুচিত কার্য্য করিলে অপরাধ হয় না ইহা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ বাক্য। আমরা শত শত গর্হিত কার্য্য করিলেও ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি নিষ্কৃপ হয়েন না, কিন্তু তদ্রূপ ব্যবহার আমাদিগের পক্ষে পাপ সন্দেহ নাই। জ্ঞানকৃত অপরাধ মাত্রেই পাপ। তাহাতে অবস্থার বিচার নাই, দেশকাল পাত্রের বিচার নাই। ঈশ্বরের প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করিতেই হইবে। অন্যের অনুরোধে স্বীয় কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, অন্যের জন্য আমি পাপী হইতে পারি না। অন্যের অনুরোধ উপরোধে আমার পাপ ক্ষয় হইতে পারে না। ইহাই প্রতিনিধিগত প্রায়শ্চিত্ত মত—ইহাই খৃষ্টধর্ম্ম (৫) অজ্ঞান ও কুসংস্কারাবিষ্ট সমাজের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিলে পাপ হয়, আপনার এই নূতন মতটী অদ্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইলাম! আবার ঐ কর্ত্তব্য সাধন জনিত পাপ মার্জ্জনার যোগ্য নহে, ইহা আরও চমৎকার মত!!

৪। সমাজের হিতসাধন করা কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে আপনার জ্ঞান অতি অল্পমাত্র বোধ হইতেছে। সমাজকে কুসংস্কার মধ্যে থাকিতে দেওয়া সমাজসংস্কারকের কার্য্য নহে। তাহাকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি আপনাকেই প্রথমে সংস্কৃত না করি তাহা হইলে সমাজ আমার বাক্য গ্রহণ করিবে কেন এবং আমারই বা বলিবার মুখ থাকিবে কোথায়? সুরাপায়ী সুরা পান বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলে কি উপদেশ দিলে সে কথা কি কেহ শ্রবণ করে? এরূপে জগতের কোন সংস্কারকার্য্যই (৬) হয় নাই। অপিচ উপবীত ধারণ ও জাতিভেদ রক্ষা করা যদি পাপ হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সমাজকে

(১) যাঁহারা নিতান্ত বিবাদমত্ত হইয়া অযৌক্তিক ও অকিঞ্চিৎকর বাক্যে পত্র পূর্ণ করেন অথবা এক পুরাণ কথা লইয়াই বারম্বার আন্দোলন করেন, পাঠকগণের বিরাগ ভয়ে তাঁহাদিগের পত্র উপেক্ষিত হয়। স।

(২) আমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ করি নাই, অল্পবুদ্ধি ও তরলস্বভাব ভিন্ন সারবান লোকে আড়ম্বর করেন না, আমাদিগের এই সংস্কার। এই নিমিত্তই আড়ম্বর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। স।

(৩) সাহেবদিগের সহিত পানভোজনাদি কিছু এমন কাজ নয় যে তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ... র্থ ঘটনা স্থলে লোক প্রেরণ করিতে হয়। আমরা চতুর্দ্দিক হইতে আড়ম্বরের যে সমাচার পাইয়াছিলাম, তদনুসারে প্রস্তাব লেখা হইয়াছিল। সাহেবেরা যে আজি কালি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এটী আমরা জানিতে পারি নাই, আমাদিগের এ ত্রুটী হইয়াছে। স।

(৪) এ পারেপ্রাকটী পুনরুক্ত দোষে দূষিত। স।

(৫) প্রাচ্যেরা যদি খৃষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উপস্থিত তর্ক উত্থাপন করা উচিত হয় নাই। আমরা জানি, ব্রাহ্মদিগের মতে সমাজের ইষ্টা নিষ্ট লইয়াই পাপপুণ্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি সমাজের ইষ্টসাধন করিবার উদ্দেশে উপবীত ধারণ করে, সে পাপী নয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যখন ব্রাহ্ম মতে সমাজের ইষ্টানিষ্ট ভিন্ন পাপপুণ্য নিরূপণের উপায়ান্তর নাই, তখন যিনি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করেন, তিনি দোষ পাপী হইবেন কি না? স।

(৬) যাঁহারা যথার্থ সমাজসংস্কারক, তাঁহারা কখন সমাজ পরিত্যাগী ব্রাহ্মদিগের ন্যায় যাব— বিষয়ের বিপ্লাবন করিয়া সমাজসংস্কার চেষ্টা করেন না। পত্রপ্রেরক পূজ্য প্রভু চৈতন্য রাম মোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের কার্য্যপ্রণালী অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। স।

উপদেশ দিতে হইবে। একণে জিজ্ঞাস্য কোন সময়ে উহা করা উচিত? যখন সমুদায় সমাজ একমত হইবে? তাহা কি কখন সম্ভব? বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বলিবেন না। আপনার মতে সমাজের এক অংশকে পরিত্যাগ করিয়া সাধ করা উচিত নহে তবে ত সমাজ সংস্কার হইতেই পাবে না, যাহার সামান্য বুদ্ধি আছে সে ব্যক্তিও এ কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু আপনি যে বুঝিয়াও কেন বুঝেন না আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কহিয়াছেন যাহারা সমাজ পরিত্যাগ করে তাহাদিগের দ্বারা সমাজের যখন উপকার হইল না তখন জগতের কি উপকার হইবে? জিজ্ঞাসা করি আপনারা সমাজে থাকিয়া বিধবাবিবাহ কার্য্যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন? কে আপনাদিগের সহিত যোগ দিতেছে? ব্রাহ্মেরাও যদি টাকা দিয়া চেষ্টা করেন সহস্র সহস্র লোককে এইরূপে তাহাদিগের দলভুক্ত করিতে পারেন। যাহা হউক, আপনি স্থির নিশ্চয় করিবেন যে আপনার ন্যায় দুই চারি জন লোক লইয়া জগৎ নহে এবং জগতের আর কোন স্থানেই আপনার ন্যায় জাতিভেদ মানে না অতএব আপনার উপকার না হউক "জগতের" উপকার নিশ্চয়ই হইবে তিলমাত্র সংশয় নাই।

৫। পরিশেষে আর একটী কৌতুককর (৭) অনুতাতিবাদনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে বাসনা করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তিনি কষ্ট করিয়া "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোক অন্বেষণ করিতেন না। এস্থলে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন নাই তাহা কি ঐ শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হয়? তিনি কি সত্যযুগে বাস করিতেছেন যে তৎকালের নিয়ম ও ব্যবহার এখনকার নিয়ম ও ব্যবহারের সঙ্গে ঐক্য হইবে? বিধবাবিবাহ কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? "হিন্দুসমাজ" কি উহাতে যোগ দিয়াছে? বৃথা তর্কের জন্য বিবেকের বিরুদ্ধে বাক্য কহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিধবাবিবাহ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া যদি সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্মও কিছুমাত্র সমাজ বিরুদ্ধ নহে কারণ উহাই আমাদিগের দেশের সনাতন ধর্ম্ম ছিল এবং জাতিভেদ ত্যাগ করাও কিছুমাত্র গর্হিত কার্য্য নহে কারণ আমরাও শাস্ত্র মন্থন করিয়া "নবিশেষোহস্তি বর্ণানাং" প্রভৃতি ভূরি ভূরি বচন সংগ্রহ করিতে পারি। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ ত্যাগ না করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কল দ্বারা যখন দেখা যাইতেছে যে সমাজ তাঁহার মতকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতে যোগ দিল না তখন তৎকার্য্যে ক্ষান্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে। তিনি ত সমাজকে ছাড়িতে চাহেন না। কিন্তু সমাজ যে তাঁহাকে গ্রহণ করে না এ ব্যাধির ঔষধ কি? তথাপি যদি সমাজ রক্ষা করিতেছি মনে করিয়া কল্পনা পথে মানস বিহঙ্গকে পত্র চালনা করিতে দিয়া সুখী হয়েন হউন আমি আর তাহাতে বিঘ্ন সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি না।

১৫ ই জানুয়ারি। ১৮৬৭। এক জন পাঠক। বরিশাল।

---

(৭) পত্রপ্রেরকের বিধবাবিবাহ পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা কোন বন্ধুর নিকটে উহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া "কৌতুককর অনৃতবাদের" কথাটি লেখা উচিত ছিল। পরাশর কলি ধর্ম্ম প্রস্তাবেই "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ঐ বচনটী স্বদেশীয়দিগের গোচর করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইয়া যথার্থ সমাজসংস্কারকের কাজ করিয়াছেন। খৃষ্ট পুরাতন বাইবল অবলম্বন করিয়া স্বমত প্রচার করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার মত কি একদিনে বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল? বিদ্যাসাগর কৃতকার্য্য হইবেন কি না? পত্রপ্রেরক এতদ্দ্বারাই অনুমান করিয়া লইবেন। যাহা হ, আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই, পত্রপ্রেরক [illegible] না জানিয়া ও না বুঝিয়া যদি বাল[illegible] ন্যায় কতকগুলি প্রলাপ বাক্যে পত্র [illegible] পাঠান, তাহা সোমপ্রকাশে স্থান [illegible] না। স।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু অক্ষয়নারায়ণ দাস কাঁথি
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " নন্দকুমার বসু সাহেবগঞ্জ
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭
" " বিপ্রদাসচরণ মল্লিক পিপলি
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭
" " অখিলচন্দ্র দত্ত মেদিনীপুর ৭
" " রাজকৃষ্ণ রায় মশিকতলা
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে জানুয়ারি ১০
" কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া ১০
" আর, এল, মার্টিন সাহেব মেদিনীপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে পৌষ ১৩।০
রাজা ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর কাঁথি
১২৭৩ মাঘ হইতে পৌষ ১৩।০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা. মফঃস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মণিঅর্ডার, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও দ্রুণীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফঃস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১৩ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৩০এ মাঘ। ১৮৬৭ ১১ ই ফেব্রুয়ারি | মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

নীতি পাঠ প্রথম ভাগ ও বর্ত্তমান বঙ্গদেশ নামক অভিনব পদ্য গ্রন্থ দ্বয় মুদ্রিত হইয়া পটোল ডাঙ্গায় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের ১১ নং পুস্ত কালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। প্রথম খানির মূল্য ৵০ আনা, দ্বিতীয় ।০ আনা মাত্র।

শ্রীবালকচন্দ্র বসু।

——:•:——

চন্দ্রবিলাস নাটক।

শ্রীঃপ্রমথন অধিকারিপ্রণীত।

এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার সমস্ত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ১ টাকা।

-:•-

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ " নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

-••-

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্প বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতিলিপি সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র দেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

——••——

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

——:•:——

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সবলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা

——:•:——

১৮৬৮ অব্দের ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্সকোর্সের দুরূহ পদ্যের গদ্যানুবাদ, ধাতু, প্রত্যয় সমাস, কারক ও ব্যাখ্যা সবলিত অর্থ পুস্তক (কী) মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য /০ এক আনা। গ্রাহকেরা মহাশয়েরা পটোলডাঙ্গা গোলদীঘীর দক্ষিণ "ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীরামসর্ব্বস্ব শর্ম্মা।

পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত।

১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত দমদমার "মাস্কাক চরিত্র ডিপো" কারখানাতে করারমত সামান্য দ্রব্য সকল যোগাইবার প্রার্থনা সিল মোহর করিয়া আগামী ৯ ই মার্চের মধ্যে পাঠাইলে দমদমার "মাস্কাকচরিত্র ডিপোর" অধ্যক্ষ কমিসরী অব অর্ডনান্সের গ্রাহ্য হইবে।

দ্রব্যজাতের তালিকা, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে পশ্চাৎ তাহাদের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি, যেরূপ প্রার্থনা প্রেরণ করিতে হইবে এবং করার পত্রের ফারম, যাহা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে করারকারিকে ১ এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প বসাইয়া স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিতে হইবে—এই সকল বিষয় রবিবার এবং পর্ব্বাহ ব্যতীত প্রত্যেক দিন "মাস্কাকচরিত্র ডিপো" কারখানার আফিসে প্রার্থীদিগকে দেখান যাইবে।

প্রার্থনা সকল দুইখান করিয়া এবং ইংরাজীতে করিতে হইবে। যে প্রকার দ্রব্য যোগান হইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য অক্ষর ও অঙ্কপাত দ্বারা লিখিতে হইবে।

ইন্স্পেক্টর জেনারল অব অর্ডনান্স প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অতি সামান্য প্রার্থনা অথবা যে প্রার্থনা বিশেষ বর্ণনার সহিত দেওয়া না হইবে, অথবা প্রার্থনায় যে যে দ্রব্যের মূল্য অত্যাবশ্যক অধিক বোধ হইবে তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। প্রার্থনার সহিত স্বীকৃত বস্তুর মূল্যানুসারে শত করা ২॥০ টাকা ডিপজিট, দিতে

হইবে কবালাপত্র [illegible] অথবা আপনা অগ্রাহ্য হইলে [illegible] প্রত্যর্পিত হইবে।

১৮৬৮ অব্দের [illegible] আইনের [illegible] কার্য্য [illegible] আরম্ভ করিবেন। [illegible] হইবে।

[illegible] ১৮৬৭	আর, এল. মাইন লেপ্টনেন্ট কামশনার [illegible]

[illegible] অন্তর্গত [illegible] বাটী [illegible] বিক্রয় করিব. [illegible] ১৫০১৪॥৶০ টাকা তন্মধ্যে ১৪৬৫॥৶৭ টাকা বাদে ৫৪৯০ টাকা মুনফা আছে. [illegible] কাশীপুরের বাটীতে ১২ টা হইতে [illegible] মধ্যে তত্ত্ব করিলে বিশেষ বিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

কাশীপুর, [illegible]	শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টরদিগের প্রতি [illegible]

বিজ্ঞাপন

জানা যাইতেছে, [illegible] জেলা [illegible] অন্তর্গত হেতমপুরের [illegible] কাদিপুর নামক জঙ্গলের শালকাষ্ঠ [illegible] রূপনপুর মোকামে ১৮৬৭ সালের ১১ ই মার্চ তারিখ সোমবার [illegible] নীলাম করা যাইবে।

২০ [illegible] আনুমানিক ৩০০০০ ত্রিশ হাজার বৃক্ষ আছে, এবং অনুভব হইতেছে যে রেলওয়ে [illegible] কড়ি আদির কার্য্য ঐ কাষ্ঠে চলিতে পারে।

খরিদদারের সুবিধার জন্য ১০ টী পৃথক পৃথক লাট করিয়া জঙ্গল বিক্রয় করা যাইবে। প্রত্যেক লাটে গড়ে ২৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, নিলাম ডাক হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের ডাকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে আমানত করিতে হইবে, অবশিষ্ট মূল্যের বাকী টাকা নিলামের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানত টাকা জমা হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত মিয়াদ গতে অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা নাবালকের ষ্টেটের বস্তু গণ্য হইয়া পুনর্নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর ও কাষ্ঠের মহাজন ও অন্য অন্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা যাই তেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া কিম্বা যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয়, জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা বীরভূম সিউড়ি ৩১ এ জানুয়ারি ১৮৬৭।	এ. ডিউম স্মিথ মেনেজার ষ্টেট হেতমপুর।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ „
ভূগোলসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	⅟০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	⅟০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন।

(পীস গুড্‌স, অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দ হয় নাই তাহার বিষয়।)

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস গুড্‌স অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক করা গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁইট কাষ্ঠের বাক্সতে বদ্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজি অর্দ্ধ পাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস্ গুড্‌স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদি বাক্সতে (প্যাক করা) অর্থাৎ মোড়া হয় নাই, তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি	সিসিল ষ্টিফেন্সন

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ মাঘ সোমবার।

পাঠকগণ স্থানান্তরে দর্শন করিবেন, "চিত্ততোমসা" স্বাক্ষরিত এক খানি প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হইল। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক সর সিসিল বীডনের লিখিত মিনিটের প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন করেন, তাহাতে পত্রপ্রেরক বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এ কটাক্ষ করা অনুচিত ও অনাবশ্যক। এডুকেশন গেজেট গবর্ণমেণ্টের কাগজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের অর্থ দ্বারা ইহা প্রতিপালিত হইতেছে। প্রতিপালিতের প্রতিপালকের বিপক্ষতাচরণ কি বিধেয় হয়? বিপক্ষতাচরণ করিলে সম্পাদক অকৃতজ্ঞতা দোষে অভিযুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া পত্রপ্রেরকের এডুকেশন গেজেটের প্রতি কটাক্ষ করা অনাবশ্যক এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, সম্পাদক যদি নিরপেক্ষ হইয়া আপনার বিবেচনা ও সংস্কারানুরূপ লিখিয়া থাকেন, তথাপি লোকে তাঁহার সে ভাবে প্রত্যয় করিবেন না। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে উল্লিখিত পত্রখানি আমরা সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি। তবে প্রকাশ করিবার এই কারণ হইল, সর সিসিল বীডনের প্রতি এদেশের লোকের যে মনের ভাব জন্মিয়াছে, পত্রখানিতে তাহা সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। উক্তপত্র পদস্থ

প্রধান পুরুষেরা তাহা জানিতে পারিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে। বিশেষতঃ আজিও দুর্ভিক্ষ কমিসনের কার্য্য শেষ হয় নাই। উহা সাক্ষিস্থলে দণ্ডায়মান হইবে। সর সিসিল বীডন যখন কটকে যান, তত্রত্য লোকেরা আপনাদিগের কষ্টের বিষয় তাঁহার গোচর করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তৎকালে লোকে ঘাস ও শাক ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিল, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত করিয়াছিল, তথাপি তিনি নিতান্ত পাষাণহৃদয়ের ন্যায় হইয়া প্রতীকারের কোন উপায় না করিয়া চলিয়া আইসেন, তাহাতেই এদেশের লোকে তাঁহার উপরে অধিকতর বিরূপ হইয়াছেন। অধিক কি, সকলে স্থির করিয়াছেন, তিনি শাসনকর্ত্তার যোগ্য লোক নহেন।

"আগামী বর্ষের উপায় কি?"

দেহুড়দার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় উপরিস্থ শিরোনামের প্রস্তাবটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা এই স্থলেই উহা অবিকল অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিলাম।

"গত ভয়ানক দুর্ভিক্ষে দেশ এক প্রকার উৎসন্ন হইয়াছে। পুরী, কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে যে মহাশোকজনক নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অনাহারে, কদাহারে, চুরী, ডাকাইতী ও গৃহদাহাদি উপদ্রবে এবং রোগের যন্ত্রণায় দেশ একবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আমরা ১৫। ১৬ লক্ষ স্বদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। গত ১২৭২ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিকের অবর্ষণে উক্ত দুর্ভিক্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যদি সময়ে সাবধান হইয়া যথাকালে সদুপায় অবলম্বন করা হইত, তাহা হইলে কি এত লোকের মৃত্যু হয়? সাধারণে যখন দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে বলেন, তখন যদি স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মান্যবর সর সিসিল বীডন বাহাদুর তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতেন তাহা হইলে কি আজি আমাদিগকে অসংখ্য স্বদেশীয়দিগের বিনাশ দেখিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়? গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণ একবাক্য হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থ যে মহা উদ্যোগ করিয়াছিলেন, যদি যথাকালে তাহার অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে কি ঐ মহা চেষ্টায় অনুরূপ ফললাভ না হয়? তাহা হইলে কি আজি ভূরি পরিমিত প্রজা ক্ষয় সন্দর্শন করিয়া দয়ালু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ব্যাকুলিত হইতে হয়? যাহা হউক, আর সে সকল কথার আক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই, গতানুশোচনা বিফল। এখন দয়ালু রাজপুরুষদিগের এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে সংক্ষেপতঃ এই মাত্র জিজ্ঞাসা যে, আগামী বর্ষের উপায় কি?

যদি কেহ বলেন, আর চিন্তা কিসের? গত বর্ষাকালে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল, কার্ত্তিকমাসেও যথেষ্ট জল হইয়াছে, সম্পূর্ণ ফসল জন্মিয়াছে, তবে আর চিন্তা কিসের? ঈদৃশ প্রশ্নকর্ত্তা যদি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করেন, উক্ত প্রশ্নের অসারতা সহজে বুঝিতে পারিবেন। গত বৃষ্টিকালে সুবর্ষণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের অনেক স্থান বন্যা জলে হাজিয়া গিয়াছে। যে সকল মাঠ গভীর, তাহাতেও ফসল ভাল হয় নাই। বহু লোকের মৃত্যু ঘটনায় বিস্তর জমী পতিত রহিয়াছে। অনেক কৃষক বীজ অথবা গরুর অভাবে আবাদ করিতে পারে নাই। অনেকে বীজ জন্মাইয়াছিল, কিন্তু অন্নকষ্টে সমুদায় ভূমিতে রোপণ করিতে পারে নাই। এই সমস্ত হেতুবশতঃ সমুদায় ভূমি আবাদ হয় নাই, আর যাহা আবাদ হইয়াছে, তাহারও অনেকাংশ ক্ষতি দোষ হইতে মুক্ত নহে। বিবেচনা করিলে গড়ে দশ আনার ঊর্দ্ধ ফসল জন্মিয়াছে, এমন বোধ হয় না। উহার অধিকাংশ সম্পন্ন লোকদিগেরই আবাদ করা। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি ছিল, তাহারাই যথাকালে সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগেরই ষোল আনা লাভ। পক্ষান্তরে যে সকল লোক দরিদ্র, অথবা দুর্ভিক্ষ পীড়ায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আপনাদের জোত জমীর সমুদায় আবাদ করিতে পারে নাই, যাহা আবাদ করিয়াছে, তাহাও যথাকালে উপযুক্ত মতে না হওয়াতে সম্পূর্ণ ফসল প্রদ হয় নাই। তাহাদের ঐ স্বল্প পরিমিত ধান্য ব্যতীত অন্য কোন সংস্থানও নাই, তাহাও আবার ঋণ পরিশোধেই পর্য্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহ স্থল। তদ্ব্যতিরেকে রাজকরও দিতে হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, আগামী সনের প্রারম্ভ (বৈশাখ মাস) অবধি প্রস্তাবিত দীন দুঃখী লোকেরা পুনরায় অন্নকষ্টে পতিত হইবে। গত ভয়ঙ্কর মন্বন্তরে দেশের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বর্ণিত প্রকার দীন হীনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে এমন বোধ হয় না। ঐ সকল লোকের পরিত্রাণার্থ এখন অবধি কোন সদুপায় না করিলে পুনরায় হৃদয়বিদারক নিদারুণ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ আমরা লাবণিক প্রদেশের সাতিশয় শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি। তত্রত্য প্রজাগণ দুর্ভিক্ষপাতের পূর্ব্বাবধিই উপর্য্যুপরি বিপদে পড়িয়া

জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—তাহারা, নিমক পোক্তান উঠিয়া যাওয়ার পর প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের উৎপাত, লাবণিক অত্যাচার, বসন্ত বিসূচিকাদি রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্ঘটনায় নিপীড়িত হইয়াছিল—বিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে পিষ্টপেষণ করিয়াছে। অতএব উপরি বর্ণিত নিঃস্ব মানব সমূহ মারাত্মক মড়কে বহুল পরিমাণে মৃত হইবে আশ্চর্য্য কি? দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশের মধ্যে লাবণিক ভাগ নিতান্ত অল্প নহে, সমুদ্র সন্নিহিত সমুদায় ভূভাগ উক্ত ভাগের অন্তর্গত। যাহা হউক, বর্ণিতাবস্থ দীনহীনদিগের পরিত্রাণের জন্য যথোচিত উপায় শীঘ্র অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই।

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা এই—গত দুর্ভিক্ষে অন্নকষ্টে পড়িয়া প্রায় সকলেই শাকশব্জী প্রভৃতি কদাচ অপুষ্টিকর দ্রব্য খাইয়াছে, তন্নিবন্ধন এখন অনেকেই রোগগ্রস্ত দেখা যাইতেছে। শোথ, জ্বর, বমন, ওলাউঠা এবং নানাবিধ উদরাময়, ইহার অন্যতর পীড়া যে গৃহে দৃষ্ট না হইতেছে, তাহা গৃহই নহে। এই সকল পীড়ার যদি শীঘ্র সমুচিত প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে ক্রমে সমুদায় দেশই অস্বাস্থ্যসলিলে নিমগ্ন হইবে এবং বহুতর লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এখন কথা এই হইতেছে, উল্লিখিত বিপদরাশি কিরূপে নিবারিত হইবে? দীনদুঃখিগণ কিরূপে নিস্তার পাইবে? দেশের পীড়া কিরূপে উপশম হইবে? এগুলি প্রজাহিতৈষী রাজপুরুষদিগের এবং স্বদেশশুভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মগণের চিন্তনীয় বিষয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই কয়েকটি উপায় উদিত হইতেছে।

প্রথম, দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য ইংলণ্ডের যে সাহায্য চাওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত না হইয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক এখনও সাহায্যের আবশ্যকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক তথা হইতে দান প্রেরণের প্রার্থনা করা হউক। ইংলণ্ডের লোকেরা স্বভাবতঃ দয়ালু। বিশেষতঃ মাঞ্চেষ্টরের নিরাশ্রয় মজুরদিগের আনুকুল্যার্থ এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল। অতএব ইংলণ্ডীয়েরা এদেশের উপকার নিমিত্ত বদান্যতা প্রদর্শনে উদাসীন হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়, উল্লিখিত অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য শীঘ্র প্রার্থনা করা হউক। গবর্ণমেণ্ট গত দুর্ভিক্ষে যথোপযুক্তরূপে দান করেন নাই। বিশেষতঃ আমাদিগের দয়ালু ষ্টেট সেক্রেটারি মহামান্য লার্ড ক্রাণবোরণ বাহাদুর যত আবশ্যক টাকা দিয়া প্রজার ক্লেশ নিবারণের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যদিও উক্ত আজ্ঞা গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে, কিন্তু যখন প্রস্তাবিত সাহায্য ঐ দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষত প্রশমনের ঔষধ স্বরূপ, তখন উল্লিখিত আদেশ এতৎ সম্পর্কে না খাটিবে কেন? এজন্য বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এবারে মুক্তহস্ত হইবেন। তৃতীয়, দেশীয় দয়ালু ভাগ্যবান লোকদিগের এবং ধনশালী জমীদারগণের নিকট হইতেও দান সংগ্রহ আবশ্যক। তাঁহারা দুর্ভিক্ষোপলক্ষে মনশোভতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা দর্শাইয়া প্রচুর ব্যয় করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বদেশের দুঃখ বিমোচনে পুনর্ব্বার হস্তাবলম্বদান করিতে হইবে। দাতার বর্ষণ বর্ষাকালীন বর্ষণের ন্যায় সময় বিশেষের অধীন নহে। পরদুঃখকাতর মহাত্মারা সাধ্যমত পরহিত সাধনে কখনই ক্ষান্ত হইতে পারেন না। পরন্তু আমাদিগের দেশের দুঃখ নিরাকরণার্থ দেশীয় লোক বিশেষেরই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, উপরিলিখিত ত্রিবিধ লব্ধ ধন দ্বারা এক বৃহৎ ফণ্ড করা হউক। তাহা হইতে ব্যবসায়িজাতীয় নিঃসম্বল লোকদিগকে মূলধন স্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হউক, এবং বর্ষাকালে দরিদ্র লোকদিগকে স্বল্পমূল্যে তণ্ডুল বিক্রয় করা হউক। আর, রোগীদিগের চিকিৎসা হেতু মেডিকাল কালেজের বাঙ্গলা ক্লাশের অন্যূন ১০০ জন ছাত্রকে ঔষধ সম্বলিত দুর্ভিক্ষপিষ্ট দেশে প্রেরণ করা হউক। পঞ্চম, গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগের মঙ্গলোদ্দেশে সাধারণ হিতকর কার্য্যকলাপ সত্বরে বাহুল্যরূপে আরম্ভ করিয়া দিউন, এবং দক্ষিণ প্রদেশ হইতে শস্য রপ্তানী বন্ধ করুন। আমরা প্রজা হিতকর এবং গবর্ণমেণ্টের লাভকর একটী বৃহৎ কার্য্য দেখাইয়া দিতেছি। তাহা এই যে, গবর্ণমেণ্ট নিমক মহলে বাঁধ করাউন, এবং তত্রত্য বর্দ্ধনশীল নিবিড় কানন ছেদন করাইয়া তাহা আবাদ করাইতে প্রবৃত্ত হউন। এরূপ হইলে একণে লোণা অঞ্চলের শ্রমজীবী দরিদ্রলোকেরা রক্ষা পাইবে এবং ঐ অঞ্চলের জঙ্গল বৃদ্ধি হওয়াতে সম্প্রতি ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উপদ্রবে প্রজাগণের গোবৎস প্রতিপালন যে বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও দূরীকৃত হইবে। পক্ষান্তরে ঐ সকল বহ্বায়ত ভূমি আবাদ হইলে খাসমহলের ন্যায় বিক্রীত হইয়া রাজকোষে প্রচুর ধনাগমের উপায় হইবে, অথচ তদ্দ্বারা সাধারণ সৌভাগ্যও বর্দ্ধিত হইবে।"

রায় মহাশয় মেদিনীপুর অঞ্চলবাসী। তিনি ঐ প্রদেশের ও উড়িষ্যার বিশেষ বৃত্তান্তজ্ঞ। তাঁহার লিখিত বাক্যগুলির যাথার্থ্য বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি প্রামাণিক লোক। তিনি ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া পত্র মধ্যে যে কয়টী প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্য করা অতিশয় আবশ্যক। গত বর্ষের

ন্যায় নরহত্যা না হয়, এই আমাদিগের অনুরোধ। উল্লিখিত প্রস্তাব সমুদায়ের মধ্যে যে গুলি প্রধান পুরুষদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে, তদিতরের অনুষ্ঠান করিয়া তদবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এ সময়ে তণ্ডুলের সচরাচর যেরূপ মূল্য হইয়া থাকে, এবর্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। তন্নিমিত্ত অনেকে শঙ্কা করিতেছেন, ১২৭৪ সালেও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। কিন্তু এবার এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইবে, কোন ক্রমেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না। এখন তণ্ডুল মহার্ঘ হইয়াছে, তাহার এই কারণ বোধ হয়, চাউল নানা স্থানে রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু আজিও সকল স্থান হইতে আমদানী হয় নাই। যাহা হউক, এ বর্ষেও রাজপুরুষদিগের কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক। এবার যেমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিয়াছে, তেমন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পূর্ব্ব বর্ষের কিছুমাত্র সঞ্চিত নাই, সকল গৃহই শূন্য, শীতল স্থান অপেক্ষা তপ্ত স্থান আর্দ্র করিতে অধিক জল লাগিয়া থাকে। অতএব আমরা এ বর্ষেও বার্ত্তাশাস্ত্রের বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিতেছি, রপ্তানীর বিষয়ে যেন তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকে। বঙ্গদেশ হইতে না হইয়া গত বর্ষে যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষ না হইয়াছিল, তথা হইতে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হউক।

মারীভয়ের অন্যতর কারণ।

একে ত বঙ্গদেশ নিম্নভূমি, জলাকীর্ণ ও আর্দ্র বলিয়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে আবার কয়েক বৎসরকাল কয়েকটী বিশেষ কারণের সংঘটন হওয়াতে ইহা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে যে যে স্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা মারীভয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে। যে যে কারণে মারীভয় হইতেছে। উৎকৃষ্ট জল নির্গমপথ বিরহ ও গ্রাম মধ্যে দূষিত জল প্রবেশ তন্মধ্যে প্রধান। এক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক নদীরই স্রোত মন্দ অথবা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যে যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছে, সেইখানেই মারীভয়ের সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। কৃষ্ণনগর ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। কিছু দিন হইল, আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের ভয়ঙ্কর মারীভয় বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। যে বাঁধ থাকাতে পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে লোণা জলের প্রবেশ নিবারিত ছিল, তাহার সংস্কার না হওয়াতে লোণা জল প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই ঐ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক স্থলেই জল নির্গমাদি দোষ মারীভয়ের কারণ বলিয়া লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। অদ্য এপ্রস্তাব উপস্থিত করিবার কারণ এই, হুগলী জিলার অন্তঃপাতী বরদাপরগণার নদীর স্রোত রুদ্ধ হইয়া একটী প্রকাণ্ড জলা হইয়াছে। সেই জল নির্গমের পথ না থাকাতে উহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামগুলি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় এক ক্রোশ ভূমি জলমগ্ন হওয়াতে পূর্ব্বে তথায় যে অপর্য্যাপ্ত নানাবিধ শস্য জন্মিত, তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছে। স্থানান্তরপ্রকটিত প্রেরিত পত্রে পাঠকগণ ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। পত্রপ্রেরকেরা প্রার্থনা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া জল নির্গমের একটী পথ করিয়া দিয়া প্রজা রক্ষা করুন। আমরাও অনুরোধ করিতেছি, এ কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কেবল যে প্রজাক্ষয় নিবারণ হইবে এরূপ নয়, ঐ জলময় স্থানের উদ্ধার হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েরই সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ বিনা অলাভ নাই। পত্রপ্রেরকেরা যেরূপ কহিতেছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে নিজে সমুদায় ব্যয়ও দিতে হইবে না। তত্রত্য জমীদার ও প্রজার নিকটে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

-:০:-

পুলিসের অদ্ভুত কাণ্ড।

নূতন পুলিসের বিষয়ে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিতেছে। সেই পূর্ব্বের ন্যায় মিথ্যা মকদ্দমা সাজান, আইনের বিরুদ্ধে কয়েদ রাখা, স্বীকার করাইবার জন্য প্রহার করা এসকল সমানই রহিয়াছে। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ে এক অদ্ভুত মকদ্দমার আপীলের বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারালয় এ বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি।

গত চৈত্র মাসে এক দিন রঙ্গপুরের অন্তর্গত মহাধাপা গ্রামের চিপু নামে এক যুবতি স্ত্রীলোকের বাটীতে এক জন চৌকীদার গিয়া বলে, নদীতে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে চিপু তাহার শ্বশুর আদমের সঙ্গে বিবাদ করাতে ঐ ব্যক্তি বাটী ত্যাগ করিয়া যায়। চৌকীদার বলিল ঐ ব্যক্তি হত হইয়াছে এবং চিপু তাহা জানে এই বলিয়া তাহাকে ও আর দুই ব্যক্তিকে তথায় লইয়া গেল। বেণীমাধব রায় নামক এক জন জমাদার স্ত্রীলোকটিকে প্রহার করিয়া বলিল তাহার চক্রান্তেই আদমের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু চিপু বলিল সে মৃত দেহ তাহার শ্বশুরের নহে। জমাদার

তাহাকে অনেক দম দিয়া দুই রাত্রি তাহার সহিত বাস করিল এবং অনেক কৌশলে সেই দস্তুদেহ তাহার শ্বশুরের এই কথা স্বীকার করাইল, এবং এই কথা বলিতে বলিল যে সাহক, চাঁদ, বোদা এবং গৌরমণি এই কয়েক জনে তাহাকে বধ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর জগচ্চন্দ্র সেন আসিয়া মহা ধুমধাম আরম্ভ করিলেন। তিনিও চিপুকে লইয়া দুই রাত্রি যাপন করিলেন। ভয়ঙ্কর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া সাহক প্রভৃতি হত্যাপরাধ স্বীকার করিল। মকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরিত হইল, চিপু তথায় শিক্ষামত সমুদায় স্বীকার করিল। বিচার হইতেছে, এমত সময় চিপুর শ্বশুর আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিপু প্রথমে ইনস্পেক্টরের উপদেশক্রমে তাহাকে শ্বশুর বলিয়া স্বীকার করিল না। কিন্তু আর সকলে তাহাকে চিনিবাতে শেষে পুলিসের ষড়যন্ত্রকাণ্ড প্রকাশ করিয়া দিল। এক্ষণে ওকার ঘাড়ে বোঝা পড়িয়া গেল। বিহারিসেন, খাতিবুল্লা ও তমিজুদ্দিন নামক তিন জন কনষ্টাবল গুরুতর আঘাতের এবং জগচ্চন্দ্র সেন ও জমাদার তাহার সহায়তা করিবার অপরাধে দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারানুসারে সেসিয়নে অর্পিত হইল। সেসিয়ন জজ তাহাদিগের মিয়াদ দেন, কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় প্রমাণের অভাবে জগচ্চন্দ্র সেনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, এই ব্যক্তিই প্রধান দোষী। ইহার অনুমতি ব্যতিরেকে কখন পীড়ন ও মিথ্যা মকদ্দমা সাজান হয় নাই। পুলিষ ২৪ ঘটিকার অধিককাল কাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। কিন্তু তিন দিবস চিপু ও অন্য অন্য লোককে স্থানে স্থানে বদ্ধ রাখা হয়। ইনস্পেক্টরের এ অপরাধে বিচার ও দণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

প্রধানতম বিচারালয় এই আক্ষেপ করিয়াছেন, এ প্রকার সাজান মকদ্দমা প্রায়ই তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়। অতএব এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। পুলিষের কত দূর ক্ষমতা, তদ্বিষয়ে তাঁহারা এই কথা বলেন যে পুলিষ নিজ বিবেচনানুসারে যাহাকে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে ও বিচারালয়ে সমর্পণ করিতে সমর্থ নহেন। মাজিষ্ট্রেটের পরয়ানা ভিন্ন গ্রেপ্তার করিতে হইলে ফৌজদারী আইনের ১০০ ধারার ২ য় পারেগ্রাফ অনুসারে পুলিষের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ জন্মিয়াছে কি না? বিচারপতি কেম্প ও মার্কবি বলেন "যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ ও সন্দেহ প্রকার প্রতি মকদ্দমার অবস্থার উপরে নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সন্দেহ কোন স্পষ্ট ঘটনা নিবন্ধন হওয়া উচিত। অনিশ্চিত অনুমান ও অবিশ্বাস্য সংবাদ নিবন্ধন হওয়া উচিত নয়। পুলিষ কোন কোন ব্যক্তিকে এই বলিয়া ধৃত করেন, যে অতঃপর তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ বাহির হইবে। এটী তাঁহাদিগের ক্ষমতার নিতান্ত বহির্ভূত কর্ম। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন পুলিষ কর্ম্মচারী আইন বিরুদ্ধে ক্ষমতাতীত কাজ করিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে দণ্ডবিধির ২২০ ধারানুসারে তাঁহার সাত বৎসর মেয়াদ হয়।" প্রধান বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে, পুলিষ পরয়ানা দিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তির তাহা মান্য করা উচিত, কিন্তু সাক্ষীকে নিজে বলপূর্ব্বক আনয়ন অথবা তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকাল ধৃত করিয়া রাখা পুলিষের ক্ষমতায়ত্ত নহে। সচরাচর এই ঘটনা হইয়া থাকে, এক জন পুলিষ আফিসর নিজে ধৃত না করিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রামস্থ লোকের নজরবন্দীতে রাখিয়া দেন। এটী আইন বিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব এজন্য পুলিষ কর্ম্মচারী দণ্ডনীয় হইতে পারেন। যে স্থলে কোন ব্যক্তিকে যথার্থ দোষে গ্রেপ্তার করা হয়, সে স্থলেও মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ২৪ ঘটিকার অধিককাল আটক করিয়া রাখা আইনের অনুমোদিত নয়। আর এস্থলে পুলিষ কর্ম্মচারী তাহাকে থানার ভিন্ন অন্যত্র রাখিতে সমর্থ নহেন। বিচারপতিগণ পরিশেষে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যদি আইনের এই মর্ম্মানুসারে আপনারা কতকগুলি অবাধর নিয়ম করিয়া তদনুসারে সকলকে কাজ করিতে বাধিত করেন, তাহা হইলে এ প্রকার অপরাধের বিরল প্রচার হয়। "দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের সম্মুখে যে সকল মকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্দারা আমরা জানিতে পারিয়াছি প্রধানতম কর্ম্মচারিগণও রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন। কিন্তু সাবধান হইয়া কাজ করিলে যে এই অসৎ কর্ম্মচারিদিগের দোষ সংশোধিত হয়, তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি।"

দেশের সর্ব্ব প্রধান বিচারালয় সামান্যতঃ বর্ত্তমান পুলিষের প্রতি দোষার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ মূল হইতে এই দোষ উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা হয় নাই। আমরা বলিতেছি অধিকাংশ ইনস্পেক্টর সবইনস্পেক্টর ও হেডকনষ্টাবল পূর্ব্বতন পুলিষ হইতে মনোনীত হইয়াছে। যাহারা নূতন লোক, তাহাদিগেরও অধিকাংশ অসৎ ও অপদার্থ। রঙ্গপুর ত অনেক দূর, ২৪ পরগণার অনেক স্থান অন্বেষণ করিলে বেণীমাধব রায়ের মত অনেক জমাদার ও জগচ্চন্দ্র সেনের মত ইনস্পেক্টর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কেবল আড়ম্বর ও বহু ব্যয় দেখি-

তেছি, তাহা [illegible] হইতেছে না । [illegible] দেখিয়া [illegible] অনুমানীত [illegible] হইতেছে না । [illegible] ২০ টাকা বেতন ভোগী [illegible] যদি [illegible] পাল্কী করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তিনি যে উৎকোচ লন, তাহার আর সন্দেহ কি ? অনুসন্ধান করিয়া এই সকল অপদার্থ লোককে বহিষ্কৃত কর, পুলিসের দোষ গোপন করিও না, তাহা হইলে শীঘ্র পুলিস কার্য্যদক্ষ না হউক অন্ততঃ সৎ হইবে । এখন কেবল ছেলেখেলা হইতেছে ।

ভূমি সংক্রান্ত আইনের অনিশ্চিত অবস্থা ও তাহার সংশোধন ।

বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যে সাধারণের অসন্তোষ হয়, বঙ্গদেশে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা এবং তোবাইদের ইনাম কমিসন তাহার অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । ভূমিচ্যুত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ বিদ্রোহের সময়ে অস্ত্রধারণ করেন নাই । কিন্তু বহুকালের ভূমি হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে সকলের যে অতিশয় মনঃপীড়া হয়, এবং বিদ্রোহের অনেক [illegible] অসাধারণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন, তাহা অপলাপ করিবার নহে । লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের সময় এক প্রকার অতীত হইয়াছে, কালেক্টরগণ সম্প্রতি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না, কিন্তু পূর্ব্ব কয়েক বৎসরে যে সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহার বিষময় ফল অদ্যাপিও লোকদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে ।

আমাদিগের ভূমির বন্দোবস্ত অনেকাংশে [illegible] । ভূমির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রজাদিগকে [illegible] করিতে [illegible] আইনের বিরুদ্ধে জমীদারেরা অনেক স্থলে কর আদায় করেন, [illegible] বিষয়ে আইনে তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছে । ১৭৯৩ অব্দের ১৯ আইন প্রচলিত করিবার সময়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস বলেন, "এ দেশে চিরকাল এই নিয়ম আছে, রাজা প্রত্যেক বিঘা ভূমির উৎপন্নের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইবেন" যে স্থলে রাজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক [illegible] ত্যাগ করেন সেখানে কেবল প্রজাগণ কর হইতে রক্ষা পান ।" এই যুক্তিতেই গবর্ণমেণ্ট অসিদ্ধ নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন করেন । এই লাখেরাজ ভূমির অধিকারিগণ কৃষক ও অন্য অন্য প্রজার নিকটে কর লইতেন, যে অংশ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য তাহা দিতেন না । প্রজারা লাখেরাজদারের স্বত্ব স্থির জানিয়া মৌকরারি পাট্টা লইয়া পাকা বাটী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি করেন । হঠাৎ ১৮১৯ অব্দের ২ আইন হইল, কালেক্টর লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিলেন, লাখেরাজদার করপ্রদায়ী জমীদার হইলেন । তিনি তখন রায়তদিগকে বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বে যে হারে কর দিতে তাহা একণে যথেষ্ট নহে, আমায় রাজস্ব দিতে হইতেছে, তোমাদিগের মকররি স্বত্ব আর নাই, একণে আমি ঠিকা প্রজার ন্যায় স্বেচ্ছামত তোমাদিগের নিকটে কর আদায় করিব ।" যে সকল জমীদার "বিশেষ দয়ালু" তাঁহারা কেবল সদর জমার টাকাটি প্রজাদিগের নিকটে তুলিয়া লইতেন । ভূতপূর্ব্ব সদর আদালত ১৮৫০ অব্দের ৫ ই মে এই সিদ্ধান্ত করেন যে লাখেরাজদারদিগের [illegible] প্রজাদিগের মকররি স্বত্ব [illegible], যখন তাঁহাদিগের স্বত্ব যাইতেছে, তখন প্রজাদিগের স্বত্বও যাইবে । অর্থাৎ এক জন লাখেরাজদার [illegible] করিয়া একবারও গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] দেন নাই । একণে [illegible] পড়িয়াছেন, তাঁহাকে শতকরা এত টাকা সদর জমা দিতে হইল, সদর আদালতের মতে তিনি প্রজাদিগের নিকটে তাহার দশ গুণ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ! । আইনের মর্ম্ম এই, কোন ব্যক্তি আপনার প্রবঞ্চনা নিবন্ধন লোভাংশ ভোগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু সদর আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে সৎ জমীদারেরা মৌরসিদারদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু জুয়াচোর বাজেয়াপ্ত লাখেরাজদারেরা সদর জমার দশ গুণ লইতে সমর্থ হইলেন । যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই, ১৮৬৫ অব্দের ১০ ই জুন প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন লাখেরাজদারের নিকটে রাজস্ব গৃহীত হইলেও মকররিদারের জমা ঠিকা হইবে না । কিন্তু লাখেরাজদারকে যে টাকা সদর জমার স্বরূপ দিতে হইবে, তাহা কি তাঁহার প্রতারণার দণ্ডস্থানীয় হইবে ? অথবা তিনি প্রজাদিগের ভূমি ও করের পরিমাণে তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন ? ১০ই জুন বিচারালয় এ প্রশ্নের বিচার করেন নাই । কিন্তু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন রাজস্বের টাকা প্রজার স্কন্ধে পড়িবে । কিন্তু ঐ বৎসরের এক মকদ্দমায় দুই জন বিচারপতি বলেন, লাখেরাজদার গবর্ণমেণ্টকে এ পর্য্যন্ত ফাকি দিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া রাজস্বের টাকা একণে প্রজার নিকট আদায় করিতে পারিবেন না । ফলতঃ এই পূর্ব্বাপর বিপরীত নিষ্পত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু এতন্নিবন্ধন ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিতেছে । প্রায় অধিকাংশ লোকে মৌরসি পাট্টা লইয়া বাটী ও বাগান প্রভৃতি করিয়াছেন । তাঁহাদিগের উপর কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা অনেক স্থানে হইতেছে । তন্নিবন্ধন লোকের অসন্তোষ ও ক্রম বৃদ্ধি হইয়াছে । একণে প্রশ্ন হইতেছে, এপ্রকার অনিশ্চিত অবস্থা কত দিন থাকিবে ?

আমরা বারম্বার বলিয়াছি ও বলিতেছি ভূমি সংক্রান্ত আইনে অনেক

গোলযোগ আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন যে প্রকার সংগৃহীত হইয়াছে, ভূমি সংক্রান্ত আইন সেইরূপ একত্র সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যে করদান প্রণালী আছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ধনী লোকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প কর দিয়া মুক্ত হন, কিন্তু অধিকাংশ কর ভার দরিদ্রদিগের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। এক জন পূর্ব্বে লাখেরাজদার স্বরূপ ২০০০ টাকা পাইতেন, ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে তাঁহাকে ১০০০ টাকা সদর জমা দিতে হইল, এই টাকা তিনি প্রজার নিকটে আদায় করিতে লাগিলেন। ভূম্যধিকারির সেই সমান আয় রহিল, অত্যাচারকারী জমীদার বরং অধিকও আদায় করিতে লাগিলেন, কষ্ট কেবল প্রজাদিগেরই হইল। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট কত দিন থাকিবে? কত দিন লোককে বাস্তুর অস্তিত্বের জন্য শশঙ্কিত থাকিতে হইবে? লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলে প্রজার নিকট হইতে না লইয়া জমীদারের নিকট হইতে লওয়াই উচিত।

যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন জমীদারের দেয় দশ বৎসরের করের এক্যুন করিয়া তাহার ১১ অংশের ৯ অংশ গবর্ণমেণ্ট লন, বাকী জমীদারের থাকে। ঐ সময়ে মৌরসদারদিগের কর বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত নাই, বিধিও নাই। লাখেরাজের প্রজাগণ যখন পাট্টা লন, তখন সেই সময়ের উর্দ্ধসংখ্য কর দিয়া কবুলতি দেন। প্রজার নিকটে যাহা আদায় হয়, তাহার যে অংশ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য, তাহা লাখেরাজদার প্রতারণা করিয়া আত্মসাৎ করেন। এক্ষণে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টকে দিলে তাঁহার ক্ষতি নাই, বরং [illegible] সৌভাগ্যের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট [illegible] বৎসরের রাজস্ব [illegible] ছাড়িয়া দিতেছেন না। এমত অবস্থায় জমীদারকে যদি বলা হয় সদর জমায় টাকা তিনি প্রজার নিকটে লইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা যুক্তি ও ন্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে। অসৎ লোকের অসাধুতার দণ্ড কি কারণে সৎ লোককে ভোগ করিতে হইবে? আমরা এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপকদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ভূমি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া একত্র করুন। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলে প্রজার কত দূর স্বত্ব থাকিবে, তাহা স্পষ্টরূপে ঐ আইনে স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনের ৩৯ ধারানুসারে বাস্তু বাগান, ভূমি প্রভৃতির কর বৃদ্ধি হইতে পারে না। এ বিষয়ে ১০ আইনের সহিত অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তুভূমির করের বিষয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট আইন করা কর্ত্তব্য। ঠিকা ভূমিতে বাস্তু করিতে দেওয়া অনুচিত। জমীদার যদি তাহা করিতে দেন তাহা হইলে যত দিনের দখল হউক না কেন, কোনমতে কর বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার রাখা উচিত নহে। দেশের সম্পত্তির যত মূল্য বৃদ্ধি হয়, ততই সাধারণ সৌভাগ্য ও গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় তাহা হইতেছে না। জমীদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের যে কয়েকটী কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্থির হয়, তাহার একটিও হইতেছে না। কর লইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ। এমত অবস্থায় যদি আইন ও করদান প্রণালী [illegible] জমীদারের [illegible] উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] যে সকল করিতেছেন [illegible] গৌরব করেন তাহার প্রকৃত [illegible] থাকে না। [illegible] কি গবর্ণমেণ্ট কেবল জমীদারদিগের [illegible] বৃদ্ধি করিতেছেন না?

প্রাপ্ত।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে এই পরগণার নাম "বিক্রমপুর" হয়। এমত কিংবদন্তী যে, নৃপবর বল্লালসেন রামপাল নামক গ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ একথা অসম্ভাব্য বোধ হয় না, এখনও বল্লালসেনের, রামপাল প্রভৃতি স্থানে সুরম্য হর্ম্যাবলীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদ আছে, যখন নৃপবর বিক্রমাদিত্য আগমন করেন তখন এস্থান নদীগর্ভস্থ পুলিনবৎ ছিল, পরে ক্রমোন্নত অবস্থায় ইহার জনসংখ্যার সম্পূর্ণতা এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী স্রোতস্বতী, পূর্ব্বসীমা মেঘনা নদী, দক্ষিণ সীমা ইদিলপুর পরগণা, পশ্চিম সীমা ফরিদপুর জেলা ও ভাওয়াল পরগণার কতিপয় গ্রাম।

এই স্থানে অনূ্যন দেড় লক্ষ লোক বসতি করিতেছে। ধলেশ্বরী, মেঘনা, পদ্মা, প্রভৃতি তরঙ্গিণী মালা প্রতিনিয়ত বিক্রমপুরের শস্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। তন্নিবন্ধন এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আউস ধান্য অগ্রহায়ণ সাধারণ লোকের প্রধান জীবিকা। এতদ্ব্যতিরেকে আমন ধান্য, সরিষা, তিসি, মুসুর, যব, তিল, পাট, কালজিরা, ধনিয়া, সুপারি, তামাক, কার্পাস, খর্জ্জুর, প্রভৃতি জন্মিয়া অধিবাসীদিগের মহান উপকার সাধন করে।

বিক্রমপুরে শ্রীনগর, রাজবাড়ী, এবং মুনশীগঞ্জ এই তিন স্থানে তিনটী পুলিস ষ্টেশন আছে। এক এক ষ্টেশনে এক এক জন সব ইনস্পেক্টর ও কতিপয় কনষ্টেবল থাকিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন। তৈন্যব্যতীত মুন্সীগঞ্জে একটী মাজিষ্ট্রেটী আফিস সংস্থাপিত আছে। মাজিষ্ট্রেটের হস্তে বদ আইনের [illegible] [illegible] আছে। [illegible] ফৌজদারি সংক্রান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়ানী সংক্রান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

যে স্থানে [illegible] [illegible] বাধ্য

(১) [illegible]

(১) [illegible] [illegible]

স্থানে অবস্থিত ; কীর্ত্তিনাশা , বক্ষকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া কুণ্ডলাকারে গমনপূর্ব্বক জনকসার তেজগাঁয়া, কোয়ারী, রাজনগর প্রভৃতি গ্রাম নিচয়কে কাঞ্চীবৎ পরিবেষ্টন করিয়া সুশোভিত করিয়াছে। পদ্মার জল সুরস, তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্যজনক। পদ্মার ইলিসমৎস্য সুস্বাদু বলিয়া নানাস্থানে বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই নদী বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৌকারোহীদিগের অন্তঃকরণে মহান আতঙ্কের উৎপাদন করিয়া দেয়। তখন ইহার স্রোত অতিশয় প্রবল হয়, এবং যখন পূর্ব্বদিগ হইতে নিরন্তর ভীষণ বাত্যাসহকারে ইহার গর্ভস্থ জলরাশি পর্য্যন্ত সমান উত্তাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে, তখন পদ্মা এমনি ভীষণদর্শনা হয় যে সেই সময়ে সমুদ্রগামী কোন কোন সুনিপুণ নাবিকও কর্ণধারণে সাহসী হয় না। পদ্মাকে কখন অপার বলিয়া ভ্রম হয়। পদ্মানদীর উত্তর পার্শ্বে লোহজঙ্গ ও কেদারপুর। এই দুই স্থানে দুইটী "থাঁড়ি" ছিল, কিন্তু দুই বর্ষ হইল কনষ্টাবুলারি পুলিসের সৃষ্টি অবধি কেদারপুরে কয়েক জন রক্তোষ্ণীষধারী কনষ্টাবল শান্তিবিধান করিতেছেন। লোহজঙ্গে এখন একটী আবকারি আফিস সংস্থাপিত আছে, কিন্তু তত্রত্য থাঁড়ি এককালে উঠিয়া গিয়াছে।

লোহজঙ্গ ধনিপ্রধান পালদিগের জন্মস্থান ভূমি। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু অধুনা তাঁহাদিগের যশস্তরণী বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তথায় সমস্ত অগ্রহায়ণ ব্যাপিয়া একটী অনন্য প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলায় ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা প্রভৃতি নগর হইতে বণিকগণ আগমন পূর্ব্বক আপণ স্থাপন করিয়া বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জ ও রাজনগর এই দুই স্থলেও এতাদৃশ মেলা হয়। প্রথমোক্ত মেলার নাম "কার্ত্তিক বারুণী" এবং তাহা একমাসকালব্যাপিনী। এই মেলাত্রয় দ্বারা বিক্রমপুরে বিবিধ মূল্য এবং আবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানি হইয়া থাকে।

অনতিদীর্ঘ একটী ক্ষুদ্র খাল ছিল। এক্ষণ রজনীযোগে সেই খালের জল প্রবাহ অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া তথায় এক [illegible] খাত হইয়া পড়ে। কতিপয় খালের মধ্যে [illegible] দুটী [illegible] ও [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] নাম প্রসিদ্ধ আছে এবং অনেক কীর্ত্তি [illegible] কীর্ত্তিকলাপ বিলোপ করে, বলিয়া ঐ স্থানের নাম "কীর্ত্তিনাশা।"

পদ্মার দক্ষিণ তটবর্ত্তী রাজনগর (২) নামক স্থানে রাজা রাজবল্লভ প্রভূত পরাক্রমসহকারে বাস করিতেন। তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল। অনেক ইতিহাসে রাজবল্লভের নাম অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একদা সমস্ত প্রদেশের রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে আশ্রিতা এবং বহুকাল অচলা ছিলেন। অদ্যাপিও আবালবৃদ্ধ সকলে রাজনগরীর রাজাদিগের নামোল্লেখ ও তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তত্রত্য জমিদার ও তালুকদারদিগের গৃহে এখনও তাৎকালিক অনেক দস্তাবেজাদি চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তন্মধ্যে রাজবল্লভের ন্যায় কোন সম্রাট অথবা কোন ভারতবর্ষীয় ভূপতি কীর্ত্তিমান ছিলেন, এরূপ দর্শন করি নাই। রাজাধিরাজ রাজবল্লভের সৌধাবলির অনেক নিদর্শন অদ্যাপিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের করাল হরণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে।

নৃপতির বহির্ব্বাটীর সিংহদ্বারোপরি উচ্চ চূড়া সম্বলিত এক ত্রিশেতি রথ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সিংহদ্বার বর্ত্তুল আকারে ইষ্টক নির্ম্মিত। অনেকে ঐ রথরাশি গগনাকাশে জন প্রবাদে লিপ্ত হইয়াছেন। সমাজের সাধারণ লোকে উহাকে "একুশ রত্ন" শব্দে অভিহিত করে। রথরাজি সোপানাবস্থায় বিরাজমান থাকিয়া নানা দেশীয় জনগণকারী ও দর্শক বৃন্দের মনোমধ্যে আশ্চর্য্য রসে পরিপ্লুত করিতেছে। কিয়দ্দূরে ইষ্টক রচিত একটী দোলমঞ্চ সংস্থাপিত রহিয়াছে। দোলমঞ্চ এরূপ উচ্চ যে তাহার চূড়ায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বকীয় নেত্রের প্রতি অবিশ্বাস হয়। দোলটী সপ্তদশ রত্নে গঠিত ও সুশোভিত। মূল প্রদেশে চতুষ্কোণে চারিটী, তদনন্তর সোপানের প্রথম স্তবকে (যাহাকে সাধারণে "থাক" কহে।) চারি কোণে চারিটী, তদুপর মধ্য স্তবকে চারিটী, তদূর্দ্ধ স্তবকের উপর চারিটী এবং চূড়ার উপর অবশিষ্ট একটী শোভমান রহিয়াছে। রত্নাবলী ক্রমান্বয়ে উচ্চ। এই দোলের সর্ব্বোচ্চ শিখরোপরি উঠিয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে পথ [illegible] [illegible] জনগণকে ক্ষুদ্র বিড়াল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না এবং উহার তরঙ্গবতী [illegible] পদ্মাকেও একখানি শুভ্র

পরিসর ধৌত উত্তরীয় বসনবৎ ভ্রম হয়। বস্তুতঃ একুশরত্ন হইতে সপ্তদশ রত্ন যে অপেক্ষাকৃত সমধিক আশ্চর্য্য দর্শন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দোলমঞ্চোপরি একাদিক্রমে সোপানপংক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে দুই তিন বার বিশ্রাম করিতে হয়। এই ইষ্টক বিনির্ম্মিত দোলমঞ্চেই মহারাজ রাজবল্লভ প্রতিবৎসর উৎসবক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। উৎসব সময়ে ঋত্বিকগণ দোলায় দোলায় "লক্ষ্মী নারায়ণের" চক্র দোলে উঠাইতেন। চক্র সাধারণতঃ "ঠাকুর" বলিয়া অভিহিত হয়। উৎসবান্তে এত অধিক পরিমাণে "ঠাকুরকে" আবীর দেওয়া হইত, যে তাহাতে সমুদায় গ্রাম আচ্ছাদিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।

শ্রুত আছে নৃপতিপুঙ্গব রাজবল্লভের আদেশানুসারে ছয় পণ্ডরি সুবর্ণ দ্বারা একটী কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। প্রতিদিন উহার অর্চনা ক্রিয়া মহা আড়ম্বর সহকারে নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা তাহার চিহ্নও আছে কি না সন্দেহ স্থল। রাজবাটীর অধিকাংশ স্থলই সম্প্রতি ভয়ানক ভুজঙ্গ ও হিংস্র জন্তু নিচয়ের আবাস ভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের ভীম গর্জ্জনে নির্ভয় হওয়া কাহার সাধ্য? সৌধাবলী নানাপ্রকার জঙ্গল লতায় আচ্ছাদিত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা রাজাবলীর বিয়োগ শোকে অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বল্কলরূপ মলিন বসন এবং জলরূপ অশ্রু ধারণ করিয়া সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে এবং কার্ষ্ণ কাষ্ঠ যে অবস্থিত থাকিয়া যেন দুরন্ত কৃতান্তের চরণে প্রণত রহিয়াছে।

রাজা কতকগুলি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তৎসমুদায়ের এক একটী এরূপ দীর্ঘ যে এক তট হইতে বন্দুক ধ্বনি করিলে তটান্তরস্থ লোকেরা শুনিতে পায় না। ব্যবহারানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ যে দীর্ঘিকায় স্নান করিতেন, তাহার নাম "রাজসাগর।" রাজ্ঞীদিগের স্নান দীর্ঘিকার নাম "রাণী সাগর।" ধাত্রীনিচয়ের স্নান জন্য খনিত দীর্ঘি "ধাই সাগর" এবং অনুচরগণ যে জলাশয়ে পোষিত শুক পক্ষীকে স্নান করাইত তাহা "শুকসাগর" বলিয়া অভিহিত। তদতিরিক্ত আর আর অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। রাজবাটীর চতুর্দিকে যে চৌগাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। উল্লিখিত জলাশয় সমূহের অধিকাংশই পদ্মার সহিত সম্মিলিত হই

(২) স্থানান্তরে রাজনগরের প্রাচীন বাড়ের প্রস্তাব লিখিত হইবে।

য়াছে। কেবল স্থানে স্থানে ভগ্নাংশ মাত্র রহিয়াছে।

রাজার বহির্ব্বাটী হইতে রাজাবাড়ী, কেদার রায় দীঘির পার (৩) যাকোহাটী বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া ঢাকা নগরীর সহিত সম্মিলিত একটী সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হয়। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত ছিল। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে ঐ "রাজ দরজার" চিহ্নরাশি নয়ন পথের আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকে। কৃষ্ণদাস (যিনি বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী ড্রেক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন) রাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। আজিও তাঁহাদিগের বংশ প্রভাতকালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিস্প্রভরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

২৩ এ মাঘ সোমবার

সম্প্রতি মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজ পাচিয়াপা বিদ্যালয় বাটীতে মিস কার্পেণ্টরের প্রস্তাবিত স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা বিবেচনার্থ এক সভা করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর প্রস্তাব এক্ষণে স্থগিত রহিল।

আমরা দেখিতেছি কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ন্যায় মফস্বলের মিউনিসিপালিটিও ইউরোপীয় বিভাগ পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অধিক যত্নবান। হগ সাহেবের আগমন অবধি কলিকাতার দেশীয় বিভাগের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তত্রত্য বিদ্যাশিক্ষার রিপোর্ট সমালোচনা করিবার সময়ে ডাক্তর লিটনারের বিষয়ে বলিয়াছেন যে প্রকার নিয়ম আছে তদনুসারে তাঁহার কাজ করিলে ভাল হয়। অধ্যক্ষ নিজের মতাবলম্বন করিয়া কাজ করেন, ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট হইতেছে, অতএব তাঁহার এটী পরিত্যাগ উচিত। শিক্ষাবিভাগের অনেক স্থানেই অনেক গোলযোগ আছে।

মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর তত্রত্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য প্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন। আপাততঃ তথায় ৬০ জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন গত বৎসর তাঁহারা ৪১১৪ টি মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অর্থাৎ সমুদায় প্রদেশের যাবতীয় ফৌজদারি মকদ্দমার পঞ্চমাংশ তাঁহাদিগের দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। ৪০৭৩ জন এই প্রদেশে শারীরিক দণ্ড পান। ১৭০ জনের শারীরিক দণ্ড ও মিয়াদ উভয়বিধ শাস্তি হয়।

কলিকাতার কৃষিসমাজ বঙ্গদেশে ক্যারোলিনার ধান্য চাষের উদ্যোগ করিতেছেন। মান্দ্রাজ হইতে কিঞ্চিৎ বীজ আসিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি নর্ম্মান ফিয়ার সিটনকার ও মার্কবি, ইডেন ও মাবিঞ্জিন লড ও রেবরেণ্ড জারবো সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক জোড়াশাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে যান। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

২৪ এ মাঘ মঙ্গলবার।

দুর্ভিক্ষ কমিসন এস্‌প্লেনেড পল্লীর ৫ নং বাটীতে অধিবেশন করিতেছেন। অনেকের জবানবন্দি লইয়েছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না। কমিসন উৎকলের মফস্বলে যাইতে পারেন নাই। তথাপি আমরা অবগত হইলাম যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অব্যাহতি পাইবেন এরূপ বোধ হয় না।

সম্প্রতি লার্ড সাফটসবরি আক্ষেপ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের হ্রাস হইতেছে, যাঁহারা অতিশয় কৃতবিদ্য, তাঁহারা কোলেজোর ও নিউমানের মতাবলম্বন করিতেছেন। সাধারণে কাথলিক ধর্ম্ম পুন গ্রহণ করিতেছেন। এমত জনশ্রুতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও লার্ড সাফটসবরি আশঙ্কা করেন পোপের রাজ্য গেলে তিনি যদি কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকেন তাহা হইলে সমুদায় ব্রিটেন পুনর্ব্বার কাথলিক হইবেন। উপধর্ম্মের একপ্রকার অন্যায় কাঁটা সর্ব্বত্র আছে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন চন্দননগর হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আর শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। সম্রাট নেপোলিয়ন অর্থ পাইয়া রাজ্যত্যাগ করিবার লোক নহেন।

২৫ এ মাঘ বুধবার।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, গত নবেম্বর মাসে মান্দ্রাজে ১১,৯১,৮০২ নগদ টাকা আমদানী ও ১৭,২০,২৭৫ টাকা নগদ রপ্তানী হইয়াছে। আমদানীর টাকার অধিকাংশ কলম্ব হইতে আইসে। রপ্তানীর টাকার প্রায় সমুদায় বণিকেরা রেঙ্গুণে প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর বাণিজ্যের নিয়ম দোষ নিবন্ধন এদেশ হইতে নগদ টাকা বাহির হইতেছে।

ইংলিসম্যান ভুটান হইতে সংবাদ পাইয়াছেন দেবরাজ এবং পেমলোগণ একবাক্য হইয়া প্রজাদিগকে সভ্যজাতির ব্যবহারানুসারে কাজ করাইতে যত্নবান হন। কিন্তু তথায় এক বিপ্লব ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ পত্র দেবরাজের নিকটে প্রেরণ করেন, ইহাতে ধর্ম্মরাজের ঈর্ষ্যা হওয়াতে তিনি সভাসদদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া দেবরাজের পদ উঠাইয়া ধর্ম্ম ও শাসন উভয় ভার আপন হস্তে লইয়াছেন। সৌভাগ্য বশতঃ এতন্নিবন্ধন গৃহযুদ্ধ হয় নাই।

২৬ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ের একজন জুয়াচোর স্বয়ম্ভর রাজা সাজিয়া অনেক লোককে ঠকাইতেছে। ইহার সহযোগী জুয়াচোরেরা দূতের বেশ ধরিয়াছে। লোকেরা কি "রাজার" সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাকে প্রেমারা খেলিতে বলা হয়। তিনি যে শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করেন ইহা বলা বাহুল্য। এক জন পারসী ভদ্রলোক সম্প্রতি "রাজাকে" পুলিসে দেন, কিন্তু আইনের কুতর্কে "রাজা" রক্ষা পাইয়াছেন। কলিকাতায় পূর্ব্বে এক ব্যক্তি এ প্রকার "নবাব" ও "রাজা" হইয়া প্রেমারা, লেফিফ্লুক প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া করিত, কিন্তু এখানে শীঘ্র ধরা পড়ে, এবং কয়েকজন নগরীয় বাটপাড় "নবাব সিরাজকে" ঠকাইয়া শিক্ষা দেয়।

সাওয়াকের রাজা সর্ জেমস ব্রুকের পক্ষাঘাত হইয়াছে। রাজা ব্রুকের উপরে বোর্ণিও দ্বীপের [illegible] করিতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে ১২ লক্ষ মণ চাউল উৎকলে প্রেরণ করিতেছেন তাহা [illegible] স্বরূপ বিতরণ হইবে না। [illegible] করা হইবে? বিনামূল্যে [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] চাটোর [illegible] কাজ করিতে পারিবেন না। [illegible] পরীক্ষা কে করিবে? [illegible] চাউলের [illegible] কার্য্যে। [illegible] যে চাহে তাহাকে আহার [illegible] করা কর্ত্তব্য।

(৩) কথিত আছে, দীঘি খানিত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে জল উঠে না। পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে "এক পুত্রবতীর পুত্র কাটিয়া রক্ত দান করিলে দীঘিতে জল উঠিবে।" কেদা কৈবর্ত্তজাতীয় ছিল। রাজাদেশে দীঘি কাটতে কেদার শির ছিন্ন হয়। পুত্র বিয়োগ শোকে মাতা অধীরা হইলে তাহার শোকাপনয়নার্থ প্রভু দীঘিকায় নাম "কেদার মার দীঘি" রাখেন। উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

কাবুল হইতে পরস্পর বিপরীত সংবাদ আসিতেছে। ইংলিসমান বলেন সিয়ার আলী খাঁ সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়া কাবুলে প্রবেশ করিয়াছেন। ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া সংবাদ পাইয়াছেন আমীর পরাজিত হইয়া হিরাটে পলায়ন করিয়াছেন। যাহা হউক শীঘ্র ঐ হতভাগ্য দেশের গৃহ বিবাদ যাইতেছে না। পরাক্রমশালী বুদ্ধদেবের ন্যায় কাবুল রুশিয়ার গ্রাসে না পড়িলে শান্ত মূর্ত্তি ধরিতেছে না।

রেবরেণ্ড এচ, উড প্রথমতঃ প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরী ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ হওয়াতে কলিকাতার বিশপ তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। রেবরেণ্ড উড সম্প্রতি কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শৈব হইয়া বৈষ্ণব হওয়া বড় কঠিন কথা নহে।

পাটনার কমিসনর রিপোর্ট করেন, ত্রিহুত ও চম্পারণ ভিন্ন বেহারের সর্ব্বস্থানে যথেষ্ট শস্য জন্মিয়াছে। ত্রিহুতে শস্য কাটিবামাত্র বণিকেরা ক্রয় করিয়াছেন। কৃষকেরা উচ্চ মূল্যের লোভ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু পরে তাহাদিগের অন্নকষ্ট হইবার সম্ভাবনা যেহেতুক অধিকাংশ শস্য স্থানান্তরিত হইতেছে। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেন নাই। স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের কথায় আর বিশ্বাস হয় না।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাবে এবার অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ কমিসনর কটকে এক বিশেষ অন্যায় কাজ করেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে যে সকল লোক জবানবন্দি দেন, তাঁহাদিগের বাক্য স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ যখন ইচ্ছা পাঠ করিতে পান। এই জন্য অনেক লোকে ভীত হইয়া হুজুরদিগের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা জানেন জনকুইকমোট গমন করিলে কৃষক অবশ্যই পুনর্ব্বার প্রহার আরম্ভ করিবে। উৎকলের সকলে একবাক্যে বলেন দারুণ দুর্ভিক্ষ কষ্টের সময়ে কমিসনর রেবণসা গবর্ণমেণ্টকে কেবল যে অমূলক সংবাদ দেন এমত নহে, কিন্তু তিনি ঘৃণনীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি এই ব্যক্তির হস্তে উৎকলের ভার রহিয়াছে।

সিবিলিয়ানদিগের এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা ইংলণ্ডে হওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য পরীক্ষক সম্প্রদায় উঠাইয়া দিতেছেন। ইংলণ্ডে এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা নামমাত্র হইবে। এখানেই যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে লোকে হাস্য করিয়া থাকেন। দুই এক জন ভিন্ন সকলের কথা অতি জঘন্য, উচ্চারণের ত কথাই নাই

২৭ এ মাঘ শুক্রবার।

ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন দিবসে হবহাউস সাহেব এক বিল অর্পণ করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যত পুস্তক এদেশে মুদ্রিত হইবে অবশ্য তাহার রেজিষ্টরী করিতে হইবে। স্বেচ্ছাধীন রেজিষ্টরীতে কোন কাজ হয় নাই গ্রন্থকারদিগের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভিন্ন বিশেষ ইষ্টফল হইবে বোধ হয় না।

বিচারপতি মর্গানের প্রাধান্যলাভ বাসনা ক্রমশঃ ঘৃণনীয় হইতেছে। তিনি আগরার প্রধান তম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতিদিগকে শূন্যমাত্র করিয়া রাখিয়াছেন। পিয়নিয়র বলেন, সিবিলিয়ান বিচারপতি পিয়র্শন এজন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা না থাকিলে যে কাজ হয় না, তাহা অনেকে বুঝেন না। যে সকল লোকের চিরকাল পরাধীন থাকা অভ্যাস তাঁহারা প্রধান ক্ষমতা প্রায় উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারেন না।

ডাক্তর আণ্ডার্সন রিপোর্ট করেন দারজিলিঙে এক্ষণে ৬,২৫,৪০৮ টি সিঙ্কোনা বৃক্ষ আছে। গত ডিসেম্বর মাসে ২৬,৮০০ কলম হয়। বৃক্ষগুলি উত্তম হইতেছে। ডাক্তর আণ্ডার্সন আরও বলিয়াছেন মেহাগ্নি বৃক্ষ বঙ্গদেশের সকল স্থানে হইতে পারে, বিশেষতঃ আসাম ও সিকিম পর্ব্বতের নীচে হইতে উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উদ্যানে যে সকল মেহাগ্নি বৃক্ষ ছিল, তাহা ঝড়ে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি অল্পকাল মধ্যে বৃহৎ হইয়াছিল।

২৮ এ মাঘ শনিবার।

ঢাকার কমিসনর সি. টি বকলাণ্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন আসামের কুলিদিগের বিষয়ে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহা রহিত করিয়া কুলি ও চা-করকে পরস্পরের বন্দোবস্ত করিতে দেওয়া উচিত। কোন চুক্তি পত্র এক জন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লিখাইবার নিয়ম করিলে যথেষ্ট হইবে। চা-করেরা ফৌজদারি কণ্ট্রাক্ট আইনের ফল ভোগ করিতেছেন।

অদ্য বহুবাজার বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে।

কল্য কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পারিতোষিক দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই জানুয়ারি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মণীতে অতিশয় বরফপাত ও ঝড় হইতেছে। ইহাতে ডাক আসিতে বিলম্ব হয়।

অকুলান পরিপূর্ণ করিবার জন্য ইটালীর রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্ম্মালয়ের সম্পত্তির উপরে ৮০ ক্রোর ফ্রাঙ্ক কর আদায় করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। সর জন লরেন্স অতিশয় মিতব্যয়বিষয়ক রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া যে দোষ দেওয়া হয়, টাইমস তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

তুরস্ক সার্বিয়ার দাওয়া শ্রবণ করিতেছেন। ফরাসী শাসন প্রণালীর অনেক উৎকর্ষ হইবে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্রের অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

মার্শাল বাজেন সৈন্যদিগকে মাকসমিলিয়ানের অধীনে কর্ম্ম লইবার অনুমতি দিয়াছেন। আমেরিকার প্রধানতম বিচারালয় বলিয়াছেন পরীক্ষার শপথের রীতি সঙ্গত।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। লার্ড ক্র্যাণবোরণ আবিসিনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এ জনরব অকাল জাত। কর্ণেল সিয়ার ওয়েদা প্রত্যাগমন না করিলে কিছুই হইবে না। বোম্বাই হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদনুসারে গবর্ণমেণ্টপরিশোধকগণ ও চান্দরি আদালত প্রতি পাউণ্ডে দশ সিলিঙ প্রদান করিবেন।

সভাপতির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া আমেরিকার মহাসভা কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিবার বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। সভাপতির ক্ষমা করিবার যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। ১১ ই ফেব্রুয়ারি রিফরম সভা ট্রাফালগরএস্কোয়ারের কৃষিকাটীতে হইবে।

জর্ম্মণীর প্রধান প্রদেশ সমূহের একভাব সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হঙ্গেরীয় প্রতিনিধি সভার এড্রেস শ্রবণের সময়ে বলিয়াছেন, শীঘ্র এরূপ এক ঘোষণা হইবে, যাহাতে যাবতীয় ভয়ের কারণ দূর করিবে।

তুরস্ক জাহাজে কাণ্ডিয়াস্থ গ্রীকেরা উক্ত দ্বীপ ত্যাগ করিতেছে

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। পূর্ব্ব লণ্ডনে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। ডেপটফোর্ড ও গ্রীণউইচে খাদ্যের জন্য ওমায়াতবর্ত্তি হয়।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। কানাডায় যেকল ফেনিয়নের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহাদিগের তাহার পরিবর্ত্তে ২০ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

ষ্টিফেন্সকে পদচ্যুত করিয়া লিসনকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। ... মোর্ণিং গেজেট বলেন, ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ আদিম মানবিক বিচারের আজ্ঞা প্রবল ... । মানস ... ভৎসনা ... তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে না। ... ভারত বর্ষের সৌভাগ্যোন্নতি ... একটি উপায় ... করিয়াছেন। দেশের উন্নতি ... যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা করিতে তিনি কর্ণেল ষ্ট্রেচিকে অনুমতি দিয়াছেন। ... রেইলওয়ে রাস্তা ও জলসেচন অধিক হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনার ২ রা মাঘের পত্রিকাতে ... দেশীয় রাজগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণী পাঠ করিতে করিতে ত্রিবাঙ্কুর ও ক্ষেত্রীর মহারাজ দ্বয়ের দৈনন্দিন উন্নতি সাধনের বিষয় পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু মহাশয়! আপনি এবং আপনার পাঠকবর্গ ক্ষেত্রীরমহারাজের সবিশেষ উন্নতি সাধনের বিষয় জ্ঞাত নহেন, অতএব আমি সমস্ত না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

মহাশয়! ক্ষেত্রীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচ ছয়টী রোগী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে এবং তাহারা আহারীয় দ্রব্য চিকিৎসকের অভিমতে সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইতেছে। পঁচিশ ত্রিশটী রোগী প্রত্যহ আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। প্রজাগণ ইংরাজী টীকা দিবার এত দূর পর্য্যন্ত অভিলাষী যে অধিক দূরবর্ত্তী স্থান (অন্যান্য রাজার অধিকার) হইতে বালক লইয়া আসিয়া টীকা দেওয়াইতেছে।

একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃত ... তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ছাত্রসংখ্যা সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৪ জন।

মহারাজের নিজ অধিকার এখান হইতে ১৫ ক্রোশ অন্তর কোট পুতলী। তথায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ইংরাজী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃত তিন প্রকার শিক্ষা পাইতেছে, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৯০ জন। আর চিড়াউ নামক গ্রামে এক চিকিৎসালয় ও এক উর্দ্দু বিদ্যালয় এবং বাবাই গ্রামেও একটী উর্দ্দু বিদ্যালয় হইয়াছে।

মহাশয়! অত্র স্থানে একটী ব্যবস্থাপক সভা ... হইয়াছে, তাহার কার্য্য প্রতি শুক্রবার রজনী ৮ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। তাহাতে মহারাজ স্বয়ং, শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঢোল সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ও শ্রীযুক্ত বাবু জোয়ালা ... এই তিন ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। ... যে সমস্ত ব্যবস্থা সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে ... ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা। এই ... স্থাপনাবধি দেশের যে কত অত্যাচার নিবারিত এবং কত যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা মদীয় লেখনী লিখিতে অক্ষম। জেলখানার অধিকাংশ নিয়ম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জেলের আইনের ন্যায় হইয়াছে। পুলিষের পরিচ্ছদ এবং কনষ্টেবলের চাপরাস বেঙ্গল পুলিষের ন্যায় হইয়াছে। ক্ষেত্রী সহর অতি ক্ষুদ্র, তথাচ রাস্তার এবং সহর পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত ২০ জন মেথর নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রাতে এবং অপরাহ্নে দুই বার কার্য্য করিতেছে। পর্ব্বতময় দেশ প্রযুক্ত পূর্ব্বে এখানে রাস্তা নিয়মিতরূপ ছিল না, এক্ষণে মহারাজ আপনার এলাকা মধ্যে স্থানে স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

প্রাচীনকালের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার নাই, পূর্ব্বের ন্যায় ইচ্ছাধীন অনিয়মিত কারাবদ্ধ করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আইন অনুসারে কারাবাসের আদেশ হইতেছে। ইংরাজী, উর্দ্দু এবং হিন্দিতে পারদর্শী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দলাল জী দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এত দিনের পর মহারাজের রাজত্ব হইতে উৎকোচ গ্রহণের আশঙ্কা দূরীভূত হইল। মহারাজ মধ্যে মধ্যে চিকিৎসালয়ে এবং বিদ্যালয়ে স্বয়ং গমন করিয়া তত্ত্বাবধারণ করেন। অন্যান্য রাজগণের ন্যায় ক্ষেত্রীর মহারাজ নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদে দিবা যামিনী যাপন করেন না, কেবল বিদ্যালোচনার আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিয়া থাকেন। না করিবেন কেন? "বিদ্যারত্নং মহাধনং" তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, তাহাতে প্রধান ...নী শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঢোল সবআসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন। ... মহাত্মার এ স্থানে আগমনাবধি মহারাজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে এবং প্রজাবর্গের দুঃখ বিমোচনে সমধিক ... বান হইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! ক্ষেত্রীর ... রাজের ন্যায় যদি জয়পুর, যোধপুর, ভরতপুর, ... প্রভৃতি রাজার ন্যায় হইত, তাহা হইলে যে আরও কত স্থানে কত চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইত তাহা কথনাতীত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এবম্বিধ প্রজাপ্রিয় স্বদেশহিতৈষী রাজাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করা উচিত কি না?

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের মিনিট উপলক্ষে এডুকেশন গেজেট ও সোমপ্রকাশে লিখিত প্রস্তাবদ্বয় পাঠ করিয়া আমার মনে বিভিন্নভাবের উদয় হইয়াছে। আমি ক্রমশঃ সেই সকল ভাব ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আমি আপনাকে বহুজ্ঞ ও বিজ্ঞ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সেটী আমারই ভ্রম। আপনি এক এক সময়ে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া এক কথা বলিয়া বসেন, কিন্তু কে আপনার কথায় কর্ণপাত করে। আপনি তবু বলিতে ছাড়েন না, এই ত আপনার একটী প্রধান রোগ দেখিতেছি। আপনি গবর্ণমেণ্টকে অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া উড়িষ্যা প্রদেশে চাউল পাঠাইতে ও সেই চাউল অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে কথা কে শুনিয়াছিল? সে কথাতেই আপনার বার্ত্তাশাস্ত্রের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র। তবু ত আপনি বুঝেন না।

নৃপতিরা চারচক্ষু এ কি আপনি জানেন না ও কখন শুনেনও নাই? "স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের বিজ্ঞাপনই গবর্ণমেণ্টের চক্ষু কর্ণের স্বরূপ।" ... কালেক্টর কমিসনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা সময়ে সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন আর কি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব? একি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? ... "যেরূপ প্রতীতি হয় তাহার বিপরীত বা অতিরিক্ত কার্য্য কে করিয়া থাকে? কেহই করেন না, এডুকেশন গেজেটের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অপর, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের "যেরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার বিপরীত কার্য্য তিনি কি প্রকারে করেন" "দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন" "অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে বটে" "তজ্জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বা গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিবার প্রকৃত কারণ লক্ষিত হয় না।" ঠিক! ঠিক! ব্যাপারিয়েরা কিঞ্চিৎ অর্থলোভে লোলুপ হইয়া

দুই এক লাঠির আঘাতে যে মনুষ্য হত্যা করে, এখানে ত সেরূপ হয় নাই। লেপ্টেনণ্ট বাহাদুরের অর্থলোভ ত নাইই, তিনি লাঠির আঘাতও করেন নাই, তবে তাঁহার দোষ কি ?!! বিশেষতঃ যখন লাঠিয়ালদিগের ঐরূপ নরহত্যা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা সংস্কার হইয়াছে তখন তাহাদিগেরই বা দোষ কি ? তবে যে বাঁশ ঝাড়ের বাঁশে লাঠি হইয়াছে, সেই বাঁশ ঝাড় যাহার জমিতে আছে, সেই ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ দোষ বলিতে হইবে। উড়িষ্যার অনিষ্টের "অধিকাংশই কল্লোলবতী বেগবতী নদীর জলোচ্ছাস জনিত" যখন স্থির হইল, তখন যে মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ হইয়াছিল সেই মেঘেরই দোষ, অথবা যে বায়ুতে সেই মেঘ উড়িষ্যায় লইয়া যায়, সেই বায়ুরই দোষ, বলিতে হইবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কি দোষ ? এইটী প্রবল বায়ুরই কার্য্য। আপনাদিগের প্রস্তাবদ্বয় পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে আপনাদিগের কাহারও তর্ক শক্তির তাদৃশ উন্মেষ হয় নাই। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। যিনি যাহা বলুন, দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ আমিই ঠিক করিয়াছি। দুর্ভিক্ষ হেতু যেখানে যত লোক মরিয়াছে, সেই সকল হতভাগের কপালের দোষই প্রকৃত কারণ। তাহারা কেন আর কোন দেশে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিল না ? এ পোড়া ভারতবর্ষ ছাড়া আর কি পৃথিবীতে দেশ নাই ? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল !

আপনি লিখিয়াছেন "তিনি মিনিট না লিখিলে বুদ্ধির কাজ হইত।" আপনি ত বড় বোকা দেখি। এডুকেশনে দৃষ্টি করুন, মিনিটের গুণ বুঝিতে পারিবেন। ঐ মিনিটে কত লোকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছে। কেহ কেহ দেশের মঙ্গলেচ্ছু হইয়া যে ভাবধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ মিনিটের গুণে নিজ মঙ্গলেচ্ছু হইয়া অন্য ভাব ধারণ করিয়াছেন। ঐ মিনিটের এত গুণ !! আপনি লিখিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্টের পূর্ব্বে মিনিট না লিখিয়া সর সিসিল বীডনের স্থির হইয়া থাকা উচিত ছিল। কেন "ঠাকুরঘরে কে ? আমি কলা খাই নি।" ঐ মিনিট লেখাতে ত এরূপ বলা হইতেছে না, তবে ইহাতে কি দোষ হইল ? ঐ মিনিটে যে কত কাজ হইবে পরে আরও জানিতে পারিবেন।

আপনার কি দুর্ব্বুদ্ধি ! নিজের ভ্রম না দেখিয়া বড়লোকের ভ্রম দেখিতেছেন। আপনি কেমন করিয়া প্রকৃত ঘটনার অপলাপ করিলেন ? আপনি লিখিয়াছেন "শাসনকর্ত্তার কষ্টের স্থানে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য।" ভাল ইহা মানিলাম। আপনি কি জানেন না যে সর সিসিল বীডন দারজিলিঙে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াও কি একবার উৎকল দেশে গমন করেন নাই এবং দারজিলিঙ ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় আইসেন নাই ? আপনি এসকল কথার উল্লেখ করেন নাই এ আপনার বড় দোষ। দারজিলিঙেরও গুণ আপনি জানেন না। সর সিসিল বীডন ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, তাঁহার গুণের ত সীমা নাই এবং যেরূপ মিনিট লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি দারজিলিঙে থাকিয়া যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এ বিচিত্র নহে। কিন্তু দারজিলিঙের এমনি গুণ যে এডুকেশন বিভাগের ডিরেক্টরও সেখানে থাকিয়া শিক্ষাকার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে থাকেন এবং সেখানে তাঁহার এত কাজ যে প্রায় এক বৎসরের মধ্যে তিনি অধস্তন শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগের বিষয় স্থির করিয়া রিপোর্ট করিতে পারিলেন না। গ্রীষ্মের সময় কলিকাতায় থাকিয়া কি তিনি এত কাজ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন ! ধন্য তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ধন্য তাঁহার শ্রমশীলতা !!

যাহা হউক, আপনি এই কয়টী প্রশ্নের উত্তর দিন দেখি। কিন্তু আপনার যেরূপ স্বভাব দেখিতেছি তাহাতে আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত, যেমন তেমন উত্তর দিলেই চলিবে না। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সাবধানে উত্তর দিবেন। বড় লোকের কি দোষ আছে ? দোষ থাকিলেও সে দোষ কি দর্শন করা উচিত ? দর্শন করিলেও কি সে দোষ লইয়া আন্দোলন করা উচিত ? সম্পাদকদিগের কি লোকের সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করা উচিত নয় ? বড় লোকের দোষোল্লেখ করিয়া লোককে চটান কি উচিত ? রাজপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিলে কি এডুকেশনের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে ? আর এরূপ কত প্রশ্ন লিখিব এডুকেশনে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক প্রশ্ন দেখিতে পাইবেন। ভাল আরও বলুন দেখি। ভারতবর্ষ কি স্বাধীন দেশ ? ভারতবর্ষ কি ব্রিটেন ? সভ্য দেশের সহিত কি অসভ্য দেশের তুলনা হয় ? সভ্য লোকের সহিত কি অসভ্য লোকের উপমা হয় ? ভারতবর্ষের মনুষ্য কি মনুষ্যের মধ্যে গণ্য ? বিলাতের পশুদিগের সহিত কি তাহাদিগের তুলনা হইতে পারে ? বিলাতের কতকগুলি পশু নষ্ট হওয়াতে যে ধূম ধাম ও বক্তৃতা হইয়াছে, এদেশের ১৫ লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া দেশ উৎসন্ন হইলেও কি সেরূপ ধূমধাম হওয়া উচিত ? শুক্লকায়ের সহিত কি কৃষ্ণকায়ের তুলনা হইতে পারে ? খৃষ্টীয়ানের সহিত কি পেগানের তুলনা হইতে পারে ? উৎকলের মনুষ্য কি মনুষ্য ? পাল্কির বেহারার সহিত কি বিলাতি অশ্বের তুলনা হয় ? ভাল বোধ করুন, যদি উৎকলের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গিয়া "সর সিসিল বীডন মহোদয়ের প্রাণ নাশ হইত, তাহা হইলে কি লোকের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত ? তাঁহার ন্যায় দয়াবান ও গুণবান লোক আর কোথায় মিলিত ? অপর, ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ১৫ লক্ষ উড়িয়ার প্রাণ নাশ হইয়াছে, তাহাতে ত "কোন বিশেষ হানি হইতেছে না।" সে সকল লোক থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হয়। এক জন শ্বেতকায় খৃষ্টীয়ান সভ্য গুণবান লোকের সহিত কখনই ১৫ লক্ষ কি সহস্র লক্ষ কৃষ্ণকায়, পেগান অসভ্য ও নির্ব্বোধ লোকের তুলনা করা যায় না। যদি বলেন, যে সর সিসিল বীডনের দোষে অনেক অর্থ ব্যর্থ ব্যয় হইয়াছে ও এক্ষণেও হইতেছে। প্রাণ বড় না অর্থ বড় ? গবর্ণরের প্রাণ বড় না প্রজার অর্থ বড় ? এমন অনেক অর্থ ত নিত্য ব্যর্থ ব্যয়িত হইতেছে। শুদ্ধ সিমুলিয়ার পর্ব্বত ও দারজিলিঙে যাতায়াতের ব্যয় ও ভাতা দিতে কত টাকা প্রতিবৎসর ব্যয় হইতেছে। অতএব ব্যয়ের কথা মুখেও আনিবেন না।

সম্পাদক মহাশয় ! আমি ত আপনার অনেক দোষ দেখিতেছি, আপনি ত যাহা করিবার করিয়াছেন, গতানুশোচনায় ফল কি। এক্ষণে দুই একটা হিত কথা বলি শ্রবণ করুন। এই কথার অনুসরণ করিলে পরে ফল দর্শিতে পারে ? আপনি কি শুনেন নাই যে সম্প্রতি বহুকালব্যাপী বিবেচনার পর অধস্তন শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগের রিপোর্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে গিয়াছে ? এডুকেশন গেজেটে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। অতএব এই সময়ে পূর্ব্বের মত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া দুই একটা ভাল কথা বলুন, কাজ দেখিতে পাবে। সুযোগ পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। আপনি ত এডুকেশন পাইয়াছেন। বুঝেন না কি যে "পেটে খেলেই পিটে সয়" যদি বলেন, অগ্রে না বুঝিয়া দোষ করিয়াছেন, এক্ষণে আর কি করিবেন ? কেন এডুকেশন ত পাইয়াছেন, খোসা ছাড়িয়া বলুন, দেশী পাদরির অনুকরণ করুন না, এডুকেশনের আচরণ অবলম্বন করুন না, দলপুষ্টি আছে ভয় কি ? প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ত দোষ ক্ষালন হইবে ? "সর সিসিল বীডন মহোদয়" এতবড় লোক হইয়াও উৎকলে

স্বয়ং গমন ও দার্জিলিঙ ছাড়িয়া কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থান জন্য যে অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন এবং দার্জিলিঙের সুশীতল সমীরণ সুস্থির চিত্তে সেবন করিয়া যে নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের অতিশয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদানের ও তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটী দীর্ঘ প্রস্তাব লিখুন এবং সেই সঙ্গে আমাদিগের এডুকেশন গেজেটের সম্পাদককে এক অভিনন্দন পত্র প্রদানের প্রস্তাবও করুন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ে যে অন্নের ধামা ধরিয়াছিলেন তাহাতে ত তাঁহার কিছু স্বার্থসাধন হয় নাই। কিন্তু এইবার বুঝি তাঁহার ধামাধরা সার্থক হইয়া উঠিবে।

"চিহ্নতোষস্য"

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী বরদাপরগণার মধ্যে উত্তর শাওড়া দক্ষিণ পেচাড়া সুলতানপুর ও আগড়া পশ্চিম কোটা ও মঙ্গরোল পূর্ব্ব দামোদরপুর, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থভূমি জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তারাজুলি নদী পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বমুখে আসিয়া দক্ষিণমুখে প্রবাহিত আমোদর নদের সহিত ঐ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সঙ্গত হইয়াছে। পাঠকগণের স্মরণের নিমিত্ত কহিতেছি, এই আমোদর নদের বিষয় দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার প্রবাহ চিরকালই অবিহত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর অতীত হইল পূর্ব্ববর্ত্তী সন্নিহিত সাঁকরা নদীর সরকারি সেতু মধ্যে মধ্যে বন্যাবলে ভগ্ন হওয়াতে প্রবল প্রবাহোৎক্ষিপ্ত বালুকারাশি আসিয়া টেওরা খালি নামক স্থানে ইহার গতি অবরোধ করিয়াছে। বর্ষার জলে পরিপুষ্ট হইলে দুই একমাস মাত্র ইহার গতি শক্তির কিঞ্চিৎ উদয় হইয়া থাকে। নতুবা অন্যান্য সময়ে সম্মুখ পতিত গতি প্রতিরোধী উন্নত বালুকারাশিতে প্রতিহত হইয়া ইহার সমস্ত জল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবরুদ্ধ হয়। তাহাতে উক্ত ভূমি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতেছে। দলকাকুণ্ড সীতাকুণ্ড রবিকুণ্ড হরিকুণ্ড প্রভৃতি স্থান সকল এই ভূমির অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই এই স্থান সকলে স্থানবিশেষে কোথাও রবি কোথাও ধান কোথাও বেগুন উক্তা প্রভূত শস্য সকল উত্তমরূপ উৎপন্ন হইয়া কৃষিজীবিগণের পরিশ্রমের সমধিক পুরস্কার প্রদান করিত। এক্ষণে সে সুখের আশা একবারে শেষ হইয়াছে। প্রত্যুত উহার ভয়ঙ্কর ভাবই নয়নগোচর হইয়া থাকে। তারাজুলি ও আমোদরের প্রবাহানীত যাবত উদ্ভিজ্জ বস্তু আসিয়া এই স্থলেই অবস্থিতি করে। ঐ সকল বস্তু পচিয়া সতত পূতিময় বাষ্প উত্থিত হইতেছে। তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রামের লোকেরা নানা প্রকারে উদ্বেজিত হইতেছে। একে উপজীব্য ভূমিতে শস্যের নাম ও নাই, লোকে সতত পেটের জ্বালায় জ্বলিত ও ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে আবার রোগের জ্বালা। কিরূপে তিষ্ঠিয়া থাকে? ঐ সকল গ্রামের জমিদারদিগের মধ্যে সদাশয় মহাশয়দ্বয় স্ব স্ব অধিকার রক্ষার নিমিত্ত স্বব্যয়ে একটী খাল খনন করাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যয় তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় নাই। যে পরিমাণে জল নির্গত হওয়া আবশ্যক তদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে না। যে স্থল দিয়া জলের সুচারুরূপ গতি হইতে পারে, তাহা অন্যান্য ভূম্যধিকারীর অধিকার। যদি চ জল উক্তস্থল দিয়া বহির্গত হইলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তথাপি যে তাঁহারা দেন না, তাহার কারণ তাঁহারাই বলিতে পারেন। হাকিম লোক মধ্যে মধ্যে উক্ত জলার নিকট দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা আমোদী হইয়া কখন উহাতে জলচর পক্ষিশীকারে গমন করেন। উক্ত ভূমি জলমগ্ন থাকাতে তাঁহাদের আমোদের রক্ষ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণীয় প্রজাবর্গের যে উহাতে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রান্তিক্রমেও একবার দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। যাহা হউক, ঐ জল স্থিরভাবে থাকিয়া লোকের অনিষ্টকর না হইয়া যাহাতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ইহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অন্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, আমরা উপরে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। জমীদারেরা পরস্পর প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট উদ্যোগী হইলে সকলকেই নতশির হইয়া থাকিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট স্বকোষ হইতে সমুদায় ব্যয় দিয়া ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া দিন, আমরা এ প্রার্থনা করিতেছি না। গবর্ণমেন্ট উদ্যোগ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত জমীদার ও প্রজার নিকটে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে হিন্দুগণ এই প্রয়াগ সহরের ত্রিবেণী ঘাটে সর্ব্বগাত্র মুণ্ডন ও স্নান হেতু মাঘ মাসে আগমন করেন বলিয়া এখানে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। মেলাটী প্রায় দুই মাস কাল স্থায়ী হয়। অতএব বণিক সম্প্রদায় দোকানগুলি স্থায়ী গোছের নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এইরূপ দোকান ও যাত্রিদিগের বাসস্থান প্রায় চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া থাকে। গত রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে উক্ত ঘাটে অগ্নি লাগিয়া অনেকগুলি গৃহ ভস্মসাৎ হওয়াতে বণিকদিগের ও অন্যান্য লোকের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত স্থানে প্রায় মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অগ্নি লাগিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতেছেন না। এদিকে প্রতিবৎসর রজেক্ট ইষ্টিমেটে মাঘমেলার আয় ২৫০০০ টাকা অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকারে উক্ত টাকা সংগৃহীত হয়, গবর্ণমেন্ট এক বার চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহাও দেখিলেন না। ঐ অল্প দিনের নিমিত্ত বালুকাময় গঙ্গার চড়ার এক বর্গহস্ত জমীর রাজস্ব ৫।৬ টাকার হিসাবে লওয়া হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য টাক্স আছে। কিন্তু পাণ্ডা ও বণিকদিগের নিকটে এত টাকা লইয়া তাহাদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষায় রাজপুরুষগণ পরাঙ্মুখ থাকেন, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? অন্য মফস্বলে এরূপ অন্যায় হইলে তত ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই স্থান উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী বলিয়াই এত ক্ষোভের হইতেছে।

গত বৎসর একজিবিসন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দমকল ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা কি কেবল দর্শন সুখের নিমিত্ত? মেলা হইতে যাহা আদায় হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মিউনিসিপাল ফণ্ডে দত্ত হইয়া কেবল সিভিল ষ্টেসনের শ্রীবৃদ্ধি করা অপেক্ষা দাতাদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ ব্যয় করা কি উচিত নহে? প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল ২।৩ খানি গৃহ ও দুইটী প্রাণী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়াও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সতর্ক হওয়া কি কর্ত্তব্য ছিল না? এই প্রকার অগ্নি লাগিয়া পাণ্ডা ও বণিক-

দিগের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্নি নির্বাণের নিমিত্ত তাহাদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া আর ২। ৩ টী দমকল ক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। মহাশয়! এরূপ বিশৃঙ্খলা আর কোথায়ও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পুলিসের দল বিলক্ষণ পুষ্ট আছে, তথাপি প্রতি মুহূর্ত্তে চুরি ও দাঙ্গা হইতেছে। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই চোরেরা অনেক সময় উচিত দণ্ড পাইয়া থাকে। যাহা হউক, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক।

এলাহাবাদ দারাগঞ্জ। একান্ত বশম্বদ।
৩১ এ জানুয়ারি। এক জন দর্শক।
১৮৬৭।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশ পত্রে প্রায় সকল স্থানেরই সমাচার পাওয়া যায়, কিন্তু বর্দ্ধমানের ত টেক কিছুই সংবাদ দেখিতে পাই না। কেন, ২। ৪ পংক্তি বাঙ্গলা লেখেন এখানে কি এমন লোক নাই? না লেখাকে ও সংবাদ পত্রকে ইহাঁরা ঘৃণা করিয়া থাকেন? সত্য বটে, এখানে (নিজ বর্দ্ধমানে) এমন কোন লোকের বসতি দেখি না যাঁহাদের মধ্যে লেখাপড়ার অনুশীলন আছে। কিন্তু শুনিলাম, অত্রত্য আদালত ও সাহেবী সম্বন্ধে এখানে ত অনেক কৃতবিদ্য বিদেশী আছেন তাঁহারা ও কি বর্দ্ধমানবাসিদিগের সহবাসে তাঁদের সংস্কার পাইয়াছেন? ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। নিজ বর্দ্ধমান কতকগুলি ক্ষত্রিয়, কতকগুলি বেশ্যা ও অপরাংশ ইতর লোকে পরিপূর্ণ, প্রায় অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই লক্ষ্মীর বরযাত্র, সুতরাং সপত্নী ঈর্ষ্যা জন্য সরস্বতী সে পল্লী দিয়া কখন ভ্রমেও গমন করেন না। কেবল আদালত ও রাজ বাটীর কৃপা বর্দ্ধমানের নাম সার্থক করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ ও তৎসংক্রান্ত বিদ্যালয়, মিসনরি বিদ্যালয়, মুদ্রা যন্ত্রালয়, সংবাদ পত্রিকালয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি যাহা কিছু উন্নতির চিহ্ন এখানে দিন দিন লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বর্দ্ধমানবাসী এক প্রাণীরও সাহায্য, উৎসাহ বা যত্ন দেখা যায় না। সকলেই বিদেশীয় কৃতবিদ্যদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয় এবং অত্রত্য মহারাজের একটী সংস্কৃত, একটী ইংরাজী একটী বাঙ্গলা ও একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজের উপযুক্ত তাঁহার বিদ্যালয় চারিটী দৃষ্ট হইল না, বিদ্যানুশীলন ও উন্নতি বিষয়ে তাঁহার যে বিশেষ অনুরাগ আছে, তাঁহার স্কুলের অবস্থা দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। বর্দ্ধমানের এমনি দুরদৃষ্ট যে আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টও বর্দ্ধমানের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ কি? এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট কালেজ বা তদভাবে একটী হাইস্কুল সংস্থাপন অতি আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা নিজ বর্দ্ধমানের না হউক, এ অঞ্চলের যাবতীয় লোকের সমূহ ক্লেশ হইতেছে। মহারাজের অবৈতনিক বিদ্যালয় মিসনরি বিদ্যালয় এবং ইহার সন্নিহিত অপরাপর বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে একেবারে কোন কালেজে বাসা খরচ মাসিক প্রায় ২০। ২৫ টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে এ প্রদেশের ২। ১ জন ধনাঢ্য সক্ষম হয়েন, সুতরাং অজ্ঞানান্ধকার যে বিদ্যার বিমল জ্যোতিকে আক্রম করিয়া এই জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, উল্লিখিত অভাবই তাহার মূলীভূত কারণ। এক্ষণে অত্রত্য কয়েক জন ভদ্র সন্তানের অনুরোধে প্রজাবৎসল বিদ্যানুরাগী আমাদিগের রাজপুরুষদিগের নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে আমার উল্লিখিত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সপ্রমাণ হইলে এ অঞ্চলের প্রজাবর্গের উক্ত অভাব দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনন্দ প্রদান করেন এবং মহাশয়ের নিকটেও আমার ও অত্রত্য যাবতীয় বিদ্যানুরাগীর প্রার্থনা যে মহাশয় যদি ইহাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুমোদন করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই আমার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে পারেন।

বর্দ্ধমান ন্যাসনেল হোটেল } জনৈক বিদেশী পর্য্যটক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

গত ১৮ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশ মধ্যে "কেরিকণ্ড তত্ত্বাবধায়কগণের অনবধানতা ও মহৎ অনিষ্টের উৎপত্তি" বিষয়ক প্রেরিতপত্র খানি প্রকাশিত হওয়াতে মহোপকার সাধিত হইয়াছে। আদ্যোপান্তে প্রণিধান করিয়া অত্রত্য প্রজাগণের নিকটে অবগত হইলাম যে, এক জন ইংরাজ ও এক বাঙ্গালী বাবু (বোধ হয় এক ইঞ্জিনিয়র ও এক ওভরসিয়র) সেখপুরের ছোট সেতুর বিষয় তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব ও বাবু প্রথমতঃ সেখপুর নিবাসী প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে সংবাদপত্রে সেখপুরস্থ সেতুর বিষয় প্রকাশ করিয়াছে? সে ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে?" কতকগুলি প্রজা উত্তর করিল তিনি উপস্থিত নাই, কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। তৎপরে সাহেব ও বাবু উভয়ে ঐ সেতুটীর অবস্থা দর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "এই সেতুকে চারি ফুকর বিশিষ্ট করিতে হইবে, নচেৎ অধিক পরিসরাভাবে তন্মধ্য দিয়া বর্ষাকালের জলস্রোত সুচারুরূপে বহির্গমন করিতে পারিবে না এবং প্রজাবর্গ তন্নিবন্ধন যথার্থ ক্ষতি ও ক্লেশভোগ করিবে।" সেখপুরবাসী প্রজা সমূহ তচ্ছ্রবণে যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছে। সেতুটী এক্ষণে দ্বিফুকর বিশিষ্ট আছে, চারি ফুকর হইলে প্রজাগণের অনিষ্ট নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়! দেখুন, কেরিকণ্ডের কর্ম্মচারিগণ কেমন মনোযোগ পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন! তাঁহাদিগের অনবধানতা দোষ ইঁহারা স্বমুখেই কি স্বীকার করিলেন না? যখন তদ্দোষ স্বীকার করা হইয়াছে, তখন তাঁহারা অগণ্য প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম, এতকাল প্রজাবর্গ তাঁহাদিগের অনবধানতা নিবন্ধন যে অতীব অনিষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে তাহার ক্ষতিপূরণ কে করিবে? যুক্তি অনুসারে কেরিকণ্ডের কর্ম্মচারিরা কি তাহার দায়ী হইতেছেন না? যাহা হউক, উক্ত সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আপনাদিগের বাক্যানুসারে উক্ত খণ্ড সেতুটীকে এক্ষণে বর্ষা-বরোধাগ্রেই উক্তরূপে নির্ম্মাণ করিলে প্রজাগণ তাঁহাদিগের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে এবং যে বাক্যাতীত উপকার সাধিত হইবে তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

উপসংহার স্থলে বক্তব্য যে, উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ যেন সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে স্ব কর্ত্তব্য তত্ত্বাবধান কার্য্য সম্পাদন করেন, নতুবা নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ যে মনোযোগ সহকারে কার্য্য করিবেন, সে প্রত্যাশা করা বৃথা। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি যাদৃশ মনোযোগ, উপস্থিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার কেমন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! সেখপুরের সেতুর বিষয় যদি সোমপ্রকাশ মধ্যে প্রকাশিত না হইত,

তাহা হইলে কি উক্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী কর্ম্ম চারিদ্বয়ের অদ্যাপি চৈতন্য হইত?

দিঘড়া। বশম্বদ।
২৩ এ মাঘ। শ্রীনীলচাঁদ মুখোপাধ্যায়
১২৭৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেং লুইস সাহেব মহোদয় মফস্বল পরিভ্রমণ সময়ে সদরদীর নীলকুঠির সন্নিকটে অবস্থিতি করিয়া খালকুলাস্থ বালক ও বালিকাবিদ্যালয় (সদরদী হইতে ৮ মাইল ব্যবধান) সন্দর্শন ও পরীক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন। বালক ও বালিকাদিগের পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন সমূহের উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

সাহেব মহোদয় বিদ্যালয় দর্শনানন্তর যে মন্তব্য ইংরাজীতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "খাল কুলাস্থিত স্কুল সন্দর্শন করিলাম যে প্রকারে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এ অতি সন্তোষের বিষয় যে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তাঁহাদের দুহিতৃগণকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সুযোগ করা গিয়াছে তাহা অবলম্বন করিতেছেন।"

সাহেব মহোদয় যে কেবল এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলেন এমত নয়, ইনি মফস্বলে ভ্রমণ সময়ে যে যে স্থলে বিদ্যালয় আছে জানিতে পারেন, তাহা সাতিশয় আগ্রহ সহকারে দর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহার বিদ্যা বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ, বিচার সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এই মহাত্মার ফরিদপুর আগমনাবধি প্রজাগণ সমধিক সদ্বিচার প্রাপ্তিতে সুখী হইতেছে। সবলকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের উৎপীড়ন তিরোহিত হওয়াতে সহায়বিহীন দুঃখী কৃষকেরা প্রশংসিত সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে এরূপ (এজেলায়) আমরা কখনই শুনিতে পাই নাই। মহাশয়! এক্ষণে আমরা জগদীশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করি যে এইরূপ বিচারপতি দ্বারা যেন তিনি শান্তি দেবীকে সুরক্ষিতা ও অলঙ্কৃতা করেন এবং বিদ্যা বিষয়ে বিচারপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া দেশমধ্যে বিদ্যার বিমল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দেন।

ফরিদপুর। কস্যচিৎ ফরিদপুর
১ লা জানুয়ারি
১৮৬৭।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

চন্দননগর বিদ্যালয়।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল।

চন্দননগর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সাধারণের হিতার্থে স্থাপিত হইয়া শিক্ষকদিগের যত্নে ক্রমশঃই উন্নত হইয়া আসিতেছে। গতবৎসর ইংরাজি ডিপার্টমেণ্টের ৫ টী বালক মাসিক ৫ টাকা করিয়া এবং বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের ১ টী অল্প বয়স্ক বালক মাসিক ৪ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হুগলি কালেজে পাঠ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং হুগলি জেলার সমুদয় বিদ্যালয় অপেক্ষা এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট হয়। এবৎসর এই বিদ্যালয় হইতে যে কএকটী বালক বাঙ্গালা ও ইংরাজি পরীক্ষায় উপস্থিত হয় তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৪ টী বালক ৫ টাকা করিয়া ২ বৎসরের জন্য মাসিক ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হুগলি কালেজে পাঠ করিবার অধিকার পাইয়াছে। এবৎসরও এই বিদ্যালয় হুগলি জেলার অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। চন্দননগর ও তৎপার্শ্ব বর্ত্তি গ্রাম সমূহের বালকগণ এইরূপ ছাত্রবৃত্তি এই বিদ্যালয় হইতে অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই লেই অধ্যক্ষগণ পরমাহ্লাদিত হইবেন।

চন্দননগর ১ লা ফেব্রুয়ারি।

———०*०———

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
" " দ্বারকানাথ মল্লিক পটোলডাঙ্গা
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১০
" " রঘুমণি বিশ্বাস পাটনা
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " গোপীমোহন মজুমদার মুরসিদাবাদ
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, লঙ সাহেব জানবাজার
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১০
" " মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীপুর ১০
" " অভয় দাস বসু কলিকাতা ৫।০
" " যদুনাথ রায় [illegible] ১৩
" " শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় বহুবাজার ১০
" " অক্ষয়চন্দ্র দাস বহুবাজার ৫।০
" " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া ৫।০
" " নীলকমল বসাক ট্রেজরি ৫।০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিটি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিটি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১৪ সংখ্যা

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৭ই ফাল্গুন। ১৮৬৭। ১৮ই ফেব্রুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮

ভাড়া অর্থাৎ মণকরা ৫।০ আনা হইলে ইংরাজি অর্দ্ধপাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস গুডস অর্থাৎ বস্ত্রাদি বাক্সেতে (প্যাক করা) অথবা যোড়া হয় নাই, তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা ৫।০ হইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক।

বোর্ড অব এজেন্স ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেন্সন

—:০:—

সুচারু যন্ত্রালয়ের নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থ আছে:—

১ আলবিয়ন রয়াল প্রেস
১ বড় প্রস্তরের কালী দিবার মেজ
২ রোলার
১ লণ্ডনে প্রস্তুত বস্ত্র বাক্সেরআকৃতি (সম্পূর্ণ)
১ বৃহৎ কাষ্ঠের কটপ্রেস
২৫০ সিলবোর্ড
১ বৃহৎ ইম্পোজিঙষ্টোন ফ্রেম সহিত
৩৭ পাউণ্ড ছাপার কালী

বাঙ্গলা অক্ষর।

১ মণ গ্রেট প্রাইমার অক্ষর
৬ ঐ ইংলিস ঐ
৭ ঐ স্মলপাইকা ঐ
১ ঐ বরজাইস ঐ
১ ঐ নানা প্রকার ঐ
সাইন হাফ কুয়াড্রন ইত্যাদি ঐ

ইংরাজী অক্ষর।

৭॥০ স্মলপাইকা অক্ষর (প্রায়নূতন, ইটালিক সহিত)
১০ ঐ ছোট ঐ ঐ ঐ
ঐ ব্রিবিয়র ঐ ঐ ঐ
ঐ ননপেরিল ঐ ঐ

হেডলাইন অক্ষর।

২ লাইন স্মলপাইকা লম্বা
২ ঐ ব্রিলিয়ন ঐ
গ্রেট পাইকা রোমান ঐ ছোট বাক্সে
১ যোড়া পাইকা আণ্টিক ঐ পাতলা
১ ঐ ঐ ঐ মোটা
বরজাইস ঐ ঐ পাতলা
ননপেরিল একত্রিত ঐ
২ লাইন ব্রিলিয়ন ইজিপসিয়ান ঐ
লঙপ্রাইমার সেনসিরিফ ঐ

কাষ্ঠের আসবাব।

৪ যোড়া বাঙ্গলা অক্ষরের কেস
১ ঐ ইংরাজী ঐ ঐ
১০ প্রস্তুত বাক্সা কেস ৪০ টী অংশ
৪ খানি ইম্পোজিঙচেষ্ট। ৪ লেজি গালি।
৩ মেজ। ১ লেখার মেজ। ৪ টুল।

অন্য অন্য।

১ বড় রুল কবিবার পিত্তলের ছাঁচ।
৪ পিত্তলের কম্পোজিং ষ্টিক।
২৬ ডজন পিত্তলের রুল।
॥০ মণ পাইকা কোয়াবেট।
॥০ ঐ ছোট পাইকা ঐ
১॥০ ঐ কেটেসন।
২ ঐ লেড ভিন্ন ভিন্ন ওজনের।
৯ প্রকার ফুল কিনারার জন্য।
৩ প্রস্তুত কোণ। ৩ প্রকার চেস।
৪ ডেমি চেস। ৪ রয়াল চেস।
৫ সম্পূর্ণ ফুলক্যাপ চেস।
৯ তক্ত তক্তা ঐ
৩ সিকি ঐ ঐ
১ পিত্তলের রুল কাটিবার বড় কাঁচি।
সিসের উপর নানা প্রকার ছাঁচ।
২ বাক্স ইম্পোজিঙ আসবাব।
১ মালেট। ১ প্লেনার। ১ জাঁতা।

গড়পার বাহের মৃজাপুর ২০ এ মাঘ। ১২৭২। } শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস সুচারুযন্ত্রের অধ্যক্ষ

যাঁহারা হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের ইংরাজী ডিপার্টমেণ্টে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট ইংরাজী ২০ এ ফিব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হইবে। সম্প্রতি ১০ দশ টাকা করিয়া ১২ টী বৃত্তি খালি আছে। ধার্য্য নিয়ম বৃত্তিতে ১২ টী ছাত্র পরিপোষিত হইবে। ইহা ভিন্ন অপর প্রবেশার্থিদিগকে মাসিক ২ দুই টাকা করিয়া বেতন দিতে হইবে। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন কালেজে এক বৎসর বা ততোধিক কাল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আদরণীয় হইবেন।

মধ্যবিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় নিমুখানসামার লেন ১৫ নং বাটী হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৭৬ নং সাবেক বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

৭ ই মাঘ ১২৭৩। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
সুবর্ণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	⁄০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	⁄০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

সোমপ্রকাশ।

৭ ই ফাল্গুন সোমবার।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের এডওয়ার্ড রিলি সাহেব রোগীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না। পত্রপ্রেরক বলেন, রিলি সাহেব গর্ব্বিত ও উদ্ধত স্বভাব, রোগীদিগের প্রতি স্বভাবানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। আমরা এ বিষয়ে চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিক্ষেপের অনুরোধ করিতেছি। রোগিরা যাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করে, তিনি যদি তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও মমতা শূন্য হইয়া স্বভাবের উগ্রতা নিবন্ধন রোষভরে কাজ করেন, রোগীর ইষ্টলাভের সম্ভাবনা কি?

—:০:—

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা।

গত মঙ্গলবার দুর্ভিক্ষ নিবরণার্থ টাউনহালে এক সভা হয়। গবর্ণর জেনরল নিজে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিস্তর ইউরোপীয় ও এদেশীয় ভদ্রলোক এবং কয়েক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর জন লরেন্স এক বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, ১৮৬৫ অব্দে অনাবৃষ্টি হেতু ধান্য নষ্ট হয়, এবং গত বর্ষাকালে জল প্লাবিত হইয়া কটক বিভাগের প্রায় সমুদায় শ

ও লোকের অবশিষ্ট সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। প্রায় ১৫০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত স্থানের লোকে এতন্নিবন্ধন আত্যন্তিক কষ্ট পাইতেছে। কিছু দিন হইল, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের অন্যতর সভ্য শ ক সাহেবকে উৎকলের অবস্থা দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ১২ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণ না করিলে লোকের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। ১ লা এপ্রেলের পূর্ব্বে ইহার অর্দ্ধেক চাউল যাহাতে যায় গবর্ণমেণ্ট সে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অবশিষ্ট অংশ যত শীঘ্র পারা যায় প্রেরিত হইবে। যথার্থ দরিদ্রদিগকে বিনা মূল্যে চাউল দেওয়া হইবে। যাঁহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা মধ্যবিধ মূল্যে ক্রয় করিবেন, এবং যাবতীয় সবলকায় লোককে কর্ম্ম দেওয়া হইবে। এজন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা আবশ্যক। আরও ভূমির রাজস্ব কতক ত্যাগ করিতে হইবে। ভূমির যে বন্দোবস্ত আছে, তাহার সময় অতীত হইয়াছে, কিন্তু আর ২০ বৎসরকাল তাহার কোন পরিবর্ত্ত হইবে না। জলসেচন কোম্পানি লোককে কর্ম্ম দিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ১৫০০ অবধি ২০০০ পর্য্যন্ত অনাথ শিশুর প্রতিপালন আবশ্যক হইয়াছে। ইহাতে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে কিছু দিন হইল, তিনি লার্ড ক্রাণবোরকে ইংলণ্ডে চাঁদা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার সকল দেশেই কষ্ট, ভারতবর্ষে অধিক মাত্র। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ইংলণ্ডীয়েরা সাহায্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের আপনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। সকলই ঈশ্বরের আয়ত্ত, বর্ত্তমান বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলের পুনর্ব্বার বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। দেশীয় জমীদার ও বণিকগণ এ সময়ে যেন আপনাদিগের প্রসিদ্ধ বদান্যতার বিরুদ্ধ কাজ না করেন।

সর জন লরেন্স উপসংহারকালে বলেন " ভারতবর্ষীয়েরা দয়া ও দানশৌণ্ডতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অন্ন বিনা কষ্ট পায়, তাহাদিগের সাহায্য করা তাঁহাদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতিতে বিশেষ করিয়া বিধি দিয়াছে। এই বিপদে তাঁহাদিগের দেশীয় ভ্রাতৃগণ কষ্ট পাইতেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আপনাদিগের ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। "

শ্রোতৃগণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বারম্বার প্রশংসাধ্বনি করিলেন। অনন্তর মেইন সাহেব উত্থিত হইলেন। এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ পীড়িতের যে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাহা প্রশংসা সহকারে স্বীকার করিয়া বলিলেন, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে বার্ত্তাশাস্ত্র লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপে এ শাস্ত্রের নিয়ম যেরূপ খাটে, ভারতবর্ষে সেরূপ খাটে না। বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তিনি গবর্ণমেণ্টের চাউল আমদানী কার্য্যের অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব করিলেন, যাহাতে যাবতীয় নিরন্নলোক আহার পায়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যায় অবস্থা ভেদ করা হইয়া যেন কাহারও মৃত্যু না হয়। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে পুনর্ব্বার চাঁদা সংগ্রহ করা আবশ্যক স্থির হইল। তৎপরে কাভিনাগু শিলার সাহেব বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য ও ভবিষ্যতে এতন্নিবারণের উপায় করিবার পরামর্শ দিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ মনু, সাদি প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন নিরন্নলোকদিগকে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। রেবরেণ্ড ব্রোমহেডও এই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিলেন, নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায় ১০০০ টাকা এককালে ও মাসিক ৫০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। বাবু দিগম্বর মিত্র বলিলেন, ২০০০ শিশুর জন্য সাহায্য প্রার্থনায় যেন কেহ উপেক্ষা না করেন। সিটনকার সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, উৎকলের দুরবস্থা ও তন্নিবারণার্থ সকলের যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাবু কৃষ্ণদাস পাল বলিলেন এপর্য্যন্ত ৬,৮০,২০০ টাকা চাঁদায় উঠিয়াছে। আরও টাকার আবশ্যক। এদেশীয়েরা যত দূর সাধ্য সাহায্য করিবেন। এজন্য এদেশীয় রাজাদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে ভাল হয়। করেন সেক্রেটারি এক কথা বলিলে বিস্তর টাকা আসিতে পারে। তৎপরে আর কয়েকজন ভদ্রলোক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর চাঁদা সংগ্রহার্থে বিশেষ সভা স্থির হইল। গবর্ণর জেনরল বলিলেন, তিনি বর্ত্তমান কষ্ট নিবারণার্থ ১০,০০০ টাকা দিবেন। কলিকাতার দশ জন প্রধান বণিক প্রত্যেকে ২,৫০০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে সম্মত হইয়াছেন। স্কট মনক্রিফ সাহেব বলিলেন যদিও লার্ড ক্রাণবোরণ সহায়তা করেন নাই তথাপি টাইমস পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রার্থনা করিলে ইংলণ্ডের লোকেরা কখন মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

সভার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আমরা সর জন লরেন্সকে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। সভার পূর্ব্বে তিনি নিজে অনেক ভদ্র লোককে সভায় যাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের আরম্ভ অবধি তিনি সহায়তা করিতেছেন। এবারের

দানের ত কথাই নাই। যিনি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি অলঙ্কার দ্বারা আপনার বাক্য শোভিত না করিয়া সরল ও অকপটভাবে স্ববক্তব্যগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের বদান্যতার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। বিপদও সামান্য নহে। এদেশীয়দিগকে অন্য সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অতএব সকলেরই অকপটভাবে সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য। সহায়সাধ্য কার্য্যে সংঘবদ্ধিতা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণর বিশ্বাস করেন, এদেশীয়দিগের এ সাহায্যদান সামর্থ্য আছে। নাই আমরা অন্যের সাহায্য পাইলাম, সকলে চেষ্টা করিলে কি উৎকল উৎসন্ন হইতে পারে? এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, এ সময়ে সাবধান হইয়া কাজ করা আবশ্যক। পর্য্যাপ্ত সংখ্যক কর্ম্মচারিকে অন্নবিতরণার্থ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কৃতবিদ্যমণ্ডলী হইতে যেন কর্ম্মচারী মনোনীত করা হয়। যে সকল কর্ম্মচারী অন্নবিতরণার্থ নিয়োজিত হইবেন, তাঁহাদিগের উপরে যেন অন্য কর্ম্মের ভার না থাকে। অন্ন বিতরণ কালে কোন প্রকার প্রভেদ করা কর্ত্তব্য নয়। এ প্রভেদ করিতে গেলে অনেক কষ্ট ও অত্যাচার হইবে। যে চাহে, তাহাকে অন্ন দাও। সম্ভ্রমান লোকেরা মানের ভয়ে কখনই ভিক্ষার্থী হইয়া আসিবে না। মেদিনীপুরে পুনর্ব্বার সমুদায় দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইতেছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের কাঁটা বসাতে প্রত্যহ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। পাটনা প্রভৃতি স্থানেও কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানে বিশেষতঃ চম্পারণ ও ত্রিহুতে অধিকতর কষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণর জেনরল এ সকল স্থানে সাহায্যদানে উদ্যত আছেন। তিনি কমিসনরদিগকে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষ বার্ত্তাশাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে কাজ করিবার স্থান নহে। যথাবিধি স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাণিজ্যের অনুষঙ্গী যাবতীয় বিষয় গুলির সত্তা আবশ্যক। তাহা এখানে আজিও হয় নাই। প্রয়োজনানুরূপ রাস্তা খাল প্রভৃতি কি হইয়াছে? যখন উৎকলে টাকায় তিন সের চাউল বিক্রীত হয়, তখন আরাকাণে ২। ২।০ টাকা মণ বিক্রীত হইয়াছিল। তথাপি কোন্ বণিক এত লাভ দেখিয়াও "আবশ্যক হইলে দ্রব্য আইসে" এ নিয়মের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন? কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বণিকের কাজ করিতে হইল। বার্ত্তাশাস্ত্র এক্ষণে কিছু দিনের জন্য মস্তক লুক্কায়িত করুন। যথার্থ কথা বলিতে কি, চাউল রপ্তানী বন্ধ করা কর্ত্তব্য। এখনই কলিকাতায় ১।।০। ১৸০ টাকার স্থানে ৪।।০ টাকা চাউলের মণ দাঁড়াইয়াছে। যদি রপ্তানী বন্ধ না হয়, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে চাউল অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবে। এখন যে মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, যদি ইহার অপেক্ষা আরো অধিক হয়, দরিদ্রদিগের জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইবে।

—:০:—

ভূমি সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের প্রয়াস বিফল হয় নাই, মেইন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন ভারতবর্ষের ভূমি সংক্রান্ত আইন সকল একত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক। রোমীয় সম্রাট জষ্টিনিয়নের সময়ে রোমক আইন সকল এত বিস্তৃত এবং বিচারালয়ের নজির এত অধিক হয় যে সামান্যতঃ লোকের দেশের ব্যবস্থা জ্ঞান সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। জষ্টিনিয়ন এ জন্য যাবতীয় আইনের সার সংগ্রহ করেন। যদি আজিও মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে এদেশের ভূমি সংক্রান্ত আইনের গোলযোগ রোমীয় আইনের অপেক্ষা বড় অল্প হইত না। আইন অনেক স্থলে অস্পষ্ট আছে। বিচারালয় সমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন অনেক অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। কোন ব্যক্তি ভাল করিয়া জানেন না কোন্ আইন অনুসারে তিনি বাস্তু অধিকার করিতেছেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ভূমিতে বাস করেন, তাঁহাদিগের সহিত এই নিয়ম আছে, প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগকে ভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। জমীদারদিগের অধীনে যাঁহাদিগের বাস, তাঁহাদিগকে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সদা চলিতে হয়। জমীদারেরা শ্যেনের ন্যায় দর্শন করিতেছেন, কোথায় ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার সুবিধা রহিত করিয়া প্রজার কর বৃদ্ধি হইতে পারে। সকলই অনিশ্চিত, সকলই গোলযোগে পূর্ণ। এমত অবস্থায় একটি স্থিরতর আইন সংগ্রহ হইলে লোকে আপন আপন স্বত্ব বুঝিতে পারেন এবং মকদ্দমার সংখ্যা অল্প হইয়া সাধারণের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।

আমরা ব্যবস্থাপক সভাকে নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্ত করিবার উপায় নাই এবং কাহারও সে অভিপ্রেত নহে। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব স্থিরতর করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আয়ের অতিক্রম হইবে না এরূপ প্রতিভূ হন নাই। লার্ড কর্ণওয়ালিস স্পষ্টাক্ষিরে নির্দ্দেশ করেন "জমীদারদিগের সুপ্রণালী অনুসারে যে আয়

হইবে তাহা তাঁহাদিগের থাকিবে।” কার্য্যতঃ কত জন জমীদার এ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতি জমীদারদিগের নিকটে ঋণী নহে। কৃষকদিগের যে সৌভাগ্য দৃষ্ট হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য প্রণালীর উৎকর্ষ তাহার মূল। ন্যায় ও যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, যে যে নিয়মে করের চিরস্থায়িতার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, জমীদারেরা তাহা ভোগ করিবার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই বিচারালয় সমূহের গতি এই, যে স্থলে কর বৃদ্ধির কথা হয়, সেখানে তাঁহারা প্রায় জমীদারের হইয়া টানেন। এক জন বিচারপতি সম্প্রতি বিধিবল না পাইয়াও বাজেঅপ্ত লাখেরাজদারকে রাজস্ব পরিমাণে কর আদায় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। অর্থাৎ যেন গবর্ণমেণ্ট এইরূপ খত লিখিয়া দিয়াছেন যে জমীদারের নির্দ্দিষ্ট আয়ের অল্পতা কখন আর হইবে না। জমীদারেরা চিরস্থায়ী রাজস্ব দিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়, দেশও তাঁহাদিগের নিকটে অধিকতর ঋণী নহে। তাঁহাদিগের জন্য কি দেশের অসংখ্য কৃষক ও মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকদিগকে চিরকাল বেগারের ন্যায় বাস করিতে হইবে? যে সকল ভূমিতে বাসস্থান, উদ্যান, পুষ্করিণী, কারখানা প্রভৃতি হইয়াছে সেসমুদায়ের কর বৃদ্ধি করা অতিশয় অন্যায়। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনে ৩৮ ধারা ভিন্ন এ বিষয়ে স্পষ্ট আইন নাই। ঐ ধারাতেও আছে, ১২ বৎসরের মধ্যে যদি পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির কর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নীলাম ক্রেতা ঐ সকল ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এতন্নিবন্ধন আদালত সমূহ মকদ্দমায় পরিপূর্ণ হইতেছে এবং লোকে বিব্রত হইয়াছেন। জমীদারির মূল্য অল্প হইয়া যায় আমাদিগের অভিপ্রেত নয়, গবর্ণমেণ্টের সে রাজনীতিও নহে, কিন্তু জমীদারের অনুরোধে নিম্নতর জমা সকল ঠিকা অবস্থায় রাখাতে দেশের সৌভাগ্য স্রোত বদ্ধ হইয়াছে এই মাত্র। বাসস্থান ও উদ্যান না হইলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু যদি জমীদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর বৃদ্ধি করিতে পারেন এরূপ হয়, তাহা হইলে ভূমির মূল্য অল্প হইয়া যাইতে পারে। জমীদারদিগের মিত্রগণ বলেন কর বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব না থাকিলে জমীদারির মূল্য কমিয়া যায়। আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই পর্য্যন্ত দেখা উচিত সাধারণ রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি হইবে কি না? তাহা না হইলে জমীদারের আয়ের প্রতি আর দৃষ্টি করা অনাবশ্যক। প্রায় যাবতীয় জমীদারি ক্রমশঃ পত্তনী দেওয়া হইতেছে। তাহাতে কি মূল্য কমিতেছে? জমীদার একবিধ কর দিতেছেন, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতিও ঐরূপ একবিধ কর দিতেছেন, কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে সকল হতভাগ্য ভূমি অধিকার করিতেছে, তাহাদিগেরই যত অপরাধ ও যত কষ্ট! যাবতীয় প্রজার সহিত যাবতীয় ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় অদ্যাপিও আইসে নাই, কিন্তু আমরা পুনরায় বলিতেছি বাস্তু ও উদ্যান যে সকল ভূমিতে হইয়াছে, তাহার চিরস্থায়ী কর হওয়া উচিত। ইহাতে জমীদারের লাভ না হউক ক্ষতি নাই, কারণ অন্য বস্তুর ন্যায় জমীদারির রাজস্ব বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু প্রজার মঙ্গল ও ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিকে জজের সার্টিফিকেট লইতে হয়, ভূমির মূল্য পরিমাণে এস্থলে রসুম গৃহীত হইয়া থাকে। ভূমির মূল্য অধিক হইলে তদ্ঘটিত মকদ্দমায়ও অধিক ইষ্টাম্প লাগে। বাস্তু ভূমির কর এককালে চিরস্থায়ী করিলে এই লাভ হয়, প্রজারা নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইমারত প্রভৃতিতে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেট ও মকদ্দমা উপলক্ষে অধিকতর রাজস্ব পাইতে পারেন; জমীদারেরও ক্ষতি হয় না। অতএব আইন দ্বারা এককালে যে ইহার নিশ্চয় করা আবশ্যক তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? মকররি পাট্টা ও ২০ বৎসরের দাখিলা প্রভৃতি থাকুক আর না থাকুক, জমীদার ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন যদি এরূপ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর বৃদ্ধির স্বত্ব বদ্ধ করা উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভাকে সতর্ক করিতেছি, এক্ষণে বাস্তুর কর বৃদ্ধি লইয়া অনেক মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কেবল কৃষকগণ নহে, মধ্যবিধ লোকমাত্রেই অসন্তুষ্ট হইতেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হিতার্থ আইন করিবার আবশ্যকতা হইলে আইন করিতে হইবে বলিয়া যে পথ রাখিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই, কোন্ স্থলে গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ বাজেঅপ্ত করিবেন? কোন্ স্থলে জমীদার তাহা করিবেন? বাজেঅপ্ত করিলে প্রজাদিগের স্বত্ব কত দূর রক্ষিত বা অপরিবর্ত্তিত হইবে? এটী স্থির করা আবশ্যক। তৃতীয়, ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮৬৩ অব্দের ২৩ আইন ঐ দুটিকে অধিকতর বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক ১৮৫৯

অব্দের ১০ আইন প্রজাদিগের সনন্দ স্বরূপ। এতদ্ঘটিত যে সমস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে সমুদায় বিবেচনা করিয়া ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইন ও ১৮৬২ অব্দের ৩ আইনের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংগ্রহ রাখা উচিত। এক্ষণে অনেক আইনের পরস্পর গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমি সংক্রান্ত আইনের এ প্রকার সংগ্রহ হইলে দেশের যে অতিশয় উপকার হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। এটী করাও অতি আবশ্যক। বোধ হয় গবর্ণমেন্ট অবগত আছেন, বাস্তু আমাদিগের অতিশয় স্নেহের বস্তু। বাস্তুর অনুরোধে অযোধ্যার লোকেরা ওয়াজিদ আলী সাহেব ও তালুকদারদিগের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্থানান্তরে যাইতে পারেন নাই। আক্ষেপের বিষয় এই, এ বিষয়ে এত গোলযোগ আছে যে বাস্তু হইতে জমীদার কখন্ বহিষ্কৃত করিবেন এটী লোকে বলিতে পারেন না।

মোক্তারী পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপনী।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মোক্তারী পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষাজ্ঞদিগকে মনোনীত করিবার যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, বিজ্ঞাপনী সম্পাদক তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন আমরা ইংরাজীর পক্ষপাতী হইয়া বঙ্গভাষার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তুতঃ সম্পাদক আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার উৎসাহ দান ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিকার উপায় নির্ণয় করিয়া দেওয়া আমাদিগের লিখিত সে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আদালতের দোষ সংশোধনই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আদালতে কি কি মারাত্মক দোষ আছে, এবং তাহার সংশোধনের উপায়ই বা কি তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অদ্য তিনটী প্রধান দোষের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। এক, আমলাদিগের অসাধুতা, দ্বিতীয়, মোক্তারদিগের অসাধুতা ও অযোগ্যতা, তৃতীয় অধিকাংশ বিচারপতির এদেশীয় ভাষাবোধে অপারগতা। ইংরাজী ভাষাজ্ঞব্যক্তিদিগকে যদি আদালতে মোক্তার ও আমলারূপে প্রবেশিত করান যায়, তাহা হইলে এই তিন দোষেরই অনায়াসে সংশোধন হইতে পারে। যাঁহারা আদালতে মোক্তারী করিতে যান তাঁহাদিগের অধিকাংশ অশিক্ষিত, অর্থী প্রত্যর্থীর বিরোধ বাড়াইয়া দিয়া কৌশলে অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং তাঁহারা হাকিমদিগের অভিপ্রায় অবগত হইতে অথবা তাহাদিগের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পটু নহেন। বাঙ্গলায় সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ আদালতে প্রবিষ্ট হইলে অনেক দোষ নিবারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সকল অভাব পরিপূরিত হয় না। আদালতের কার্য্যে ইংরাজীর ভাগ যে ক্রমশঃ অধিক হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ হাকিমদিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষা ভাল জানেন না। এরূপ স্থলে নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ মোক্তারগণ বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারেন না। ইংরাজীতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মোক্তার হইলে আদালতের সম্পূর্ণ উপকারের সম্ভাবনা। আজি কালি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং তাঁহারা ইংরাজীও জানেন, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা আদালতের কার্য্য যেরূপ সুসম্পন্ন হইবে, শুদ্ধ বাঙ্গলাভাষাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সেরূপ হইবার প্রত্যাশা করা যায় না। আরও মোক্তারদিগের পদ ও ক্ষমতার উন্নতি দেখিতে চাহিলে তাহাতে শিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রবেশের পথ করা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেই পদে অভিষিক্ত হইলে তাহার উপকারিতার ন্যায় মর্য্যাদারও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এক জন কেবল বাঙ্গলা জানেন আর এক জন ইংরাজী ও বাঙ্গলা জানেন, এ উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি যে অধিকতর আদরণীয়, বিজ্ঞাপনী সম্পাদক এতদ্বাক্যের স্বীকারে কদাচ বিমুখ হইবেন না।

কয়টি সাঙ্ঘাতিক দোষের অভিযোগ।

বিদেশীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি এই দোষার্পণ করেন যে, প্রকাশ্য সভায় এদেশীয়েরা গোলযোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কথা অযথার্থ নহে, ইহার সংশোধন করা অতিশয় আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে স্থলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকে, সেখানেই জিহ্বা বলবতী হয়। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক বাক্য ব্যয় করেন। ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়েরা গল্প করিতে অধিক ভাল বাসেন, ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশের মধ্য বাঙ্গালীদিগের এ রোগ অধিক। আমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক মূর্খ ও আড়ম্বরপ্রিয়, তাঁহাদিগের এ রোগ আরও প্রবল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই গল্পপ্রিয়তানিবন্ধন আমাদিগের যে সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক আমোদ ছিল, তাহাও এক্ষণে দূরগত হইয়াছে। তখন প্রতি পল্লীগ্রামে এক চণ্ডীমণ্ডপ অথবা বটতলায় বিস্তর লোক সমবেত হই-

তেন। দ্রব্যাদি সুলভ ছিল, আহারের ভাবনা প্রায় কাহারও ছিল না। তামাক খাওয়া, গল্প করা, ও মহাভারত অথবা রামায়ণ পাঠ ইহাতেই সময় অতিবাহিত হইত। পার্ব্বণ উপলক্ষে সকের কবিতা ও যাত্রা হইত। কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য হওয়াতে এক্ষণে সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। সকলকেই পরিশ্রম করিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষার সহিত সভ্যতা বৃদ্ধি হওয়াতে চণ্ডীমণ্ডপ ও বটতলা শূন্য হইয়াছে। বাল্মীকি ও বেদব্যাস সংবাদ পত্রকে স্থান দিয়া কেবল বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সকের যাত্রা ও কবিতা নূতন নাটকাভিনয় দর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইতেছে। তখনকার আমোদের সহিত এখনকার আমোদের বহু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি যদি পুনঃ জীবিত হইয়া ওস্তাদি ঢুলির স্থানে নূতন ফ্লুট বাদ্যকরকে দর্শন করেন, বিস্ময়াপন্ন হন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আমরা নূতন আমোদ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি কি না? উত্তম খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে উপনীত হইলেই তৃপ্তি লাভ হয় না, ক্ষুধা আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগের সে ক্ষুধা জন্মিয়াছে কি না? যে আমোদ ভোগ করিতে গেলে অগ্রে অশ্লীলতাদি দোষের পরিহার ও শিষ্টাচার অভ্যাস আবশ্যক হয়। কিন্তু আজও এদেশের লোকের ঐ দুটী গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবার বিলম্ব আছে

ইউরোপীয় সভায় স্ত্রীলোকেরা থাকেন এজন্য অশ্লীলতার অনেক দমন হয়, আমাদিগের সভা কেবল পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত সুতরাং শীঘ্র এদোষের সংশোধন ভাবনা নাই। কিন্তু যে পরিমাণে এদোষ দুষ্ট হয়, সামান্যরূপ চেষ্টা পাইলে দূরীকৃত হইতে পারে। এ সকল লোকের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেই বোধ করি এদোষ ক্রমে অন্তর্হিত হইতে পারে। আর একটি দোষ ইদানীন্তন সভ্যতায় উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা প্রায় দেখিতে পাই যেখানে নৃত্য গীত বা সভা হয়, সেখানেই দুই একটি মাতাল উপস্থিত হইয়া থাকে। এ সকল লোক আমাদিগের প্রাচীনদিগের সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইউরোপীয় সভ্য ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এটির প্রশ্রয় দেওয়াতে নব্যদলের কলঙ্ক হইতেছে। আমাদিগের সমাজের পরিবর্ত্তনাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। এ সময় লোক আমাদিগকে সবিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। এ সময় যে দোষ অনুস্যূত থাকিবে, তাহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। চন্দ্রবিলাস নাটক। উজ্জয়িনীর অধিপতি জয়সেনের পুত্র চন্দ্রশেখর ইহার নায়ক এবং অবন্তীরাজ কন্যা বিলাসবতী নায়িকা। বিলাসবতী বিশালারণ্যে অনাদিনাথকে দর্শন করিতে যান, এবং চন্দ্রশেখর মৃগয়া প্রসঙ্গে ঐ অরণ্যে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রণয় সঞ্চার হয়। এদিকে অবন্তীর দস্যুরা উজ্জয়িনীতে উপদ্রব করাতে সেই সূত্রে উভয় রাজার পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উজ্জয়িনীর অধিপতি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে গমন করেন। ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হয়। শেষে চন্দ্রশেখর ও বিলাসবতী উভয়ের সমাগমরূপ সলিল দ্বারা সংগ্রামানল নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এতন্নাটক পাঠে দুটি বিষয়ের সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়। এক, রাজারা অনেক সময়ে অনুবৃত্তি ও চাটু বচনাদি দ্বারা বিমোহিত হইয়া অসৎ ব্যক্তিদিগকে রাজপুরুষ পদে নিয়োজিত করেন। সেই কর্ম্মচারিদিগের অসাধুতা নিবন্ধন রাজ্যের নানা প্রকার অনিষ্ট হয়। দ্বিতীয়, যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, তাঁহারা কুলোকের কুচক্রে পড়িয়া সহস্র বিপদাপন্ন হইলেও কখন ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন না, শেষে সমুদায় বিপদ অতিক্রম করিয়া উঠেন, এবং যাঁহারা যথার্থ পতিব্রতা হন, কোন দুরাচারই কোনরূপে তাঁহাদিগের পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিতে পারে না। উজ্জয়িনীতে সদ্বংশজাত ধর্ম্মদাস নামে এক জন পরম ধার্ম্মিক ও সুশীলা নামে তাঁহার পরম রূপবতী বিধবা কন্যা ছিলেন। উজ্জয়িনীরাজ জয়সেন যুদ্ধযাত্রা কালে ভীমকেতু ও ধনদাস নামে দুই কর্ম্মচারির হস্তে নগর রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া যান। ঐ দুরাত্মারা একবাক্য হইয়া প্রজার ধন ও মান হরণে প্রবৃত্ত হয়। ভীমকেতু (ইনি নগর রক্ষক) সুশীলাকে অসৎ পথগামিনী করিবার বিস্তর চেষ্টা পায়। তাহার পিতা ধর্ম্মদাসের নামে বিদ্রোহ অপরাধ দিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ পর্য্যন্ত করে, তথাপি সুশীলাকে স্বমতে লইয়া ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। শেষে ঐ দুরাত্মারাই গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হইল।

ফলতঃ গল্পটী মনোহর ও ইহার রচনা প্রাঞ্জল ও বাঙ্গলার রীতিবিশুদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ বহুজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ তাহার স্বভাব ও চরিত্র এবং কথাবার্ত্তাগুলি সেইরূপ করিয়া লিখিত ও বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পাঠ করিলে সবিশেষ প্রীত হইতে হয়। কিন্তু গ্রন্থে কয়েকটী দোষও ঘটিয়াছে। প্রথম, এক এক স্থলে এরূপ দীর্ঘ বর্ণনা করা হইয়াছে যে পাঠ করিতে করিতে শেষে তাহা বিরস হইয়া উঠে। দ্বিতীয়, গ্রন্থ বাহুল্যরূপে আদিরস দ্বারা পরিপূরিত হইলে জনসমাজে সমধিক সমাদরে গৃহীত হইবে, আজি কালি নব্যদলের

গ্রন্থকারদিগের যে এই একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, চন্দ্রবিলাস নাটককার তাহা হইতে মুক্ত হন নাই। এ গ্রন্থে শৃঙ্গার রসের ভাগ অধিক দৃষ্ট হইল; এই দুটী দোষ ঘটাতে উহার অন্যতর যোগ্যতারও ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তৃতীয় বাঙ্গলা নাটক লেখকদিগের হৃদয়ে যে একটা প্রগাঢ় ভ্রম বদ্ধমূল হইয়া আছে, চন্দ্রবিলাস নাটককার তাহার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পান নাই। গ্রন্থকার "হচ্ছি যাচ্ছি" ক্রিয়া পদগুলির লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। চন্দ্রবিলাস নাটকের অনেক স্থলের রচনা প্রগাঢ় হইয়াছে। প্রগাঢ় রচনার মধ্যে "হচ্ছি যাচ্ছি" ক্রিয়া পদ প্রযুক্ত হইলে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটিয়া যে রচনার ঔদার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, গ্রন্থকার তদ্বোধে অসমর্থ হইয়াছেন। "হচ্ছি যাচ্ছি" গুলি অভ্যাসবশতঃ কথোপকথনে ভাল লাগে বটে, কিন্তু লিখনে নিতান্ত কর্কশ হয়। চতুর্থ, গ্রন্থকার সকল স্থলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্যগুলির সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখর অবন্তিরাজের অন্তঃপুর হইতে পিতার সম্মুখে আনীত হইলে পিতা বলিলেন "কেগো যুবরাজ রাজকর্ম্মে এর মধ্যেই অরুচি জন্মেছে না কি? তোমার প্রণয় করবার কি আর অবসর পেলে না" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা রাজার রাজোচিত ও পিতৃসমুচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয় নাই। ক্রোধের সময়েও রাজার এরূপ গারতা শোভা পায় না।

২। ব্যাকরণ দীপক। এখানি বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার ধর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত ও তদিতর শব্দ প্রচলিত আছে, ইহাতে তৎসাধন প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। হয়া প্রভৃতি ধাতু ও কী খী প্রভৃতি বিভক্তি এবং ইষ্ণু ও ক্ষ্ণু প্রভৃতি পদ সাধনের সূত্র করিয়া অকারণ গ্রন্থখানিকে কলেবর করা হইয়াছে।

৩। সংগীত রসমঞ্জরী। ইহাতে নানাবিষয়ক সংগীত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন। সংগীতগুলি রাগ রাগিণী সঙ্গত ও ভাব বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে দুটী সংগীত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

শিবভজন।

রাগিণী চেতা-গৌরী—তাল কাওয়ালী।

"শিব শঙ্কর বম বম ভোলা।
কৈলাসকেশরপতি, বৃষভবাহনে গতি,
পাগল চঞ্চলমতি, গলে বাঘছালা॥
ছাই ভস্ম মাখা গায়, শ্মশানে মেচে বেড়ায়,
শঙ্খ ধুতুরা খায়, গলে হাড়মালা॥
ত্রিশূলে ত্রিনয়ন, ঢুলু ঢুলু সর্ব্বক্ষণ,
শিরে জটা ফণী ফণ বামে গিরিবালা।
নন্দী ভৃঙ্গী দুই পাশে কভু রোষে কভু হাসে
সুখেশ্মশানউল্লাসে, দেখে পঞ্চভূতের খেলা॥"

"রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

সখি একি হলো গো আমার।
হায়া। বিরহে, বুঝি বা না রহে,
এ দেহে জীবন আর॥
যে হতে শ্রীহরি, ব্রজ পরিহরি,
গেছে যাত্রা করিয়াছে মথুরায়।
বিচ্ছেদদহনে, সদা প্রাণ দহে,
আপনার মন নহে আপনার॥
মনলিনী ধনী, যেন কালফণী,
বিষ সম লাগি, বড় জ্বালা তার।
নিশা বিভাবরী, কত দিন্না যবি,
বল না কি করি, উপায় ইহার॥
শয়নে স্বপনে, সুখ নাহি মনে,
কেবল বেদন কেবলি সার॥
যার হেথা মত, হেঁয়ে মন হত
সতত পাঞ্চত নানা গঞ্জনার।
এখন সে জন, করিল গমন,
ধর্ম্ম আপন আশায় সার॥
সুখসিন্ধুনীরে, কেলে ফণীরে,
চাহিল না ফিরে, একি ব্যবহার॥"

৪। চারুপাঠ হিন্দিভাষায় অনুবাদিত। শ্রীযুক্ত ভানুদত্ত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বাবুর কৃত চারুপাঠ হিন্দিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

৫। ১২৭৪ সালের নূতন পঞ্জিকা। বালীর শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঠাকুরের যত্নে কলিকাতা লালবাজারে ২৩ নং বাটীতে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কোন্স কোম্পানির যন্ত্রের মুদ্রিত এ পঞ্জিকা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রশংসার্থ আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই। ইহাতে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা পঞ্জিকাকারদিগের বাক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ইংরাজী তারিখের দিনের সহিত বঙ্গদিনের ঐক্য করিয়া দৌহিদিবসীয় তিথ্যাদি প্রাত্যহিক লগ্ন মুহূর্ত ভুক্তি এবং স্মার্ত্ত সম্মত গ্রহণ শ্রাদ্ধ নিবাদি ও সোনার নানা প্রকার বচন এবং হরিভক্তিবিলাসের মত ও একাদশীর ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঠাকুরের বহুযত্নে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল।"

৬। আশুবোধ ব্যাকরণ, প্রথমখণ্ড। এখানি সংস্কৃত। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রক্রিয়াকৌমুদী ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রভৃতি পাণিনি সম্মত ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতিতে ইহার পাঠনা আরম্ভ হইয়াছে।

৭। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক পত্রিকা। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া পুরাণ পাঠাদি যে যে বিষয় হইয়া থাকে, এবং যে যে নিয়মে সভা চলিয়া থাকে, তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

৮। পল্লীবিজ্ঞান। এখানি মাসিক পত্রিকা। ঢাকার মোগলটুলি সুলভ যন্ত্র নৈরেনসার বিদ্যালয় হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত ক বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। প্রথম ভূমিকা। দ্বিতীয়, পল্লীবিজ্ঞান। তৃতী

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। চতুর্থ, সময়। পঞ্চম গ্রাম্য বিদ্যালয়। ষষ্ঠ, দেশের প্রচলিত অব্দ। সপ্তম, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত। অষ্টম, গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনগাং ডিস্পেন্সরি। নবম, সেনেটারি কমিসন।

"গ্রাম্য বিদ্যালয়।

এইক্ষণে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয়ের আর অভাব নাই। স্থানে স্থানে সাহায্যকৃত স্কুল সমুহ সংস্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে কেবল ভদ্র সন্তানগণই উপকৃত হইতেছে এমন নয়, ইতর কৃষক প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে কখনও বিদ্যা-শিক্ষার চর্চা ছিল না, তাহারাও এইক্ষণে সাহিত্য, বিজ্ঞান ভূগোল খগোলাদি নানা শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়! বস্তুতঃ এটী কাহার? কেবল ইংলণ্ডীয় মহাত্মাদের যত্নে নয়? তাহাদের ন্যায় আমরা যদি আমাদের শিক্ষার জন্য সমুচিত ব্যগ্র হইতাম তবে না জানি এত দিনে এদেশ সভ্যতা সোপানে কত দূর অগ্রসর হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রাম ও পল্লী-সমূহের উন্নতিতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি, অতএব গ্রাম্য স্কুলগুলির উন্নতি পক্ষে কর্তৃপক্ষদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। শিক্ষকদিগকে যথোপযুক্ত বেতন দিউন, ছাত্রদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় করুন, অধ্যাবধানের নিয়মগুলির সংশোধন করুন এবং সাধারণতঃ মঙ্গলের পক্ষে আর যে কোন উপায় হইতে পারে, অবলম্বন করুন। নিকটস্থ বিদ্যালয় সমূহের কোন্ বিদ্যালয় কবে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ছাত্র সংখ্যা কত এবং সাধারণতঃ শিক্ষার উন্নতি পক্ষে কি কর্ত্তব্য, শিক্ষক এবং বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করায় আমরা যত্নবান হইব।"

—:o:—

বিবিধ সংবাদ।

৩০ এ মাঘ সোমবার।

গত শনিবারে সরস্বতী পূজা হওয়াতে টৌনহালে দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার অধিবেশন হয় নাই। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাও এজন্য স্থগিত ছিল।

বরডাইন সিনার কোম্পানি পারেশনাথের কয়লা প্রভৃতি যে কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা উত্তোলন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন। কি কি বস্তু তথায় পাওয়া যায়, তাহা ও [illegible] বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

সম্প্রতি প্রকাশ যে ১৮৪৮ অব্দের ১৫ আইনের ১২ ধারানুসারে মফঃস্বল কালেক্টরেরা [illegible] ব্যবহারের পাশ ব্যবহার অর্থাৎ [illegible] বাবদের ভার লইতে [illegible] পারেন কি না? আড্‌ভোকেট জেনেরল বলিয়াছেন, অন্যের এ ক্ষমতা নাই। আমমোক্তার নামা পাইলেও কালেক্টর অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সংক্রান্ত প্রাপ্ত ব্যবহার অংশের বিষয় [illegible] লইতে পারেন না। কিন্তু সাধারণ তত্ত্বাবধায়ককে এ ক্ষমতা দিতে পারেন।

গত মে মাস অবধি গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বারাসতকে একটী পৃথক জেলা করা উচিত কি না? ২১ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অধিক হওয়াতে এ প্রস্তাব হয়। এ প্রস্তাব সাধারণের অনুমোদনীয়। বারাসতে একটী জেলা আদালত ও এক জন সদর আমীন হওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান পবলিকওপিনিয়ন বলেন, রুসিয় গবর্ণমেণ্ট বোখারার রাজাকে ক্ষতি স্বরূপ কর্ষী নগর প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের শাসন ভার আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন। এটী ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর অনুকরণ।

গবর্ণমেণ্ট লেদাকে এক জন প্রতিনিধি রাখিবার মানস করিয়াছেন। পঞ্জাব হইতে যে সকল বণিক তিব্বতে বাণিজ্য করিতে যান, কাশ্মীরের রাজার লোকেরা তাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে না পারেন, এ জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

আমেরিকার ডাক্তর মেরিওয়াকার এতদ্দেশীয় সমাজের উন্নতি হেতু শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিবেন। লাহোরে যে সভা হইতেছে, তথায় উপস্থিত থাকা তাঁহার অভিপ্রেত।

গবর্ণমেণ্ট বিভাগীয় কমিসনরদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যাবতীয় রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে সরাই প্রস্তুত করেন। বাটীগুলি কয়েকটী গৃহে বিভক্ত হইবে। সম্ভ্রান্ত এতদ্দেশীয়দিগকে নীচ শ্রেণীর সহিত মিশ্রিত হইতে না হয়, এ জন্য এই আজ্ঞা হইয়াছে। এ কাজ রেলওয়ে কোম্পানির করা উচিত ছিল। এ সকল ত হইল, একণে স্ত্রীলোকের শকট হইবার বিলম্ব কি?

খৃষ্টীয়ানদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের আইনে সাধারণের অসন্তোষ জন্মিয়াছে। গোবিন্দ [illegible] হিন্দু সমাজ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা ইংলণ্ডে এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ষ্টেটসেক্রেটারিকে আইন রহিত করিবার অনুরোধ করিবেন। এ বিষয়ে অনেকে তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন।

সম্প্রতি চন্দননগরের এতদ্দেশীয় অধিবাসিগণ পণ্ডিচারির শাসনকর্ত্তাকে এক এড্রেস দিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা ফরাশী গবর্ণমেণ্টের অধীনে পরমসুখে আছেন। অতএব যেমন জনরব উঠিয়াছে তদনুসারে যেন এস্থান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া না হয়।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীন অংশটি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এ প্রস্তাব শ্রবণ আমাদিগের প্রীতিকর হইল না।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব আমলা উমেশচন্দ্র ঘোষের প্রতি যে অন্যায় আজ্ঞা দেন, গবর্ণর জেনেরল তৎসংক্রান্ত কাগজ সকল দর্শন করিতে চাহিয়াছেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টর হইয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন, শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

উক্ত পত্র কলিকাতার কমিসনর হগ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কয়েক দিবসাবধি ইংলিসম্যান কমিসনরকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। হগ সাহেব এতদ্দেশীয় করপ্রদায়ীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা পান বলিয়া অনেক ইউরোপীয় তাঁহার প্রতি বিরক্ত।

টেম্পল সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় সেক্রেটারি হইবেন। অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত কমিসনর ডেবিস সাহেব মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর হইবেন।

১ লা ফাল্গুন মঙ্গলবার।

পঞ্জাবের মিস্তর আচিসন কর্ম্মচারী তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের ওকালতি করিবার জন্য পদত্যাগ করিতেছেন। যেখানে অল্পবেতন সেখানে এই অবস্থা। শিক্ষাবিভাগে এক্ষণে প্রায় কোন উপযুক্ত লোক প্রবেশ করিতেছেন না।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক সখের বাজার হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত বস্তু সকল বিক্রীত হইয়াছিল। যাহারা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্রী জড় পদার্থ বলিয়া জানেন তাঁহারা পারসী ও মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের লাবণ্য ও সুন্দরগতি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। পারসী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হয়।

লন এই কারণে পুনর্বিচারের আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন । কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের আটর্নীদিগের অনেকের এক দোষ আছে, তাঁহারা শুধিয়া টাকা লন, কিন্তু যাবতীয় কার্য কেরাণীদিগের দ্বারা সারেন । মফস্বলবাসিগণ আটর্নীদিগকে সাক্ষাৎ যম দর্শন করেন ।

৩ রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ।

২৯ এ জানুয়ারি সুরাটে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় চারিলক্ষ টাকার সম্পত্তি ও বহু বাটী নষ্ট হইয়াছে । ১৮৩৭ অব্দে এপ্রকার এক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল । সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসরাবধি কলিকাতায় আগুন কম হইতেছে পাকা ইমরাত আর খোলার কুটীর করিলে আগুন কম লাগে ।

আমরা জানিতাম ১৮৭৯ অব্দ ভারতবর্ষীয় কৃষক দিগের সনন্দস্বরূপ ১০ আইনের জন্য বিখ্যাত । এবৎসর আইন সম্বন্ধে কেবল উন্নত হয় নাই, ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঈশ্বর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন । বর্ণোহয়ে যাঁহারা প্রেত সম্ভাষণ করিতে ছেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত লেখক আউসন তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন ১৮৫৯ অব্দের ৩০ এ অক্টোবর ঈশ্বর প্রেতদিগকে আজ্ঞা দেন যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া লোককে দর্শন দিয়া ধর্ম্মঘোষণা করেন । লার্ড কর্ণওয় লিসের ন্যায় ঈশ্বরের প্রথমকার ভ্রম সংশোধিত হইল । কিন্তু আমেরিকার ১৮৪৯ অব্দের পূর্ব্বে প্রেত সম্ভাষণ আরম্ভ হয় । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তম কবিতা লিখিয়া প্রেতসম্ভাষকদিগের মনোরঞ্জন করিতে ছেন । আমরা শীঘ্র ইহা দর্শন করিবার প্রত্যাশা করি । আমরা প্রেতসম্ভাষকদিগকে এক সৎপরামর্শ দিতেছি, চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস চুপ করিয়া বর্ষারম্ভে যেন সম্ভাষণ পুনরারম্ভ করেন । কলিকাতার সম্ভাষকদিগকে প্রেতগণ ত্যাগ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে ।

সম্প্রতি টেম্পল সাহেব গঙ্গাওয়ানাতে এক দরবার করিয়া এতদ্দেশীয় বণিক ও ধনী লোকদিগকে বলিয়াছেন যাহাতে নগরের স্বাস্থ্য উত্তম হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নবান হওয়া উচিত । রাস্তা বাটী নির্ম্মাণ প্রণালী প্রভৃতির উৎকর্ষের পরামর্শ দেওয়া হয় । নগরবাসিগণ প্রধান কমিসনরের অনুরোধে এক ইংরাজীবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিবেন । গদরওয়ারার নিকটে বিস্তর কয়লা আছে । টেম্পল সাহেবের যত্নে সে সমুদায় খনি হইতে উদ্ধৃত হইবে ।

বোখারার রাজা আফগানি স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন । রাজা পুনর্ব্বার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবেন ।

কাপ্তেন হারওয়ার্ড আগরার মাজিষ্ট্রেট পোলক সাহেবের নামে ৫০০০ টাকার দাবী দিয়া যে নালীশ করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে । ইহা জানা কথা ।

রামসিংহ নামক এক ব্যক্তি পঞ্জাবী খোকা সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত । ইনি চারি জন ধর্ম্ম যে যককে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন । খোকাদিগের এই প্রার্থনা শীঘ্র খালাশা (শীক) দিগের জয় ও একাধিপত্য হয় ।

ত্রিবঙ্কুরের রাজা মান্দ্রাজে আগমন করাতে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেসনে গ্রহণ করেন । বোম্বাই ও মান্দ্রাজে জাতিভেদ অনেক কম ।

বোখারার দূত মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছেন । ইনি যখন বক্তৃতা করেন তখন বিস্তর মুসলমান তাহা শ্রবণ করিতে যান । ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক কুটিল প্রশ্ন তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা করা হয় । দূত নূতন কাজ করিতেছেন বটে ।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিলাসপুরে সম্প্রতি ৩৮ টি হস্তী ধরা হইয়াছে । ওখানকার বনে বিস্তর হস্তী আছে ।

কল্য দুর্ভিক্ষ নিবারণীসভার অধিবেশন হইবে ।

আসামের যে সকল চা-কর অপরিমিত ভূমি ক্রয় করিয়া বিব্রত হইয়াছেন তাঁহাদিগের ভূমি ফিরাইয়া লইবার বিষয়ে সর সিসিল বিডন যে প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন । পূর্ব্বে চা-করেরা ভূমি ফিরি করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিয়াছিলেন ।

গবর্ণমেণ্ট জয়পুর ও আলোয়ারের রাজাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছেন ।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন আফজুল খাঁ সম্পূর্ণ অনুনয় করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । আমীর সিয়ার আলী খাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির আশা অল্পই আছে । গবর্ণমেণ্ট সহজে আফজুল খাঁকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না ।

উক্তপত্র বলেন দুর্ভিক্ষ কমিসন গত সপ্তাহে রেবেনিউবোর্ডের সভ্যগণ ও ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারির জবানবন্দি লইয়াছেন । আগামী সপ্তাহে জবানবন্দি গ্রহণ শেষ হইবে । রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিতে আর দুই তিন সপ্তাহ লাগিবে । কমিসন মৃত্যুর ঠিক সংখ্যা দিতে পারিবেন না, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই লোককে লোমাঞ্চিত হইতে হইবে । তথাপি সর সিসিল বিডন বলেন তাঁহার চেষ্টায় যদি একজন লোকের প্রাণ বাঁচিত তাহা হইলে তিনি তাহা করিতেন ।

উক্তপত্র বলেন তাজমহলে ভোজদিবার বিষয়ে সংবাদ পত্রে যাহা লিখিত হয় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করেন । উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট তিনজন মুসলমান ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিয়াছেন ঐ স্থান কবর অথবা ধর্ম্মালয় নহে, এবং ওখানে আরও পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভোজ হয় । টমসন সাহেবকে একবার ভোজ দেওয়া হইয়াছিল । ডমণ্ড সাহেব বলিয়াছেন মহারাণীর সিক্কিয়ার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী সম্পাদকগণ ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া এই প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন । উত্তর পশ্চিম কালের মুসলমানেরা ভোজের জন্য বিরক্ত হন নাই । যে তিনজন মুসলমানের মত লওয়া হয় তাঁহারা আদালত সংক্রান্ত লোক কি না তাহা বলা উচিত ছিল । আমাদিগের ইচ্ছা ভবিষ্যতে যেন এ নজির ধরিয়া আর কাজ না হয় ।

৪ ঠা ফাল্গুন শুক্রবার ।

চাম্বার রাজা আপন রাজ্যে ক্রীতদাস রক্ষার প্রথা রহিত হইবার ঘোষণা দিয়াছেন । গবর্ণর জেনরল ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ।

ভরতপুরের রাজার ইংলণ্ড দর্শনেচ্ছায় গবর্ণর জেনরল সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । তিনি মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে কাপ্তেন ওয়ালটরকে আপনার কর্ম্মচারী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবেন এবং যদি ষ্টেট সেক্রেটারী অধিক দূর ভ্রমণ করিবার অনুমতি না দেন তাহা হইলে ইংলণ্ডে এক বৎসর যাপন করিবেন । রাজার ব্যয়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার যাত্রার সুযোগ হইতেছে ।

ষ্টেট সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ছয়মাসের জন্য কোন বিশেষ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া একমাস অবকাশ গ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণ বেতন পান তাহা হইলে অনেক গোলযোগ হয়, গবর্ণমেণ্টকে ৬ মাসের পরিবর্ত্তে ৭ মাসের বেতন দিতে হয়, আর যদি নির্দ্দিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ৫ মাসের কাজে ৬ মাস ব্যয় করিয়া অধিক বেতন দিতে হয় । লার্ড ক্র্যানবোরণ বলেন যে বিশেষ ও সাময়িক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা বাস্তবিক কাজের সময় ধরিয়া দেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে এই নিয়মের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন ।

স্পেকটেটর বলেন উড়িষ্যার কমিসনর সেবে নসা দুর্ভিক্ষের এক রিপোর্ট ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে গত জুলাইয়ের পূর্ব্বে ৬ লক্ষ লোকের মৃত্যু এবং কোন কোনস্থলে ১২ আনা লোক সংখ্যার হ্রাস স্বীকার করিয়াছেন। রেবেন সা গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী এবং লেপ্টনন্ট গবর্ণরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্ভিক্ষ সম্যকরূপে অবগত না হইবার আরও অনেক কারণ আছে। অতএব উড়িষ্যার অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু প্রায় সত্য বলিয়া বোধ হয়। লার্ড ক্রানবোরণ এদেশের ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ ১৮৬৭ অব্দের পর কর্তৃপক্ষদিগের বার্ষিক পর্ব্বত বাসের নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে কর্ম্মচারিগণ বঙ্গদেশে বাস করিতে বাধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ হয় বলিয়া অনুযোগ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন অপেক্ষা রাজ্যরক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়। একটি সহজ উপায় অবলম্বন করিলে আর কোন গোল থাকে না। যদি তাঁহাদিগের পর্ব্বত বাসের জন্য বিদায় দিয়া অনুপস্থিতি কালের বেতন স্থগিত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে পর্ব্বত অপেক্ষা নিম্নভূমি স্বাস্থ্যকর দেখিতে পাইবেন।

৫ ই ফাল্গুন শনিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, প্রধান সেনাপতি যখন দারজিলিঙে যাইবেন, তখন তথায় মাসিক ১০০ ও ৫০ টাকা বেতনে দুইজন কর্ম্মচারী রাখিবার আবশ্যকতার কি অনুসন্ধান করিবেন? এই দুই পদ একত্র করিলে গবর্ণমেন্টের অনর্থক অর্থ ব্যয়ের কিছু লাঘব হয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি—লণ্ডনগেজেটে বান্দা ও কর্ব্বাইয়ের লুঠের টাকা বিভাগের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

আগামী সোমবার গবর্ণমেণ্ট রিফরমের বিষয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবেন।

ব্যারণ বিউষ্ট নূতন অষ্ট্রীয় মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত করিতেছেন।

অষ্ট্রীয় মহাসভার জনসাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি—আমেরিকার পুনরায় বন্দোবস্ত বিষয়ক সভা সকল রিপোর্ট প্রদান করিয়া বিদ্রোহী প্রদেশ সকল পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। এ গুলি সৈনিক শাসনপ্রণালীর অধীনস্থ হইবে।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি—আমেরিকার প্রতিনিধি সভা বর্ত্তমান বর্ষে নোট প্রচলন কমান বন্ধ করিবার জন্য এক বিল প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

আমেরিকা কমিটি নাবিক দলের লেপ্টনন্ট বাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিবার এক পরওয়ানা বাহির করিয়াছেন। ইনি গভর্ণরের সামরিক বিচারালয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন।

রিজেণ্টস্ পার্কে বরফ ভগ্ন হইয়া প্রায় ৫০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্ঞীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে এড়েস দিবার প্রস্তাব লার্ড হমসন ডেলের দ্বারা করা হইবে। এবার্টিনের মারকুইসের মৃত্যু হইয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ক্রিটীতে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সর্ভবিডের চতুঃপার্শ্বের সীমায় কোন গোলযোগ নাই। কিন্তু বাহিরে বিপ্লবের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ফরাশী মহাসভা খুলিতে বিলম্ব হওয়াতে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন। জনসনের নামে নালীশ করিবার প্রস্তাবের অনেক প্রতিবন্ধকতা হইতেছে, ইহা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা। এমত জনশ্রুতি গারিবল্ডি ক্রিটিতে গমন করিয়াছেন। সাইমর ফিটজ্জারেলডের কর্ম্মানুস্থ বন্ধুগণ তাঁহার নিজের এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি—লার্ড ক্রানবোরণ বলিয়াছেন, এক্ষণ অবধি ভারতবর্ষে যাবতীয় হিসাব ৩১ এ মার্চ দিবসে প্রস্তুত হইবে।

———•○•———

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২২ এ জানুয়ারি ১৮৬৭—নিম্নলিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরগণ ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষমতায় স্থিরীকৃত হইয়াছেন—

মৌলবী উইলায়ট হোসেন, শা মহম্মদ ইসাক, বাবু সি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯ এ জানুয়ারি—ডাক্তর জে, আণ্ডারসন কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজের উদ্ভিদশাস্ত্রের অধ্যাপকের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় কিছু দিনের নিমিত্ত ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

৩১ এ জানুয়ারি—জে, ডবলিউ, মেক্রিণ্ডল এম, এ, বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীতে উত্থাপিত হইয়াছেন এবং পাটনা কালেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড জে, মেসফিল্ড এম, এ, কৃষ্ণনগর কালেজের এক জন অধ্যাপক হইবেন।

৫ ই ফেব্রুয়ারি—এ, এফ, বসেল বর্দ্ধমানের সিবিল ও সেসন জজ হইবেন।

ই, সি, ক্রাষ্টার রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু এচ, আর, মাডক সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, ভাগলপুরের সিবিল ও সেসন জজের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

এস, সি, বেলী মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবেন, কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারির প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

টি, নর্ম্মান হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

৬ ই ফেব্রুয়ারি—এচ, ক্লার্ক বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৭ ই ফেব্রুয়ারি—আর ডিকন পাবনার সিবিল আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হইবেন।

নিম্ন লিখিত অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটগণ পদ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন:—

৩ য় হইতে ২ য় শ্রেণীতে।

বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র।

৪ র্থ হইতে ৩ য় শ্রেণীতে।

মৌলবী মহম্মদ আবদুল্লা। ডবলিউ, জি, ডিয়ার। এ, সি, হাইট।

৫ ম হইতে ৪ র্থ শ্রেণীতে।

বাবু হরচন্দ্র কর, বাবু দীনবন্ধু মল্লিক, নবীন কৃষ্ণ সরকার, সাহাবজাদা আমেদআলী খাঁ, মৌলবী তিলায়ার হোসেন আমেদ বি, এ।

৬ ষ্ঠ হইতে ৫ ম শ্রেণীতে।

মৌলবী আবদুল গফুর। বাবু হরসহায় সিংহ। বাবু মাধবচন্দ্র মৈত্র। যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম এ। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সি, উড ওয়ার্ড। জে ডবলিউ, বুরহার্ট। মৌলবী আমীর হোসেন। বাবু উমাচরণ গাঙ্গুলী। আর এচ, রেলী। বাবু গোপালচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞাপন।

সালগড় মুদিয়া নীলসংক্রান্ত বিষয়।

১৮৬৭ অব্দের ১লা মার্চ্চ শুক্রবার বেলা ১ টার সময় এক্সচেঞ্জ কমার্শিয়াল সেলগৃহে মা কেঞ্জ লয়ল এবং কোম্পানি বন্দক গ্রহীতার বিক্রয় ক্ষমতানুসারে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা যশোহর ও নদিয়ার অন্তর্গত সালগড় মুদিয়া ইতি গোকনদারণ, নামক প্রসিদ্ধ অতি সুলাবান ও সুবিস্তৃত নীল সংক্রান্ত ভূমি ও তৎসম্বন্ধ সমুদায় জমীদারী, তালুক, গ্রাম, এসত বাগী পত্তনি, দরপত্তনি ও কুঁইয়া জোত সমেত সমুদায় ভূমি সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবেন। উক্ত সম্পত্তি প্রভৃতির অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা যাইতে পারে এবং যে কেহ জানিতে চান কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীট ১০ নং ভবনে ষ্টক কুলিস ও মাগ্রাকসড সাহেবের আফিসে তত্ত্ব করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জেলা হুগলির অন্তঃপাতি পাঁচপাড়া বঙ্গ বিদ্যালয় গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি গ্রামবাসী মহোদয়গণের অসামান্য যত্নে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য এপ্রকার সুপ্রণালীতে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে যে বোধ হয় অল্প দিবসের মধ্যেই অনেক ছাত্র অভিবাসী মহাত্মগণের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যসাধন করিতে পারিবে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরাও যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া কোন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। এমন কি, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যামন্দির প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় ও এক বৎসরের মধ্যে তাহা এপ্রকার সুচারু ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে অল্প দিবসের মধ্যে এমন হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ উক্ত গ্রাম নিবাসী এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে সবিশেষ সচেষ্ট রহিয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারি গ্রামবাসী মহোদয়গণ বিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া বালকদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গোলোক বাবু সর্ব্ব সমক্ষে একটি বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া যে সকল বালক পারিতোষিক পায় নাই, তাহারাও সন্তোষ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে এই গ্রামস্থ সমস্ত বিদ্যোৎসাহী মহোদয় সর্ব্বক্ষণ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমুৎসুক থাকেন।

শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়।
পাঁচপাড়া বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনি হিতকথা শুনিবেন না, অন্যের দেখে বুঝিবেন না, ঠেকেও শিখিবেন না, এই আপনার এক মহৎ দোষ। গত সোমবারের পত্রিকাতে আপনি কেন চিত্ততোষের প্রেরিতপত্রখানি প্রকাশ করিলেন? যদি বা প্রকাশ করিলেন, কেন তদুপলক্ষে দুই একটী কথা লিখিলেন? ভাল যদিই বা লিখিলেন, তবে কেন মিষ্ট কথা লিখিয়া তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন না। কটু কথা (হিত কথা) কহিয়া লোককে চটাইবার প্রয়োজন কি? "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" একি আপনি জানেন না।

এডুকেশন গেজেট সম্পাদক লিখিয়াছেন আপনি "যে কি অভিপ্রায়ে এ প্রকার বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাইতেছে না।" তিনি কি না নবীন, তাই দেখিতে পান নাই, আর কিঞ্চিৎ প্রবীণ হইলেই দেখিতে না পান, বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন যে যদি তাঁহার লিখিত বিষয়ের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করা আপনার উদ্দেশ্য হইত তবে আপনি তাহার "উক্ত ৭ স্তম্ভের মধ্যে ৭ পংক্তির ৭ টী কথারও উল্লেখ করিয়া তাহার বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাহাও করেন নাই।" আপনার গত ২৩এ মাঘের পত্রিকায় লিখিত সর সিসিল বীডনের মিনিট বটিত প্রস্তাবটী অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আপনার অভিপ্রায় বুঝিলে অথবা "সর্ব্ব শরীরে ঘা ঔষধ দিবে কোথায়" এই বাক্যটী স্মরণ করিলে বোধ হয় তিনি আর ঐরূপ লিখিতেন না। যাহা হউক, এক ৭ স্তম্ভেই রক্ষা নাই আবার ৭ স্তম্ভ।

অপর আপনার লিখিত "সম্পাদক যদি নিরপেক্ষ হইয়া আপনার বিবেচনা ও সংস্কারানুরূপ লিখিয়া থাকেন তথাপি লোকে তাঁহার সে ভাবে প্রত্যয় করিবেন না" এই বাক্যটী লক্ষ্য করিয়া এডুকেশন গেজেট সম্পাদক লিখিয়াছেন "কিন্তু কেহই যে প্রত্যয় করিবেন না এরূপ বাক্য প্রয়োগে তাঁহার কি অধিকার আছে?" সত্য, আপনার এরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন অধিকার নাই, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, পদের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া অযথা অর্থ ঘটাইবার তাঁহার কি অধিকার আছে? তিনি ত আমাদিগের মত "ক্ষুদ্রান্তঃকরণ" নন, তিনি ত এমন অভদ্র আচরণ করিতে পারেন না, যে অর্থ স্পৃহাকে কোন (সম্পাদকের) কাল্পনিক বর্ণনায় হেতু নির্দ্দেশ করেন। তিনি ত সাধ্যপক্ষে কাহার দোষ দর্শন করেন না। এমন সাধু ব্যক্তি হইয়াও অযথা অর্থ ঘটাইবার অধিকার কোথায় পাইলেন? একি তাঁহার সম্পাদকীয় পদের অধিকার? না শব্দশাস্ত্রের অধিকার? "লোকে" এই পদের অর্থ অধিকাংশ লোক বা সাধারণ লোক না করিয়া কিরূপে তিনি "কেহই" এই — করিলেন? লোকের এইরূপ অর্থ করাতে তাঁহার সরলতা কি কুটিলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, লোকেই তাহার বিচার করুন। অথবা তিনি ভ্রম স্বীকার করুন

আপনি আপনার সংস্কারানুরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি কেন এত রুষ্ট হইলেন? তিনি নিজেই ত লিখিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি নিজ সংস্কারানুরূপ কার্য্য করাতে তাদৃশ দোষী হয় না, তবে তিনি আপনার উপর এত দোষারোপ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন কেন? এ আবার কোন্ সংস্কারের কার্য্য? এইরূপ কার্য্যই কি তাঁহার "স্বভাবের ও পদের সঙ্গত কার্য্য" বোধ করিয়াছেন?

এডুকেশন গেজেটের ১০২ পৃষ্ঠার ৩ য় স্তম্ভের শেষে যে কয়টী প্রশ্নের ছটা আছে তাহা দিগের প্রকৃত উত্তরই, না। ইহাতে কি সম্পাদক সন্তুষ্ট হইলেন? ভাল তিনি বলুন দেখি। সকল সম্পাদকই কি সম্পাদক? সকল লেখাই কি লেখা? সকল লোকই কি লোক? সকল লোকই কি সদাশয়? অনুরোধে তাম্বুল্য খবে, এমন লোক অতি বিরল কি না?

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অনন্যসাধারণ সদ্গুণ আছে, উহা সকলেই স্বীকার করে ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সকলেই সাধুবাদ প্রদান করে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের শত্রুরাও সেই সকল গুণের অপলাপ করিতে সাহসী হন না। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক সেই সকল মহৎ গুণের কতিপয় গুণ উল্লেখ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ও এক জন বড় লোকের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা সাধীয়সী কি না তাহা লোকেই বিচার করিবেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গী ও কৌশল কি চমৎকার, তাঁহার সাহসও কম নয়। আপনি "পত্রপ্রেরকের পশ্চাদ্দেশ হইতে অর্দ্ধস্ফুট বচনে দুই একটী শেষ ব্যবহার করিয়াছেন" "স্পষ্ট বাক্যে কিছু বলিতে সাহসী হন নাই।"

তিনি রাজা ভীমসিংহের ন্যায় "মদা কাঁপিবে পড়িয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পড়েন নাই, এবং যেমন "কৃষ্ণকুমারীর বধসাধন বরাই শ্রেয়ঃকল্প দাঁড়ায়" তিনি তেমন দাঁড়ান নাই, কিন্তু সম্পাদকের পদের সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য অত কৌশল ও সাহস করিয়া সম্মুখে সমস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং আপনি সম্পাদক হইয়া যে উপদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই, অন্য সম্পাদককে সেই উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সম্পাদকেরা স্থির চিত্তে ক্রমতর্কযোগ্য হেতুবাদের আশ্রয় লইয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিচার করিবেন। এ সোমপ্রকাশ পাঠকগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, তিনি সেইরূপ বিচার করিয়াছেন কি না?

যাহা হউক, আমরা জিজ্ঞাসা করি, অকারণ কাহার দোষোল্লেখ করা অন্যায় কি না? প্রয়োজন হইলে বড় লোকের দোষোল্লেখ না করিয়া সেই দোষ ঢাকা অন্যায় কি না? বৃথা কাহার দোষ ঘোষণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াও প্রয়োজন হইলে দুঃখিতান্তঃকরণে অন্যের দোষোল্লেখ করা সম্পাদকদিগের উচিত কি না? সর মডাণ্ট ওয়েলসকে যাঁহারা অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তাঁহারা এই ভারতবর্ষের লোক কি না? বড় লোকের দোষ দর্শন করিয়া প্রকাশ করে এমন লোক অতি বিরল কি না? যেখানে দোষ প্রদর্শন করিলে উপকার সম্ভাবনা আছে, সেখানে দোষ প্রদর্শন উচিত কি না? সম্পাদক মহাশয়! আপনি সাবধান হইবেন যেন "ভগ্নরুদ্ধ না হয়" যাহা হইলে (এক জন ত পথ পান নাই) আপনিও পথ পাইবেন না। কিমধিকমিতি।

৫ ই ফাল্গুন } কস্যচিৎ
১২৭৩। আশুতোষস্য

বঙ্গদেশের ভাবী শাসন কর্ত্তা।

মহাশয়! শুনিতেছি, আগামী এপ্রেল মাসে সর্ সিসিল বীডন পদত্যাগ করিবেন, ইহাতে তাঁহার নিকট আত্মীয় ভিন্ন কেহই দুঃখিত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। সর্ব্বসাধারণে এক প্রকার স্থির জানিয়াছেন, তাহার পর গ্রে সাহেব বেলবিডিয়রে রাজত্ব করিবেন। কিন্তু একটি গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত দেখিতেছি। অতঃপর আর কোন সিবিলিয়ান এদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হন ইহা বাঞ্ছনীয় ও অভিপ্রেত নহে। যে বয়সে সিবিলিয়ানগণ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হন, তাহা নিতান্ত বৃদ্ধকাল বলা যায় না। কিন্তু বালককাল অবধি এদেশে থাকিয়া তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া যান। ইউরোপে কার্য্যের এ বয়স প্রতিবন্ধক নয় বটে, কিন্তু এখানে তাহা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সিবিলিয়ানগণ এখানে থাকিয়া এতদ্দেশীয় সাধারণমত একপ্রকার অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা করেন ইংলণ্ডে পীড়াপীড়ি না হইলে ইঁহারা কিছুতেই গাত্রোত্থান করেন না। দুর্ভিক্ষের সময়ে এত ভ্রম হইয়াছে, সেই ভ্রম নিবন্ধন এত অনিষ্ট হইয়াছে তথাপি সর্ সিসিল বীডন আপনার দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, কেবল ইংলণ্ডে গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া তিনি আত্ম সমর্থন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তিনি যে শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা এদেশের যত উপকারী হউন না কেন, এখানকার সাধারণের নিকটে পরামর্শ লওয়া অপমান জ্ঞান করেন। বঙ্গদেশ ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান অংশ। এখানকার সাধারণ মত অতিশয় প্রবল। সমুদায় ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের সাধারণ মতে চালিত হইতেছেন। সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তৃগণ ইহা জানিতেছেন, তথাপি ইহার অপলাপের চেষ্টায় আছেন। সেদিবস আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাঠ করিয়াছি, বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন দারজিলিঙে বসিয়া বঙ্গদেশের শাসন কাজ চলে। সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তৃগণের কার্য্য প্রণালীর মূলগত ভ্রম আছে। আদালতে মকদ্দমার সময়ে বিচারপতির নিজ সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, তিনি অন্যায় যত জানুন না কেন, যদি অন্যায়কারী আপন স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রমাণ দেন, তদনুসারে আজ্ঞা দিয়া থাকেন। দলীল জাল, সাক্ষী জাল সকলই জানিতেছেন তথাপি বিচারপতি নিজ সংস্কারানুসারে কাজ করিতে সমর্থ নহেন। সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তারা ভাবেন যদি কাগজে তাঁহারা আপনাদিগের রাজনীতির সহায়তা করিতে পারেন, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা নাই। এস্থানে অনাহারী হইয়া সহস্র সহস্র লোক প্রাণ ত্যাগ করিল, সর্ব্বসাধারণ চীৎকার করিলেন, সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তা এক বৃহৎ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া ও নিজে এক মিনিট লিখিয়া প্রদর্শন করিলেন দুর্ভিক্ষের সময়ে কমিশনরকে রিপোর্ট করিতে বলা হয়। সেই রিপোর্টানুসারে সিবিল সর্জ্জন রিপোর্ট করেন, তদনুসারে এক সভা হয়, তাঁহারা আর এক রিপোর্ট করেন। এই সময় মধ্যে পীড়া শান্ত হইল। সুতরাং শাসনকর্ত্তা ভাবিলেন আপনার কার্য্যেও সমর্থন হইল!! এদেশের কর্ম্মচারিগণ মিনিট লিখিতে যে এত ভালবাসেন তাহার কারণ এই, তাঁহারা কেবল কার্য্যদক্ষতার প্রমাণ কাগজে প্রদর্শন করিতে পারিলে যথেষ্ট জ্ঞান করেন। উৎকলে এত লোক প্রাণত্যাগ করিল, প্রত্যহ লোক মরিতেছে সংবাদপত্রে তাহা অবগত হইলেন, তথাপি কমিসনর রেবেন্সা ও রেবেনিউবোর্ড রিপোর্ট করিলেন যে দুর্ভিক্ষ নাই, ইহা প্রদর্শন করিয়া সর সিসিল বীডন আত্মসমর্থন করিতে চাহেন। তবে তিনি কি জন্য আছেন? কর্ম্মচারিগণ অপরাধ হইলে কি জন্য উপায় নাই? এই দৃষ্টান্তে কেবল সর সিসিল বীডনের নহে সিবিলিয়ান শ্রেণী মাত্রের ভ্রম প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা কখন এ ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিবেন না। চিরকাল এতদ্দেশীয়দিগের উপরে প্রভুত্ব করিয়া শেষে কোন বিষয়ে সমকক্ষতা স্বীকার করা ইঁহাদিগের দ্বারা হয় না। কিন্তু ইঁহারা বুঝেন না এক জন মাজিষ্ট্রেট এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তুচ্ছ করিয়া পার পাইতে পারেন। শাসনকর্ত্তার তাহা করিলে স্পষ্ট অনিষ্ট হয়। সিবিলিয়ানদিগের এই দোষ ব্যতীত আর এক দোষ আছে, তাঁহারা চিরকাল সংসর্গ ন্যায় পরস্পরকে অবলম্বন ও পরস্পরের দোষ গোপন করেন। বঙ্গদেশে সেটী করিবার সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে হন্ত্রি সাহেবের ন্যায় মাজিষ্ট্রেটকে পদস্থ রাখা এক প্রকার সাধারণ মতকে পদে দলন করা হয়। সিবিলিয়ানদিগের আর এক দোষ তাঁহারা কতকগুলি কুসংস্কারবিশিষ্ট। শাসনকর্ত্তা হইয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। এই সকল কারণে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। প্রশস্ত অন্তঃকরণ বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যের প্রয়োজন। সিবিলিয়ানেরা প্রহরীর লণ্ঠন মাত্র, সহস্র বুদ্ধি থাকিলেও যেখানে আলোক দেন, সেই স্থানই পরিষ্কৃত হয়, আর তিন দিক অন্ধকারময় থাকে। শাসন ব্যবস্থা বিদ্যাশিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আন্দোলন হয়। এখানে যে মীমাংসা করা হয়, সমুদায় ভারতবর্ষের তাহা গ্রাহ্য। এমত গুরুতর স্থলে সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তা আর নিযুক্ত করা অন্যায়। আমরা আরও প্রস্তাব করিতেছি, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় এখানে এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন। বোম্বাইয়ে ১,৫০ লক্ষ লোকের বসতি, এখানে ৪০০ লক্ষ লোক আছেন। রাজস্ব, সভ্যতা, শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে ত তুলনা হয় না, কিন্তু বোম্বাইয়ে এক জন পৃথক শাসনকর্ত্তা ও মন্ত্রিসভা আছেন, এখানে এক জন বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য সিবিলিয়ান বৎসরের অর্দ্ধেকাংশ পর্ব্বতে বসিয়া যাহা করেন।

মহাশয়! সমুদ্রপথে গমনকালে হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া যদি কেহ পতনোন্মুখ এক খণ্ড ভূমির উপরে উঠিয়া আপাততঃ জীবন রক্ষা করে, এবং তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিক্ষণে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এমন সময়ে অনতিদূরে একখানি অর্ণবযান দর্শন করিলে ঐ ব্যক্তির মনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, ২০ এ আশ্বিনের চিরস্মরণীয় ঝড়ের পর গত অভূতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের হাত এড়াইয়া ও ধান চাউলের বাজার দেখিয়া লোকের মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ক্রমশঃ সেই আনন্দের স্থান অধিকার করিতেছে। ২। ৩ মাস পূর্ব্বে এখানে ২ টাকা দেশীয় চাউলের মণ বিক্রীত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সাধারণের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। বোধ হইল এত দিনের পর দরিদ্রদিগের উপর জগদীশ্বরের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় বিদারক কষ্টের চরমকাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সেই অনুমানকে ভ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্রমশঃ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে প্রায় ৩॥০ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। ক্রমশঃ যে আরও বৃদ্ধি হইবে তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। দেশীয় চাউলের বাজার ত এইরূপ; আবার বালামের বিষয় শুনুন। আমরা দুই জন বন্ধুতে সম্প্রতি এক দিন অত্রত্য রাজপুরের গঞ্জে পথ্যের নিমিত্ত বালাম চাউল ক্রয় করিতে গিয়া শুনিলাম, প্রাতঃকালে যে চাউল ৩৷০ টাকা মণ বিক্রীত হইয়াছে, অপরাহ্নে তাহার মূল্য ৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এরূপ মূল্য বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার কহিল, "মহাশয়! আমি এইমাত্র বেলিয়াঘাটা হইতে আসিতেছি। চাউলের বাজার যেরূপ দেখিয়া আইলাম, এখন ৩। ৪ টাকা মণ পাইতেছেন ২। ৪ দিন থাকুন, দেখিতে পাইবেন।" ভাবিলাম এবার দেখিতে হইলে অগ্রেই মৃত্যুকে দর্শন করিতে হইবে। কি করি, না হইলে নয়। ৩। ৪ দিন শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়া এবং শিরোবেদনার অসহ্য যন্ত্রণা তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া বহু পরিশ্রম সহকারে যাহা উপার্জ্জিত হইয়াছিল তদ্বিনিময়ে ১০ সের মাত্র চাউল লইয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। আমাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে যে ইহা কিরূপ কষ্টকর তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তবে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে তত কষ্ট হইতেছে না। মাঘ মাসে ত এই। এখনও ৮। ৯ মাস আছে। ইহার পরে কি হইবে বলা যায় না। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকেই "ঘরপোড়া গরুর সিঁদূরে মেঘ দর্শনের" ন্যায় ভীত হইয়াছেন। এই সময়ে যাহাতে চাউলের মূল্য আর বৃদ্ধি না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মৃত্যু সংখ্যার নিমিত্ত কমিসন নিয়োগ অপেক্ষা অগ্রে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তৎপ্রতিবিধান চেষ্টা করা কি উচিত নহে? যাঁহারা আমাদিগকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাযাত্রার প্রতিষেধ চেষ্টা পাইয়া অকৃত্রিম প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দেন, এই সকল গুরুতর বিষয় কি তাঁহাদিগের মনোযোগের যোগ্য নহে? এতদ্বারা যে গঙ্গার কত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা উড়িষ্যার দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিলেই বিলক্ষণ অনুভূত হইবে। অতএব তাঁহারা যদি বাস্তবিক প্রজার কল্যাণার্থী হইয়া আসিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদিগকে পুনর্ব্বার দারুণ অন্নকষ্টে পতিত হইতে না হয়, তাহা করুন।

কোদালিয়া।
২১ এ জানুয়ারি।
১৮৬৭।

কস্যচিৎ
দুঃখভোগিনঃ

আবিসিনিয়া ও ভারতবর্ষ।

মহাশয়! সম্প্রতি একটী ইউরোপীয় টেলিগ্রামে দর্শন করিলাম, লার্ড ক্রাণবোরণ মানস করিয়াছেন যদি এডেনের এজেণ্ট কর্ণেল মিয়ারওয়েদার আবিসিনিয়ার রাজাকে পরামর্শ দিয়া ইংরাজ কয়েদিদিগকে মুক্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে তথায় সৈন্য প্রেরণ করিবেন লার্ড ক্রাণবোরণ আবিসিনিয়ার রাজাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে একার্য্যটী সম্পন্ন হইবে? এজন্য ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে কি না? যদি তাহা হয়, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, রাজা থিওডোরের সহিত বিবাদে ভারতবর্ষের কি সম্পর্ক আছে? পাঠকবর্গ বোধ হয় জানেন রাজা থিওডোরের সহিত বিবাদের কারণ কি? প্রায় তিন বৎসর হইল, রাজা থিওডোর ইংলণ্ডেশ্বরীকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। এই পত্রের কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। বরং ইংরাজী সংবাদপত্রে রাজার নিন্দা ও তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়। সেই আক্রোশে থিওডোর ইংরাজ কন্সল ও আর কয়েক জনকে কারারুদ্ধ করেন। তিনি অতঃপর যে পত্র প্রেরণ করেন, লার্ড রসেল তাহাও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। সেই অবধি অনেক চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই বন্দিগণ মুক্ত হইতেছেন না। থিওডোরের ক্রোধ লার্ড রসেলের নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন হইয়াছে। এ বিবাদ কেবল ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত হইতেছে, কয়েক জন ইংরাজ বন্দিকে মুক্ত করাই বিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাণিজ্য অথবা অন্য কোন জাতিসাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধীয় নহে। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষকে বিবাদে আকর্ষণ করিয়া কয়েক শত ভারতবর্ষীয় সৈন্যের প্রাণ ও কয়েক লক্ষ ভারতবর্ষীয় টাকা নষ্ট করা যুক্তি ও রাজনীতি সঙ্গত কি না? আমরা এ প্রস্তাবের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিতেছি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের আবশ্যক হইলে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু সে বিশেষ স্থলে হইতে পারে মাত্র। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ হইলে এদেশের লোক অথবা গুর্খা সৈন্য প্রেরণ করিবার বাধা নাই। কিন্তু আবিসিনিয়ার কি গৌরব আছে? যে বিবাদে কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থ তথায় আমাদিগের অর্থ ব্যয় করান অবশ্যই অত্যাচার হইতেছে। যাহারা বলেন ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের স্বার্থ একবিধ, অতএব ইংলণ্ডের যে সে কার্য্যে ভারতবর্ষকে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা তাঁহাদিগকে ঐ কথা কানাডাবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছি, অথচ এ পর্য্যন্ত আমাদিগের শাসনপ্রণালী যাহাকার অর্দ্ধেক স্বাধীনতাও ধারণ করে নাই। শীঘ্র সৈনিককে যেখানে সেখানে পাঠাইবার কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতেছি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগকে আইরিসদিগের ন্যায় স্বত্ব প্রদান না করিয়া এ কথা যেন না বলেন।

ভ্রঃ

চান্দপার চিকিৎসালয়ে এডওয়ার্ড বিলি সাহেবের আচরণ।

মহাশয়! যে সকল প্রকাশ্য কার্য্যালয় সাধারণের উপকার সংকল্পে স্থাপিত হইয়াছে তথায় যদি নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্যালয় সংস্থাপক মহোদয়গণের মহদুদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায় এবং লোকের শোচনীয় অবস্থা নয়নপথে পতিত হইতে থাকে। এতাদৃশ দুরবস্থা প্রকৃতিপুঞ্জ স্মরণের প্রধান উপায় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র সম্পাদকগণ যেমন স্বাধীনতা সহকারে ... বাক্য ব্যক্ত করিয়া লোকের দুঃখ ... পর

শীল হয়েন, তেমন আর কেহই হয় না। অদ্য যে উদ্দেশে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কর্ণপাত করুন।

চাঁদনীর চিকিৎসালয় যে কিরূপ প্রসিদ্ধ স্থান ও তথায় বিখ্যাত ডাক্তর বেলি সাহেব স্বীয় দয়া ও সুচিকিৎসার গুণে যে কেমন যশস্বী হইয়াছেন, তাহা মহাশয় ও মহাশয়ের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব? এমত উৎকৃষ্ট স্থানেও এক উদ্ধত ও অবিবেচক ব্যক্তি বাস করিতেছেন! কিছু দিন হইল, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণের পীড়ায় কাতর হইয়া আরোগ্যলাভের প্রত্যাশায় চাঁদনীর চিকিৎসালয়ে গমন করিয়া ছিলেন। তথায় প্রথমতঃ দয়ালু ও বিজ্ঞ ডাক্তর বেলি সাহেব যত্নের সহিত তাঁহার রোগ পরীক্ষা করেন এবং সহকারী কর্ম্মচারী জন হাইগুস্ সাহেবকে ঔষধ দিতে বলেন। পর দিবস নিবারণ বাবু পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিয়া পুনরায় উক্ত চিকিৎসালয়ে গমন করেন। পূর্ব্ব দিন যে সময়ে (অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা, যখন অনেক রোগী যায়) তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এদিনেও সেই সময়ে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বেলি সাহেব অনুপস্থিত ছিলেন, এবং ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেবল রিলি সাহেব তৎকালে অতি উগ্র ও অনিচ্ছুক ভাবে রোগীদিগকে দেখিতেছিলেন। নিবারণ বাবু তাঁহার পীড়ার অবস্থা রিলি সাহেবের নিকট বর্ণন করিতে উদ্যত হইলে রিলি সাহেব একেবারে ক্রোধ সহকারে কর্কশ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে ঔষধ দিতে অসম্মত হন, সুতরাং তিনি ঔষধ না পাইয়া বিষণ্ণভাবে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার প্রতি সাহেবের কোপ হইবার হেতু এই যে, তিনি অপরাহ্ণ কালে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সাহেব সে সময়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছা করেন। যে সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহা ১৪ ই জানুয়ারির ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ হিন্দুর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে রিলি সাহেবের স্বভাব ও গুণের তরঙ্গ কখন বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয় না। তাঁহার ন্যায়পরতা ও আচরণের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। রোগীদিগের আরোগ্যলাভ দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করে না। তাঁহার স্বভাব এমন গর্ব্বিত ও উগ্র, যে তিনি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে ছাগ মেষাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করেন। একণে উক্ত বুদ্ধিমান রিলি সাহেবের নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, তিনি তদুত্তর প্রদান করিয়া সাধারণ সমক্ষে স্বপক্ষ সমর্থন করুন। চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের দ্বার কোন সময়ে বন্ধ হইয়া থাকে? রিলি সাহেব যে অপরাহ্ণে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহা নিবারণ বাবু কি প্রকারে জানিবেন? যত দিন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা অপরাহ্ণ কালীন নিরূপিত সময়ের পরিবর্ত্তনের বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করা না হইবে, তত দিন লোকে কি প্রকারে জানিতে পারিবে? যখন বৈকালে উপস্থিত হইবার নিষেধ হইবে, তখন কি কেহ তৎসময়ে চিকিৎসালয়ে গমন করিবে? সাহেব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছু, তজ্জন্য কে দোষী হইতেছে? রোগী ব্যক্তিরা কি হইতেছে? যত দিন চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য নিয়ম দ্বারা বৈকালের কর্ম্ম রহিত না করিবেন, তত দিন রিলি সাহেব কি সেই সময়ের কার্য্যে অনিচ্ছা বা অনবধানতা প্রদর্শন করিতে পারেন?

সম্পাদক মহাশয়! "ভদ্র না হইলে ভদ্রের ব্যবহার বুঝিতে পারে না" এইটী সিদ্ধ বাক্য। নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি ভদ্র, শিষ্ট ও ন্যায়পর ব্যক্তি। তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বেলি সাহেবের চিকিৎসা ও অনুপম দয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু রিলি সাহেবের সদ্ব্যবহার! তাহার চিরস্মরণীয় থাকিবে। অতএব যে স্থলে এক জন উদ্ধত ইউরোপীয়ের ব্যবহার একটী প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয়ের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে ও তন্মূলক লোকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, সেস্থলে সংবাদপত্র সম্পাদকগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতি আবশ্যক।

ভবানীপুর। বশম্বদ।
১ লা ফাল্গুন। শ্রীরসিকলাল মুখোপাধ্যায়
১২৭৩।

—•●•—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় নবিয়ামবাটী
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ ১৩
" " চন্দ্রমোহন শর্ম্ম রায় চৌধুরী
কুণ্ডীসদ্যঃপুষ্করিণী
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " দুর্গাচরণ চোধুরী নড়াইল
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৭
শ্রীযুক্ত বাকরগঞ্জ স্কুল সম্পাদক বাখরগঞ্জ
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
" " কেদারনাথ দত্ত মিরাট

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিটি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিটি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিটি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিটি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ⁄০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্রী কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　১৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

আগ্রিম মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৭। ১৪ 　　১৮৭১। ২৫এ ফেব্রুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

বিজ্ঞাপন।

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সারি প্রভৃতির সুবিধার জন্য অল্প মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য সমেত নোট, হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর চিকর্ত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

———:০:———

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ৩ তিন টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

—:০:—

রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার প্রভৃতিকে বিজ্ঞাপন

করা যাইতেছে, যে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুরের নাবালকী ষ্টেট সংক্রান্ত রূপসপুর মাহাল জঙ্গলের শাল কাষ্ঠ সমেত রূপসপুর মোকামে ১৮৭১ সালের ১১ ই মার্চ তারিখ সোমবার দিবসে নীলাম করা যাইবে।

২০ টুকি বেড়ের পরিমাণের আনুমানিক ৩০০০ হাজার বৃক্ষ আছে, এবং অনুভব হইতেছে যে রেলওয়ে স্লীপর কি রাস্তা কি অন্য কার্য্যে ঐ কাষ্ঠ চলিতে পারে।

খরিদদারের সুবিধার জন্য ১২ টী পৃথক পৃথক লাট করিয়া জঙ্গল বিক্রয় করা যাইবে। প্রত্যেক লাটে গড়ে ৩৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, নিলাম সাঙ্গ হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের ডাকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে আমানত করিতে হইবে, আর মূল্যের বাকী টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানতি টাকা জমা হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত মিয়াদ গতে অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা নাবালকের ষ্টেটের বস্তু গণ্য হইয়া হানি নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার ও কাষ্ঠের মহাজন ও অন্য অন্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া অধিকন্তু যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয়, জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা বীরভূম সিউড়ি ৩১ এ জানুয়ারি ১৮৭১। } এ. হিউম স্মিথ ম্যানেজার ষ্টেট হেতমপুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

(পীস্ গুড্স) অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দি হয় নাই তাহার বিবরণ।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস্ গুড্স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক করা গাঁইট অথবা এজেন্সীর প্যাক করা গাঁইট কাষ্ঠের বাক্সতে বদ্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজি অর্দ্ধপাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস্ গুড্স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদি বাক্সতে (প্যাক করা) অর্থাৎ মোড়া হয় নাই, তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৭১। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেনসন

-:০:-

সুচারু যন্ত্রালয়ের নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থ আছে:—

১ আলবিয়ন রয়াল প্রেস
১ বড় প্রস্তরের কালী দিবার মেজ
২ রোলার
১ লণ্ডনে প্রস্তুত বস্ত্র বাক্সের আকৃতি (সম্পূর্ণ)
১ বৃহৎ কাষ্ঠের হটপ্রেস
২৫০ সিলবোর্ড
১ বৃহৎ ইম্পোজিংষ্টোন ফ্রেম সহিত
৩৫ পাউণ্ড ছাপার কালী

বাঙ্গলা অক্ষর।

১ মণ গ্রেট প্রাইমার	অক্ষর
৬ ঐ ইংলিস	ঐ
৭ ঐ স্মলপাইকা	ঐ
১ ঐ বরজাইস	ঐ
১ ঐ নানা প্রকার	ঐ
সাইন হাফ ক্র্যাকসন ইত্যাদি	ঐ

ইংরাজী অক্ষর।

৭জোড়াপাইকাঅক্ষর (প্রায়নূতন)	ইটালিকসহিত		
১০ ঐ ছোট	ঐ	ঐ	ঐ
৩ ঐ ব্রিবিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
৪ ঐ মনিয়িল	ঐ	ঐ	ঐ

হেডলাইন অক্ষর।
২ লাইন স্মলপাইকা লম্বা
২ ঐ মিনিয়ন ঐ
গ্রেট পাইকা রোমান ঐ ছোট বাকে
১ জোড়া পাইকা আন্টিক ঐ পাতলা
১ ঐ ঐ ঐ মোটা
পাইকা ঐ ঐ পাতলা
ননপেরিল এনটিক ঐ
২ লাইন মিনিয়ন ইজিপশিয়ান ঐ
লঙ্‌প্রাইমার সেনসিরিফ ঐ
কাঠের আসবাব।
৪ জোড়া বাঙ্গলা অক্ষরের কেস
১ ঐ ইংরাজী ঐ ঐ
১০ প্রস্তুত বাঙ্গলা কেশ ৪০ টী অংশ
৪ খান কম্পোজিং ষ্টেণ্ড। ৪ পেজিং গ্যালি।
৩ মেজ। ১ লেয়ার মেজ। ৪ টুল।
অন্য অন্য।
১ বন্ধ করিবার পিত্তলের ছাঁচ।
৪ পিত্তলের কম্পোজিং ষ্টিক।
২৬ ডবল পিত্তলের রুল।
৷৷০ মণ পাইকা কোয়াড্রেট।
৷০ ঐ ছোট পাইকা ঐ
১৷৷০ ঐ কোটেসন।
২ ঐ লেড ভিন্ন ভিন্ন ওজনের।
৯ প্রকার ফুল বিনারার জন্য।
৬ প্রস্তুত কোণ। ৩ প্রকার চেন।
৪ ছোট চেন। ৪ রুল চেন।
৫ সম্পূর্ণ ফুলকাপ চেস।
৯ অর্দ্ধ তক্তা ঐ
৩ সিকি ঐ ঐ
১ পিত্তলের রুল কাটিবার বড় কাঁচি।
সিসের উপর নানা প্রকার ছাঁচ।
২ বাক্স কম্পোজিং আসবাব।
১ মালেট। ১ কোতার।০ ১ ডাঁটা।

গড়পাব বাহির মৃজাপুর } শ্রীশশিচাঁদ বিশ্বাস
২০ এ মাঘ। ১২৭৩। } মুদ্রাকরের অধ্যক্ষ

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় নিমুগোস্বামীর লেন ১৫ নং বাটী হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১১৬ নং সাবেক বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।
৭ই মাঘ ১২৭৩। শ্রীগোপীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ।

—০—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

সালগড়মুদিয়া নীলসংক্রান্ত বিষয়।

১৮৬৭ অব্দের ১ লা মার্চ্চ শুক্রবার বেলা ১ টার সময় এক্সচেঞ্জ কমার্স্যাল সেলগৃহে মাকেঞ্জি লয়েল এবং কোম্পানি বন্ধক গ্রহীতার বিক্রয় ক্ষমতানুসারে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা যশোহর ও নদিয়ার অন্তর্গত সালগড় মুদিয়া ইণ্ডিগোকনসারণ, নামক প্রসিদ্ধ অতি মূল্যবান্ ও সুবিস্তৃত নীল সংক্রান্ত ভূমি ও তৎসহক সমুদায় জমীদারী, তালুক, গ্রাম, বসত বাটী পত্তনি, দরপত্তনি ও তুর্ক ইয়া জোত সমেত সমুদায় ভূমি সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবেন। উক্ত সম্পত্তি প্রভৃতির অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা যাইতে পারে এবং যে কেহ জানিতে চান কলিকাতা হেষ্টিংস ১০ নং ভবনে ইক্ কুলিস ও মারফিল্ড সাহেবের আফিসে তত্ত্ব করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ ঐ
ভুবণসার ব্যাকরণ	৷০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই ফাল্গুন সোমবার।

মফস্বলে করণার নিয়োগ।

তিন বৎসরের অধিক হইল, আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, রাজধানীর ন্যায় মফস্বলে করণার নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। মফস্বলে যে সকল অপমৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশের প্রকৃত অনুসন্ধান হয় না। অনেক স্থলে গোপনে মৃতদেহ দাহিত বা সমাহিত হয়। যে স্থলে পরীক্ষার্থ উহা প্রেরিত হইয়া থাকে, সে স্থলেও উহা এত পচিয়া উঠে যে প্রকৃত অনুসন্ধান হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই জন্য অনেক হত্যাকারির দণ্ড হয় না। পল্লীগ্রামে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কাহার অপঘাত হইলে যদি গাত্রে গুরুতর আঘাত চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে হত ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে শবের গলায় দড়ি দিয়া বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। পুলিস অনুসন্ধান করেন মাত্র। আমাদিগের পুলিসের চমৎকার গুণ কোন্ ব্যক্তি বা অবগত না আছেন? চিকিৎসকেরা যদি যথোচিত সময়ে পরীক্ষা করিতে পান, অনেক স্থলে প্রকৃত কারণের উদ্ঘাটন হইতে পারে বটে, কিন্তু মফস্বলে সুন্দর কার্য্য প্রণালী না থাকাতে আইন অনুসারে অনুসন্ধান হয় না। পুলিসের নিমিত্ত বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে, ধর্ম্মাধিকরণের সংস্করণ ও তদর্থ ব্যয় বৃদ্ধি হইতেও চলিয়াছে। অতএব এ সময়ে মফস্বলে করণার নিয়োগের প্রস্তাবটা সঙ্গত হইতেছে না। আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এক এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে করণারের ক্ষমতা দেওয়া হউক, ইনি সবআসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষা করিবেন। যেখানে সবআসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ও সিবিল সর্জ্জন নাই, সেখানে এতদ্দেশীয় চিকিৎসক (নেটিভ ডাক্তর) দিগের উপরে ঐ ভার সমর্পণ করিতে হইবে। করণার নিজের সাহায্যার্থ কয়েক জন ভদ্র ও সুশিক্ষিত লোককে জুরি স্বরূপ আহ্বান করিবেন। আকস্মিক মৃত্যু সপ্রমাণ হইলে আর আদালতে শব প্রেরণ করিয়া বিচার করিবার প্রয়োজন হইবে

না, লোকেরও কষ্টের অনেক লাঘব হইবে। জলে মজ্জন অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ হইলে এক্ষণে পুলিসের যে উপাসনা ও পূজা করিতে হয়, তাহা আর করিতে হইবে না। আর হত্যা সপ্রমাণ হইলে অপরাধীকে এককালে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইবে।

আমরা উপরে যে প্রস্তাব করিলাম, অবিলম্বে তদনুরূপ একটী আইন হওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা দুটী অভীষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, অপমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। দ্বিতীয়, পুলিসের দুর্দ্দান্তদিগের অত্যাচারের অনেক নিবারণ হইবে। অপমৃত্যু ঘটিত মকদ্দমাই পুলিসের উপার্জ্জনের প্রশস্ত দ্বার। সে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সম্প্রতি মেইন সাহেব মির্জাপুরে করণার নিয়োগের এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় বিভাগে উহা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা আমাদিগের প্রার্থনীয়

নূতন ইষ্টাম্প আইন।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হবহাউস সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইষ্টাম্প আইন সংশোধনার্থ এক নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর হইল, পঞ্জাবের রবার্টস সাহেব প্রস্তাব করেন, ইষ্টাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, সামান্য মকদ্দমায় শত করা প্রায় ৬৫ টাকা ইষ্টাম্পকরস্বরূপ গৃহীত হয়, কিন্তু এক লক্ষ টাকার অধিকের মকদ্দমা হইলে শত করা চারি আনা মাত্র লওয়া হইয়া থাকে বর্ত্তমান ইষ্টাম্প আইনে যে প্রকার মূল্য স্থির হইয়াছে, তাহা সামান্যতঃ কোন বিশেষ প্রণালী অনুসারে হয় নাই। অতএব গড়ে শত করা ১২॥০ টাকা ইষ্টাম্প কর স্থাপনের প্রস্তাব হয়। হব হাউস সাহেব এতদনুসারে ঐই পাণ্ডুলেখ্য খানি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার কৃত পাণ্ডুলেখ্য মধ্যে চারিটী প্রস্তাব দৃষ্ট হইল। প্রথম, এক্ষণে দেওয়ানী মকদ্দমায় যে ইষ্টাম্প গ্রহণের নিয়ম আছে, তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া রাজধানীর ছোট আদালতের ন্যায় প্রতি টাকায় দুই আনা অর্থাৎ শত করা ১২॥০ টাকা ইষ্টাম্পের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, এক্ষণে নিয়ম আছে, ভূমি সংক্রান্ত মকদ্দমায় নিষ্কর ভূমির বাৎসরিক করের ১৮ গুণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত ভূমির ৩ গুণ এবং মিয়াদি ভূমির সদর রাজস্বের পরিমাণে ভূমির মূল্য স্থির করা হয়। কিন্তু কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত ভূমি নীলামে দশ গুণ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, মিয়াদি ভূমিরও চারি গুণ টাকা আদায় হয়। অতএব হব হাউস বলেন, এ নিয়মের পরিবর্ত্ত করিয়া বাজার দরে ভূমির মূল্য স্থির করিয়া সেই পরিমাণে ইষ্টাম্প লওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয় প্রস্তাব এই, ফৌজদারি মকদ্দমায় পূর্ব্বে (১৮৩০ অব্দ পর্য্যন্ত) ইষ্টাম্প লাগিত, কিন্তু দণ্ডবিধির প্রচার অবধি ফৌজদারি মকদ্দমার নালীশ সামান্য কাগজে হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন সামান্য মকদ্দমায় সংখ্যার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৬১ অব্দে সমুদায় বঙ্গদেশে ৩৪০০০ মকদ্দমা হয়, পর বৎসরে ৪৪,০০০ হইয়াছিল। কিন্তু যে পরিমাণে নালীশ হয়, তাহার উর্দ্ধসংখ্যা শত করা ৩৭ জন মাত্র দণ্ড পায়। মকদ্দমায় ইষ্টাম্প নাই, সাক্ষীর সমনের খরচ নাই, সুতরাং যে সে ব্যক্তি বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া নালীশ করিতে যায়। সত্য বটে, দণ্ডবিধিতে মিথ্যা নালীশের দণ্ড আছে, কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে, সেই মিথ্যা নালীশ সপ্রমাণ করা এত কঠিন যে প্রধানতম বিচারালয়ের পুনঃ পুনঃ আজ্ঞাসত্ত্বেও মাজিষ্ট্রেটেরা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন না। অতএব প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে সকল মকদ্দমায় প্রতিভূ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে, তাহার নালীশে ॥০ আনা, তদ্ভিন্ন মকদ্দমায় ১ টাকার ইষ্টাম্প দিতে হইবে। অপর, সামান্য মকদ্দমায় ॥০ আনার ইষ্টাম্প ও ।০ আনা সাক্ষীর সমনের খরচা দিতে হইবে। অভিযোগ সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারি আইনের ৪৪ ধারানুসারে প্রত্যর্থির জরিমানা করিয়া অর্থিকে ইষ্টাম্পের মূল্য দেওয়াইয়া দিবেন। যেস্থলে প্রত্যর্থীকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া বোধ হইবে, সেস্থলে মাজিষ্ট্রেট ইষ্টাম্পের মূল্য সরকারী ধনাগার হইতে দিবেন। চতুর্থ প্রস্তাবটী ইহার অপেক্ষাও গুরুতর। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যত মকদ্দমা হয়, তাহাতে নিয়মিত দেওয়ানী আদালতের ইষ্টাম্পের চতুর্থাংশ মাত্র দিতে হয়, অপর ১৭৯৯ অব্দের ৭ (সপ্তম) আইন অনুসারে কর আদায়ের ইষ্টাম্প লাগিত না, তন্নিবন্ধন মকদ্দমার সংখ্যা, সুতরাং জমীদার কৃত অত্যাচারের বৃদ্ধি হওয়াতে ইষ্টাম্পের সৃষ্টি হয়। যখন ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন হয়, তৎকালে সর বার্নেস পিকক অতিশয় আপত্তি করাতে সম্পূর্ণ ইষ্টাম্প লইবার ধারাটী বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। সর বার্নেস পিকক এই আপত্তি করিয়াছিলেন, প্রজার প্রদত্ত করের উপরে জমীদারের রাজস্ব নির্ভর করে, রাজস্ব দিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট কিস্তির দিবস সূর্য্যাস্তের পর জমীদারি নীলাম করেন, অতএব যাহাতে সহজে জমীদারের কর আদায় হয়, সেই নিয়ম করা কর্ত্তব্য হব হাউস সাহেব এক্ষণে এই প্রস্তাব করিতেছেন, ১০ আইন ঘটিত মকদ্দমার স্থলেও সম্পূর্ণ ইষ্টাম্প লওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি সমুদায় ভারতবর্ষের আদালত সমূহের নিমিত্ত ২,২৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান বিল বিধিবদ্ধ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়া আর ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হব হাউস সাহেবের উদ্দেশ্য। আমাদিগের অচিহ্নিত বিচার পতিগণ অতি সামান্য বেতন পান, আমলাদিগের বেতন এত অল্প যে "তাঁহারা যে এপর্য্যন্ত গাড়ে ভাল কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।" এই সকল কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আয় বৃদ্ধির অপর উদ্দেশ্য। ইষ্টাম্প হইতে আপাততঃ ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে। বর্ত্তমান বিল বিধিবদ্ধ হইলে আয় ৬৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ দেওয়ানী মকদ্দমার ব্যয় বৃদ্ধি নিবন্ধন ২৭ লক্ষ, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হেতু ৩ লক্ষ, ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের মকদ্দমায় ৩ লক্ষ এবং ফৌজদারি মকদ্দমায় ৫ লক্ষ, অধিক আয় হইবে

আদালতের আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি যে অগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই বহুকাল অবধি বলিয়া আসিতেছেন। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের বেতনও পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু কথা হইতেছে হবহাউস সাহেবের কৃত ইষ্টাম্পের কর বৃদ্ধির প্রস্তাব কতদূর সাধারণের অনুমোদনীয় হইবে? ফৌজদারি মকদ্দমায় ইষ্টাম্প করের প্রস্তাবে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইবেন না, কিন্তু দেওয়ানী মকদ্দমার ব্যয় বৃদ্ধিতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কি জন্য এ প্রস্তাব হইতেছে? এদেশীয়দিগের মকদ্দমা প্রবৃত্তির নিবারণ নিমিত্ত? গবর্ণমেণ্ট হব হাউস সাহেবের মুখ দ্বারা বলেন, এদেশীয়েরা মকদ্দমা প্রিয়, পঞ্জাবে যে প্রকারে মকদ্দমার সংখ্যা কমান হইয়াছে, সর্ব্বত্র সেইরূপ করা উচিত। আমাদিগের দেশে মকদ্দমা অধিক হয়, তাহার অপলাপ করা যায় না, কিন্তু আমরা বলি গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ইহার প্রশ্রয় দিতেছে। আমাদিগের আদালতে ভূমি সংক্রান্ত মকদ্দমা অধিক হয়। ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রধান দেশ। সেখানে যে প্রকার চুক্তিভঙ্গের মকদ্দমা অধিক পরিমাণে হয়, এখানে ভূমি সম্বন্ধে সেইরূপ হইয়া থাকে। ঘত প্রভৃতির মকদ্দমা নগর সমূহেই অধিক। অনেক জমীদার ও ধনী লোক মকদ্দমা করা একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আমোদ বলিয়া বিবেচনা করেন। এগুলি অযথার্থ নয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ কি? আমাদিগের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জীবনযাপনের কি উপায় আছে? তাঁহাদিগকে হয় ইন্দ্রিয় সুখে নচেৎ মকদ্দমায় মত্ত থাকিতে হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজের পদ আমাদিগের ঊর্দ্ধ প্রাপ্য। যাঁহাদিগের বাৎসরিক ৫। ৭ লক্ষ টাকা আয় তাঁহারা এ কাজ করিবেন কেন? তাঁহারা নিত্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুখে কালক্ষেপ করুন, এই কথা বলিবেন? সকলের সে শিক্ষা ও অভ্যাস হয় কৈ? আমরা জিজ্ঞাসা করি ইউরোপে কত জন লার্ড সাফটসবরি আছেন? ইষ্টাম্পের কর বৃদ্ধি কর, আর যাহাই কর, যত দিন এতদ্দেশীয়দিগের সেনাদল ও শাসন সংক্রান্ত উচ্চতর কার্য্যে প্রবেশ করিবার স্বত্ব না হইতেছে, তত দিন এই অবস্থাই চলিবে। ইষ্টাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করিলে মকদ্দমাপ্রিয় ধনী ব্যক্তিদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। যে কষ্ট দরিদ্রের। ফলতঃ এক্ষণে রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতির, দরিদ্রের উপর কর ভার ক্ষেপণ করা, মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই, বাজেঅণ্ড লাখেরাজের রাজস্ব ভার প্রজাদিগের স্কন্ধেই ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। হবহাউস সাহেব নিজেই স্বীকার করেন, গত বৎসর যে ৮ লক্ষ দেওয়ানী মকদ্দমা হয়, তাহার মধ্যে ৭ লক্ষ মুন্সেফিতে হইয়াছে। অর্থাৎ যাবতীয় মকদ্দমার আট অংশের সাত অংশ ৩০০ টাকার ঊর্দ্ধ নয়। ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিলে যদি দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার না হয়, তবে কিসে হইবে আমরা বলিতে পারি না। এ সকল মকদ্দমার ব্যয় অল্প হয়, ইহাই প্রার্থনীয়। যদি বল আদালতের সঙ্কল্পিত ব্যয় বৃদ্ধির নিমিত্ত এ চেষ্টা হইতেছে, তাহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, দরিদ্র বধ করিয়া এ চেষ্টা সফল করা বিধেয় হয় না। অন্য উপায়ের শরণ লওয়াই উচিত। বিলাস দ্রব্য ও সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া এ অর্থ সংগ্রহ করিয়া লও। সুরা প্রভৃতির মাসুল বৃদ্ধি হইলে আর একটী উপাদেয় ফললাভ হইবে। মাদকসেবির সংখ্যা কমিয়া যাইবে। যাহারা মাদক সেবন করিয়া পরিপক্ক হইয়াছে তাহারা যদি এককালে ত্যাগ করিতে না পারে, তথাপি মহার্ঘ্য হইলে অর্দ্ধভোজী হইবে সন্দেহ নাই, তাহাই পরম লাভ।

সর জন লরেন্সের পররাষ্ট্র বিষয়িনী রাজনীতি।

প্রায় দুই বৎসর হইল, পঞ্জাবের এক খানি সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন সর জন লরেন্সের পররাষ্ট্রবিষয়িণী রাজনীতি নাই বলিলে হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই মত স্থির করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ড আক্রান্ত অথবা জাতিসাধারণ স্বার্থ বা সম্মানের হানি না হইবে, তত দিন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। এই কারণে ডেন্মার্কের সহায়তা করা হয় নাই, এই কারণে আমেরিকার বিবাদে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ইউরোপখণ্ডে পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডের ক্ষমতা নাই।

ওয়াটারলু যুদ্ধের পর প্রায় ৬০ বৎসর কাল ইংরাজ মন্ত্রিগণের বাক্য রাজাদিগের বিধিস্বরূপ ছিল, কিন্তু এক্ষণে অতি সামান্য রাজারাও কথা গ্রাহ্য করেন না। ১৮৩৮ অব্দে রুষিয়ার চক্রান্তে যখন পারসীক সৈন্যগণ হিরাট আক্রমণ করে, তৎকালে লার্ড পামরষ্টন কাউণ্ট নেসেলরোডের ন্যায় মন্ত্রিকে গর্ব্ব রোষ ও ঘৃণা সহকারে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রুষিয়ার রাজনীতি কি? ইহা কি মন্ত্রিদিগের ঘোষণা অথবা দূতদিগের কার্য্য দ্বারা স্থির করিতে হইবে?" নিকলাসের সদৃশ গর্ব্বিত সম্রাট ১৮৪৫ অব্দে নিজে ইংলণ্ডে গিয়া ইংলণ্ডের মৈত্রী প্রার্থনা করেন। ইংলণ্ডের প্রতাপ ও নেপলিয়নের পরাজয়সমুত্থিত কীর্ত্তি লোকের মনকে এত আকর্ষণ করিয়াছিল যে ১৮৫৩ অব্দে তুরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে নিকলাস ইংরাজ দূত সর হামিল্টন সাইমরের অগ্রে বার বার বলিয়াছিলেন "ইংলণ্ডের সহিত যদি আমার সদ্ভাব থাকে তাহা হইলে আর কে কি বলিলেন না বলিলেন তাহা আমি গ্রাহ্য করি না।" কিন্তু এক্ষণে সে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে ইংলণ্ডের কথা বড় কেহ গ্রাহ্য করেন না। রাজনীতি সম্বন্ধে বিদেশে ইংলণ্ডের প্রতাপের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সম্রাট নেপলিয়নের সদৃশ চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকেরা বিবেচনা করেন যে জাতি ১৭০ লক্ষ লোক সংখ্যা ও ২০ কোটি টাকা রাজস্বের সাহায্যে ২০ বৎসর কাল ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নেপোলিয়নকে পরাজয় করেন এবং এক্ষণে যে জাতির ৩০০ লক্ষ লোক ও রাজস্ব ৭২ কোটি হইয়াছে, সে জাতি পূর্ব্বের ন্যায় [illegible] এখন সে [illegible] না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে ভাবেন, গর্ব্বের বৃদ্ধি হওয়াতে অন্যান্য দোষ প্রবিষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের পূর্ব্বপূর্ব্ব তেজস্বিতার বিনাশ করিয়াছে। যাহারা ইংলণ্ডের অবলম্বিত উদার রাজনীতির মর্ম্মবোধে সমর্থ, তাহাদিগের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহারা বুঝে না, তাহাদিগের এপ্রকার সংস্কারে ক্ষতি আছে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ইংলণ্ডের উদার রাজনীতির মর্ম্ম বোধে সমর্থ নহে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে সিপাহিদিগের এই সংস্কার হয়, রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ড হতবল হইয়াছেন, কেবল ফরাশী সম্রাটের ভয়ে রুষিয়া ইংলণ্ডকে উৎসন্ন করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড অপেক্ষা রুষিয়ার বল অধিক এ সংস্কার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের অনেকের আছে। রুষিয়া ক্রমশঃ অগ্রসরও হইতেছেন। বোখারা, খোটান প্রভৃতির দূতগণ গবর্ণর জেনরলের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়া হতাশ হইয়াছেন। ইংলণ্ড রুষিয়াকে ভয় করেন এ সংস্কার ইহাতে আরও বদ্ধমূল হইতেছে। আসিয়ার মধ্যে কাহারও ইংলণ্ডের সমান ক্ষমতা নাই, এই সংস্কার ব্রিটিশ রাজত্বের প্রধান অবলম্বন স্তম্ভ স্বরূপ। বিপরীত সংস্কার এক বার বদ্ধমূল হইলে আর কিছু না হউক সীমায় মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ও দৌরাত্ম্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

লার্ড ডেলহাউসি পর্য্যন্ত ইংলণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বপ্রতাপ সকলের গোচর করিয়াছেন। লার্ড কানিঙ বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রবর্দ্ধন করিয়াছেন, ব্রিটিশ সৈনিকগণ অজেয়। সর জন লরেন্সেরও ইংলণ্ডীয় প্রতাপ পরিচয়ের কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। আমরা এদেশীয় সৈনিকের সহিত ইংরাজ সৈনিকের তারতম্য আন্দোলনের কথা কহিতেছি না। রুষিয়া [illegible] ইংলণ্ডের ক্ষমতার কত দূর হ্রাস হইয়াছে, এবং কি উপায় অবলম্বন করাই বা কর্ত্তব্য? এই প্রশ্ন উঠিতেছে। ইংলণ্ড যদি রুষিয়াকে আর অগ্রসর হইতে না দেন, তাহা হইলে কাবুল, খোটান, বোখারা প্রভৃতি ক্রমে রুষিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেক এবং ভারতবর্ষের দুশ্চেষ্টিত লোকেরা রুষিয়ার জয় কামনা করিবে।

এক্ষণে তবে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য? ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের সহিত কাবুল, মধ্যআসিয়া, আরব, ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপ সমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। যেখানে ইংরাজ দূত আছেন, সেখানে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ভিন্ন কোন কাজ হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহে গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতা এক প্রকার অসীম। সর জন লরেন্সের সেই সকল স্থানের সহিত পররাষ্ট্রবিষয়িণী রাজনীতি সাধারণের অনুমোদনীয় কি না বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল সর জন লরেন্স (তখন ইনি পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর ছিলেন) দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত খাইবর উপত্যকায় সন্ধি করেন। তখন নিরপেক্ষ রাজনীতি ছিল না। পারস্য ও রুষিয়া অগ্রসর হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে আমীরকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দোস্তমহম্মদ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন কাবুল ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকের কপাট স্বরূপ ছিল। কিন্তু শিয়ারআলীর সহিত তাঁর ভ্রাতৃগণের বিবাদকালে গবর্ণর জেনরল দূষণীয় রাজনীতি অবলম্বন করেন। আজিম খাঁকে পঞ্জাবের সীমায় থাকিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া শেষে অজ্ঞাতসারে কাবুল যাইতে দেওয়া হয়। শিয়ারআলী পদচ্যুত থাকিতে সর জন লরেন্স আজিম খাঁকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু সম্প্রতি যে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতে

গবর্ণর জেনরল বলেন যত দিন আফজুল খাঁ সমুদায় কাবুলের রাজা না হন তত দিন তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় রাজ্য ব্যাপারের ন্যায় এদেশে ইউরোপীয় নিরপেক্ষ রাজনীতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্টকারিণী। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া আজিম খাঁ যার পর নাই প্রতারণা আরম্ভ করিয়া যাহাতে সিরারআলীকে উৎসন্ন করিতে পারেন সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল যদি বলিতেন সিরারআলী ভিন্ন আর কাহাকে গবর্ণমেণ্ট আমীর বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, তাহা হইলে কাবুলের লোকেরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেন। সিরারআলীকে দোস্তমহম্মদের নিকটে লক্ষ টাকা দিলে তাঁহার জয় হইত এবং কাবুল যথার্থই পশ্চিমদিগের কবাট স্বরূপ হইত। যেরূপ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আজিম খাঁ যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রকৃত বন্ধুভাব অবলম্বন করিবেন এরূপ বোধ হয় না। ভুটান ও ব্রহ্মদেশে সর জন লরেন্সের রাজনীতি ফলোপধায়িনী হয় নাই। ভুটানের যুদ্ধ ও সন্ধি উভয়ই লজ্জাকর। কর্ণেল ফেয়ার নিজে গিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত সন্ধি করিতে পারেন নাই। মস্কাটের ইমামের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারে সলিমকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে তাঁহার সহিত অকপট মৈত্রীর আশা করা যাইতে পারে না।

সম্প্রতি এডিনবরা রিবিউএ সর জন লরেন্সের পররাষ্ট্রবিষয়িণী রাজনীতি সংক্রান্ত এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে লেখক নিরপেক্ষ রাজনীতির অনুমোদন করেন। বোধ হয় তিনি এদেশের ভাব জানেন না। সর জন লরেন্স সৎ লোক, এরূপ বুঝিয়া অন্যরূপ কাজ করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি তাঁহার পূর্ব্বাপর কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রকাশ করা কর্তব্য হইতেছে। এদেশীয় অধীনস্থ রাজাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেই কেবল সে ভ্রম প্রকাশ পাইবে না। গবর্ণর জেনরল কাবুল অথবা মধ্য আসিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করুন আমরা এ কথা বলি না, সেটী উন্মত্তপ্রলাপ হইবে। কিন্তু তিনি রুষিয়াকে এ কথা বলিতে পারেন, কাবুল, বোখারা ও খোটানের স্বাধীনতা রক্ষা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক। হিরাটের বিষয়ে এ কথা বলা হইয়াছে, এই কারণেই দুই বার পারস্যের সহিত যুদ্ধ হয়। বোখারা ও খোটানে ইংরাজ দূত প্রেরণ করা উচিত, ইংলণ্ড যদি প্রকাশ্যরূপে এজিদ করেন রুষিয়ার অগ্রসর হইতে সাহস হইবে না। তুরস্কের সহিত রুষিয়ার পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, এমত স্থলে সম্রাট আলেকজণ্ডার সহজে ইংলণ্ডের শত্রুতাচরণ করিবেন না।

—••—

অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান চেষ্টা নিষ্ফল

সকলে মিতব্যয়িতার স্বরূপবোধে সমর্থ নহেন। অনেকে মনে করেন, কার্য্য সম্পাদন কালে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলেই মিতব্যয়িতা হয়, কার্য্য ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাঁহারা সে বিবেচনা করেন না। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এটী মিতব্যয়িতার লক্ষণ নহে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া যদি কার্য্য মন্দ হয়, তাহাতে মিতব্যয়িতা হয় না। লোকে তাহার ব্যয়কুণ্ঠতা এই নাম দেয়, বাস্তবিক সেটী অপব্যয়িতার অপর নাম; যদি কাজ মন্দ হয়, তজ্জন্যে যে কিছু ব্যয় করা যায়, সেসমুদায়ই অপব্যয় সন্দেহ কি? আমরা বাঙ্গলা দেশের মধ্য বিদ্যালয়ের স্কুল ইনস্পেক্টর [illegible] সাহেবকে উল্লিখিত প্রকার মিতব্যয়ি-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। গত মাসের শিক্ষাদর্পণ এই দোষের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। শিক্ষাদর্পণের পরিহাসের অংশটী আমাদিগের অনুমোদনীয় নয় বটে কিন্তু তিনি শিক্ষাদর্পণের কটাক্ষ নিক্ষেপের অপাত্র নহেন। তিনি স্বল্পব্যয়ে এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষাদান চেষ্টার একান্ত পক্ষপাতী। এই চেষ্টা নিবন্ধনই সর্কেল স্কুলের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, স্বল্পব্যয়ে ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সে শিক্ষা কি প্রকার, তাঁহার বিবেচনা করা উচিত। এদেশে " যেমন দান তেমনি দক্ষিণা " একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে, সে শিক্ষা তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে উড্রো সাহেব নিশ্চয় জানিবেন "এক বেঁঙ্গে সমুদ্রে মহাভারত" হয় না। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বিদ্যালয় যে নামমাত্র বিদ্যালয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা ও ইনস্পেক্টর উভয়ের স্বল্পব্যয়ের অনুসন্ধানই তাহার মুখ্য কারণ। যে ব্যয় এক প্রকার গর্ত্তগ্রাসে যায়, ব,দলে অত্যুক্তি হয় না। যদি বল যে কিছু শিক্ষা হয়, সেই লাভ। সে লাভ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট লাভ জ্ঞান করেন এরূপ বোধ হয় না। এদেশীয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া উন্নত করিয়া তুলিবেন, গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ অভিপ্রেত হয়, সে লাভে লাভ জ্ঞান হইতে পারে না। সামান্য ব্যয়ের সামান্য বিদ্যালয় দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? বহুসংখ্য লোককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার চেষ্টা ও কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অল্পসংখ্য লোককে ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা দেশের [illegible] উন্নতির সেতু হইয়া উঠে [illegible] [illegible]

ও মিসনরি বিদ্যালয়, নগর ও মফস্বল পুলিষ, নগর ও মফস্বল আদালত প্রভৃতির এত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় কেন ?

দুর্ভিক্ষ।

উৎকলের লোকদিগের কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ওয়েবষ্টর সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, দুটী পরগণা ব্যতিরেকে কেন্দারা পাড়ায় যে শস্য আছে তাহা দুই মাসের অধিক কাল লোকের জীবন ধারণে পর্য্যাপ্ত হইবে না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অন্নছত্রে অন্ন প্রস্তুত করিয়া নিরিখ দরে বিক্রয় করা হইতেছে, কিন্তু যাহাদিগের কিঞ্চিৎ জাত্যভিমান আছে, তাহারা ইহা গ্রহণ করিতেছে না। ইহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। চাউল বিতরণ ব্যবস্থাতেও তাদৃশ কাজ হইতেছে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যাহারা নিতান্ত অপারগ, তাহাদিগকে চাউল অথবা অন্ন দেওয়া হইবে। কর্ম্মক্ষম হইলেই পরিশ্রম করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকেও এই নিয়মের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা ফলোপধায়িনী হইতেছে না। ওয়েবষ্টর বলেন নিতান্ত বিপদাপন্ন না হইলে উচ্চজাতীয়েরা আগমন করেন না এবং মৃত্যু নিকট না হইলে স্ত্রীলোকেরা বাটী হইতে বহির্গত হন না। যে সকল স্ত্রীলোক অন্নছত্রে আইসে, তাহারা প্রায় বেশ্যাতুল্য ব্যভিচারিণী হইয়া পড়ে। ইহার অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি আছে ? এক শত কুট কাজ করিলে তিন আনা মজুরি দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা এত কাজ করিতে পারেন না। কিন্তু সর সিসিল বীডন এত কাজ না করিলে অন্ন দিবেন না !! উড়িষ্যায় যে এত লোক কি কারণে প্রাণত্যাগ করিল, পাঠকগণ বোধ [illegible] জাতিভেদ আছে। যেখানে জাতিভেদ প্রবল, তত্রত্য উচ্চজাতীয় পুরুষেরা কর্ষণ বহনাদি নীচ কার্য্যে প্রাণান্তেও যায় না, স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই। এটী বীডন সাহেবের জানা উচিত ছিল। কারণ তিনি এদেশে বহুকাল আছেন ও বহুদর্শিতার অভিমান করেন।

ওয়েবষ্টর সাহেব আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "জমীদারেরা কৃষকদিগের আশ্রয়দানে একান্ত অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ঘরে অন্ন নাই, টাকা নাই, কর্জ্জ চাহিলেও কেহ তাহা দেন না।" অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে স্থলে চাউল বিক্রয় করা হইবে, তথায় ২৷৹ টাকা মণ কোন কোন স্থলে ২ টাকা মণ বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। আর স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রম আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে সুতাকাটা প্রভৃতি গৃহে বসিয়া যে কাজ হয় তাহা দেওয়া উচিত। কৃষকেরা যাহাতে ভবিষ্যতে কষ্ট না পায়, তাহার উপায়বিধানার্থ বীজধান দেওয়া আবশ্যক। এ প্রস্তাবগুলি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। এস্থলে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, অবস্থাভেদে দান করিবার কল্পনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কোন্ ব্যক্তি সে প্রভেদ করিবেন ? দুই বৎসর হইল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যাঁহার যে সঙ্গতি ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি আশ্রয় চাহিবেন, তাঁহাকেই আশ্রয় দেওয়া হইবে, এই নিয়ম করাই কর্ত্তব্য। অপর কর্ত্তব্য এই, অন্নছত্র উঠাইয়া দিয়া প্রতিগ্রামে ও প্রতিপল্লীতে চাউল বিতরিত এবং প্রতি মণ ২ টাকার অধিক না হয়, এরূপ মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা করা হউক। তাহাতে এই ইষ্টলাভ হইবে, যাহাদিগের কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই, তাহারা বিতরিত তণ্ডুল গ্রহণ করিবে, আর যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি ও অভিমান আছে, তাহারা ক্রয় করিবে। যে কোন উপায়ে প্রজার প্রাণরক্ষা হয়, গবর্ণমেণ্টের তাহাই করা কর্ত্তব্য। অপর, স্ত্রীলোকদিগকে খাটাইয়া লইবার প্রস্তাব এককালে পরি[illegible] করাই কর্ত্তব্য। উচ্চজাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি তাহাতে সম্মত হইবেন না।

—:•:—

কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। পাইকপাড়া নিবাসী এক জন জনপ্রসিদ্ধ শিকারী ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাইয়া দৈববশতঃ তাঁহার এক অনুচরকে আঘাত করিয়াছেন। বন্দুক ছিটা গুলিপূর্ণ ছিল বলিয়া হতভাগ্য অনুচর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও মৃতকল্প হইয়াছে। আহত ব্যক্তি ঢাকার মিডফোর্ট হাস্পিটালে নীত হইয়াছে। জীবন সংশয়। স্থানীয় পুলিষ কর্ম্মচারিগণ ইহার অনুসন্ধান করিয়া শিকারী প্রভৃতি কয়েক জনকে ধৃত করিয়া ফৌজদারীতে প্রেরণ করে। কিন্তু আহত ব্যক্তি ও অপর কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যের প্রতি গুলি করা শিকারীর উদ্দেশ্য ছিল না ইহা সপ্রমাণ হয়। মাজিষ্ট্রেট মহোদয় কেবল নিষ্কৃতি দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি "এরূপ ব্যক্তিকে ধৃত করা অন্যায় হইয়াছে" বলিয়া পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। শিকারী ব্যক্তি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক।

২। কোরহাটীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ভদ্রকুলোদ্ভবা ষোড়শ বর্ষীয়া এক গর্ভবতী কামিনী কু চিকিৎসা দোষে দেহত্যাগ করিয়াছেন। একদা রাত্রি দুই দণ্ড থাকিতে ঐ বামা কোন কার্য্যবশতঃ একাকিনী বাহিরে আইসেন এবং তৎপর গৃহে যাইয়াই উদর বেদনায় কাতর ও অস্থির হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থা দেখিয়া বাটীর সকলে প্রত্যুষ সময়ে ঘরের বাহির হওয়াতে প্রেতপ্রভা বিবেচনা করিতে লাগিল। ক্রমে খুব তীব্র উদর-বিস্ফোটক বা নাভি স্ফীত হইয়া উঠিল। কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা ওঝা, বৈদ্য দ্বারা ইহার নানাবিধ ঔষধ চিকিৎসা আরম্ভ করাইল। মহাশয়! ওঝায় কি করিবে ? কয়পুরুষে কি ওঝার গুণ দৃষ্ট হয় ? যাহার অন্তর বিষদাহে জর্জ্জরিত তাহাকে জলসেক করিলে কি তাহার বেদনা অপনীত হইবে ? কখনই না। ওঝা মহাশয়গণ

আপনা [illegible] পুস্তক [illegible] ও [illegible] সকল বিনাশ করি-লেন [illegible] কিছুতেই কিছু হইল না। [illegible] [illegible] হইলে আরোগ্য [illegible] না [illegible] বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ বহু স্থানে বিদ্যোৎসাহী [illegible] চিকিৎসার কিরূপ [illegible] না সংঘটিত [illegible] এই কষ্ট [illegible] কারণ ও [illegible] বিলক্ষণ [illegible] হইয়া উঠে। তখন তাঁহাদের [illegible] অথচ [illegible] এক [illegible] সৌভাগ্য না হইলে প্রাণ [illegible] (?) বাহাদের এ [illegible] প্রভাব [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

৩। বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি সম্বন্ধে এত দিন নিতান্ত [illegible] ছিল। কতিপয় বৎসর হইল ইনস্পেক্টর মহোদয় পাঠ্যপুস্তক নিরূপিত করেন বলিয়া পরীক্ষার্থীদিগের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপিও অনেক বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, মহামান্য ডাইরেক্টর মহোদয় মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু এই পরীক্ষার পাঠ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা দেখিতেছি না। ইহাতে পরীক্ষার্থিগণ কি প্রকার ক্ষোভ ও দুঃখ পাইয়া থাকে বলা যায় না। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে সমস্ত বৎসর এক রকম পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে, পরীক্ষাকালে পুস্তকান্তর হইতে প্রশ্ন আইসে। ইহা কত দূর অন্যায়, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। [illegible] বিষয় এই যে, [illegible] পাঠ্যাদি [illegible] নিয়ম স্থাপনে কর্তৃপক্ষের [illegible] প্রিয়ভাষা [illegible] সম্পর্কে তাহার [illegible] থাকিলেও [illegible] ছিল। অতএব অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে এই অনুরোধ, বঙ্গদেশের [illegible] (ডিবিসনের ইনস্পেক্টর) নিজ নিজ [illegible] পরীক্ষার পাঠ্য [illegible] নির্দ্ধারিত করিয়া দেউন।

৪। কতিপয় দিবস গত হইল, নবাবগঞ্জ ষ্টেসনের অধীন [illegible] গ্রামে এক বিধবাঙ্গনা এক দিন তাহার পাঁচ বর্ষ বয়স্ক একটী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে যায়। মাতা ছেলেটীকে স্নান করাইয়া ঘাট হইতে কিয়দ্দূরে রাখিয়া স্বয়ং স্নানার্থ পুনরায় ঘাটে যায়। অনন্তর স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রটীকে যেখানে রাখিয়াছিল সেই স্থানে যাইয়া দেখিল পুত্রটী তথায় নাই এবং চতুর্দ্দিকে (যত দূর দৃষ্টি চলিতে পারে তত দূর) দৃষ্টিপাত করিয়া কোথাও দেখিতে পাইল না। ইহাতে সে হা হতোস্মি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহে [illegible] কিন্তু সেখানেও দেখিল না। পরে গ্রাম মধ্যে এই সংবাদ বিস্তারিত হইলে পুত্রের অন্বে[ষণ] [illegible] লাগিল। দুই দিন পর এক ব্যক্তি নদীতটে যাইয়া দেখিল একটী শব তটসংলগ্ন হইয়া [illegible]। সম্মুখে যাইয়া অবলোকন পূর্ব্বক উহাই এ বালকের মৃতদেহ স্থির করিল। [illegible] একটীমাত্র সন্তান ছিল। বড়ই শোচনীয় ঘটনা!!!

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানকার মিউনিসিপালিটির অধীন যত [illegible] গণ আর কমিটীর অধীন নাই। তাহাদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন হইতে হইয়াছে। তাহাদিগের মাসিক বেতন ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সকলই কমিটী যোগাইতেছেন, কিন্তু তাহাদিগকে পুলিসের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে। পুলিস সদয় হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

২। অত্রত্য পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র ও ওভরসিয়ারে অতিশয় বিবাদ চলিতেছে। এক দিন ওভরসিয়ার সাহেব আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বাটীতে গমন করেন। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট মহাশয় তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন না। তাহাতে ওভরসিয়ার কুপিত হইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন। ক্রমে উভয়ে বিলক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধ হইয়া গেল। পরিশেষে উভয়ে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে উচ্চতন কর্ম্মচারিগণের নিকট রিপোর্ট করেন। বিচারে ওভরসিয়ার মহাশয়কে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরে অন্যায় অপমান করিবার অপরাধে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে। পরে এক দিন ওভরসিয়ার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া সস্ত্রীক গমন করিতেছিলেন। শেষোক্ত মহাশয় উঁহাকে যার পর নাই অপমান করেন। ওভরসিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিলেন। আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ৫০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের পরস্পর এরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

৩। গত ২ রা ফেব্রুয়ারি রজনীযোগে এ অঞ্চলের কোন কোন স্থলে প্রবল ঝাত্যাসহ শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাগুলি এত বৃহৎ যে [illegible] দিয়া গৃহ ভেদ করিয়া পতিত হইয়াছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক গৃহ পতিত হইয়া গবাদি অনেক পশুর প্রাণনাশ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে কোন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

৪। এখানে দিন দিন তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সকলে সশঙ্কিত হইয়াছেন।

কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

প্রায় ১৫ দিন গত হইল কালনার নিকট [illegible] গ্রামে গোলাম রহমন চৌধুরীর বাটীতে দিনের বেলায় ৩০০ লোক (লাঠিয়াল) উপস্থিত হইয়া বিশেষ অত্যাচার সহকারে লুঠ করিয়াছে। বাদিগণের এজেহারে জানা গেল নগদ ২৪০০০ টাকা নোট [১২০০০ টাকার অলঙ্কার প্রভৃতি ৪০০০ হাজার টাকা মোট ৪০০০০ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অপমান করা হইয়াছে। অধিক কি সে সময়ে মহারাণীর রাজ্য এরূপ বোধ ছিল না!! বোহার নিবাসী মুন্সি নবাবজানের সহিত উক্ত গোলাম রহমানের অনেক দিন পর্য্যন্ত বিবাদ হইয়া আসিতেছিল। শুনিলাম উহাঁর উপরেই এই দোষ অর্পিত হইয়াছে। অত্রত্য পুলিস ইনস্পেক্টর ও বর্দ্ধমানের পুলিস ইনস্পেক্টর এবং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] সাহেব উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। ৩০। ৩২ জন লোক দোষী বলিয়া ধৃত হইয়াছে সকলেই হাজতে আছে। মুন্সি নবাবজানকে ধৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা করাতে তিনি স্বয়ংই [illegible] হাজির হইয়াছেন। ইহাঁর অর্থের অপ্রতুল নাই। এখনই কৌন্সলি জাকসন সাহেবকে আনা হইয়াছে। সাহেব অনেক তর্ক বিতর্ক করাতে নবাবজান ১০০০০ হাজার টাকার জামিন দিয়া হাজির আছেন। যাহা হউক, আমরা এই বলি যে অত্যাচারটী অতি গুরুতর। আমাদের নূতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর যেন ভাল করিয়া এবিষয়ের বিচার করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এখনও এমন অত্যাচার! এটী দিনে ডাকাইতী!!

এখানকার চৌকীদারী টাক্স যে অত্যন্ত অধিক ধার্য্য হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছে। একণে পুনরায় নূতন বন্দোবস্তের সময় উপস্থিত। এবারে দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য নিবন্ধন লোকের বিশেষ ক্লেশ হইয়াছে, ইহার উপর আর টাক্স পীড়ন সহ্য হইবে না। এবিষয়ে ডেপুটী বাবুর একটু স্মরণ থাকে, এই প্রার্থনা। এখনও শুনিতেছি যে এই ডিপার্[illegible]

...ষ্টের কর্ম্মচারিগণের বেতন ও রাস্তা প্রভৃতি ...র্য্যাণের ব্যয়োপযোগী যে অর্থ তাহা দানওয়া ...। এ অংশে যত ব্যয় হইবে সে পরিমাণে ...তে কাহারও আপত্তি নাই। একণে ইহার ...সিক ব্যয় অবগত হইলাম। টাক্স সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের বেতন ৮৭ টাকা চৌকীদারগ...ণের বেতন ৩০৯ টাকা। আর রাস্তা প্রভৃতি সংস্কারের জন্য মাসে মাসে ৯০ টাকা রাখি লেই যথেষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলেও ৫৯৬ টাকা টাক্স আদায় হইলেই সকল কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু ৭৬৩ টাকা আদায় হইতেছে। বিবেচনা করিলে ১৬৭ টাকা ত অনা য়াসেই ত্যক্ত হইতে পারে, অধিকন্তু যদি চৌ মাসে মাসে ২০০ টাকার কিছু কম রাখা হয়, তবে আরও অল্প টাক্স হইতে পারে। ডেপুটী বাবু দীন দুঃখীদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া যাহাতে অবস্থানুসারে টাক্স ব্যয় হয় তাহাও করিবেন এই অভিলাষ।

এখানকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অভয়াচরণ বসু ২২৮ টাকা করিয়া পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত কার্য্যকুশল লোক ছিলেন। ইনি ইংরা জীতে সীতার জীবন চরিত লিখিয়াছেন। একণে নিশ্চিন্ত হইয়া কিছুদিন বিশ্রাম সুখ অনুভব করুন। এলাত সেখের সাত বৎসর মিয়াদের কথা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু হতভাগ্য ঐ সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাস করিবে শুনিলাম। আমা দের নূতন মুন্সেফ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কার্য্য দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমরা কিছু দিন কার্য্য না দেখিয়া কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

এখানে চাউলের মূল্য একণে ২৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আর অধিক না হইলেই মঙ্গল। দ্বিতি বস্তের মূল্য এখন অধিক আছে।

—:০:—

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই ফালগুন সোমবার।

পঞ্জাবের কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য এক কোম্পানি হইতেছেন। অসম্ভব কুসীদগ্রাহী মহাজনদিগের হস্ত হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করা কোম্পানির উদ্দেশ্য। জমী দারের ভুক্তাবশিষ্ট কৃষকদিগের যাহা থাকে, মহাজনেরা তাহা গ্রাস করেন। ইহঁদিগের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয় এটি বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন বটে [illegible] ভাষা [illegible] আরবীয় [illegible] পুনরুন্নতির চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোকদিগকে সংস্কৃত ও পারস্যের প্রতি অধিকতর যত্নবান করি বার উদ্দেশে রণজিৎ সিংহের সভাপণ্ডিত রাধা কৃষ্ণ ও মির্জ্জা খাওয়ারকে জলন্ধর অম্বালা লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মির্জ্জা খাওয়ার একজন প্রসিদ্ধ কবি। আর্য্য খণ্ডের ভাষার লোপ হইয়া যায় যাঁহারা এরূপ অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদিগের দুরভিপ্রায় সন্দেহ নাই।

মে সাহেব লেপ্টনান্ট গবর্ণর হইলে সর জর্জ ইউল গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের সভ্য হইবেন।

উইলশন, আপষ্টল ও নিকোলাস নামক তিনজন লোকার বোম্বাইয়ের এক মাদোয়াবির দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বধ ও দুই জনকে ভয়ানক আঘাত করাতে তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয় তাহাদিগের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া এখান কার প্রধানতম বিচারালয়ে [illegible] জন এতদ্দেশীয় বারিষ্টর হইলেন।

সক সাহেব দুর্ভিক্ষ কমিসনর হইয়া উৎকলে গমন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্টের চাউল বিতরণ করিবেন। তিনি গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা ধীনে থাকিবেন এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণ সভার সহিত পত্রাদি লিখিবেন। সক সাহেবের উপরে কটকের কমিসনরের কোন ক্ষমতা থাকি বে না। গবর্ণমেন্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার ক্ষমতা পরস্পরবিরোধিনী হইবে না ত?

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ার আলি খাঁ যুদ্ধে হত হইয়াছেন। আজিম খাঁ যুদ্ধে যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতে প্রাণত্যাগ করি য়াছেন। একজন দুশ্চেষ্টিত সিপাহী আফজুল খাঁকে বালাহিসরে বধ করিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে আবদুল রহমন খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।

লার্ড ক্র্যানবোরণ মহাসভায় বলিয়াছেন, রায়তদিগের স্বত্বের বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লিখিবেন। ১০ আইনে প্রজাদিগের যে স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা রহিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এবং আমরা ভরসা করি গবর্ণমেন্ট এচেষ্টাও করিবেন না। তবে ভূমিসংক্রান্ত আইন একত্র সংগ্রহ করিয়া জমীদার ও প্রজার স্বত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে।

রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর দুর্ভিক্ষ নিবা রণার্থ ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিমাসে ৫০ টাকার হিসাবে দিবেন। অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও অগ্রসর হউন।

আমরা অবগত হইলাম অযোধ্যার নবাব ৮০,০০০ টাকা দিয়া বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা ক্রয় করিয়াছেন। নবাবের পক্ষী পুষিবার এমনি সক যে চীন হইতে যত [illegible] আইসে তাঁহার লোকেরা খিদিরপুরে তন্মধ্যে গমন করিয়া যাবতীয় উত্তম পক্ষী ক্রয় করেন। সক মন্দ নয়। কিন্তু স্বদেশীয়দিগের প্রতিও একবার পক্ষীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

২ রা মার্চ্চ টৌনহালে মুসলমান সাহিত্য সভা হইবে। লার্ড নেপিয়র আসিবেন বলিয়া সভার অধিবেশনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে।

জানুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে ২৪,৬১,০২৫ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে পুনর্ব্বার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। কর্ণেল ফেয়ার প্রত্যাগমন করাতে অনেকে রাজার ক্ষমতা লোপের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। রাজা কেবল মধ্যে মধ্যে আত্যন্তিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়া কতক লোককে বধ করিতেছেন। দেশের সকল অংশে বিশৃঙ্খলা হইতেছে। এই হতভাগ্য দেশ একণে লুঠ ও হত্যার স্থান হইয়াছে। বোধ হয় ইহার স্বাধী নতা লোপ অধিকতর দূরবর্ত্তী নহে।

মহাসমারোহে আগরার প্রদর্শন আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোকে ইহা দেখিতে আসি তেছেন। উত্তম উত্তম কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসকল প্রেরিত হইয়াছে।

ডিস্পেচ্ট্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন দুর্ভিক্ষ কমিসন আর দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র দুর্ভিক্ষের কারণ এবং এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কি করিয়া ছেন তাহার রিপোর্ট প্রদান করিবেন। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ না হয় এবিষয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট হইবে। দুর্ভিক্ষ কমিসন অল্পমাত্র সময় উৎকলে অতি বাহিত করিয়াছেন অতএব তাঁহাদিগের রিপোর্ট প্রীতিকর হইবে কি না সন্দেহ স্থল।

৮ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গত রাত্রিতে ভবানীপুরের বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে সর [illegible] বীষ্টনের সম্মানার্থ এক ভোজ ও নৃত্য হয়। গবর্ণর জেন রল, সর উইলিয়ম ম্যান্স্ফিল্ড প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও বিস্তর এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। আহূত ব্যক্তিদিগের আমোদের জন্য নীক দেমাদন ও ইউরোপী

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি—সম্রাট মহাসভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, ইউরোপের যাবতীয় দেশ যে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইবে, জার্ম্মণী ও ইটালীর একতাতে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। সম্রাট ভাল জানেন ফ্রান্সের চেষ্টা থাকিলে শান্তি রক্ষা হইবে; তিনি বলেন ফ্রান্সের সহিত অন্য অন্য প্রধান গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়া খৃষ্টিয়ানদিগের স্বত্ব রক্ষা ও সুলতানের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিলে তুরস্কের গোলযোগ শান্তি এবং ইউরোপীয় রাজ্যের পরস্পর বিবাদ নিবৃত্তি হইতে পারিবে। পোপের রাজনীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রাকৃতজনপ্রিয় লোকের দ্বারা যাহাতে আক্রান্ত না হয়, সম্রাট এ চেষ্টা করিবেন। ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার মৈত্রীভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। সম্রাটের দৃঢ়বিশ্বাস আছে শান্তির ব্যাঘাত হইবেনা। তিনি শাসন প্রণালী সংক্রান্ত যে উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন এবং সেনাদলের যে পুনরায় বন্দোবস্ত করিতেছেন প্রজাগণ সবিবেচনা পূর্ব্বক তাহার অনুমোদন করিবেন, এ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইটালীর মন্ত্রিবর্গ পদত্যাগ করিয়াছেন। ২৫ এ ফেব্রুয়ারি মহাসভায় উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তর্ক হইবে। ইটালীর মহাসভা ভঙ্গ হইয়াছে। কিলার্ণীতে ফেনিয়ান বিদ্রোহ হইয়াছে।

প্রতিনিধিসভা দক্ষিণবিভাগে সামরিক আইন প্রচলিত করিবার বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ফেনিয়ান বিদ্রোহ কিলার্নির পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অধিক দূরগামী হয় নাই। সৈন্যগণ ফেনিয়ানদিগকে বেষ্টিত করিতেছে।

ফরাসী সৈন্যগণ মেক্সিকো ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন আয়ারলণ্ডে ফেনিয়ান বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। জাহাজ সকল আয়ারলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

চন্দননগর সাহায্যকৃত ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়।

চন্দননগর সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সপ্তম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকার্য্য গত রবিবার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্য উপলক্ষে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বালক ও দর্শকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় ১০ টাকা মূল্যের পুস্তক একটী অতিরিক্ত পারিতোষিক দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ দাস মহাশয় ৫ টী করিয়া টাকা দুই জন বালককে দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৩০ টাকা মূল্যের এতদ্দেশস্থ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের গ্রন্থ পুস্তক প্রদান করা হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হুগলী জেলার সমুদায় সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সভাপতি মহাশয় কহিলেন যে এ বিদ্যালয়ের বাটীটি অতি সঙ্কীর্ণ, আর একটী ঘর প্রস্তুত করা নিতান্ত আবশ্যক, এ জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

—:০:—

চুঁচুড়া বালিকাবিদ্যালয়।

চুঁচুড়া নগরে তিনটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “চুঁচুড়া বালিকাবিদ্যালয়” নামক বিদ্যালয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উন্নত অবস্থাপন্ন, ইহাতে কেবল ভদ্রলোকের কন্যারাই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, ছাত্রীসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং এখানকার কতকগুলি কৃতবিদ্যের দ্বারাই ইহার ব্যয় এবং কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের দর্শকদিগের অভিপ্রায় লিখিবার পুস্তকে দেখিলাম গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের বিশেষ বিখ্যাত কোন সুবিজ্ঞ ইনস্পেক্টর লিখিয়াছেন এই বিদ্যালয় মিস্ বঙ্গদেশীয় যাবতীয় বালিকাবিদ্যালয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; আমিও তাঁহার এই অভিপ্রায় নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা অনেকের ন্যায় সংবাদপত্রাদিতে মিথ্যা আড়ম্বর করেন না, এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়টী সাধারণতঃ প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি সমুদায় সুখ্যাতি সঞ্চয় করিয়া এবং বিদ্যালয়ের যথাযোগ্য অবস্থা দেখিয়া সাহস সহকারে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও অপরাপর মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিতেছেন। পারিতোষিক উপলক্ষে এখানকার সাহেব ও বিবিগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিন রবিবার হওয়াতে অনেকে আগমন করেন নাই, কিন্তু প্রায় সকলেই পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে অধ্যক্ষদিগের সহায়তা করিবেন স্বীকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের দ্বারা বিদ্যালয়ের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা, বিবি পোএটেশ পারিতোষিক উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া বিদ্যালয়ের একটী ভারগ্রহণ করিবেন, তিনি অনুরোধে স্বীকার করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমাজ যত যত্ন করুন আর না করুন, উপযুক্ত পরিশ্রমী বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীল সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্যালয়ের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারই যত্নে এবং বুদ্ধি কৌশলে এমন যে “চুঁচুড়া নগর” এখানেও বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, হইয়া আবার চিরস্থায়ী এবং উন্নত অবস্থাপন্ন হইল। সাহসিক ও বুদ্ধিমানের হস্তে সৎকর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে কেনই বা সুসিদ্ধ হইবে না। চুঁচুড়ায় আবার বালিকাবিদ্যালয় হইবে এ কাহার মনে ছিল।

চুঁচুড়া বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ সভার কার্য্যবিবরণ।

২৯ এ মাঘ রবিবার ১২৭৩।

বিবি পোএটেশ এবং অপর দুইটী ইংলণ্ডীয় মহিলা এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা, কেশবমোহন চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং ন্যূনাধিক দুই শত বামাগণহিতৈষী মহোদয় সভা স্থলে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এবং বিবি পোএটেশ বালিকাগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সোম বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেন।

বিবি পোএটেশ বিশেষ আনন্দ প্রকাশক হাস্যবদনে প্রত্যেক বালিকাকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। পরিশেষে ভূদেব বাবু বিবির অনুরোধে অতি সরল মিষ্টভাষাতে তাঁহার অসীম আনন্দের কারণ প্রকাশ করিলেন এবং বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা এবং তদ্দ্বারা ভাবী মঙ্গল সূচক স্বীয় যুক্তিসিদ্ধ অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিলেন। অপর দুই তিন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ পাল মহাশয়ের অনুরোধে বিবি পোএটেশ ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, সভা ভঙ্গ হইল।

চুঁচুড়া। একজন দর্শক।
১৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রাজুনী ও তন্নিকটস্থ কাটিপাড়া গ্রামে অস্মত্তর দুইটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। রাজুনী হইতে কাটিপাড়া অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূর নহে। উভয় গ্রামবাসীদিগের সকল বিষয়ে ঐক্য, আত্মীয়তা ও অভিমান ছিল না, কিন্তু উভয় গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করাই অধ্যক্ষদিগের দোষ ও ক্ষমতার

কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, তাঁহারা বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াও বাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত ছিলেন। উক্ত স্কুলে মাসিক ১৪০ টাকা ব্যয়ে ৩০ টী মাত্র বালক অধ্যয়ন করিত। এ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় এবং উভয় গ্রামের কতিপয় বিদ্যোৎসাহী যুবক, বিদ্যালয় দুইটীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ১৮৬৫ সালের মে মাসে স্কুল দুটী একত্রিত করিয়াছেন। তদবধি এই স্কুলটী পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ চলিতেছে। দুই বৎসরের মধ্যে ইহার দুইটী ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি ও একটী মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রটী বয়োধিক বলিয়া ছাত্রবৃত্তি পায় নাই। এক্ষণে এই স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সদ্গুণের পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি নিজ ব্যয়ে স্কুলের নিমিত্ত উভয় গ্রামের মধ্যস্থলে এক খানি বাঙ্গলা প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং মাসিক ৭৫ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেছেন। শুনা যাইতেছে, কাটিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয় স্কুলের সম্যক উন্নতির নিমিত্ত মাসিক ৩০ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি খুলনিয়া মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু সরকেটে আসিয়া এই বিদ্যালয়টী দেখিতে আইসেন ও পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রথম শ্রেণীর একটী বালককে ৩ টাকা মূল্যের এক খানি পুস্তক পুরস্কার দিয়াছেন। কাটিপাড়া গ্রামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় এবং আর একটী পল্লীতে একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদিগের নিকটে সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা মফস্বলে আসিয়া রাসবিহারী বাবুর মত প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন বিষয়ে যত্ন করেন।

উপসংহারকালে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় ও প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিগের আন্তরিক যত্নে ও অসাধারণ পরিশ্রমেই ইহার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, হেডমাষ্টার বাবু আমাদিগের দেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে প্রায়ই পীড়িত হন বলিয়া স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন।

রাড়ুলী। এক জন ছাত্র।
১৭ ই ফেব্রুয়ারি।
১৮৬৭ খৃঃ অব্দ।

গত ৫ ই ফাল্গুন বেলা ১০ ঘটিকার সময় বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে এক কমিটী হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত লেক সাহেব (জজ) ও শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব (ছোট আদালতের জজ) স্কুল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিলু সাহেব ও হিউজ সাহেব এবং গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতি সৎস্বভাববিশিষ্ট মহাত্মারা উক্ত কমিটীতে উপস্থিত ছিলেন, ইহাতে যাহা অবধারিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গত বৎসর স্কুল ফণ্ডে যত টাকা জমা হইয়াছিল, তাহা পারিতোষিক স্বরূপ শিক্ষকদিগকে বিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য ১০০ টাকা, ও তৃতীয় ও চতুর্থ মাষ্টর মহাশয়েরা প্রত্যেকে এক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাষ্টার মহাশয়েরা প্রত্যেকে ৭৫ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। অবশিষ্ট নিম্নস্থ শিক্ষক মহাশয়দিগের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার বসু মহাশয় ৩০ টাকা পাইয়াছেন। ইহাঁর পক্ষে না পাওয়াই ভাল ছিল। কেন না তন্নিম্নস্থ শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহার অপেক্ষা অধিক পাইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ই কেবল পুরস্কার পান নাই। তাঁহার বিষয়ে ও তাঁহার প্রতি সংক্ষেপে বক্তব্য এই, এক্ষণে তাঁহার কাশীতে গমন করাই শ্রেয়স্কর।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীঃ—

টীকা দেওয়া বসন্তরোগ নিবারণের অব্যর্থ উপায় কি না ?

বসন্ত অতি ভয়ানক রোগ। উহা যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার ত কথাই নাই, তাহার পরিবারের এবং প্রতিবেশিদিগের পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। উহার সংক্রামণী শক্তি অতিশয় বলবতী। তৎপ্রভাবে কতশত পরিবার এক বারে মানবশূন্য হইয়া গিয়াছে। বসন্তের নিদারুণ যন্ত্রণা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উহা যে মানবকুলের এক ভীষণতম বৈরী তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। টীকা দেওয়া ঐ প্রচণ্ড রোগের নিবারক উপায় স্বরূপ আমাদের দেশে মনুষ্য বসন্তের বীজ দিয়া টীকা দেওয়ার প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসর হইল, গোবীজ দিয়া টীকা দিবার রীতিও এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশীয় টীকার সংক্রামিকতা, প্রবল জ্বরোৎপাদকতা কখন কখন মারাত্মকতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ আছে, তজ্জন্য উহা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের নিকটে আদরণীয় হয় না। না হউক, ফলে একথা সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, দেশীয় টীকায় নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলে যাবজ্জীবন আর বসন্ত হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র মহাশয়ও ঐ মত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বপ্রণীত ঔষধ ব্যবহারক ব্যবস্থায় বলিয়াছেন, "একথা যথার্থ যে, ইন অকুলেশনে (মনুষ্য বসন্তবীজের টীকায়) বাঁচিয়া গেলে আর বসন্ত হইতে পারে না।" (১) কিন্তু কি আশ্চর্য্য। পরিবর্ত্তনের প্রবল তরঙ্গে উল্লিখিত বস্তুটী বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত বসন্তকালে অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায় আমাদের দেশেও বসন্ত রোগের অত্যন্তিক প্রকোপ দেখা যাইতেছে। এবারে বহুতর দেশীয় টীকাধারী ব্যক্তি উহার হস্ত এড়াইতে পারে নাই, অনেককে মানবলীলা সংবরণ করিতেও হইয়াছে। নিম্নে একটী তালিকা প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা আমার বাক্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

পরগণার নাম।	গ্রামের নাম	দেশীয়টীকা সংস্পৃষ্ট হইয়াও যাহারা বসন্ত রোগা ক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের নাম।	রোগমুক্ত কি মৃত।
বালিশাহি	তলকাঁঠালয়া	বৈদ্যিধর	মৃত
ঐ	ঐ	রামহরি গিরি	রোগমুক্ত
ঐ	ঐ	নারায়ণ পাত্তর	ঐ
ঐ	ঐ	মধু মাইতি	ঐ
ঐ	ঐ	নফু বেহারা	মৃত
ঐ	কসবা	সাহেব জামার স্ত্রী	ঐ
ঐ	ঐ	অতিরজানার স্ত্রী	ঐ
ঐ	ঐ	লক্ষী রাঁড়	ঐ
ঐ	ঐ	লালু ভুঞা	ঐ

(১) প্রাক্টিস অব মেডিসিন অর্থাৎ ঔষধ ব্যবহারক ব্যবস্থার ২১৪ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

ঐ ঐ ঐ জনার স্ত্রী ঐ
ঐ দক্ষিণ বালিশাই বৈদ্যপতি বাগচুক্ত
ঐ ঐ ঐ জনার স্ত্রী মৃত
ঐ নাওয়া বারদাসের স্ত্রী রোগমুক্ত
ঐ ঐ নারায়ণ শেট মৃত
বীরকুল দাউতপুর হরিনারায়ণ
দা ঐ
ঐ বহুলিয়া কন্যা ঐ
মিনগোদা সাগরেশ্বর পাত্র মৃত
ঐ অলঙ্কারপুর গণপতের মৃত
ঐ ঐ ঐ জনার স্ত্রী ঐ
খাজেজোড়া, গিমাগাড়া রামচন্দ্র
পাল
ঐ ঐ জনার বনতা ঐ
কাকড়াচোর, মান্দারী, নারায়ণ জনার
কন্যা ঐ
ঐ ঐ ঐ জনার আর এক
কন্যা ঐ
ঐ ঐ কানু বেহারার বধূ ঐ

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

বিবিধ ক্লেশ ভোগসহকারে দেশীয় টীকা গ্রহণ করিয়াও যদি তদ্দ্বারা বসন্তের শঙ্কা দূরীকৃত না হইল, তবে উহা নিষ্ফলরূপে পরিগণিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। এখন গোমসূর্য্যাধানই আমাদের একমাত্র ভরসা স্থান। উহাও আবার অসুবিধাশূন্য নহে। ডাক্তারেরা বলেন, প্রতি সপ্তবর্ষান্তে উহা এক এক বার গ্রহণ না করিলে তদ্দ্বারা ইষ্টলাভ হয় না। (২) ভাল তাহাও যেন স্বীকার করা গেল, যদি তদ্দ্বারা বসন্ত শঙ্কা দূরীভূত হয়, তাহা হইলে ঐ অসুবিধা বড় একটা ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কথা এই হইতেছে যে, গোমসূর্য্যাধানের বসন্ত নিবারণী শক্তি নিশ্চয়াত্মিকা বটে কি না? সত্য বটে যে, রাজপুরুষেরা উহা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন, ডাক্তরেরা অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন সোমপ্রকাশেও উহার প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা গ্রহণ করিলে যে আর বসন্ত রোগ হইবে না কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় না। উহার ব্যবহারক ব্যবস্থাকার বলেন, “অধুনা [illegible] হইতে এমত পরীক্ষিত হইয়াছে যে, বণিত বসন্তের (গোবসন্তের) বীজে টীকা দিলে পরেই সাধারণ বসন্ত [illegible] নিবারণ করিতে পারে। কেন না গোবসন্তের বীজে টীকা দিলে যদিও [illegible] হইতে পারে বটে, তথাপি সেই সামান্য বসন্তের দ্বারা বিপত্তি সংঘটিত হইতে পারে না। যে হেতু বসন্তের সংখ্যা অতি অল্প হইয়া থাকে, আর স্বাভাবিক বিষাক্তা শক্তিরও অল্পতা হইয়া উঠে। অতএব ভ্যাক্সিনেশনকে বিশেষ উপকারক কহিতে হইবেক, সন্দেহ নাই (৩)” এখন সহজেই এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, উল্লিখিত চিকিৎসা পুস্তকের দেশীয় টীকার ফল ঘটিত মত যখন অন্যথাকৃত হইল, তখন গোমসূর্য্যাধান বিষয়ক মতও যে তদ্রূপ হইবে না, তাহারই বা উপযুক্ত প্রমাণ কি? বিশেষতঃ যে টীকা (মনুষ্য বসন্ত বীজের টীকা) দিলে একবারে যাবজ্জীবন বসন্ত হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত ছিল, তাহার উপর যখন বসন্ত হইয়া মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইল, তখন গোমসূর্য্যাধানে (যাহাতে বসন্ত হইবার সম্ভাবনা ডাক্তারেরাই করিয়াছেন, তাহাতে) যে বসন্ত হইয়া লোকের অনিষ্ট জন্মিবে না, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? অপিচ, হিন্দুপাক্ষিক নামক একখানি সাময়িক পত্রে লিখিত হইয়াছে “গোবীজ সম্বন্ধীয় যে যে সংশয় রহিয়াছে তাহার এপর্য্যন্ত কিছুই নিবারণ হয় নাই। তাহাতে এতদ্দেশে বসন্ত রোগ যে কি পরিমাণে নিবারণ হইতে পারে তাহাও প্রমাণ দ্বারা কিছুমাত্র নিশ্চয় হয় নাই। ইহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, গোবীজ যদি বসন্ত নিবারণের অব্যর্থ উপায় হইত তবে তাহাতে সময়ে সময়ে কেনই অনিষ্টোৎপাদন হইবে? অনেক সময়ে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা কোনরূপ উপকার হয় নাই ইত্যাদি” (৪) এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্তঃকরণ সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছে।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে যদি যথার্থই গোবীজের টীকা বসন্ত নিবারণের অমোঘ উপায় হয়, তাহা হইলে উহার ফল সম্বন্ধীয় বিস্তারিত এবং বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া তাহাতে সাধারণের প্রবৃত্তিবিধান করা সোমপ্রকাশের একটী প্রধান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ১২৭১ সালের ১৫ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে এতৎসংঘটিত যে একটী প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত টীকার ফল ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত কিছুই লিখিত হয় নাই। সোমপ্রকাশ আমাদের পরম হিতৈষী পত্র, তাহাতে আমরা ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ের সবিস্তর সমালোচনা প্রত্যাশা করিয়া থাকি।

(২) প্রাকটিশ আফ মেডিসিন ২৭৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন

(৩) প্রাকটিশ আফ মেডিসিন ২৭২ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

(৪) ১৮৬৫ সালের ৩১ এ মার্চ্চ দিবসীয় হিন্দুপাক্ষিকের “গোবীজে টীকার আদি কারণ কি?” এই প্রবন্ধ দেখিবেন।

উপহার।

আচতাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের কার্য্য বিবরণ।

২৭ এ মাঘ ১২৭৩।

মানবজাতির দুঃখ নিবারণ ও সুখ সংবর্দ্ধন, মনুষ্য জীবনের এক প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ মানবদেহে যত প্রকার যাতনা সহ্য করিতে হয়, তন্মধ্যে রোগের যন্ত্রণাই নিতান্ত দুঃসহ। অতএব যে মহাত্মা চিকিৎসা প্রণালীর সৌকর্য্য সাধন করিয়া রোগ যাতনার হ্রাস ও আরোগ্য সুখ সম্ভোগের পথ সহজ করিতে পারেন, তাঁহারই জীবন সার্থক। জর্ম্মণদেশীয় মহানুভাব হানিমান যে, চিকিৎসা প্রণালীর অপেক্ষাকৃত অনেক সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা অনেক দেশে, অনেক পণ্ডিত মণ্ডলীতে নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে মহানুভাব হানিমানের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু যে মহাত্মা বহুদূর ব্যাপী সাগর পার হইতে হানিমান-আবিষ্কৃত সেই সুখকর চিকিৎসা প্রণালী সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশীয় বান্ধবগণের আরোগ্য সুখসম্ভোগ অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিও আমাদের সামান্য কৃতজ্ঞতার পাত্র নহেন।

বোধ করি আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা বাসী প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় মহাত্মা রাজেন্দ্র বাবু আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর সর্ব্ব প্রথম প্রচারয়িতা। রাজেন্দ্র বাবু যৌবনকাল অবধি রোগীর রোগ নিরসনে অনুরাগী। হোমিওপ্যাথি প্রচারের পূর্ব্বে তিনি নানাবিধ বহুমূল্য কবিরাজী ও আলোপ্যাথি ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া রোগীদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেন। অনন্তর হোমিওপ্যাথির অসাধারণ গুণ অবগত হইয়া অবধি তিনি স্বয়ং অর্থ ব্যয় ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রতি দিন অনেক রোগীকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতেছেন এবং অনেক দয়ালু ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিকে আপনার অনুগামী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাও প্রতি দিন শত শত রোগীকে আরোগ্য সুখে সুখী করিতেছেন। এক্ষণে এই ভারতভূমির অনেক স্থলেই রাজেন্দ্র বাবু প্রচারিত হোমিওপ্যাথি প্রথার বহুল প্রচার হইয়াছে এবং

প্রভাবে বহুসংখ্যক প্রাণী উক্ত প্রণালীতে চিকিৎসিত ও রোগমুক্ত হইয়া প্রসন্নমনে রাজেন্দ্র বাবুর মঙ্গলের প্রার্থনা করিতেছে।

রাজেন্দ্র বাবু আমাদের যাদৃশ মহোপকারী, তাঁহাকে তদনুরূপ কোন প্রীতিকর উপহার দিয়া যে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি, আমাদের এমন সংস্থান নাই, কিন্তু যিনি যে বিষয়ের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা, সে বিষয়ের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধিবার্ত্তা অবশ্যই তাঁহার হৃদয়ানন্দিনী হইয়া থাকে, এই ভাবিয়া অদ্য আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে ভাচড়ারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের কতিপয় উপকারী কার্য্য বিবরণরূপে উপহার প্রদানে উদ্যত হইয়াছি।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১০ ই মে ভাচড়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ মহাশয় স্বীয় স্বাভাবিক করুণাগুণে স্বীয় ও সন্নিহিত গ্রামসমুদায়ে আরোগ্য সুখ বিতরণ করিবার মানসে নিজ বাটীতে এই চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন, তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি প্রতি দিন পূর্ব্বাহ্নে নিজ সাংসারিক গুরুতর কার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়াও সমাগত রোগীদিগকে ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন, স্বহস্তে সমুদায় ঔষধ বিতরণ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে নিয়মিত বেতন দিয়া এক জন সহকারী নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে। ভাচড়ারা ও তৎসন্নিহিত অনেক গ্রাম হইতে প্রতিদিন অনেক রোগী চিকিৎসার্থী হইয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, মেহ, বহুমূত্র, শূল, ওলাউঠা, উদরাময়, রক্তাতিসার, আঘাত জন্য বেদনা, বা ক্ষতাদি বহু প্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত ও সত্বরমত সময়ে রোগমুক্ত হইতেছে। ঔষধ সেবন করিলে অপক্কাবস্থ স্ফোটক মিলাইয়া যায় ও পরিণত হইলে ফুটিয়া যায়, এক এক বার মাত্র ঔষধ সেবন করিলেই এক দিনে ভয়ানক সর্দ্দির শান্তি হয়, যজ্ঞেশ্বর বাবুর চিকিৎসারম্ভের পূর্ব্বে ইহা এ প্রদেশে কেহই বিশ্বাস করিত না, কিন্তু একণে সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই চিকিৎসালয় স্থাপনের পূর্ব্বে এ প্রদেশে গর্ভিণী ও শিশুগণের পীড়া উপস্থিত হইলে নানা প্রকার অসুবিধা ও অনর্থের উৎপত্তি হইত। কখন শিশুদিগকে কটুতিক্ত কষায়াদি ঔষধ সেবন করান দুষ্কর হইত, কখন বা অতিরিক্ত মাত্রায় দৌর্ব্বল্য অতিরিক্ত জন্য উৎপাত হইত। কখন অল্প মাত্রায় সেবন জন্য গর্ভিণীরা রোগমুক্ত হইত না, কখন বা অধিক মাত্রায় সেবনে গর্ভপাতাদি মহানর্থের উৎপত্তি হইত, কিন্তু এক্ষণে যজ্ঞেশ্বর বাবুর কৃপায় এ দেশ বাসীরা গর্ভিণী বা শিশুগণের পীড়াকালে অনায়াসে নিরাপৎ ও সুখ সেব্য ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া আশাতিরিক্ত ফললাভে যথেষ্ট আনন্দিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের প্রদর ও ঋতুবন্ধ পীড়া অত্যন্ত ক্লেশকারিণী, কিন্তু উক্ত রোগগ্রস্ত নারীরা এই চিকিৎসালয় হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ করিতেছে। একটী স্ত্রীলোকের আট মাস ঋতু বন্ধ থাকে, প্রথমে গর্ভ সঞ্চার বলিয়া অবধারিত হয়, ক্রমে অন্যান্য গর্ভ লক্ষণের অভাব দেখিয়া রোগ নিশ্চয়ে উহার আত্মীয়েরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করে, বাবু উহাকে যে ঔষধ দেন তিন দিন মাত্র তাহা সেবন করিয়া সেই নারী পুনর্ব্বার ঋতুমতী হয়। যাহা হউক, এইরূপ সামান্য সামান্য পীড়ার সবিশেষ বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব বাড়িয়া যায়, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবু যে কয়েকটী অসাধ্য বলিয়া অবধারিত রোগের চিকিৎসা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, এই নিমিত্ত নিম্নে তাহার কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

ভাচড়ারার সন্নিহিত কুলীন গ্রামে এক ভদ্র বংশীয় নারী, ভয়ানক প্রদররোগে আক্রান্ত হন, ক্রমাগত কুড়ি বৎসরকাল তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাঁহার স্বামী ও ভ্রাতা বিলক্ষণ সম্পন্ন লোক, অতএব তাঁহারা যে এই দীর্ঘকাল মধ্যে কবিরাজি, ডাক্তারি, বা অন্যবিধ চিকিৎসা করাইতে ত্রুটি করিয়াছিলেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব বোধ হয় না, ফলতঃ তাঁহারা অনেক প্রকার চিকিৎসা করাইয়া রোগ নিবারণে নিরাশ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা প্রচারিত করেন যে, যে ব্যক্তি উহাকে আরোগ্যলাভ করাইতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব। এদেশস্থ কোন চিকিৎসকই উক্ত প্রলোভনে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। সর্ব্ব শেষে রোগীর আত্মীয়েরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করেন। যৎকালে তাঁহারা বাবুর নিকট চিকিৎসার্থী হইয়া উপস্থিত হন তখন রোগের এই সকল উপদ্রব ছিল, অনবরত শোণিতস্রাব, দুর্দ্দান্ত দুর্গন্ধে রোগীর গৃহে প্রবেশ দুঃসাধ্য আহারে অরুচি, উত্থানে অসামর্থ্য, প্রতি দিন সায়ংকালে জ্বরভোগ, এই সমুদায় শ্রবণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন এবং রীতিমত ঔষধ সেবন করাইয়া পনর দিনে রোগীকে রোগমুক্ত করেন, যদিও এক পক্ষ মাত্র ঔষধ সেবনে রোগী আরোগ্যলাভ করেন, তথাপি বাবু পুনর্ব্বার ঋতুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দেন, তদনুসারে ঔষধ সেবন করিয়া ঐ নারী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, দুই বৎসর অতীত হইল তাঁহার আর কোন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই।

রামেশ্বরপুরে এক দুঃখী ব্রাহ্মণের প্রস্রাব বন্ধ পীড়া হয়, তাহাতে তিনি এদেশস্থ চিকিৎসা করাইতে ত্রুটি করেন নাই, ক্রমশঃ বার দিন ব্যাপিয়া চিকিৎসা হয়, রোগের অবস্থা সমভাবে থাকে, অনন্তর এক ডাক্তার প্রস্রাব দ্বার চিরিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করাতে তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করেন, বাবু তাঁহাকে যে ঔষধ দেন তাহার এক মাত্রা মাত্র সেবন করিয়া দুই ঘণ্টা মধ্যে ব্রাহ্মণ আরোগ্যলাভ করিয়া সুখী হন।

বাবুর নিজ বাটীতে এক হিন্দুস্থানী জ্বররোগে আক্রান্ত হয়, সে প্রথমে বিষঘটিত ঔষধ সেবন করে, পরে উদরাময়ে আক্রান্ত হইলে অহিফেন সেবন করিয়া ভয়ানক রক্তাতিসারে কাতর হইয়া পড়ে। দিনের মধ্যে ৩০। ৪০ বার অল্পমাত্রায় মল নির্গত হইত এবং অনবরত হিক্কা উপস্থিত হইত, যখন সে জ্বর, রক্তাতিসার ও অনবরত হিক্কায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িল তখন বাবুর নিকট নিজ অবস্থা জানাইল, যৎকালে বাবু এই রোগের সংবাদ পান তখন তাঁহাদের নিযুক্ত কবিরাজ মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বাবু তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে অনুমতি করিলে তিনি কহিলেন জ্বরাতিসারে হিক্কা আমাদের মতে অসাধ্য, তখন বাবু স্বয়ং তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, প্রথম দিন রাত্রিতে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া পঞ্চম দিন প্রভাতে শুনিলেন রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে।

বাবুদিগের নিযুক্ত এক বৃদ্ধমালী শ্বিত্র (ধবল) রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমে যখন তাহার মস্তক হইতে চুল উঠিতে ও মস্তকের উপর মসুর ন্যায় দাগ হইতে আরম্ভ হইল, তখন সে দাদ হইতেছে স্থির করিল, একদা সে যজ্ঞেশ্বর বাবুর দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মালি! তোমার মাথায় কি হইয়াছে? বৃদ্ধ কহিল মহাশয়! মাথায় দাদ হইয়াছে।

কিন্তু বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, সে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইতেছে, অতএব তিনি তাহাকে কহিলেন তুমি ঔষধ নেবে? সে কহিল না, মহাশয়! না, ইহার নিমিত্ত আর মহাশয়ের ঔষধ লইতে হইবে না। ইহার বাবুর নিকট ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রদর্শনের কারণ আছে, পূর্ব্বে এই মালী এক বার বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়, তখন বাবু চিকিৎসা করিয়া ইহাকে রোগমুক্ত করেন. হোমিওপ্যাথি পথ্য সামান্য লোকের পক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশকর. এক্ষণে সেই পথ্য ক্লেশ স্মরণ করিয়া মালী ঔষধ গ্রহণে অস্বীকার করিতেছে। যাহা হউক, অনন্তর ইহার মস্তকের সমুদায় স্থান সাদা হইল, ক্রমে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শুভ্র হইল, তখনও মালী দাদ মনে করিয়া সামান্য সামান্য প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন ইহার ওষ্ঠাধর শুভ্র হইয়া উঠিল তখন ইহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, সুতরাং ইহাকে অগত্যা বাবুর নিকট ঔষধ প্রার্থনা করিতে হইল, [illegible] মাস অতীত প্রায় বাবু ইহার চিকিৎসা করিতেছেন, প্রায় সমুদায় স্থানই কৃষ্ণ হইয়াছে, কেবল দুই একটী স্থান শুভ্র রহিয়াছে। বোধ করি অনতিবিলম্বেই মালী রোগমুক্ত হইতে পারে।

দাসপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্ত্রবৃদ্ধি পীড়ায় আক্রান্ত হন, কবিরাজি বা আলোপ্যাথি প্রণালীতে উক্ত রোগের ঔষধ নাই। সুতরাং তাঁহার এক পুত্র নিতান্ত উদ্বিগ্ন মনে যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট পিতার চিকিৎসার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বাবু তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, রোগের ভীষণভাব শান্তি হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তিনি নীরোগ হইতে পারেন নাই। প্রাচীন বলিয়া রোগী যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন না এই নিমিত্তই মধ্যে মধ্যে তাঁহার রোগ সামান্যাকারে আবির্ভূত হয়, কিন্তু তৎকালে ঔষধ সেবন করিবামাত্র তিরোহিত হইয়া থাকে। যদি তিনি যথোচিত নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এত দিন কোন্ কালে আরোগ্যলাভ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, তাঁহাকে যে আর রোগের অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে হয় না, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে আমরা জগদীশ্বরের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু তাচড়াবা প্রদেশের যেরূপ মহোপকার সাধন করিতেছেন, যাবজ্জীবন সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে কুশলী থাকিয়া সেইরূপ কল্যাণ সাধন করুন এবং পরমেশ্বরের অনন্য সুলভ আত্ম প্রসাদ সুখসম্ভোগ করিতে করিতে জীবন যাপন করুন।

কস্যচিৎ হোমিওপ্যাথি পক্ষপাতিনস্য

মহাশয়! ৪ ঠা মাঘ বুধবার সোহজল বিদ্যালয়ান্তর্গত "জ্ঞান প্রকাশিকা" সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াগিয়াছে। সভায় সমাগত সভ্য সমূহের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সভার প্রারম্ভে ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তৎপরে, সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে প্রথম, বার্ষিক রিপোর্ট, দ্বিতীয় নিয়মাবলী ও তৃতীয় রচনা পাঠ হয়। অতঃপর অনেক সভ্য সোহজল গ্রামে একটী চিকিৎসালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জন্য স্থানীয় জনগণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুই শেষ হইল না।

সভাপতি, সম্পাদক বাবু ও সোহজলস্থ অন্যান্য ধনিগণ সমীপে আমাদের সবিনয় বক্তব্য এই, যে দেশহিতকর বিষয়টী (চিকিৎসালয় স্থাপন) ভবিষ্যতের গর্ভস্থ রহিল, তাহা যেন অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত হয়, আর যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার কথায় মনোবেদনা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহা মনোবেদনাদায়ক নহে, বাস্তবিক মনোবেদনাপরিহারক। এ বিষয়টী যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, তাহাও যেন সকলে যত্নবান হইয়া করেন।

১২৭৩ সাল। কস্যচিৎ

-০০-

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু শিয়ালদহ
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৫৷৷০
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় শাঁখারাই
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৭
" সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাণিকতলা
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬৮ জানুয়ারি ১০
" কালীকৃষ্ণ মণ্ডল চালীগঞ্জ
১২৭০ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ
" " রামদাস সেন বহরমপুর
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ ১৩
" " শশিভূষণ বসু লাহোর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭৷৷০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত মতীলপুর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" লালমার সাহেব বহরমপুর
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৭
" বৰ্দ্ধমান গুরুটে শিবচন্দ্র দাঁ বৰ্দ্ধমান
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ ১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷৷০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও নবীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ মাসের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ [illegible] পোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২১এ ফাল্গুন। ১৮৬৭। ৪ ঠা মার্চ্চ। { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

-১০।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
সুখবসার ব্যাকরণ	।।
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

পুরাণ সংগ্রহের শেষখণ্ড।

মধ্যে পুরাণ সংগ্রহের বিতরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে নিয়মিত মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে ডাক মাশুল দিয়া পাঠান হইতেছে এবং কলিকাতার বহি গ্রাহকদিগকে দেওয়া যাইতেছে এবং বিতরণ বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান হওয়া গিয়াছে, যাঁহারা পান নাই এবং যাঁহাদের সম্পূর্ণ সেটের বিচ্ছেদ জন্মিয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় যোড়াসাঁকোর ভবনে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করুন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

ভূটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুনকি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুনকি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস ময়নাগুড়ী। ১২ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } শ্রীযুক্ত জে, এফ, টুইডি সাহেব ডেপুটী কমিসনর

বালকদিগের ব্যবহারার্থে "গণিত বিজ্ঞান" নামে একখানি অঙ্কপুস্তক শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রী আই সি, বসু কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে ও কালেজ ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেসের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ।।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

গোমসূর্য্যাধান ও শ্রেষ্ঠত্ব।

গোবসন্ত বীজের টীকা ও মনুষ্য বসন্ত বীজের টীকা এ উভয়ের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গতবার এক জন পত্রপ্রেরক এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রপ্রেরক স্বয়ংই উভয়ের গুণদোষ বর্ণন করিয়াছেন। এক বার টীকা দিলে আর কখন বসন্ত হয় না, কোন টীকারই এরূপ গুণ নাই। তবে আমাদিগের দেশের লোকের এই সংস্কার আছে, মনুষ্য বসন্ত বীজে টীকা দিলে আর কখন বসন্ত হয় না, সেটী ভ্রমাত্মক। এ বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিপাদক উদাহরণ বিরল নয়। পক্ষান্তরে গোবসন্ত বীজের টীকাধারী অনেক ব্যক্তির অনেক সময়ে স্বাভাবিক বসন্ত হইয়াছে। যদি এ অংশে উভয়ের তুল্যতা রহিল, তবে কোনটীকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহার নির্ণয়ার্থ অগ্রে উভয়ের গুণ নির্ণয় আবশ্যক। যাহার গুণ অধিক হইবে, তাহারই শরণ লওয়া উচিত।

মনুষ্য বসন্ত বীজের টীকায় কষ্ট ও বিপদ শঙ্কা অধিক। এক এক ব্যক্তির এরূপ বসন্ত হয়, কেবল যে তাহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয় এরূপ নয়, ছয়

মাসের ন্যূনে সম্পূর্ণরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। অধিকাংশ লোককেই অসংখ্য বসন্তের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু গোবসন্ত বীজের টীকা গ্রহণ সময়ে এ কষ্ট ও এ শঙ্কা নাই। প্রায় বসন্ত হয় না, যে ২। ৪ টা হয়, তাহা কষ্ট দায়ক নহে, শয্যাগত হইতেও হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে টীকা লইতে হয় এই দোষ। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, সে টীকার গ্রহণকালে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট নাই, তখন মধ্যে মধ্যে লওয়াতে ক্ষতি কি? সে অসুবিধা অসুবিধা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উভয় টীকার গুণদোষগত যখন এত অন্তর লক্ষিত হইতেছে, তখন উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া একের উৎকর্ষ ও অপরের অপকর্ষ প্রতিপাদনার্থ অধিকতর প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

প্রেততত্ত্বের তত্ত্বজিজ্ঞাসু পত্রপ্রেরকের প্রতি বক্তব্য এই, ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্র প্রত্যয় নাই। তাহার কারণ এই, প্রথম, আত্মা অলৌকিক পদার্থ। অনেক বড় বড় দর্শন ও বিজ্ঞানকার হইয়া গিয়াছেন, কেহই তাহার স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হন নাই। বৈদান্তিকেরা মায়াবচ্ছিন্ন পরমাত্মাকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকেরা স্বতন্ত্র পরমাত্মা ও স্বতন্ত্র জীবাত্মা স্বীকার করেন, বৌদ্ধেরা দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না, অন্য অন্য দর্শনকারদিগের মতেও ইহার প্রকার ভেদ আছে। মৃত্যুর পরেও আত্মার গতি বিষয়ে বহুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। যে পদার্থ স্থির নহে, সেই পদার্থ সে, যে সে লোকের আকৃত হইয়া অপরের সংকল্পিত বিষয় ব্যক্ত করিবে, তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

দ্বিতীয়, অন্যে আহ্বান করিলে আত্মার আবির্ভাবরূপ অনুগ্রহ হওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, সে অনুগ্রহ সকলের প্রতি না হয় কেন? প্রেততত্ত্ববাদিরা বলেন, সকলের প্রতি হয় না।

তৃতীয়, প্রেতাত্মারেরা প্রেত প্রেরিত হইয়া যে যে কথা বলেন, তাহার অধিকাংশ অসত্য হয়। প্রেততত্ত্ব সত্য হইলে এরূপ অসত্য হইবার সম্ভাবনা কি?

চতুর্থ, আমাদিগের এখানকার ভূতের ওঝার ন্যায় ডেবেনপোর্ট ভ্রাতৃদিগের প্রতারণা অনেক স্থলে ধৃত হইয়াছে।

পঞ্চম, প্রেততত্ত্ববাদি আমাদিগের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রকৃত উপায় হইত, প্রাচীনকালের লোকেরা এ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া কখন দর্শন বিজ্ঞানাদিরূপ উন্নতির জটিল উপায় অবলম্বনে ব্যগ্র হইতেন না।

বেহারের নীলকর ও প্রজাগণ।

যখন নদীয়া ও যশোহরের নীলকরদিগের অত্যাচারনিবন্ধন কৃষকগণ নীল বপন পরিত্যাগ করে, তৎকালে বেহারের নীলকরেরা এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, এখানকার নীলকরদিগের ন্যায় তাঁহারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করেন না। তত্রত্য প্রজাগণের কোন অসন্তোষ চিহ্ন না দেখিয়া আমরা এ কথা বিশ্বাসও করিয়াছিলাম। কিন্তু একণে বোধ হইতেছে, নীলকর মাত্রেই এক দ্রব্যে গঠিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর অবধি বেহারে নীল বপন অলাভকর হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেন্ট অহিফেনের কৃষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আজি কালি তুলার যথেষ্ট লাভ হইতেছে। তাহার উৎপাদকদিগেরও কোন উচ্চবাচ্য নাই, গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কৃষকগণ অধিকতর লাভের আশয়ে অধিক পরিমাণে তুলা ও ধান্য উৎপাদন করিবার মানস করিয়াছে, নীল অলাভকর বলিয়া তাহার কৃষিকার্য্যে তাহারা বিমুখ হইয়াছে। কিন্তু নীলকরেরা তাহাদিগকে ছাড়িতেছেন না। ১৮৬০ অব্দে প্রতি বিঘার যে মূল্য দেওয়া হয়, এখনও সেই রূপ দেওয়া নীলকরদিগের অভিপ্রেত। এরূপ অবস্থায় বিবাদ না হইবার সম্ভাবনা নাই। নদীয়া ও যশোহরের ন্যায় বেহারেও নীল করিবার দুই প্রকার ভূমি আছে। প্রথম নিজ জোত। দ্বিতীয়, রায়তওয়ারি ভূমি। প্রথমোক্ত ভূমিতে নীলকর কৃষক স্থানীয় হইয়া হলাদি ক্রয় করিয়া নীল উৎপাদন করেন। দ্বিতীয় কৃষক দাদন লইয়া তন্মধ্যে নীল বপন করে। নীল কমিসন শেষোক্ত ভূমির বিষয়ে এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, প্রজারা নিজের ভূমিতে যে শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারিবে। ইহাতে নীলকরদিগের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কৃষকদিগকে নীল বপন করাইতে বাধিত করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় লইতেছেন। অলাভকর বিষয়ে লাভেচ্ছা পূর্ণ করিবার এই এক উৎকৃষ্ট উপায়। মফস্বলের হাকিমদিগকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকটে বলা বাহুল্য যে যুবক সিবিলিয়ানগণ এবংবিধ আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ নহেন।

কিছুদিন হইল ত্রিহুতের অন্তর্গত পাণ্ডুল কুঠির এম, গেল সাহেব সহকারী মাজিষ্ট্রেট বারবর সাহেবের নিকটে এই আবেদন করেন যে, ত্রিভুবন তাঁতি তাঁহার নিজের ভূমিতে বলপূর্ব্বক তুলার বীজ বপন করিয়াছে, অতএব অনধিকার প্রবেশের দণ্ড হয়। প্রজা বলে, তুমি তাহা নিজের সে যে শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। ফৌজদারি আদালতে এ বিষয়ের বিচার করা উচিত ছিল, তুমি তাহা

পথলে আছে ? বেল সাহেব স্বয়ং সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইয়া কহিয়াছেন, ভূমি তাঁহার ; কিন্তু তিনি স্ববাক্য সমর্থনার্থ অন্য কোন সাক্ষী উপস্থিত করেন নাই, তাহা সহকারী মাজিষ্ট্রেটের লিখিত নিষ্পত্তিতে দৃষ্ট হইতেছে। প্রজা কয়েক জনকে সাক্ষী দেয়, সাক্ষিগণ সকলেই বলে ভূমি তাহার। এক জন মাত্র বলিয়াছিল আট বৎসরের মধ্যে তন্মধ্যে নীল হয় নাই। বাঁরবর সাহেব বলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ভূমিতে নীলের গোড়া রহিয়াছে। তিনি বলেন, " যে ভূমি নীলকুঠির নিজ জোতে আছে, তাহাতে কৃষক বলপূর্ব্বক চাষ করিবে এটি সম্ভাবিত নহে, কিন্তু সাক্ষিবাক্যের অনুসারে বিচার করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" তাঁহার মতে বেলের সাক্ষ্যই প্রমাণযোগ্য। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ত্রিভুবন ও বেচু উভয়ের ৪ সপ্তাহ মিয়াদ দিয়াছেন॥

অজ্ঞ কৃষকদিগের বাক্যের যদি পূর্ব্বাপরবিরোধ হইয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের সাক্ষ্য মধ্যে এ বিরোধের পরিহার দৃষ্ট হয় না। এরূপ স্থলে বিজ্ঞ বিচারপতিগণ বাক্যের তাৎপর্য্য ও সারাংশ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া থাকেন। আট বৎসরের মধ্যে নীল হইয়াছিল কি না ? এ কথা বিচার্য্য নয়, ভূমি প্রত্যর্থির কি না ? ইহাই বিচার্য্য। তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে ? আর, কোনটী সম্ভাবিত আর কোনটী অসম্ভাবিত এই বিবেচনা করিয়া বিচারপতির বিচার করা কর্ত্তব্য। নীলকর মিয়ার্স মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বজ্র ... মকদ্দমায় ফেলেন, তখন বিচারপতি কেন্স এই বলিয়া প্রত্যর্থিকে মুক্ত করিয়াছিলেন যে ... এদেশে আছেন, সুতরা-

দর্শন দ্বারা তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, জমীদার কখন আপনার বাটীর নিকটে নিজের বেগা বাকী করেন না। এস্থলেও মিয়ার্সের বাক্য অবলম্বন বিচারপতিদিগের নিকটে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণের নিকটে দোষী হন নাই। নীলকরের ভূমিতে কৃষক কি বলপূর্ব্বক নীল বপন করিতে পারে ? ইহা কি সম্ভাবিত ? এটী যে সম্ভাবিত নয়, সহকারী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন ?

নীলকরেরা এই প্রকার মকদ্দমা করিয়া কৃষকদিগকে ক্ষীণবল করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা দুর্ভিক্ষ কমিসনর ক্রেকোন সাহেবের এই বলিয়া দোষ দিতেছেন যে তিনি কৃষকদিগকে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ দিতেছেন। এটি শ্রীবৃদ্ধি কারি দলের রোগ। কাছাড়ে কুলি রক্ষক মার্শল সাহেব মজুরদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং আইনে তাহাদিগের যে স্বত্ব আছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন বলিয়া চা-করেরা তাঁহার এই দুর্নাম দিতেছেন যে তিনি তাঁহাদিগের সহিত মজুরদিগের পরস্পর বিবাদ ঘটাইয়া দিতেছেন। সমুদায় বিষয় অন্ধকারে থাকে ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আমরা বেহারের নীলকরদিগকে সতর্ক করিতেছি, যখন নদীয়া ও যশোহরের দুর্ব্বল কৃষকেরা নীলকরদিগকে উৎসন্ন দিয়াছে, তখন বেহারের প্রজারা তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইবে বোধ হয় না। নীল বপন উঠিয়া যায় ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে, কেবল অত্যাচারই অনভিপ্রেত। কৃষকদিগের ক্ষতি হউক, আর লাভ হউক, সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া আপনারাই লাভ করিব, নীলকরেরা যদি এইরূপ মনে করেন, অত্যাচার দুর্নিবার হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে উভয়পক্ষের ক্ষতি

না হয়, সেই ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। কাছাড়ের নীলকরগণ কুঠি বন্ধ করিতেছেন, চা-করগণ মজুরদিগের উপরে অত্যাচার করিয়া আর লোক পাইতেছেন না, সুতরাং চাক্ষেত্র পুনর্ব্বার জঙ্গল পরিপূর্ণ হইতেছে। বেহারের নীলকরগণ কি এই অবস্থা দর্শন করিতে চাহেন ? আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়া কত দিন কৃষকদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন ? কৃষকদিগের সহিত বিবাদ করিয়া কখনই শ্রেয়োলাভ হইবে না। বঙ্গদেশের নীলকরগণ মজুর বাঁধিয়াছেন, চা-করেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, বেহারের নীলকরগণ এ সময়ে যদি সদুপায় অবলম্বন না করেন, এই পথের পথিক হইতে হইবে। এই সকল দর্শন করিয়া আমরা বুঝিতেছি ইউরোপীয়েরা কৃষক ও মজুরদিগের সহিত সদ্ব্যবহার ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে জানেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই. যেখানে ক্রীতদাস প্রথা আছে, সেইখানেই তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। ভারতবর্ষে সেরূপ হওয়া কঠিন। এতদ্দেশবাসিদিগের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্যবসায় করাই তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

পুলিস সংক্রান্ত আইনের এক নূতন পাণ্ডুলেখ্য।

সম্প্রতি ডিম্পেল সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই, রাজধানী ও মফস্বলে মিউনিসিপাল কর হইতে পুলিসের বেতন দিবার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তাহার ব্যয়ের ভার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে থাকে। অনেক দিন অবধি পুলিস আক্ষেপ করিতেছেন, মিউনিসিপাল করের কত অংশ পুলিসের হস্তে দেওয়া

হইবে তাহার স্থিরতা নাই। তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত উক্ত পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কার্য্যতঃ মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা পুলিষের হস্তে দেওয়া হইতেছে। ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইন ও ১৮৫৪ অব্দের ৩ আইন অনুসারে যে কর আদায় হয়, তদ্দ্বারা পল্লীগ্রামে চোকীদারের বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। উদ্বৃত্ত টাকা গ্রাম সমূহের শোভা বৃদ্ধি নিমিত্ত ব্যয় করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু কার্য্যে কোথায়ও ইহা হইতেছে না। শত করা প্রায় ৭০ টাকা পুলিষের বেতনে পর্য্যবসিত হয়, অবশিষ্ট টাকা অন্য প্রকারে ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে প্রস্তাব হইয়াছে টাকা মিউনিসিপালিটি আদায় করিবেন, পুলিষের ব্যয় প্রভৃতি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের হস্তে থাকিবে।

পুলিষের জন্য কিয়দংশ সাধারণের দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু অবস্থা ভেদে পরিমাণ ভেদ করা কর্ত্তব্য। যত টাকা আদায় হইবে, তাহার নির্দ্ধারিত অংশ পুলিষকে দিয়া অবশিষ্ট অংশ নগরের শোভার্থ ব্যয় করিবার নিয়ম হইলে যথার্থ কাজ হইতে পারে।

গত বুধবার ভারতবর্ষীয় সভা গৃহে এই বিল উপলক্ষে নগরবাসিদিগের এক সভা হয়। কলিকাতার পুলিষের কিয়দংশ নগরবাসিদিগের দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা সকলে স্বীকার করেন, কিন্তু বাণিজ্য নিবন্ধন অধিকসংখ্য প্রহরীর প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব সভা যে আবেদন করিতেছেন তাহাতে প্রস্তাব হইবে প্রতি টনে চারি আনার অনধিক পুলিষ কর স্বরূপ আদায় করা হয়। বণিকগণ যখন শান্তি রক্ষা নিবন্ধন সৌভাগ্য ভোগ করিতেছেন তখন তন্নিমিত্ত কর দেওয়া অসঙ্গত নহে। সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৬৪ অব্দের ৩১ এ আগষ্টের কৃত সংকল্প অনুসারে পুলিষের চতুর্থাংশ ব্যয় গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত। তাঁহারা আরও প্রার্থনা করিবেন নগরের আবকারী কর মিউনিসিপালিটির প্রাপ্য হয়। গবর্ণমেণ্টের ও বণিকদিগের দেয় অংশের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নগরবাসিরা বাটীর করের হিসাবে শতকরা দুই টাকা পুলিষ কর স্বরূপ দিবেন। বাটীতে যিনি বাস করিবেন, তাঁহাকে এই কর দিতে হইবে। এ প্রস্তাবটি অতি সঙ্গত। বাটীর অধিকারির নিকট হইতে লইবার নিয়ম হইলে তাঁহারা ভাড়া বৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই, তাহা হইলে প্রকারান্তরে উহা ভাড়াটিয়ার স্কন্ধে পতিত হইতেছে। এরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাড়াটিয়ার নিকটে লওয়াই উচিত। সভা মিউনিসিপালিটির হস্তে পুলিষের ব্যয় ও নিয়োগের ভার দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। শান্তিরক্ষার ভার শান্তিরক্ষক পুলিষ ভিন্ন আর কাহারও হস্তে দেওয়া উচিত নহে। ইংলণ্ডে লোকেরা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটী ও মিউনিসিপালিটির হস্তে পুলিষের ভার উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। পুলিষের জন্য প্রতি বৎসর টাকা আবশ্যক, মিউনিসিপালিটি তাহা আদায় করিয়া পুলিষকে দিবেন, এই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিবে। পুলিষ কর্ম্মচারির সংখ্যা অধিক হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জানাইবেন। এস্থলে পরস্পরের সদ্বিবেচনার উপর পরস্পরের নির্ভর করা উচিত।

১৮৬৫।৬৬ অব্দের লবণ সংক্রান্ত রিপোর্ট।

এ বৎসরের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন গোলায় ৯০,৫৯,২৯৮ মণ লবণ ছিল, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৯২,৬২,৩২৯ মণ অল্প হয়। বৎসরের মধ্যে ৪৯,৯৫,৬৪৯ মণ লবণ আইসে। ১৮৬৪।৬৫ অব্দে ৮৬,৪১,৩৫৮ মণ লবণ বিক্রীত হয়, কিন্তু ১৮৬৫।৬৬ অব্দে ৭৩,১৩,৪৪১ মণ মাত্র বিক্রয় হইয়াছে। লিবরপুলের লবণ আমদানী হওয়াতে যে এরূপ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কটকের করদমহল ও বাঁকাদে অনেক চোরিত লবণ বিক্রীত হইয়াছে। কটক, পুরী ও বালেশ্বরে চোরাই লবণের জন্য ১১৬১ টি মকদ্দমা হয়, তাহাতে ১১২৯ জন দণ্ড পাইয়াছে এবং ১৫১ জন মুক্ত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনরল আক্ষেপ করিয়াছেন এ সকল মকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটেরা প্রায় দণ্ড দিতে চাহেন না। দোষ সপ্রমাণ হইলে সামান্য জরিমানা হয়, মাজিষ্ট্রেটেরা অল্প স্থলেই লবণ বাজেয়াপ্ত করেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ের সবিস্তর বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, পুলিষ কর্ম্মচারিরা লাভ ও পুরস্কার লাভের আশয়ে নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকেও বৃথা কষ্ট দেয় বলিয়া মাজিষ্ট্রেটেরা দণ্ডদানে বিমুখ হন। গত বৎসর লবণের রিপোর্ট সমালোচন করিবার সময়ে আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম বিদেশীয় লবণ আসাতে আমাদিগের দোকান বন্ধ হইয়া দেশের একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য নষ্ট হইতেছে এবং যে দ্রব্য আমাদিগের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তন্নিমিত্ত বিদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে লবণের উপরে আবকারী করের ন্যায় মাশুল লইয়া লোককে উহা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ১৮৬৫।৬৬ অব্দে বালেশ্বর বিভাগের সমুদায় এই প্রকারে উৎপাদিত দেশীয় লবণের উপর নির্ভর

করিয়াছিল। ২৪ পরগণার রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই, এজন্য কমিসনরের কৈফিয়াত চাওয়া হইয়াছে।

নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্য প্রণালী।

লার্ড ডেলহৌসির একটি বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, তিনি যে সমস্ত কার্য্যরূপ প্রস্তর দ্বারা আপনার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্তম্ভ রচনা করিবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা এক এক করিয়া খসিয়া পড়িতেছে। তাঁহার জীবিতকালে অনেকে তাঁহার যশোগান করিয়াছেন, অনেকে তৎকৃত কার্য্যগুলিকে তাঁহার বিপক্ষগণের বাক্যের খণ্ডনার্থ উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই এক এক করিয়া অনর্থের মূল বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে। পর রাজ্য গ্রহণ রাজনীতিরূপ দৃঢ়তর সেতু বিদ্রোহকালের শোণিত নদীর প্রবল প্রবাহ বেগে কেবল যে উন্মূলিত হইয়াছে এরূপ নহে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের লাভার্থ শাসিত হয়, এ রাজনীতিও এক্ষণে নিন্দিত উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার সহকারিগণ এক্ষণে এক এক করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আজিও তাঁহার একটি কাজ অনেকের নিকটে আদৃত আছে। এটি নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালী। যে প্রণালী এক্ষণে পঞ্জাবে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। সত্যের জয় চিরকাল এ কথা যদি প্রমাণ এবং ভারতবর্ষীয়েরা স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া যে কথা বলেন, তাহা যদি পরম্পরাশ্রবণকারী ব্যক্তির মত অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হয়, তাহা হইলে নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালী বহু দোষের আকর ও সভ্য গবর্ণমেণ্ট ও সভ্য জাতির নিতান্ত অযোগ্য ও অযশস্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। নিয়মবহির্ভূত কার্য্য প্রণালী রিপোর্টে যেরূপ বর্ণিত হউক না কেন, যে প্রদেশের সকল লোক ইহার অধীনে আছেন, তাঁহারা বলেন, রণজিৎ সিংহের শাসন প্রণালী ইহার অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। পঞ্জাবের লোকের তত্রত্য বিচারালয়ের প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই। বিচারপতিদিগের প্রতি তাঁহাদিগের যত ভক্তি তাহা সম্প্রতি সর্দার প্রতাপচাঁদ সিংহের বলপূর্ব্বক চাঁদা লইবার অভিযোগ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। তত্রত্য কমিসনর ডেপুটী কমিসনর ও সহকারী কমিসনরগণ রাজশক্তির যথেচ্ছ বিনিয়োগ করেন। তথায় লোকের সম্মান নাই, অত্যাচারের ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হন না। এই জন্য পঞ্জাবের রিপোর্টে "শান্তি শান্তি" এইরূপ লিখিত দৃষ্ট হয়। পঞ্জাবের পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপদ্ধতি ও বিচার প্রণালী এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি মুখ বন্ধ করিয়া আক্ষেপ ও অভিযোগ বন্ধ করা সুশাসনের ফল হয়, তাহা হইলে পঞ্জাবের শাসন প্রণালী উত্তম, অন্যথা ইহা অত্যাচার এবং সভ্যতা ও মানবমণ্ডলীর অবমাননার অপর নামমাত্র। হেনরি লরেন্স জন লরেন্স লেক আবট প্রভৃতি মহিমশালী ব্যক্তিরা পঞ্জাবে থাকিয়া যশঃ ও উন্নতির মূল পত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রণালীর গুণে হয় নাই, লোকের গুণে হইয়াছে। হেনরি লরেন্সের সদৃশ মহানুভব ব্যক্তি চীনের শাসন কর্ত্তা হইলেও তত্রত্য ব্যবস্থানুসারে কাজ করিয়া যশোলাভ করিতে পারিতেন। ক্ষমতা বিনিয়োগের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকিলে অত্যাচার হইবে সন্দেহ কি? ক্ষমতাপ্রিয়তা মানবস্বভাবসিদ্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ক্রোধ শত্রুতা ও বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা দ্বারা প্রেরিত হয়, লোক লজ্জা রাজনিয়ম ও রাজদণ্ডভয় ঐ সকল অবগুণের নিবারণোপায়, কিন্তু যেখানে রাজনিয়ম প্রভৃতি বিশৃঙ্খলাবস্থ কেবল সদ্বিবেচনার উপরে নির্ভর, সেইখানেই অত্যাচার, সেইখানেই লোকের কষ্ট। এই কারণেই আসিয়াখণ্ডের রাজগণ হইতে নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছে। তবে পঞ্জাবের জল বায়ুর এরূপ অসাধারণ গুণ নাই যে তথায় মনুষ্য স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিবে। ফলতঃ তত্রত্য কমিসনর ও ডেপুটি কমিসনরগণ যথেচ্ছ আচার করিয়াও যদি রিপোর্টে প্রশংসালাভ করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সকলের হস্তপদ ও মুখ বদ্ধ! কোন্ ব্যক্তি দোষ প্রকাশ করিবে? যদি কেহ এ দুঃসাহস করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে শ্রীঘর দর্শন করিতে হয়। যখন বঙ্গদেশে শারীরিক দণ্ডের আইন চণ্ডরাতে এত অত্যাচার হইতেছে, তখন পঞ্জাবে হইবে আশ্চর্য্য কি? বঙ্গদেশে ন্যায্য বলিবার লোক আছেন। সুতরাং দোষী মাজিষ্ট্রেটকে শঙ্কাসঙ্কুচিত হইতে হয়। পঞ্জাবে তাহা নাই, পক্ষান্তরে লোকের "ইজ্জতের" ভয় আছে, সুতরাং চাবুক খাইয়াও "যো হুকুম" বলিয়া তাঁহারা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।

ক্রমশঃ নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী রহিত হইবে, আমাদিগের এইরূপ আশা আছে, কিন্তু শীঘ্র যে সে মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহার সম্ভাবনা অল্প। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, কয়েক জন অজ্ঞ লেখক ইংলণ্ডের অনেক লোককে এই মতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহাঁদিগের সংস্কার এই, ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডীয়দিগের ন্যায় বিশুদ্ধ ও সুক্ষ্ম

বিচার প্রণালীর গুণ বোধে সমর্থ নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ছোট আদালতের বিচারের আপীল নাই বলিয়া সর্ব্বত্র অসন্তোষ দৃষ্ট হইতেছে। অথচ পঞ্জাবপ্রণালী প্রিয় ব্যক্তিরা বলেন, আমরা বিশুদ্ধ ও সুক্ষ্ম বিচার প্রণালীর মর্ম্ম বুঝি না। যাহা হউক, সম্প্রতি আমরা একটা সাধী রূমী চেষ্টা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস ও পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ব্রাণ্ডেথ সাহেব যখন পঞ্জাবের হত্যা ও আক্রমণকারী গোড়াদিগের দণ্ডের বিল উপস্থিত করেন, আমরা স্পষ্টাভিধানে ইহা প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এদেশের কেহ ঐ বিলের অনুমোদনকারী নহেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ইহা বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা আছেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই, স সিসিল বীডন, সর ইউলিয়ম মানসফিল ও মেইন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপ সভার ২২ এ ফেব্রুয়ারির অধিবেশ দিবসে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন সর জন লরেন্সও কিয়দংশে ইহাঁদিগে সহায়তা করিয়াছেন। কতকগুলি উ স্বভাব লোকের মুখাপেক্ষায় আইনে মহিমায় জলাঞ্জলি দেওয়া ইহাঁদিগে অভিমত নহে। ব্রাণ্ডেথ সাহেবের বি বিধিবদ্ধ হইলে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন এক ব্যক্তি এক দিনের মধ্যে ক ব্যক্তির বিচার ও ফাঁশী দিতে পা বেন। কাহার জন্য এরূপ উচ্ছৃ আইন হইতেছে? মধ্যে মধ্যে দুই জন আফিসর গোঁড়ার দ্বারা আক্র হন বলিয়া হইতেছে সন্দেহ নাই। যাহারা গোঁড়া, তাহারা কি ইহা নিরস্ত হইবে? কার্য্যে এই দাঁড়াইবে যে ব্যক্তি কোন ইউরোপীয়ের অত্যা সহ্য করিতে না পারিয়া সাহসপূর্ব্বক [illegible] এ আইনের নিকটে নবাবী অধিকার কোথায় আছে? এ যদি অত্যাচার ও অসভ্য ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহা কিরূপ?

—:০:—

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত মঙ্গলবার মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডর্বেল সাহেব এখানে আগমন করিয়া এখানকার সবডিবিজন দর্শন করিয়া গিয়াছেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ এইরূপ মধ্যে মধ্যে অধীনস্থ কার্য্যালয় সকলের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলে এ সকলের দোষ অনেক অংশে সংশোধিত হয় এ কথা বলা বাহুল্য। সাহেব মহোদয় অতিশয় বিদ্যোৎসাহী। তিনি ঐ দিবস এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্তব্য পুস্তকে সন্তোষজনক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব অতিশয় সরল ও অমায়িক। তিনি এখানকার ভদ্র মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া সকলের সহিত নানা প্রকার সদালাপ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

২। এই নগরের নিম্নে রূপনারায়ণ নামক এক বিস্তীর্ণ নদ আছে। বর্ষাকালে তাহার বেগ এত প্রখর ও তরঙ্গমালা এতাদৃশ ভয়ানক হইয়া থাকে যে, সে সময়ে নৌকাপথে গমনাগমনের সবিশেষ প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবসায়ের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি হয়। কিছু দিন হইল, কলিকাতার কোন বিখ্যাত "ষ্টীম কোম্পানি" এখান হইতে কলিকাতায় গমনাগমন ও ব্যবসার সামগ্রী প্রভৃতি বহন করিবার অভিপ্রায়ে একখানি ষ্টীমার এখানে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যদ্যপি এখনও যাত্রী অধিক হয় নাই এবং সকল মহাজনে বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন না তথাচ ভবিষ্যতে যে উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। নগরের নিম্নদেশেই নদীর পশ্চিমপার্শ্বে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে। আরোহিগণের গমনাগমন ও মাল দ্রব্য বহনের সুবিধার জন্য নগর হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত একটী পথ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত কালেক্টর মহোদয় সেই রাস্তার আবশ্যকতা দর্শাইয়া কমিসনর সাহেবের নিকট টাকা প্রার্থনা করিয়াছেন। অনুমান ৩০০০ টাকা ব্যয় লাগিবে। তিনি নিজের ক্ষমতানুসারে আ[illegible]

কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ দিয়াছেন। বোধ করি কমিসনর সাহেব এই বিস্তীর্ণ দেশের হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের এই প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিবেন।

৩। এই মহকুমার অন্তঃপাতী দীনবন্ধু ইংরাজী বিদ্যালয়ের (ইহা প্রায় দুই বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে) বালকগণ রত্নাবলী নাটিকার অভিনয় সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছে। এপ্রদেশে নাট্যাভিনয়ের পথদর্শক এই তমোলুকের বিদ্যালয়। এখানে প্রায় ৫। ৬ বার অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। এদেশের মনুষ্যগণ অল্প বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন। এইরূপ অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে পারেন পরম আহ্লাদের বিষয়।

প্রাপ্ত।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

রাজা রাজবল্লভ যে উল্লিখিতরূপ যশোবিস্তার করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এমত নহে, অন্যান্য বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান জন্যও তাঁহার বিলক্ষণ কীর্ত্তি আছে। তিনি আপনার অষ্টমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে ভূপতি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা প্রাপ্তির জন্য স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ কান্যকুব্জ উপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতদিগের সমীপে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা প্রার্থী হন। তাঁহারা রাজ-প্রেরিত অধ্যাপকদিগকে মহাসমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের আগমন কারণ তত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। পণ্ডিতমণ্ডলী বিধবাবিবাহের প্রচলিত বিধায়িনী ব্যবস্থা প্রদান করিলেন এবং ঈদৃশ উদারমনস্কতার কার্য্যে রাজবল্লভের অতুলনীয় উৎসুকতা দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নেপালে উপনীত হইয়াও অত্যুত্তম সহকারে সমাদৃত হইলেন। তত্রত্য ব্যবস্থাপকগণ প্রথমতঃ তাঁহাদিগের (ব্যবস্থা জিজ্ঞাসুদিগের) অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কি বিচিত্র ভাব! পশ্চাৎ তাঁহারা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদী আত্মাভিমানী

ধনী লোকের অনুরোধেই হউক (১) অথবা সুৎসিত দেশাচারের প্রভাবেই হউক, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে উপহার স্বরূপ একটী গোবৎস আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন "বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আপনাদিগের রাজা চেষ্টিত হইয়াছেন, উহা শাস্ত্র সম্মত সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ দিনের গোবৎস ভক্ষণ যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা কলিতে প্রচলিত নাই, সেইরূপ বিধবাবিবাহ যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দেশাচার মতে অবিধেয়। যদি আপনারা এই গো-শাবক ভক্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা বিধবাবিবাহে মত ও যোগ দিতে পারি।" নৃপ-প্রেরিত দ্বিজগণ তদ্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা অন্যত্র গমন করিবেন কি? কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। অনেকে বলেন এই বিষয়ে এক ব্যবস্থাপত্র হয়, তাহাতে নানা দেশীয় অধ্যাপকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, নরেন্দ্র রাজবল্লভও উক্ত কার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেক দিন পূর্ব্বেও এখানে সভ্যের প্রখর জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। অদূরদর্শী যে সকল আত্মাভিমানী বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয়দের মানসিকভাব কোনকালেও তাদৃশ উন্নত ছিল না, আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, রাজবল্লভ কোন্ দেশীয় ছিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এরূপ মনের ভাব হইল? তিনি কি পূর্ব্ব বাঙ্গলার নন? দেশের উন্নতির জন্য যে তাঁহার মন অনবরত ব্যাকুলিত ছিল এই বিবরণটী পাঠ করিয়া সাধারণে তাহা সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে উন্নতির আশা এককালে তিরোহিত হইয়াছে এমন নহে, আমরা আজিও অনেককে তাঁহার অপেক্ষা উন্নতিশীল মনে করিয়া বঙ্গভূমির দুঃখাপনয়নের প্রত্যাশা করিতেছি।

এমত প্রবাদ আছে যে নৃপাল "অগ্নিষ্টোম" নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বহু দেশীয় পণ্ডিত সমূহ তাহাতে সমাহূত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইলে নৃপতি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা বলিলেন "হে নৃপেন্দ্র! যাহাদিগকে এক মাস পর্য্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয় এবং যাহারা দিনের মধ্যে দুই বেলা অন্ন গ্রহণ করে, এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহাদিগের অধিকার নাই।" তৎকালে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। রাজবল্লভ তাঁহাদিগের বাক্যকে প্রারব্ধ কার্য্যের অন্তরায় মনে না করিয়া অদ্ভুতোত্তরে তৎসম্পাদন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে স্বয়ং ব্যয়ে সমুদায় বৈদ্যকে উপবীত দান এবং তাহাদিগকে এক মাস না হইয়া দুই পক্ষ অশৌচ করিতে হইবে বলিয়া সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি বৈদ্যেরা দিনে দ্বিভোজন করেন না। অনন্তর অতি সমারোহ সহকারে উপস্থিত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। রাজবল্লভের কত দূর প্রতাপ ও প্রজারঞ্জনকারিতাগুণ ছিল এতদ্দ্বারা সকলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তি ও প্রতাপশালী রাজা অতি বিরল। ইঁহার সমগ্র বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিলে যে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে তাহার কোন সংশয় নাই।

মেঘনানদীর পশ্চিমপার্শ্বে রামপাল নামক স্থানে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তক বৈদ্যবংশসম্ভূত বল্লাল সেন রাজত্ব করিতেন। তাঁহারও মহীয়সী শক্তি এবং কীর্ত্তিকলাপের ভূরি ভূরি চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অনেকে বলেন বল্লাল সেন রাজবল্লভের পূর্ব্বে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েকটী প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণোপায় করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে তিনি স্বীয় জননীর নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন যে "তিনি (বল্লাল মাতা) একাদিক্রমে অপ্রতিহতভাবে যত দূর গমন করিতে পারিবেন বল্লাল সেন তত দূর ব্যাপিয়া এক দীর্ঘিকা পরিখাত করাইবেন। এক বার দাঁড়াইলে আর গমন করিতে পারিবেন না।" প্রতিজ্ঞানুসারে বল্লাল জননী ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি দর্শনে নৃপবর বিবেচনা করিলেন এরূপ হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিতান্ত দুর্ঘট হইবে। অতএব কোন কৌশলে এক বার মাতার গতিরোধ করিতে পারিলেই হয়। অনন্তর রাজার পরামর্শানুসারে অন্তঃপুরের এক ব্যক্তি বলিল ঠাকুরাণি! আপনার পদদেশে যে শোণিত চিহ্ন দেখিতেছি? তচ্ছ্রবণে রাজমাতা সচকিতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং বল্লাল মাতার গমনারম্ভ হইতে তাঁহার অবস্থিতি পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাত দীর্ঘিকা খনিত করিলেন। ঐ দীর্ঘিকা এরূপ দীর্ঘ যে, তাহার এক পার্শ্ব হইতে দুন্দুভিধ্বনি করিলে অপর পার্শ্বস্থ লোকের তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। উল্লিখিত দীর্ঘিকা খনন সময়ে মজুরেরা যখন সায়ংকালে কোদাল ধুইয়া যাইত, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকে অন্য এক স্থানে "এক কোদাল মাটী" কাটিত। ইহাতে এক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা উৎপন্ন হয়, তাহা "কোদাল ধোয়া দীঘি" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এরূপ কিম্বদন্তী যে, কোন জ্যোতির্ব্বিৎ আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আগত পণ্ডিত স্বার্থাক্ত পরতন্ত্র হইয়াই হউক, অথবা রাজাজ্ঞানুসারেই হউক, গণনা করিয়া স্থির করিলেন যে, মৎস্যের কণ্টক গলায় বাধিয়া রাজার দেহত্যাগ হইবে। এতৎশ্রবণে বল্লাল সেন পণ্ডিতের নিকটে আত্মরক্ষার উপায় (অপমৃত্যু নিবারণের উপায়) জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্ব্বেত্তা নিষ্কণ্টক বা কোমল মৎস্য ভক্ষণের বিধান করিলেন। তদনুসারে নৃপতি প্রতিদিন পদ্মা হইতে অনায়াসে, কাচকি মাছ আনাইবার নিমিত্ত এক পথ প্রস্তুত করান্। তদবধি ঐ পথ "কাচকি দরজা" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দরজা ফরিদপুর মুখে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হয়। আজিও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

অনেকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে তাঁহার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী দ্বারপালদিগকে বল্লালের দর্শন প্রার্থনা জানাইলে তাহারা নৃপবল্লভ বল্লালের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা তৎকালে নিদ্রাকর্ষণে বিমোহিত ও বিচেতন প্রায় ছিলেন, দ্বাররক্ষক ঐ কথা সন্ন্যাসীকে জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিব বলিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শনলাভ প্রার্থনা করিল। বারম্বার এইরূপ প্রার্থনা করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন দ্বারপাল! তুমি যাইয়া সন্ন্যাসীকে বল, আমি এখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছা হয় তিনি তাহা কোথাও রাখিয়া যাউন। সন্ন্যাসী তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী আলানোপরি আশীর্ব্বাদ রাখিয়া গেলেন। আলানটী গজারিবৃক্ষের ছিল। তদবধি আশীর্ব্বাদ পাইয়া কর্ত্তিত গজারিবৃক্ষ শাখ পল্লবে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। উহা এখনও জীবিত আছে। এটী কৌতুকাবহ ব্যাপার সন্দেহ নাই।

(১) অনেকের বিশ্বাস অজীদারগণ পণ্ডিতদিগকে গুপ্তাসারে মুদ্রা দিয়া বশীভূত করেন।

মহামতি বল্লাল সেন ঢাকা উত্তর বায়ুকোণস্থ অন্ততর বনাকীর্ণ আবর্জনা সম্পূরিত স্থানকে বাসোপযোগী করিয়া তথায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ ও তাহার সম্মুখভাগে এক অনল্প পরিসর পুষ্করিণী খনন করান এবং তাঁহার আদেশানুসারেই ঢাকেশ্বরী সেবার জন্য কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে থাকেন।

-:o:-

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই ফাল্গুন সোমবার।

ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত বিক্টর্কুজাঁও সম্প্রতি ৭৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে বিক্টর্কুজাঁও প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। ফ্রান্সের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ইহাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্রাট হওয়া অবধি ইনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি সম্রাট ইহাকে বাৎসরিক বৃত্তি দিতেন। সম্পত্তির মধ্যে কুজাঁর এক পুস্তকালয় মাত্র আছে ইহা সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া হইতেছে।

বাবু কানাইলাল দে আগরার প্রদর্শনে যে সকল এতদ্দেশীয় ঔষধ ও মাদক প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। তিনি এ সকল পারিস প্রদর্শনে প্রেরণ করিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া অবগত হইলাম নিবারণী সভা অগ্রহস্ত উঠাইয়া দিয়া প্রতি বাটীতে আশ্রয় দিবেন।

গত বৃহস্পতিবার লার্ড নেপিয়র কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি গবর্ণর জেনরলের বাটীতে আছেন। লার্ড নেপিয়র কলিকাতার বিখ্যাত স্থান ও বিদ্যালয় সমূহ দর্শন করিতেছেন। এতদ্দেশীয় কলিকাতার সমাজ তাঁহাকে এক সাধারণ ভোজে আহ্বান করিবেন।

বাবু মধুসূদন[illegible] কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য। ভারতবর্ষের নানা স্থান দর্শন করা ইহাঁর উদ্দেশ্য। অদ্য তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুল দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

গোবীজে টীকা দিবার প্রথা সাধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন দেশীয় টীকাদার ব্রাহ্মণদিগকে জেলার চিকিৎসকদিগের অধীনস্থ করিয়া গোবীজ প্রদান করা হয়। টীকাদারেরা যে সকল টীকা দিয়া সফল হইবেন তন্নিমিত্ত [illegible] পাইবেন। নদীয়া পুরী, ও সিংহভূমে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। দুই বৎসরাবধি [illegible] দেখিতেছি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের টীকাদারেরা আপনারা গোবীজ ক্রয় করিয়া টীকা দিতেছেন।

মুন্সি সফদর অযোধ্যার রাজার বাটীর তত্ত্বাবধায়ক ও খাদ্য দ্রব্য সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি রাজার বিরুদ্ধে ৪০ লক্ষ টাকার দাবিতে নালীশ করেন। ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন এই সংবাদ কর্ণেল হাবর্টকে আইনঅনুসারে প্রেরণ করেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করাতে মকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়া হয়, মুন্সি সফদর তন্নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করাতে প্রধানতম বিচারপতি ও বিচারপতি ফিয়র আইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এ সংবাদ ডিক্রীর পর দেওয়া আবশ্যক, অতএব প্রধান সদর আমীন মকদ্দমা শ্রবণ করিবেন। অযোধ্যার রাজার সংসার ব্যয়ের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক ভারতবর্ষে কাজ করিয়া সময় অতীত হওয়াতে এককালে বিদায় পাইত, তাহাদিগের অনেকে নূতন সংগ্রহ টাকা পাইয়া সেনাদলে প্রবেশ করিত। এ জন্য প্রত্যেক রেজিমেণ্ট ইউরোপে পুনঃপ্রেরণের সময়ে পুনঃপ্রবেশের জন্য সকলকে সময় দেওয়া হইত। সংপ্রতি ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা দিয়াছেন আইনঅনুসারে উহা বহাল হইতে পারে না। এটি অতিশয় অন্যায়, প্রত্যেক ইউরোপীয় সৈনিকের জন্য এক্ষণে ১১০০ টাকা ব্যয় হয়, এখানে সংগৃহীত হইলে এ টাকা বাঁচে। বোধ হয় তাহাতে অর্থ গাড়ের ক্ষতি হয়।

গত ডিসেম্বর মাসে ভিন্ন ভিন্ন টাকশালে নিম্নলিখিত টাকা মুদ্রিত হইয়াছে:—

কলিকাতা	৪৫,৮৩,০৮৯
মান্দ্রাজ	৬৮,০০০
বোম্বাই	৯,৯৯,৭২৬

গত রাত্রি নারিকেল ডাঙ্গার খালের পূর্ব্ব পার্শ্বে আগুন লাগিয়া প্রায় ১২৫ খানি কুটীর দগ্ধ হইয়াছে। শীঘ্র পুলিস ও দমকল আসাতে আর অধিক ক্ষতি হইতে পারে নাই।

কলিকাতার পুলিস বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এটি নগরবাসীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিবে, কারণ যাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি আছে তাঁহাদিগের উপর কর ভার পড়িতেছে। ভাড়াটিয়াগণ অর্থাৎ ইউরোপীয় সর্ব্বসাধারণ শান্তি রক্ষার জন্য কিছুই দিতেছে না। এই আইনের উপরে সাধারণের মত লইবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই। ব্যবস্থাপক বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই এক চতুরতা। আমরা আহ্লাদিত হইলাম ভারতবর্ষীয় সভা ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য নগরবাসিদিগকে এক সভা করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

উৎকলের অনাথ শিশুদিগের সাহায্যার্থ এপর্য্যন্ত ১,৩৭,২৮৪,৮৶ চাঁদা উঠিয়াছে।

ইংলিসমান বলেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে পল্লীগ্রামে যে সকল গুরু মহাশয়ের পাঠশালা আছে, তাহাতে রাত্রিকালে কৃষকেরা পাঠ করিতে পারে এমত বন্দোবস্ত করা উচিত। এই সকল বিদ্যালয়ে উভয় বালক ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ প্রস্তাব উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সময় অদ্যাপিও আইসে নাই।

১৫ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

মধ্য ভারতবর্ষে অনেক চোরাই লবণ বিক্রীত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বেরারে এক দোকান করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে জবলপুর হইতে মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত জোহিলি পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় বোম্বাই রেলওয়ের সহিত ইহা সংযুক্ত হইবে।

গত শুক্রবার বোখারার দূত কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য দিবেন না, একথা স্পষ্ট জানাতে দূত সেখান বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে সংবাদ দিলে তিনি গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য জানাইবেন।

গত বৎসর পবলিকওয়ার্ক বিভাগে ৮৫,৬৯ ৯৯০ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কতক সৈনিক কার্য্য বন্ধ করাতে এই টাকা বাঁচিয়াছে। সৈনিক বাস্তিক অট্টালিকা অনেক অপব্যয়ের কারণ।

ইউরো-ভারতীয় টেলিগ্রাফ পুনর্ব্বার পারস্যে বদ্ধ হইয়াছে।

সিবিলিয়ান্ দিগের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে এক কালেজ হইতেছে। সিবিলিয়ানেরা এই চাঁদা দিবেন।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের দ্বিতীয় ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি মাকফার্সন। [illegible] বিচারপতির [illegible] বলিয়াছেন।

[illegible] জাহাজ [illegible] করাতে [illegible] প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র [illegible]

সাহেব এই সকল প্রকাশ করাতে চা-করেরা তাঁহার উপর এত বিরক্ত। আমরা দুঃখিত হইলাম চা-করেরা বঙ্গদেশীয় নীলকর দিগের পরামর্শে কাজ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। তাঁহারা এখনও বুঝিয়া কাজ করিলে চার চাষ নষ্ট হয় না।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণমেণ্ট ভুটানের রাজাকে যে ৩০,০০০ টাকা এপর্য্যন্ত দিয়াছেন তাহার কোন অংশ কোন্ ব্যক্তি পাইবেন ইহা লইয়া বিবাদ হইতেছে। রাজা ও অন্য অন্য সর্দ্দারগণ টঙ্গসুপেনলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু গুরুলামা মধ্যস্থ হইয়া বলিতেছেন টঙ্গসুপেনলো প্রধান সেনাপতি এবং গত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ দেওয়া উচিত।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন সম্প্রতি করিদকোটের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষ দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা হয়। রাজকুমার ও তাঁহার এক জন সহচর খাদ্যের সহিত বিষ খাইয়া পীড়িত হন, সহচর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রাজকুমার অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন গবর্ণর জেনরলের অনুরোধে কাশ্মীরের রাজা কারাকোরম উপত্যকায় এক দল ইউরোপীয় সৈন্যকে অবস্থিতি করিতে দিবেন। মধ্য আসিয়ায় রুশীয়েরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহার জন্য সতর্ক থাকিবার নিমিত্ত উত্তর সীমায় সৈন্যদিগকে [illegible] শত ইউরোপীয় সৈনিককে কারাকোরামে রাখিলে কোন কাজ হইবে না, বরং কাশ্মীরে গোলযোগ হইলে সৈনিকগণ বিপন্ন হইবে।

উক্ত পত্র পবলিক ওপিনিয়ন হইতে সংবাদ লিখিয়াছেন আজিম খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। আফজুল খাঁকে বধ করিবার চেষ্টা হয়। সিয়ারআলি খাঁ জয়ী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহার উল্লেখ করিতেছে কাবুলে তাহার মৃত্যু দণ্ড হইতেছে সকলে এজন্য ভীত আছে। জেলালুদ্দিন খাঁ ও আসলাম খাঁ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়াছেন। ২২ এ ডিসেম্বরের পর যত যুদ্ধ হয় সে সমুদায়ে শিয়ার আলি খাঁর জয় লাভ হইয়াছে। সিয়ারআলি খাঁ সুলতানজানের পুত্রকে হিরাটে প্রেরণ করিয়াছেন। আফজুল খাঁ ওয়ালি মহম্মদ খাঁকে ফাঁসী দিবেন বলিয়াছেন।

বোখারার রাজা রুশীয়দিগকে বাৎসরিক এক লক্ষ টিল্লা (মুদ্রা) কর ও বোখারার দশ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপিত করিতে দিতে সম্মত হইয়াছেন। [illegible] খাঁ [illegible] ৫০ ক্রোশ দূরে আসিয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁ আহত হইয়া কাবুলে আসিয়াছেন। সিয়ারআলি ও ফৈজ মহম্মদ একত্রে কাবুলে আসিতেছেন। কাবুল হইতে বিপরীত সংবাদ আসিতেছে।

১৬ ই ফাল্গুন বুধবার।

আগামী মঙ্গলবার মাসি সাহেব বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিবেন। জনরব উঠিয়াছে এবার দুই কোটি টাকার অকুলান আছে। ইনকম টাক্স পুনঃস্থাপিত করা তাঁহার ইচ্ছা নহে, এই কর অসাধারণ বিপদ ও ব্যয়ের সময়ে স্থাপিত হইতে পারে। আপাততঃ ৫০০ টাকার উপরে যত ব্যবসায়ের লাভ আছে তাহার উপরে কর গ্রহণ করা তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটি এই কর আদায় করিতেছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন:—

বি, এ, এবং এম এ, পরীক্ষার জন্য।

ইংরাজী ভাষা।

সি, এচ, টনি সাহেব।
রেবরেণ্ড এফ আর, বালিণ্ডন এম, এ,

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ইতিহাস।

রেবরেণ্ড ডবলিউ, সি ফাইফ।
আর, হইণ্ড সাহেব।

অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা।

আর, উইলসন সাহেব।
এম, এচ, এল, বি, বি এ

মানসিক বিজ্ঞান।

[illegible], স্মিথ সাহেব।
এ, ডবলিউ, ক্রফট "

প্রকৃত বিজ্ঞান।

ডাক্তর এস, বি, পার্ট্রিজ।
এচ, এফ, ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেব।

প্রবেশিকা, এল, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার।

গ্রীক ও লাটিন।

রেবরেণ্ড এল, বিন।
জে, সাইম সাহেব বি, এ,

সংস্কৃত ও হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

আরবী, পারসী ও উর্দু।

এচ, ব্লকমান সাহেব এম, এ,

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য।

ইংরাজী।

সি, আর, ব্রুক সাহেব বি, এ,
আর, পারি সাহেব।
জে, জেম "
জে, উইলসন "

বাঙ্গলা।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রামগতি ন্যায়রত্ন।
" বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী।

ইতিহাস ও ভূগোল।

রেবরেণ্ড বি, লটীর সাহেব।
জে, কে, রজার্স "
জি, কারণডফ "
এচ, রবর্টস "

অঙ্ক।

জে, এম, স্কট সাহেব।
সি, এ, মার্টিন "
এম, মউএট " এম, এ,
উইলসন "

১৭ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ওবরলাণ্ড মেইল বলেন লার্ড হালিফাক্স সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। মন্ত্রিবর্গ পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলে তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করিবেন।

ডাক্তর স্কুইনলান সুরাপানে উন্মত্ত হওয়াতে তাঁহাকে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। আমাদিগের অনেক চিকিৎসক এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সতর্ক হইবেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, গত সপ্তাহে বোম্বাই ব্যাঙ্ক হইতে এককোটি পাঁচলক্ষ জমা টাকা বাহির করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এসময়ে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মফস্বলাইট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সিয়ারআলি খাঁ। অদ্যাপিও কাবুল ও কিলাতি গিলজির মধ্যস্থলে আছেন। পারস্যের রাজা হিরাট লইবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ফৈজমহম্মদ খাঁ পশ্চাৎ গমন করিয়াছেন। আজিম খাঁ যে আঘাত পান তাহাতে কষ্ট পাইতেছেন। কাবুলে আরও অত্যাচার হইতেছে।

এমত জনশ্রুতি বিদেশীয় সেক্রেটারি ই, সি, বেলি সাহেব হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট হইবেন।

১৫ ই অবধি ৩১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত বেবেলিউবোর্ড উৎকলে ১৪৯,৩০৭ মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দের শেষে উৎকলে গবর্ণমেণ্টের ৮১,১০৪ মণ চাউল ছিল। পুরীতে চাউল রাখিবার উত্তম গুদাম নাই, বাহিরের বারাণ্ডায় বস্তাগুলি থাকে, কতক নষ্ট হয়। কতক চুরি যাইতেছে।

লার্ড ক্যানিঙ্ঘোরণ মহীসুরের বর্ত্তমান রাজার মৃত্যুর পর উক্ত রাজ্য তাঁহার দত্তক পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিবেন স্থির হইয়াছে।

পারিস প্রদর্শনে ৫২০০ প্রকার দ্রব্য প্রেরিত হইতেছে। লণ্ডনের গত প্রদর্শনে ৩৩৫০ প্রকার দ্রব্য পাঠান হয়। রাজপুতনা ও মধ্যভারতবর্ষের সর্দ্দারগণ অনেক দ্রব্য পাঠাইতেছেন। বঙ্গদেশ হইতে ঢাকাই মলমল, বহরমপুরের হাতির দাঁতের কাজ ও কৃষ্ণনগরের পুত্তলিকা অনেক যাইতেছে।

চাক্ষেত্রের মজুরদিগের মৃত্যুর কারণ অন্বেষণার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হন তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম কেবল পথে যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহারই অনুসন্ধান হইয়াছে। চাক্ষেত্রে ও সংগ্রহের সময়ে কি হয় তাহা জানাই অতি আবশ্যক। গোলযোগও ইহা হইতে হইতেছে। সর সিসিল বিডনের কোন কমিসনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অন্বেষণ করিতে পারেন না।

কটকের কালেক্টর ৩১ এ জানুয়ারি রিপোর্ট করেন কটক অবধি তালদণ্ডা পর্য্যন্ত ২১ ক্রোশ মধ্যে শস্যের চিহ্ন নাই। গত জলপ্লাবনের কৃত অনিষ্ট অদ্যাপিও লক্ষিত হইতেছে। নূতন ফসল করে, লোকদিগের এমত ক্ষমতা নাই, চেষ্টাও হইতেছে না। কটকে টাকায় /৯ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। তালদণ্ডার অন্নসত্রে ক্রমশঃ অধিকতর লোক আসিতেছে। এখানকার ৯২১ জনের মধ্যে ১০০ বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মাত্র, আর সকল স্ত্রীলোক ও শিশু। ইহাদিগের ২১৮ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। বাড়পুরে ৬৫৯ ও সাক্ষিপুরে ৫৫০ জন অনাথ আছে। ছয় অংশের পাঁচ অংশ স্ত্রীলোক ও শিশু। ইহাদিগের সকলেই শীর্ণকায় এবং দেখিলে বোধ হয় অতিশীঘ্র অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিবে। গবর্ণমেণ্টের চাউল না আওয়াতে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। আরও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সর সিসিল বিডনের ও মহাজনদিগের সত্ত্বত্রাণ কোথায়? বার্ত্তাশাস্ত্রীরা কোথা রহিল?

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন আফজুল খাঁ নিজপুত্র আবদুল রহমন খাঁকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। আফজুল খাঁ গ্রীষ্মকাল জেলেলাবাদে অতিবাহিত করিবেন। মহম্মদ সরিফ খাঁ পুনর্ব্বার আফজুল খাঁর পক্ষ হইয়াছেন। ওয়ালিমহম্মদ খাঁ ঐজমহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য বাকে গমন করিতেছেন।

গবর্ণর জেনরল আফজুল খাঁর পত্রের উত্তর স্বরূপ তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ তদৰ্থ সিয়ার আলিকে হিরাটের শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানিবেন। একদল পারস্য সৈন্য কান্দাহারে সীমায় আসিয়াছে। এমন জনশ্রুতি সিয়ারআলি খাঁ রুশীয়া ও পারস্যের সাহায্য লইয়া আফজুল খাঁকে দূরীভূত করিবেন। এই সাহায্যের মূল্য স্বরূপ পারস্যকে (নামে, কার্য্যতঃ রুশীয়াকে) হিরাট দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এস্থলে কি করেন? ১৮৫৩ অব্দের পারিসের সন্ধিতে দোস্তমহম্মদ খাঁকে যে কথা বলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? গবর্ণমেণ্ট রাজনীতি একবার প্রকাশ করিলে রুশীয়া বাধ্য হইবে ——— [illegible] স্বীকার না।

১৮ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

লার্ড নেপিয়র কলিকাতায় আসিয়া নানা স্থান দর্শন করিতেছেন। গত কল্য তিনি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে গিয়াছিলেন। বিচারপতি ফিয়ার ও মাককার্শন বিচার করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া লার্ড নেপিয়র প্রত্যাগমন করেন।

উৎকলে সাহায্য দিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বোর্ডকে আজ্ঞা দিয়াছেন। সক সাহেব ও দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা যে প্রণালী স্থির করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। অনাথদিগকে সাহায্য দান সভার হস্ত দ্বারা হইবে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সক সাহেব চাউল আমদানী ও বিক্রয় করিবেন। মনোলী সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া সভার স্থানীয় প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিবেন। কটক, বালেশ্বর ও পুরীর সাহায্যকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থানকাল পর্য্যন্ত রেবেন শা সাহেব কাজ করিবেন। কৃষকদিগকে বীজধান দেওয়া হইবে। উৎকলে যত দূর সস্তা দামে ক্রয় করা হইবে। কাহার নিকটে ক্রয় করা হইবে?

ইংলিশম্যান বলেন, বিদ্রোহের পর লার্ড কানিঙ যে যে লোককে সম্মান করিতে বলেন তন্মধ্যে মেজর জেনরল সেয়ার, কমিসনর উইলিয়ম টেলর সাহেব ও দেওয়ান মৌলাবক্সের নাম ছিল না। সেনাপতি সেয়ার জলপিতাহিতে বিদ্রোহের প্রারম্ভে তাহা নিবারিত করেন। এত দিনের পর তাঁহাকে ষ্টার দেওয়া হইয়াছে। উইলিয়ম টেলর পাটনার কমিসনর থাকিয়া বিস্তর লোকের ফাঁসী দেন, মৌলাবক্স তাঁহার সেরেস্তাদার ও গয়েন্দা ছিলেন। ওহাবি মৌলবীদিগকে ইহারা প্রথমতঃ বাহির করেন। কিন্তু তাৎকালিক গবর্ণমেণ্ট এজন্য কমিসনরকে স্থানান্তরিত ও দেওয়ানকে পদচ্যুত করেন। দেওয়ান মৌলাবক্সের গয়েন্দাগিরিতে এই কাজ হয়, বিস্তর নির্দ্দোষ লোক ভীত হয়। টেলর সাহেবের রাজনীতি অবলম্বিত হইলে অনেক লোককে প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইতে হইত। সেনাপতি সেয়ারের তুল্য লোক ব্রিগেডিয়ার নীল ছিলেন। জর্জ ট্রি বিলিয়ান বলেন “এক শত বৎসরে সিরাজ উদ্দৌলা যত লোককে খুন করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক লোককে বিদ্রোহের সময়ে ফাঁসী দেওয়া হয়।” সেনাপতি সেয়ার নীলের সোদর ভ্রাতা। এ সকল লোকের রাজনীতি বলবতী হইলে জাতিসাধারণ বিপ্লব হইত।

১৯ এ ফাল্গুন শনিবার।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল, লার্ড নেপিয়র ও সর সিসিল বীডন কলিকাতার বিদ্যালয় সমূহ দর্শন করিতে আইসেন। প্রথমতঃ মাদ্রাসা, তৎপরে মেডিকাল কালেজে যাওয়া হয়। বেলা দুই টার সময়ে সর জন লরেন্স প্রেসিডেন্সী কালেজ ও হিন্দুস্কুল দর্শন করেন। লার্ড নেপিয়র সংস্কৃত কালেজে যান, সর সিসিল বীডন কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলকে সম্মানিত করেন। শাসনকর্ত্তৃগণ প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকাকাল ছিলেন। বিদ্যালয় সমূহ মর্য্যাদা অনুসারে দর্শক প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, লার্ড নেপিয়র না আসিলে গবর্ণর জেনরল আসিতেন কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা মিসনরি বিদ্যালয়ের ভাগ্যবল অধিক।

বৃহস্পতিবার মাডামআনা বিশপ ও বিবি লাসিংস দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ টৌনহালে গীত করিয়াছিলেন। প্রায় এক সহস্র দর্শক গমন করেন, প্রায় ৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। জোড়াসাকোর দলের সমবেত বাদ্য দল এই সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

হুগলীর জজ পেজ সাহেব আপনার কাছারি বাটী বৃদ্ধি করাতে প্রকাশ্য রাস্তার কিয়দংশ আক্রান্ত হইয়াছে। রাস্তা মিউনিসিপালিটির সম্পত্তি হওয়াতে সভাপতি পার্কর সাহেব আপত্তি করেন। জজ তাহা অগ্রাহ্য করাতে গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে। অজও পার্কর সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। পেজ সাহেব অন্যায় করিতেছেন।

বিচারপতি ট্রেবর সাহেব শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলবিভাগের উকীলগণ তাঁহার স্মরণার্থ এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আদালতের পুস্তকালয়ে রাখিবেন। বিচারপতি ট্রেবর এ সম্মানের উপযুক্ত। তাঁহার পদত্যাগে বিচারালয় প্রধান অলঙ্কার এবং দেশ এক জন অপক্ষপাতী ও অদ্বিতীয় বিচারপতি হারাইতেছেন।

ফ্রেডারিকউইলসন নামক পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ের এক জন কর্ম্মচারী কালীচরণ চন্দ্র নামক এক জন মজুরকে ইংরাজীতে কড়ি আনিতে বলে। সে তাহা বুঝিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহাকে বারম্বার ভয়ানক পদাঘাত করাতে তাহার মৃত্যু হয়। বিচারপতি মাককার্শন জুরিকে বলেন, এ ব্যক্তি দোষী, কিন্তু ডাক্তার [illegible] [illegible] বলাতে জুরি তাহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিয়াছেন। এ প্রকার [illegible] [illegible]

হবে বন্ধ হইবে? এবার জুরিদিগের এই গুণ আরও দুই মকদ্দমায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক দিবসাবধি মাণিকতলার নিকটবর্ত্তী স্থানে সমূহ আগুন লাগিতেছে। ইহা দুষ্টচিত্ত লোকের কাজ, লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে। যে সকল লোক পাতার ঘরে থাকে তাহারা আপনাদিগের থালা কাঁথা, বাক্স ও পেটরা পাকা বাটীর অধিকারী প্রতিবেশিদিগের নিকটে রাখিয়া আসিতেছে। অগ্নি প্রায় সন্ধ্যার পর লাগিয়া থাকে, এ উপলক্ষে গৃহস্থ ও দর্শকের অনেক ক্ষতিও হয়। অতএব পুলিসের সতর্ক হওয়া উচিত।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার	সিক্কা	৮৭॥০—৮৭॥৵০
৪ "	কোং	৮৭৸৵০—৮৮
৫ "	কোং	১০৫৵০—১০৬৵০
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০৩॥০—১০৩৸০
৫॥০ "	কোং	১১০।০—১১০॥৵০

-:০:-

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ ফেব্রুয়ারি—মহাসভার উভয় বাটী এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ বিভাগে সৈনিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিবার বিধি করিয়াছেন। যে সকল প্রদেশ কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার স্বত্বদান ও শাসনপ্রণালী সংশোধনের আইন গ্রাহ্য করিবেন, তাহাদিগকে পূর্ব্বতন শাসনপ্রণালীর অধীনস্থ করা হইবে।

আয়রলণ্ডে হেবিয়স কর্পস আইন স্থগিত করিবার আজ্ঞা আর তিন মাস প্রবল থাকিবে।

লণ্ডন ২৩ এ ফেব্রুয়ারি—বুকারেষ্টে ষড়যন্ত্র ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ ফেব্রুয়ারি বৈকাল—জেনরল নেলসন ও লেপ্টনেণ্ট ব্রাণ্ড গত কোয়ার্টার সেসিয়নে বিচারার্থ সমর্পণ করা হইয়াছে।

মহাসভার বিচার সম্বন্ধীয় কমিটী সভাপতির নামে নালিশ করিবার প্রস্তাবের সহায়তা করিয়া রিপোর্ট না করিবার মানস করিয়াছেন। প্রুশীয়ার রাজা উত্তর জার্ম্মেণীয় মহাসভা খুলিয়াছেন।

অষ্ট্রীয় সম্রাট হঙ্গারির জন্য পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ করিবার ঘোষণা করিয়াছেন।

আমেরিকার প্রতিনিধি সভা অত্যান্তরস্থ তুলার কর উঠাইয়া দিয়াছেন।

হঙ্কঙে কাজ করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বেটে সংগৃহীত করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকাল—গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি মনোনীতের চারিটী নূতন গুণের প্রস্তাব করিয়াছেন:—প্রথম, বিদ্যা সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়, যাঁহাদিগের সেবিঙস ব্যাঙ্কে ৩০০ টাকা আছে। তৃতীয়, যাঁহাদিগের ৫০০ টাকা। কোন গবর্ণমেণ্টের কাগজ বা অংশ আছে এবং চতুর্থ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহারা ১০ টাকা কর দেন।

বরোফ্রাঞ্চাইসের ৬ সংখ্যা ও কাউণ্টির ১০ সংখ্যা কমান হইয়াছে। নূতন বিলে ৪ লক্ষ নূতন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। লাঙ্কেসিয়ারে মহাসভার সভ্য মনোনীতির সময়ে উৎকোচ লওয়া সপ্রমাণ হওয়াতে টটনেস, ইয়ার মৌথ ও রাইগেটের প্রায় ৭০০০ লোক মনোনীতির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ৩০ টি সভ্যের পদ এজন্য শূন্য হইয়াছে। নূতন সভ্যের জন্য ১০। ১৫ টি জেলাকে এবং একটী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই বিল ফিরাইয়া লইবার জন্য বিশেষ জিদ করেন। মাডষ্টোনের বক্তৃতা বন্ধুভাব প্রকাশ করে। বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত তর্ক স্থগিত আছে।

———•••———

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। গত বৎসর [illegible] দিগের দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অবগ্রহবশতঃ ধান্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান বর্ষে যখন আশাতীত শস্য জন্মিল, ধান্য ও চাউলের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল তখন মৃতপ্রায় মানবগণের মনে পুনরায় জীবন রক্ষার আশা, আবির্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সে আশা, কেবল মনেই লীন হইবে, বোধ হইতেছে। কারণ সম্প্রতি তণ্ডুলের মূল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতেছে, দেখিয়া আবার সকলেই মন ব্যাঘ্রদর্শী হরিণের ন্যায়, শবদর্শী মুমূর্ষুর ন্যায় ও নূতন শিক্ষকের নিকট ছাত্রের ন্যায়, ভয়ে কম্পিত ও আন্দোলিত হইতেছে। সমধিক ভাবনার বিষয় এই যে, গত বৎসরে তণ্ডুলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য, দুর্ভিক্ষ হইয়া একটী দেশ, প্রায় নির্ম্মনুষ্য হইয়াছে, তাহারও মাঘ ফাল্গুন মাসে চাউলের মূল্য, এত উচ্চ ছিল না। যখন বর্ত্তমান সময়েই উহার মূল্য এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন বৎসরের শেষে যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। বিশেষতঃ কেবল কলিকাতাতেই যে তণ্ডুল মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, এমত নহে, মফস্বলের অনেক স্থান অনুসন্ধান দ্বারাও জানা যাইতেছে যে, সেই সকল প্রদেশেও উহা মধ্যবর্ত্তী সময় অপেক্ষা ক্রমেই উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। অতএব কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চতুর্দ্দিক হইতে আমদানি না হওয়াতেই কলিকাতায় উচ্চ মূল্য আছে, মফস্বলে অপেক্ষাকৃত সুলভ, তাহার কারণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক, এই সকল কুলক্ষণ দেখিয়া ভাবী দুর্ভিক্ষ অন্ততঃ ভয়ানক কষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে। এক্ষণ হইতে, ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইলে বহুল পরিমাণে উক্ত কষ্টের নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। দেশান্তরে তণ্ডুলের রপ্তানী বন্ধ ও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রেরণের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিলে উপকার দর্শিতে পারে। কেবল কাগজের উপর দেশোপকারিতা প্রকাশ করিলে কোন ফল নাই।

২। দ্রব্যের মূল্য ও শ্রমের বেতন, উভয়ই এক নিয়মে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। উভয়ই দুষ্প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয়তা উপকারিতাদি গুণানুসারে নিরপেক্ষ বা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। যেমন, কোন একটী দ্রব্য ইংরাজ বাঙ্গালি, মগ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ বিক্রয় করিলে তাহার মূল্যের তারতম্য হয় না, মূল্য দ্রব্যের গুণানুসারেই স্থিরীকৃত হয়, সেইরূপ কোন এককার্য্য, চীন, বাঙ্গালি, ইংরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে ঐ কর্ম্মের প্রাকৃত মূল্য অর্থাৎ বেতন জাতি ভেদে ইতর বিশেষ হওয়া উচিত নহে। ঐ বেতন উল্লিখিত দুষ্প্রাপ্যতাদি গুণানুসারে সুনির্দ্ধারিত হওয়াই চিরপ্রসিদ্ধ, যুক্তিসঙ্গত ও বর্ত্তাশাস্ত্র সম্মত। পরন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট লোক নির্ব্বাচনের সময় উক্ত সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কর্ম্মে এক জন ইংরাজ কেবল ইংরাজ কেন ইউরোপীয় বেশধারী এক জন সামান্য ফিরিঙ্গি দুই শত টাকা বেতন পান, সেই কর্ম্মে এক জন এতদ্দেশীয় নিযুক্ত হইলে (যদি তাঁহার ভাগ্য জোর থাকে, তবে) ঊর্দ্ধ সংখ্যায় পঞ্চাশৎ মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত হইবেন, অথবা পঞ্চাশ টাকা বেতনভোগী এক জন এতদ্দেশীয়ের কর্ম্মে পেণ্টুলনধারী এক জন খৃষ্টীয়ান নিযুক্ত হইলেই অমনি বেতন উন্নমিত হইয়া দুই শত হইয়া উঠে। এরূপ বিভিন্ন জাতি দ্বারা যে কার্য্যের ইতর বিশেষ হয় না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তথাপি বেতনের যেরূপ গুরুশিষ্য সম্পর্ক হয়,

তাহা অবশ্যই দূষণীয় ও অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে।

এস্থলে কেহ২ কহ কহিয়া থাকে যে ইংরাজ বা তৎসদৃশ লোকদিগের অধিক আয় না হইলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, আর এতদ্দেশীয়েরা অল্প আয়েই সংসার চালাইতে পারেন, এই জন্যই উক্তরূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু পক্ষপাতী হইয়া যুক্তি অনুসারে বিবেচনা করিলে এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। যখন ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের উপর বেতন নির্ভর করে, তখন ব্যয় ধরিয়া বেতন নির্দ্ধার করা বিধেয় নয়। অধিক বেতন পাইলে কোন ব্যক্তি না অধিক ব্যয় করিতে পারে? সেবিষয়ে বিবেচনা করিলে উভয়ই সমান বলিয়া গণ্য হয়। কোন প্রভু অধিক ব্যয়গ্রস্ত বলিয়া তদ্রূপ যুক্ত ভৃত্যকে অধিক বেতন প্রদান করিয়া থাকেন? আর এস্থলে দয়ার কার্য্য বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না। কারণ যখন দক্ষতানুসারে বেতন নির্দ্ধারিত হইতেছে তখন এককার্য্যে এক জনকে অধিক, অপরকে অল্প বেতন দান পক্ষপাতিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা কেবল আত্ম পরিবার লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, উহাঁদিগকে দূর সম্পর্কের অনেক লোকেরও ভরণ পোষণ করিতে হয়। সে বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলেও ইহাঁরা অপর কর্ম্মচারি অপেক্ষা কি কারণে অল্প দয়ার পাত্র হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে সমদর্শিতা নিতান্ত আবশ্যক।

৩। সম্প্রতি একটী আশ্চর্য্য মৃত্যু হইয়াছে। কয়েক দিবস হইল এক জন উড়িয়া গঙ্গার বংশালের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। প্রথমতঃ সে স্নান ও পূজাদি রীতিমত সম্পন্ন করিয়া কহিল যে অদ্য জননী গঙ্গাদেবী আমাকে গ্রহণ করিবেন। তাহার এই বাতুলবৎ বাক্যে প্রথমে কেহই বিশ্বাস করে নাই. পরে সে সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক জলে অবতীর্ণ হইয়া "মা আমাকে গ্রহণ কর" এই কথা বলিয়াই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দূরে অধিক জলে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অবগাহনকারি জনগণ ও নদীর শান্তি রক্ষকেরা ব্যস্ত হইয়া তাহার উদ্ধার করণার্থ চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান [illegible] তাহাদিগের সমুদায় যত্ন ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা হইয়া গেল। এই উড়িয়াকে মা গঙ্গা যথার্থই গ্রহণ করিলেন!!!

৪। সকল রেলওয়েরই নিয়ম আছে যে, কেহ বিনা টিকিটে অথবা এক স্থানের টিকিট লইয়া তাহা অপেক্ষা দূরতর স্থানে গমন করিলে প্রথম স্থান হইতে সমুদায় ভাড়া অথবা অতিরিক্ত গম্য স্থানের ভাড়া দিলেই আরোহী নিষ্কৃতি পাইত। ইহার অন্যথা করিলে অথবা প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলে রেলওয়ে কোম্পানি তাহাকে মাজিষ্ট্রেটে সমর্পণ করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি সম্পূর্ণ রূপে ইহার বিপরীতাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা বিনা টিকিটে অথবা টিকিটে নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা দূরতর স্থানে গমনকারি আরোহীদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা বা ভাড়া প্রার্থনা না করিয়াই বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের প্রেরণ করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেটও নবমী পূজার দিনের কর্ম্মকারের ন্যায় খড়্গহস্ত হইয়া আছেন, এই লোক পাইবামাত্র কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রত্যেকের দশ হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতেছেন। শুনিলাম কেবল এইরূপ জরিমানায় হুগলির মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে এক মাসের মধ্যে ১০। ১২ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

যদিও এবম্বিধ আরোহীদিগের মধ্যে ২। ৫ জন প্রতারক থাকা অসম্ভাবিত নয়, তাহা বলিয়া সাধারণে প্রবঞ্চক বলিয়া দণ্ড করা অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে। অনেকে গাড়ীতে গমন করিবার সময় নিদ্রিত হইয়া পড়াতে অবরোহণে অসমর্থ হইয়া যদি কেহ টিকিটে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনের পরবর্তী ষ্টেসনে গিয়া অবতরণ করে, অথবা এরূপ ঘটনাও অসম্ভাবিত নয় যে, শকটারোহণের পূর্ব্বে যে স্থানে প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ ছিল আরোহণ করিয়া অপর কোন আত্মীয় দ্বারা অন্যস্থানের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া যদি টিকিট অপেক্ষাও অধিক দূর যায়, অথবা কোন অসম্ভাবিত কারণে যদি কোন ব্যক্তি দূরতর স্থানে যাইতে বাধ্য হয়, এবং যদি নামিয়াই তথায় অযাচিতপূর্ব্ব হইয়া টিকিট ও অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে প্রতারক (রেলওয়ে কোম্পানির প্রবঞ্চনাকারক) বলিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা যাইতে পারে? বিচারপতিই বা কোন যুক্তি ও কোন নিয়মানুসারে প্রতারক ও সাধু নির্ব্বাচন না করিয়াই এরূপ সকল লোককেই প্রতারণার দণ্ডভাগী করিতে সমর্থ হন? তবে যথার্থ প্রতারকদিগের এরূপ দণ্ড সকলেরই প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। সাধারণে এরূপ দণ্ড প্রদান সাতিশয় দুঃখের ও দোষের বিষয় বলিতে হইবে।

"পূর্ব্বে এইরূপ লোকদিগের নিকট হইতে যে সকল অতিরিক্ত ভাড়া আদায় হইত রেলওয়ের টিকিটগ্রাহী কর্ম্মচারীরা, টিকিট খানি নষ্ট করিয়া পয়সা আত্মসাৎ করিতেন সুতরাং এরূপ অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান দ্বারা কোম্পানির কোন উপকার দর্শে না, অতএব যাহাতে কর্ম্মচারীরা আর এরূপ করিতে না পারেন তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য" ইহা ভাবিয়া রেলওয়ে কোম্পানি যদি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও একের অপরাধে অন্যের শাস্তিভোগ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কর্ম্মচারিরা ভাড়া আত্মসাৎ করেন তাহা বলিয়া আরোহীদিগকে দণ্ডনীয় করা যৎপরোনাস্তি দূষিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

৫। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে গত কয়েক বৎসর অবধি আমাদিগের দেশীয় পূর্ব্বতন গুরুপাঠশালা সমূহ নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ রীতিতে চালাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। দুই জন ইনস্পেক্টর কতকগুলি ডেপুটি ইনস্পেক্টর ও কয়েকটী গুরুট্রেনিং নর্ম্মাল স্কুল সেই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। গ্রাম্য লোকের স্বীকৃত "গুরু"কে আনয়নপূর্ব্বক এই সকল নর্ম্যালে পূর্ব্বে এক বৎসরকাল শিক্ষা দেওয়া হইত, সম্প্রতি ঐ কাল পরিবর্ত্তিত হইয়া সার্দ্ধবর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাঙ্গলার কয়েকটী জেলায় এই কার্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ডাইরেক্টর সাহেব ঐ সকল পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছেন। পাঠ্য পুস্তক সকল পাঁচ বৎসরের জন্য বিভক্ত হইয়াছে। বালকগণ প্রথম বৎসরে বর্ণপরিচয় ১ ম ভাগ ও তালপত্র লিখন (!!!) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উন্নতি পাইয়া শেষে, পঞ্চম বর্ষে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্দ্ধারিত পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিবে। মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে বালকদিগকে কঠিন কঠিন পুস্তক ও বিষয় এবং কম্পাসের জরিপ (!!!) এরও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

যদি এই সকল নিয়ম কেবল মাত্র কাগজের উপর অবস্থিত না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে অতিশয় সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য অংশ সকল বহু অর্থ ব্যয় ও সাহায্য করিয়া যত দূর করিতে সমর্থ হন নাই, কেবল মাত্র মাসিক পাঁচ টাকা দিয়াই তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে চলিল ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ হইবার

বিষয়ে অনেকগুলি অভিজ্ঞক ইহার মূলসংস্থানেই প্রথিত আছে। " যেমন দান তেমনি দক্ষিণা " এই অব্যভিচারী নিয়ম হইতেই দুষ্ট হইবে আশ্চর্য্য কি? দেখ যেসকল ব্যক্তি ঐ সকল পাঠশালায় অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই আমাদিগের পূর্ব্বতন সমুদায় দুষ্কর্ম্মের আধার স্বরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিত, গণ্ডমূর্খ, ' গুরুমহাশয় " হইতে সংগৃহীত। তাঁহাদিগকে প্রেস্তার করিয়া এক বা দেড় বৎসর শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে, তাঁহারা কিরূপ বিদ্বান হইয়া বহির্গত হন, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ সুন্দর বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার বোধ হয়, সেরূপ গুরুদিগকে ক্রমাগত ৩০। ৪০ বৎসর শিক্ষা দিলেও তাঁহাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্ত ও জ্ঞানের উন্নতি হয় কি না সন্দেহ। বক্র পক্ববংশকে সরলাকৃতি করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা যে উল্লিখিত পাঠ্যপুস্তক সকল কিরূপে অধ্যাপিত হইবে তাহা ত ভাবিয়া অন্তকর্ণেই আইসে না। বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণ তিন বৎসর রীতিমত নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষা করিয়াও যেসকল পুস্তক ও বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতে কঠিন বোধ করে, উক্তরূপ সুশিক্ষিত গুরু দ্বারা সে সকল পুস্তক ও বিষয়ের শিক্ষা দান কতদূর সম্ভব তাহা কি ডাইরেক্টর সাহেব দারজিলিঙের জলবায়ুর গুণে দেখিতে পান নাই? এরূপ গুরু দ্বারা উক্তরূপ বিষয় সকলের শিক্ষা দানের আশা ঈশপরচিত প্রসিদ্ধ কচ্ছপের আকাশে উড্ডয়নের ইচ্ছার সহিত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি যথার্থতঃই গ্রাম্য পাঠশালা সকলের উন্নতি করিবার বাসনা থাকে, তবে গবর্ণমেণ্ট দান পাঁচ টাকার স্থলে দশ টাকা করিয়া নর্ম্মালের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে ইহাতে নিযুক্ত করুন। এক্ষণে নর্ম্মালের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরও অভাব নাই। দশ টাকার বাবস্থা হইলে বোধহয় তাঁহারাও এরূপ কর্ম্মে স্বীকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ ঐ দশ টাকার সহিত বালকদত্ত বেতন যুক্ত হইলে তাঁহাদিগের একরূপ পোষাইয়া যাইবে।

এইরূপ হইলে অধিক অর্থ ব্যয় আবশ্যক করে বটে, কিন্তু কার্য্য আশানুরূপ চলিবে সংশয় নাই। যদি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট নিতান্তই কাতর হন, অন্ততঃ বর্ত্তমান গ্রাম্য পাঠশালা দুইটী একত্র করিলেও এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। নিকৃষ্ট বিদ্যালয় অনেক থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় অল্প থাকাও প্রার্থনীয়। "দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্যগোয়াল ভাল" সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, " অনেক ঘোড়া থাকিতেও গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে।" বোধ হয় তাঁহারা জানেন না যে, ' অঙ্গার শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলি নতা যায় না।"

বশম্বদ

লেখক।

—:০:—

হিত করিতে বিপরীত।

সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যে সকল ব্যবস্থা বা আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহা যথার্থরূপে কার্য্যে পরিণত হইলে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয়, কিন্তু যদি তৎসমুদায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রণালীগত দোষ থাকে, তাহা হইলে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। এমত স্থলে " হিত করিতে বিপরীত " এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ের একটী সত্য দৃষ্টান্ত সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আজি কালি কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি উপনগর মধ্যে মিউনিসিপাল কমিসনরগণ প্রজাপুঞ্জের হিত করিতে গিয়া বিপরীত কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রণালীগত দোষ নিবন্ধন ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রজাগণ তন্মূলক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়াছে। মিউনিসিপাল কমিসনর মহোদয়দিগের নিয়োজিত কতকগুলি নিম্নস্থ ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী ও এতদ্দেশীয় চাপরাসী আছে। উপনগরের অপরিষ্কৃত স্থান সকল তদারক করিবার ভার তাহাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তির বাটী অপরিষ্কৃত ও পাইখানা ময়লাতে পরিপূর্ণ এমত সংবাদ তাহারা উপরিস্থ কর্ম্মচারির নিকটে বর্ণন করিলেই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে " সমন " বাহির হয়। অবধারিত দিবসে সেই ব্যক্তি উক্তপদস্থ কর্ম্মচারির সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার তদ্দণ্ডে ৫০। ৬০। টাকা জরিমানা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, তাহার বাটী পাইখানা অথবা অন্য স্থান কিছুমাত্র অপরিষ্কৃত নহে, এবং তদারক দ্বারা সেই সকল স্থান অপরিষ্কৃত বলিয়া সপ্রমাণ হইলে সে আহ্লাদপূর্ব্বক দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে, তাহা হইলে কর্ত্তা সাহেব তদ্দণ্ডে বধকরিয়া শিরোধার্য্য হন, এবং বিনা বিচারে গুরুতর দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। ৫০ টাকার ন্যূনে কাহারও জরিমানা হয় না। অপরাধীর অবস্থোচিত অর্থ দণ্ড বিচারপতির অভিপ্রেত নহে। মিউনিসিপাল ফণ্ডের পরিপূরণ করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। উক্ত ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী ও চাপরাসী যাহা (সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক) উপরিস্থ কর্ম্মচারির গোচর করিতেছে, তাহাই তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে। বিচার না থাকাতে উক্ত নিম্নস্থ কর্ম্মচারিরা সুযোগ পাইয়াছে। যে ব্যক্তির বাটী অথবা পাইখানা অপরিষ্কৃত নহে, উহাদিগের বাক্যানুসারে তাহার দণ্ড হইতেছে, এবং যাহার পাইখানা বা বাটী ময়লাতে পরিপূর্ণ, তাহার প্রতি সমনও বাহির হইতেছে না। এইরূপ বিপরীত হইবার কারণ কি? তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে ব্যক্তির সকল স্থান অপরিষ্কৃত তাহার দোষ কি জন্য প্রধান কর্ম্মচারির গোচর হইতেছে না, ও যে ব্যক্তি সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত রাখিয়াছে তাহার কি জন্য দণ্ড হইতেছে, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই কি বুঝিতে পারিবেন না? কালীঘাট ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে উল্লিখিত বিপরীত ঘটনার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, উক্ত নিম্নস্থ ফিরিঙ্গি ও চাপরাসী যাহাদিগের উপর প্রসন্ন হন, তাহারাই রক্ষা পাইতেছে। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে তাহারা (ঐ কর্ম্মচারিরা) দয়ার পরতন্ত্র হইয়া কাহারও প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে।

সম্পাদক মহাশয়! যে স্থলে বিচার নাই, সে স্থলে মুক্তি মিহরির এক দর এবং সেস্থলে হৃদয় বিদারক ঘটনা সকল অনুক্ষণ নয়ন ও মনকে ব্যথিত করিতে থাকে। দেখুন, মিউনিসিপাল কমিসনরগণের কার্য্য প্রণালীগত কত দোষ! ১ ম, প্রধান কর্ম্মচারিগণ লোকের অপরিমিত অর্থ দণ্ড করিতেছেন। ২ য়, তাঁহারা অপরাধী ও নিরপরাধ বিচার না করিয়া দণ্ড করেন। ৩ য়, যে সকল নিম্নস্থ কর্ম্মচারির উপর তদারক করিবার ভার আছে, তাহারা সুশিক্ষিত নহে, তাহাদিগের চরিত্র সুশিক্ষার অভাবে পাপে কলঙ্কিত রহিয়াছে। মহাশয়! মিউনিসিপাল কমিসনরগণ কোথা হইতে এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন? কি জন্যই বা তাঁহারা এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন? লোকের উপকার করিবার জন্য? যে টাকা টাক্স স্বরূপ মিউনিসিপাল ফণ্ডে প্রদত্ত হইতেছে, তাহার দ্বারা নগরের সকল স্থানের কি উন্নতি ও শোভা সম্পাদিত হইয়াছে? এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ যে অংশে বাস করেন, সেই অংশের রাস্তা প্রভৃতির অবস্থা দর্শন করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া দুরূহ হয় না। মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বর্ত্তমান

নিয়ম কার্য্যোপযোগী নহে তজ্জন্য এত বিশৃঙ্খল ঘটনা নয়নপথে পতিত হইতেছে। উঁহারা লোকের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড করিবার কে? উঁহারা টাকা লইয়া ভাল মানুষের ন্যায় নগরের শোভা বর্দ্ধন করুন। যদি উঁহারা বিনা বিচারে অধিক অর্থ দণ্ড করিতে ক্ষান্ত না হন, এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিয়া উঁহাদিগকে তদারকের ভার দিতে অক্ষম হন, তবে উঁহাদিগের নিকট নিবেদন উঁহারা নিজে মেথর রাখিয়া সকলের পাইখানা পরিষ্কার করিবার ভার লউন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে ব্যয় হইবে, তাহার নির্ব্বাহার্থে প্রজাপুঞ্জ উঁহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু প্রদান করিবে।

যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়! উল্লিখিতরূপ স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন প্রজাবর্গের যে অসীম দুরবস্থা ও অনিষ্ট ঘটিতেছে, তন্নিবারণের চেষ্টা বিষয়ে আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আবশ্যক। মহাশয়! সম্প্রতি কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি উপনগর নিবাসী ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধন, সকল ব্যক্তি একবাক্য হইয়া ঐ স্বেচ্ছাচার হইতে নিস্তার পাইবার নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একখানি চাঁদার পুস্তক হইয়াছে এই পুস্তকে সকলেই চাঁদা দিবার স্বাক্ষর করিতেছেন, যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি তেমন সাহায্য করিবেন, এবং এই প্রকারে যথেষ্ট টাকা সংগৃহীত হইলে ব্যারিষ্টর নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট শীঘ্র আবেদন করা হইবে।

কালীঘাট ১৪ ই ফাল্গুন ১২৭৩। ভবদীয়স্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক মহাশয়! আমি যে বিদ্যাবতী, বহুগুণান্বিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া সমুজ্জ্বল সোমপ্রকাশে স্থান লাভের আশয়ে প্রেরণ করিতেছি, আপনি তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্থান দান করিলে যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব।

নবকুমারী দাসী।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী ভাটপাড়া গ্রামে ১২৩৮ সালের পৌষ মাসে শুক্রবারে নবকুমারীর জন্ম হয়। গড়পাড়া নিবাসী উমাচরণ মিত্র নবকুমারীর পিতা। নবকুমারী মিত্রজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা। এই কন্যা জন্মিলে তিনি ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার আর একটী পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা অসময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তিনি অত্যন্ত স্নেহে নবকুমারীকে লালন পালন করিতেন বলিয়া ঐ পুত্র কন্যা শোক অনায়াসে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

নবকুমারীর অন্যতর নাম চণ্ডীমণি ছিল। তাঁহার জননী অপত্যভাবে নানাবিধ যোগ যাগ ও ব্রত পালন করিয়াছিলেন। পরে বীরুই চণ্ডীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ঐ কন্যাটী প্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহার নাম চণ্ডীমণি রাখেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি "নবকুমারী" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পুত্র সন্তানের অভাবে স্বহস্তনয়কে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। নবকুমারী, তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সোদর বলিয়া জানিতেন এবং শৈশবাবধি উভয়ে এক মাতার নিকট লালিত পালিত হওয়াতে অসামান্য ভ্রাতৃ ভগিনী স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শৈশবকালে সর্ব্বদা ভ্রাতাকে লেখাপড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে ইচ্ছা হয়। এবং গৌরীকালে ভ্রাতার উদ্যোগে বাটীতে ৬। ৭ মাস এক জন গুরুমহাশয়ের নিকট অল্প বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

নবকুমারী, নবমবর্ষ বয়সে পিতৃহীনা হন। দশমবর্ষ বয়সের সময় চুচুড়ার অন্তঃপাতী শ্যাম বাবুর ঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ সোম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সোমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় তিনি প্রথম শ্বশুরের গৃহকার্য্য করিতে যান। তদনন্তর তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদা শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইত। তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী ছিলেন না, কিন্তু যেরূপ গৌরাঙ্গী নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, সুন্দর অবয়বসম্পন্না ও সহাস্যমুখী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃত সুন্দরী বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাহ্যরূপ লাবণ্য অপেক্ষা আন্তরিক সদ্গুণে অধিকতর প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী বিষয়কর্ম্মবশতঃ সর্ব্বদা বিদেশে থাকিতেন, কেবল বৎসরের মধ্যে ২। ১ মাস বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার সপ্তদশবর্ষ বয়সে বৈশাখ মাসে শ্বশুরালয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রটী ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ পুত্রটির নাম শরৎশশী রাখিয়াছেন।

নবকুমারী, একবিংশবর্ষ বয়সে স্বামীর সমভিব্যাহারে বালেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার স্বামী তৎকালে তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ে দীর্ঘ কাল তাঁর স্বামীর সহবাস লাভ হয়। তাহাতে স্বামীর নীতিগর্ভ সদুপদেশে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা জন্মে এবং স্বামীর যত্নে ও পরিশ্রমে সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর কৃত বোধোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুশীলার উপাখ্যানাদি সুললিত গ্রন্থ সকল অন্যকে সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। পঠন বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি রচনা দ্বারা মনের ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে পারিতেন। ধর্ম্মনীতি পাঠে ও স্বামীর উপদেশে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত ঈশ্বর উপাসনা করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন ও রাত্রিতে উপাসনা না করিয়া কখন শয়ন করিতেন না। জগদীশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ়ভক্তি ছিল। অহরহঃ পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতেন। বালেশ্বরে শরৎশশির একবার বিসূচিকা পীড়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহার জীবনাশা ত্যাগ করিয়া একান্তমনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সে যাত্রা জগদীশ্বরের কৃপায় ও সব এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মিত্রের চিকিৎসায় শরৎশশী আরোগ্যলাভ করেন।

নবকুমারী স্বামীর নিকট শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া কারপেটের ২। ৩ প্রকার উপানৎ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার চক্ষের পীড়া উপস্থিত হওয়াতে শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিতে পারেন নাই। অবিলম্বে তাঁহার চক্ষের পীড়া আরোগ্য হইলে, পুত্রের শিক্ষার বিষয়ে যত্নবতী হইলেন। এবং শরৎশশীকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ও বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন

নবকুমারী, দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে পুনরায় গর্ভবতী হন এবং ছয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত চুচুড়ায় আইসেন। চুচুড়ায় এক মাস থাকিয়া ভাটপাড়ায় স্বীয় মাতার নিকট প্রসব হইতে যাইয়াছিলেন। তিনি যথাসময়ে দ্বিতীয় পুত্রটী প্রসব করিয়া সামান্য রূপ পীড়িত হন। তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা এক জন সুদক্ষ দেশীয় ডাক্তরের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার স্বামী কলিকাতার কলিন্স স্কুলের হেডমাষ্টার হয়েন

নবকুমারী, ত্রয়োবিংশবর্ষ বয়সে শ্বশুরালয়ে, পুনরায় যথাসময়ে তৃতীয় পুত্রটী প্রসব করেন। এই পুত্র তাঁহার অধিকতর আদরের ধন হইয়া-

ছিল। তিনি সর্ব্বদা তাহাকে কোমলাঙ্কে ধারণ করিয়া বিবিধ প্রকার বাক্যে আদর করিতেন। এই পুত্রটী হওয়ার পর তাঁহার স্বামী হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের ইংরাজী ক্লাসের মাষ্টর হন। স্বামীর প্রতি তাহার অকৃত্রিম প্রণয় ও অবিচলিত ভক্তি থাকাতে তাঁহার সকল কার্য্যেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার স্বামী পুষ্প প্রিয় বলিয়া তিনি ফুলের প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী হন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলে নানা স্থানে কৃত্রিম, অকৃত্রিম বিবিধ প্রকার পুষ্প ও সৌরভযুক্ত দ্রব্য সকল দর্শন ও তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির অতিশয় প্রীতি লাভ হইত।

নবকুমারীকে এই সময়ে সাংসারিক কার্য্যে সমধিক ব্যস্ত হইতে হয়, সেই হেতু অধ্যয়ন করিবার অধিক সময় পাইতেন না কেবল সময়ে সময়ে বামাবোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতেন। তিনি বস্ত্রালঙ্কার প্রিয় ছিলেন না। সর্ব্বদা কেবল ধৌত বসন পরিধান করিতেন। সামান্য অলঙ্কার পরিধান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যেখানে যাইতেন, সকলেই তাঁহার সৎস্বভাবের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি কাহার অপ্রিয় ছিলেন না। কলহকে অতিশয় ভয় করিতেন। বাটীতে কখন কোন কলহ হইতে দিতেন না। তাহার শরীরে অত্যন্ত দয়া ও মমতা ছিল। স্বামীর নিকট হইতে নিজ ব্যয়ার্থে যে কিঞ্চিৎ অর্থ পাইতেন, তাহার অল্পাংশ দ্বারা মাতার সাহায্য এবং অধিকাংশ দীনদরিদ্র ও পরিচারকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় জন্য দান করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ কোন বস্ত্র প্রার্থনা করিলে তাহাকে অজীর্ণ বস্ত্র ভিন্ন কখন জীর্ণ বস্ত্র দিতেন না। দাস দাসী সকলেই তাঁহার সদয় ব্যবহারে বশতাপন্ন হইয়াছিল। পাচিকার সামান্য পীড়া হইলে তিনি স্বয়ং পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। অল্প সময়ে বহুবিধ দ্রব্যের উপাদেয় পাক করিতে পারিতেন। শাশুড়ী পিত্রালয়ে যাইলে শ্বশুরের আহারীয় দ্রব্যাদি সযত্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা থাকাতে তিনি সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। স্বীয় জননীকেও যথেষ্ট ভাল বাসিতেন এবং "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া বৎসরের মধ্যে ২। ১ বার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভাটপাড়ায় যাইতেন। তাঁহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না ও স্ত্রী স্বভাব সুলভ হিংসা তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারিত না। তিনি কখন কর্কশ বাক্যে কাহার মনে বেদনা দেন নাই। কোন স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট যাইলে সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেন। অন্যের সন্তান বাটীতে আসিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিত না। তখন স্বীয় সন্তানদিগের অপেক্ষায় অন্যের সন্তানের অধিক আদর করিতেন তিনি অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন বলিয়া কেহ কোন অসম্মানের কথা কহিলে কেবল তাহার অশ্রুপাত হইত

নবকুমারী, চতুর্ব্বিংশবর্ষ বয়সে পুনরায় গর্ভবতী হন। এই অবস্থায় তাঁহার অরুচি হওয়াতে কিছুমাত্র আহার করিতে পারিতেন না। তাহাতে অতিশয় অসমর্থা হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ২। ৩ বার ভূমিতে পতিত হন। গত অগ্রহায়ণ মাসে অষ্ট মাস গর্ভ হইলে তাঁহার অল্প জ্বর হয় ও ঐ জ্বর সব এসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন। অনন্তর পুনরায় তাঁহার জ্বর হইয়া নিম্ন উদরে ও হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। ঐ বেদনায় যার পর নাই যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বরের অপার কৃপায় ১৫ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে অষ্ট মাসে তাঁহার চতুর্থ পুত্রটী ভূমিষ্ঠ হইলে যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়। কিন্তু অষ্টাহ পরে ঐ পুত্রটী প্রাণত্যাগ করিল। তজ্জাতে তিনি শোকাকুল হন এবং অশৌচান্তে স্নান করিয়া পুনরায় ভয়ানক জ্বর গ্রস্ত হইয়া একবারে শয্যাশায়ী হইলেন। উদরে অল্প বেদনা ও নিতম্ব হইতে পাদ পর্য্যন্ত এমনি বেদনা হইল যে তিনি অন্যের সাহায্য ভিন্ন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। সে সময় তাঁহার যেরূপ যাতনা হয় তাহা দেখিলে পাষাণ হৃদয় নির্দ্দয়ের মনে দুঃখ উপস্থিত হইত। উক্ত কৈলাস বাবুর চিকিৎসায় বেদনা আরোগ্য না হওয়াতে সব এসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল (সেট) দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। নন্দ বাবুর চিকিৎসায় ৩। ৪ দিন পরে বেদনার অনেক উপশম হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় জ্বর হইয়া উদর স্ফীত হইলে হুগলী হইতে সব এসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ও চুচুড়ার প্রধান কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ গুপ্ত এবং কলিকাতার চিকিৎসালয়ের সব এসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচন্দ্র . . . . আনাইয়া ৪। ৫ জনের পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা করান হয়। দয়াল বাবু রোগীর দেহ পরীক্ষায় রোগ নির্ণয় করিয়া বলিলেন, গর্ভাবস্থায় জরায়ু আঘাত পাইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে এই রোগ হইয়াছে, স্বভাবতঃ জরায়ুর প্রকৃত অবস্থা না হইলে পীড়া আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। তবে একণে পথ্য ও ঔষধের দ্বারা জীবন রক্ষার যে চেষ্টা হইতেছে ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। এইরূপ উপদেশানুসারে শিবচন্দ্র বাবু স্বীয় সহধর্ম্মিণীর যথোচিত চিকিৎসা করাইয়াছিলেন

নবকুমারী, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ গত ২৮ এ পৌষ শুক্রবার রাত্রিতে ঐ অবস্থায় স্বামীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে সহসা তাঁহার বাকরোধ হইয়া দন্ত বদ্ধ হয় *। তৎকালে শিবচন্দ্র বাবু স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে সে অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন। তদনন্তর তিনি জীবনাশা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় একাগ্রচিত্ত হন এবং সংসারের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর উপর পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করেন। তাঁহার স্বামী, তিনি তখন দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সংসারের আর কোন বস্তুতে লালসা আছে কি?" তিনি বলিলেন "আমার আর কিছুতেই লালসা নাই। তুমি একণে আমায় বিদায় দাও আমি আনন্দধামে যাই।" পুনরায় তাঁহার স্বামী বলিলেন "তোমার মাকে দেখিবে কি? বল তাঁহাকে এখানে আনাই।" তিনি উত্তর করিলেন "এখানে তাঁহাকে আনিও না, একণে তাঁহাকে আর প্রয়োজন কি। তুমি, আমার মুক্তির উপায় কর।" তাহাতে তাঁহার স্বামী অপবর্গ লাভের নানা প্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন "এ যাত্রা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। অতএব তোমায় ঈশ্বরের সুশীতল ক্রোড়ে অর্পণ করিতেছি। তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া অনন্ত সুখ ভোগ কর। আর যেন তোমাকে এই কন্টকময় সংসারে আসিতে না হয়। জগদীশ্বর যেন আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন।"

নবকুমারী, তদনন্তর এমনি শান্তভাব অবলম্বন করিলেন, [illegible] তাঁহার পীড়ার [illegible] এমন কাহার প্রতীতি হয় নাই। [illegible] একাদশ ঘটিকার সময় [illegible] ভগিনীর শান্তভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কোন কষ্ট আছে কি?" তাহাতে মৃদুস্বরে উত্তর দেন "দাদা আর কষ্ট" [illegible] পরে ভ্রাতাকে [illegible] দেখিয়া বলিলেন "দাদা তুমি আমার জন্য অমন করিতেছ কেন? আমার যন্ত্রণাভোগ দেখিতেছ না।" [illegible]

* দাঁতকপাটী হয়।

বিষণ্ণ হইয়া পুনর্বায় জিজ্ঞাসা করিলেন " তুমি মায়ের সহিত একবার দেখা করিবে কি ? " তিনি উত্তর করিলেন " এমন সময় দেখা করিয়া তাঁহাকে দুঃখিত করা উচিত নয় । " পরে তুমি—বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন " আর কি বলিবে কি ? " উত্তর দিলেন, " দাদা আর কি বলিব কিছু নয় । " এক বার ছোট ছেলেকে ডাক । তাহাতে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী লইয়া নিকটে যাইলে সে মায়ের মুখ দেখিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন " দাদা দেখেছ কেমন পাগল ছেলে। আমি মরিলেও এর আর কোন ভাবনা নাই। " তৎপরে তাহাকে " তুই যা " বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। চিকিৎসকদের উপদেশানুসারে তাঁহাকে পূর্ব্বমত পথ্য ও ঔষধ দেওয়া যাইতেছিল। দয়াল বাবু আড়াইটার সময় নাড়ী দেখিয়া বলেন বোধ হয় ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন।

নবকুমারী আরোগ্য হইবেন বলিয়া তাঁহার শ্বশুর অনেক দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । শনিবারে পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন করিয়া তাঁহার বদনে চন্দনামৃত দান করিলে তিনি তাঁহাকে সহস্তে দক্ষিণা প্রদান করেন। সায়ংকালে যখন তাঁহার নিকট স্তব পাঠ হয়, তখন তাহা শুনিবার জন্য কিঞ্চিদুচ্চস্বরে পাঠ করিতে বলেন। রাত্রিতে তাঁহার শ্বশুর উদ্যোগী হইয়া বৈদ্যের মতে তিন বার মকরধ্বজ ও মৃগনাভি সেবন করান। রবিবারে যখন তাঁহার গৃহদ্বারে চণ্ডীপাঠ হয়, তখন তাহা উচ্চরবে পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া তাহা শ্রবণ করেন এবং চণ্ডী পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার দক্ষিণা দেওয়া হইল কি না ভ্রাতার দ্বারা শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ লন। কিন্তু রবিবার রাত্রিতে প্রস্রাব না হওয়াতে ও প্রস্রাব করাইবার ঔষধের কার্য্য ব্যর্থ হওয়াতে ক্রমশঃ উদর স্ফীত হইয়া রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয়।

নবকুমারী, সোমবারে নয়ঘটিকার সময় শাশুড়ীকে নিকটস্থ দেখিয়া বলেন " আপনি আর আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, একণে ছোট বউকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করুন। " একাদশ ঘটিকার সময় ভ্রাতাকে বলিলেন " দাদা আর যে (ঈশ্বর) উপাসনা করিতে পারি না " তিনি কোথায় " ? " শিবচন্দ্র বাবু নিকটে আসিয়া কহিলেন " এই যে আমি ? " তাহাতে অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন " এসেছ এখানে থাক । " দুই প্রহরের সময় তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহাকে পবিত্র শয্যায় শয়ন করাইয়া ভিতরগৃহ হইতে তাঁহার স্বামী, ভ্রাতা, শ্বশুর ও অন্যান্য জনে বাহির বাটীর প্রাঙ্গণে আনিলেন । তথায় আনিয়া তাঁহার স্বামী শয্যার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া স্বীয় পিতাকে বলিলেন যদি আপনাদের ইহাঁর মুক্তির জন্য কিছু করিতে হয় তবে একণে করুন। ইনি একণে নিত্যধামে গমন করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার ভ্রাতা শিরোদেশের নিকট বসিয়া বলিতেছিলেন " ঈশ্বর তোমায় যেন শান্তি নিকেতনে স্থান দেন। " তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাড়ী ছিল ও হস্তপদাদি শীতল হয় নাই। কিন্তু সকলে প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে যাইলে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল । মৃত্যুর পর স্নানকালে তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলের এরূপ ভ্রম জন্মে যে, তিনি যেন জীবিত হইয়া আরোগ্য স্নান করিতেছেন। এইরূপে গত ২রা মাঘ সোমবার দুই প্রহরের পর তিনি পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। নবকুমারীর মৃত্যু সংবাদে সকলই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন ইতি।

৮ ই মাঘ } বশম্বদ জনৈক শোকাতুর
১২৭৩ সাল } শ্রী গো, চ, বস্ত,

-●●-

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র মিত্র চাঁপাতলা ১০
" " রামধন সামন্ত কাঁথি
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
" " দীনবন্ধু মৌলীক মাদারীপুর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " গিরিশচন্দ্র সরকার গোস্তড়া
১৮৬৭ মার্চ্চ হইতে মে ৩৸০
" " কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকো
১৮৬৭ মার্চ্চ হইতে ৬৮ ফেব্রুয়ারি ১০
" " কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী
ময়মনসিংহ ১৩
" " প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬৮ জানুয়ারি ১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন দীনাজপুর ১৩
" " হারাধন কবিরাজ কলিকাতা
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৫৷৷০
" মুন্সী মতিয়ালা রঙ্গপুর ১৪

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

পত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:০:—

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ ফাল্গুন সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভা।

পুরাণলেখক ও প্রাচীন কবিরা কল্পনাবলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের এক এক অংশ লইয়া এক একটী অদ্ভুত পদার্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নরসিংহ মুর্ত্তি প্রভৃতি সেই কল্পনাশক্তির ফল। সম্প্রতি অদ্ভুত কল্পনার কাল অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু আজিও উল্লিখিত প্রকার অদ্ভুত পদার্থ নয়নগোচর হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি সেই অদ্ভুত পদার্থ। ইহা বিচিত্র উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার অবয়বগুলিকে পৃথক করা যায় দেখিতে পাইবে, ইহাতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা ও যুক্তিপরতন্ত্র স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা পদার্থের অংশ ইহার অন্তরে আছে। আজি দেখ ব্যবস্থাপক সভা একটী প্রস্তাব লইয়া কতই তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন করিতেছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন সঙ্গত কথা কহিতেছেন, তাহা সাদরে শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেছেন, কালি দেখ, কাহার কোন কথা না শুনিয়া আপনাদিগের সঙ্কল্পিত বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়া লইতেছেন। অগ্রে কেহ কিছু জানিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কেহ কিছু আপত্তি করিবারও অবসর পাইতেছেন না। যে অবধি বজেটের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অবধি যথেচ্ছ ব্যবহারের সমধিক বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে কোন প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাহার পাণ্ডুলেখ্য করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করিতেন। সর্ব্বসাধারণের মত কি তাহা জানিবার জন্য বিলগুলি কিছু দিন গেজেটে প্রকাশিত হইত। কিন্তু বজেট হইবার পর অবধি রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে এ প্রকার ব্যবহার প্রায় করা হয় না। নূতন বিধ কর হইবে? কি বর্ত্তমান কর বৃদ্ধি হইবে? এ সকল বিষয় প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। যে দিবস রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন, সেই দিন সর্ব্বসাধারণে আপনাদিগের ভাগ্য জানিতে পারেন। সাধারণে যে বিষয় লইয়া তর্ক করিবেন, সে অবসর কৈ? সাধারণে হঠাৎ আক্রান্তের ন্যায় বিস্মিত হন। নামমাত্রে বিলগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখেন, ব্যবস্থাপক সভা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা রেজিষ্টরী করেন মাত্র। এ বিড়ম্বনা কেন? লোককে এ অলীক প্রবোধ দিবার প্রয়োজন কি?

ফলতঃ বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার উপরে লোকের বিশ্বাস নাই। এখানে কোন বিষয়ের যথোচিত তর্ক বিতর্ক হয় না। গবর্ণর জেনরলের কৌন্সলের সভ্যগণের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার ক্ষমতা নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সি হইতে যে সকল সভ্য আইসেন, তাঁহারা যোগ্য লোক হইলে কেহ কখন কিছু বলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগেরও কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার আশা থাকাতে সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে উচিত কথা বলিতে সাহসী হন না। দিনকররাও ও দেবনারায়ণ সিংহের পর অবধি অবৈতনিক সভ্যগণ মৌনাবলম্বনকে রাজনীতিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা স্থির করিয়াছেন। পিতা ও পিতামহ ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন, এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সভ্য মনোনীত করা হয়, তাঁহারা যে কার্য্যে আইসেন, তাহার উপযুক্ত কি না, সে বিবেচনা করা হয় না। আজি কালি গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতি দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ সভ্যের নিকটে সভার শোভাবর্দ্ধন ব্যতিরিক্ত অন্য কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সুতরাং মেইন সাহেবের সদৃশ ব্যক্তিরা যে মত করেন, তাহাই হয়। সর্ব্বসাধারণের মত প্রকাশের বাহ্যস্বরূপ এক সংবাদপত্র আছেন। পাছে ইহাঁদিগের কথা শুনিতে হয় এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রায় যাবতীয় [illegible] আইন তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলেন।

যাহা হউক, আমরা গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষরূপে বিবেচনা করিবার অনুরোধ করিতেছি। যাঁহাদিগের উপরে কর নিক্ষেপণ করিতে হইবে, কর স্থাপন বিষয়ে তাঁহাদিগের মত লওয়া অতিশয় আবশ্যক। এটি করদাতার স্বাভাবিক স্বত্ব যেখানে ইহা [illegible] গ্রাহ্য করা হয়, সেইখানেই অনর্থ আপত্তি হয়। লোকের অপ্রবৃত্ত ইচ্ছায়

শাসনপ্রণালীর মূল ভিত্তি। রুসিয়া ও তুরস্ক ভিন্ন ইউরোপখণ্ডের কোন প্রদেশেই প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণের অসম্মতিতে কর নির্দ্ধারিত ও গৃহীত হয় না। কোন দেশেই নূতন করের ভুক্তিকারিতা নাই। উইলসন সাহেব যখন ইনকমটাক্স এদেশে প্রবর্ত্তিত করেন, তখনও সর্ব্বসাধারণের মত জানার্থ তিনি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লার্ড কানিঙ সকল বিষয়েই লোকের মত প্রার্থী হইতেন। কিন্তু এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধ ব্যবহার হইতেছে। এটী অতিশয় দুঃখের বিষয়। গত মঙ্গলবারে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা হইয়া যেরূপে নূতন কর নিরূপিত হয়, তাহার প্রতিবাদার্থেই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি লোকের মত জিজ্ঞাসু হইয়া কর নির্দ্ধারণ করা প্রধান পুরুষদিগের অনভিপ্রেত হয়, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় এবম্বিধ প্রস্তাব সকলের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার রীতি পরিত্যাগ করুন এবং আপনারা গোপনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাজাজ্ঞারূপে তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত করুন। ব্যবস্থাপক সভায় উল্লিখিত প্রকারে আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে ও আপনাদিগকে উপহাসাস্পদ করা বিধেয় হয় না।

—:০:—

রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী।

শরীরী রোগের ন্যায় সাংসারী ব্যক্তি অপব্যয়ের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত, এটি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। মিতব্যয়ির কথা দূরে থাকুক, কৃপণেরাও অনেক সময় লাভকর ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এরূপ অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, শেষে তাহা অলাভকর ও অনাবশ্যক বলিয়া সপ্রমাণ হয়। অনাবশ্যক ব্যয় অপব্যয়ের অপর নাম। আমাদিগের মিতব্যয়ী গবর্ণমেণ্ট এরূপ আবশ্যকবোধে কয়েকটী অপব্যয়গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেগুলি নিবারিত হইলে অনেক বিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য হয় সন্দেহ নাই। রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রিকে অকুলান দেখাইয়া নূতন কর বিধানার্থ এত ব্যগ্র হইতে হয় না। ব্যয়ের অল্পতা নিবন্ধন যে সমস্ত আদালত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার অবস্থার অনেক উন্নতি হইতে পারে। সে অপব্যয়গুলি এই:—

প্রথম, এদেশে অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য স্থাপন। পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য হইলেই যথেষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অকারণ অতিরিক্ত বিংশতি সহস্র সৈন্যের অধিক ব্যয় দিতে হইতেছে। এ অপব্যয় রহিত হইলে কি প্রস্তাবান্তর বর্ণিত নূতন লাইসেন্স করের সদৃশ অসামঞ্জস্যদোষদূষিত নিন্দিত কর প্রবর্ত্তিত করিয়া দরিদ্র পীড়নের প্রয়োজন হইত?

দ্বিতীয়, প্রধানপুরুষদিগের শিমলা ও দারজিলিঙ প্রভৃতি শৈলবাসের জন্য যথেষ্ট ব্যয়। শতাধিক বৎসর এদেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য হইয়াছে, অনেকগুলি গবর্ণর হইয়া গিয়াছেন, কলিকাতায় বাস করিয়া কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায় নাই, আজি কালি কাল্পনিক আতঙ্ক এই রাজধানীকে প্রধানপুরুষদিগের দৃষ্টিতে যমপুরী করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সুস্থিরহৃদয় হইয়া এস্থানে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। এটি কি রাজধানী পরিত্যাগের প্রকৃত কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এ কারণে পাথের ও শৈলবাসিত্বে যে ব্যয় তাহা কি অপব্যয় নহে?

তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে দরবারে অসংখ্যব্যয়গ্রস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। দরবার এদেশীয় রাজগণের প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার প্রকৃত উপায় নহে। প্রধানপুরুষেরা বিরাগের কারণ উৎপাদন করিয়া যদি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণকে কলুষিত করিয়া রাখেন, সহস্র সহস্র দরবার করুন, কখনই তাঁহাদিগের চিত্তকে আর্দ্র করিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগের প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করা যদি প্রধানপুরুষদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, যাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধে সামর্থ্য জন্মে এবং যাহাতে তাঁহাদিগের অনুষ্ঠেয় রাজকার্য্যে স্বাধীনতা থাকে, তাহা করুন, তাহা হইলে তাঁহারা কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। যাহাদিগের প্রভুভক্তির মর্ম্মজ্ঞান না হয়, দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ কি? অতএব দরবারে যদি প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার প্রকৃত উপায় না হইল, তদর্থ ব্যয় অপব্যয় সংশয় নাই।

চতুর্থ, রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রিকে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন। এই অপব্যয়ের প্রতিবাদার্থই এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা ক্রমান্বয়ে এদেশে চারি জন রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রির আগমন দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগকে যে ব্যয় দিয়া এদেশে আনয়ন করা হইল, তাহার অনুরূপ যে কি ইষ্টলাভ হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উইলসন সাহেব এক ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়া এদেশের লোকের হৃদয়ে যে বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহার উন্মূলন করিতে লেঙ সাহেব ও সরচারলস ট্রিবিলিয়ানের সময় অতিবাহিত হইয়াছে। মাসি সাহেব যে এক অসমঞ্জস লাইসেন্স টাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকের অসন্তোষ বর্দ্ধন করিলেন, ইহার সংশোধন হইতে আবার কত কাল অতীত হইবে? এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, অতঃপর তাঁহারা আর এ অপব্যয়ে না যান। এখানে যাঁহারা আয় ব্যয় বিষয়ে সুশি

শিত ও নিপুণ হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই লোক মনোনীত করুন, অনেক ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। সেই ব্যয় দ্বারা অনেক যথার্থ হিতকর কার্য্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

—০০—

বজেট।

উইলসন সাহেব অবধি এ পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের যত হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটাই মাসি সাহেবের গত মঙ্গলবারের হিসাব অপেক্ষা অধিকতর অসন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে নাই। গত বৎসর তিনি যে হিসাব দেন, তাহা কিছু নয় বলিলেই হয়। তখন তিনি নূতন ছিলেন। এবার সে ওজর নাই। ফলতঃ তিনি যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহার যোগ্য নহেন। সাধারণে একবাক্য হইয়া যে তাঁহার প্রদত্ত হিসাবের প্রতি দোষারোপ ও বজের যে প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহাই তাঁহার অযোগ্যতার পরিচয় দিতেছে।

বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি শ্রোতৃবর্গকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে "তিনি যে হিসাব দিতেছেন তাহা যেন তাঁহারা প্রকৃত হিসাব জ্ঞান না করেন। ইহার এই কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে আটটা পৃথক পৃথক স্থানীয় বজেট হইয়া থাকে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ গুলি প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগকে আবার দুরবস্থিত কর্ম্মচারিদিগের উপরে নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ গুলির রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন ষ্টেট সেক্রেটারির স্বতন্ত্র ধনাগার আছে। ইহার উপর অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভুত্ব নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর একটা গুরুতর কারণ আছে। ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারি মহাসভার প্রারম্ভে আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার জন্য ইংলণ্ডের ন্যায় মার্চ্চমাসে বৎসরের শেষ হিসাব করিতে বলেন। এই সমস্ত কারণে আয় ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব হওয়া দুষ্কর।" আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যদি হিসাব স্থিরই না হইল, তবে অকুলান স্থির করিয়া নূতন কর নির্দ্ধারণ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? তিনি কি জন্য আছেন? কি জন্য এত টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে মুহুরি আনয়ন করা হইয়াছে? হুইকিন ও ফষ্টার সাহেব এত টাকা খাইয়া কি কাজ করিয়া গেলেন? ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী যদি মহাসভাকে বলেন, তাঁহার প্রদত্ত হিসাব যথার্থ হিসাব নহে, তাহা হইলে কত দিন তিনি পদস্থ থাকিতে পারেন? ১,২০,০০০ টাকা রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রির বাৎসরিক বেতন দেওয়া হয়। এ ব্যয়ই বা কেন?

মাসি সাহেব গত বৎসরের হিসাবের সংক্ষেপ বর্ণন করিয়া বলেন, গত মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে বলা হয়, ৩৩,৬০,০০০ টাকা অকুলান হইবে। কিন্তু প্রায় তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এই টাকার মধ্যে ১,০২,৮১,৪৭০ টাকা নামমাত্র উদ্বৃত্ত হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে ব্যাঙ্কে সরকারী ঋণের হিসাব যায়। এই টাকা এক বার ব্যয় আবার জমা হওয়াতে উদ্বৃত্ত বোধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রকৃত আয় নহে। এই তিনকোটির ১,৭৭,২০,০০০ টাকা যথার্থ উদ্বৃত্ত। হিসাব অপেক্ষা ইংলণ্ডে ৩৫,০০,০০০ টাকা অল্প ব্যয় হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সেনাগণের দ্রব্যসামগ্রীর নিমিত্ত যে ১,০৭ ১০,০০০ টাকা রাখা হয়, তাহার মধ্যে ৫৬,৫০,০০০ টাকা বাঁচিয়াছে। অপর, বোম্বাই রেলওয়ে কোম্পানি আপনাদিগের চুক্তি অনুসারে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে টাকা না রাখিয়া গোপনীয় ব্যাঙ্কে ৯৬,৭০,০০০ টাকা জমা রাখেন এ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন। এই সমুদায় ধরিলে তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয় কিন্তু এ গুলি বাৎসরিক আয় নয় বলিয়া আয় মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। চীন দেশীয় যুদ্ধ নিবন্ধন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকটে যে কয়েক লক্ষ টাকা পান, তাহা লৈঙ সাহেব আয়ের মধ্যে গণনা করাতে লার্ড হালিফাক্সের সহিত মতান্তর হয়, তথাপি ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা হিসাব মধ্যে গ্রহণ করেন। ফলতঃ যে টাকা লইয়া হিসাবে গোল আছে, তাহা বাদ দিলেও দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সে টাকা কোথায় গেল? কিপ্রকারেইবা অকুলান দাঁড়াইল? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও অত্রত্য রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী কি ফরাশী বজেট প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন? তথায় প্রতি বৎসর উদ্বৃত্ত টাকা দেখান হয়, অথচ প্রতি বৎসর ঋণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সর জন লরেন্স তৃতীয় নেপলিয়ন নহেন; মসুর ফোলডের সহিত মাসি সাহেবের ত তুলনাই হয় না।

গত বজেটে যে প্রকার হিসাব ধরা হয়, রাজস্ব তাহার অপেক্ষা বড় অল্প হয় নাই। যদিও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন উৎকলে ১০,৭৬,৯৯৫ টাকা রাজস্ব ত্যাগ করা হইয়াছে, তথাপি ভূমির রাজস্ব ১,০৮,৩৫০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। আবকারী ও লবণে অধিকতর আয় হইয়াছে। কিন্তু শুল্কে ১৩,৫৮,৩৮০ ও টাঁকশালে ১৪,০২,০০০ টাকা আয় কমিয়াছে। ধনাগারে বিস্তর নগদ টাকা থাকাতে পয়সা মুদ্রিত হয় নাই। টাঁকশালের প্রকৃত লাভ ইহাতেই হয়। কিন্তু বাজারে পয়সা অধিক নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, অতএব রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রির ত্রুটিতে এই ক্ষতি হইয়াছে বলিতে হইবে। মাসি সাহেবের হিসাবানুসারে অহিফেন ও বাজে সাধারণ কার্য্যের আয় অল্প হইয়াছে। অহিফেনে প্রতি সিন্দুকে ১০০ টাকার অনুমান

করা হয়। কিন্তু পড়ে ১২৪৮ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ হিসাব অপেক্ষা ১,৬২,৪৩,০০০ টাকা এ বিষয়ে অকুলান লক্ষিত হয়। কিন্তু মাসি সাহেবের নিজের হিসাব ও বর্ণনা অনুসারে ২২,০৭. ১৬০ টাকা মাত্র কম হইয়াছে। এপ্রেল মাসের অহিফেনের মূল্য ধরা হয় নাই, তাহা ধরিলে ৬৯,২২,৮৪০ টাকা বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ৯৩,২০.১৬০ টাকা থাকে। এতদ্ভিন্ন ৫৩২০ সিন্দুক অহিফেন অবিক্রীত আছে। ১২৪৮ টাকার হিসাবে ধরিলে আর ৬৯,১৬,০০০ টাকা বাদ দিতে হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত ৫৩২০ সিন্দুক হিসাবে ধরিয়া দিতে ভুলিয়াছিলেন, বজেট প্রস্তুত হইলে ইহা ধরা পড়ে। ইহার অপেক্ষা আর কি গোলযোগ হইতে পারে? পর্ব্বত বাস কি ইহার অন্যতর কারণ নহে?

আমরা উপরে সপ্রমাণ করিলাম এবং মাসি সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন অহিফেনে ২২,০৪,১৬০ টাকা মাত্র অকুলান হইয়াছে। বাজে সাধারণ কার্য্যে যে ৫২ লক্ষ টাকা আয় ধরা হয় এবং যাহা আদায় হয় নাই তাহা নামমাত্র অকুলান। বোম্বাইদ্বীপের পতিতভূমি বিক্রয় করিয়া ৪৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সুবিধার বাজারে বিক্রয় করিবেন বলিয়া ভূমি রাখিয়াছেন, অতএব এ টাকা ক্ষতি নহে। ৬ লক্ষ টাকা বোম্বাইয়ের বজেটে ভুল হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ের অকুলান নামমাত্র হইয়াছে। নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয়ে যথার্থ অকুলান হইতেছে:—শুল্কে ১৩,৫৮,৬৮০; টাঁকশালে ১৪,০২,০/০; অহিফেনে ২২,০৪, ১৬০; সমুদায়ে ৫১,৬৪,৮৪০ টাকা।

যদিও এদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যদিও গত বৎসরে বাণিজ্য সম্বন্ধে ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতি হইয়াছে। যে ৫১,৬৪,৮৪০ টাকা অকুলান হইতেছে, এপ্রেল মাস হিসাবে হইলে তাহা না হইয়া উদ্বৃত্ত দাঁড়াইত। একথা মাসি সাহেবকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় সৈন্য দল, ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের অকুলানের প্রধান কারণ। গত ১১ মাসে ৩১,৯১,২৫ ৩০০ টাকা আয় ও হিসাবে ৪৪,৩০,৭৭৭৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু হিসাবে যত টাকা ব্যয় গণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক ব্যয় হয় নাই, তাহা হইলে ৫১.৬৪৮৪০ টাকা না হইয়া ২৩,৯,৫২,৪৭০ টাকা অকুলান হইত। গত বৎসর সেনা সম্বন্ধে হিসাবের অপেক্ষা ১৯,৩৯,৮৯০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সৈন্যদিগকে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জাহাজ ভাড়া ও পাথেয় প্রভৃতিতে ৫৮,১১,২৬০ টাকা পড়িয়াছে। ফলতঃ যে অকুলান দেখান হইতেছে, তাহার দেড়া সৈন্যদিগের বাজে ব্যয় হইয়াছে। সর উইলিয়ম মানসফিলড ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি। তিনি নিজে ৫০০০ ইউরোপীয় সৈন্য কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের সে মত নহে। দেশ উৎসন্ন হইতেছে। লোকে আর কর দিতে পারেন না, দরিদ্র পীড়ন করা হইতেছে, ৫০ হাজারের অধিক ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না, তথাপি অধিক সৈন্য রাখিয়া অধিক ব্যয় গ্রস্ত হইতে হইবে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই এক চমৎকার রাজনীতি হইয়াছে

বর্ত্তমান বৎসরে ৪৭,৩৪,০৬,৩২০ টাকা আয় ও ৪৭,৩৪,০৬.৩২০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। গত বৎসর সৈনিক ব্যয় ১২,৩৩,৮৯,৫৯০ টাকা দেওয়া হয়, এবার তাহাদিগকে ১২,৬৫,৭৯,২০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়া যে টাকা আদায় করা হইতেছে তাহার চারি অংশের তিন অংশ সৈনিক ব্যয় হইতেছে। বারিক প্রভৃতির জন্য এবার ৫৮ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করা হইবে। সমুদয় বারিকের নিমিত্ত সাড়ে এগার কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এ টাকা সমুদায় কর্জ্জ করা উচিত ছিল। রাজস্ব হইতে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পরিশোধ করিলে ক্ষতি হইত না। মাসি সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন "সৈন্যদিগের স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতার উপায় যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল; ইহাই যথার্থ পরিমিতব্যয়িতা।" ভাল বটে, কিন্তু দরিদ্র মারিয়া এ কাজ করা উচিত হয় না।

মাসি সাহেব শুল্ক সম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সন্তোষকর নহে। চাউলের রপ্তানীর কর দুই আনা ছিল, তিন আনা হইয়াছে। কিন্তু সোরা ও কলের শুল্ক উঠিয়া গেল, অথচ ইহাতে কর লইলে কাহারও ক্ষতি নাই। সরাপের মাসুল সমান রহিল, গণি থলের কর রহিল। পাটের কর উঠিয়া গেল। হব হাউস সাহেবের ষ্টাম্প বিল বিধিবদ্ধ হইবে, এই স্থির করিয়া ৫০ লক্ষ টাকা ইষ্টাম্প অধিক ধরা হইয়াছে। ৮ লক্ষ মকদ্দমার মধ্যে ৭ লক্ষ মুন্সেফদিগের আদালতে হইয়াছে। দরিদ্র লোকেরা মুন্সেফের আদালতে যান। ইহাদিগের উপর আবার মকদ্দমার ব্যয় বৃদ্ধি করা হইবে। ধনীলোকদিগের ইহাতে কিছুই ক্ষতি হইবে না। দরিদ্রদিগের অনেককে ব্যয়ের ভয়ে ন্যায্য বিষয় হইতে বঞ্চিত

হইতে হইবে বজেটে কেবল একটি আনন্দকর বিষয় আছে। বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ৮২,১৬ ৬৭০ টাকা দেওয়া হইয়াছে গত বৎসর অপেক্ষা ১৪ লক্ষ টাকা অধিক দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডীয় ব্যয় কিঞ্চিৎ কমিয়াছে।

এক্ষণে আমরা মাসি সাহেবের নূতন লাইসেন্স করের বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার "দরিদ্রমারী কর" এই নাম দেওয়া উচিত। ইহাতে কেবল দরিদ্রদিগকে করভারবহন করিতে হইবে। জমীদারী ও গবর্ণমেণ্টের কাগজে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা পান, তাঁহাদিগকে কর দিতে হইবে না। মাসি সাহেব বলেন চির স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, অতএব জমীদার দিগের স্কন্ধে আর করভারক্ষেপণ করা অন্যায়। কাগজধারীকেও কর দিতে বাধিত করা অনুচিত। বণিক ও সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়ীকে কর দিতে হইবে। যে সকল সৈনিক ও পুলিষ কর্ম্মচারির বাৎসরিক ৬০০০ টাকার ঊর্দ্ধ আয় হইবে না ও গবর্ণমেণ্টের যে সকল ভৃত্য বাৎসরিক ১০০০ টাকার ন্যূন বেতন পান, তাঁহা দিগকে কর দিতে হইবে না। কিন্তু অন্য অন্য ভৃত্য সকলের বাৎসরিক ২০০ টাকা আয় হইলেই কর দিতে হইবে। নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে কর আদায় হইবে:—

প্রথম শ্রেণী।

	বাৎসরিক কর।
প্রত্যেক জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি যাঁহাদিগের দশ লক্ষ টাকা মূল ধন প্রদত্ত হইয়াছে	২০০০ টাকা
ঐ ৫ লক্ষ অবধি দশ লক্ষ	১০০০ ঐ
ঐ যাঁহাদিগের ১ লক্ষের অধিক নহে	৫০০ ঐ

দ্বিতীয় শ্রেণী।

যে সকল লোকের বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা বা তাহার অধিক আয় হয়	২০০ ঐ

তৃতীয় শ্রেণী

" ৫০০০ অবধি ১০,০০০ পর্য্যন্ত	১০০ ঐ

চতুর্থ শ্রেণী।

" ১০০০ অবধি ৫,০০০ পর্য্যন্ত	২০ ঐ

পঞ্চম শ্রেণী।

" ৫০০ অবধি ১০০০ পর্য্যন্ত	১০ ঐ
" ২০০ অবধি ৫০০ পর্য্যন্ত	৪ ঐ

গবর্ণর জেনরল যদি আবশ্যক জ্ঞান করেন কোন কোন ব্যক্তিকে এই কর হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

অবিমৃষ্যকারিতা বিজৃম্ভিত এই কর রাজনীতি, যুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ। দরিদ্র দিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে বলিয়া লবণের কর হয় নাই। কিন্তু ইহার অপেক্ষা লব ণের কর কি প্রার্থনীয় নয়? ইহার কোন প্রণালী নাই এবং সামঞ্জস্য নাই। ৫০০০ টাকা যাঁহার আয় তিনিও যাহা দিবেন, ৯৯৯৯ টাকা যাঁহার আয় তিনিও তাহা দিবেন। এক জন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সুন্দরবনের কষ্ট ও পীড়া ভোগ করিয়া বাৎসরিক ১০ ০০০ টাকা পান, তাঁহাকে ২০০ টাকা দিতে হইবে। আর মাসি সাহেব সিমলায় বসিয়া একলক্ষ বিংশতি সহস্র টাকা পান, ও রাজভোগ করেন এবং গবর্ণর জেনরল আড়াই লক্ষ টাকা পান, ও ঐ মনোহর স্থানে থাকেন। তাঁহাদিগকেও ঐ টাকা দিতে হইবে। মাসি সাহেব এরূপ অসমঞ্জস করের সৃষ্টি না করিয়া ৫০০০ টাকার অধিক বার্ষিক আয়বান্ ব্যক্তি মাত্রের উপর ইনকম টাক্স করিলেন না কেন? তাহা করিলে তিনি কখনই এরূপ বিরাগভাজন হইতেন না। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রতিবাদ করিলে তাঁহার মত যে আদৃত হইবে কোনক্রমেই এরূপ বোধ হইতেছে না।

মফস্বলের চৌকীদারী।

ইহার উৎকর্ষ সাধনার্থ নানা প্রকার কল্পনা ও জল্পনা হইতেছে। নানা মুনি নানা মত করিতেছেন। কিন্তু কেহই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। ব্যয়সংক্ষেপে যে উৎকর্ষসাধন চেষ্টা হইবে, তাহাতে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ সম্ভাবনা নাই। যদি অধিকতর অর্থ সংস্থান হয়, উৎকর্ষ সাধনের অনেক পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে। কোথা হইতে সেই অর্থ সংগৃহীত হয়, অগ্রে সেই চিন্তা করাই আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত অতিরিক্ত অর্থ দিবেন না, তাঁহারাই বা কোথায় পাইবেন? প্রজার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। অনেক গ্রামের এরূপ অবস্থা আছে যে তথায় প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হইবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা নাই। যে গ্রামে অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে, তত্রত্য লোকেরও নূতন করের নাম শুনিলে হৃদয় কম্পিত উদ্বেজিত ও অসুখিত হইয়া উঠে। অত্যাচারও নানা প্রকার হয়। মিউনিসিপাল ও চৌকীদারী টাক্সে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অতএব যদি এরূপ কোন উপায় থাকে, যে তদ বলম্বন করিলে প্রজার বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহারই শরণ লওয়া শ্রেয়ঃকল্প। সে উপায় এই:—

এক্ষণে মফস্বলের যেখানে যেরূপ চৌকীদারীর নিয়ম আছে, সেইখানে সেইরূপ থাকুক, তাহার বিশেষ পরি বর্ত্তের প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র বিশেষ করা হউক, গ্রামের জমীদার ও মণ্ডল চৌকীদারের প্রতিভূ হইবেন। চৌকীদার স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষা অথবা আলস্য করিলে কিম্বা অনুচিত ক্রিয়া গোপন করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ থানায় রিপোর্ট করিবেন, যদি রিপোর্ট না করেন, তাঁহারা দণ্ডনীয় হইবেন এবং

তাঁহারা মাসে মাসে গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে বেতন আদায় করাইয়া দিবেন। পুলিসের লোকেরা তাঁহাদিগের উপরে ভার সমর্পণ করিয়াই যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহাও হইবে না। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে এবং চৌকীদারেরা কিরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। গ্রাম মধ্যে চৌর্য্যাদি হইলে চোর ও চৌকীদার কোনরূপে অব্যাহতি না পায়। পুলিস সর্ব্বদা অনুসন্ধান লন, ইহা জানিতে পারিলে চৌকীদার সতর্ক থাকিবে সন্দেহ নাই। যেখানে পুলিসের তত্ত্বাবধান অধিক, সেইখানেই চৌর্য্যাদি প্রাদুর্ভাব অল্প, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। পুলিস যদি তত্ত্বাবধানে মনোযোগী হন, কোনরূপেই গ্রাম্য চৌকীদারীর উৎকর্ষ লাভ হইবে না।

স্কুল ইনস্পেক্টর ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও গ্রাম্য বিদ্যালয়।

গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির যে বাঞ্ছানুরূপ উৎকর্ষলাভ হইতেছে না, অনেকে তাহার এই হেতু নির্দ্দেশ করেন, স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা যথাবিধি তত্ত্বাবধান করেন না। এ অভিযোগ অমূলক নহে। আমরা ইহার অনেক প্রমাণ দর্শন করিয়াছি। যে যে কারণে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের তত্ত্বাবধান বিষয়ে অনাস্থা দোষ তাহার অন্যতর সন্দেহ নাই। পাঠকগণ আমাদের দর্শন করিবেন, এক জন পত্রপ্রেরক এই অভিযোগ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রধান পুরুষদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপের অনুরোধ করিতেছি। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা যদি নিয়মিতরূপে স্কুলে যান, বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি অচিরকাল মধ্যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে সন্দেহ নাই। নিম্নে যে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের দীর্ঘসূত্রতার সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।

এদেশে সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরে কয়েক ব্যক্তি যত্নবান ও উদ্যোগী হইয়া "রাজপুর ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়" নাম দিয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এক কমিটী হইয়া উহার কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিছু দিন কাজ সুন্দররূপ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে কমিটীর মেম্বরদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে স্কুলটী পাছে উঠিয়া যায়, এই শঙ্কা করিয়া কেহ কেহ মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং যিনি বিবাদের প্রধান কর্ত্তা তাঁহার হস্তে বিদ্যালয়ের সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। অন্য অন্য মেম্বরেরা উহার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি উহা দুরবস্থাগ্রস্ত হইল। উহার দুরবস্থার বিষয়ে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, ভারগ্রাহী বরাবর গ্রামস্থ লোকদিগের নিকটে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি মধ্যে একবার একটী সভা করিয়া বিদ্যালয়টীর উন্নতি সাধন চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শেষে প্রতিবেশিস্থ একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সহিত উহার যোগ করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। কিন্তু সেই উন্নতি দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইল না। অধ্যক্ষদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। বিদ্যালয়ে দুর্নীতি বিস্তৃত হ্যে বুঝেকটী মারাত্মক দোষ ছিল, উন্মূলন চেষ্টাই এ বিবাদের মূল। আগন্তুক ব্যক্তি বিদ্যালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

২৪ পরগণার মধ্যে রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটী গ্রাম আছে, তথায় মধ্যাবস্থ অধিকসংখ্য ভদ্রলোকের বসতি। তাঁহাদিগের অনেকে উক্ত ঘটনায় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। সন্তানদিগকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখান, অনেকের এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাজপুর বিদ্যালয় পুরাতন অধ্যক্ষের হস্তে থাকিতে যে তথায় ভালরূপ লেখাপড়া হইবার সম্ভাবনা নাই, অনেকের এ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি পরিস্ফুটরূপে নয়নগোচর হইতেছে। প্রায় দেড় শত বালক হইয়াছে। বালকদিগের নিকট হইতে এক ও দুই টাকা করিয়া বেতন গ্রহণের নিয়ম করা হইয়াছে।

ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের দীর্ঘসূত্রতার বিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে, যেন কদ পাঠকগণ এ কথাটী বিস্মৃত হইয়া যান নাই। এক্ষণে তবে শ্রবণ করুন। নূতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ইনস্পেক্টর ও ডাইরেক্টরের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা ছাত্রদের বেতন ও চাঁদা উভয় একত্র করিয়া মাসে মাসে ২৫০ টাকা দিবেন আর গবর্ণমেণ্ট ১০০ টাকা দিন, এই ৩৫০ টাকা মাসিক ব্যয় হইলে অপেক্ষাকৃত একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইতে পারে। এক্ষণে রাজপুর প্রভৃতির লোকদিগের যেরূপ বিদ্যানুরাগ জন্মিয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ এরূপ একটী বিদ্যালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ৩।৪ মাস অতীত হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত ইহার উত্তর পাওয়া গেল না। পার্শ্বে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় রহিয়াছে, তথাপি বালকেরা নূতন বিদ্যা

দায়ে অধিক বেতন দিতে যাইতেছে কেন, ইনস্পেক্টরের এত দিনের মধ্যে ইহারও অনুসন্ধান করিবার অবসর হইল না? যদি বলেন, পার্শ্বস্থ বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করা হইতেছে, পার্শ্বস্থ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বরাবর বিদ্যালয় চালাইয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে কিরূপে বঞ্চিত করেন এবং তাঁহাকেই ইনস্পেক্টর সাহায্য দান করিবেন এইরূপ বচনবদ্ধ হইয়াছেন। ইহার উত্তরদান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে প্রদেশে সাহায্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এগুলি তাহার বিরুদ্ধ কথা। যেখানে জ্ঞান পড়াশুনা না হয়, সেখানে সাহায্যদান করিবার কি নিষেধ নাই? তাদৃশ স্থলে ইনস্পেক্টরের বচনবদ্ধ হওয়া কি উচিত? যে বিদ্যালয় যাবতীয় উন্নতির মূল, যাহাতে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে উৎসাহদান কি ইনস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? যাঁহার হস্তে উন্নতিসাধনের ভার সমর্পিত আছে, তিনি যদি সেই উন্নতিপথে কণ্টক রোপণ করেন, তিনি কখন সাধুবাদী বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারেন না। আমরা যে দুই বিদ্যালয়ের কথা উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এক প্রকৃতিরও নহে। নূতনটী ইংরাজী সংস্কৃত ও পুরাতনটী ইংরাজী বাঙ্গলা। যাঁহারা নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই পুরাতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতএব পুরাতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও দাওয়া নাই। তবে তিনি অধিক দিন বিদ্যালয় চালাইয়াছেন এই কথা বলিবেন? এ কি ব্রহ্মোত্তর ভূমি যে ভোগ দ্বারা স্বত্ব প্রমাণ হইবে? যাঁহা হইতে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে, তিনিই সাহায্য পাইবেন, আর যাঁহা হইতে উন্নতি না হইবে, তিনি [illegible] না, এই ইহাই সাহায্যদান প্রণালীর [illegible]। যুক্তি দিয়ে বিনা পক্ষপাতে এই দিগের অনুসরণ করা না হইবে, ততদিন সাহায্যদান প্রণালীর সম্যক ফলোপধায়িনী হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রস্তাবিত বিদ্যালয় দ্বয় ত ভিন্নজাতীয়, এক জাতীয় নিকটস্থ দুটি বিদ্যালয়েও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাহায্যদান করা হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক আছে, এ ব্যবহারের অনুসারেও হরিনাভি বিদ্যালয় সাহায্য লাভে অধিকারী হইয়াছে।

এই প্রস্তাবটী লিখিত হইয়া সীসাক্ষর নিবদ্ধ হইলে পর দেখা গেল উড্রো সাহেব আসিয়া নূতন ও পুরাতন উভয় স্কুলের একতাসম্পাদন চেষ্টা পাইতেছেন। এ বিষয়ে যদি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কেবল যে আমাদিগের ক্ষোভ দূরীকৃত হইবে এরূপ নহে, তাঁহা হইতে এ প্রদেশের একটী মহোপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তিনি এ প্রদেশের লোকদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন ও হৃদয়ে চিরজাগরূক হইয়া থাকিবেন। তিনি চেষ্টা পাইলে উভয় স্কুলের একতাসম্পাদন অসাধ্য হইবে কোনক্রমেই আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। রাজপুর প্রভৃতি যেরূপ স্থান তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে কহিতে পারি, উড্রো সাহেব যদি উল্লিখিত দুটি স্কুলের একতাসম্পাদন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়া যান, ইহা গবর্ণমেণ্টের জেলা স্কুলের ন্যায় একটী বৃহৎ স্কুল হইতে পারে।

মুসলমান সাহিত্য সভা।

১৯ এ ফাল্গুন শনিবার রাত্রিতে টৌনহালে মুসলমান সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এদেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর জেনরল, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান লোকেরাও আগমন করেন। মৌলবী আবদুললতিফের কৃত পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দর্শন করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে যে ব্যক্তি দর্শকদিগের প্রমোদ বর্দ্ধনের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই আপন আপন কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা বাবু কানাইলাল দের প্রদর্শিত রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্য দর্শনে সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। গবর্ণর জেনরল একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া মৌলবী আবদুল লতিফের প্রশংসা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। তিনি বলিলেন, মৌলবীর চেষ্টায় সাহিত্য সমাজ স্থায়ী হইয়া মুসলমানদিগের অসাধারণ হিতসাধন করিবে এবং এজন্য তিনি যে চেষ্টা পাইতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া পুরস্কারদানে বিমুখ হইবেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সৈদ আহম্মদ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন। সৈদ আহম্মদ কেবল মুসলমানদিগের নহে, স্বদেশীয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বির হিতার্থ চেষ্টা পাইতেছেন। কলিকাতার সমাজ কেবল মুসলমানদিগের নিমিত্ত হইয়াছে, কিন্তু এটীও সাধারণের মঙ্গলবিধায়ী হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা। সৈদ আহম্মদ প্রকাশ্য দরবারে পুরস্কার পাইয়াছেন। এখন আমরা মৌলবী আবদুললতিফকে সভাজিত ও পুরস্কৃত দর্শন করিলেই পরিতুষ্ট হইব।

পালামাউ।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামাউ পরগণার ভূগোল ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। মেজর জি হণ্টর টমসন এ খানি লিখিয়াছেন। সাধারণে পাঠকগণের এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা দেশের কোন বিশেষ বিভাগের করপ্রণালী, ভূমির বন্দোবস্ত, উৎ-

পন্ন দ্রব্য ও পশ্বাদির বিষয় জানিতে অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইবে। আমরা দুঃখিত হইলাম, লেখক তত্রত্য লোকের সামাজিক অবস্থার বর্ণন করেন নাই। তথাকার পুর্ব্বতন ইতিহাসেরও উল্লেখ নাই। বনবিষ্ণুপুর ও ত্রিপুরা প্রভৃতির রিপোর্টে আমরা এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

জরীপ করিলে পালামাউ পরগণা ৩৬৫০ বর্গ মাইল হয়। ইহার মধ্যে ৪৫৬ বর্গ মাইল মাত্র কৃষ্ট, আর ২৩৯৯ বর্গ মাইল বনজঙ্গলপূর্ণ। (বন পরিষ্কৃত করিলে উত্তম চাষ হইতে পারে) ৬০৮ বর্গ মাইল পর্ব্বতপূর্ণ, এবং ১৮৭ বর্গ মাইল কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী। এই পরগণা ২৫ টী মৌজাতে বিভক্ত। এখানে জমীদারেরা সাধারণতঃ প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। এখানে অধিকপরিমাণে বৃষ্টি হয়। তন্নিবন্ধন শীত ও গ্রীষ্মকালে জ্বর ও ওলাউঠার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বর্ষাকালও নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। ভূমি উর্ব্বর। চাউল প্রধান শস্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লৌহ ও কয়লা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উত্তম রাস্তা না থাকাতে এ সমুদায়ের কার্য্যোপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। মেজর টিমসন বলেন ৪৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত কোএল নদের তীরে ক্রমাগত কয়লা দেখা গিয়াছে। সমুদায় ভারতবর্ষের বহুভাগ এ কয়লায় কাজ হইতে পারে। উত্তম প্রস্তরও বিস্তর পাওয়া যায়। এখানে ঔষধের গাছ গাছড়া বিস্তর দেখা যায়, ইহার মধ্যে ইন্দ্রযব, বংশলোচন প্রভৃতি প্রধান। সমুদায় পরগণায় ১,৫৩,৭৮৩ জন লোকের বসতি। রজঃপুত্র, ব্রাহ্মণ ও কুরমির সংখ্যা অধিক। কয়েক সহস্র চিক ও মুকতিরকিও বাস আছে। ইহারা অধিকাংশ দোষাশ্রয়কারী ও দুষ্ট। পাঁচ অংশের চারি অংশ লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে।

পালামাউ এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ বলিয়া এইরূপ, কিন্তু বন পরিষ্কৃত ও রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইলে এটি একটী উত্তম স্থান হইতে পারে। প্রধান শ্রেণীর রেলওয়ে সমূহ সমাপ্ত হইতে চলিল। অতঃপর এই সকল স্থানের রেলওয়ে ও রাস্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। পালামাউয়ে এক্ষণে এক জন মুন্সেফ ও এক জন ডেপুটী কমিসনর কাজ করিতেছেন, কিন্তু রাস্তা ঘাট ভাল হইলে অন্য অন্য বিভাগের ন্যায় ইহাতেও অনেক সংখ্যক কর্ম্মচারির আবশ্যকতা হইবে। গবর্ণমেণ্টের অদ্যাপিও যে কত কাজ করিতে আছে, পালামাউ প্রভৃতি প্রদেশ সকল তাহা জানাইয়া দিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সমাজ।

৯ ই মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর টাউন হল গৃহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাজ হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে গবর্ণর জেনরল ও অন্যান্য অনেক প্রধান ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় সভ্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে রেজিষ্ট্রার সটক্লিফ সাহেব গত পরীক্ষার বিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপরে বাইসচান্সেলর ক্লেমেন্স ডেবিস সাহেব বি এল, এল এম এ এবং বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে পারিতোষিক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করিলেন। উপাধিদান সমাপ্ত হইলে ডেবিস সাহেব সংক্ষেপে একটী উপদেশ বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমে লর্ড বিশপ কটনের মৃত্যুর জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ ঋণী আছেন ও তাঁহার অভাবে ইহার যেরূপ [illegible] সর্ব্ব [illegible] ডফ সাহেবেরও এতদ্দেশ পরিত্যাগ স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবারেও পুনঃ পুনঃ সেইরূপ করিলেন। তাঁহার মতে যাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীকে দোষ বলিয়া দুষিত করেন, তাঁহারা অতি অনভিজ্ঞ। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। ১ম, এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গণিতশিক্ষায় ইউরোপের এমন কি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিলেই হয়, কিন্তু এবারে যিনি বি এ পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা ঐ স্কুলের উচ্চশিক্ষার প্রায় তুল্য দেখা গিয়াছে। ২য় মহোবিজ্ঞানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু এবারে মনোবিজ্ঞানে যিনি এম এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইলে তথাকার পরম গৌরবের হইত। তিনি অতি প্রমাণিক ইউরোপীয় শিক্ষাপারদর্শী পরীক্ষকদের মতের অবলম্বন করিয়াই একথা বলিতেছেন। ৩য়, এবারে যাঁহারা বি এল পরীক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের (মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) [illegible] কথা উল্লেখ করি। [illegible] পুরাতন বিচারক [illegible] বিচারকার্য্য [illegible] হইয়াছে। ইহারা এখনও [illegible] নাই বটে, কিন্তু [illegible] অধিক [illegible] হইতেছে। ইহাঁরা কিছু দিন পরে [illegible] বিচক্ষণ হইয়া উঠিবেন। [illegible] ইহাঁদিগের [illegible] ফলত এতদ্দেশীয় শিক্ষিতেরা ক্রমশঃ ইউরোপীয় কৃতবিদ্য [illegible]

ছেন। ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। এদেশে পদার্থ বিজ্ঞান অধিক পরিমাণে আন্দোলিত ও অধীত হয়, তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ক্রটী করেন নাই। পরিশেষে ইংরাজেরা নানা স্থান হইতে যে উন্নতি লাভ করিতেছেন এবং এদেশীয়দিগকে তদ্দ্বারা উন্নত করিয়া তুলিতেছেন এজন্য তিনি স্বজাতির গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে এবং এদেশের মহৎ পরিবর্ত্তনের আশা করিতে পারেন বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। পরক্ষণেই সভা ভঙ্গ হইল।

নূতন পুস্তক।

১। দুর্ভিক্ষ দমন নাটক। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ তর্করত্ন ইহার রচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কালে লোকের যে দারুণ কষ্ট হয় ইহাতে তাহা বর্ণিত এবং যে সকল ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যদান করেন, তাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত ও গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে পদ্যের ভাগ অধিক আছে। গদ্য ও পদ্য উভয়ই উত্তম হইয়াছে। গ্রন্থখানি নাটকাকারে রচিত হইয়াছে, কিন্তু দুটী কারণে ইহার অভিনয় যোগ্যতার ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে। প্রথম ইহা রূপকপূর্ণ। আনটন অনশন [illegible] শোক প্রভৃতি সেনাপতিগণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যাঁহারা কথোপকথন করিবেন, তাঁহাদিগের বাক্যগুলি নৈসর্গিক বোধে শ্রোতৃগণের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না [illegible], ইহাতে বহুলপরিমাণে পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অভিনয় হবে। [illegible] চমৎকারিতা থাকিবার সম্ভাবনা [illegible]।

২। ভারত কুসুম, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রণীত। সভ্য বড়লোকের নিকটে অর্থ, কেবল গ্রন্থে পাওয়া যায় না, ইহা প্রতিপন্ন করা এবং জাতিভেদের নিন্দা করা ইহার উদ্দেশ্য। লেখা মন্দ হয় নাই। গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, "আমিও কোন একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনকার মনস্তুষ্টি সাধন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম এমন সময় হঠাৎ বিলাতী কটেজের আকার মদীয় মনোমুকুরে আবির্ভাব হয়। অনুচিকীর্ষা বৃত্তিটীও আনুষঙ্গিক বলবতী হওয়ায় তদ্দ্বারাও উহার গঠন কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করণানন্তর বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে এই সামান্য কুটীর খান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" যে অবলম্বনে ও যেরূপে গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা পাঠকগণের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৩। গণিতবিজ্ঞান। শান্তিপুর ইংরাজীবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "যদিও ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, তথাপি ইহার অধিকাংশই প্রসিদ্ধ বারনাড স্মিথের অঙ্কপুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং চেম্বর্স ও কলিঙ্গকৃত পাটীগণিত হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে যেসকল প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় কপোলকল্পিত, ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে বারনাড স্মিথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়াছি।" শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দ সকলও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে।

৪। পাটীগণিত, প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। ইহাতে অনেকগুলি সহজ ও কৌশল রচিত প্রশ্ন আছে। দিন দিন বাঙ্গলা ভাষায় সমুদায় বিষয়েরই গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এবার পাঠকগণ দুইখানি নূতন পাটীগণিত দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করুন।

৫। দেহ রক্ষক। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। কবিরত্ন চরকাদি নানা গ্রন্থ হইতে ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি কয়েকটী দেহ রক্ষার উপযোগী বিষয় সঙ্কলন করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কবিরত্ন তাহার বাঙ্গলা করিয়াছেন। মৈথুনাদি দুই একটী বিষয় পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত।

৬। মুকুন্দ বিলাপ। গ্রন্থকারের নাম নাই। কৃষ্ণনগর বঙ্গপুস্তকালয় ইহার প্রকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (ইহাঁর উপাধি কবি কঙ্কণ) বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা দুরাত্মা মামুদ সরিফের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রকলত্রসহ নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে তিনি যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৭। ছাত্রবোধ পদ্যাঙ্কুর। প্রথম ভাগ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন গুপ্ত ইহার প্রণয়নকর্ত্তা। এখানি পদ্যময়। পদ্যগুলি মধ্যম প্রকার হইয়াছে।

৮। ১৮৬৮ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অর্থ পুস্তক। শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহা ক্রমশ ক্রমশ প্রকাশ হইতেছে। পুস্তকখানি কিছু বৃহৎ হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে কবিতার অন্বয় তাৎপর্য্য ব্যুৎপত্তি কারক সমাস ও প্রত্যয়াদি বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা যেরূপে প্রণীত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যায়, ছাত্রগণ এতৎপাঠে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

রাজা আনন্দনাথ রায় বাবু দিগম্বর মিত্র রামগোপাল ঘোষ ও মুন্সি আমীর আলিকে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইবার স্বত্ব দেওয়াতে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করেন। রাজা আনন্দনাথ রায়ের শ্রেণির প্রায় সকলে এই স্বত্ব পাইয়াছেন। অপর তিনজনই বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। সর সিসিল বিডন অভিনন্দনের জন্য একাজ করিয়াছেন এ কথা নিতান্ত অন্যায়। তাঁহাকে অভিনন্দন দেন এমত লোক এদেশে নাই।

চন্দননগরে এক মিউনিসিপালিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। এটি সময়ের গুণ।

নসরআলী নামক মাদ্রাসার একছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাগজ চুরি করাতে সেসন জজে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

প্রধান বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন। আপীল বিভাগের যাবতীয় উকীল কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি করিতে পারিবেন। কোপান সাহেব ইহার যে প্রতিবন্ধকতা করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এতদিনের পর যথার্থ কাজ হইল। এপর্যন্ত ছোটআদালত ফিরিঙ্গি ও আর্মেণীয়দিগের এক চেটিয়া ছিল।

গবর্ণর জেনরল আলীগড়ের সৈদ আহম্মদকে মেকলের এক প্রস্থ গ্রন্থ ও একখানি স্বর্ণমেডাল পুরস্কার দিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রাদুর্ভাবের চেষ্টা পাওয়াতে প্রকাশ্য দরবারে ইহা প্রাপ্ত হন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন পঞ্জাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া সকলের বিস্মিত করিয়াছেন। একখানি সংবাদপত্র বলেন তিনি একজন অসাধারণ বক্তা নহেন, তাঁহাতে অলঙ্কার অল্প কিন্তু যথার্থ তর্ক ও অকপট আগ্রহাধিক্য প্রতিকথায় লক্ষিত হয়।

লর্ড ও প্রিন্সেপ সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করাতে ষ্টুয়ার্ট হগ ও আর, কফুল সাহেব সভ্য হইয়াছেন।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট	৫৩,৬৬,৯৭২
বঙ্গদেশীয়	১,১৪,৭০ ৯৯৬
ব্রিটিশ ব্রহ্ম	১৩,৬০,১৪৬
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	১,৯৩,২৮,৭২১
অযোধ্যা	৮৩,৪৮,৮৭৪
পঞ্জাব	৯৪,৮২,৮৪৩
বোম্বাই	১,৬৪,৭২,৩৬৬
মধ্য ভারতবর্ষ	৬৩,১৩,৮৯৮
দাক্ষিণাত্য	৩৭,১৬,২৫৭
মান্দ্রাজ	১,৫৯,৯৯,০৯৮

মোট টাকা ৮,৬৯,৬৩,১৩১ পূর্ব্ববৎসরে এমত সময়ে ১১,৯৫,৬৮,৫২২ ও ১৮৬৪ অব্দে ১১, ১৭ ৮৩,৬৮৭ টাকা ছিল

জব্বলপুরের শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই রেলওয়ে সাধারণের জন্য খুলিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আপাততঃ একখানি করিয়া ট্রেণ গমনাগমন করিবে। এখনও উভয়পার্শ্বে বেড়া দেয় নাই, এজন্য কলের সম্মুখে গোধাবক রক্ষ করিবার যন্ত্র দেওয়া হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের সম্মতির অপেক্ষা আছে। বোম্বাই রেলওয়ে কোম্পানি স্বত্বর রেলওয়ে করিতে পারিতেছেন না। বোম্বাই ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে জব্বলপুরে সংযুক্ত হইলে প্রধান রেলওয়ের শেষ হইল। যতদিন প্রদেশীয় শাখা রেলওয়ে না হইতেছে ততদিন যথার্থ কাজ হইবে না।

বাবু মনমোহন ঘোষ বর্ত্তমান সেসিয়ানে প্রথম মকদ্দমা পাইয়াছেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম তাঁহার মক্কেল মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বারিষ্টরদিগের প্রতি ইংরাজ বারিষ্টরদিগের বিদ্বেষ আছে। আমারা অবগত হইলাম বাবু মনমোহন ঘোষ তিনবৎসর টেম্পলে অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া এখানে আপত্তি হয়। অনেক কষ্টে তাঁহাকে আদালতের পুস্তকালয়ের সভ্য হইতে হইয়াছে। প্রধানকার বারিষ্টরদিগের প্রধান দোষ এই তাঁহারাই জাতিবৈর প্রবল করিবার প্রধান উদ্যোগী। আমরা অনুমতি করি এতদ্দেশীয় বারিষ্টরগণ ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া যথার্থ ধর্ম্মনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক কাজ করিয়া আপনাদিগের উপযুক্ততা প্রদর্শন করিবেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির সর্ব্বশুদ্ধ ৫.৮৩০১০৪৶১০ টাকা আয় হইয়াছে। প্রতিমাইলে ৫১৫৷/৫ আয় দেখা যাইতেছে। কোম্পানি যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের অপব্যয় নিবারণ করিয়া সরকারি টাকা আদায়ের চেষ্টা পাওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিশয় কর্ত্তব্য।

২২ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

লার্ড নেপিয়র সংস্কৃত কালেজ দর্শন করিতে আসিয়া অধ্যক্ষকে বলেন কালেজের অধ্যাপকদিগকে তিনি দর্শন করিতে চাহেন। এতদনুসারে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমণিকে আনয়ন করা হয়। উভয়ে শাসন কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করেন। লার্ড নেপিয়র আক্ষেপ করেন তিনি সংস্কৃত জানেন না। তাহা হইলে অধ্যাপকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী দ্বিভাষির কাজ করেন। লর্ড নেপিয়র বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগকে দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া যান। এ ব্যবহারে শাসনকর্ত্তা ও শাসিত লোকদিগের পরস্পরের সৌহার্দ্দ বিশেষ বৃদ্ধি হয়। সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তাগণ এই চিত্তহারী ব্যবহার করিতে জানেন না।

পঞ্জাবের একখানি সংবাদপত্র তত্রত্য বাঙ্গালীদিগের বিষয়ে লিখিয়াছেন সাধারণ হিতকর কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান হইলেই বাঙ্গালীগণ সর্ব্বাগ্রে তাহার অনুমোদন করেন। যুবক বাঙ্গালীর যে বর্ণনা করা হয় আমরা তাহা পঞ্জাবের বাঙ্গালিদিগের মধ্যে দর্শন করি না। তাঁহারা স্বার্থপর ও আড়ম্বর প্রিয় নহেন। তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান লোক দর্শন করা আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে বাঙ্গালিদিগের পরস্পরের বন্ধুতা ও সাহায্য বিখ্যাত। ঐ অঞ্চলের যাবতীয় সদনুষ্ঠান বাঙ্গালিদিগের দ্বারা হইতেছে। ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের দ্বারা চালিত হইতেছেন। এটি কেবল গ্রীপ্রাঙ্ক বাঙ্গালিরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

২৩ এ ফাল্গুন বুধবার

উইল সন কেজ্ঞায় গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয়ে জজ নিযুক্ত করিয়াছেন।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়ার যেসকল জাতিকে জয় করিয়াছেন তাহাদিগকে খৃষ্টিয়ান করিবার জন্য এক মিসনরি সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন। আপাততঃ অলটে পর্ব্বত ও বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত জাতিসমূহকে খৃষ্টিয়ান করিবার চেষ্টা হইবে। রুশীয় রাজ্ঞী নিজে মিসনরি সমাজের অধিষ্ঠাত্রী। ভারতবর্ষীয়গণ দেখুন ব্রিটিশ ও রুশীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কত প্রভেদ। কল্য যে দেশ জয় করা হইয়াছে অদ্য

তত্রত্য লোককে খৃষ্টিয়ান করিবার চেষ্টা প্রকাশ্য রূপে হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন না। এমত অবস্থায় যাহারা বলে কাল ক্রমে গবর্ণমেণ্ট সকলকে খৃষ্টিয়ান করিবেন তাহাদিগের কথায় কি বিশ্বাস করা উচিত?

বহুবাজারে বাবাজেদীঘী তত্রত্য লোকের সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া স্নানের এক মাত্র স্থান। জষ্টিসেরা ঐ পুষ্করিণী আচ্ছাদিত করিয়া তথায় পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধীয় এক কারখানা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত উক্ত পল্লীনিবাসিগণ প্রধানতম বিচারালয়ে এক আবেদন করিয়া জষ্টিসদিগকে নিষেধ করিবার প্রার্থনা করেন। বিচারপতি ফিয়ার এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহার নিকটে না আসিলে ভাল হইত। জষ্টিসেরা যখন পুষ্করিণী বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন তখন হইলে ব্যবস্থাপক সভায় পল্লীনিবাসিদিগের আবেদন করা উচিত ছিল। পুষ্করিণীটি সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য অতি আবশ্যক। জষ্টিসদিগের প্রয়োজন হইলে পার্শ্বস্থিত কোন ভূখণ্ডে কারখানা করিতে পারেন। এই পুষ্করিণীটি থাকিলে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বাটীর ভাড়া কমিয়া যাইবে।

গত রবিবার পাথুরিয়া ঘাটায় ভয়ানক অগ্নি লাগে। প্রায় তিনলক্ষ টাকার দ্রব্য ও কয়েক খানি পাকা বাটী নষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আগুন ছিল।

২৪ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

গত কল্য টেলিগ্রাম আসিয়াছে লার্ড ক্রাণবোরণের সহিত মন্ত্রিবর্গের মহাসভার প্রণালী সংশোধন বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি পদ ত্যাগ করিয়াছেন। লার্ড ক্রাণবোরণের পদত্যাগ ভারতবর্ষের মঙ্গলের হেতু। তিনি যে অল্পকাল ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় মধ্যবিধ ও নিম্নশ্রেণী তাঁহার নিকটে কিছুই উপকার প্রত্যাশা করিতে পারেন। তিনি আর কয়েক মাস পদস্থ থাকিলে কণ্ট্রাক্ট আইন বিধিবদ্ধ হইত। নাসি সাহেবের দরিদ্র পীড়নকারী ব্যবসায়ের কর লার্ড ক্রাণবোরণের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। এক্ষণে যে প্রকার ভয়ানক ও অত্যাচার মূল আইন হইতে চলিল তাহাতে লার্ড হালিফাক্সের পুনরাগমন প্রার্থনীয় হইতেছে।

অযোধ্যায় সিবিলিয়ানদের অভাব হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কয়েক জন সৈনিককে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

অদ্য ভারতবর্ষীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে। সভা বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে হইবে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এ সময়ে অনেকে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। রাত্রিতে সভা হওয়া কর্ত্তব্য।

২৫ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

যশোহরের ছোট আদালতের ক্লার্কের নামে উৎকোচের অপরাধে নালীশ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব ও জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। বিস্তর সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে প্রত্যর্থি উৎকোচ গ্রহণ ও মিথ্যা হিসাব লিখিয়াছিলেন। প্রত্যহ বিস্তর লোক অনুসন্ধানের সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হন।

এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞান সমাজে ১১২ জন মাত্র সভ্য হইয়াছেন।

২৬ এ ফাল্গুন শনিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, আমীর সিয়ার আলি খাঁর সপক্ষ সর্দ্দার সিয়ার আলি খাঁ আমীরের কৃত প্রস্তাব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার উদ্দেশে করাচিতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহার কলিকাতায়ও আগমন বৃথা। গবর্ণমেণ্ট এরূপ স্থলে নিরপেক্ষ রাজনীতি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

উক্ত পত্র বলেন, বিশপ কটনের জীবন চরিত প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সম্পাদক ই, বি, কাউএল সাহেবকে এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোনীত করেন। আমারাও সম্পূর্ণ হৃদয়ে ইহার অনুমোদন করিতেছি। কাউএল সাহেব বিশপ কটনের বিষয় অধিক জানেন।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর রাইট অনরেবল সাইমুর ফিজবালড ২৬এ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাব নামক জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ৩ ই মার্চ যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই ফেব্রুয়ারি—ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। রাজ্ঞী যে, বক্তৃতা করেন, তাহাতে সকলে সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

রিফরম বিলের বিষয় বিবেচিত হইবে।

আয়র্লণ্ডে হেবিয়স কর্পস আইন স্থগিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

জামেকা ঘটিত অভিযোগ আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণর আয়ারের বিচার হইবে।

রাজধানীতে পশুর মড়ক নূতন আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি—বৈকাল। ব্রিটিশ সৈন্যদলকে ভারতবর্ষে কি কি করিতে হইবে এতদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক বিশেষ কমিটী হয়, সেজন্য আইন মহা সভায় এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগকে উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশ সমূহে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সেনাপতি পিল বিশেষ কমিটির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন কতক সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ভারতবর্ষে রাখা আবশ্যক। ব্রিটিশ সৈন্যের পরিবর্ত্তে আসীয়ার সৈন্য লইয়া উপনিবেশীগণ সন্তুষ্ট থাকিবেন কি না, সেনাপতি তাহা সন্দেহ করিয়াছেন। নিয়মিত রেজিমেণ্ট সমূহের পরিবর্ত্তে কেবল ভারতবর্ষীয়দিগকে রাখা যাইতে পারে। এই প্রস্তাব সংশোধন সমেত গ্রাহ্য হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট রিফরম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ফিরাইয়া লইয়াছেন, বৃহস্পতিবার বিল সকল অর্পিত হইবে।

আমেরিকার মহাসভা তুলার অভ্যন্তরস্থ কর পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ ফেব্রুয়ারি—আমেরিকার সেনেট সভা প্রতিনিধির বিল অগ্রাহ্য করিয়া আর দশ কোটি ডলারের নোট বাহির করিবার অনুমতি দিয়াছেন বোহিমিয়ার প্রতিনিধি সভা ভঙ্গ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ—হাউস অব কমন্সে কিনার্ড সাহেব লার্ড ক্রাণবোরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এক্ষণে ভারতবর্ষে চুক্তির আইন কিরূপ। লার্ড ক্রাণবোরণ প্রত্যুত্তর করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে এবিষয়ের এক বিল আসিয়াছে, ইহা আইন কমিসনের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, বিলের মর্ম্ম আইন সঙ্গত নহে, এবং ইহা গ্রাহ্য করা পরামর্শ সিদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁহার নিজের এখনও আশা প্রজা ও নীলকর উভয়ের কষ্ট যায় এমত আইন হইবে।

লণ্ডন ২ রা মার্চ—ফক্রেন সাহেব হাউস অব কমন্সে অনুরোধ করেন, ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কুলি প্রেরিত হয় তাহাদিগের কষ্টের

র মনোযোগী হন। আক্তারলি সাহেব বন্দি কষ্টের কথা অমূলক। পুলিষ রক্ষা হেতু যেরূপ কার্য্য আবশ্যক তাহার কোন ত্রুটি না। °

সভাপতি জনসন দক্ষিণ বিভাগে সৈনিক নিয়ম প্রণালী স্থাপনের বিষয়ে মন্ত্রিদিগের বিবেচনার্থ এক বিল অর্পণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ—রিফরমের বিষয়ে মন্ত্রিসভায় পরস্পর মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ মন্ত্রী প্রতিনিধি মনোনীত করিবার স্বত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। এ জন্য লর্ড কার্ণারবন লার্ড ক্রাণবোরণ ও সেনাপতি পিল পদত্যাগ করিয়াছেন। ডিউক অব রিচমণ্ড স্টাফোর্ড নর্থকোট ও সর জন পাকিংটন তাঁহাদিগের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোরি সাহেব পাকিংটনের ও এলফের সাহেব নর্থকোটের পদ পাইলেন।

আমেরিকার মহাসভা সভাপতির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ বিভাগে সৈনিক শাসন প্রণালী স্থাপনের বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

—oo—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১৮৬৬ সালের বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল।

১৮৬৬ অব্দের মধ্যবিভাগস্থ বাঙ্গলা ও ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল, বহির্গত হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নাম, প্রতিশাপায় প্রাপ্ত সংখ্যা তৎসমষ্টির সহিত, ক্রমানুসারে মুদ্রিত হইয়া এই বিভাগস্থ সমুদায় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই বিভাগের ৮৪ টী বিদ্যালয় হইতে ২৮৭ টী বালক বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। এই বালকদিগের সহিত যোগাযোগ বা ওকালতি দিবার জন্য এই পরীক্ষায় প্রশংসা পত্রার্থী হইয়া অপর একটী লোকও পরীক্ষা প্রদান করেন। তাহাতে সমুদায়ে ২৮৪ টী পরীক্ষার্থী হয়। তাহার মধ্যে ২৬৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কেবল ১৭ টী বালক উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককে তিন বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বালক পূর্ণ সংখ্যায় অর্দ্ধ বা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইয়াছে, তাহাদিগকে প্রথম বিভাগে যাহারা অর্দ্ধেকের ন্যূন হইতে দুই পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত রাখিয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিতীয় বিভাগে এবং দ্বিপঞ্চমাংশের নিম্ন হইতে এক পঞ্চমাংশ সংখ্যা প্রাপ্ত বালকদিগকে তৃতীয় বিভাগে পরিগণিত করা হইয়াছে। তদনুসারে উল্লিখিত ২৬৭ টী পরীক্ষোত্তীর্ণের মধ্যে ২৪ টী প্রথম বিভাগে ৯২ টী দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৫১ টী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই বিভাগে ৫০ টী চতুর্ব্বার্ষিক ও ৫০টী এক বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু গত বৎসর হইতে উক্ত উভয়বিধ বৃত্তিরই ২ টী গ্রহণ পূর্ব্বক হুগলি জেলার মেদিনীপুরান্তর্গত জাহানাবাদ বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যবিভাগে উভয়বিধ বৃত্তির সংখ্যাই ৪৮ টী দাঁড়াইয়াছে। এই মধ্য বিভাগের মধ্যে ২৪ পরগণা বারাসত, হুগলি, হাবড়া, নদীয়া ও মুরসিদাবাদ এই কয়েকটী জেলা আছে। বৃত্তির বণ্টন বিষয়ে ইনস্পেক্টর সাহেব লিখিয়াছেন যে "উপযুক্ত পাত্র পাইলে, বৃত্তিগুলি নিম্নলিখিত বিভাগে এই মত দেওয়া যায়। ২৪ পরগণায় ১০ টী, বারাসতে ১০ টী হুগলিতে ৮ টী, হাবড়ায় ৫ টী, নদীয়ায় ১০ টী, ও মুরসিদাবাদে ৫ টী। মোট ৪৮ টী। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কার্য্যকালে ঐ নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই। চতুর্ব্বার্ষিক বৃত্তি ৪৮ টীর মধ্যে

২৪ পরগণার	১০ টীর	স্থলে	৯ টী	
বারাসতের	১০ ঐ	”	৭ ঐ	
হুগলির	৮ ঐ	”	৩ ঐ	
হাবড়ার	৫ ঐ	”	১৪ ঐ	
নদীয়ার	১০ ঐ	”	১১ ঐ	এবং
মুরসিদাবাদের	৫ ঐ	”	৪ ঐ	
সমুদয়	৪৮ টী		৪৮ টী.	

বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এক বার্ষিক বৃত্তি ৪৮ টীর মধ্যে কেবল কয়েকটী মাত্র প্রদত্ত হইল। প্রথমোক্ত বৃত্তিভোগী বালকেরা অন্যতম ইংরাজী বিদ্যালয়ে অথবা মেডিকাল কালেজে এবং এক বার্ষিক বৃত্তিভোগী বালকেরা নর্ম্যাল স্কুলে বিনাবেতনে মাসিক চারি টাকা পাইয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এতৎপরীক্ষোত্তীর্ণ ইংরাজী পাঠার্থী বালকেরা প্রেসিডেন্সি কালেজ ব্যতিরেকে, গবর্ণমেণ্টের তারতবর্ত্তীকৃত সমুদায় বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতে পাইত, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল প্রিন্সিপল সট্‌ক্লিফ সাহেবের অনুগ্রহে ও ডাইরেক্টর সাহেবের সদিবেচনায় হিন্দু স্কুলে ও কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ইহাদিগের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। এ কথা অযথার্থ নয় যে " দাতার ধন ব্যয় দেখিয়া কৃপণ অতিশয় কষ্টানুভব করিয়া থাকে। "

এতদ্ভিন্ন এই বর্ষের কাগজে আর একটী নূতন বিষয় দর্শন করিলাম। কোন বিদ্যালয়ে বা কোন ডেপুটি ইনস্পেক্টরের অধীনে কত বালক উত্তীর্ণ হইল তাহা সহজে জানিবার নিমিত্ত প্রথম বিভাগোত্তীর্ণ একটী ছাত্রকে তৃতীয় বিভাগের তিন জনের সমান এবং দ্বিতীয় বিভাগোত্তীর্ণকে দুই জনের সমান ধরিয়া উত্তীর্ণ সকল বালককেই কেবল তৃতীয় বিভাগে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ১৯ হওয়াতে কৃষ্ণনগর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রথম ও তন্নিম্নবর্ত্তী ১৪ দ্বারা সেহাখালা আদর্শ বিদ্যালয় দ্বিতীয় পদবীতে স্থাপিত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন অপর ৮২ টী বিদ্যালয় পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যানুসারে যথাক্রমে বিন্যস্ত আছে। আর এইরূপে এক বিভাগে আনীত উত্তীর্ণের সংখ্যার দ্বারা জানা যাইতেছে যে

১। হাবড়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টরের বিভাগে			৯৯ টী
২। নদীয়ার	”	”	” ৬৫ টী
৩। হুগলির	”	”	” ৫৮ টী
৪। শান্তিপুর	”	”	” ৩৯ টী
৫। বারাশতের	”	”	” ৩৮ টী
৬। ২৪ পরগণার	”	”	” ৩৭ টী
৭। কলিকাতার	”	”	” ৩৬ টী
৮। মুরশিদাবাদের	”	”	” ২৮ টী
সমুদায়ে			৪০০ টী

উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতার ডেপুটী ইনস্পেক্টরের অধীনে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তিতে অল্প ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন তাঁহার অধীনে আর এক প্রকার ছাত্রবৃত্তি আছে, তাহাকে অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি বলে। উহা কেবল কলিকাতার বাঙ্গলা বিদ্যালয় সকলের জন্যই নির্দ্ধারিত আছে। তাহাতেও ৫৭ টী বালক পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। উহাদিগের মধ্যে নয়টী ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে। আর কতগুলি যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় না। যদি জনশ্রুতি সত্য হয়, তবে ইহার ৫। ৬ টী ভিন্ন আর সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তাহা লইয়া গণনা করিলে এবং এইরূপে তৃতীয় বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইলে কলিকাতা বিভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠে।

কতগুলি বালক ইংরাজী বাঙ্গলা (মাইনর) ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী হইয়াছিল, কাগজে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। কেবল এই মাত্র জানা যায় যে, এই পরীক্ষায় নয় জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৮৬ জন তৃতীয় বিভাগে সমুদায়ে ৯৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে একটীও কৃতকার্য্য

হইতে পারে নাই। এই উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে কেবল ৩৩ টী মাত্র ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে। এই উত্তীর্ণ বালকেরা ৫ টাকা বৃত্তির সহিত অপর কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে (যে সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশিকার পুস্তক অধীত হয় তাহাতে) দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বত্রই স্কুলের বেতনস্বরূপ ২ টাকা গ্রহণ করাতে তিন টাকা ইহাদিগের হস্তগত হয়। আমাদিগের দেশের মধ্যবিধ ইংরাজী স্কুল সকলে কিরূপ কার্য্য হইতেছে প্রবেশিকা পরীক্ষার এই বিবরণ দেখিয়া তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিবেন। ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে, যে ব্যয়ে অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা অল্প ব্যয়ে বিদ্যালয় চালাইতে চাহেন তাঁহারা এক বার ইহা অবলোকন করুন। প্রথমোক্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়স অনধিক ১৪ ও শেষোক্তদিগের অনধিক ১৬ বৎসর হওয়া আবশ্যক।

পরীক্ষা বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বালকগণ অন্যান্য সকল শাখাতেই আশানুরূপ সংখ্যা রাখিয়াছে, কেবল অঙ্কবিষয়ে ২। ৪ টী ব্যতিরেকে আর কেহই সন্তোষজনক পরীক্ষা প্রদান করিতে পারে নাই। এমন কি যেসকল বালক অন্যান্য বিষয়ে অর্দ্ধেকের অনেক উপর নম্বর পাইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকে অঙ্কে এক তৃতীয়াংশও প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এবিষয়ে কোন রূপেই পরীক্ষার্থীদিগের দোষ দিতে পারা যায় না। ১০। ১২ বর্ষ বয়স্ক সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য যেরূপ কঠিন ও অধিক সংখ্যক প্রশ্ন ৩ ঘণ্টার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, অঙ্কে সুশিক্ষিত অধিকবয়স্ক ব্যক্তিরাও ৬ ঘণ্টা সময়ে তাহার সমুদায় কসিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। সে বিষয়ে বালকেরা যে অসমর্থ হইবে আশ্চর্য্য কি? যে ব্যক্তি পাত্রানুসারে প্রশ্ন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ পরীক্ষক বলা যায়।

পরম্পরা অবগত আছি যে, পূর্ব্বে যখন এই পরীক্ষার ফী ছিল না, সেই সময় অবধি ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসরে এক শত টাকা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসরে পরীক্ষার ফী বর্দ্ধিত হওয়াতে পরীক্ষকদিগের বেতন ও কাগজ কলম ক্রয় বাদেও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। তাহাতে মধ্যবিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের বিবেচনানুসারে উহা পরীক্ষার বিবরণ মুদ্রাঙ্কনে ব্যয়িত হওয়াই পরামর্শ সিদ্ধ হয়। তদনুসারে গত বর্ষ হইতে "ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল" মুদ্রিত হইয়া সাধারণের গোচরীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষার বিবরণ এইরূপে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের গোচর করাতে অনেকগুলি উপকার সিদ্ধ হইতেছে। ১ম যে সকল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তম হইয়াছে, তাহারা উৎসাহ পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইবার নিমিত্ত অন্ততঃ প্রশংসিত স্বীয় নাম রক্ষার জন্যও অধিকতর যত্নসহকারে যথার্থ্য সম্পন্ন করে। ২য়, যে সকল বিদ্যালয় সফল প্রবণ হয় নাই তাহা যে যে বিষয়ের ন্যূনতার জন্য ঐরূপ নিষ্ফল হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া তৎসংশোধনে বা উন্নতি করিতে তাহারা চেষ্টা করে। সুতরাং নিকৃষ্ট বিদ্যালয় সকলও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। ৩য়, ইহার দ্বারা সাধারণেও জানিতে পারেন যে, উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে সে গবর্ণমেন্ট হইতেও পুরস্কৃত হয়, সুতরাং সকলেই উৎসাহসহকারে বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হয়। ফলতঃ ইহার দ্বারা বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে অনেক উপকার হয় সন্দেহ নাই।

উপসংহারকালে একটী বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে এই পরীক্ষার সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্গত বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের জন্য অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাও হইয়া থাকে। ইহাদিগের পাঠ্যপুস্তক মফস্বলের পুস্তক হইতে কয়েকখানি বাদ দিয়া নির্ব্বাচিত হয়। সুতরাং ইহাদিগের প্রশ্নও মফস্বল হইতে নির্বিশেষ। মফস্বলের ন্যায় ইহাদিগকে পরীক্ষার ফীও এক টাকা করিয়া প্রদান করিতে হয়। কিন্তু অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের পরীক্ষার বিবরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় না। অধিকন্তু যে মফস্বলের সহিত ইহারা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই অভিন্ন বিনা প্রার্থনায় তাহার পরীক্ষার বিবরণ গেজেটে ও স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের বিদিত করা হইল, কিন্তু কেহ কলিকাতার নম্বর একবার চক্ষে দর্শনমাত্র করিতে প্রার্থনা করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। যে সকল কারণে মফস্বলের নম্বর মুদ্রিত হইয়াছে, কলিকাতার উপর সেই সকল কারণের সত্তা কি ইনস্পেক্টরের দর্শনে পতিত হইল না? যদি কেহ কহেন যে, কলিকাতায় ঐরূপ বিদ্যালয় অল্প মাত্র আছে। অতএব তাহার জন্য গবর্ণমেন্ট আর স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে পারেন না, এই জন্যই উহা মুদ্রিত হয় না। এই আপত্তি যদি যথার্থ বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তবে কেহ কলিকাতার পরীক্ষার ফল, অনুলিপি করিয়া লইতে অথবা দেখিতে চাহিলে তাহা কি জন্য প্রদান করা হয় না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বোধ হয় না যে কলিকাতার পরীক্ষার ভিতর * * আছে? ফলতঃ ইহার ছাত্রবৃত্তি বণ্টন সময়ে কলিকাতা পরীক্ষা পক্ষপাতাদি দোষে দূষিত বলিয়া স্বাক্ষর শূন্য আবেদন হইল, তখন সাধারণের নিকট উহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া সংস্কারের অপনয়ন করাও নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে এত আপত্তি ও গুপ্ত রাখিতে এত যত্ন দেখিয়া লোকের সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইয়াছে অতএব সত্বর উহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া সেই বিশ্বাসের অপনয়ন করিতে চেষ্টা পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য

ভবদীয় বশংবদ
লেখক।

গত ১৬ ই ফাল্গুন অতি সমারোহে ২৪ পরগণা জেলার অন্তঃপাতি এই মজীলপুর গ্রাম বালিকাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। এদেশের জমীদার ও উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বালিকাদিগকে স্বর্ণের ও রৌপ্যের অলঙ্কার নানাবিধ দ্রব্য, পুস্তক ও টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এই পারিতোষিক উপলক্ষে এতদ্দেশের অনেক ভদ্র সন্তান ও ধনবান লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে বালিকাদিগকে পারিতোষিক দিয়াছেন। এপ্রদেশে কখন পারিতোষিক বিতরণে এরূপ সমারোহ হয় নাই। পারিতোষিকের সমারোহ দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। উক্ত ডেপুটী বাবু এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অবলাগণের বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তৎপরে চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হলধর চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় হেডমাষ্টার ইঁহারা এক এক বক্তৃতা করেন, প্রায় সকলেরি বক্তৃতা উত্তম হইয়াছিল। অনন্তর পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

——০——

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! আমরা অনেক কষ্ট বহু

সম্পাদন করিতে পারেন, তবে তাঁহারা না করেন কেন ? এ অর্থ ব্যয় কি তাঁহাদিগের নিকট অনর্থ বোধ হয় ? তাহাই বা হবে কেন ? যাঁহারা কেহই ত অজ্ঞ নন, আমরা বোধ করি এটীও তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, যে পরিমাণে তাঁহাদের অনর্থ অর্থ ব্যয় হয়, তাহার চারি অংশের একাংশও ইহার নিমিত্ত ব্যয় হইলে এ কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। সেরপুরের বিষয় তাঁহাদের (জমীদারদের) কর্ণগোচর হইয়াও কি মনের কিছু ভাবান্তর হয় না ? সেরপুর কি ছিল কি হইয়াছে ? ইহারা (অত্রস্থ জমীদারেরা) সেরপুরস্থ ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা কোন্ বিষয়ে ন্যূন ?

অতএব আমরা এক্ষণকার কৃতবিদ্য কালেক্টর সাহেব মহোদয়কে বিনয় পুরঃসর অনুরোধ করিতেছি, তিনি স্বয়ং প্রবৃত্তের ন্যায় হইয়া এই গ্রাম খানির দুর্দ্দশাপনয়ন করুন, তাহা হইলে তাঁহার এই মহীয়সী কীর্ত্তি আমাদের অন্তঃকরণে আজীবন পর্য্যন্ত জাগরূক থাকিবে, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করাই দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে আমাদের প্রধান কর্ম্ম হইবে।

সম্পাদক মহাশয় ! গ্রামখানির আর একটী অদৃষ্টবৈগুণ্যের কথা শ্রবণ করুন, প্রায় এক বৎসর হইল, এখানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যলাভ হইল না। অত্রত্য ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ও এক বার রিপোর্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাহার পর তাঁহার সহিত স্কুলের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। তাঁহার কি একটু ভালরূপে চেষ্টা দেখা উচিত নয় ?

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। কস্যচিৎ।
১৮৭১। জনস্য।

-•-•-

সম্প্রতি ঘাটালে একটী অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে। এই ঘাটালের নিকটবর্ত্তী এক মহাজনের এক জন পদাতিক ঘাটালস্থ এক মহাজনের নিকট হুণ্ডীর বরাত্তি (৪৫০) সাড়ে চারি শত টাকা লইয়া অন্য এক দোকানে যাইয়া লণ্ঠন একটীর দর করিতেছিল, ইতিমধ্যে (দিবা ৯ কি ১০ ঘণ্টার সময়) হঠাৎ এক জন চোর আসিয়া ঐ দণ্ডায়মান পদাতিকের পদতল হইতে টাকার তোড়া লইয়া কোন দিকে পলায়ন করিল. পদাতিক কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ধাবমান হইল, কিন্তু ঠিকানা করিতে পারিল না। পরে সেই দোকানে ফিরিয়া আসিয়া দোকানদারকেই সন্দেহ করিল। পদাতিক বলে " এই দোকানের ভিতর টাকার রাখিয়া দোকানদারের সহিত লণ্ঠনের দর করিতেছিলাম, এমন সময়ে তোড়া লইয়া যে পলাইয়াছে, ইহা অবশ্যই দোকানদারের চক্রে ঘটিয়াছে। ও দোকানদার বলে " আদৌ আমি টাকার তোড়া দেখি নাই। এবং তৎকালে দোকানেও কোন লোক ছিল না।" পুলিসের সবইনস্পেক্টর মহাশয় তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত করিতেছেন, কিন্তু অপহৃত টাকার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না।

সম্প্রতি দারুণ দুর্ভিক্ষানল নির্ব্বাণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এ প্রদেশে তদুত্তাপ সম্যক্রূপে শীতল হয় নাই। এ প্রদেশে দিন দিন যে প্রকার শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে হয় ত অনতিবিলম্বে আমাদিগকে সেই পাপিষ্ঠ দুর্ভিক্ষের হস্তে পতিত হইতে হইবে। গত পৌষের শেষাবধি মাঘের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত এই ঘাটালে চাউলের মূল্য মণকরা ১॥• টাকা, ১৸• সাতসিকা ও ১৸৴• একটাকা চৌদ্দআনা ছিল, তখন আমরা মনে করিতাম ইহার পর ইহা অপেক্ষা অবশ্য কিছু না কিছু সুলভ হইবে। এই প্রত্যাশায় অনেক গৃহস্থ শস্য ক্রয় বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু এখন সুলভ না হইয়া ২॥• আড়াই টাকা হইয়াছে।

এ বৎসর বঙ্গরাজ্যের কোন অংশেই হৈমন্তিক ধান্যের অসদ্ভাব নাই কেবল আমরাই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। গত বন্যার প্রভাবে ঘাটালের শিলাবতী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি শস্য শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল গ্রামে বোরধান্য উৎপাদনের আশয়ে অত্রত্য ভূস্বামি মহাশয়েরা মিলিত হইয়া উক্ত নদীগর্ভে এক বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি কোন দৈবব্যাঘাত না হয় তাহা হইলে আমরা গত শস্যনাশ জনিত সন্তাপ হইতে যে শান্তি লাভ করিব এমত প্রত্যাশা আছে ইতি।

মহাশয়ের চিরানুগত।
ঘাটালবাসী।

—১•১—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হুকিরাম বড়ভাণ্ডার		বড়ুয়া
১৮৭১ মার্চ হইতে আগষ্ট		৭
ঐ	" যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মজাইল (২ কাপি)	
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ		১৪
ঐ	রেবরেণ্ড ডবলিউ, হবস যশোহর নাওরা	
১৮৭১ ফেব্রুয়ারি হইতে জুলাই		৭
ঐ	" ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজার	১•
ঐ	" হরিহর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	৫॥•
ঐ	" চন্দ্রমাধব ঘোষ ভবানীপুর	১•

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১• এবং ষাণ্মাসিক ৫॥• টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল [illegible] বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸•, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵• আনা তাহার পর ৴১• আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার [illegible] প্রকাশিত।

সোমপ্রকাশ

১৮ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ৫ ই চৈত্র। ১৮৬৭। ১৮ ই মার্চ { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি লোকাতের সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বরাত্তী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

——:o:——

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

———

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুন্‌কি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুন্‌কি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস ময়নাগুড়ী। ১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } শ্রীযুক্ত জে.এফ. টুইডি সাহেব ডেপুটী কমিসনর

-:o:-

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

(পীস্ গুড্‌স) অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দি হয় নাই তাহার বিষয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস গুড্‌স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক করা গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁইট কাষ্ঠের বাক্সতে বদ্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজি অর্দ্ধপাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস্ গুড্‌স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদি বাক্সতে (প্যাক করা) অর্থাৎ মোড়া হয় নাই, তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেন্সন

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:o:—

বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সাধারণজনগণকে এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে উক্ত বাবু সবঅ্যাসিষ্টাণ্ট সরজনের ভিজিট গ্রহণে চিকিৎসা করিবেন।

শ্রীহীরালাল নন্দী।

———

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশল-রচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—o—

বালকদিগের ব্যবহারার্থে "গণিত বিজ্ঞান" নামে একখানি অঙ্কপুস্তক শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রী আই সি, বসু কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে ও কালেজ ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেসের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

—:o:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত মূল্য
গ্রীসইতিহাস টাকা
রোমইতিহাস
[illegible] ব্যাকরণ
নীতিসার ১ম ভাগ ৶০
নীতিসার ২য় ভাগ ৶০
প্রচারিত।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই চৈত্র সোমবার।

ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, পূর্ব্ববিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শিক্ষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই নিয়ম করিয়াছেন, উপরের পদ শূন্য হইলে নিম্নপদস্থ শিক্ষককেই অগ্রে তৎপদে মনোনীত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমুদায় বিভাগে এই নিয়মের অনুসরণ করা উচিত। উপরের পদগুলির উক্ত বেতনের নিয়ম করিয়া যাহাতে সেগুলি লোভনীয় হয়, তাহা করাও কর্ত্তব্য। এবারের বজেটে শিক্ষাসম্বন্ধে দশ লক্ষ টাকা অধিক দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা ইহা ভাগ করিয়া না লইয়া শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন। বিশেষত. সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি অতি শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত হইয়া আছে, এক্ষণকার ন্যায় বদ্ধহস্ত না হইয়া অধিক পরিমাণে সাহায্যদান করিয়া ঐ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা উন্নত করিয়া তুলা একান্ত আবশ্যক। দেশের লোকেরা অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, দেশের মধ্যে আজিও এরূপ লোক অধিক হন নাই।

এক জন পত্রপ্রেরক পণ্ডিতদিগের দুরবস্থার প্রসঙ্গ করিয়া একখানি আক্ষেপ পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। বেতন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কোন কর্ম্মচারিরই পণ্ডিতদিগের তুল্য নিকৃষ্ট অবস্থা নয়। অতএব ইহাঁদিগের বিষয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান পুরুষদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

লাইসেন্স টাক্স।

নূতন লাইসেন্স টাক্সের বিষয়ে সাধারণ মত কি তাহা আর অবিদিত নাই। এতদ্দ্বারা যে দরিদ্র পীড়ন করা হইবে, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে না। সংবাদপত্রসমূহ একবাক্য হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যদি ইংলিসম্যানের প্রস্তাব ও প্রেরিতগুলি ইউরোপীয় সমাজের মতসূচক হয়, তাহা হইলে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যায়, উল্লিখিত টাক্স ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত নয়। ভারতবর্ষীয় সভা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতিনিধি, সভার গত সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিবসে সভ্যগণ স্পষ্টাভিধানে ব্যবস্থাপক সভার অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে সকল স্থানে মিউনিসিপাল কর আছে, সেখানে দ্বিগুণ কর হইবে। এক জন সভ্য বলেন, ২০০ টাকা পর্য্যন্তের আয়ের উপরে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু ১৮৬১ অব্দে লার্ড কানিঙের লাইসেন্স টাক্স ১০০ টাকা আয়ের উপরে নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব হয়। আর এক জন সভ্য আক্ষেপ করিয়া বলেন, জমীদারেরা কর দিতে বিলক্ষণ সমর্থ, কিন্তু তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সভা গবর্ণর জেনরলের নিকটে এ বিষয়ে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ করকে অনাবশ্যক, অন্যায় ও রাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জমীদারদিগকে করের অধীনস্থ করা উচিত কি না, এ বিষয়ের তর্ক হয় নাই বটে, কিন্তু সভা উক্তত্তর যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর এদেশের উপযুক্ত নহে। বর্ত্তমান আইনে ৫০ লক্ষ টাকা মাত্র সংগ্রহ হইবে, কিন্তু যে পরিমাণে লোকের অসন্তোষ জন্মিবে, তাহার কাছে এ টাকা অতি সামান্য। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, নিতান্ত অকুলান হইলে সৈনিক টাকার সহিত এ টাকা কর্জ্জ করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ অহিফেনের মূল্য অনেক কম ধরা হইয়াছে; ৫০ লক্ষ টাকা অহিফেন হইতেই পোষাইতে পারে।

আইনে কর আদায়ের যে প্রণালী হইয়াছে, তাহা অতি জঘন্য। কালেক্টরেরা কর ধার্য্য করিবেন, কাহার অতিরিক্ত কর হইলে তাহার আবেদন কালেক্টর নিজে শ্রবণ করিবেন, তাঁহার নিষ্পত্তির আপীল কমিসনরের নিকটে হইবে, কমিসনরের আজ্ঞাই চূড়ান্ত। যাঁহারা চৌকীদারি টাক্স দেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন কর স্থাপন কর্ত্তার নিকটে আবেদন করিলে কি ফল হয়? কালেক্টর ও কমিসনরগণের রেবিনিউবোর্ডর প্রশংসার প্রতি দৃষ্টি থাকিবে। অতএব আইনে যেরূপ থাকুক না কেন? কার্য্যে গত ইনকম টাক্সের ন্যায় ২০০ টাকার স্থানে ২০০০ টাকা আয় ধরা হইবে সন্দেহ নাই। আপীল নামমাত্র হইবে। দূর হইতে কালেক্টরের নিকটে আসা, অনুমতি পত্র গ্রহণ ও আমলাদিগের পূজা প্রভৃতির ত কথাই নাই। সভা একস্থলে লিখিয়াছেন, “ সদ্য বিল অর্পণ করিয়া বিধিবদ্ধ করিলে সাধারণ মত জানা যায় না, বঙ্গদেশে যদিও কিঞ্চিৎ সময় পাওয়া যায়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পক্ষে সাধারণ মত জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। ” সভা একার্য্যের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। যত আইন হয় তন্মধ্যে কর স্থাপন সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ মনকে বিচলিত করে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি তাহা স্বীকার করে না। করের বিষয়ে কেহ

জানিতে পারেন না, রাজাজ্ঞার ন্যায় একবারে এই ব্যবস্থা প্রচার করা হয়, অমুক কর হইল। এটি অতিশয় অন্যায়, ইহা অত্যাচার মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, নূতন কর কেবল দরিদ্রদিগকে পীড়ন নিমিত্ত হইতেছে। ইহা নিষ্প্রয়োজন এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ। ইহার প্রণালী নাই, এবং মূল অশুদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সহস্র টাকার ন্যূন আয় হইলে কর হইবে না, কিন্তু অন্য অন্য লোকের ভৃত্যের ২০০ টাকা আয় হইলে কর দিতে হইবে। এক জন জমীদারের বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা আয় তাঁহাকে কর দিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহার এক জন ১৭ টাকা বেতনভোগী গমস্তাকে দিতে হইবে। কোন রাজনীতি ও কোন রাজস্বপ্রণালী এমত অবিচারের অনুমোদন করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে একটী অনুরোধ করিতেছি, সকলে একবাক্য হইয়া টৌনহালে এক সভা করুন। এক্ষণে মহাসভার অধিবেশন হইতেছে, অতএব এই বেলা এক আবেদন করিয়া এই কর উঠাইবার প্রার্থনা করা উচিত। আবেদনে দুইটি বিষয়ের যেন বিশেষ উল্লেখ থাকে, প্রথমতঃ কর স্থাপন করিতে হইলে অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে সংবাদ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সৈনিক ব্যয় সংক্ষেপ করা আবশ্যক। সাড়ে এগার কোটি টাকা বার্ষিকে ব্যয় হইবে! গত বৎসর এ জন্য সাধারণ রাজস্ব হইতে ১৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। গোপনে এ কাজ হইয়াছে। এত বার্ষিক কি আবশ্যক? কবে ইহা স্থির হইল? আমরা দেখিয়াছি এক সেনাপতি একস্থানে বাধিক করিলেন, অপর এক জন তাহা দিলেন। কোন ব্যক্তি ইহার দায়ী? ফ্রান্স ও প্রুশীয়াতেও সৈন্যদিগের জন্য এত অপব্যয় হয় না। অথচ এখানে ৭০,০০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য আছে।

—:০:—

এতদ্দেশীয়দিগের স্বদেশহিতৈষিতা ও ইংলিসমান।

পনশশ পাইলট যিশু খৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করেন "সত্য কি?" কিন্তু তিনি প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নাই। এই প্রকার সম্প্রতি ইংলিসমান এতদ্দেশীয় স্বদেশহিতৈষিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা পান নাই। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃ অলস, অতএব কোন একটী বিশেষ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন না। যখন যে পথ অবলম্বন করিলে সুবিধা হয়, তখন তাঁহারা সেই পথে গমন করেন। এই জন্য ভারতবর্ষীয়দিগের স্বদেশহিতৈষিতার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, এবং এই জন্যই তাঁহারা স্বকৃত কার্য্যের কোন বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিলে এত অধৈর্য্য হন। যে ব্যক্তি এদেশের যাবতীয় বিনয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহাকে বন্ধু বিবেচনা করা হয়, যিনি ভর্ৎসনা অথবা অল্প প্রশংসা করেন, তাঁহাকে শত্রু ও জাতিবৈরী জ্ঞান করা হয়।" আমাদিগের আলস্য একটি প্রধান দোষ বটে, কিন্তু এদেশীয় স্বদেশহিতৈষিরা কখন স্বদেশীয়দিগের পক্ষ পরিত্যাগ করেন না। সেনাপতি মরো যখন নেপোলিয়নের উপরে ক্রোধ করিয়া রুশীয়দিগের দলে প্রবিষ্ট হন, তখন আপনার পূর্ব্বতন এক জন সুইজর্লণ্ডীয় সৈনিককে ঐ দলে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আশ্চর্য্য, তুমি আবার কি প্রকারে আমার ন্যায় ফরাশী দল ত্যাগ করিয়া এ দলে আসিয়াছ?" সৈনিক উত্তর করিল, "কিন্তু সেনাপতি! আমি ফরাশী নহি!!" এ দোষ এদেশীয়দিগের নাই। যখন যেমন তখন তেমন এ কথাটি সাধারণে এদেশীয়দিগের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। ইহাঁরা গুণ দেখিলেই প্রশংসা করেন এবং দোষ দেখিলেই নিন্দা করেন, এই যুক্তি ধরিয়া চলিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি কদাচিৎ কোন একটি গর্হিত কার্য্য করিলে, তাহার পর তিনি শত শত গুণবৎ কার্য্য করিলেও যে তাঁহাকে একবার নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া চিরকালই তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে, এদেশীয়েরা এ অদ্ভুত মত শিক্ষা করেন নাই। বোধ হয়, ইংলিসমান তাহাতেই এদেশীয়দিগের ব্যবহারে যখন যেমন তখন তেমন দেখিয়া থাকেন। ফলতঃ এদেশীয়েরা বন্ধুর প্রশংসা ও ভর্ৎসনা ও শত্রুর নিন্দার ভেদ বুঝিতে ও করিতে পারেন। ভর্ৎসনা করিলেই শত্রু হয়, এ অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। যে সকল ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদিগের যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না; যাহাদিগের মত এই, এদেশীয়েরা জয়কারী ইংরাজদিগের ক্রীতদাস হইবার জন্যই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, যাহারা কণ্ট্রাক্ট আইনের সদৃশ অনেকার্য্য দূষিত ঘৃণিত আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন, যাঁহাদিগের মতে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় মিথ্যাবাদী, জালবাদী, মিত্রদ্রোহী, ও গুপ্ত রাজবিদ্রোহী; যাঁহারা ৮০,০০০ ইউরোপীয় সৈনিককে এদেশ শাসনের প্রধান উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদিগকে কি প্রকারে বন্ধু জ্ঞান করিবেন? ইংলিসমান বলেন, "তিনি (এতদ্দেশীয় স্বদেশহিতৈষী) বলেন এদেশ কেবল জমীদারদিগের জন্য

যথার্থ পারিজ্ঞতা নিজের চেষ্টাতেই হইয়া থাকে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, গ্রহাম, হেকেল, বিক্টর কুজাঞ্জ, প্রভৃতি যদি কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরে নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নাম তাঁহাদিগের নিবাস পল্লীর সীমা অতিক্রম করিত কি না সন্দেহ স্থল। ইউরোপীয়েরা বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ত্যাগ করেন না। তাঁহারা আমরণকাল বিদ্যার অর্জ্জন বিষয়ে তুল্যরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এদেশীয় ছাত্রগণ যত দিন বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করেন তত দিন আহার, নিদ্রা ও আমোদ পরিত্যাগ করিয়া অনবরত পুস্তক লইয়া কালযাপন করেন। অসঙ্গত পরিশ্রম ও জলবায়ুর দোষে অনেকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন অমনি আমোদ প্রমোদাদির পরিচিত হইয়া আলস্যের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। মেইন সাহেব ভঙ্গীক্রমে আমাদিগের এ দোষের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সংশোধন চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কৃতবিদ্যগণ যে অলস হন, তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে। প্রধান কারণ এই, আমাদিগের রাজনীতি সম্বন্ধে উন্নতি লাভের সম্পূর্ণ আশা নাই। মহত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা অনেকের উৎসাহ বহ্নির দারুস্থানীয় হইয়া উঠে। ইংলণ্ডে যাবতীয় ব্যক্তির মহাসভায় প্রবেশের আশা আছে। মহাসভার তুল্য খ্যাতিলাভ স্থান দ্বিতীয় নাই। এখানে সেরূপ সভা নাই। সুতরাং আমাদিগের উন্নতি লাভের আশাও নাই। আমাদিগের সামাজিক কুপ্রথা দ্বিতীয় কারণ। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবামাত্র কৃতবিদ্যের স্কন্ধে পরিবার পালনের ভার প্রায় পড়িয়া থাকে। দরিদ্রতা যাবতীয় উৎসাহের উৎসাদকারিণী। দরিদ্র কৃতবিদ্যেরা পরিবার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, পক্ষান্তরে ধনবান্ কৃতবিদ্যেরা মহাসভায় প্রবেশাদির সদৃশ মহত্ত্বলাভের পথ না থাকাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আলস্যাসক্ত হইয়া উঠেন। তৃতীয় কারণ অপেক্ষাকৃত গুরুতর। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা মনে করিলে ইহার উন্মূলন করিতে পারেন। এক্ষণে প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না। এতদ্দেশীয়েরা অলস স্বভাব বলিয়া কেবল মানসিক তর্ক করিতেই ভাল বাসেন। এই জন্য ন্যায়, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান এখানে সমধিক আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ উন্নতি প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সবিশেষ অনুশীলন ব্যতিরেকে হয় না। এ বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা জন্মে না। আমরা স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়, বর্ত্তমান বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী দ্বারা সেই অনুকরণপ্রিয়তারই বৃদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মহাসভার সবিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক।

সর উইলিয়ম ম্যানসফিলড ও ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় সেনাদল।

৮ই মার্চ্চ শুক্রবার সর উইলিয়ম মানসফিলড ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় সেনাদলের প্রসঙ্গ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থলেরই মত এই, ভারতবর্ষে অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু উভয় স্থলের লোকে উভয় প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইংলণ্ডস্থেরা বলেন, এদেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে সৈনিকের প্রাণত্যাগ হয়, সে পরিমাণে লোক প্রেরণ করা ইংলণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে। ভারতবর্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, এখানকার রাজস্বের প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি কুলাইতেছে না। এ অকুলানের কারণ কেবল অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য। রেলওয়ে হওয়াতে এখন এক মাসের পথ এক দিনে যাওয়া যায়। সহসা বিপৎপাত হইলে অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য নীত হইতে পারে। অতএব এখন ৫০০০ সৈন্যে পূর্ব্বকার ২০,০০০ সৈন্যের কাজ করিতে পারে। বিশেষতঃ যে নূতন প্রকার বন্দুক হইয়াছে, তাহাতে এখনকার এক জন সৈন্য পূর্ব্বকার পাঁচ জন অস্ত্রধারী সৈন্যের সমান হইয়াছে। তবে এদেশীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইবে এই এক শঙ্কা আছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণের উৎকৃষ্ট অস্ত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার সিপাহীদিগের শিক্ষাও পূর্ব্বের ন্যায় হইতেছে না। এখনকার কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে যখন সিপাহীদিগের উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইত, তখনও তাহারা ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সম্মুখীন হইয়া সমকক্ষরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইত না। তখনও দশ সহস্র সিপাহী ৫০০ ইউরোপীয়কে পরাজিত করিতে পারে নাই। কানপুরের সর হিউ হুইলার, লক্ষ্ণৌর সর হেনরি লরেন্স ও সেনাপতি ইঙ্গলিস্, আগরার সেনাপতি গ্রেটহেড, সেনাপতি হাবেলক ও মেজর রেনড, অল্প মাত্র সৈন্য লইয়া সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সিপাহিকে পরাজিত করিয়াছেন। ঝাঁসির রাণী দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়াও সিপাহিগণ দুই ঘটিকাকাল দশমাংশ ইউরোপীয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। ফলতঃ বিদ্রোহী সেনাগণের রাজকীয় সৈনিকদিগের সমকক্ষতা প্রাপ্ত সচরাচর নয়নগোচর হয় না। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশের দৃষ্টান্ত

গ্রহণ করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হয়। যখন রুশীয় সম্রাট নিকলাস সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালে সৈন্যগণ সাধারণ্যে তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু কেবল দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য অবলম্বন করিয়া তিনি দশ সহস্র বিদ্রোহীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের শিক্ষা ও সাহস কেবল একরূপ নহে, তাহারা এক দেশের লোক এবং এক সেনাপতির নিকটে যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিল। ফরাশী বিপ্লবের সময়েও রাজার শরীররক্ষক সুইজরলণ্ডীয় সৈন্যগণ পারিসের সহস্র সহস্র লোক ও বিদ্রোহি সৈন্যকে দূরে নিক্ষেপ করে। সে দিবস স্পেনের বিদ্রোহি সৈন্যগণ সমান সংখ্যক প্রভুভক্ত সৈন্যদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। কেবল সাহস ও সুশিক্ষায় কাজ হয় না, ভাল সেনাপতির প্রয়োজন। সৈনিক বিদ্রোহে প্রায় উত্তম সেনাপতি মিলে না। যদি এরূপ হইল, সৈন্য সংখ্যা কমাইলেই যে বিদ্রোহ ঘটনা হইবে এবং বিদ্রোহীরা কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প। এক্ষণে ভারতবর্ষে পুলিশ প্রহরীদিগকে লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ আড়াই লক্ষ এতদ্দেশীয় অস্ত্রধারী লোক আছে, ইহারা যে এককালেই বিদ্রোহী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। হইলেও ৪০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য সহজে ইহাদিগকে দমন করিতে পারিবে। রেলওয়ে ও নূতন বন্দুক দ্বারা সবিশেষ সাহায্য লাভ হইবে সন্দেহ নাই। তবে অধিকসংখ্য সৈন্য রাখিয়া ঋণগ্রস্ত হওয়া কেন?

প্রধান সেনাপতি বলেন, "১৮৬১ অব্দে ভারতবর্ষে ৮২,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এক্ষণে ৬১,০০০ রহিয়াছে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে ৪৫,০০০ ছিল।" কাগজে ৪৫,০০০ ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে প্রায় ৩৫ হাজারের অধিক হইত না। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন "১৮৫৭ অব্দে এতদ্দেশীয়দিগের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৬১,০০০ সৈন্য অধিক নয়।" ১৮৫৭ অব্দে জাতি সাধারণ বিদ্রোহ হয়, প্রধান সেনাপতি ইতিহাস, ঘটনা, ও গবর্ণমেণ্টের নিজের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে ৬১,০০০ সৈন্যও পর্য্যাপ্ত নহে, যদি কেবল সিপাহি বিদ্রোহ হয়, এবং সেই বিদ্রোহের কেবল ভয় থাকে, তাহা হইলে ৬১,০০০ প্রয়োজনের অধিক সন্দেহ নাই। প্রধান সেনাপতি এক জন রাজস্ববিৎ তিনি দেখিতেছেন, কত কষ্টে এদেশ হইতে কর আদায় হইতেছে। গত বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতিতে দেশের সৌভাগ্য স্রোত বহুল পরিমাণে রুদ্ধ করিয়াছে। এ অবস্থায় কাল্পনিক ভয়ে রাজস্বের অপব্যয় করা যে যুক্তিসিদ্ধ নয়, একথা তাঁহার অপেক্ষা কেহই অধিক বুঝিতে পারিবেন না। লোকে বারম্বার বলিতেছেন এত সৈন্যের প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে বিদ্রোহের ভয় ও অবিশ্বাসে প্রজাদিগকে কষ্ট দেওয়া কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? দশ সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য কমিলে অসঙ্গতি দূর হয়, এটী গবর্ণমেণ্ট বুঝেন না কেন? রাজস্ব প্রণালীর উৎকৃষ্ট অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম ও স্থায়িত্ব এবং প্রজাদিগের সৌভাগ্য ও সন্তোষ নির্ভর করে। অতএব যাহাতে সেই উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা করা যে আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। তিনি স্বয়ংই কহিয়াছেন, ১৮৬১ অব্দে ৮২ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, এখন তাহার ২১ হাজার কমিয়াছে। ইহাতে শঙ্কা জন্মিতেছে না, কিন্তু আর ২১ হাজার কমাইলেই যে বিদ্রোহ ঘটিবে তাহার প্রমাণ নাই। আমরা উপরে যেরূপ প্রমাণ করিয়া দিলাম, তাহাতে বাস্তবিক সে ঘটনা হইলেও তন্নিবারণ কষ্টকর হইবার নহে।

সর উইলিয়ম মানসফিলড আর এক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সৈনিক রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। সাড়ে এগার কোটি টাকা নূতন বারিকের জন্য ব্যয় করা হইবে। প্রধান সেনাপতি বলেন বারিকের প্রণালী উত্তম হইলে পীড়া অনেক কমে, কলিকাতার দুর্গ তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন পেশোয়ারে যে এত পীড়া হয় তাহা বারিকের দোষে নহে, সর্ব্বদা রণক্ষেত্রে থাকিতে হয় বলিয়া পীড়া অধিক হয়। সর চার্লস নেপিয়র যখন প্রধান সেনাপতি ছিলেন তখন বারিকের অল্প উচ্চ ঘর সকলের অস্বাস্থ্যের কারণতা বলেন। সর হিউরোজ জলবায়ুর দোষ দেন, স্বাস্থ্যরক্ষণী সভা পরিষ্কারের কথা বলেন। সর উইলিয়ম মানসফিলড রণক্ষেত্র ও অপরিমিত পরিশ্রমের উল্লেখ করিতেছেন। কোন্ মত গ্রাহ্য? আবার সর জন লরেন্স যাইলে যে এই সাড়ে এগার কোটি টাকা অপব্যয় বলিয়া নূতন বারিক হইবে না তাহার প্রতিভূ কি আছে? কিন্তু যে মত গ্রাহ্য হউক, সকলে একবাক্য হইয়া একটী কাজ করিতেছেন:—আমাদিগের রাজস্ব ক্ষয় হইতেছে। সাধারণ অসন্তোষ রাজস্ব সম্বন্ধে গ্রাহ্য হইতেছে না।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ রাজনীতির উৎকর্ষ সাধন করিতে বলিতেছি। সত্য কথা বলিলে ক্ষতি কি? গবর্ণমেণ্টের সৈনিক রাজনীতি অনুসারে প্রজার বৃথা ধনক্ষয় হইতেছে, সিরাজদ্দৌলার ন্যায় ভূপতিগণ কাড়িয়া লইতেন, প্রভেদ এই মাত্র। সাধারণ ক্ষতি উভয় স্থলে সমান দেখা যাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকটে এই দুর্নাম লইতে প্রস্তুত আছেন কি না? প্রশ্ন হইতেছে।

সৎ দৃষ্টান্ত।

ধনবান্ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তহস্ত হইয়া [illegible]ক্ষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যদান করুন, এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া টাউনহলে সভা করিয়া দশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করেন। আমরা সে দিবস এই একটী মহৎ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আজিমগঞ্জের [illegible] সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি আপনার জমীদারীতে গিয়া প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া এক সভা করেন। সেই সভায় যে টাকা সংগৃহীত হয়, তাহা যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দর্শন করিবেন। শুনিলাম, তিনি নিজেও আরো টাকা দিবেন সংকল্প করিয়াছেন। যদি অন্য অন্য জমীদার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, ভারতবর্ষে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হওয়া দুরূহ হয় না। ভারতবর্ষেই এ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে সাহায্যলাভের আশা নাই। ষ্টেটসেক্রেটারি লিখিয়াছেন, সেখানেও অন্নকষ্ট উপস্থিত। ভারতবর্ষেই আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে যখন স্থির হইল, তখন ভারতবর্ষীয় ক্ষমতাবন্ ও ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিদিগের ধনপতি সিংহ বাহাদুরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা সহজে সমধিক কৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা আছে। উপসংহারকালে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট সমধিক সম্মাননা করিয়া ধনপতি সিংহ বাহাদুরের সদৃশ ব্যক্তিদিগের সমধিক উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। গবর্ণমেণ্ট যত উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন, ততই দিন দিন নূতন নূতন ধনপতি সিংহ বাহাদুর আমাদিগের নয়নপথে অবতীর্ণ হইবেন।

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হ[illegible] পুরস্থ এক জন বিচারক [illegible] মাচ গ্রেন প্রভৃ[illegible]র বিচার করিয়াছিলেন [illegible] ফেব্রুয়ারি মাসে তন্নাবে[illegible] লিখিয়া দিতেছেন। শুনিলাম তিনি [illegible] বিক্রমপুরে উপস্থিত হন। মধ্যে [illegible]লিয়া ১০। ১৫টি রায় [illegible] দিয়াছেই ইতিপূর্ব্বে কোন [illegible] পত্রিকা সম্পাদক গবর্ণমেণ্টকে মফস্বল বিচারালয়গুলির জন্য এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে মনোযোগ বিধান করা কর্ত্তব্য।

২। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কীর্ত্তিবাসা গ্রামে তত্রত্য কতিপয় ব্যক্তির ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ে তথায় "জ্ঞান প্রভাবিকাশিনী" নাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কীর্ত্তিবাসার প্রধান ধনী মৃত রাজকুমার বাবুর পুত্র বাবু প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ই এই সভাস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী।

৩। অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কতিপয় দিবস হইল, মদনগঞ্জ বন্দরে অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বন্দরের প্রায় ৫০০ শত খড়ের ঘর ও এক খানা ইষ্টকালয় এবং প্রায় ১২। ১৪ হাজার টাকার দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়াছে। লঙ্কা দাহের ন্যায় বন্দর তিন দিবস পর্য্যন্ত জ্বলিয়াছিল। ঘটনাটি নিতান্ত শোচনীয়।

৪। এক জন মুসলমানের সহিত তজ্জাতীয় কোন একটী কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হয়। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস কন্যাকর্ত্তা পাত্রী লইয়া পাত্রের বাড়ী যাইতেছিল, ইত্যবসরে পথিমধ্যে অপর এক বিবাহার্থী মুসলমান বলপূর্ব্বক কন্যাটিকে কাড়িয়া লইয়া যায়। ৩ দিন পরে পুলিষ কন্যাটিকে মুক্ত করিয়াছে। অপহরণকারীর বিচার অদ্যাপি হয় নাই।

—০০—

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

দস্যু তস্করগণ আপন আপন দুষ্কর্ম্মজনিত শাস্তিভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বিবিধ শাস্তির নিয়ম বিধান করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা যদি কোন উপকার না দর্শিল, তবে উহা থাকার ফল কি? আমরা অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহারা কোন মন্দ কাজ করিয়া একবার দণ্ডভোগ করিয়াছে, তাহারা পুনর্ব্বার অন্য কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল দস্যু তস্কর কারাগারে অবস্থিতি করিয়া দণ্ডভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রায় অধিকাংশ লোকের স্বভাবই নিতান্ত দূষিত থাকিয়া যায়, সংশোধিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং কারাগৃহ হইতে বিমুক্ত হইলেও পুনর্ব্বায় অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইহার কারণ কি? আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি সদুপদেশের অভাবেই ঐ সকল কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যদি কারাগার নিবদ্ধ কয়েদীদিগকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা না করা যায় তাহা হইলে কখনও উদ্দেশ্য বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারিবে না। অতএব আমরা দয়াবান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, যদি প্রজাগণের স্থায়ী সুখ বর্দ্ধনের ইচ্ছা হয় এবং দেশ মধ্যে দস্যু তস্কর জনিত ভয় নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে বাসনা হয় তবে প্রত্যেক স্থানের জেলখানার কয়েদীদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের দুঃস্বভাব শোধন জন্য এক এক জন সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিকে উপদেশকরূপে নিযুক্ত করুন। এতদ্দ্বারা লোকেরও যেমন চরিত্র শোধিত হইবে, তেমন আবার তৎসঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিশুদ্ধ সুখ প্রবাহও প্রবাহিত হইবে সন্দেহ নাই।

উপরে যে বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, আমাদের গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বড় উদাসীন হয়েন নাই। প্রত্যেক জেলখানায় এক এক জন উপদেষ্টা রাখিয়াছেন বটে কিন্তু কার্য্যে কিছুই হইতেছে না। আমরা যখন ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই তখন উপদেষ্টাদিগের উপদেশ বিষয়ে অমনোযোগ, অবহেলা ও আলস্য প্রভৃতিই কারণ বলিয়া বোধ হয়। অতএব কর্ত্তব্য পরায়ণ ও সুশিক্ষিত লোকদিগকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংশয় নাই।

২। অত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব নানারূপ অন্যায় কাজ করিয়া লোকের অপ্রিয় হইতেছেন। তিনি অনর্থ এক এক জনকে অপমানিত করিয়া থাকেন। সে দিন এক জন মোক্তারকে অত্যন্ত অপদস্থ করাতে উক্ত মোক্তার তাহার নামে হানির দাবীতে ঊর্দ্ধতন বিচারকের নিকট অভিযোগ করেন। আমাদের কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া [illegible] সাহেবের ঐ

কাণ্ডের সত্যাসত্যতা প্রমাণার্থ মনোযোগী হইয়াছেন।

৩। এখানে প্রেততত্ত্ব বিষয় লইয়া বড়ই আন্দোলন হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এক একটী মীটিঙ হইয়া থাকে। তাহাতে কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির আত্মা না কি আবির্ভূত হয়। অত্রস্থ কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে মাতিয়া পড়িয়াছেন।

৪। এবার ঢাকা কালেজের মন্দ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। তথাকার এগার জন ছাত্র বি,এ, পরীক্ষা দিতে যাইয়া তন্মধ্যে ছয়টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং দুটী ছাত্র এম এ, পরীক্ষা দিয়া উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নিতান্ত সুখের বিষয়।

৫। কয়েক দিন যাবৎ এখানে চোরের বড় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

৬। আমাদের সদরআমীন মহাশয় পীড়িত হইয়া তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি নাই।

৭। প্রতি বৎসরই এখানে ফাল্গুনমাসের শেষে অগ্নির ভয় হইয়া থাকে। এ বর্ষেও এ নগরে অগ্নির বড় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

৮। অত্রত্য হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র বাহাদুর উহার সাহায্যদানে মনোযোগী হইয়া সম্প্রতি ঐ সমাজে সাত শত টাকা দান করিয়াছেন।

৯। মুন্সীগঞ্জের লাগেজ সাহেব বিক্রমপুরবাসিদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন জন্য তথায় মিউনিসিপাল সংক্রান্ত কতিপয় রুল প্রচার করিয়াছেন। যাহারা ঐ সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিবে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ সকল নিয়ম পালনে যে মনোযোগী হইবে আমাদের এমত ভরসা হইতেছে না।

১০। আমাদের কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। সে দিন এই আদেশ আসিয়াছিল, অত্রত্য নাজির দক্ষচন্দ্র বসুকে আমরা অনেক বিষয়ে ক্ষমা করিয়াছি। কিন্তু কমিসনর সাহেবের পত্রানুসারে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। অতএব কমিসনর সাহেবের পত্রের মর্ম্মানুসারে, এক বস্তুর দাবী ও বিনাষী বিষয়ের গোলযোগ যে পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হইবে সে পর্য্যন্ত তিনি স্বপদে বহাল হইতে পারিবেন না। তৎ নিযুক্ত হইল, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন দক্ষচন্দ্র বসুকে চট্টগ্রামের নাজিরের পদে বদলী করা গেল।

১১ ই [illegible] দিন হইল, অত্রত্য জেলখানার কয়েক জন কয়েদী একবাক্য হইয়া এক জন বরকন্দাজকে খুন [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

১৮ এ ফাল্গুন [illegible]

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় [illegible] অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই আপীল [illegible] সম্পন্ন ডেপুটী কালেক্টরদিগের বিচারের আপীল কালেক্টরের ক্ষমতা সম্পন্ন ডেপুটী কালেক্টরগণ শ্রবণ করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে এ প্রকার কার্য্যভার, তাহাতে এ প্রথা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এমত স্থলে আপীলশ্রবণকারী ডেপুটী কালেক্টরের সহিত প্রথম ডেপুটী কালেক্টরের যেন পালটি বয়-না হয়।

বোম্বাইয়ে একটী সামাজিক বিজ্ঞান সভা হইতেছে। দেশের যে অবস্থা তাহাতে একটী সামাজিক বিজ্ঞান সভায় সকল স্থানের লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। রেলওয়ে দ্বারা প্রধান ২ নগর রাজধানীর সহিত সংযুক্ত হইল। ক্রমশ মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিলে কাজ হইবে।

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র এডেন হইতে জনরবে সংবাদ পাইয়াছেন ডাক্তর লিবিংষ্টোন হত হইয়াছেন। কিন্তু অল্প দিন হইল তৎপ্রেরিতপত্র সকল আসিয়াছে। অতএব নিশ্চয় সংবাদ না পাইলে এ ঘটনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

মান্দ্রাজের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তর আলেকজাণ্ডার হণ্টার বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্প বস্তু দর্শনার্থ প্রেরিত হন। তিনি জয়পুরে গমন করাতে রাজা তাঁহাকে আপন রাজ্যে এক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অনুরোধ করেন। এই বিদ্যালয় শীঘ্র স্থাপিত হইবে। ডাক্তর হণ্টার রাজাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন জয়পুরে চীনের মৃত্তিকা আছে ইহা দ্বারা উত্তম বাসন হইতে পারে। তত্রত্য খনিজ দ্রব্যও প্রচুর। ইহা ব্যতীত ভিন্ন বস্ত্র প্রভৃতিও উত্তম হইয়া থাকে। শিল্পবিদ্যালয় হইলে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্য করিবেন। কিন্তু ডাক্তর হণ্টার প্রার্থনা করেন জয়পুরে যে সকল উত্তম দ্রব্য আছে তাহা দিয়া রাজা মান্দ্রাজের সহায়তা করেন, জয়পুরের রাজা এ সকল বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজার এ সকল চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, জয়পুর প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছে এতদ্দেশীয় রাজগণ উৎসাহ পাইলে উত্তমরূপে শাসন করিতে পারেন, সর হেনরি লরেন্সের এ কথা অমূলক না।

অযোধ্যের রাজা মিস কার্পেণ্টারকে স্বীয় রাজ্যের স্ত্রী শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি হেতু আহ্বান করেন। কিন্তু গ্রীষ্ম নিকট হওয়াতে তিনি তাহা [illegible] করিতে পারেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট কালি[illegible]দিগকে শত করা ছয় টাকা সুদে ৫২ লক্ষ টাকা কর্জ দিতেছেন। ছয়ের শত করা ৪ টাকা মাত্র গবর্ণমেণ্ট লইবেন, বাকি দুই টাকা জমা হইয়া ক্রমশঃ ঋণ পরিশোধ হইবে। অফিসগণ দেউলীয়া আদালত না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

ভারতবর্ষীয় সভার গত অধিবেশন দিবসে পার্সি সাহেব দরিদ্র যাত্রী লাইসেন্স বিলের তালিকার এক অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ সংখ্যা ধরা হয়, ইহার পর ২০০ টাকা স্থির হয়। ১০,০০০ হইতে ২৫,০০০ পর্য্যন্তের ৫০০ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে। অর্থাৎ কালেক্টরের পদ পর্য্যন্তের লোকদিগের কর হইয়াছে। এই নিয়ম ব্যবস্থাপক সভা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের নূতন শাসন কর্তা রাইট অনরেবল সাইমর ফিজারাল্ড সাহেব ২৬ এ ফেব্রুয়ারি উপস্থিত হইয়াছেন। সার বার্টল ফ্রিয়ার ৫ ই মার্চ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

এপ্রেলের ১৫ ই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরল সিমলায় গমন করিবেন। লোড লরেন্স ও কৌন্সেল পূর্ব্বে গিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন "ভারতবর্ষের কতক গুলি সর্দার কয়েক বৎসরাবধি উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। ইহারা প্রতি শীতকালে ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু গ্রীষ্ম আসিবা মাত্র সে ইচ্ছা পরিত্যক্ত হয়।" মুরশিদাবাদের নবাব অনেকবার এই ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ভুপালের বেগমের ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী জাহাজ পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়া শেষে ক্ষতি সহ্য করেন। অভয়পুরের রাজা ঘোষণা করিয়া শেষে অন্তঃপুরের অনুরোধে ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন। একটী [illegible] উপহাসের কাজ বটে, কিন্তু পরিবার বর্গ ইংলণ্ডে যাইবার

বেতন দেওয়া হইবে। ইংলণ্ডে সৈন্যগণ আম-কাৎের সময়ে সহায়তা করে। মেজর রিবিঞ্জন, রাজধানী বিভাগের সেনাপতির নিকটে আবেদন করেন। সেনাপতি ওয়েলসলান ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

১ লা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

হঙকঙের শাসনকর্তা এক শত শীক পুলিস প্রহরী চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত আছেন। কিন্তু সিংহলের পিয়নিয়রদিগের দুর্দশা যেন মনে থাকে।

কলকাতার জষ্টিসেরা শান্তিরক্ষকের পদ উঠাইয়া অথবা বেতন কমাইয়া দিতে অসম্মত হইয়াছেন। হবহাউস সাহেব বলেন, বেতন কমাইতে হইলে সভাপতির বেতন অগ্রে কমান উচিত। হগ সাহেব তাহাতে নিজ সম্মতি প্রকাশ করেন। পরিশেষে যেমন ছিল সেইপ্রকার সকল বিষয় যথাই স্থির হইল। কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষকের পদ অনাবশ্যক, এখন ওভরসিয়রের কাজই অধিক। ডাক্তর টি.নয়র উপযুক্ত লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতলার নর্দ্দামা পরিষ্কৃত করিতে পারিলেন না। পটোলডাঙ্গার নিকটস্থ শম্ভু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলির ভিতরে যে নর্দ্দামা আছে তাহা দর্শন করিলে তাক লাগিয়া যায়।

দিল্লীর উক্তেলেব পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল হস্ত লিখিত এতদ্দেশীয় পুস্তক তথায় ক্রয় করেন তাহা একন চেজ গৃহে নীলামে বিক্রীত হইতেছে। এগুলি চিত্র শালিকায় প্রেরণ করা উচিত ছিল। এপ্রকারে পুস্তক বিক্রয় করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অযোগ্য কাজ।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে এক সিঙ্কোনা উদ্যান করেন, তাহাতে উত্তম বৃক্ষ হওয়াতে আর একটি উদ্যান করা হইতেছে। তথায় চা হয় কি না এ চেষ্টা পাওয়া হইবে।

কর্ণেল ফেয়ার এককালে ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনরের পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ কলকাতায় আছেন. অতিশয় দুঃখের বিষয় এমত শাসনকর্ত্তার যথোচিত পুরস্কার হইতেছে না।

১৮৬৫। ৬৬ অব্দে নোট প্রচলন জন্য ৮, ৪৫,০৯২ টাকা ব্যয় হয়, ইহার মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহ ৩৬৫,১৮০ টাকা কমিসন স্বরূপ গ্রহণ করেন। জাল ধরিবার জন্য ৬০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৫ মধ্যরাজধানী অন্তর্ব্বর্ত্তীর এতদ্দেশীয় বণিকেরা বদনেরা পর্য্যন্ত এক শাখা রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন। তত্রত্য ডেপুটি কমিসনর ও স্থলার বণিক নিকল কোম্পানি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এদেশীয় বণিকদিগের দ্বারা এ [illegible] হয়, এটি প্রার্থনীয়। কিন্তু সমুদ্র সমুখাদের [illegible] অভ্যাস নাই। হিন্দু লাইক [illegible] কোম্পানি এখন কোন স্থানে বিশ্রাম [illegible], ইহা কোন ব্যক্তি কি বলিতে পারেন?

মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন, বাস্ত কারখানা, [illegible] এবং ঐ প্রকার ভূমি সকলের ২৫ বৎসরের কর এককালে দিলে ভূমিনিষ্কর হইবে। উত্তম আজ্ঞা হইয়াছে।

যে চারিজন ইউরোপীয় বোম্বাইয়ের দুই জন মাতোয়ালাকে বধ করে, ১ লা মার্চ্চ তাহাদিগের ফাঁশী হইয়াছে। ১৮০৩ অব্দ অবধি বোম্বাইয়ে ইউরোপীয়ের ফাঁশী হয় নাই। একজন ইউরোপীয় ফাঁশীর সময়ে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, সে নিজে তাহাদিগের ফাঁশী দিবে, কারণ ইউরোপীয়ের ফাঁশী এতদ্দেশীয়ের হস্তে দেওয়া অন্যায়। এ ব্যক্তি যথার্থ জাতি গৌরব বুঝে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, কাপ্তেন মিক্কিন ও কোর্ড সাহেব ভাগলপুরের শাসন উত্তম রূপে করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে অন্নের অধিক ব্যয় হইবে না। দেওয়ানী আইন অনুসারে মকদ্দমা হইবে, কিন্তু আইন জটিল নহে। পুলিস প্রণালী উত্তম হইতেছে। কাপ্তেন কিচিনের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করিতেছেন। গত বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে যে সকল কৃষক পলায়ন করে তাহারা দলে দলে প্রত্যাগমন করিতেছে। ভাগলপুরে বাৎসরিক আয় ১৪,-১০৪৯৪ টাকা। লার্ড ডেলহাউসি যদি রাজনীতি সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের স্বত্ব লোপ না করিতেন তাহা হইলে অযোধ্যা ও নাগপুরের ভবিষ্যদ্বংশীয়রা তাঁহার সম্মানার্থ মন্দির দিতেন। রাজনীতি অজাতীয় স্বাধীনতায় ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না।

উক্তপত্র বলেন সেরানগাজি খাঁর বিস্তর স্ত্রীলোক পুত্রপ্রার্থী হইয়া পূজা দিতে যাইতেছে ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক আছে। ফিরিঙ্গিরা গৃহে বাঙ্গালা বাহিরে ইংরাজী বলেন। ইউরোপীয় বস্ত্র ইউরোপীয় তৈজস কিন্তু এতদ্দেশীয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করেন। ইঁহারা দুর্ব্বল দেখিলে নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়দিগের তর্জ্জন গর্জ্জন করেন। বলবানের নিকটে খাঁড়জের ন্যায় পলায়ন। ইহাদিগের সামাজিক স্বাধীনতা ইউরোপীদিগের ন্যায়। কিন্তু যে ধর্ম্মনীতি দ্বারা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব রাখেন তাহা নাই। এবিষয়ে লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত মুসলমান শ্রেণি ফিরিঙ্গিদিগের বড় প্রধান নহেন। ইহারা ভারতবর্ষীয়দিগকে ঘৃণা করেন, কিন্তু ইউরোপীয় বলিয়া পরিগণিত হন না। ইউরোপীয়গণ তাঁহাদিগকে সমকক্ষ বলিতে লজ্জিত হন। ধর্ম্ম বিষয়ে ফিরিঙ্গিরা যথা সময়ে বাইবল হস্তে গিরজায় গিয়া থাকেন, কিন্তু নিয়মিত শীতলাপূজা ওলাউঠা ঠাকুরাণী পূজা করিয়া থাকেন। ঔষধের মধ্যে টোটকা ও হাকিমি দ্রব্য পাইলে বাদগেটের দিগ মাড়ান না। যেব্যক্তি ইহাদিগকে ভারতবর্ষের আবেরিজিনাল বলেন তাঁহার বড়ই সাহস।

২ রা চৈত্র শুক্রবার।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ গতকল্য পুনর্ব্বার শতকরা আর এক টাকা সুদ ও বাঁটা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাণিজ্য পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইতেছে এটি তাহার তুলামান।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে বেতনবৃদ্ধির যে আবেদন করেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ত হার অনুমোদন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই মতে মত দিয়া বলিয়াছেন যেস্থলে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের হস্তে স্বাধীন ভার আছে সেখানে অধিকতর বেতন দেওয়া হয়। ইহাই যথেষ্ট। লাহোর ও আগারার চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে যেসকল ছাত্র বাহির হইতেছেন তাঁহাদিগের দ্বারা পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চিকিৎসা কার্য্য উত্তমরূপে হইবে। এজন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন পঞ্জাবে যাইলে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগকে যে অতিরিক্ত ৫০ টাকা দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করা উচিত। আবেদনকারিগণ বলেন বেতন অল্প বলিয়া অনেকে গবর্ণমেণ্টের কাজ লন না। গবর্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার করেন নাই। সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনদিগের বেতনবৃদ্ধি অতি আবশ্যক, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসক ও শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধি অপব্যয় জ্ঞান করেন।

৩ রা চৈত্র শনিবার।

পামমাইকেল নামক ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ম্মচারী লিসন নামক অপর এক জনের স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করে। একদিবস লিসন ও মাইকেল মৃগয়া করিতে যায়। নদীপার হইবার সময়ে মাইকেল তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া বধ করে। ভাগলপুরের সেসিয়ন জজ তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দেন, কিন্তু সাক্ষীদিগের বাক্যে গোলযোগ থাকাতে প্রধানতম বিচারালয় তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

গত গেজেটে কয়েকজন নূতন ডেপুটী কালেক্টরের নিয়োগ দেখা গেল। ইহাদিগকে উৎকলের দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৬৭।৬৮ সালে জেলা বর্দ্ধমানে যে সমস্ত নিম্ন লিখিত রোডফণ্ডের কার্য্য হইবে এবং সন ১৮৬৮ সালের ১৫ ই মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইবে সেই সকল কর্ম্মের জন্য সন ১৮৬৭ সালের ৩০ এ মার্চ্চ মোং সন ১২৭৩ সালের ১৮ ই চৈত্র পর্য্যন্ত জেলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে বন্দ করা দরের কর্দ্দ লওয়া যাইবে এবং উক্ত তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় ঐ সমস্ত দরের কর্দ্দ খোলা যাইবে।

প্রত্যেক দরেরকর্দ্দের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপাজীট দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ডিপাজীট দরের কর্দ্দ অগ্রাহ্য হইলে ফেরত দেওয়া যাইবে কিম্বা গ্রাহ্য হইলে পর দর দেওনিয়া ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার হইলে উক্ত আমানত জব্দ করা যাইবে। প্রত্যেক দরের কর্দ্দে দর দেওনিয়া যে দরে কার্য্য করিতে চাহে তাহা লিখিবে। এক কর্দ্দের মধ্যে এক কি অধিক রাস্তার দর দেওয়া যাইতে পারিবে।

রাস্তার নাম।	মৃত্তিকার কার্য্য কিউবিক ফুটের হিসাবে	সাবাড় সুপার ফিশেল ফুটের হিসাবে	চাপড়া সুপার ফিশেল ফুটের হিসাবে	পাকা গাথনী কিউবিক ফুটের হিসাবে	খোয়ামেটালিং কিউবিক ফুটের হিসাবে	শাল কাষ্ঠের কর্ম্ম কিউবিক ফুটের হিসাবে
বর্দ্ধমান হইতে শিউড়ী রাস্তা	১৩,৬৭,৯৬০	৯,৭২,৫০০	০	৮,৪০০	০	০
ঐ মেদিনীপুর রাস্তা	১১,২৩,২০০	৪,৬৮,০০০	০	৩৬,৫০০	০	০
কাটোয়া হইতে শিউড়ী রাস্তা	১০,৬১,০০০	১৮,১৫,০০০	৭,৫৬,০০০	৩৯,৮০০	৪২৫	৫৩৩
ঐ দেওয়ানগঞ্জ রাস্তা	১,৪৩,০০০	১,৭২,৫০০	১,৫০,০০০	৫,০০০	০	০
মোট	৩৬,৯৫,১৬০	৩৪,০৮,০০০	৯,০৬,০০০	৮৯,৭০০	৪২৫	৫৩৩

কেহ অপর বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র কাছারিতে জানিতে পারিবেন।

বর্দ্ধমান। সন ১৮৬৭ সাল
তারিখ ১১ ই মার্চ্চ

এ, জে, আর, মেনব্রিজ।
মাজিষ্ট্রেট।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই মার্চ—আসনের ভারতবর্ষীয় সেনাদলের কমিটিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তর লিবিঙষ্টোন হত হইয়াছেন।

ফেনিয়ানেরা টিপায়ারি আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ক্রনসেলে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। বৃহৎ নগর সমূহে শান্তি আছে।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ—সেনাপতি পিল অন্য ১১০ কার্য্যের জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সৈন্যদিগের আর ছই পেনি বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যেমত টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদনুসারে মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত হইয়াছেন। হারসদেরা মন্ত্রিসভার সভাপতি হইয়াছেন। ফেনিয়ানেরা বিদ্রোহী আছে। কিন্তু সৈন্যদিগকে দেখিলে পলায়ন করে। কামানের নৌকা ও সাহায্যকারী সেনা ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

১১ ই মার্চ—ফরাসী মহাসভায় সেনাদলের পুনঃ বন্দোবস্তের এক বিল অর্পণ করা হইয়াছে ইহা সাধারণের মনোনীত হয় নাই।

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

" কিছু দিন গত হইল ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের আড্ডার উপলক্ষে সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। আমরা এইবারে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। প্রায় আড়াই শত লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সর্ব্বসম্মতিমতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তিনি তৎপর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে বিদ্যালয়ের গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন রিপোর্ট পাঠ করেন, আমরা স্থানান্তরে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষিগণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিলাম। সম্পাদকের রিপোর্ট পঠিত হইলে সভাপতি বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন ইত্যাদি।"

শিক্ষকদিগের পদোন্নতি সম্বন্ধে ক্লার্ক সাহেবের অভিপ্রায়।

কর্তৃত্বশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মিষ্ঠ ও পরিশ্রমী না হউন অধীন কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যদি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি না থাকে, কখনই তিনি যথোপযুক্তরূপে কাজ পাইতে পারেন না। সকলেই কিছু সুমার্জ্জিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তনায় স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না। ভয় এবং উন্নতি প্রত্যাশাই অধিকাংশ লোককে কর্ত্তব্য কার্য্যে রত করিয়া থাকে। ভয় অপেক্ষা আবার উন্নতি প্রত্যাশার কার্য্যকারিতাশক্তি অধিকতর। শত ভয় প্রদর্শনে যে কার্য্য সমাহিত না হয়, এক উন্নতি প্রত্যাশা তাহা সম্পাদিত করিতে পারে। আক্ষেপ এই, অনেক কর্তৃপক্ষ এইটী বিবেচনা করিয়া কাজ করেন না। তাঁহারা কেবল প্রভুত্ব প্রদর্শন ও কর্কশ শাসনবলে অনুজীবীদিগের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে চান। সুতরাং অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে অসিদ্ধমনোরথ হইতে হয়, বলা বাহুল্য। যে কার্য্য কেন হউক না, উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত না থাকিলে কখনই অধিক দিন তাহাতে উৎসাহ থাকিতে পারে না। এশ্রেণীর শিক্ষকগণ ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। সম্প্রতি উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের উন্নতি বিষয়ে অদ্যাপি পর্য্যন্ত কোন নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয় নাই। চিরকাল পরিশ্রমসহকারে উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেও ২০। ২৫ টাকার ঊর্দ্ধ বেতনের পদ তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায় ঘটিতে দেখা যায় না। এই নিমিত্ত ইহঁারা কিরূপ অনুৎসাহিত ও বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারেন। এতন্নিবন্ধন উদ্দিষ্ট কার্য্যেরও অনেক হানি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

এবিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর এল, মার্টিন সাহেবের এই এক মহদ্গুণে সকলেই পরিতুষ্ট ছিলেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের উন্নতির জন্য সাতিশয় যত্ন করিতেন। কোন উচ্চতর বেতনের পদ শূন্য হইলে তন্নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিকে না দিয়া অন্য ব্যক্তিকে প্রায় তাহা প্রদান করিতেন না। বর্ত্তমান স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি বি, ক্লার্ক সাহেবেরও এই গুণ প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি তিনি তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদিগের পদোন্নতি বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি তাঁহার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগকে এতদ্বিষয়ে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—

" শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যকারকদিগের পদোন্নতি বিষয়ে যতদূর সাধ্য সুশৃঙ্খলা করিতে আমার একান্ত অভিলাষ। আমি আমার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের অনুরোধ অনুসারেই প্রায় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি। তাঁহারা সাধারণতঃ একটিংরূপে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আমার অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। ডেপুটীরা এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার কি একটিংরূপে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করেন, এই আমার বাসনা।

যখন কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টর সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকতায় লোক নিযুক্ত করিবেন, সেই পদের বেতন যদি মাসিক ৩৫ টাকা হয়, তখন তাঁহার এই কর্ত্তব্য হইবে, সেই প্রদেশে যে সকল শিক্ষক ৩০। ২৫ বা তদপেক্ষা অল্প বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে ব্যক্তি নির্ব্বাচন করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অসম্পর্কিত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এরূপ ব্যক্তিকে অধিকতর আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ২৫ টাকা বেতনের কার্য্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। নিম্নতর পদের শিক্ষকদিগের পদেই ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের দাবি গণ্য হইবে। ডেপুটিগণের স্মরণ রাখা উচিত, ইংলিসটীচিং ক্লাসের ছাত্রদিগের দাবি কালেজের ছাত্রদিগের দাবি অপেক্ষা বলবত্তর।

" আমার অপর বাসনা এই, প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষকগণকে তাঁহাদের নিজ অঞ্চলেই উন্নত পদে নিয়োজন করা হয়। কিন্তু যদি কখন কোন শিক্ষক অন্য প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করেন আমি সুযোগ পাইলে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ করিতেও ত্রুটি করিব না।"

" যখন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কোন শিক্ষকতা পদ শূন্য হয়, আমার বাসনা এই, সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকগণকে তাহা প্রদান করা হয়। যাঁহারা প্রথম আর্টের পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা ঐ কার্য্যে সাহায্যকৃত স্কুলের পুরাতন শিক্ষকগণই অধিকতর আদরণীয়।"

ক্লার্ক সাহেব স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের অনুরোধানুসারে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিবেচনায় এটী অসঙ্গত নয়। কিন্তু ডেপুটীদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান এইরূপ প্রবল থাকিলে হয়। তাঁহারা যদি যথোচিত ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন না হন, অনেক স্থলে তাঁহাদিগের সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকেই শিক্ষকতায় নিয়োজিত বা উন্নত দেখা যাইবে। সার্কেল স্কুলের পুরস্কারদান প্রথায় সময়ে সময়ে আমরা যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস করা যায় না, সকল ডেপুটী ইনস্পেক্টরই ন্যায়ানুসারী ও অপক্ষপাতী হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

নিয়ম আছে, যে সার্কেল পণ্ডিত যথোচিত পারগতা প্রদর্শন করিবেন, তিন তিন মাস অন্তরে তিনি অনধিক ১৫ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। আমরা নিতান্ত ক্ষোভের সহিত প্রকাশ করিতেছি কোন কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টর এই নিয়ম সমুচিতরূপে প্রতিপালন করেন না। সকল সার্কেল পণ্ডিত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার পাইবেন, থাকুক, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ একটী নিয়ম প্রচলিত আছে, অনেকে ইহাও তাদৃশ অবগত নন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, "অমুক ডেপুটীর অধীনস্থ সার্কেল পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার আত্মীয় বা কোন প্রকার সম্পর্কিত লোক কেবল তাঁহারাই নিয়মিতরূপে পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন, অন্যেরা তাহা অবগতও হইতে পারেন না" যদিও এ কথা অবিশ্বাস্য হউক, তথাপি ইহা একবারে উপেক্ষণীয় নহে। এরূপ উক্তি শিক্ষাবিভাগের যার পর নাই কলঙ্কজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। অতএব আমরা ক্লার্ক সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি শিক্ষকদিগের নিয়োজন ও পদোন্নতি বিষয়ে ডেপুটীদিগের অনুরোধ শ্রবণ করিবেন ক্ষতি নাই কিন্তু তাঁহাদিগকে এই বিষয়টী সবিশেষরূপে জানাইয়া দিউন, কোন শিক্ষকতাপদ শূন্য হইলে যথোচিতরূপে ঘোষণা করিতে হইবে তদর্থ যত ব্যক্তি প্রার্থী হন, তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণাগুণ সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করিয়া কাহার দাবি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ বোধ করেন, তদ্বিষয় সহকারে তাহা তাঁহাকে (ইনস্পেক্টর সাহেবকে) জ্ঞাপন করিবেন যদি তাহাতে কোন অন্যায় লক্ষিত হয়, তিনি (ইনস্পেক্টর) তাহা সংশোধন [illegible] বেন। [illegible] হইলে আর কাহা [illegible] থাকিবে না, সুতরাং ডেপুটি [illegible] বিধেষিত হইবে না।

নিম্নপদস্থ [illegible] উন্নত পদে নিযুক্ত [illegible] হইবে [illegible] এটী অতীব উৎকৃষ্ট [illegible]। নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বিশেষতঃ [illegible] শিক্ষকগণের [illegible] নাই, যাঁহার [illegible] হয়। অতএব তাঁহাদিগের [illegible] যে কোন উপায় অবধারিত হউক না সকলেরই সন্তোষজনক হইবে সন্দেহ নাই। নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকতা কার্য্যে কোন নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে প্রথমে ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করা হইবে, ক্লার্ক সাহেবের এ অভিপ্রায়টীও প্রশংসনীয়। ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট হইতে যখন একরার লওয়া হইয়াছে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারা শিক্ষকতা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তখন যদি তাঁহাদিগের শিক্ষকতা প্রাপ্তির সুবিধা করা না হয়—স্কুল পরিত্যাগের পর যদি তাঁহাদিগের নিজের খাইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হয় তাহাদিগকে যার পর নাই অনুতপ্ত হইতে হয় সন্দেহ নাই। অতএব যেরূপে তাঁহারা স্কুল পরিত্যাগ করিবামাত্র কাজ পাইতে পারেন, কর্ত্তৃপক্ষের তদুপায় বিধান সর্ব্বতো কর্ত্তব্য। কালেজ প্রভৃতির বর্ত্তমান ছাত্রেরা ক্লার্ক সাহেবের উপরি উক্ত অভিপ্রায়ে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কারণ সহসা তাঁহাদিগের বাসনানুরূপ শিক্ষকতা পদ প্রাপ্তির সুবিধা রহিল না কিন্তু তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করেন, উহাতে অসন্তোষ করিবার কারণ দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা যখন শিক্ষকতায় প্রবেশ করিবা একেবারে পুরাতন হইবেন তখন তাঁহাদিগের পক্ষেও উক্ত নিয়ম সুবিধাজনক বোধ হইবে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা পুরাতন শিক্ষকদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি আমরা সমান কোন শিক্ষকতার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের দাবি কেন না অধিক হইবে? আমাদিগের বিবেচনায় এটী গুরুতর আপত্তি নয়। [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে অতি বড় প্রধান ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র পদে নিয়োজিত করা অনুচিত। তাহাতে তাঁহাদিগের তাদৃশ উৎসাহ ও মনোযোগ থাকেনা সুযোগ পাইলেই তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। তুল্য গুণোপেত হইলে পুরাতন শিক্ষকদিগেরই দাবি অধিক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব আমরা ক্লার্ক সাহেবের অভিপ্রায়ের সর্ব্বথা অনুমোদন করি।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, ক্লার্ক সাহেব যেমন মাষ্টারদিগের পদোন্নতির শৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগী হইয়াছেন, স্কুল পণ্ডিতদিগের পদোন্নতি বিষয়েও সেইরূপ মনোযোগ বিধান করুন। প্রায়, স্কুলপণ্ডিতদিগের অপেক্ষা তুচ্ছ কর্ম্মচারি শিক্ষা বিভাগে অতি অল্পই বিদ্যমান আছেন। *

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর সম্প্রতি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ যে উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আপনার ও আপনার পাঠকগণের গোচর করা [illegible]। ইহা সকলের বিদিত হইলে একটী মহৎ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

অল্প দিন হইল, উক্ত রায়বাহাদুর পূর্ণিয়া জেলায় স্বীয় জমীদারিতে গমন করিয়া আপনার কাছারিতে এক সভা করেন। সভাস্থলে তাঁহার অধীনস্থ সর্ব্বশ্রেণীস্থ পত্তনীদার ও প্রজারা উপস্থিত হইলে তিনি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচনার্থ সাধ্যমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানের অনুরোধ করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিরাও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া স্বীয় স্বীয় জমার শতকরা ৷৹ হিসাবে স্বাক্ষর করিলেন এবং সমুদায় টাকা সংগ্রহ করিয়া রায় বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক এই অনুরোধ জানাইলেন, যে ঐ টাকা তিনি তাহাদিগের নামের ফর্দ্দ সহলিত কলিকাতার কমিটিতে প্রেরণ [illegible]। রায় বাহাদুরও প্রার্থনামত ফর্দ্দ [illegible] কমীটিতে প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ণিয়ার [illegible] দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি আর [illegible] জমীদারীর প্রজারা [illegible] অনুমান [illegible] দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের সাহা[illegible] দেশের লোকের নিকট প্রার্থনা [illegible]। ভারতবর্ষের দায় ভারতবর্ষের [illegible] তাহা হইলে ভারত[illegible] পরিসীমা থাকিবেনা। যাহা [illegible] উপায়ের উদ্ভাবন কর্ত্তাকে [illegible] ধন্যবাদ করি। দুর্ভিক্ষ [illegible] দুঃখ বিমোচনার্থ তাঁহার [illegible] প্রমাণ হওয়াতে আমরা [illegible] করিতেছি, গবর্ণমেন্ট তাঁহার সম্মান [illegible] বিষয়ে অমনোযোগী না থাকেন।

শ্রীধ—

" [illegible]
বিবৃতবর মিবোপজ [illegible] "

শোক দুঃখ বন্ধু ব্যক্তির নিকট উদঘাটিত হইলে লঘুতর হয়।

অদ্য হতভাগ্য পণ্ডিতদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাঠাইতেছি, আপনার দেশহিতৈষী পত্রে

অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্দিত করিলে পরোপকৃত হইব।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কি প্রধান কি সামান্য যত প্রকার কর্ম্মচারী আছেন সকলেই বাঁধাবাঁধি নিয়মে উৎসাহপ্রাপ্ত হন কিন্তু এবারও হতভাগা কালেজ ও স্কুল পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে নিতান্ত বঞ্চিত, কালেজের পণ্ডিতদিগের ৫০।৬০, স্কুলে ২০।৩০, অতি অল্প স্থানে যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয় [illegible] যদি বলেন গুরুশিক্ষা স্কুলের [illegible] ধারণ [illegible] কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হয় এ কালেজে প্রফেসরী দেওয়া হইতেছে সত্য? সে কয়জন? আর এ হতভাগাদের মধ্যে কত জন পাইয়াছে? ৫টী কালেজ আছে ৫ জন পাইলেই যে সাধারণকে উৎসাহ প্রদানের নিয়ম স্থাপিত হইল তাহা বলা যাইতে পারে না। ইহাদের কোন গ্রেড নাই। শিক্ষিয়তা অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা অনেক কাল কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া বেতন বৃদ্ধির নিয়ম নাই এবং নিয়োজিত কার্য্যে পরিশ্রম করে পুণ্যাদি প্রদর্শিত হইলে উন্নতি হইবে ইহারও নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই সুতরাং ইহারা নিতান্ত হতভাগা বলিয়া [illegible] পারে। যখন প্রজাদিগের [illegible] কালেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয় তখন হইতে [illegible] পর্য্যন্ত যে সকল [illegible] নিযুক্ত ছিলেন ও [illegible] কাহারও অনুগ্রহভাজন হইয়া কোন [illegible] সাহায্যক নিয়মে নিয়মিত হয় [illegible] দুঃখ নিবারণের জনাই দৃষ্টান্ত [illegible] যেমন পুত্রশোকার্ত্ত ব্যক্তি অন্য মৃতপুত্রককে দেখিলে তাহার শোকের হ্রাস হয়, যেমন এক অপর কাণা দেখিলে তাহার দুঃখের লাঘব হয়, যেমন খঞ্জলোক আর এক খঞ্জকে দেখিলে তাহার ক্ষোভের লাঘব হয়, এ [illegible] পারা কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুস্থ ও ক্ষোভশূন্য হইবে? তাহার কিছুই নাই। কালেজ ও স্কুলের পণ্ডিতদের চিরকালই এক অবস্থা, ইহাদের কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহারা যা পাইতেছে তাহাই যথেষ্ট। ভাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ইহারা কি এত অপকৃষ্ট স্বতন্ত্র জাতি? ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অসভ্য বন্যজাতীয়দের ন্যায়? সুতরাং ইহাদের আর দরকার করে না। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে সে আপন গুণ ও শ্রমমত্তানুসারে তদীয় আবশ্যক ব্যয়োপযোগী পারিশ্রমিক বেতন না পাইলে অসন্তুষ্ট হয়, তাহাতে উচিত বাক্যও হয় না। পূর্ব্বকালে ইজিপ্ট রাজ্যে [illegible] কর্ম্মচারিশ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক ব্যয়োপযোগী বেতন দিয়া রাজকীয় কার্য্যে লোক নিয়োগের প্রথা ছিল। তাঁহারা বলিতেন উচিতমত বেতন না পাইলে আবশ্যক ব্যয়ের অভাবে অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। যাহা হউক অন্যের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়, একখানি গ্রাম ব্যতীত পার্শ্বস্থ সমস্ত গ্রামে বারি বর্ষণ হইলে কে জলদকে জলদ বলিতে সম্মত হয়? মনে করুন দুই জন কৃষক আছে তাহাদের মধ্যে এক জন বিলাতী অন্য জন দেশীয় ব্যক্তি। প্রথম ব্যক্তি ত্রিবিধ ফল উৎপাদন করে। দ্বিতীয়, দেশীয় একবিধ ফল উৎপাদন করে। ঐ চতুর্বিধ ফল ভূস্বামীর নিকট উচ্চমূল্যরূপে গণনীয় হইয়া ত্রিবিধ ফলোৎপাদক যে পরিমাণে পারিশ্রমিক পান, দেশীয় কৃষক বিলাতী প্রত্যেক ফলের মূল্যানুসারে স্বোৎপাদিত ফলের মূল্য সমান, এইমাত্র কাণে শুনিল কিন্তু পারিশ্রমিক পাইবার সময় দেশীয় কৃষক বলিলা হৎকিঞ্চিৎ দিলে তাহা। যেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয় বিবেচনা করিবেন। [illegible] কৃষক বলিয়া যদি ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ দিবার অভিপ্রায় থাকে তবে কেন ফলের মূল্য সমান করেন।

স্থানে স্থানে বিলাতী কৃষক ৪০০।২০০।১৫০ পান, দেশী কৃষক অপেক্ষাকৃত ন্যূন পাইবে এমত বিবেচ্য হইলেও ৫০।৪০ ৩০।২৫।২০ অসঙ্গত হয় কি না? ইহাদের ৭০।৬০।৪০।৩৫।৩০ পাওয়া উপযুক্ত হয়। আর দেখুন পূর্ব্বে কেবল বাঙ্গলা ছিল এখন সংস্কৃত পড়ান হইতেছে। সংস্কৃত অতিশয় কঠিন ভাষা, ইহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত শ্রম করিতে হইতেছে ইহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বেও যা এখনও তাই। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতেছে তাহার উচিত মত বেতন পাওয়া দূরে গেল, তাহাকে গুরুতর শ্রম করান বিচার ও দয়ার কাজ হয় কি?

কিছু কাল হইল নির্দ্দয় গাড়য়ানেরা গরু ঘোড়াকে অতিরিক্ত শ্রম করাইত, এই দয়ালু সুবিচারক গবর্ণমেন্ট উহাদের অত্যাচার নিবারণার্থ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করাতে নিরুপায় পশুরা [illegible] অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গাড়য়ানেরা অতিরিক্ত শ্রম করাইত বটে, কিন্তু পেট পুরিয়া ঘাস দানা দিত। পরের ঘোড়া দেহাই পাইল নিজের ঘোড়ার কি হইল? এ হতভাগারা উক্ত পশু হইতে হেয় ও অপকৃষ্ট? যদি বলেন ইহারা কিছু বলে না কেন? এ বিষয়ে একটী গল্প আছে, একদা বিধাতা আপন সৃষ্টি দর্শন করিতে আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ যদৃচ্ছাক্রমে একটী ভেককে হস্তস্থিত যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা বিদ্ধ করিলে ঐ নিরীহ ভেক অতিশয় ব্যথিত হইয়াও নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে বিধাতা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন ভেক? অন্যে আঘাত বা আক্রমণ করিলে আর্ত্তনাদ করিয়া থাক এখন নীরব হইলে কেন? ভেক বলিতেছে হে দীনদয়াময়! যখন কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই তখন তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আপনাকে ডাকি ও জানাই, কিন্তু যিনি বিচারক ও রক্ষক তিনি আক্রমণ বা অবিচার করিলে কাহাকে ডাকিব আর কাহাকেই বা জানাইব। বিধাতা ভেকের এই উত্তরে লজ্জিত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য দিয়া মোচন করিয়া দিলেন—দেখুন মহাশয় কি রাজ কি মজুর কি কুমর কি কামার সকলকার এখনকার সমস্ত দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতানুসারে পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রমের মূল্য বাড়িয়াছে এ হতভাগাদের বাড়িবার মধ্যে পরিশ্রম ও নানা বিষয়ে কষ্ট বাড়িয়াছে। যদি বলেন ইংরাজী মাষ্টারদিগের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই ত সত্য তাহাদের বেতন অধিক এবং শ্রমেরও আধিক্য হয় নাই সুতরাং তাঁহাদের কষ্ট ও ক্ষোভের বিষয় কি? অনেকেই ইহাদের অবস্থা ও দুঃখ বুঝিতে পারেন না।

প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি॥

প্রত্যাখ্যানে দাতা যে অপ্রিয় দুঃখ আর দান দেওয়াতে যে প্রিয়সুখ তাহা ধার্ম্মিকেরা আত্মদৃষ্টান্তে বুঝিতে পারেন। তাঁহারা যদি এক অবস্থায় থাকেন শ্রমের উচিত পুরস্কার না পান এবং তাঁহাদের পরিবার পালনে সর্ব্বদাই অভাব হয় তবে তাঁহারা কি বলেন ও কেমন সন্তুষ্ট থাকেন বুঝিতে পারা যায়। অবস্থা ভোগ না করিলে অবস্থার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। বন্ধ্যা যেমন প্রসব বেদনা জানিতে পারে না, সুস্থ ব্যক্তি যেমন রোগের যাতনা বুঝিতে পারে না ধনী যেমন অভাবের ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না তাঁহারাও তদ্রূপ!!! ফ্রান্সে এক বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে নিঃস্ব লোকেরা ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া হাহাকারে চীৎকার করাতে নৃপনন্দিনী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন কিসের গোলযোগ? মন্ত্রী কহিলেন দুর্ভিক্ষের। রাজকুমারী বলিলেন দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে? আমরা অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করি, সে যদি আমাদের উপর ঐরূপ করে তাহা হইলে আমাদের মন কিরূপ হয় সর্ব্বদা এই প্রকার মনে রাখিলে

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারা যায় যদি বলেন শিক্ষকদিগের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির কল্পনা হইতেছে তাহা হইলেই তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া হইবে যাঁহারা উক্ত বেতন পান তাঁহাদের পক্ষেই ভাল যাহারা ২০। ২৫ পান তাহাদের বর্ষে ২। ১ টাকা হইলেই কি আর না হইলেই কি।

সেক্তব্যো যদি মাধবস্তরুবরঃ
পাথোদ পাথোভরৈঃ
সর্ব্বাঙ্গং পরিষিঞ্চ কিঞ্চিদধুনা
কালঃ পরিক্রামতি।
মূলে মুঞ্চরসে দলে চ বিদলে
শীর্ণেতথা বল্কলে
সন্তাপেন পরিপ্লুতো প্রভু রবোধারাপি
ব্যর্থং তব॥

বৃষ্টি না হওয়াতে এক মরুদেশস্থ বৃক্ষ মেঘকে বলিতেছে হে মেঘ যদি এই মরুদেশস্থ বৃক্ষকে জল কণা দ্বারা সেক করা উচিত হয় তবে ছল না করিয়া জলদান করুন কেন বিলম্ব করিতেছেন? সময় অতীত হইতেছে যদি বলেন তাহাতে হানি কি হানি এই যখন ইহার মূল রসহীন হইবে পত্র যখন বিবর্ণ হইবে ডাল যখন শুষ্ক হইবে তখন তোমার প্রচুর বারিধারা ইহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।

কাহাকে বলি কেবা শুনে—

মহাশয়! আপনার ২১ এ ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে "বশম্বদ লেখক" স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম। লেখকের কি আশ্চর্য্য সাহস! লেখনী হইতে যাহা বহির্গত হইয়াছে তাহাই অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পরিশোধিত পাঠশালা সমূহের উল্লেখ করিয়া লেখেন "যে সকল ব্যক্তি ঐ সমস্ত পাঠশালায় অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই সমুদায় চক্রের আধার স্বরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিত পণ্ডমূর্খ গুরুমহাশয় হইতে সংগৃহীত।" যাঁহার লেখনী হইতে পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব বাক্য বিনির্গত হইয়াছে তাঁহার সাধুতা ও বুদ্ধির সহস্র সহস্র ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না!!! পাঠকবর্গ! তাঁহার বুদ্ধির এত প্রশংসা কেন করিতেছি জানেন? তিনি বয়োবচ্ছেদে কখন পরিশোধিত পাঠশালা বা গুরু নর্ম্মাল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াও কেবল বুদ্ধি বলে এতদূর জানিতে সমর্থ হইয়াছেন। বুদ্ধি বলে তিনি কিরূপে একবারে এতদূর অবগত হইলেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। বোধ হয় যেমন বশিষ্ঠাদি ঋষি জ্ঞাননেত্র প্রভাবে পরোক্ষা পরোক্ষ সমুদায় বিষয় দেখিতে পাইতেন উক্ত লেখকও সেইরূপে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে আমাদের অভিনব বশিষ্ঠের সেই নেত্রটী এখনও উন্মীলিত বা পরিষ্কৃত হয় নাই। অতএব আমরা আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছি তিনি উক্ত চক্ষুটীর ছানি তোলাইবার চেষ্টা করুন। অন্যথা তাঁহার প্রকৃত দর্শন জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ যদি তাঁহার চর্ম্ম চক্ষুও থাকে একবার পরিশোধিত পাঠশালা ও গুরুনর্ম্মাল সন্দর্শন করিয়া ভ্রম সংশোধন করুন। তিনি নিশ্চয় জানিবেন ঈর্ষ্যাবশতঃ সর্ব্বসাধারণকে ভ্রমকূপে পাতিত করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে সরলান্তঃকরণে ভ্রম স্বীকার না করিলে অভিজ্ঞ মণ্ডলীতে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার অসত্য রচনা ধারণ করাতে নির্দ্দোষ সোমপ্রকাশ কেন দূষিত হয়। তিনি তাহার নির্ম্মল বক্ষঃস্থলে যে কলঙ্কপঙ্ক প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহা তাঁহারই ক্ষালন করা উচিত।

পাঠকবর্গ! আপনারা "বশম্বদ লেখকের" অসহনীয় ধৃষ্টতার আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে লেখেন "যদি এই সকল নিয়ম কেবল মাত্র কাগজের উপর অবস্থিত না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে অতিশয় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই" এস্থলে তাঁহার প্রতি আমার এইমাত্র বক্তব্য যে প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্পনানেত্র গোচরে তিনি স্বীয় বীভৎস মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা প্রকাশ না করেন। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিবোধ না হইয়া বরং আনন্দ হয় বটে কিন্তু পাঠকবর্গ তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি ভাবিয়া সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করেন।

তিনি পরিশেষে লিখিয়াছেন "যথা তিনই গ্রাম্য পাঠশালা সকলের উন্নতি করিবার বাসনা থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট দান ৫ টাকার স্থলে ১০ টাকা করিয়া নর্ম্মালের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে ইহাতে নিযুক্ত করুন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনেক ঘোড়া থাকিতেও গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে।" "লেখক" ইচ্ছা পূর্ব্বক ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি কি জানিয়াও জানেন না যে তিনি ১০। ১৫ টাকাতে যাহাদিগকে ঘোড়া বলিয়া দিতে পারেন তাহারা প্রকৃত অশ্বজাতীয় নহে বেতো ঘোড়া, তাহারা কেবল খুরের ঠক্‌ঠকানি। অস্বপ্রাণ মাত্র কাবকে শিখিয়া আইসে। পরিশ্রমী গর্দ্দভও তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক কার্য্যকারী। পরিশেষে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাঘ্র ও হরিণের পরস্পর সম্বন্ধের তুল্য বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস আছে তিনি যেন শিক্ষাসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন।

কস্যচিদন্যায়াসহিষ্ণোঃ।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! গত ২০ এ ফাল্গুন বেলা প্রায় ১১ টার সময় এইখানে একটী বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক গৃহ ও বহুমূল্য দ্রব্য ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তিনটী গৃহস্থ একবারে উৎসন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন উপায় হীন, তিনি যে আপন ক্ষমতায় তাঁহার ধন সম্পত্তি পুনঃ আহরণ করেন এমন আশা নাই। তাঁহার জন্য আমাদিগের দেশস্থ প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী মহোদয় দুই খানি ঘর বাঁধিয়া দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি অন্যূন ২০০ টাকার ন্যূনে পার পাইতে পারিবেন না। ঐ দুঃখী ব্যক্তির দ্রব্যাদি ও ধান্যাদি পুনঃ সংগ্রহ করিবার জন্য ঐ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত বাবু রায় ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় চাঁদা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। বোধ হয় ত্বরায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। এক্ষণে আমরা কায়মনবাক্যে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে উক্ত মহোদয় দ্বয়ের অন্তঃকরণ যেন এই সমুদায় কার্য্যে বিচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক দীনহীন ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইবে ইতি।

টাকী।　　　　একান্ত বশম্বদ।
২৪ এ ফাল্গুন।
১৮৬৭।

সবিনয় নিবেদনমিদং

এখানে একখানি নয়, ক্রমে দুইখান সংবাদ পত্র চলিতেছে, কিন্তু দীনের প্রতি তাঁহাদিগের তেমন দৃষ্টি .. হয় কৈ? প্রাচীনটীর কিঞ্চিৎ দূর দর্শন আছে বটে, কিন্তু সকল সময়ে তাঁহার গতি সমান হয় না। নবীনটীর এখনও পরীক্ষা হয় নাই। তিনি বড় বড় হাকিমদিগের গুণেরই পক্ষপাতী, দোষ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন। তিনি "মুরশিদাবাদের" যে কোন উন্নতি দেখিতেছেন "সে কেবল বিদেশীয় কতিপয় বড় বড় লোকের গুণে" কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিদেশীয়েরা স্বীয় স্বীয় আহার, বিলাস, এবং পরিবারের অলঙ্কারেরই উন্নতি করিতেছেন।

সম্প্রতি এক জন লোকান্তর গমন করায় প্রকাশ হইয়াছে। তিনি ১৩ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ, আর ৫। ৭ সহস্রের অলঙ্কার মাত্রের তাঁহার স্ত্রীকে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতবড় দুর্ভিক্ষ গেল, রাণী স্বর্ণময়ী, বাবু লছমীপৎ, বাবু ধনপৎ, বাবু বুধ সিংহেরা দরিদ্রের জীবন রক্ষা করিলেন, ইহাদের কোনই গুণ নাই, উল্লিখিত শ্রেণীর লোকেরা এক দিন ভ্রমেও কেহ মুষ্টি অন্নের অপব্যয় করিলেন না, তাঁহাদেরই গুণ ব্যক্ত হইল। বিচার এইরূপই বটে! বহরমপুরের কালেক্টরিতে কোন্ দেশী লোক এক বার নয় ২। ৩ বার, রাশি রাশি অর্থোৎসর্গ করিলেন? কে দাতব্য সভা, ও দাতব্য চিকিৎসালয় পোষণ করিলেন? কে এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া দেশের একটী বিশেষ উপকার করিলেন? বারমাস কাল (কি দুর্ভিক্ষ কি সুসময়) কে সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে অন্নদান করিতেছেন? কোন দেশী লোক মিউনিসিপাল ফণ্ডের দিন দিন উন্নতি করিতেছেন? নবাব নাজিমের অবস্থা মন্দ তথাপি (মরা হাতি সওয়া লাখ) মুরসিদাবাদকে কে আলো করিয়া রাখিয়াছে? তাঁহার অতিথিশালা, তাঁহার কালেজ, তাঁহার স্কুল, তাঁহার চিকিৎসালয়, তাঁহার ছাত্রশ কারখানা কোন দেশের লোকের দ্বারা চলিতেছে? এ সকল বিষয় বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ "কলেতেই পরিচয় দিতেছে"। কিন্তু মুরসিদাবাদ সংবাদদাতারের একটী বিষম ভ্রম ভঞ্জন করা চাই। এই জন্য বলিলাম। আর কথা অনুচিত হইলেই মনোবেদনা পাইতে হয়। এক মনোবেদনার অদ্য এই পর্য্যন্ত, এখন দ্বিতীয়টী বলি।

মহাশয়! বলিতে পারেন বিদ্যার লক্ষণ কি? আমরা মোটা মুটি এই জানি, যে বৃক্ষে ফল ধরিলে যেমন উহা ভতরে সুশোভিত এবং অবনত হয়। মানুষের বিদ্যা হইলেও মানুষকে সেই রূপ করে। কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত দেখিতে পাই কেন? সে কি আমাদের বুঝিবার ভুল? না, আসলেই ভুল? এখানে সুবিখ্যাত বহুজনপালক দয়াবসাগর, দীনের আশ্রয়, সদ্গুণের নিবাস, নের দাস স্বরূপ এক মহাত্মা আছেন। তাঁহার পরিচয় আপনি এবং আপনার পাঠকগণের অগোচর নাই। কোন বিশেষ অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক এস্থলে তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত করিল। তাঁহার নিকট গুণের এত আদর যে পণ্ডিত মণ্ডলীর চক্রভেদ করিয়া গুণশূন্য জনেরা তাঁহাকে দেখিবার পথ পায় না। তথায় নানা শাস্ত্রের আলোচনা, নানা দিক দেশীয় পণ্ডিতগণের সমাগমন হইয়া থাকে সেই সভায় একটী লোম হর্ষণ ঘটনা আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর সভা, মহাশয় অনেক দেখিয়াছেন। মুখনাড়া, হাতনাড়া, অভিশম্পাত, কাপড় ছেঁড়া, কলিকায় আগুন ফেলিয়া লাফালাফি ও হাতাহাতি, গালাগালি পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু কানমলিয়া দেওয়া কি দেখিয়াছেন? বোধ করি না। কেমন করিয়া দেখিবেন? এ যে নূতন! আমাদের কোন বিদ্যাবিশারদ, বিদ্যাভিমানী কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে তাহাও দেখাইলেন। শাস্ত্র, বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রের, বিচারের উপরেই উন্নতি নির্ভর করে। একেই ত লোকে নানা কারণে বিচার করিতে আর অগ্রসর হয় না এবং নানা কারণে উহার অধোগতিই হইতে চলিয়াছে। তাহাতে যদি বৈদ্য, ব্রাহ্মণের কান মলিয়া দেন, তবে আর কে বিচার করিতে অগ্রসর হইবে? সকল সমাজ সংস্কৃত হইতে চলিয়াছে, আমাদিগের হিন্দু সংস্কৃত সমাজ কবে সংস্কৃত হইবে? আমরা এই একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যাঁহার আলয়ে এই ঘটনা সম্পাদিত হয়, তিনি সে দিন জীবনমৃত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপনার সোমপ্রকাশ দেশের বিস্তর উপকার করিতেছে। আমাদিগের দেশের পণ্ডিতদিগের সভা ও তথায় বিচার প্রণালীর শোধন বিষয়ের কোন উপায় প্রদর্শন করিতে পারেন? চেষ্টা করিয়া দেখুন দেখি? আমরা তাহা হইলে আপনার নিকট বিশেষ ঋণী হইব। আমাদের স্থানীয় দুইটী সংবাদপত্রই এই গুরুতর বিষয়ে অবাক হইয়া রহিলেন সুতরাং আমরা আপনার শরণ লইলাম যথা কর্ত্তব্য করুন।

২১ এ ফাল্গুন। বহরমপুর।
১২৭৩। জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিতস্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ফরিদপুর
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ভাদ্র ৭
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৫॥
" " কালীদাস মুখোপাধ্যায় সেক্রেটার শাজিহানপুর
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬৮ জানুয়ারি ১৩
" পেট্রিক স্মিথ বেলেকান্দীকুঠী ১৩
" " সুরেন্দ্রনাথ রায় নদীয়া
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ফাল্গুন ১৩
" " হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী যশোহর ১৩
" " মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কাশী
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৫॥০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ম ৯ ভাগ। ১৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ১২ ই চৈত্র। ১৮৬৭। ২৫ এ মার্চ্চ। | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে নানা প্রকার বাঙ্গলা, দেবনাগর অক্ষর ও বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত আছে ও হইতেছে এবং এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, গ্রন্থকার যেরূপ ইচ্ছা করেন ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ছাপা যত উত্তম ও পরিষ্কৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। ভার অর্পণ করিলে সমুদায় প্রুফও দেখিয়া দিতে পারিব, গ্রন্থকারের কোন কর্ম্ম বা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। বন্দোবস্ত করিলে কাপিও সংশোধন করিয়া দিতে পারি, সংস্কৃত বা ইংরাজিভাষা হইতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছি, ব্যয়ও অধিক হইবে না। যিনি সংস্কৃত বাঙ্গলা বা হিন্দিতে কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কলিকাতা, মুজাপুর আমহার্ষ্টের দক্ষিণ ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট লোক পাঠাইলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

১ লা চৈত্র ১২৭৩ } শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার
সংস্কৃত বিদ্যালয়

-:০:-

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বয়ারিং চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।
বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুন্‌কি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুনকি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস ময়নাগুড়ী। } শ্রীযুক্ত জে, এফ, টুইডি সাহেব
১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬ } ডেপুটী কমিসনর

—:০:—

বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সাধারণজনগণকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে উক্ত বাবু সবআসিষ্টান্ট সর্জনের ভিজিট গ্রহণে চিকিৎসা করিবেন।

শ্রীহীরালাল নন্দী।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদিগের শরিকানী বিষয় যাহা তরফ শকুলনগর, বিষ্ণুপুর, বংশীধরপুর এবং মুরপুর সামিল যে সমস্ত টিক, জমী এবং কুড়াবঘাটে যে চক আছে ও পরগণে মুক্তাগাছা ইনাৎপুর প্রভৃতি স্থানে যে মহত্রাণ বন্ধ ও ঠিকা প্রভৃতি আছে তাহা আমার অনুপস্থিতে এবং অমতে যদি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রয় করেন এবং যদি কেহ তাহা খরিদ করেন সে বাতিল, নামঞ্জুর এবং অগ্রাহ্য হইবে।

কেত্রী } জয়নগর নিবাসী
লা মার্চ ১৮৬৭ } শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীধর গোস্বামির টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত রীত্যনুসারে মুদ্রিত হইয়া ২॥ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পুস্তকাধ্যক্ষের নিকট অথবা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

—:০:—

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ উহার প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। এর মধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশল রচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়স্য

—:০:—

বিজ্ঞাপন

সন ১৮৬৭।৬৮ সা লে জেলা বর্দ্ধমানে যে সমস্ত নিম্ন লিখিত লোকেল ফণ্ডের কার্য্য হইবে এবং সন ১৮৬৮ সালের ১৫ ই মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইবে সেই সকল কর্ম্মের জন্য সন ১৮৬৭ সালের ৩০ এ মার্চ্চ মোং সন ১২৭৩ সালের ১৮ ই চৈত্র পর্য্যন্ত জেলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মাজিষ্টেট সাহেবের কাছারিতে বন্দ করা দরের ফর্দ্দ লওয়া যাইবে এবং উক্ত তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় এ সমস্ত দরের ফর্দ্দ খোলা যাইবে।

প্রত্যেক দরের ফর্দ্দের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপাজীট দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ডিপাজীট দরের ফর্দ্দ অগ্রাহ্য হইলে ফেরত দেওয়া যাইবে কিম্বা গ্রাহ্য হইলে পর দর দেওনিয়া ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার হইলে উক্ত আমানত জব্দ করা যাইবে। প্রত্যেক দরের ফর্দ্দে দর দেওনিয়া যে দরে কার্য্য করিতে চাহে তাহা লিখিবে। এক ফর্দ্দের মধ্যে এক কি অধিক রাস্তার দর দেওয়া যাইতে পারিবে।

রাস্তার নাম	মৃত্তিকার কার্য্য কিউবিক ফুটের হিসাবে	সাবাঙ্ক সুপার ফিশেল ফুটের হিসাবে	চাপড়া সুপার ফিশেল ফুটের হিসাবে	পাকা গাঁথনী কিউবিক ফুটের হিসাবে	খোয়ামেটালিং কিউবিক ফুটের হিসাবে	শাল কাষ্ঠের কর্ম্ম কিউবিক ফুটের হিসাবে
বর্দ্ধমান হইতে শিউড়ী রাস্তা	১৬,৬৭,৯৬০	৯,৬২,৫০০	০	৮,৪০০	০	
ঐ মেদিনীপুর রাস্তা	১১,২৩,২০০	৪,৬৮,০০০	০	৩৬,৫০০	০	
কাটোয়া হইতে শিউড়ী রাস্তা	১০,৩১,০০০	১৮,১৫,০০০	৭,৫৬,০০০	৩৯,৮০০	৪২৫	৫৩৬
ঐ দেওয়ানগঞ্জ রাস্তা	১,৪৩,০০০	১,৬২,৫০০	১,৫০,০০০	৫,০০০	০	
মোট	৩৯,৬৫,১৬০	৩৪,০৮,০০০	৯০,৬০,০০	৮৯,৭০০	৪২৫	৫৩৬

কেহ অপর বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে কাছারিতে জানিতে পারিবেন।

বর্দ্ধমান। সন ১৮৬৭ সাল
তারিখ ১১ ই মার্চ্চ

এ, জে, আর, বেবরিজ।
মাজিষ্ট্রেট।

সোমপ্রকাশ ।

১০ ই চৈত্র সোমবার ।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থ আজীমগঞ্জের শ্রীযুক্ত রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর দৃষ্টান্তভূত যে সাধু অনুষ্ঠান করেন, গতবারে আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, এবার ঐ প্রকার একটী সদনুষ্ঠান সমাচার তাঁহাদিগের শ্রবণ গোচর করা যাইতেছে। কৃষ্ণনগর কালেজে একটী সভা হইয়া এতদর্থ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে তাহা দর্শন করিবেন। স্থানে স্থানে এইরূপ সভা হইয়া অর্থ সংগৃহীত হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

চা-করগণ ও গবর্ণর জেনরল।

নদীর স্রোত নিম্ন দিকেই গমন করে। যদি আমরা উহাকে ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাই, কেবল যে আমাদিগের কষ্ট, অনর্থ অর্থ ব্যয় ও অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা জন্মে এরূপ নয়, অভীষ্টলাভও নিতান্ত দুর্ঘট হয়। স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে গেলে সর্ব্বত্রই প্রায় এরূপ ঘটনা হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ব্যক্তিরেকে কৃষি ও বাণিজ্য স্থলে স্বাধীন শ্রম ও স্বাধীন ব্যবহার করিয়া কার্য্য সম্পাদন করাই উচিত, তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, অন্যথা ব্যতিক্রম ঘটে। নীলকরেরা অধিক লাভের আশয়ে এক দাদন প্রথা অবলম্বন করিয়া উৎসন্ন হইয়াছেন, চা-করেরা কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি কুলির স্বাধীনতাপহারী যত আইনের বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন, ততই অলাভবান ও বিপদাপন্ন হইতেছেন। তাঁহারা যদি স্বল্প মূল্যে রুগ্ন ও ভগ্নদেহ কুলি লইয়া যাইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সবলকায় কুলি লইয়া যান, তাহাদিগকে কণ্ট্রাক্ট আইন দ্বারা বদ্ধ না করিয়া অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখেন, এবং বহুল পরিমাণে তথায় কুলির উপনিবেশ করিয়া স্বকার্য্যসাধন চেষ্টা পান, বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বশবর্ত্তী হইয়া ৩ রা চৈত্র শনিবার প্রায় ৫০ জন চা-কর ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চায় চাষের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণন এবং গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অনুরোধ করেন। লাণ্ডহোলডার্স সভার অধ্যক্ষ বুলেন স্মিথ সাহেব আবেদন পাঠ করিলে তৎপরে কাডিনাণ্ড সিলার সাহেব চা-করদিগের ক্ষতির বিষয় বাচনিক বর্ণন করিলেন। আবেদনকারিগণ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার কয়েকটী কারণ তাঁহাদিগের আপনাদিগের হইতেই ঘটিয়াছে। কিন্তু সেগুলি কি তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগের নিম্নলিখিত কয়টী ক্ষতির কারণ স্থির করিয়াছেন। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট চা-কর ও মজুরের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আইন অনুসারে মজুরদিগকে নির্দ্ধারিত ন্যূন সংখ্যা বেতন ও টাকায় এক মণ চাউল দিতে হয়। এ বিধিতে ক্ষতি অনিবার্য্য। দ্বিতীয়, কুলিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার চা-করদিগের সদ্ব্যবহারের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং কুলিরক্ষকগণ বিশেষতঃ মার্শাল সাহেব অনিষ্ট করিতেছেন। তৃতীয়, আসামে রাস্তা ঘাট উত্তম নাই। অতএব তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন, বেতন নির্দ্ধারণ চা-কর ও মজুরের পরস্পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য এবং কুলিরক্ষকের পদ উঠাইয়া দেওয়া ও রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক টাকা ব্যয় করা উচিত।

আবেদন পঠিত হইলে সিলার সাহেব গবর্ণর জেনরলকে বলিলেন, মেজর লিজ, ডেপুটী কমিসনর মেজর কোম্বাব, ডেপুটি কমিসনর কাপ্তেন লায়, ডেপুটি কমিসনর কাপ্তেন কোজ, ও কাপ্তেন হর্বেস ও ঢাকার কমিসনর বকলাণ্ড সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ হয়, চা-করেরা সাধারণ্যে মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। মধ্যে মধ্যে অত্যাচার হয় বটে, কিন্তু তাহা বিরল উদাহরণ মাত্র। মজুরদিগের উপরে সদ্ব্যবহার করা চা-করদিগের স্বার্থ। তিনি অবিলম্বে কুলি আইন পরিবর্ত্ত করিয়া কেবল চুক্তি ভঙ্গের ফৌজদারি দণ্ডের বিধিটি রাখিবার অনুরোধ করেন। তাঁহার মতে কমিসন নিয়োগ মৃতদেহ পরীক্ষার ন্যায় হইবে, মৃত্যুর কারণ জানা যাইবে মাত্র, কিন্তু জীবন আর পাওয়া যাইবে না।

গবর্ণর জেনরল ইহার উত্তর পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, তিনি যদিও সিবিলিয়ান ও শাসনকর্ত্তা, তথাপি চা কর প্রভৃতির সাহায্য করা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তিনি কর্ম শূন্য হইলে নিজে চা কর হইবেন। তাঁহাদিগের ন্যায় তিনিও ভারতবর্ষে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন, তিনি নিজে ইংরাজ, অতএব স্বদেশীয়দিগের কষ্ট দূর করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষবাসী ও রাজ্যের প্রতি তাঁহার এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে যেসকল রিপোর্ট আইসে, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ করে মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার করা বিরল উদাহরণ নহে, অনেক স্থলে নিয়মিতরূপ প্রহারও হইয়াছে। এই কারণে মজুরের রক্ষার জন্য বিশেষ আইন হয়। এ আইন রহিত করা তিনি অপরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন। পরে প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া বলা হইল, ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ অব্দের আইন গুলি অনেক অনুসন্ধান ও সাধারণ সম্মতির পর হয়। আইন দ্বারা চা-করদিগের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সিংহলের কাফিকর মরিস সাহেব আসামের চা-ক্ষেত্র দর্শন করিতে আইসেন। গবর্ণর জেনরলের অনুরোধে তিনি বর্ত্তমান দুরবস্থার এই কয়েকটি কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেনঃ—

প্রথম, যৌত মূলধন কোম্পানি করিয়া অপরিমিত ভূমি ক্রয় করা হয়। ইহা পরিষ্কৃত ও কর্ষিত করিবার উপযোগী পরিশ্রম ও টাকার সঙ্গতি ছিল না। এতন্নিবন্ধন বিস্তর উদ্যান বন পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় বঙ্গদেশ হইতে কুলি লইয়া যাইবার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। তৃতীয়, অনেক পীড়িত মজুর যায় এবং তাহাদিগের অধিকাংশ পীড়ার প্রাণত্যাগ করে। ঐ অঞ্চলে পীড়া অতিশয় হয়। চতুর্থ, বিস্তর অনভিজ্ঞ চা তত্ত্বাবধায়ক যাওয়াতে চা উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় না। এ জন্য ইংলণ্ডে মূল্য ও কাটতি কম হইয়াছে। পঞ্চম, টাকায় এক মণ চাউল দেওয়াতে ক্ষতি হইতেছে। ষষ্ঠ, অনেক চা-করের পর্য্যাপ্ত মূলধন নাই। সপ্তম, ইংলণ্ডে অর্থকৃচ্ছ্র হওয়াতে অনেকে টাকা না পাইয়া ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। মরিস সাহেব অপক্ষপাতী, অতএব গবর্ণর জেনরল বলিলেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ক্ষতির কারণ চা-করেরা আপনারা হইতেছেন। আইনের দোষ দেওয়া অন্যায়। তাঁহার আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে ন্যূনসংখ্যা বেতন নির্দ্ধারণ নিয়ম রহিত হইবে। কুলি রক্ষকের পদ উঠান তাঁহার মত নহে। যেখানে কুলি প্রেরিত হয়, সেইখানেই এ বিষয়ের আইন আছে, আসামে উঠাইতে হইলে মরিসস, ডেমেরেরা প্রভৃতি স্থানেও উঠাইতে হয়, কিন্তু তাহা করা অসম্ভাবিত। আসামের আয় ৩৪ লক্ষ টাকা মাত্র। শাসন, বিচার ও সৈনিক ব্যয় বাদে অল্পই উদ্বৃত্ত থাকে। তথাপি এ বৎসর তথায় ৭ লক্ষ টাকা নূতন রাস্তার জন্য দেওয়া হইয়াছে। আর অধিক টাকা সাধারণ রাজস্ব হইতে দিলে অন্য প্রদেশের উপরে অবিচার করা হইবে। পীড়া নিবন্ধন ইঞ্জিনিয়ারগণ আসামে অধিক বেতনেও যাইতে চাহেন না। বিস্তর মজুর ও ওবরসিয়ার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টেরও সঙ্গতি অধিক নাই, অতএব এ বিষয়ে আপাততঃ আর কিছু করা যাইতে পারে না। অধিকসংখ্যক বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে তিনি শীঘ্র অনুসন্ধান করিবেন বলিলেন।

এই পর্য্যন্ত হইয়া সভা ভঙ্গ হইলে ভাল হইত। কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের যে দোষ আছে, তাহা প্রকাশিত করা হইল। সিলার সাহেব উঠিয়া বলিলেন, মার্শল সাহেব কাছাড়ে চা করদিগের প্রতি স্পষ্ট শত্রুতা প্রদর্শন করিয়া কার্য করিতেছেন। তাঁহার উপরে কাহারও বিশ্বাস নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য। বুলেন স্মিথ, মনি, বারি ও ফরগুসন সাহেবও এই প্রকারে মার্শল সাহেবের দোষ দিতে লাগিলেন যে তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত হন, তাঁহার রিপোর্ট বিশ্বাসের যোগ্য নহে, তিনি কুলি ও চা-করদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দেন, ইত্যাদি গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগকে বলিলেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করা অন্যায়; তাঁহাকে স্বসমর্থন করিতে দেওয়া উচিত। এটি যথার্থ ভর্ৎসনা হইয়াছে। চা করেরা কে, যে কোন কর্ম্মচারিকে রাখা উচিত, আর অনুচিত তাহা গবর্ণমেণ্টকে আজ্ঞাস্বরূপ বলিবেন? তাঁহাদিগের যে অভিযোগ থাকে, তাহাই জানাইবেন; এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা বলা নির্লজ্জতাসূচক অসমসাহস। যে ব্যক্তি দ্বারা আপনাদিগের দোষ প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করা শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের যে রোগ আছে, এটি তাহার উদাহরণ মাত্র। মার্শল সাহেবের চরিত্রের অনুসন্ধান হেতু কমিসনর বকলাণ্ডকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ভাল হইত। বকলাণ্ডের উপরে সাধারণের ভক্তি অল্প। জনরব এইরূপ তাঁহার অনেক টাকা চা কোম্পানির অংশ ক্রয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আমরা মরিস সাহেবের রিপোর্ট অবধানপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, চা-করদিগের আপনাদিগের দোষে ক্ষতি হইতেছে। তাঁহারা এককালে সমুদায় আবাদ ক্রয় করিতে চাহেন, এক কালেন ক্ষতি পাইলে কি হইবে? তাহা যে

ব্যবস্থা করিতে হইবে সেটি তাঁহাদিগের ক্ষমতা ছিল না। সাধ্যাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে ফল হয়, তাহা ঘটিয়াছে। মজুরদিগের প্রতি সাধারণ্যে অসদ্ব্যবহার হয় তাহা আমরা বলি না; কিন্তু অনেক চা-কর ক্রমশঃ নীলকরদিগের পথ অবলম্বন করিতেছেন। কুলিগণ যথা নিয়মে বেতন পায় না। মরিস সাহেব প্রত্যহ বেতন দিবার কথা বলিয়াছেন। এটির প্রতি যেন ব্যবস্থাপক সভার মনোযোগ হয়। বেতনের ন্যূন সংখ্যা নির্দ্ধারণ অতি আবশ্যক। এ নিয়ম রহিত হইলে এই হইবে, তত্ত্বাবধারকগণ পাঁচটাকার স্থলে এক টাকা দিবেন। গবর্ণর জেনরল নিজে স্বীকার করেন, কুলি নিতান্ত নিরাশ্রয়, কিন্তু তাহার দুরবস্থা প্রস্তাবিত আইনে আরও বৃদ্ধি হইবে। কুলিদিগের চিকিৎসা প্রণালী অতি জঘন্য, তাহা মার্শল সাহেব একাকী বলেন নাই, অনুসন্ধানে প্রকাশ হইবে। তাহাদিগের বাস স্থান সাধারণ্যে জঘন্য, খাদ্যের ত কথাই নাই। চা-করেরা এসকল বিষয়ে আপনাদিগের " স্বার্থ ও দয়ার উপর নির্ভর " করিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি পাগল হয়েন এ কথায় বিশ্বাস করিবেন। যতক্ষণ কুলি পাওয়া যাইবে ততক্ষণ তাহাদিগের জীবনের প্রতি অল্পই দয়া প্রদর্শিত হইবে। যদি বেতন ও খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ পরিশ্রমের নিয়মের উপরে নির্ভর করা হয়, তাহা হইলে যেন বিশেষ কণ্ট্রাক্ট বিধিটি আর না থাকে। সচেৎ সর্ব্বসাধারণে স্থির করিবেন, গবর্ণমেণ্ট চা-করদিগের জন্যে এই অন্যায় আইন করিলেন। যাহা হউক, যত দিন চা-করেরা রাতারাতি বড়মানুষ হইবার ইচ্ছা ত্যাগ না করিবেন, যত দিন তাঁহারা মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার না করিবেন, তত দিন লাভবান হইতে পারিবেন না। এক্ষণ তাঁহাদিগের [illegible] যাছে, কুলিদিগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কঠিনতর আইন করিতে পারেন, কিন্তু কুলি পাওয়া না যাইলে কাহার উপরে ক্ষমতা প্রকাশ করা হইবে? আসামে যে আর মজুর যাইবে না তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

--০০

বালিকা বিদ্যালয় ও অলঙ্কার পুরস্কার দান।

আমরা প্রায় অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বৃত্তান্ত মধ্যে দেখিতে পাই, অমুক বিদ্যালয়ে অমুক বালিকা অমুক অলঙ্কার পুরস্কার পাইল। আমরা অদ্য এই প্রথাটীর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীলোকদিগের যে অলঙ্কার ধারণের রীতি আছে, তাহা শ্রেয়স্করী নহে। ইহা বহু দোষে দূষিত দৃষ্ট হয়। প্রথম, এতদ্দ্বারা চিত্তদৌর্ব্বল্যের সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যিনি যে পরিমাণে অলঙ্কার ধারণ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে গর্ব্ব বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়, যে স্ত্রীর স্বামিদৌর্গত্য হেতু অলঙ্কারের অল্পতা হয়, তিনি অধিকতর অলঙ্কারভূষিতা প্রতিবেশিনীকে দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন। তৃতীয়, বাল্যাবধি অলঙ্কার পরিধানের অভ্যাস হওয়াতে এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা এমনি অলঙ্কারপ্রিয় হইয়া উঠেন যে, যে পতি অলঙ্কার দিতে না পারেন, অনেক স্থলে তিনি অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। চতুর্থ, এক সম্প্রদায় লোকের প্রতিপালন ও তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে। স্বর্ণকারেরাই সেই সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] নাই বলিয়াই প্রসিদ্ধি হইয়া [illegible] পঞ্চম, যত দিন অলঙ্কার পরিধানের এ রীতি থাকিবে তত দিন স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পারিপাট্য [illegible] সম্ভাবনা নাই। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যে [illegible] বস্ত্র পরিধান করেন, অন্যকে পরিহিত অলঙ্কার দেখাইবার ইচ্ছা কি তাহার প্রধান কারণ নহে? যে বিষয়ের এত দোষ, পারিতোষিক বিতরণকালে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের তাহাতে উৎসাহ দান করা কি উচিত? পারিতোষিক দিবার কি অন্য দ্রব্য নাই? অতএব আমরা বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আর বালিকাদিগকে অলঙ্কার পুরস্কার না দেন।

শিক্ষাকর।

সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর অবধি নানা স্থানে সাহায্যাকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশের অবস্থা একান্ত শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থার যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, মূল ধনের অসদ্ভাব তাহার অন্যতর। আমাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ ডবলিউ, এস, আটকিন্সন সাহেব সেই মূলধন সংগ্রহের একটী নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটী আমরা এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যে যে স্থানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় আছে, তথায় ঐ বিদ্যালয়ের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর মহাশয় [illegible] শ্রেণীর পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং কোন্ কোন্ গ্রাম বা স্থান ঐ পঞ্চায়েতের অধীন থাকিবে তাহাও ধার্য্য করিবেন। এই পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক এক খানি স্টেটবুক প্রস্তুত করা হইবে। পঞ্চায়েতের অধিকৃত সীমার মধ্যে বাৎসরিক একশত বিংশতি মুদ্রা বা তাহার অধিক উৎপন্ন হয়, এমত সম্পত্তি যে সকল ব্যক্তির থাকিবে, তাহাদের নাম এবং ঐ সম্পত্তি হইতে তাহাদের মাসিক আয় লিখিত হইবে। এই স্টেটবুক প্রস্তুত হইলে পাঠকগণের পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপিত হইবে। তল্লিখিত আয় নির্দ্ধারণে যিনি অমত প্রকাশ করিবেন, তিনি ঐ জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিলে উহার সংশোধন হইতে পারিবে। স্টেটবুক মঞ্জুর হওয়ার অন্যূন ১৫ দিবস পরে

যদি ঐ রেটবুকে যত লোকের নাম লিখিত হই বে, তাহার অর্দ্ধেক বা তদধিক সংখ্যক লোকের এবং তাহাতে যত আয় সমষ্টি নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার অর্দ্ধেক বা তদধিক আয়বান ব্যক্তির সম্মতি গৃহীত হয়, তাহা হইলেই সেই স্থানে একটী শিক্ষাকর নিরূপিত ও সংগৃহীত হইবে কি পরিমাণে এবং কত কাল এই কর দিতে হইবে এবং তৎপ্রতি প্রত্যেক করদাতার সম্মতি ঐ রেট বহিতেই লিপিবদ্ধ থাকিবে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সম্মতিও ঐরূপে লিপিবদ্ধ হইলে পর কর আদায় হইবে। পরে এই আক্টের অধিকারী সমুদায় ব্যক্তি সমবেত হইয়া একটী শিক্ষা কার্য্যের পঞ্চায়েত মনোনীত করি বেন, এবং তন্মধ্য হইতে এক জনকে সম্পাদক মনোনীত করিবেন। ঐ পঞ্চায়েতের অধীন স্থানে যত স্কুল আছে বা স্থাপিত হইবে সকলে-রই সম্পাদক তিনিই থাকিবেন। কতগুলি বিদ্যা লয় স্থাপিত হইবে ও কি প্রকার বিদ্যালয় হই-বে এবং বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য প্রণালী সমস্তই এই শিক্ষা পঞ্চায়েত কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে, সম্পাদক সংগৃহীত অর্থ আপন হস্তে রাখি-বেন।

এই শিক্ষা কর সংগ্রহ করিবার জন্য শিক্ষা পঞ্চায়েতই লোক নিযুক্ত করিবেন, এবং কাহা-রও কাছে তিন মাসের অনধিক কর অনাদায় থাকিলে ঐ পঞ্চায়েত উক্ত ব্যক্তির জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া কর আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

শিক্ষা পঞ্চায়েত প্রতি বৎসর এপ্রেল মাসের পঞ্চদশ দিবসে শিক্ষাসংক্রান্ত ডিরেক্টর সাহে বের নিকট নির্দ্দিষ্ট রীতি অনুসারে আয় ব্যয়ের এক হিসাব পাঠাইবেন।

শিক্ষা পঞ্চায়েত কর আদায়ে তাচ্ছীল্য করিলে অথবা করদায়ী ব্যক্তিরা পঞ্চায়েত নিযুক্ত না করিলে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব মাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে আপনি সেই সমু-দায় কর্ম্মের ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শিক্ষাকর যে পরিমাণে আদায় হইবে ডিরে-ক্টর কর্তৃক তৎপরিমাণের অনধিক গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হইবে. ঐ সাহায্য ডিরেক্টর যখন ইচ্ছা বন্ধ করিতেও পারিবেন। প্রত্যেক গবর্ণ-মেণ্ট সাহায্যাধীন বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিদ্যা-লয়ের কোন সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পারিবেন, এবং অপর ব্যক্তিও তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবে। কারণ তিনি তাহার অধিকারী স্বরূপ গণ্য হইবেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকিলে তিনি সেই সম্পাদককে [illegible] করিয়া অভিযোগ করিতে পারিবেন।

এই সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত ব্যয় হইয়া শেষে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা শিক্ষাসংক্রান্ত ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত হইবে, তৎকর্তৃক বিবে চনা মতে তাহার সদ্ব্যয় হইবে। *

আটকিন্সন সাহেবের অভিপ্রায় ও চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রস্তাবটী ফলান্বিত হইবে বোধ হইতেছে না। অধিকাংশ পল্লীগ্রামে প্রস্তাব লিখিত আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিবে না। মিলিলেও বিদ্যাবিষয়ে অনুরাগ-বান অধিকসংখ্য ব্যক্তি মিলা ভার। অধিকাংশ অনুরক্ত না হইলেও পঞ্চা-য়েত হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন স্থানে কথঞ্চিৎ পঞ্চায়েত মিলিলেও এত অধিক অর্থ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই যে তদ্দ্বারা মূল ধন সংগ্রহ হইয়া অপেক্ষা-কৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কিঞ্চিৎ উচ্চতর বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আমাদি-গের দেশে যে কোন কর করিবার বাসনা করা, কর প্রয়োগ বাক্তিদেরকে তাহাতে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এবম্বিধ বিষয়ে কর প্রয়োগ একান্ত দূষণীয়। তাহা হইলে বিদ্যাশি-ক্ষার প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিবে। যে সমস্ত কর দ্বারা প্রাণ রক্ষা ও আত্মরক্ষার সম্ভাবনা আছে, সেই ইনকম টাক্স মিউনিসিপল টাক্স ও চৌকিদারী টাক্স দিতে লোকে কত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

এরূপ কর নির্দ্ধারণ করিবার আব শ্যকতাও দেখা যাইতেছে না। ইনস্পে ক্টরেরা যদি কিছু শক্ত ও অমসহিষ্ণু হন, এক্ষণে যে সাহায্যদান প্রণালী চলি-তেছে, ইহাতেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। যখন কোন গ্রামের লোকে সাহায্যার্থী হইয়া আবেদন করিবে, ইনস্পেক্টর হঠাৎ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ডেপুটী ইনস্পেক্টর দ্বারা অগ্রে গ্রামের অবস্থার অনুসন্ধান করিবেন। যদি সেখানে অধি-কাংশ সম্পন্ন ব্যক্তি থাকেন এবং অধি-কাংশ লোকের বসতি হয়, চাঁদা ও ছাত্রদের বেতন কত টাকা আদায় হইতে পারে, তাহার অনুমান করিতে হইবে। স্কুলিংরেট কিঞ্চিৎ অধিক পরি-মাণেও ধরিতে হইবে। আজি কালি সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি উৎসাহ ও অধ্যবসায় জন্মে নাই বটে, কিন্তু স্ব স্ব সন্তানগণের উত্তম শিক্ষা লাভ হয়, সাধারণের এ ইচ্ছা জন্মিয়াছে। উত্তম শিক্ষা হইতেছে দেখিতে পাইলে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দানে লোকে পরাঙ্মুখ হয় না। সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া ডেপুটি ইন-স্পেক্টর রিপোর্ট করিলে ইনস্পেক্টর আবেদনকারীকে ডাকাইয়া দেখাবেন যে প্রকার স্কুল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা জানাইবেন এবং তাঁহাকে সেই পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিবেন, গবর্ণমেণ্ট হইতেও চাঁদা ও স্কুলিঙ্কের তুল্য সাহায্য দেওয়াইতে হইবে। যিনি যিনি এই নিয়মে বদ্ধ হইয়া সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইবেন, তিনি সাহায্য পাইবেন। যে সে ব্যক্তি যে সে আবেদন করিলে ইনস্পেক্টরেরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া যদি এই নিয়মে কার্য্য করেন, শিক্ষা কর প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকের বিরাগভাজন না হইয়া ডিরেক্টর অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত শিক্ষক রাখিয়া পড়াশুনার উত্তম নিয়ম করিয়া দিলে গণ্ডগ্রামে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দর্শন দুষ্কর হইবে না। আমরা অনুমা-নের উপর নির্ভর না করিয়া দেখিয়া শুনিয়া একথা কহিতেছি। ডিরেক্টর যদি হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্থান প্রণালী দর্শন করেন, আমাদি-গের বাক্যের প্রমাণ পাইবেন।

পঞ্জাবের গোঁড়া দ্বারা আক্রমণের আইন।

একদা এক জন কুলটা আপনার গৌরব করিয়া বলিয়াছিল, এক ব্যক্তি তাহার উপরে বলপ্রকাশে উদ্যত হয়, সে কেবল যথাসময়ে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বল প্রকাশ হইতে দেয় নাই। সে দিবস পঞ্জাবের গোঁড়া দ্বারা হত্যার বিল বিধিবদ্ধনকালে ব্যবস্থাপক সভা এই প্রকার প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। যে দিন ঐ বিল বিধিবদ্ধ হয়, সে দিন লর্ড হেনরি ডুরাণ্ড ও গবর্ণর জেনরল বলেন, গোঁড়ারা সর্ব্বদা আফিসরদিগকে আক্রমণ করাতে তাঁহারা এত রুষ্ট হইয়াছেন যে আইনে ক্ষমতা না দিলে তাঁহারা আইন স্বহস্তে লইবেন।' অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক ভৃত্যগণ এত জিদ করিতেছেন যে, তাহাদিগকে যথাবিধি আইনের মহিমা পালন করান ভার হইয়া উঠিয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন, আইন না করিলে যে কার্য্য অত্যাচার ও অসভ্য ব্যবহার বলিয়া বিবেচিত হইবে, আইন হইলে আর তাহার সেই রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ আইনটী তবে কেবল সৈনিকদিগের ভয়ে করা হইতেছে? বিশুদ্ধযুক্তি ইহার মূল নয়? ইংরাজজাতি এদেশের অধীশ্বর, আইন করিয়া হউক, আর বিনা আইনে হউক, তাঁহারা এদেশের সহস্র সহস্র লোকের বধ ও বন্ধন করিতে পারেন। যদি করেন, তাহাতে আমাদিগের হৃদয়ের তাদৃশ ব্যথা জন্মে না, যত্ত গবর্ণমেণ্ট অসভ্য রাজার ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ আইন করিলে যেরূপ ব্যথা জন্মে। বিলের শেষ তর্কের দিবস মেইন সাহেব বলেন, "অনেকে বলিয়াছেন এই বিলে প্রকাশ করিতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আইন বিরুদ্ধ কাজ করিবার অনুমতি দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু ইহার বিপরীত কথা বলিলে সঙ্গত হইত। পৃথিবীর সমুদায় লোকে যে কথা বলেন, তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করা মেইন সাহেবের স্বভাব। যদি কেবল উক্ত মাত্রে যুক্তিবিরোধ দোষখণ্ডন হইত, তাহা হইলে তাঁহার মতে মত দিয়া আমরা বলিতাম, ষ্ট্রাচেষ্ট্র সাহেবের বিল গবর্ণমেণ্টের সভ্যতা ও দয়ার একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু সত্যের অপলাপ করা বড় কঠিন কর্ম্ম।

মেইন সাহেব এই আইন সম্বন্ধে আপীলের বিষয়ে বলেন, সে বিধি করা বৃথা। তাহা করিলে শত শত ক্রোশ দূরস্থিত প্রধানতম বিচারালয়ে রাশীকৃত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কাগজ রাস্তা দিয়া পাঠাইতে হইবে, ইহাতে বিলম্ব হইবে। তাঁহার মতে এই করিলেই যথেষ্ট হইবে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সম্মতিক্রমে প্রধানতম বিচারালয় মধ্যে মধ্যে সরকুলার প্রচার করিয়া কার্য্য বিধি স্থির করিবেন। সরকুলরের কি এরূপ কোন অদ্ভুত গুণ ও ক্ষমতা আছে, যে তাহা বিচারপতিদিগের ভ্রমপ্রমাদ ও উগ্রতা প্রভৃতির দূরীকরণ করিতে পারে? কাগজ প্রেরণের ভয়ে আপীল হইবে না? নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের বিচারপতিরা কি অভ্রান্ত? বঙ্গদেশের শিক্ষিত বিচারপতিগণ উপযুক্ত উকীল ও জুরির সাহায্য লাভ করিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ইহা কি অবিদিত? সে দিবস জাপনপুরের জজ মাইকেল নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড দেন, কিন্তু প্রধানতমবিচারালয় উক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন। আপীলের নিয়ম না থাকিলে যে এক জন নির্দ্দোষের অকারণ প্রাণদণ্ড হইত একথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? মেইন সাহেব ও ব্যবস্থাপক সভা বারম্বার আমাদিগকে বলিতেছেন, শীঘ্র দণ্ড না দিলে আক্রমণ নিবারণ হইবে না। কিন্তু আমরা কহিতেছি, ব্যবস্থাপকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, বন্যগণ অবিলম্বিত দণ্ডকে ভয় করে না, তাহাদিগের পক্ষে এ আইন কোনক্রমেই ফলোপধায়ী হইবে না। ইহার ফল এই হইবে রাজ্যের যে কোন এতদ্দেশীয় প্রজা কোন অত্যাচারকারী ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবে, তাহাকে এই আইন অনুসারে দণ্ড পাইতে হইবে। আপীল নাই, এবং নিম্নতর বিচারপতিগণ ইউরোপীয় অর্থির কথার অধিক বিশ্বাস করিবেন। "দশ জন দোষী মুক্তি লাভ করুক, কিন্তু এক জন নির্দ্দোষীর যেন বৃথা দণ্ড না হয়।" আইনের এই যে বিশুদ্ধ মূল নিয়ম আছে, তাহা কিছু কালের নিমিত্ত পঞ্জাবে রহিত থাকিয়া এই মূল নিয়ম হইবে "দশ জন নির্দ্দোষ ব্যক্তি বরং দণ্ড পাউক, কিন্তু যেন এক জন দোষী মুক্তিলাভ না করে।"

প্রেততত্ত্ব।

আমেরিকার অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়ার মধ্যে প্রেত সম্ভাষণ একটি প্রধান। অশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য, বিষয়ী ও বিরাগী, ব্যবহারাজীব ও সৈনিক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ প্রায় যাবতীয় শ্রেণীর লোকে (সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে না হউক) এই মতে আদর করিতেছেন। বঙ্গদেশ অদ্ভুত মানসিক কল্পনার প্রধান স্থান। অতএব এখানকার অনেকে যে এই মত গ্রাহ্য করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। চিরকাল দেখা যাইতেছে, মানুষের অতীন্দ্রিয় পদার্থ নির্ণয়ের বলবতী বাসনা ও ইচ্ছা আছে। প্রাচীনকালের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এটী ভাল বুঝিতেন, এই জন্য যদিও তাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন, তথাপি সাধারণের ঐ মনোরথ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার চেষ্টা ... তত্ত্বমূলক নানা ধর্ম্ম ও নানা

গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। প্রেত সত্তাবকেরা বলেন, প্রেতের সাহায্যে যথার্থ ঈশ্বর নির্ণয় করা যাইবে। পরকাল কি? সে অবস্থায় কি হয়? তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিলে মানুষের জীবন সুখময় হয়। এজন্য প্রেততত্ত্ব অবলম্বন প্রার্থনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে প্রেততত্ত্ব সত্য কি না? আমেরিকা ও ইউরোপের প্রগাঢ় চিন্তাশীল লোকেরা এক বাক্যে প্রেততত্ত্বের অলীকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অলৌকিক ঘটনা সকলকে আপনাদিগের মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। প্রেতসত্তাবকেরা এই সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া বলেন, অনেকে প্রেতের সাহায্যে অজ্ঞাত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও স্ববক্তব্য লিখিয়াছেন। এইটি তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাতে আমাদিগের অবিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ হইবার কারণ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। মিসর দেশে এক দল ভোজবাজীকর আছে, দর্শক যাঁহাকে স্মরণ করেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ইহারা দেখাইয়া দেয়, অথচ ইহারা অলৌকিক ক্ষমতার ছলনা করে না।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সম্প্রতি প্রেততত্ত্বের বিরুদ্ধে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল এম, এ, ইহার লেখক। বাবু ভোলানাথ পাল দর্শন শাস্ত্র সুন্দররূপ জানেন। মনের অস্তি কোন্ অবস্থার কি প্রকার হয়, তাহা তাঁহার অবিদিত নয়। তিনি বলেন, প্রেততত্ত্বের মূলনিয়ম অশুদ্ধ অনিশ্চিতমূলক। অনলক ইদানীন্তন কালের দার্শনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার মত এই, প্রেততত্ত্ব একটি মানসিক ভ্রম। প্রেতাশ্রিত ব্যক্তি ক্ষণিক উন্মাদে আক্রান্ত হন এই মাত্র। এ বিষয়ের তিনি কয়েকটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকবর্গ মূল গ্রন্থে তাহা দর্শন করিবেন। তিনি প্রেত সত্তাবকদিগের একটি প্রধান ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রেতদিগকে জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু মাগনাটিজমের দ্বারা ভিন্ন প্রেত আইসে না বলেন, জড়ের সাহায্যে অজড় পদার্থের আবির্ভাব হয়, ইহার অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে?

আমরা দুঃখিত হইলাম ভোলানাথ বাবু কেবল দর্শন শাস্ত্রের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া তর্ক করিয়াছেন। চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহার তর্ক অখণ্ডনীয় জ্ঞান করিবেন। কিন্তু প্রেত সত্তাবকদিগের মধ্যে কত জন এপ্রকার আছেন? জাক্‌সন ডেবিস প্রথমতঃ যখন এই অদ্ভুত মত প্রকাশিত করেন, সেই অবধি এই পর্য্যন্ত প্রেততত্ত্বের সংক্ষেপ ইতিহাস ও তাহা হইতে অবিশ্বাস্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলে পুস্তকখানি সাধারণের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। তিনি কেবল কৃতবিদ্যদিগের নিমিত্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু এদেশে নামে কৃতবিদ্য এক দল লোক আছেন, তাঁহারা যখন যেটী নূতন দেখেন, তখন সেই দিগে ধাবমান হন। তাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের বড় ধার ধারেন না। উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থমধ্যে দুই এক স্থানে অন্যায় বিদ্রূপ আছে; এ সকল স্থানে গম্ভীর ভাবই আবশ্যক। বিদ্রূপে ধর্ম্ম সংস্কার আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়।

আমাদিগের কালনার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গুপ্ত গ্রামের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছে। মকদ্দমাটী এক্ষণে বিলক্ষণ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি যে, রাজপুরুষগণের ইহাতে বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট বেনব্রিজ ও ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন বার্চ সাহেব উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া বিশেষরূপে তদারক করিয়া কহিয়াছেন, অত্যাচার অতি ভয়ানক। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি আসামী ধৃত হইয়াছে। মধুসূদন সরকার ও খুদিরাম মিত্র উভয়েই সমান অপরাধী, সকলেই হাজতে গিয়াছে। শুনিলাম কাপ্তেন বার্চ মুন্সী নবাবজানের বাটী অন্বেষণ করিয়া অনেক অপহৃত দ্রব্য পাইয়াছেন। নবাবজানও জামিনি না মঞ্জুর হইয়া হাজতে গিয়াছেন। মকদ্দমাটী সেসনে সমর্পিত হইয়াছে। কাউন্সেল ও উকীলে আদালত পরিপূর্ণ। বড় বড় সাহেব বিচার দেখিতে আসিয়াছেন। অত্রত্য ডেপটি বাবু পুলিষ ইনস্পেক্টর ফৌজদারি ও দেওয়ানির আমলাগণ সাক্ষি স্বরূপ বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছেন। অনেকগুলি বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত। প্রথম, ডাকাইতী, দ্বিতীয়, গৃহদাহ, তৃতীয়, অনধিকার গৃহপ্রবেশ, চতুর্থ বিদ্রোহিতা, পঞ্চম, লজ্জাশীলতায় ব্যাঘাত, ষষ্ঠ পুলিষের প্রতি অবজ্ঞা। ইহার এক একটী দোষেই রক্ষা নাই, সকলগুলি প্রমাণ হইলে নবাবজানের কি হইবে বলা যায় না। আমরা অত্যাচারের কথা যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে দোষী ব্যক্তির গুরুদণ্ড হওয়া উচিত। শুনিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে যে স্বামীর সাক্ষাতে সাধ্বী স্ত্রীর অপমান, পুত্রের সমক্ষে মাতাকে প্রহার, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? ইহাতে কি দয়ার উদয় হয়? যাহা হউক, এ বিষয়টীর সহজে নিষ্পত্তি হইবে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পর্য্যন্ত ইহাতে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা বাহাদুর এস্থানে আগমন করিয়াছেন। এই বার এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবস্থা ভাল হইতে পারে। একটী পুষ্করিণী হইলে বড় উত্তম হয়। রাজা বাহাদুর একবার চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁর নিকট আমরা আর একটী প্রার্থনা এই করি, যে ইহাঁর যে কএকটী দীঘী এখানে আছে, সেগুলি [illegible] পঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ লক্ষণ [illegible] দীঘীটির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। ইনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক [illegible] পঙ্কোদ্ধার করিয়া [illegible] ইহাতে মহারাজের [illegible] থাকে এবং [illegible] বৃদ্ধি হইতে পারে।

৩০ এ ফাল্গুন রাত্রি দুই প্রহরের সময় অত্রত্য রাজবাটীর নিকট একটী ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই। মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর তাঁহাকে বস্ত্র ক্রয় করিতে পঞ্চমুদ্রা প্রদান করিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিব কহিয়াছেন।

অত্রত্য পুলিষ ইনস্পেক্টর বসিরুদ্দি সেখ স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহার স্থানে বাবু শ্রীরাম চন্দ্র ঘোষ আসিয়াছেন। ইনি পুলিষ কার্য্যে এক জন উপযুক্ত লোক বলিয়া গণ্য। ইনি অনেক গূঢ় বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দিগের নিকট বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।

—•○:—

কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মুরসিদাবাদ জেলার মফস্বল স্থান সমূহে বিদ্যার চর্চ্চা অত্যন্ত অল্প। বহরমপুর হইতে নির্গত হইয়া বাড়ইপাড়া, বহরান ও হরিহরপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহে একটীও বিদ্যালয় নাই। এমন কি কোন কোন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। গোয়াস প্রভৃতি অল্প স্থানেই সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান গুরুট্রেনিং স্কুল এ অভাবের অনেক দূর করিবে বলিয়া ভরসা করা যায়।

এখানে তুতের চাষে বিলক্ষণ লাভ আছে, উত্তমরূপ আবাদ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায় অনূ্যন ৫০ টাকা লাভ দেখা যায়।

কাটোয়ায় চাউলের দর বড়ো চড়িয়াছিল, এক্ষণে মণকরা পাঁচ ছয় আনা কমিয়াছে এবং ২।৵০ মণ চাউল বিক্রীত হইতেছে।

কাটোয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটী প্রধান স্থান। এখানকার প্রায় সকল লোক বৈষ্ণব মতাবলম্বী এবং কাটোয়ায় মহাপ্রভু অনেক দূর লইয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনের কেমন আশ্চর্য্য ভাব! এই কাটোয়াতেই কয়েকটী ব্রাহ্ম হইয়াছেন এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র যিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী এই কাটোয়া।

—○○—

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে মাইনর স্কলার্শিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ কালেজাদি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এই ছাত্রেরা অতি অল্প সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু কালেজাদি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষার আধিক্য হওয়াতে উক্ত ছাত্রেরা তথায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং উহা তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মাইনর স্কলার্শিপ শ্রেণীতে অধিক সংস্কৃত শিক্ষার নিয়ম করা আবশ্যক হইতেছে।

২। অত্রত্য জেলখানায় কয়েকজন কয়েদী এক জন কনষ্টাবলের প্রাণবধ করাতে কর্ত্তৃপক্ষ জেলখানার অধ্যক্ষ সাহেবের কৈফিয়ত তলব করেন। তাহাতে উক্ত সাহেব বলেন যে তিনি তখন জেলখানায় উপস্থিত ছিলেন না। তাহার ভার তথাকার নায়েব দারোগার উপরে ছিল। ইহাতে জেলর উহা হইতে এক প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার (জেলাধ্যক্ষের) কথার উপরে নির্ভর করিয়াই নায়েব দারোগাকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করিয়াছেন। নায়েব দারোগাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে পদচ্যুত করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কার্য্য হয় নাই।

৩। সুলতানসাদী নামক স্থানে হরানন্দ রায় নামক এক জন জমীদার বাস করেন। তিনি সময়ে সময়ে স্বার্থসাধন জন্য লোকপীড়ন করিয়া আত্মতুষ্টি পূর্ণ করিতেন। কেহ তাহার অভিপ্রায় মত কাজ না করিলে তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি নানা কৌশলে তাহা হইতে রক্ষা পাইতেন। সে দিন তত্রত্য এক জনের নিকট কয়েকটী টাকা চাহিলে ঐ ব্যক্তি তৎপ্রদানে অসম্মত হয়। এজন্য হরানন্দ তাহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত আপন অধীনস্থ এক জন দেশআলিকে অনুমতি করেন। তদনুসারে একটী দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া ঐ ব্যক্তির চারি জন আত্মীয়ের শরীর ভয়ানকরূপে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। এতৎসম্পর্কে ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে হরানন্দ রায়ের পাঁচ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৪। ঢাকা কালেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত লিবিংষ্টোন সাহেব ভুনিয়মে শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি অত্যল্প দিনের মধ্যেই সদাচরণ প্রকাশে ছাত্র মণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

৫। আমাদিগের কমিস্যনর সাহেব মধ্যে মধ্যে অসাধারণ আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। এখানে বিদেশীয় কাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে তিনি তাহাদিগকে এ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লিখেন। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে পুলিষ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছে।

৬। অত্রত্য এক জন পুরাণ চোর দুই আনার আটা চুরি করিয়াছিল। এজন্য তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। এই ব্যক্তি যে কেবল দুআনার আটা চুরি করিয়াই এই মহৎ শাস্তিভোগ করিল, পাঠকগণ এমত বিবেচনা করিবেন না। এ পূর্ব্বে অনেকবার চুরি করিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে শাস্তিও প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী পুনঃ পুনঃ কৃত দুষ্কর্ম্মের ফল।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(গত প্রকাশিতের পর)

মনুজনাথ বল্লাল সমর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াও বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এক আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী আছে। অনেকে বলেন মুসলমানদিগের প্রতি রাজার পূর্ব্বাবধি কিছু আন্তরিক ঘৃণা ছিল (১) একদা বাও আদম নামক কোন যবনপুর অন্তরের এবম্ মনের ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রস্তরময় মুদগর হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বল্লালের বহির্ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাও আদমের ফকিরী ব্যবসায় ও রহস্যনীয় পথে নিতান্ত অনুরাগ ছিল। সে রাজার অনুচরদিগকে মহা আস্ফালন সহকারে বলিল "কোথায় তোদের বল্লাল রাজা? সে বহুকাল হইতে মুসলমান জাতির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই ফকীর বাও আদম তাহারই প্রতিশোধ করিবার জন্য আজি উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমার ফকিরালী যায় কি তাহাকেই বল্লালের হার হইতে হয় তাহার স্থিরতা নাই। প্রতিহারিগণ ধপযস্ত হইয়া রাজাকে সম্বাদ প্রদান করিল। বল্লাল তচ্ছ্রবণে বিস্মিতচিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "আমি নিয়ত প্রজা মণ্ডলীর হিতসাধনে ব্যস্ত থাকি, কেহ কখন মনোবেদনা না পায় আমি এই নিমিত্ত প্রকৃতি

(১) বল্লালের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলে এ কথা অমূলক ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি সহৃদয়তা ও দয়ার অনন্ত পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

পুর্ব্বের মুখাপেক্ষী। বিচার বিষয়েও আমার জ্ঞানসত্ত্বে কাহার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করি নাই। অথবা যুদ্ধস্থলেও আমার সহিত ভয় দেখাইবার জন্য প্রতারণা করিবে তাহাও মনে করিতে পারি না। এখন নিশ্চয়ই জানিলাম বিধি আমার প্রতি আর অনুকূল নহেন। আজি বুঝি রাজশ্রী বল্লালকে পরিত্যাগ করিয়া যবনাশ্রিতা হইবেন।” এইরূপ চিন্তার পর মহানুভব ভূপতি পুত্র কলত্র দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন “অদ্য আমাকে অপরিচিত এক যবনের সমরে প্রবেশ করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষা রাজার প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিলে কাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র আমার অপযশঃ ঘোষণা হইবে। আমি কোন অনুচর সঙ্গে নিব না, কারণ উপস্থিত যবন শুনি যাছি একাকী। সুতরাং আমিও একাকী যাইব। আমি তোমাদের সমক্ষে এই কপোতটীকে অঙ্গবস্ত্র মধ্যে করিয়া নিতেছি। যদি জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে পুরীতে প্রবিষ্ট দেখিতে পাইবে। পরাভূত হইলে মুসলমানদিগের আধিপত্য হইবে। তখন তোমাদের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। তোমরা এখন হইতেই এক ‘অগ্নিকুণ্ড” প্রস্তুত করিয়া রাখ। যখন দেখিবে এই কপোত উড়িয়া আসিতেছে তখন, নিশ্চয়ই মনে করিবে আমার নিধন হইয়াছে। সেই সময়ে তোমরা অপেক্ষা না করিয়া কুণ্ড মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক হিন্দুবংশের গৌরব বর্দ্ধন ও আপনাদের কীর্ত্তিপতাকা স্থাপন করিবে।

এই বলিয়া বল্লালসেন অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে বাও আদমের সমরে যাত্রা করিলেন। রাজবাটীর অনতিদূরে এক বিস্তৃত উদ্যানে সেই যুদ্ধ হয়। প্রত্যূষ সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। হিন্দু ও যবন উভয়েই মহাবীর্য্য সম্পন্ন ও প্রচুর সাহসী। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষাবলম্বিনী হইবেন তাহার স্থিরতা রহিল না। আবাল বৃদ্ধ সকলেই বল্লালের প্রজাবৎসলতা গুণে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারই বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্ব লোক প্রকাশক মরীচিমালী মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের কালে ফকীর সাহেব ধরশায়ী হইলেন। তখন সকলে চতুর্দ্দিগ হইতে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল (২)। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! নৃপচূড়ামণি বল্লাল রণশ্রমে পিপাসাতুর হইয়া জলপান করিতেছেন ইত্যবসরে হঠাৎ কপোতটী মুক্তদেহ হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল। তখন রাজা ব্যস্ত সমস্ত ও হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই কপোত দর্শন করিয়া আত্মীয়েরা অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল পরিজন শোকে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিলেন। তাঁহার (বল্লালের) যে শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল, এই তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি আপনার ঐশ্বর্য্যকে তাদৃশ গৌরবের কারণ মনে করিতেন না।

(২) ইহাকে বোধ হয়, একমাত্র বাও আদম এই বল্লালের অরি ছিল। অন্য মুসলমানেরা তাহার সহিত যোগ দেয় নাই।

সাধারণ বিবরণ।

“বিক্রমপুরের আকারানুসারে বসতি সংখ্যা অনেক অধিক। এখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক হইয়া বাস করিতেছেন। খৃষ্টধর্ম্মানুগামী লোকেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। অন্যতঃ পর্ত্তুগিজ সম্প্রদায় উদাহরণ স্থলে উল্লেখনীয়। উহাদিগের (পর্ত্তুগিজদিগের) আদিপুরুষগণ বাঙ্গালার নবাব সায়স্তা খাঁ কর্ত্তৃক মুন্সীগঞ্জের উত্তরাংশে সমানীত হয়। তদবধি সেই স্থান “ফিরিঙ্গী বাজার” বলিয়া অভিহিত হয়। সম্প্রতি ইহারা নানা স্থান বাসী হইয়াছে। দেশীয়দিগের ন্যায় ইহাদিগেরও কৃষিকার্য্য উপজীবিকা। ফিরিঙ্গীদিগের ধর্ম্মানুরাগিতার পরিচয় স্বরূপ কয়েকটী গির্জ্জা সংস্থাপিত আছে। প্রতি দিন সায়ংকালে তাহাদের পাদ্রি (উপদেশক) কর্ত্তৃক ইহাদিগের স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে ফিরিঙ্গীরা তাদৃশ উন্নতমনা বলিয়া অনুমিত হয় না।

মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির চতুর্থাংশ হইবে। ইহাদের কৃষিকর্ম্ম সাধনই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। কিন্তু যদিও বাণিজ্য বৃত্তি কথঞ্চিৎ পরিমাণে ইহাদের প্রিয় ব্যবসায় হউক, শিক্ষাভাবে ইহাদিগকে তাদৃশ ধন সম্পন্ন ও ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনোপযোগি গুণশালী বলিয়া বোধ হইতেছে না। অধিকাংশ মুসলমানই জঘন্যাবস্থায় অবস্থিত। বোধ হয় ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া অপবিত্রা হইবেন ভাবিয়াই বিদ্যাদেবী ইহাদের প্রতি বিমুখ্যা হইয়াছেন। অপর ইহারা নাগরিক মুসলমানদিগের ন্যায় তাদৃশ ধর্ম্মানুরাগীও দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের দুই তিন বার “নমাজ পড়া” মাত্র হয়। কিন্তু চিহ্ন স্বরূপ বিশেষ কোন আর কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই।

হিন্দুরা বিক্রমপুরের আদিম-নিবাসী। কিন্তু কোন সময়ে তাঁহারা এখানে আগমন করেন, নির্ণয় করা সুকঠিন। হিন্দুরা মর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চতুরতায় অন্যান্য স্থানবাসিদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন প্রতিপন্ন নহে। সুবিখ্যাত বল্লাল ভূপতি ইহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে নবগুণ বিশিষ্ট (৩) বলিয়া জানিতেন তিনি তাহাদিগকে “কুলীন” উপাধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অর্ব্বাচীন হিন্দুগণ তদবধি কৌলীন্য প্রথাকে বংশমর্য্যাদার চিহ্ন মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জনে নিরত রহিয়াছেন। তন্নিবন্ধন কুলীনগণ অর্থ গৃধ্নু বলিয়া সমাজে পরিচিত। বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণদিগের যেমন চারিমেল আছে, কায়স্থদিগেরও সেইরূপ সাতেতিন মেল দৃষ্ট হয়। যথা, মালখা নগরের বসু বংশ। পঞ্চোলদিয়ার ঘোষ বংশ। রাইসবরের মজ্জুমী এবং কাঠালিয়ার গুহ। শেষোক্তেরা অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত।

এই সার্দ্ধত্রি গৃহের সহিত পরিণয়াদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সাধারণের সম্ভাবিত নহে। যিনি ইহাদিগের উদর পূর্ত্তি করিয়া একটী ক্রিয়া করিতে পারিলেন, তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী বলিয়া আপামর সকলের সম্মানভাজন হইলেন, কিন্তু কি ঘৃণার বিষয়! ইহাদের প্রণয় বোধ হয় কেবল অর্থের জন্য। সম্প্রতি এই কৌলীন্য প্রথা অনেকের উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা যে বিষময়-ফল উৎপাদন করিতেছেন, তাহা যার পর নাই শোকাবহ ও ঘৃণাকর। এক এক কুলাভিমানী উত্তমার্দ্ধজাত ব্যক্তি ধনলোভে বিমোহিত হইয়া শত শত কুল বালার পাণি গ্রহণ করিয়া অচিরকাল পরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিণয়ান্তর অনুসন্ধান করিতেছেন। পরে জীবনান্তেও উহাদের তত্ত্ব লওয়া ঘটিয়া উঠে না। কৌলীন্য প্রথার প্রাধান্য মনে করিয়া দুর্ব্বলমনা অনেকে ব্রাহ্মণ পঞ্চবর্ষীয়া বালিকাকে অশীতিবর্ষীয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে শত শত সেবাভিলাষী এককালে বৈধব্যদশায় নিপতিত হইতেছে। সুতরাং নানাবিধ ব্যভিচার দোষে তাহারা দেশকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিবে কিন্তু কি? ব্রাহ্মণ

(৩) আচারো বিনয়ো বিদ্যা
প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদান নবধা
কুল লক্ষণং॥

দিগের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। ইহারা গুরুকে মহাপুরুষ জ্ঞান করে। ইহাদের মতে যে ইহাদিগকে পুজা দিতে পারে, ইহারা তাহাকে চৌদ্দ পুরুষ সহ স্বর্গগামী করিয়া তুলে।

দিন দিন বিক্রমপুরে বিদ্যার সমধিক প্রচার লক্ষিত হইতেছে। এখানে এম, এ, বি, এ, প্রভৃতি প্রধান উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অভাব নাই। এই অল্প পরিসর বিক্রমপুরে সম্প্রতি যোল্‌টী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়, বিংশতিটী বঙ্গবিদ্যালয় এবং মাইজপাড়া, কোরহাটী, যোলঘর, কামারগাঁ, কুমারভোগ, আজ্‌গাঁ, প্রাণি মণ্ডল এবং গুলাড়া গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় মধ্যে কালীপাড়া, শ্রীনগর, তেরাটীয়া এবং লোহজঙ্গ স্কুল প্রধান। উল্লিখিত বিদ্যালয় ব্যতীত কয়েকটী প্রাইবেট (গুপ্ত) স্কুল এবং বজ্রযোগিনী গ্রামে একটী অনতি প্রধান যুবতীবিদ্যালয় ও স্থানে স্থানে কতকগুলি দেশহিতৈষিণী বিদ্যোন্নতিসাধিনী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে কালীপাড়ার "জ্ঞানদায়িনী" ও কোরহাটীর "জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিনী" সভা প্রধান। বিক্রমপুরে আফিস জীবীদিগের মধ্যে অনেক প্রতিপন্ন লোকও বাস করিতেছেন।

বিক্রমপুরে শ্রীনগর, কালীপাড়া, তিয়রদিয়া কোরহাটী, মাইজপাড়া, যোলঘর, বয়রাগাদী, মালখানগর, কুমারভোগ, বজ্রযোগিনী সোনারঙ, ব্রাহ্মণগাঁ, কনকসার, কার্ত্তিকপুর, ভাগ্যকুল, লোহজঙ্গ, এবং বহর এই কয়েকটী গ্রাম গণ্ড গ্রাম নামে পরিচিত হইতে পারে।

শ্রীনগরের পূর্ব্ব নাম রাইসবর। অনেকে বলেন তত্রত্য জমীদার মৃত লালা কীর্ত্তি নারায়ণ কর্ম্মোপলক্ষে আপনার ভৃত্যকে রাজনগরের (১) রাজবাটীতে প্রেরণ করেন; ভৃত্য উপস্থিত হইলে মৃগকুঞ্জর রাজবল্লভ তাহাকে সমাদর না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন কিহে ভৃত্যবর! তুমি কোথা হইতে আসিলে? ভৃত্য বলিল মহারাজ! শ্রীনগর হইতে এ দাসের আগমন। রাজা কহিলেন শ্রীনগর আর রাইসবর কত অন্তর! ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। সে বলিল মহাশয়! বলিতে ভয় হইতেছে। কিন্তু রাজনগর হইতে রাইসবর যত দূর, রাইসবর হইতে শ্রীনগরও তত দূর। রাজা অসন্তুষ্ট না হইয়া ভৃত্যকে বহুমূল্য এক জোড়া শাল পোসাক দিলেন

(১) রাজনগরের প্রাচীন নাম ছিল দাক্ষিণ্য।

আদেশে লালা বাবুও তাহাকে এক পরিচ্ছদ দেন। বোধ হয় রাজনগরের উন্নতি সময়ে শ্রীনগরের অনেক খ্যাতি ছিল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

—•—

বিবিধ সংবাদ

৫ ই চৈত্র সোমবার।

প্রিন্স অব ওয়েলস বৎসরের কিয়দংশ আয়ার লণ্ডে অতিবাহিত করিবেন। এজন্য এক রাজবাটী প্রস্তুত হইতেছে। আইরিশদিগের অন্য অন্য আক্ষেপের মধ্যে এই একটী গুরুতর আছে রাজ্ঞী ৩০ বৎসরের রাজত্বের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ মাস আয়ারলণ্ডে অতিবাহিত করেন নাই। রাজবংশের কেহ কখন ভারতবর্ষ দেখিলেন না।

পাঠকদিগের স্মরণ আছে, আনেষ্টি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্মীদাস কেমজিকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের শ্রেণি হইতে বহিষ্কৃত করেন। লক্ষ্মীদাস আপনার কৈফিয়ত দিয়াছেন। ইহা তুষ্টিকর হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিয়াছেন

সত্যপ্রকাশের সম্পাদক বাবু কর্ষণদাস মূলজি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যাইতেছেন। কাটিওয়ারের যাত্রে কর উঠান তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার উদ্দেশ্য। এবিষয়ে বোম্বাইয়ের লোকেরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রগণ্য।

বণিক সম্প্রদায় ও বাণিজ্য সমাজ গবর্ণমেণ্টে পুনর্ব্বার গঙ্গার সেতুর জন্য আবেদন করিয়াছেন।

বিচারপতি কাবেল বধ্যভারতবর্ষের কমিসনর হইবেন।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। মান্দ্রাজের ব্যাঙ্কের আজও ক্ষতি হয় নাই, তুষ্টিকর নহে। গবর্ণমেণ্ট স্থিরনিশ্চয় এই দুই ব্যাঙ্ককে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত একত্রিত করিবার মানস করিয়াছেন। কলিকাতার প্রধান ব্যাঙ্ক ও স্থানে স্থানে শাখা এবং [illegible] সাহেবের ন্যায় তত্ত্বাবধায়ক হইলে যথার্থ কাজ হইবে

গবর্ণর জেনরল ভারতবর্ষীয় সভাকে জানাইয়াছেন তাঁহারা লাইসেন্স টাক্স সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন বিল বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহা বিবেচনা করিবার সময় আর নাই। কিন্তু সভার কয়েকটী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন এসেসরদিগের মধ্যে কয়েক জনকে নূতন কর [illegible] তাঁহাদের দ্বারা দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট আপনার কার্য্য লোক দ্বারা যে প্রকারে বর্ণন করিলেন, তাহা তাঁহাদিগের বিপক্ষগণও কহিতে পারেন না। এত তাড়াতাড়ী আইন হইল যে কলিকাতার লোকেরাও মত প্রকাশ করিবার সময় পাইলেন না।

বালেশ্বরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন তথায় আরও চাউল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। পীড়া সমান রহিয়াছে। অধিকাংশ লোক রাস্তায় মজুরি করিতেছে, কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল তাহারাই লোকের মহাকষ্ট। আমরা সংবাদ পাইতেছি না থাকিলে প্রায় কাহাকেও অন্ন দেওয়া হইতেছে না। দুর্ব্বলগণের মৃত্যু নিকট দেখা যাইতেছে। হর্বেল সাহেব বলেন মেদিনীপুরে চাউলের মূল্য কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। জমীদার ও মহাজনেরা আপনাদিগের টাকা আদায়ের জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ইহাতে যাহার ঘরে যে চাউল ছিল তাহা বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিতেছে। জমীদারেরা অতি অন্যায় কাজ করিতেছেন

১ লা মে অবধি লাইসেন্স টাক্স আদায় হইতে থাকিবে। গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যদিগের ১ লা জুনে প্রদত্ত বেতন হইতে এককালে এক বৎসরের কর কাটিয়া লওয়া হইবে। এটী অতিশয় অন্যায়। প্রথমতঃ এককালে এত টাকা অনেকে দিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ যদি কাহার কর্ম্ম যায় অথবা মৃত্যু হয় তাহা হইলে এ টাকা আর আদায় হইবে না। তিন মাস অন্তর লওয়া কর্ত্তব্য।

এমত জনশ্রুতি গ্রে সাহেব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইলে রাজধানী বিভাগের কমিসনর ডাম্পিয়র সাহেব সেক্রেটারি হইবেন। ইডেন সাহেব তাঁর অধীন গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। তিনি আপাততঃ ১৫ মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন। ইতিমধ্যে ষ্টুয়ার্ট বেল সাহেব সেক্রেটারির কার্য করিবেন।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বলেন, যে জাহাজে ইডেন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন সেই জাহাজে ডাক্তর বালান্‌টাইন ইংলণ্ডে যাইবেন। ইনি ভারতবর্ষের এক জন অকৃত্রিম ও অসাধারণ বন্ধু। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য তিনি এদেশে সম্প্রতি পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন। ডাক্তর বালান্‌টাইনের ন্যায় লোক অনেক কাজ করিতে পারেন।

এমত জনশ্রুতি সর জন লরেন্স আগামী শীতকালের শেষে পদত্যাগ করিবেন এবং লাড

নেপিয়র গবর্ণর জেনরল হইবেন। লার্ড নেপিয়র এই জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা জনশ্রুতি মাত্র।

৬ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

আমরা অবগত হইলাম, গ্রে সাহেব লেপ্টনন্ট গবর্ণরের শপথ গ্রহণ না করিলে গবর্ণর জেনরল সিমলায় গমন করিতেছেন না। সর জন লরেন্স এপ্রেলের শেষ অংশে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে যে সকল কর্ম্মচারী রেলওয়েতে গমন করিবেন তাঁহাদিগের নিকটে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া লইয়া প্রথম শ্রেণীতে লইয়া যাইতে হইবে। এ আজ্ঞাটি তুষ্টিকর নহে।

প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক এচ, এফ, ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেব বঙ্গদেশের ঋতুনিরূপক হইবেন। তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যের সহিত এ কাজ করিবেন। এজন্য ৩০০ টাকা অতিরিক্ত বেতন ও বঙ্গদেশীয় সেক্রেটারির আফিসে এক ঘর দেওয়া হইবে। বাবু গোপীনাথ সেন কোথায়?

ইংলিসম্যান বিশ্বস্ত লোকের নিকটে অবগত হইয়াছেন, ত্রিহুতের নীলকর ও কৃষকদিগের বিবাদ শেষ হইতেছে। ত্রিহুতে নীলকরেরা প্রতি বিঘার নীলের জন্য এককালে টাকা দেন। ফসল কম হউক আর অধিক হউক তাহাতে কৃষকেরা দায়ী নহে কিন্তু ত্রিহুতের এক বিঘা এক একারের তুল্য। টাকা অল্পই দেওয়া হয় এবং আমরা যে সকল সংবাদ পাইতেছি তাহাতে বিবাদ ভঙ্গের শীঘ্র সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ফৌজদারীতে অসংখ্য নালীশ ও কৃষকদিগের মেয়াদ ও জরিমানা হইতেছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বেরুচ ব্যাঙ্কের তিন জন অধ্যক্ষ ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ করাতে অংশিদিগের নালীশ অনুসারে আমেদাবাদের জজ তাঁহাদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সালারজঙ্গের নিজামের সহিত বিবাদ কেবল টাকা লইয়া হয় নাই। সালারজঙ্গ পদস্থ থাকেন ইহা অনেক আমীর ও নিজামের ইচ্ছা নহে। নিজাম এই পদ নবাব শমসুল ওমরাও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তিনি আপনাকে আপনি অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়াবলিয়াছেন সালারজঙ্গ না হইলে দাক্ষিণাত্যের সুশাসন হইবে না। মন্ত্রির সহিত নবাবের মনোভঙ্গ হইবামাত্র রোহিলাগণ লুঠ আরম্ভ করে, অনেক চেষ্টায় তাহারা শাসিত হইয়াছে। নবাব অনেক সময়ে বালকের ন্যায় কাজ করেন।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র সমূহ একবাক্য হইয়া মাসি সাহেবের লাইসেন্স ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

রেঙ্গুণ টাইমসের আভাআইস্থিত সংবাদদাতা বলেন, উক্ত দেশে একখানি সংবাদপত্র শীঘ্র বাহির হইবে। এজন্য রাজা নিজ ব্যয়ে অক্ষর, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আনাইয়াছেন। প্রথম সংখ্যায় কেবল রাজা ও তৎকর্ম্মচারিদিগের প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব লিখিত হইবে। এটি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রুসিয়াতে অদ্যাপিও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রশ্নোত্তর পুস্তকে সম্রাটের প্রতি ভক্তির উপদেশ দেওয়া হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকল ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা বা নিন্দা ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনায় পরিপূর্ণ হইত। অনুষ্ঠান হইলে ক্রমশঃ কাজ ভাল হইতে থাকিবে।

উক্ত পত্রপ্রেরক আরও বলেন, সম্প্রতি রাজার আজ্ঞানুসারে তিন জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোককে বধ করা হইয়াছে। রক্তপাত বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের গলায় লগুড়াঘাত করিয়া তাহাদিগকে বধ করা হয়। এক জন মোগল বণিকের শস্য রাজার সৈন্যগণ আহার করাতে তিনি মূল্য চাহেন, কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন এ স্থলে মূল্য চাহিলে মৃত্যু দণ্ড হয়।

৭ ই চৈত্র বুধবার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে ৩৫,৯৭,৫১৭৪/১৫ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ডবলিউ, এস, হিলি সাহেব পীড়া নিবন্ধন বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতে বাধিত হইতেছেন।

গত রবিবার হাবড়ার ঘাটের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। আরোহিমাত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাজি ও দাঁড়িগণ বাঁচিয়াছে। অপরিচিত লোক লওয়া এই সকল দুর্ঘটনার কারণ।

রাণী স্বর্ণময়ী দুর্ভিক্ষে যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত রেবিনিউবোর্ড তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। করিদপুর, ফুকাহারা ও পাটকাবাটীতে রাণীর গমস্তাগণ প্রজাদিগকে অন্নদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কাশিমবাজারের বাটীতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক অন্ন পাইয়াছে। রাণী স্বর্ণময়ী ও বাবু হীরালাল শীলের দাতা এ বিষয়ে কেবল আমাদিগের দেশের নহে সকল স্থানের স্ত্রীলোকদিগের আদর্শ স্বরূপ।

৮ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ৮,৮৩,৩২,৯৯০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল। বোম্বাই ব্যাঙ্কের উপরে সাধারণের অবিশ্বাস হওয়াতে বোম্বাইয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প নোট প্রচলিত হয়।

পুরীর কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন দক্ষিণ হইতে অদ্যাপিও চাউল আসিতেছে। প্রায় সকল স্থানে টাকায় ।০ । ।১ সের চাউল পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ক্রয় করিতে সমর্থ এমত লোক অল্পই আছেন। দরিদ্রদিগের দুরবস্থা বৃদ্ধি না হউক তাহাদিগের উন্নতি অল্পই দেখা যাইতেছে। জমীদারেরা কৃষকদিগের বীজধান্যের জন্য জামীন হইতে চাহেন না। তাঁহারা গত বৎসরের জলপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছেন। চিল্কা হ্রদের নিকটস্থ স্থান সমূহে কষ্ট সমান রহিয়াছে। যাহারা কর্ম্মক্ষম তাহারা প্রায় সকলেই কর্ম্ম পাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বলদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। গবর্ণমেণ্টের গোলার চাউল অল্পই বিক্রীত হইয়াছে। ক্রয় করে কে?

বালেশ্বরের পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন, তথায় শস্য ভাল জন্মে নাই। লোকেরা অতিশয় কষ্ট নিবন্ধন নিয়মিত চাষ করিতে পারিতেছে না।

গবর্ণর জেনরল বিচারপতি ফিয়ারকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইসচান্সেলর নিযুক্ত করিয়াছেন।

হায়দরাবাদের নিজাম গবর্ণর জেনরলের অনুরোধে সর জর্জ ইউল ও নবাব সালারজঙ্গকে ভারতবর্ষীয় ষ্টার প্রদান করিয়াছেন। এ উপলক্ষে দরবার হইয়াছিল।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, আফজুল খাঁ সিয়ারআলী খাঁকে হিরাট কন্দাহার প্রভৃতি বিষয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। আজিম খাঁ সিয়ারআলীকে একবারে সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন। ইতিমধ্যে কাইস মহম্মদ খাঁ বাক্ হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াতে আজিম খাঁকে কাবুলে প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে ভৃত্যের রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ভৃত্যদিগের টিকিট ও রেজিষ্টরী ফী লইবে। ইহাতে কি কাজ হইবে?

বোম্বাইয়ের নূতন শাসনকর্ত্তা এদেশে আসিবার কিছু দিন পরেই পুনাতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত নগরে শাসনকর্ত্তার যে বাটী হইতেছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তথায় গমন করেন। সংবাদপত্র সমূহ বলেন তিনি গ্রীষ্মকালে মাঠহিরাণে বাস করিবেন। আগমাওলা যেমন যায়, পাছুমাওলা তেমনই যায়।

লাণ্ডহোলডার্শ সভার অধ্যক্ষ বুলেন স্মিথ সাহেব গুডএমফ সাহেবের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

৯ ই চৈত্র শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট উৎকলের জমীদারদিগকে বলিয়াছেন তাহারা বিনা মূল্যে বীজধান দিবেন না। জমীদারদিগকে এ কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা বীজ ক্রয় করিতে অসমর্থ, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে ধানা পাইবেন। কিন্তু ইহার মূল্য ক্রমশঃ বাকী-রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবে। এজন্য জমীদারদিগকে একবার লিখিয়া দিতে হইবে। যে সকল জমীদার কৃষকদিগকে বীজধান দিবেন না, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রাজস্ব দিতে হইবে।

উৎকলে কয়েকজন বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর ও চিকিৎসক সেলিরিটি জাহাজে প্রেরিত হইয়াছেন। সবআসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনদিগের সংখ্যা অতিশয় কম হওয়াতে কসওয়ার্থ নামক এক জন আপথিকারি ও চারি জন বাঙ্গলা শ্রেণীর চিকিৎসককে প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ নিয়মাতিরিক্ত ১০ টাকা অধিক বেতন পাইবেন।

রেঙ্গুনের লোকেরা বর্ণেল ফেয়ারকে অভিনন্দন দিবার সময়ে প্রার্থনা করিয়াছেন যাহাতে স্বাধীন ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়, তিনি যেন সে চেষ্টা পান। বর্ত্তমান গৃহ গোলযোগে ব্রিটিশ বণিকেরা মান্দালাইয়ে অনেক ক্ষতি সহ করিয়াছেন। তথাপি অভিনন্দন প্রদাতৃগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

ভুটানে গৃহবিবাদ হইতেছে। ধর্ম্মরাজের পদ উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি টঙ্গসুপেনলো এক বালককে ধর্ম্মরাজ নিযুক্ত করিয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকা লইয়া সর্দ্দারগণ পরস্পর বিবাদ করিতেছেন। এস্থলে গবর্ণমেণ্ট এক কাজ করুন, তাঁহারা বলুন কোন ব্যক্তি সমুদায় টাকা পাইবার উপযুক্ত এটি যত দিন স্থির না হইবে তত দিন আর টাকা দেওয়া হইবে না।

তিন জন মহারাষ্ট্রীয় বোম্বাইয়ে বিস্তর ১০০০ টাকার নোট জাল করিয়া লোককে ঠকায়। সম্প্রতি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এডিওটম সাহেব তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন। এক জন পুলিষ চর কয়েকখানি আসল নোট লইয়া জালকারিদিগকে তদনুরূপ দশ খানি করিয়া দিতে বলে। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকটবর্ত্তি এক গৃহে লুকাইত ছিলেন। জাল নোট বাহির করিবামাত্র তিনি অপরাধিদিগকে ধৃত করিলেন। ছাই তাম্র ফলকে জলের কাগজে ও লেখা অক্ষর জাল করা হয়। অপরাধিদিগকে পুলিষে অর্পণ করা হইয়াছে।

লণ্ডনের ঠিকা গাড়ীর ভাড়া আইনে নির্দ্ধারিত করাতে একণে তথায় অতি অধম্য ভাড় টিয়া গাড়ী লক্ষিত হয়, এই জন্য এক কমিসন সাধারণ বাণিজ্যের নিয়মের উপরে নির্ভর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতায় যখন এই প্রথা প্রচলিত হয়, আমরা প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

১০ ই চৈত্র শনিবার।

বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট মম্পুাট সাহেব পীড়িত হইয়া বিদায় লইতেছেন। ইনি ও ইহার স্ত্রী দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে যাহার পর নাই সাহায্য ও পরিশ্রম করিয়াছেন। পীড়া তাহার ফল হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি মম্পুাট সাহেব শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়া এদেশে প্রত্যাগমন করেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন ও কমিসনর বেবনসাব অধীনে এ প্রকার কর্ম্মচারী দর্শন বিশেষ সুখের বিষয়

উড হাউস সাহেব সম্প্রতি মাহুলা রেলওয়ে শকট হইতে নামিবার সময়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি তন্নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিয়া রেলওয়ে কোম্পানির নামে নালিশ করেন। ২৪ পরগণার জজ রোবর্ট সাহেব তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল হইতেছে

গত বৃহস্পতিবার বাবু কুমার স্বথস্বামী মুদলিয়ার বেথন সোসাইটিতে নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করেন। তিনি বলিলেন একণে যেমত প্রদেশভেদে জাতিভেদ আছে তাহা গিয়া যাবতীয় ভারতবর্ষীয়ের জাতিসাধারণ একতা হয় ইহা প্রার্থনীয়। এজন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান দর্শন করিয়া পরস্পরের পরিচিত হওয়া অতিশয় আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিসাধারণ উন্নতি আপন আপন ক্ষমতা ও গুণের উপরে নির্ভর করিতেছে। তিনি বিখ্যাত ফরাশী পণ্ডিত বিক্টরকুজাঁর সহিত আলাপের কথা বলিয়া কহিলেন কুজাঁও বলিয়াছিলেন গঙ্গাতীরে একটী সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতকালেজ স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। কাশীর কালেজ এই পদবীতে আছে। তিনি কাশী ও রোমের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কুমারস্বামী আক্ষেপ করিলেন জাপানীয় ও তুরুকগণ জাহাজের কাপ্তেন হইয়াছেন, কিন্তু কোন হিন্দু উত্তম টাণ্ডেলিয়ার বা জাহাজচালক হন নাই। সমুদ্রে গমন ও দেশভ্রমণ ব্যতীত সাধারণ উন্নতি হইবে না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিক্কা	৮৬৬০—৮৬৭৵০
৪	" কোং	৮৭।০—৮৭৷৷০
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০৩৵০—১০৩।৵০
৫	" কোং	১০৪৷৷৵০—১০৪৸৵০
৫৷৷০	" কোং	১০৯—১০৯৷৷০

-:o:-

ইউরোপীয় সমাচার।

ওয়েলসের রাজকুমারী ও তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত সন্তান ভাল আছেন।

মহীসুরের উত্তরাধিকার লইয়া হাউস অব কমন্সে তর্ক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন রাজার মৃত্যু হইলে মহীসুর আত্মসাৎ করিবেন না। দত্তকপুত্র রাজ্যভার পাইবেন কি না সেটি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উপরে নির্ভর করিবে।

কোর্কতে ফেনিয়ান বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে বিফল চেষ্টা হইয়াছে। কতকগুলি বিদ্রোহী বন্দী ভূত হইয়াছে।

হঙ্গারীর পূর্ব্বতন শাসনপ্রণালী পুনঃস্থাপিত হওয়াতে তত্রত্য লোকেরা বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরাশী সেনাদলের পুনঃ বন্দোবস্তের প্রস্তাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হইয়াছে

একত্র প্রকাশিত স্পেনের রাজ্ঞীর স্বামী রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তাঁহাকে দেশ বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে আমেরিকার মহাসভা প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছেন। ডবলিনে লার্ড মেয়রের ভোজ উপলক্ষে কার্ডিনাল কলেন ফেনিয়ানদিগের কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেরিতে সামরিক আইন প্রচলিত হইয়াছে। বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগকে ধৃত করিবার পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে।

এক জনও ফরাশী সৈন্য আর মেক্সিকোতে নাই। মেক্সিকোর সম্রাটের পলায় থাকা সংশয়াত্মক

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং —

গত ১২ ই মার্চ্চ বেলা ৩ টার সময় কৃষ্ণনগর কালেজে এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় এখানকার প্রধান প্রধান সাহেব জেলার কোন কোন জমীদার মহাশয় ও অন্যান্য বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উড়িষ্যায় গত বৎসরে যে দুর্ভিক্ষ হয় এবং যাহা অদ্যাবধি সেখানে প্রবল আছে, তাহার নিবারণের জন্য চাঁদা করা ঐ সভার উদ্দেশ্য।

প্রেসিডেন্সী ডিবিজনের একটিং কমিসনর শ্রীযুক্ত আর, পি, চেপমান সাহেব সভার সভাপতি হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। তিনি ইং [illegible] জীতে যে উৎকৃষ্ট একটী বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মূল তাৎপর্য্য এই "মহাশয়গণ! আপনারা যে অভিপ্রায়ে এই স্থানে অদ্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহা কালেক্টর সাহেবের নিমন্ত্রণপত্রে অবগত আছেন। গত বৎসরে উড়িষ্যা প্রদেশে যে প্রকার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার বিবরণ আপনারা সমাচার[illegible] সমুদায় জ্ঞাত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। [illegible] বৎসরে ও সেখানকার অবস্থা এত মন্দ যে [illegible] করা সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। গত বৎসরে যে সকল লোক ঐ দুর্ভাগ্য প্রদেশে অনাহারে ও রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা কেহ কেহ পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছে তাহাদিগের অন্ন দিবার কেহ নাই এবং বয়ঃপ্রাপ্ত অনেক স্ত্রী পুরুষ আছে যাহাদিগের বাস্তবিক নিজ [illegible] সংস্থান নাই। এই বিপদ প্রাণিগণের যাহাতে প্রাণ বাঁচে তাহা করা সাধ্যানুসারে সকলেরই কর্ত্তব্য এ কথা অবশ্য আপনারা সকলে স্বীকার করিবেন। ইতিপূর্ব্বে এই মহৎকার্য্য সম্পাদনার্থ কলিকাতা নগরে গত ফেব্রুয়ারি মাসে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে বিদিত হইয়াছে যে উড়িষ্যার প্রকৃত উপকারের জন্য বিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এত অধিক টাকা চাঁদা করিয়া তোলা অসাধ্য এবং টাকা হইলেও গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত সামান্য লোকের পক্ষে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া শস্য বিতরণ করা যৎপরোনাস্তি অসুবিধা। অতএব গবর্ণমেণ্ট দশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনাদিগের দর্শ্ব-চারী দ্বারা চাউল প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী উড়িষ্যা প্রদেশের লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। অবশিষ্ট দশ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা করিয়া না জমাইলে বিশেষ উপকার হয় না। এ জন্য কলিকাতায় ঐ সভায় শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং দশ হাজার টাকা এককালে দান করিয়াছেন এবং কলিকাতায় ১৪। ১৫ জন প্রধান প্রধান মহাশয়েরা প্রত্যেকে [illegible] টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সাহেব ও বাঙ্গালী যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছেন। এই জেলার লোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিজ নিজ সাধ্যানুসারে এই মহৎকার্য্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন। অন্নহীন ব্যক্তিকে অন্নদান করা যে পুণ্য কর্ম্ম তাহা হিন্দুশাস্ত্রে প্রচার [illegible] নিষ্প্রয়োজন। আমার শাস্ত্রানুসারে "দরিদ্রকে দান করা ঈশ্বরকে কর্জ্জ দেওয়া" তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্যক্তি অনাথগণের উপকার করেন তিনি ঈশ্বরের তুষ্টি উৎপাদন করেন। আমি বোধ করি সংসারে [illegible] এমত কোন ধর্ম্ম প্রচলিত নাই [illegible] মানব [illegible] সুকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ এমত বলিতে পারেন যে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্নাভাব নিবন্ধন দুঃখ নিরাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদায় টাকা গবর্ণমেণ্টের দেওয়া কর্ত্তব্য। যদিও এ কথা গ্রাহ্য হই লেও আমি বিবেচনা করি অর্দ্ধেক টাকা চাঁদা দ্বারা উঠাইবার প্রস্তাবে এই হইবে যে এদেশের কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ সমুদায় লোক নিজ নিজ ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু দান করিয়া আপন আপন ধর্ম্মানুসারে পুণ্য করিবেন। একটা মহৎ বিপদ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন কোন সাধারণ বিপদ না ঘটে যখন সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকেন যখন চতুঃপার্শ্বে কাহাকেও সাহায্য করিবার আবশ্যকতা না থাকে তখন কে কেমন লোক বুঝা যায় না বোধ হয় সকলেই স্বার্থপর, সকলেই সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু যখন প্রকাণ্ড সাধারণ বিপদে লোকে হাবুডুবু খায় যখন চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ শ্রবণপথে পতিত হয় যখন সংসারে কেবল নিরানন্দ, কোন ব্যক্তির বদনে সুখের চিহ্ন পাওয়া যায় না তখন আমাদিগের মহত্ত্বের পরিচয় দিবার সময়। গত বৎসরে আকালের সময় যখন কলিকাতায় চারিদিক হইতে নিরন্ন জনগণ আসিয়াছিল তখন কলিকাতার বাঙ্গালি মহাশয়েরা কি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সে সময়ের পূর্ব্বে ইংরাজেরা কখন ভাবেন নাই যে বাঙ্গালিরা অক্লেশে এত অন্নদান করিতে পারেন।

সাধারণ বিপদে আর এক উপকার হয়, এক জাতীয় লোকের মনে অপর জাতীয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে না। সকল জাতি একমনা হইয়া বিপদের নিরাকরণ চেষ্টা করেন এই জন্য আমি বিবেচনা করি যে গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক টাকা মাত্র দিতে স্বীকার করিয়া উত্তম করিয়াছেন। আর কোন কোন ব্যক্তি ভাবিতে পারেন যে উড়িষ্যার লোকে অন্নাভাবে মারা পড়িতেছে তাহার জন্য আমরা টাকা দিব কিন্তু যদি গত বৎসরের মত আগামী বৎসরে ধান্যের মূল্যের আধিক্য প্রযুক্ত এই জেলায় আবার দীনদুঃখী লোকের ক্লেশ হয় তাহা হইলে তজ্জন্য চাঁদা করিবার প্রয়োজন হইবে। যাঁহারা এরূপ ভয় করেন তাঁহারা জানেন না যে গত বৎসর এই জেলার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুমান এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। অতএব যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ এ বৎসর পুনরায় এখানে লোকের কষ্ট হয় তবে অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন কিন্তু আমি এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি এ জেলায় কষ্টের সম্ভাবনা নাই। জেলার অনেক মজুর লোক কুষ্টিয়াতে রেলওয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে এবং সহরের মধ্যেও অনেক সাধারণ কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যাহারা পরিশ্রম করিতে পারে তাহারা অন্ন পাইবে এরূপ বোধ হইতেছে, আর পূর্ব্বাপেক্ষা চাউলের মূল্য ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহাতে আমার কখনও এমত ভয় হয় না যে গত বৎসরের মত এখানে এ বৎসর আবার দীনদুঃখী লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইবে।" কমিসনর সাহেবের বক্তৃতার পর কৃষ্ণনগর কালেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাস্থ বাঙ্গালি মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এই বক্তৃতার মূল মর্ম্ম বাঙ্গলাভাষায় বলিলেন। তাহার পর এই জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত মেকডনেল সাহেব প্রস্তাব করিলেন "এই সভার কার্য্য সমাধানের জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটীতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য হয়েন এবং তাঁহারা আপন আপন ক্ষমতানুসারে চাঁদা আদায় করেন ও কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাও ঐ কমিটীর উপর অর্পিত হয়।" তদনন্তর একটিং এডিসনল জজ সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া যায় এবং কালেক্টর সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে কালেজ ঘরে সভা করিবার অনুমতি দিবার জন্য প্রিন্সিপল সাহেবকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। ইহার পর শঙ্কালিখিত মহাশয়েরা নিম্নলিখিতরূপে স্বাক্ষর করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

কমিটির সভ্যগণের নাম।

লার্ড ইউলিক ব্রৌণ, মেঃ মেকডনেল, মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মেঃ বেল, মেঃ ফিলড, মেঃ স্মিথ, মেঃ ওয়েষ্টলেণ্ড, শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যাদুনাথ রায়, বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাবু দ্বারকানাথ দে।

দাতাদিগের স্বাক্ষর।

শ্রীযুক্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	২৫০
" মে, আর, বি, চেপমান	২৫০
" ডবলিউ, এফ, মেকডনেল	১৫০
" লার্ড ইউলিক ব্রৌণ	১০০
" এচ, বেল	১০০
" এস, এচ, বীডন	১০০
" বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় (উলা)	১০০
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০০
" " বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার চৌধুরী	১০০
" " শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী	১০০
" মে, মিয়াবস	১০০
" " উমেশচন্দ্র দত্ত	১০০
" " গৌরমোহন রায়	৭৫
" " গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
" মে, সি, ডি, ফিলড	৫০
" এ, স্মিথ	৫০
" " পরমেশ্বর পালচৌধুরী	৫০
" " সুরেন্দ্রনাথ রায়	৫০
" " শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০
" মে, জে, ওএষ্টলেণ্ড	৫০
" " ঈশানচন্দ্র রায়	৫০
" " কৈলাসচন্দ্র পালচৌধুরী	৫০
" " শ্রীহরি রায়	৫০
" " শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক	৫০
" " বামনদাস মুখোপাধ্যায় (দেবগ্রাম)	৫০
" " যদুনাথ রায়	৫০
" " জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
" " সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪০
শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী দাসী	২৫
শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক	২৫
" " প্রসন্নকুমার বসু	২৫
" " রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৫
" " হৃষিকেশ মিস্ত্রী	২৫
" " দ্বারকানাথ দেবাহাদুর	২৫
" মে, কে, জি, বোরণ	২০
" " জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২০
" " নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২০
" " গুরুচরণ দাস	২০
" " মৃত্যুঞ্জয় রায়	২০
" মে, আর, ক্রেগ	১৬
" " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫
" মে, জে, সিমিয়ন	১০
" " জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১০
" " ভূপতি চট্টোপাধ্যায়	১০
" " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
দশ টাকার ন্যূন সমষ্টি	৫১
	২৭৪৭

মহাশয়! গত কল্য উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট ইংরাজি বিদ্যালয়ের ১৮৬৪। ৬৫ অব্দের ও বঙ্গবিদ্যালয়ের ৬৬। ৬৭ অব্দের পারিতোষিক কার্য্য নিম্ন লিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

পারিতোষিক সভাটী বড় মন্দ হয় নাই, সেটী উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়েই হইয়াছিল, গৃহের চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানচিত্র সুশোভিত ছিল। এতন্নগরবাসী প্রায় সমুদায় ভদ্রমণ্ডলী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এচ, উড্রো ইনস্পেক্টর মহোদয় অনুপস্থিত থাকাতে সভ্যগণের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে আসীন হন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু বনমালী মিত্র মহাশয় বিদ্যালয়ের ১৮৬৪। ৬৫ খৃঃ অব্দের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিয়া উক্ত শ্রেণীস্থ বালকগণের মধ্যে, কতক গুলিকে আদেশ করাতে তাহারা ক্রমান্বয়ে ৩।৪। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক বিদ্যাসংক্রান্ত অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিল ও বঙ্গবিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকগণ দুইটী সুললিত পদ্য পাঠ করিল। অনন্তর সভাপতি মহাশয় স্বহস্তে ক্রমান্বয়ে উক্ত দুই বিদ্যালয়ের পারিতোষিকযোগ্য বালকদিগকে আহ্বান করিয়া পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং অঙ্ক ও রচনাদি নানা বিষয়ের উত্তরলেখক বালকদিগকে অত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত অর্থ প্রদান করিলেনঃ—

-:০:-

সম্পাদক মহাশয়! তিন বৎসর গত হইল ভবানীপুর ও কালীঘাটের মধ্যস্থলে শ্রীযুক্ত বাবু রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে "চড়কডাঙ্গা শিশুসুবোধ বঙ্গবিদ্যালয়" নামে একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই উহার সম্পাদক হইয়াছেন। দুই বৎসর হইল বিদ্যালয়টী গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তিনটী শিক্ষক ও একটী সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে ইহাতে ১১৯ এক শত উনিশটী শিশু অধ্যয়ন করিতেছে এবং অধ্যাপনাদিও মন্দ হইতেছে না।

গত কল্য রবিবার এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাংবৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক প্রদানোপলক্ষে একটী সভা হয়। ইহাতে গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং ২৪ পরগণার প্রধান সদরআমীন শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দেব রায় বাহাদুর, অতিরিক্ত সদরআলা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তিও সভার শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কালীঘাট ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণেচ্ছু হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের পাঠ শ্রবণানন্তর ২৪ পরগণার উকীল (সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ ছাত্র) শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করাতে তিনি কয়েকটী প্রশ্ন দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিলেন। যদিও গিরিশ বাবুর প্রশ্নগুলি সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে নিতান্ত সহজ হয় নাই তথাপি তাহারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। অনন্তর সম্পাদক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইল। ৩৯ টী বালক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় বাহাদুর স্বহস্তে পারিতোষিকগুলি বিতরণ করিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া যদি অস্মদ্দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার মৌনব্রতী সভ্যগণের ন্যায় কেবল সভার শোভা সম্পাদন কার্য্যেই বিরত থাকিতেন তাহা হইলে ভাল হইত, কারণ বিতরণকালে তিনি এমনই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং এমনি বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছিলেন যে উহা সন্তোষকর না হইয়া বরং অনেকের বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ সরস বক্তৃতা দ্বারা বিদ্যাশব্দের অর্থ, বাঙ্গলাশিক্ষার প্রয়োজন, আধুনিক বঙ্গভাষায় প্রকৃত বিদ্যোপযোগী পুস্তক সকলের অসদ্ভাব বিরহ এবং বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের উপায় প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করি

লেন। গিরিশ বাবুর বক্তৃতাটী যে যথার্থ বাক্যে। পবোধিনী এবং হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

ভবানীপুর। শ্রী কালীবর শর্ম্মা।
৫ ই চৈত্র ১২৭৩।

সবিনয় নিবেদন—

যদি কোন গবর্ণমেন্ট আফিস এক স্থান হইতে দূরে নীত হয়, তাহা হইলে সেই আফিসের কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা কত দূর ন্যায়ানুগত তাহা প্রায় সকল বিজ্ঞ লোকে অবগত আছেন। সকল আফিসের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে স্বদেশ হইতে বিদেশে যাইতে হইলে ব্যয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইটী বাঙ্গালিদিগের পক্ষে যত দূর সত্য, ইংরাজদিগের পক্ষে তত দূর নহে। ইংরাজেরা প্রায় বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন, অতএব তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত হইতে হইলে তাহারা অনায়াসে ভাড়াটিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বাটী ভাড়া করিয়া সপরিবারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা প্রায় নিজ আবাসে বাস করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে বিদেশে যাইতে হইলে তাহারা নিজ আবাস ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। তাহাদিগের অনুপস্থিতে সেই সকল আবাস রক্ষা আবশ্যক। সুতরাং অল্প বেতনভোগী বাঙ্গালীরা সপরিবার সমভিব্যাহারে বিদেশে যাইতে অক্ষম। পরিবারের কেহ কেহ স্বীয় আবাসে বাস করে। সুতরাং তাহাকে বিদেশে যাইতে হইলে তাহাকে দুই স্থানে ব্যয় করিতে হয়। যেখানে তাহার ৩০ টাকায় চলিত, এখন ৫০।৬০ টাকায় স্থানে চলিতে পারে না।

বেলওয়ে সংক্রান্ত দুই এক আফিস দূরে যাওয়ায়, তত্রস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। রেলওয়ে ট্রাফিক অডিট আফিস জামালপুরে উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে আসিষ্টান্ট অডিটর সাহেবেরা তাহাদিগের কর্ম্মচারিদিগকে এই আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এখানে আনিয়াছেন যে তাঁহারা তাহাদিগের বেতন জামালপুরে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এ পর্য্যন্ত কেবল এই মাত্র শ্রবণ করা গিয়াছে যে যিনি উপযুক্ত পাত্র হইবেন, তাহাদিগের বেতন জুলাইমাসে কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। ইহা অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

এরূপ অনেক লোক আছে যে, তাহারা ভাল লেখাপড়া না জানিয়াও সাহেবদের সহিত অনুগত্য করিয়া তাহাদের প্রিয়পাত্র হয়েন। আবার এরূপ অনেক লোক আছেন যে, তাহাদের কার্য্যে সাহেবদের সহিত কথাবার্ত্তা আবশ্যক করে না। সুতরাং তাহারা তাহাদের নোটিসে শীঘ্র আসিতে পারেন না। তাহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, কয়েকজন কর্ম্মচারী ২।৩ বৎসর এক বেতনে কর্ম্ম করিতেছেন। তাহারা কি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না? অপর সকলের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদিগের কি হইতে পারে না? যদি তাহারা কার্য্যাক্ষম হয়, তবে তাহাদিগকে কার্য্যচ্যুত করাই শ্রেয়ঃ। অডিটর সাহেবেরা তাহাদিগের প্রিয়পাত্রদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া অপর সকলের বৃদ্ধি না করিয়া তাহাদিগকে কি মনোবেদনা দিতেছেন না? এই কি তাঁহাদিগের উচিত কর্ম্ম? যাহারা সাহেবদের প্রিয়পাত্র কেবল কি তাহাদিগের বেতন জুলাই মাসে বৃদ্ধি হইবে? না যাহারা নিজ নিজ কার্য্য (যেরূপ কার্য্য হউক না কেন) উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম? যদি প্রথমোক্তদিগের হয়, তাহা হইলে যে রেলওয়ে কোম্পানিকে ঘোরতর পক্ষপাতদোষে দূষিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় এইরূপ করা উচিত,—বিদেশে আসাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি নিবন্ধন সকলেরই বেতন বৃদ্ধি হয় একটী নিয়ম হউক যে সকলেরই ১০।১৫ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হয়। উপযুক্ত লোকদিগের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতে সৎগুণ ও ধর্ম্মের পুরস্কার আবশ্যক।

বরাহনগর নিবাসী।
একজন পাঠক।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র	হাটখোলা	
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ভাদ্র		৫॥০
” ” যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	
১২৭৩ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ		৩৸০
” ” শিবচন্দ্র শীল	চুচুড়া	
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন		১৩
” ” দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীঃ	
” ” চন্দ্রকুমার মিত্র	ঃপুঃ	
” ” দীননাথ দত্ত	সুরডিরবাগান	১০
” আসিষ্টান্ট কমিসনর সাহেব	বাঁকাহুয়ার	
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ		৩৸০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ✓১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৮ম ভাগ। | ২০ সংখ্যা।

॥ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ১৯ এ চৈত্র। ১৮৭১। ১ লা এপ্রেল { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশল-রচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীবামাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল এম, এ, কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় বিরচিত প্রেততত্ত্ববিষয়ক প্রস্তাব প্রতি খণ্ড চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ডি রোজারিও কোম্পানি, সংস্কৃত প্রেস ডিপাজিটরি বা করন ওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাবু বঙ্কিম প্রসাদ এণ্ড কোং ৮৬ নং পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:০:—

চিনচিনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূগোলসার ব্যাকরণ	।০ ,
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৷৹

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা।

কয়েক মাস অতীত হইল, কলিকাতাস্থ মিসনরী সভা হইতে যে বাইবেল পরীক্ষার পারিতোষিকের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা তাহাতে প্রতিযোগিতা করাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত পরীক্ষা আগামী ৬ই ও ৭ ই মে কলিকাতা মির্জাপুর ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন্ নামক বিদ্যালয়ে হইবে। ২০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষার্থীদিগের নাম গৃহীত ও রেজিষ্টরীতে লিখিত হইবে। পরীক্ষার্থী বাস্তবিক এক জন ছাত্র এবং ফাষ্ট আর্টের পরীক্ষা দেন নাই এই মর্ম্মে তাঁহার স্কুল কিম্বা কলেজের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক খানি সার্টিফিকেট আনয়ন করিতে হইবে, এবং নাম রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফি ৷০ আনা জমা দিতে হইবে। ৬ ই মে প্রাতঃকালে ৯৷০ টার সময় পরীক্ষার্থীদিগকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কাগজ কলম, এবং কালী প্রদান করা যাইবে।

ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন
কলিকাতা মার্চ্চ ১৮৬৭ } জন ডি ডেন
কলিকাতাস্থ মিসনরী সভার সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ চৈত্র সোমবার।

গত বুধবারে কলিকাতা টাউন হালে মাসি সাহেবের লাইসেন্স টাক্সের প্রতিবাদার্থ এক বৃহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে ডইন ও পিটরসন সাহেব এই দুই জন বারিষ্টর উপস্থিত ছিলেন। মাসি সাহেবের লাইসেন্স টাক্স যে লোকের একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়াছে, ঐ দুই বারিষ্টরের বক্তৃতা, তদ্বিষয়ে সভাস্থদিগের অকপট অনুমোদন ও উচ্চতর প্রশংসাধ্বনি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। সেদিনের সভাধিরোহণ আর গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদার্থ প্রজার অভ্যুত্থান একই কথা। এ অভ্যুত্থান হয় কেন? গবর্ণমেণ্ট স্ববিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ভাবুন, আমরা অনেক কার্য্যেই দেখিতে পাইতেছি, ইহা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ছায়া। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়েই বিশেষতঃ নূতন কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রজার একান্ত পরতন্ত্র। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র হইয়াও আত্মবিস্মৃতি পূর্ব্বক সময়ে সময়ে নিতান্ত স্বতন্ত্রবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতেই প্রজাপুঞ্জের কোপে পতিত হন। গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত লাইসেন্স টাক্সটী রাতারাতি বিধিবদ্ধ না করিয়া যদি উইলসন সাহেবের ইনকম টাক্সের ন্যায় সর্ব্বজন বিদিত করিয়া করিতেন, কেবল যে উহার অসামঞ্জস্য দোষ সংশোধিত হইত এরূপ নয়, সর্ব্বসাধারণে না করুন, ইউরোপীয়েরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিতেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, প্রস্তাবিত সভা ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট এক আবেদন করিতেছেন, আমরা তাহার ফল দর্শন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

মহীসুর।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সম্প্রতি মহীসুরের বিষয়ের এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদিগের চিত্ত এই সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইল না, ইহা পূর্ব্বে যে প্রকারের সংশয় দুঃখ অনুভব করিতেছিল, তাহা অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু প্রকারান্তরের সংশয় উপস্থিত হইল, ঐ দিবস লার্ড ক্রাণবোরণ বলেন মহীসুরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করা হইবে না। রাজা যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নামে রাজ্য শাসন করিবেন। রাজার দত্তকপুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট নিজে লইতেছেন। এই বালক যদি অতঃপর সুশিক্ষিত এবং শাসনক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তে শাসনভার সমর্পিত হইবে। মহীসুর গ্রহণ রাজ্ঞীর অভিমত নহে। সন্ধি ও ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের মতও এই। লার্ড ক্রাণবোরণ ইহার অনুমোদন করিয়া যেমন সকলের চিত্তরঞ্জন করিলেন, তেমনি আবার বাক্যের শেষাংশটী দ্বারা বিষম শঙ্কার উদয় করিয়া দিতে-

ছেন। রাজার পুত্র যদি "সুশিক্ষিত ও শাসনক্ষম" হন, তাহা হইলেই কেবল তাঁহার হস্তে শাসনভার প্রদত্ত হইবে; কিন্তু সেই সুশিক্ষা ও শাসনদক্ষতার পরিমাণ কি? কোন্ ব্যক্তিই বা তাহার নির্ণয় করিবেন? লার্ড ডেলহাউসি সেতারা গ্রহণকালে সিদ্ধান্ত করেন, নিঃসন্তান হইয়া কোন রাজার মৃত্যু হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন। আপা সাহেবের দত্তক গ্রহণের বিষয়ে তিনি বলিয়াছিলেন "রাজা নিজে সেতারা উত্তমরূপে শাসন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পুত্র যে সেই প্রকার করিবেন তাহার প্রতিভূ কি?" এই প্রকারে মহীসুরের রাজার মৃত্যুর পর যদি কোন গবর্ণর জেনরল এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যুবক রাজকুমার যে রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্ন করিয়া যদি তাঁহাকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করেন, কে তাহার নিবারণ করিবে?

বস্তুতঃ আমরা লার্ড ক্রানবোরণের শেষ উদ্দেশ্যবোধে অক্ষম হইতেছি। মহীসুর হয় এককালে প্রত্যর্পিত হউক, নচেৎ স্পষ্টরূপে বলা হউক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক বার যাহা ভক্ষণ করেন, তাহা উদ্গিরণ করেন না। এই দুই রাজনীতির অন্যতর অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, কিন্তু লোকের মনকে সংশয়সাগরে মগ্ন করিয়া রাখা উচিত হয় না। লোকে ইহাকে কপট ব্যবহার জ্ঞান করিতে পারে।

৭২ বৎসরের অধিককাল হইল মহীসুর ইংরাজ শাসনের অধীন হইয়াছে এবং অনেক উন্নতিলাভও করিয়াছে। এই উন্নতি এদেশীয় রাজার অধীনে থাকিবে কি না, অনেকের সংশয় হইতে পারে। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথোচিত যত্ন পাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলেন কেন যে তাহার অন্যথা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ত্রিবাঙ্কুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ আশঙ্কার অলীকতা প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। এদেশীয় রাজগণের বিষয়ে যে রাজনীতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা স্ফুটাক্ষরে বুঝাইয়া দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে লোকে সেই রাজনীতির উপযোগিতা ও রাজনীতিজ্ঞের আশয়ের ঔদার্য্যাদিবোধে সমর্থ হইয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবেন, অন্যথা কপটতা বোধ করিবেন। মহীসুরের বর্ত্তমান রাজতনয়কে রাজ্য দেওয়া হইবে, স্পষ্টবাক্যে এই ঘোষণা করিয়া দিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট রাজকুমারের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন এবং সচ্চরিত্র মহাশয় কার্য্যদক্ষ লোক নিয়োজিত করিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও রাজকার্য্যাদি শিক্ষার উপায় করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্ট সমধিক শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন না? তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্টের অধিকতর উদারতা প্রকাশ পাইত না? এদেশীয় রাজগণ সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও রাজকার্য্যে দক্ষ হইলে এদেশীয়েরা যেরূপ ঔৎসুক্য ও আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের অধীনতা যোক্ বহন করিতে অগ্রসর হন, বিদেশীয়ের পরাধীনতা স্বীকারে সেরূপ হন না। কে সাহেব বলেন "আমাদিগের এই সংস্কার আছে, ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশীয় রাজার শাসন অপেক্ষা আমাদিগের শাসনের সমধিক পক্ষপাতী, এটী ভ্রম ও বৃথা জাত্যভিমান মাত্র।" লার্ড ডেলহাউসি নেপলিয়নের ন্যায় গর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন "ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমার রাজনীতির সুন্দর ফল দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হইবেন।" যদি রাজনীতিসংক্রান্ত স্বাধীনতা অবিলুপ্ত থাকিত, তাহা হইলে এ গর্ব্ব শোভমান হইত। ডেলহাউসি অযোধ্যার শাসন দোষ সংশোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনে লোকের রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা এককালে নষ্ট হইয়াছে। কেবল সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা এই ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না।

মিউনিসিপাল অত্যাচার।

যাঁহারা যে বিষয়ে অভ্যস্ত নন, শিথিলভাবে ক্রমে তাঁহাদিগকে তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলা আবশ্যক, কিন্তু মিউনিসিপাল পঞ্চায়েতেরা সেটী বুঝিতেছেন না, সমধিক উৎসাহ বশতঃ তাঁহারা এদেশীয়দিগকে এককালে উচ্চতর সোপানে অধিরোহিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতেই নানা প্রকার অত্যাচার ঘটিতেছে। সেদিন কালীঘাট ও ভবানীপুরবাসিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিবর এই সোমপ্রকাশে বর্ণিত হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে। অন্য স্থানের কথা কি? কলিকাতায় সাধারণ মত এত প্রবল তথাপি মিউনিসিপাল অত্যাচারে লোকে "পালাই পালাই" করিতেছেন। এককালে দুর্ব্বহ করভার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইতেছে কিন্তু কোন বিষয়েই তাহার অনুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। সেই পূতিগন্ধি নর্দ্দামা, সেই সেকেলে ময়লার গাড়ী, সেই সেকেলে ধাঙ্গড়েরা দুই তিন দিবস পরে এতদ্দেশীয় বিভাগের ময়লা পরিষ্কৃত করিয়া যায়। বাটীর কর, আলোর কর, ব্যবসায়ের কর, গাড়ী ঘোড়ার কর, করে করে লোকে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাস্থ্য ও শান্তি রক্ষার অনুরোধে মিউনিসিপাল কর লোকে সহ্য করেন। কিন্তু তাহা লইয়া যত দূর করা আবশ্যক কলিকাতা ও মফস্বলের মিউনিসিপালিটি তাহার কোন ধার ধারেন না। কোন ব্যক্তির সম্পত্তির অনুরূপ কর প্রায় নির্দ্ধারিত হয় না। দশ টাকা ভা-

ভার স্থানে ৫০ টাকা ভাড়ার কর দিতে হয়। সম্প্রতি কলিকাতার সহকারী সভাপতি ডেবিস সাহেব কর আদায়ের সরকারের পদ উঠাইয়া দিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন নগরবাসিরা আপন আপন কর দিয়া যাইবেন, নিয়মিত দিবসে না দিলে প্রত্যেকের এক টাকা “ খরচা ” (জরিমানা) লাগিবে। এককালে বিস্তর লোক যান, যাঁহাদিগের সুপারিস অথবা অর্থের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যাইবামাত্র বিল পান, দরিদ্রদিগকে কার্য্য ক্ষতি করিয়া দুই চারি দিন হাঁটিতে হয়। হয় ত জরিমানা দিতে হয়। কর দাখিল করিবার কিঞ্চিৎ ব্যয়ও আছে। মিউনিসিপাল মকদ্দমার বিচার নাই। কি রাজধানী কি মফস্বলের মিউনিসিপালিটির কোন কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির নামে কোন বিষয়ে নালীশ করিলে তাহাকে প্রায় রিক্তহস্তে আদালত হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। নামমাত্র বিচার হয়, সহস্র প্রমাণ দিলেও জরিমানার হাত হইতে কেহই রক্ষা পান না। ইহাতে কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা জানিতে চাহেন? সকলেরই প্রায় নিয়মিত করের উপর কর্ম্মচারিদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হয়। যিনি না দেন, তাঁহার নামে নালীশ ও জরিমানা নিশ্চিত হয়। ময়লা সরান রহিয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা নামমাত্র, কেবল প্রজাপীড়নই সত্য হইয়াছে।

যাঁহারা ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইন অনুসারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন, তাঁহাদিগেরও কষ্টের সীমা নাই। আমরা পঞ্চায়তদিগের অত্যাচারের সহস্র সহস্র উদাহরণ দিতে পারি। সোদপুরের নিকটে মাটাগোড়িয়া গ্রামের বাবু ঈশানচন্দ্র গুপ্ত মাসিক ছয় আনা কর দিতেন। মাসিক ১০।৶ টাকা পেন্সন ইহাঁর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। ইহাঁর উপরে মাসিক ২।৶০ দুই টাকা ছয় আনা কর স্থাপিত হইয়াছে। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কমিসনর আপীলে উহা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। অনেক গ্রামে এই প্রকার অনেক উদাহরণ আছে।

১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন অনুসারে যত মিউনিসিপালিটি হইয়াছেন, ইহাঁরা সাধারণ্যে কর্ম্মঠ নহেন। প্রায় তিন বৎসরাবধি ইহাঁরা নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়া গেজেটের অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু ইহাঁদিগের দ্বারা অসঙ্গত কর সংগ্রহ ভিন্ন আর কোন কার্য্য হইতেছে না। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন চেষ্টা প্রায় দৃষ্ট হয় না। যেখানে হয় সেখানে এতন্নিবন্ধন এত অত্যাচার ও এমত অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বিত হয় যে লোকে পূর্ব্বাবস্থারই প্রার্থনা করে। হুগলী একটী প্রধান জেলা ও রাজধানীর নিকটবর্ত্তি স্থান। এখানকার করের ত কথাই নাই। যাহার হস্তে কর নির্দ্ধারণের ভার তিনি সাধারণের বিশ্বাসের পাত্র নহেন, এবং কার্য্য দেখিয়া প্রকাশ হইতেছে তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সম্প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে কোন বাটীর জল সরকারি নর্দ্দামায় আসিতে পারিবে না। লোকে তন্নিমিত্ত বাটীর জল বদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধিত হইয়াছেন। ইহাতে কি পীড়া হইবে না? যদি নর্দ্দামায় জল না গেল, তবে নর্দ্দামার প্রয়োজন কি? যদি ময়লা জল নর্দ্দামায় ফেলিতে না পারেন, লোকে কি জন্য কর দিতেছেন? চুঁচুড়ার শিবিরের নিকটে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে এ জন্য বাস উঠাইতে হইতেছে। নালীশ ও জরিমানার কথা নাই বাটীতে যিনি অকারণ ময়লা করেন, তিনিই দণ্ডনীয়। কিন্তু হুগলীর মিউনিসিপালিটি দোষী ভাড়াটিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষ দূরবাসী অধিকারির দণ্ড করিতেছেন। ১৫।২০ টাকা জরিমানা প্রভৃতি কথায় হয়। যিনি মাসিক ৫ টাকা ভাড়া পান তাঁহার বাৎসরিক তিন বার জরিমানা হইলেই নিজ তহবিল হইতে আবার কিছু দিতে হয়। কার্য্যতঃ ইহা হইতেছে। ইহার বিচার নাই, কেহ কোন কথাই শ্রবণ করেন না। এ অত্যাচারগুলির নিবারণ করা একান্ত আবশ্যক।

রামকুমার ও বজচন্দ্র বসু।

ঢাকার কালেক্টরের নাজীর বাবু বজচন্দ্র বসুর আত্মসমর্থনপত্র আমাদিগের হস্তগত হওয়াতে অদ্য এই অপ্রীতিকর বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। যদি পত্রখানি আমাদিগের হস্তে না আসিত, সমধিক আহ্লাদের হইত সন্দেহ নাই। অনেক দিন হইল, এ বিষয়টী আমাদিগের শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কোন্ পক্ষ বাস্তবিক দোষী, তদ্বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবাতে আমরা ইহার প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামকুমার বসু এক জন শিক্ষিত লোক, কিন্তু তিনি বজচন্দ্র বাবুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এক জন কৃতবিদ্য লোকে যে তত দূর করিতে পারেন, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল না। সমর্থন পত্র দ্বারা জানা যাইতেছে, বজচন্দ্রের সহিত রামকুমারের দলাদলি ঘটিত বিরোধ আছে। রামকুমার বসু কৃতবিদ্য হইয়া ও তদর্থ বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়াছেন। ঔদার্য্যাদি গুণ সুশিক্ষিতকেই আশ্রয় করে। এটী কি ঔদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে? বজচন্দ্র বসু তাঁহার সহিত সামাজিক ব্যবহার করেন না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহার তুল্য অনুদারতার পরিচয় আর কি আছে? তাঁহার শিক্ষার ফল কোথায় গেল? এক্ষণে ঘটনাটি পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

১৮৬৬ অব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গচন্দ্র বসু বিদায় লইয়া যখন বাটীতে ছিলেন, সেই সময়ে বাবু রামকুমার বসু নায়েব নাজিরের নিকট হইতে কয়েকটী নথি লইয়া বঙ্গচন্দ্রের দোষানুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে তিনি কালেক্টরের অনুমতি লন নাই। কালেক্টর জিবিন সাহেব ময়মনসিংহের প্রদর্শন হইতে প্রত্যাগমন করিলে রামকুমার বাবু তাঁহাকে এক নামশূন্য আবেদন প্রদান করেন। এই আবেদন ১০ ই নবেম্বরে রামকুমার বাবুর হস্তগত হয়। ইহাতে নাজিরের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ের অভিযোগ ছিল। কালেক্টর নাজিরকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহাকে ফৌজদারিতেও অর্পণ করা হইল। কিন্তু শপথ পূর্ব্বক কেহ অর্থী হইয়া না আসাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হারিস সাহেব মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। বঙ্গচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার ফৌজদারিতেও দেওয়া হয়। কালেক্টরির কয়েকজন আমলা তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, কিন্তু ইহাতেও নাজির মুক্ত হন। নাজিরের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী অভিযোগ করা হয়, তাহা এই:—

প্রথম, তিনি পেয়াদার তলবানা হইতে নিজে ৪১৵০ টাকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়, ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হয়, তাহার প্রতি টাকায় তিনি এক আনা হিসাবে গ্রহণ করেন। তৃতীয়, তিনি অহিফেনের শূন্য বাক্স সকল নিজে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আত্মসাৎ করেন। চতুর্থ, নাজির আইনে নিষেধ থাকিলেও প্রকাশ্য নীলামে আপন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ক্রয় করেন। পঞ্চম, তিনি নিজের কার্য্যে সরকারি পেয়াদাদিগকে খাটাইয়া থাকেন।

নাজির ইহার যে উত্তর দেন, তাহা এই—তিনি তলবানার ৪২৷৵০ ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাকী টাকা তিনি প্রাপ্ত হন নাই নায়েব নাজির ভ্রমক্রমে খাতায় জমা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ২৬ বৎসর সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করিতেছেন তিনি দুই চারি টাকা চুরি করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে তাঁহাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন। ১০ আইন অনুসারে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে নাজির টাকায় অৰ্দ্ধ এক আনা মজুরি পাইতেন তাহা গবর্ণমেণ্টের অবিদিত ছিল না। ১৮৬২ অব্দ অবধি তাঁহাকে ইহা লইতে নিষেধ করা হয়, তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন সেই অবধি আর লন নাই। অহিফেনের শূন্য বাক্সগুলি বাবু রামকুমার বসুর নিজের অধীনে থাকিত। তিনি আবকারী বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। বাক্স বিক্রীত হইলে টাকা নাজিরের হস্ত দিয়া ব্যাঙ্কে যাইত এই মাত্র। এ বিষয়েও নাজির আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। স্ত্রীর নামে বিনামী তালুক ক্রয় করিবার বিষয়ে নাজির উত্তর দিয়াছেন নন্দকুমার নামক এক ব্যক্তি নীলামে তালুক ক্রয় করেন, তৎপরে প্রায় এক বৎসরের পর তাঁহার স্ত্রী নন্দকুমারের নিকটে তাহা মূল্য দিয়া লন। ইহার দলীল দাখিল করা হইয়াছে।

বঙ্গচন্দ্র বসু মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অব্যাহতি পান, কিন্তু কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব তাঁহাকে অসৎ ও বিশ্বাসের অযোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করেন। তিনি আপীল করাতে রেবিনিউ বোর্ড তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

নাজির যে প্রকারে আত্ম সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করা হইয়াছে রামকুমার বসু দলাদলিমূলক বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন। তিনি ১০ ই নবেম্বরের যে নাম শূন্য আবেদন প্রদর্শন করেন, নাজির তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। ২১ এ নবেম্বর কালেক্টর ময়মনসিংহে গমন করেন। নাজির কালেক্টরের অধীনস্থ আমলা, নাজিরের বিরুদ্ধে আবেদন করিলে কালেক্টরের নিকটে করিতে হয়। আবেদন কি জন্য রামকুমার বাবুর হস্তে গেল? তিনি তাহা পাইয়া কি জন্য তৎক্ষণাৎ কালেক্টরের হস্তে দিলেন না? তিনি বাটীতে নথি লইয়া যান। হারিস সাহেব নথি তলব করিবার রুবকারী প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে রামকুমার বাবু কাগজগুলি তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। রামকুমার বাবু একদা কমিসনর বকলাণ্ডের অগ্রে নাজিরের দোষোল্লেখ করেন, ইহাতে বকলাণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন "বিচারের পূর্ব্বে তাঁহার মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া অনুচিত।" বকলাণ্ড সাহেব তখন নাজির ও রামকুমার বাবুর পরস্পর সম্বন্ধ জানিতেন না।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, নাজির আইন অনুসারে দোষী হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নামে যে যে বিষয়ের অভিযোগ হয়, সে সমুদায়গুলি অমূলক আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। সমূলক হইলেও রামকুমারের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে তাহা অমূলক হইয়া উঠিয়াছে এবং লোকের মনও বঙ্গচন্দ্রের দিকে পক্ষপাতী হইয়াছে। প্রথম অপরাধির অপরাধ যদি লঘু হয়, আর দ্বিতীয় অপরাধির অপরাধ গুরু হয়, দর্শকেরা প্রথম অপরাধকারী বাস্তবিক দোষী হইলেও তাহার পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন, এটী মানুষের স্বভাব। যাঁহার সহিত রামকুমারের বিবাদ চলিতেছিল, তাঁহার

মকদ্দমা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গুরুতর অপরাধী হইয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেব বজ্রচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা যুক্তিসহ হইতেছে না। বজ্রচন্দ্র যখন নির্দ্দোষ হইলেন, তখন তাঁহার দণ্ড কেন? যদি তাঁহাকে অসৎ বলিয়া মফস্বলের সংস্কার জন্মিয়া থাকে, স্থানান্তরিত করিলেই যে তাঁহার দোষ সংশোধন হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প। এরূপ স্থলে তাঁহাকে পেন্সন দিয়া একবারে বিদায় দেওয়াই উচিত ছিল।

—০০—

গুরুট্রেণিং ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আমাদিগের দুই জন পত্রপ্রেরক বিবাদমল্ল হইয়া সংবাদপত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক জন গুরুট্রেণিং বিদ্যালয়ের ছাত্রের, অপর ব্যক্তি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। নর্ম্মাল বিদ্যালয়পক্ষপাতী পত্রপ্রেরক গুরুমহাশয়দিগের দোষকীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সংস্কৃতাসংস্কৃত উভয়বিধ গুরুমহাশয়ের প্রতিই সাধারণ্যে এ দোষার্পণ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। আমরা প্রামাণিক লোকমুখে শুনিতে পাইতেছি, যাঁহারা গুরুট্রেণিং বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারা অশিক্ষিত গুরুমহাশয়দিগের অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠতালাভ করিতেছেন। উভয়ের এরূপ বৈলক্ষণ্য হওয়া ন্যায়সিদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য, তাঁহারা নর্ম্মালবিদ্যালয়ের ছাত্রের তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিকগুণশালী ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। যাদৃশ কারণে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় গুরুমহাশয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে, গুরুট্রেণিং ও নর্ম্মালবিদ্যালয়ের ছাত্রের বিশেষেও তাদৃশ কারণের সদ্ভাব আছে। নর্ম্মালের ছাত্রেরা গুরুট্রেণিংএর ছাত্রদিগের অপেক্ষা অধিককাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অল্পকাল অধ্যয়নকারী অপেক্ষা দীর্ঘকাল অধ্যয়নকারী সমধিক ব্যুৎপন্ন হইবেন, সে বিষয়ে সংশয় কি? তবে যদি কেহ কোন গুরুট্রেণিং বিদ্যালয় ও কোন নর্ম্মালবিদ্যালয়কে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এরূপ প্রমাণ করিয়া দেন যে গুরুট্রেণিংএর ছাত্রেরা নর্ম্মালের ছাত্রদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে স্থলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, নর্ম্মালবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণ স্বকর্ত্তব্য সাধনে যথোচিত যত্নবান্ নহেন।

এক্ষণে নর্ম্মালছাত্রপক্ষপাতী পত্রপ্রেরকের লিখিত একটী বিষয়ের বিশেষ রূপে বিবেচনা করা আবশ্যক। তিনি তালপত্রাদিতে লিখনাদিরূপ পূর্ব্ব প্রণালীর যে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। উহার অবয়বে এরূপ মারাত্মক দোষ সমূহ অনুস্যূত রহিয়াছে যে তাহা প্রণালীর উন্মূলন ব্যতিরেকে সংশোধিত হইবার নহে। এদেশের লোকেরা ভাল বাসেন বলিয়া যাঁহারা এ প্রণালীর প্রতি পক্ষপাত করেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের স্বভাব এই, যে বিষয় এক বার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল চলিয়া আইসে, ইহাঁরা তাহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, তাহার কি গুণ দোষ আছে, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এক বারও তাহা দর্শন করেন না। কিন্তু যাঁহাদিগের বিবেচনার উপরে এদেশের শুভাশুভ নির্ভর করে, তাঁহাদিগের গড্ডালিকা প্রবাহ অবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। এদেশের যাবতীয় ভাবী উন্নতি শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষের একান্ত পরায়ত্ত, এ কথা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে রাখা উচিত। যখন এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইতেছে, তখন কেবল এক গুরুমহাশয়দিগের পাঠনা প্রণালীর অপরিবর্ত্তন বিষয়ে এত আগ্রহ কেন? এদেশীয়েরা কি কখন বিলাতী মিউনিসিপাল টাক্স ও ইনকম টাক্স প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন?

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে দেশের সমধিক সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রথম, গুরুট্রেণিং বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিয়া উহাতে যে ব্যয় হইতেছে, সেই টাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে দেওয়া হউক। তাহা হইলে তাহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এক্ষণকার অপেক্ষা পড়া শুনার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। নর্ম্মাল ছাত্রদিগের অধ্যয়নকালেরও সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে নানা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুন্দর শিক্ষালাভ হইবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে অর্দ্ধ সাহায্য লইয়া ও গবর্ণমেণ্ট নিজে অর্দ্ধ সাহায্য দিয়া মডেল স্কুলের রীতি অনুসারে গ্রামে গ্রামে এক একটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করুন। আমরা মফস্বলবাসিদিগের মনের ভাব যতদূর অবগত আছি, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারি, গ্রামবসিরা যদি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় পান, কখন জঘন্য গুরু পাঠশালার নিমিত্ত অনুরাগ বা অনুতাপ করিবেন না। ভাল পাইলে কে মন্দ চায়? গুরুপাঠশালা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় নয় যে লোকে ইহার বিপ্রতিবাদী হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইবে, আমরা স্বীকার করি কিন্তু কাজ অধিক হইবে। এবারে নিম্ন বঙ্গে দশ লক্ষ টাকা অধিক দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে এ বিষয়ে কিছু দিলে এবং গুরুট্রেণিং সংক্রান্ত বিভাগের ইন্সপেক্টরের পদ উঠাইয়া দিলে অর্থের বড় অসঙ্গতি হইবে না।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সাহায্য প্রার্থনা।

আমরা কলিকাতা দুর্ভিক্ষ কমিটির এক সরকুলার দেখিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। তাঁহারা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িতের নিমিত্ত সাধারণের নিকটে সাহায্যার্থী হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা বিশিষ্ট ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। এদেশের ধনবানেরা দানশক্তিশূন্য নহেন। কিন্তু ইহাঁরা উত্তেজিত ও অনুরুদ্ধ না হইলে প্রায় সেই শক্তির পরিচয়দানে সমর্থ হন না। আমরাও কমিটী ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের প্রতিনিধি হইয়া স্বদেশীয় ধনবানদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এ সময়ে মুক্তহস্ত হইয়া ভারতবর্ষের চিরপরিচিত দাতৃনাম সমুজ্জ্বল করিয়া তুলেন। রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ জমীদারীতে এতদর্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া কমিটীর নিকটে প্রেরণ করেন। তাহাতেই কমিটী প্রোৎসাহিত হইয়াছেন। অতএব কমিটি এ বিষয়ে যদি কৃতকার্য্য হন, রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর ইহার মূল বলিয়া সমধিক পুণ্য ও যশোভাগী হইবেন সন্দেহ নাই। এস্থলে গবর্ণমেন্টের নিকটে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, দুর্ভিক্ষের আরম্ভ অবধি কলিকাতার বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক ও আজীমগঞ্জের বাবু ধনপতি সিংহ এ বিষয়ে অকাতরে সাহায্যদান করিতেছেন। কলিকাতা টাউনহালে ফেব্রুয়ারি মাসে যে সভা হয়, তাহাতেও রাজেন্দ্র মল্লিক পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। ধনপতি সিংহও স্বতঃ পরতঃ নানাপ্রকার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু ইহাঁদিগকে যে উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের অনুরূপ হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম, এবং কহিতেছি, অনেক রাজকর্ম্মচারীও রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। অতএব আমাদিগের অনুরোধ এই, এ দীন উপাধি রহিত করিয়া গবর্ণমেন্ট রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ও রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুরকে রাজাবাহাদুর উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। তাহা হইলেই আমাদিগের গবর্ণমেন্ট যেমন গুণের উৎসাহদাতা ও ইহাঁরা যেমন দাতা, তাহার অনুরূপ হয়।

উপসংহারকালে আমাদিগের দেশীয় তিনটি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে কিছু বলা আবশ্যক হইল। যদর্থ এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, মুরশিদাবাদেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। অতএব রাণী স্বর্ণময়ী ও বাবু লক্ষ্মীপৎ সিংহের এ বিষয়ে বিশেষরূপে হস্তাবলম্বদান করিয়া ঐ নগরের মুখ সমধিক সমুজ্জ্বল করিয়া তুলা উচিত। তাঁহারা অগ্রসর হইলে অনেকেই তাঁহাদিগের অনুসরণ করিবেন সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক এ সময়ে কোথায় গেলেন? তাঁহার নাম যে ক্রমে নিবিয়া গেল। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" মৃত্যু কর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। মৃত্যুকালে কেবল এক ধর্ম্মই সহচর হইবে, বড় বাড়ী বড় জুড়ি প্রভৃতি সমুদায়ই পড়িয়া থাকিবে, এ কথাটি শ্যাম বাবুর সদৃশ ব্যক্তিরা যেন মধ্যে মধ্যে স্মরণ করেন।

উল্লিখিত কমিটীর ধন রক্ষক কমিটীর আজ্ঞানুসারে যে সরকুলার প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই:—

"মহাশয়!

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও অনাথাশ্রয় ভাণ্ডার কার্য্যসম্পাদক কমিটী ইহার সহযুক্ত ১২ ই ফেব্রুয়ারির টাউনহালের প্রকাশ্য সভার মুদ্রিত কার্য্য বিবরণের একখণ্ড আপনার নিকটে উপস্থিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল ঐ সময়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের নিমিত্ত সাধারণের দয়া ও সমদুঃখসুখতার উপরে নির্ভর করিয়া তিনি এই আশা করিয়াছেন যে রাজগণ, সরদারগণ ও জমীদার ও বাণিজ্যকারিগণ স্বদেশীয়দিগের এই দুঃসময়ে সাহায্যদানার্থ অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহার বিশ্বাস এই, ভারতবর্ষীয়দিগের দাতা বলিয়া যে চিরসুখ্যাতি আছে, যে সকল ব্যক্তি অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের নিমিত্ত একান্ত কষ্ট পাইতেছে, মুক্তহস্তে তাহাদিগকে দান করিয়া সেই খ্যাতি রক্ষা করিবেন।

এই বিষয় আপনার গোচর করিয়া কমিটি এই আশা করিতেছেন, আপনি যত পারেন, টাকা সংগ্রহ করিয়া কমিটির সাহায্য করিবেন এবং কমিটি এই অবসরে আপনাকে এই অনুরোধ করিতেছেন, রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর কমিটির অধ্যক্ষকে যে পত্র লিখিয়াছেন ও অধ্যক্ষ তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

কমিটী নিশ্চয় বোধ করিতেছেন, আপনি উদারভাবে এই প্রার্থনার পরিপূরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না, এবং আপনি সাধ্যানুসারে যা কিছু সাহায্য করিবেন, তাঁহারা আহ্লাদ সহকারে তাহা গ্রহণ করিবেন।"

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ইহার কঠিন কঠিন পদ ও বাক্যগুলির টীকা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

২। বাদিবিবাদভঞ্জন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকু-

রের অনুমতি অনুসারে ইহার সংকলন করিয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্রে ব্যবহার দর্শনের (মকদ্দমা করিবার) যে বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে মূল সংস্কৃত বচন ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এই অনুবাদ করিয়াছেন।

৩। কাশীখণ্ডের বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ করিয়াছেন।

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। কতিপয় দিবস অতীত হইল, অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে এখানকার অনেক বিজ্ঞ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। সভা আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মহাশয় সমাজের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তৎপরে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কয়েকটী হিতকর বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত করা হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এখানকার ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও পাগলা ফাটকের নেটিব ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয় দ্বয় উপাসনা সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের (উপাচার্য্যের) ভার প্রাপ্ত হয়েন, আর ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার সেন সহোদয় দ্বয় সম্পাদকের পদে ও ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ বন্ধু মৌলিক মহাশয় সহকারী সম্পাদকের পদে মনোনীত হয়েন। অনন্তর কয়েকটী সারকথাপূর্ণ সদুপদেশ প্রদান করা হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

২। গত ৮ ই চৈত্র বুধবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে প্রেম বিষয়ে একটী তৃতীয় বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা স্থলে স্ত্রী পুরুষ প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটী সকলেরই অত্যন্ত মনোরঞ্জক হইয়াছে।

৩। আমরা গতবারে ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলাম, অত্রত্য জেলখানায় কয়েক জন কয়েদী একবাক্য হইয়া এক জন বরকন্দাজকে খুন করিয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের বিদ্রোহিতায় বরকন্দাজ বধ হয় নাই। এক জন কয়েদীই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৪। ঢাকা কালেজের ছাত্রগণ বাইবলের কঠিন কঠিন স্থানগুলি বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করাতে তথাকার হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত লিবিংষ্টোন সাহেব উহাতে সম্মত হয়েন, এবং বলেন যে আমি যাহা বলিব তাহাতে কেহ তর্ক উপস্থিত করিতে পারিবে না। তদনুসারে তিনি প্রতিদিন চারিটার পর চর্চ্চে যাইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বাইবল বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

৫। এখানে চুরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কয়েক দিন হইল, বাবুর বাজারের অন্তর্গত পুরাতন হাঁসপাতালের গলির এক জন ধনাঢ্য মুসলমানের গৃহ হইতে পাঁচশত সাড়ে ছাপান্ন টাকা অপহৃত হইয়াছে।

৬। বাঙ্গলা স্কুলের যে সকল ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকাকালেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই দরিদ্র সন্তান। তাহাদের প্রায় অনেকেই প্রাপ্ত বৃত্তি দ্বারা বাসা খরচ প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকে। কিন্তু ছাত্রগণ প্রায় প্রত্যেক মাসের বৃত্তিই অসময়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন সময় বা ৩। ৪ মাস পরেও পায়। তাহাতে তাহাদিগকে সময়ে সময়ে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নিয়মিত সময়ে ঐ বৃত্তি দিবার কি ব্যবস্থা করা যায় না?

৭। অত্রত্য একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সরকারী কাজে আলস্য ও অনেক টাকা বৃথা ব্যয় করা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

৮। সে দিন অগ্নি লাগিয়া ইসলামপুরের অনেক গৃহ ও দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। আমাদের কমিসনর ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পুলিস ইনস্পেক্টর ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আর অন্যান্য কতিপয় ইংরাজ আর্ম্মাণি ও দেশীয় ভদ্র লোক অগ্নি নিবারণার্থে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন।

৯। একণে নিত্যাদি দুর্ম্মূল্য হইবার কারণ দেখা যাইতেছে। জমীদার ও তালুকদারেরা প্রজাদিগের প্রতি ভূমির অতিরিক্ত কর বৃদ্ধি করাতে তাহারা অধিক মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতেছে।

১০। গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে অনেক বিষয়ে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন। এক বিষয়ে তাঁহার অনুৎসাহ দৃষ্ট হওয়াতে দুঃখিত হইতেছি। নিয়ম আছে বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র সমষ্টির তিন ভাগের এক ভাগ নম্বর প্রাপ্ত হইবে, তাহারাই বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু এ বিভাগের অনেক ছাত্র উক্তরূপ নম্বর প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকে অর্দ্ধেকের উপরও নম্বর পাইতেছে। কিন্তু নিয়মিত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ভিন্ন আর কেহই সার্টিফিকট প্রাপ্ত হয় না। অতএব অবশিষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে এক একখান সর্টিফিকট প্রদানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইলে তদ্দ্বারা অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

—••—

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ওভরশিয়ার ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র উভয়ের বিবাদ উত্থিত হইয়া অত্রত্য কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচারে আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। সেই অভিযোগের বিচারকালে সব ওভরশিয়ার শ্রীযুক্ত মণীরাম মুন্সী (ইনি এক জন সত্যপ্রিয় হিন্দুস্থানী) যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করাতে সাহেব মহোদয় তদবধি তাঁহার উপর বক্র দৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নানাবিধ দোষের উল্লেখ করিয়া একখানি রিপোর্ট একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়া মণিরাম বাবুকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন।

২। এখানে একটী মাত্র রাজপথ। তাহার সংস্কারার্থ ইষ্টক প্রভৃতি প্রায় ৪ বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কার্য্যারম্ভ হইল না। আর কিছু দিন গেলে সেই সকল দ্রব্যের অস্তিত্বের যে চিহ্ন মাত্র থাকিবে এরূপ বোধ হয় না। এখনই তাহার বহুলাংশ ভূগর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে। এই পথ তমোলুক হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যদ্যপি ইহা সংস্কৃত থাকিত তবে কি গত বর্ষে দুর্ভিক্ষকালে গবর্ণমেণ্টকে স্থলপথে তণ্ডুল রপ্তানির অসুবিধা দেখিয়া জলপথের মহান্ অনিষ্ট সহ্য করিতে হয়? ও হতভাগ্য উড়িষ্যাবাসী প্রজাগণকে দারুণ অন্নাভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়? আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কবে এই সকল বিষয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎসংশোধনে যত্নবান হইবেন বলা যায় না।

৩। ১৭ ই মার্চ্চ পরগণা কাশীযোড়ার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ গ্রামে লোকের বাসা. আয়ক বৈকুণ্ঠপাটিকে অগ্নি লাগিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

বহরাজাবের দীঘীর নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহের লোকেরা উক্ত পুষ্করিণী না বন্ধ হয় এ জন্য গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এস্থানে তাঁহারা প্রত্যহ বায়ু সেবন করেন ঐ প জল প্রায় ২৫০০ লোক পান করেন। পুষ্করিণী বন্ধ করিলে অতিশয় অনিষ্ট হইবে। আমরা আবেদন কারিদিগের প্রার্থনায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। ভক্তিসগণ পুষ্করিণীটী আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যে পয়নালা দিয়া বিশুদ্ধ জল আনয়ন করিবেন। এক স্থল জল লইবার জন্য অনাচ্ছাদিত থাকিবে। আপাততঃ পুষ্করিণীর পাড়ে কেবল ভ্রমণ করা যায়, কিন্তু আচ্ছাদিত হইলে ভ্রমণের স্থান আরও অধিক হইবে। কিছু দিন কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু যখন সাধারণ উপকার লইয়া কথা তখন নূতন স্থান ক্রয় করিবার জন্য ৩। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায় না, এবং টাকা হইলেও পয়ঃপ্রণালীর বিলম্ব পড়ে।

মাসি সাহেবের লাইসেন্স করের প্রতিবাদ করিবার জন্য টৌনহালে এক সভা হইতেছে। আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ উভয়ে বহুসংখ্যক হইয়া সভায় গমন করিবেন।

ইংলিসমানের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, গত শনিবার এক ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সভায় গিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন সর সিসিল বীডনকে একখানি অভিনন্দন দিবার জন্য। তিনি চেষ্টা পাইতেছেন। অতএব সভার এ বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। তাঁহাকে বলা হইয়াছে সভা তাহা করিতে পারেন না।

প্যারিস প্রেমারা খেলায় অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হন। সম্প্রতি সাবিলবো নামক এক জন যুবক তুরঙ্গ এক রাত্রিতে ৩,২০,০০০ টাকা হারিয়াছেন। এক জন ফরাসী আমীর এক রাত্রিতে ৬০,০০০ টাকা হারিয়া আপনার পুস্তকালয়, তৈজসাদি বিক্রয় করিতে বাধিত হইয়াছেন। তথাপি দ্যূত ক্রীড়ার কি আকর্ষণ, যাহারা ইহা জানে তাহারা লোভ ত্যাগ করিতে পারে না।

বঙ্গদেশের জেল ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর মৌএট প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক জন চিকিৎসক করেকটী কেউটিয়া সর্প দ্বারা কয়েকটী কুকুর ও মুরগীকে দংশন করান। প্রথমে কামড়াইবা মাত্র জন্তুগুলি দ্রুত প্রাণত্যাগ করে। বারম্বার দংশন করিলে সর্পের বিষ যায়। সর্পগণ পরস্পরকে দংশন করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। পরীক্ষক বিবিধ ঔষধ, নীল ও ইসের মূল ব্যবহার করেন, কিন্তু কিছুতেই বিষের সাংঘাতিক বল নিবারিত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বলেন, রক্তের সহিত বিষ না মিশ্রিত হইলে মৃত্যু হয় না। যে সকল স্থানে ইহা হয় না, তথায় ঔষধ দেওয়া হয়, সে আরোগ্য, ঔষধের গুণের পরীক্ষা নহে। সর্প দংশনের প্রকৃত ঔষধ নাই।

হিন্দু পেট্রিয়ট জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন ই, বি, কাউএল সাহেব কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কাউএল সাহেবের এ দেশত্যাগ আমরা সাধারণ দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিতাম।

সর উইলিয়ম মুইয়ের উপযুক্ততা লইয়া ইংলিসমান ও পিয়নিয়রের মধ্যে বিবাদ হইতেছে। পিয়নিয়র সর উইলিয়ম মুইয়ের কোন দোষ দেখেন না, ইংলিসমান বলেন, রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য থাকিবার সময়ে মুইর সাহেব যাবতীয় কার্য্যভার এক জন সহকারীর উপরে দিতেন। কাজ সহকারী করিতেন নাম তাঁহার নিজের হইত। বিদ্রোহের সময়ে যখন আগরার অন্য অন্য লোক কোন দ্রব্য দুর্গ মধ্যে আনিতে পারেন নাই, মুইর সাহেব আপনার প্রায় সমুদায় দ্রব্য আনিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগের সংবাদ রাখা তাঁহার কাজ ছিল, কিন্তু তিনি তাহা এত মন্দরূপে করেন যে বিগ্রেডিয়ার গ্রেটহেড হঠাৎ আক্রান্ত হন। রেবিনিউ কার্য্যে সর উইলিয়ম মুইরের গুণ অস্বীকার করা অন্যায়। বিদ্রোহ উপলক্ষে তাঁহার কাজ সকল প্রশংসনীয় নহে, তাঁহার নিজের রিপোর্ট হইতে প্রকাশিত হইবে।

বেথুন সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে সভ্যদিগের অনুরোধে বাবু কুমার স্বামী মুদলিয়র আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্তের বিষয়ে এক উপদেশ দেন। আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বাবু লালবিহারী দে তাঁহাকে অন্যায় বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি কুমার স্বামী বলিয়াছেন যদি বেথুন সোসাইটি কলিকাতার সমাজের আদর্শ হন তাহা হইলে বঙ্গদেশীয় উন্নতি কেবল সংবাদপত্র মাত্রে আছে। এক জনের দোষে সভার এই অপবাদ হইতেছে। রসিকতা ও বিদ্রূপের অনেক প্রভেদ আছে। রসিকতায় আনন্দ হয়, বিদ্রূপে মনে কষ্ট প্রদান করে। কেবল লোককে হাসাইতে পারিলে যদি রসিকতা হইত তাহা হইলে যাবতীয় মাতাল ও গুলিখোর রসিক হইত। স্থান ও ব্যক্তি বিশেষে বিদ্রূপও ভাল লাগে, কিন্তু যাঁহারা বিদ্রূপ জ্ঞানের প্রধান পরিচয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা সাধারণের নিকটে বর্জিত শূন্য কাঁক বলিয়া পরিগণিত হইলে যেন আক্ষেপ না করেন।

১৩ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে উৎকলে ৪০,০০০ মণ চাউল নানাস্থান হইতে রপ্তানি হইয়াছে। যাজপুরে রাজস্ব ত্যাগ করাতে কৃষকদিগের এরূপ স্বচ্ছন্দতা হইয়াছে যে টাকায় ॥৪ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। যে সকল স্থানে জলপ্লাবন হয় সেইখানেই কষ্ট রহিয়াছে।

পঞ্জাবের জমীদার প্রতাপ সিংহ ডেপুটী কমিসনর লিউসের নামে বলপূর্ব্বক চাঁদা আদায়ের যে নালীশ করিয়াছিলেন, প্রধানতম বিচারালয় আপীলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

জব্বলপুর কমার্শিয়াল আডবর্টাইজার বলেন, বোম্বাই রেলওয়ের নানা আড্ডায় বিস্তর তুলা জমা হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি কুলগ্রামে ৫০০ বস্তা তুলা দগ্ধ হইয়াছে। কোন দুশ্চেষ্টিত ব্যক্তি দ্বারা এ কাজ হইয়াছে সন্দেহ হওয়াতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোম্বাই রেলওয়েতে যত ক্ষতি হয় এমত আর কুত্রাপি হয় না।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, সম্প্রতি ভদ্রবংশ্য এক ব্যক্তি বিচার সংক্রান্ত কমিসনরকে ৬০০০ টাকা উৎকোচ দিতে চাহিয়া প্রার্থনা করে, কমিসনর তাহার একটী মকদ্দমায় তদীয় অনুকূল নিষ্পত্তি করেন। এ ব্যক্তিকে ফৌজদারিতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি এক জন সরকার ১,৫০০ টাকা লইয়া ২৩ গণিত গোলন্দাজদলের সহিসদিগের বেতন বণ্টন করিতে যাইতেছিলেন এমত সময়ে কয়েক জন ইউরোপীয় ঐ টাকা লুঠ করিয়াছে। ইহা সৈনিকদিগের কাজ।

কৃষ্ণা নদীর নিকটে কয়েকটি কয়লার খনি প্রকাশিত হইয়াছে। এ সকল স্থানে রেলওয়ে হইলে ভারতবর্ষের কয়লা রপ্তানী হইতে পারিবে।

সংবাদ আসিয়াছে। আমীর সিয়ার আলী খাঁ সৈন্য সংগ্রহার্থ বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা অদ্যাপিও ত্যাগ করেন নাই, এবং হিরাটের লোকেরা তাঁহার পক্ষে আছে। আবদুল রহমন খাঁ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। কাবুলে আফজুল খাঁ এত অত্যাচার করিতেছেন, যে লোকে নগর ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন সেইক্ষণে রুশীয় সেনাপতি শ্রবণ করেন, যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বোখারার বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না,

তৎক্ষণাৎ তিনি রাজাকে যাবতীয় ক্ষমতা ও সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে এক জন প্রধান রুশীয় কর্ম্মচারির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। রুশীয়া বোখারার দিকে আপাততঃ অগ্রসর হইতেছেন না, কিন্তু সমরের পূর্ব্বযুদ্ধ দর্শনার্থ এক দল সৈন্য সীমায় থাকিবে। বিরাট না লইলে গবর্ণমেণ্ট গা নাড়িতেছেন না।

উক্ত পত্র বলেন, কসায়ার সর্দ্দারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের কি সম্বন্ধ থাকিবে তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। সাইজের সর্দ্দারের রাজা উপাধি রহিত করিয়া তাঁহাকে "সিম" উপাধি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে সর্দ্দারগণ যথাবিধি কাজ করিবেন কি না?

উক্ত পত্র ভুটান হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, টঙসুপেনলো পুনাখা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। পাঁচ ছয় জন সর্দ্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। দেবরাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য না পাইয়া তিব্বতের সাহায্য চাহিয়াছেন।

ডিরেক্টরের অনুরোধানুসারে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের কয়েকটী সিনিয়র ছাত্র বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রতি মাসে আর ৫৭৪ টাকা এ জন্য দেওয়া হইবে।

হিন্দু স্কুলের অনেকগুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াতে প্রধান শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর অন্যতর শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল ছাত্রদিগের জন্য অল্প পরিশ্রম করেন নাই।

আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট বাবু প্যারীচরণ সরকারকে পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। এটী যোগ্যতা ও সাধুতার যথার্থ পুরস্কার হইয়াছে।

ওয়াটগঞ্জে তিন জন ইউরোপীয় নাবিক এক জন এতদ্দেশীয় বণিকের বাটীতে চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছে। আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট ইহাদিগের বিচার করিবেন।

১৩ ই চৈত্র বুধবার।

রুষিয়া অবধি টিহারণ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ হইয়াছে। শীঘ্র বুসারার পর্য্যন্ত হইবে। আমাদিগের টেলিগ্রাফের তার সর্ব্বদা ছিন্ন হয়, রুশীয় তার অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে রক্ষিত হওয়াতে ঐ টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণে তাদৃশ নাহাজানির আশঙ্কা নাই।

স্ক্যাণ্ডেন খোজেন্দ প্রভৃতি স্থানে গীরজা করিবার জন্য রুশীয় সম্রাট আপন রাজ্যের যাবতীয় স্থানে চাঁদা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়াস্থিত প্রজাদিগকে খৃষ্টীয়ান করিবার যথোচিত চেষ্টা পাইতেছেন। মুসলমান ও রুশীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ এই রুশীয় প্রণালী স্থায়ী ও ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপরে নির্ভর করে না। অত্যাচার প্রায় সমান। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা স্বদেশীয়দিগকে দর্শন করিতে বলিতেছি।

সোমবার রাত্রিতে বড়বাজারে এক জন ধনী বণিকের ষোড়শবর্ষীয় পুত্র বিষ পান করে। মেডিকেল কালেজের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইলে ডাক্তর ইওয়ার্ট মাকেঞ্জি ও যাবতীয় চিকিৎসক তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। হতভাগ্য শিশু এত কাটবিষ খাইয়াছিল যে তাহাতে ২০ জনের মৃত্যু হয়। মৃত দেহ বরণারের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রায় এ সকল ঘটনা হইয়া থাকে। অতএব পুলিষ যেন ইহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করেন। আর বাজারে বিষ বিক্রয়ের বিষয়ে আইন কবে হইবে?

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ভারতবর্ষীয় সভা মার্কবীল সাহেবের প্রস্তাবিত পল্লীগ্রামের চৌকীদারি প্রণালীর বিষয়ে যে পত্র গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন তাহার একখণ্ড প্রকাশ পাইয়াছি। অবসর ক্রমে আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

মিস কার্পেণ্টর বোম্বাইবাসীদিগের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরদান উপলক্ষে বলিয়াছেন যদিও অনেক খৃষ্টীয়ানের সহিত তাঁহার মতভেদ আছে তথাপি তিনি খৃষ্টীয়ান। মিসনরিগণ এদেশে অনেক কাজ করিতেছেন। ইংলণ্ডীয় লোকেরা ভারতবর্ষের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরিশেষে বলা হইয়াছে "কলিকাতা ভারতবর্ষের আদর্শ নহে, ইহা বঙ্গদেশেরও আদর্শ নয়। দশ বৎসর—দশ বৎসর কেন?—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখানে ক্রমে উন্নতি হইতেছে, এই উন্নতি বোম্বাইয়েও দৃষ্ট হইতেছে। মিস কার্পেণ্টর এদেশের সাধারণ মতের আকর চিনিতে পারেন নাই। যেমত পারিস ফ্রান্সের মুখপাত্র, কলিকাতা তাদৃশ ভারতবর্ষের মত প্রকাশ করে। এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সাধারণ মত প্রবল হয় এটী প্রার্থনীয়। যখন যেমত ইংলণ্ডে নহে, কলিকাতাও তাদৃশ হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের মফস্বলের ন্যায় এখানে উন্নতি না হইলে এ অবস্থা দর্শন করা যাইবে না।

আগামী সেপ্টেম্বর মাস অবধি আমেরিকার মহাসভা তুলার কর উঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের তুলার কম লাভ হইবে। তুলার এত চাষ কি বন্ধ হইবে? না বণিকগণ এখনও বুদ্ধিমান হইয়া বস্ত্রের কল করিবেন? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের খামাধরা, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মাঞ্চেষ্টরকে ভয় করেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এদেশে বস্ত্রের কল করিয়া উৎসাহ দিতে পারেন না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আফজুল খাঁ ফইজ মহম্মদ খাঁর সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ফইজ মহম্মদ সম্প্রতি কাবুল হইতে ১৮ ক্রোশ দূর চারিয়ার গ্রামে আফজুল খাঁর সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি ক্রমে কাবুলের দিকে আসিতেছেন। সিয়ার আলী খাঁ ফইজ মহম্মদের সহিত একত্রিত হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। ফইজ মহম্মদের মাতাকে আফজুল খাঁ তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করেন, তাঁহাকে বাকের চিরস্থায়ী শাসনকর্ত্তা করা হইবে। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখনও সিয়ার আলী খাঁর সিংহাসন লাভের সম্ভাবনা আছে।

মফস্বলাইট বলেন, দিল্লী অবধি গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। সম্প্রতি এক খানি কল ঐ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অনতিবিলম্বে মিরাট ও মুজফ্ফর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে।

আমরা অবগত হইলাম, সর সিসিল বীডন বারাসত ও যশোহরে শাখা রেলওয়ে শীঘ্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই শাখাটী হইলে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান ও উর্ব্বর চারিটী জেলার বাণিজ্য পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির একচেটিয়া হইবে। দারজিলিঙের শাখা এক্ষণে ফেলিয়া রাখিয়া এই শাখা করিলে কাজ হইত।

আমরা অবগত হইয়া বলিতেছি লার্ড নেপিয়র শীঘ্র ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন, এ সংবাদ মিথ্যা। সর জন লরেন্স সম্পূর্ণ পাঁচ বৎসর এদেশে থাকিবেন।

১৫ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

১৮৬৬ অব্দে আসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮০ জন সভ্য ছিলেন, গত বৎসর ৩৭৩ এবং বর্ত্তমান বর্ষে ৩৯১ জন হইয়াছেন। সভার গত অধিবেশন দিবসে আরও কয়েক জনকে মনোনীত করা হইয়াছে। গত বৎসর সভার ১৪,৯১৯ টাকা আয় ও ৬,২৭২ টাকা ব্যয় হয়। অপর

হইখানি উত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। আবদুল হামিদ কৃত শাজিহানের ইতিহাস, দ্বিতীয় আইন আকবরি। উভয় গ্রন্থই উত্তম এবং ব্লকমান সাহেব মুদ্রাঙ্কনের ভার লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ৫০০০ টাকা সাহায্য দিতেছেন। উভয় পুস্তক বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে অনুবাদ করা কর্ত্তব্য। ব্যবহারাজীবদিগের পক্ষে আকবরের আইন সংগ্রহ বিশেষ উপকারী হইবে।

উৎকলের বিচারপ্রণালীর উৎকর্ষের জন্য কয়েকটী উপবিভাগ করা হইয়াছে। ঢাকায় এই প্রকার হইতেছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক সেক্রেটারি মেজর জেনরল মার্শাল দীর্ঘকাল উত্তমরূপে সাধারণ কার্য্য করাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পেন্সন দেওয়া হইয়াছে।

গঞ্জাম প্রভৃতি স্থান হইতে এত চাউল আমদানী হইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের চাউল অপেক্ষা বাজার সস্তা দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্ম প্রায় সকলেই পাইতেছে। কমিসনর মলোনি প্রস্তাব করিয়াছেন, ১৫ দিন অন্তর প্রত্যেক দরিদ্রকে চাউল দেওয়া উচিত। এ জন্য টিকিট দেওয়া হইবে। যাহারা কখন আশ্রয় লইতে আইসে নাই অথচ আশ্রয়ের উপযুক্ত তাহারা গ্রামের মণ্ডলের সার্টিফিকেট আনিলে সাহায্য পাইবে। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সুতা কাটা তুলা বাছা ও নারিকেলের দড়ি পাকাইতে দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যাঁহারা জাত্যভিমান করিয়া কাজ করিবেন না তাঁহারা সাহায্য পাইবেন না। কমিশনর বলেন, অবস্থা অনেক ভাল হইতেছে। কিন্তু আমরা এরূপ সংবাদ পাইতেছি না। অন্নসত্রে প্রত্যহ অধিক সংখ্যক লোক আসিতেছে। বসন্ত স্থানে স্থানে হইতেছে।

সম্প্রতি বিচারপতি কেম্প ও মার্কবির নিকটে ছোট নাগপুরের বিচার সংক্রান্ত কমিসনরের এক আজ্ঞার আপীল হয়। এক ব্যক্তির পুত্রের পীড়া হওয়াতে এক জন গণক তাহাকে বলে, মিথিলা নামক ওঝা পীড়ার কারণ। ইহাতে সে মিথিলাকে বলিল তুমি যদি আমার সন্তানের প্রতি কু দৃষ্টি ত্যাগ না কর তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব। সন্তানটির মৃত্যু হওয়াতে ঐ ব্যক্তি মিথিলাকে বধ করে। বিচার সংক্রান্ত কমিসনর এ ব্যক্তির ফাঁশীর আজ্ঞা দেন, কিন্তু বিচারপতি কেম্প ও মার্কবি বলিয়াছেন, যখন অজ্ঞতা ও উপধর্ম্ম হত্যার কারণ তখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস উপযুক্ত দণ্ড হইবে। জানিয়া শুনিয়া হত্যার সহিত এ হত্যার অনেক প্রভেদ আছে। চারি বৎসর হইল ইহল

লোকে এক ব্যক্তি এইরূপ সংস্কার নিবন্ধন হত হয়। এই সংস্কার শীঘ্র পৃথিবীকে ত্যাগ করিতেছে না।

১৬ ই চৈত্র শুক্রবার।

আমরা বিস্মিত হইলাম, কোচিনের রাজা নিয়ম করিয়াছেন আদালতে নীচজাতীয়েরা উচ্চজাতীয়দিগের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া নালীশ করিতে পারিবে না। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর এতদ্দেশীয় রাজ্য সমূহের আদর্শ। অতএব এ নিয়ম শীঘ্র রহিত হয় ইহা প্রার্থনীয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাম্বৎসরিক রিপোর্টে বলেন, বালিকাদিগকে বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করাইবার জন্য বিক্রয় ও চুরি করা বিরল উদাহরণ নহে। আগরা বিভাগে ইহা সর্ব্বদা হয়, কিন্তু ভরতপুর ও ঢোলপুরের পুলিস ইহার নিবারণার্থ সাহায্য করেন না। গোয়ালিয়র ভরতপুর ও ঢোলপুরে এ প্রথা অতিশয় প্রচলিত আছে। কশ্মীরের ত কথাই নাই। আমরা উত্তমরূপে অবগত হইয়া বলিতেছি, কাশ্মীরে অর্থ ব্যয় করিলে যে সে পরিবারের স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। সত্য কথা বলিতে কি? লক্ষ্ণৌএ অস্বাভাবিক রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য প্রকাশ্যরূপে বালকদিগকে বেশ্যাবৎ রাখা হয়। তাহাদিগের পিতামাতারা এই পাপের সহায়তা করে। গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু এ অনুসন্ধান হওয়া কঠিন। সকলেই জানেন পূর্ব্ববাঙ্গলায় ক্রীতদাসী রাখিবার প্রণালী আছে, কিন্তু পুলিস কিছুই করিতে পারেন না।

গবর্ণর জেনরল গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দিয়া কর্ণেল ফেয়ারের প্রশংসা করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ারের দ্বারা ব্রিটিশ ব্রহ্মের লোক সংখ্যা ও রাজস্ব দ্বিগুণ হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষা ও বাণিজ্য কর্ণেল ফেয়ারের নিকটে ঋণী আছে, তবে কর্ণেল ফেয়ারের শাসনের এক দোষ এই ছিল, তিনি ডেলহাউসির প্রণালীর সহায়তা করিয়া ব্রহ্মের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবার পরামর্শ সর্ব্বদা দিয়াছেন।

উৎকলে চাউল লইয়া যাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১,১০,০০০ টাকা দিয়া দুইখানি বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন।

হায়দরাবাদের নিজামকে সাজী দেওয়া অনেকের স্বভাব আছে। নিজাম তাঁর চিহ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করেন এ কথা আমরা অনেকবার শ্রবণ করি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি সর্ জর্জ ইউল ও নবাব সালারজঙ্গকে মহাসমারোহ করিয়া এই চিহ্ন গবর্ণর জেনরলের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে তিনি নিজে ষ্টার ধারণ করিয়াছিলেন। সালারজঙ্গের সহিত নিজামের মনোমালিন্য আর নাই।

কমিসনর মলোনী বলেন, উৎকলের জমীদারগণ বীজধান ধার লইতে চাহেন না। জমীদারদিগের এটি অতিশয় অন্যায়। এই জন্য আমরা বারবার প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে বলিতেছি। জমীদারগণ বুঝিবেন না যে, কৃষির উন্নতি সাধন তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১৭ চৈত্র শনিবার।

কলিকাতায় পুলিসের ডেপুটী কমিসনর মেজর রিবলি পুলিস প্রহরী, কনষ্টেবল ও ইনস্পেক্টরদিগের সন্তানগণের শিক্ষার্থ একটি পুলিস বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি নিজের ব্যয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পুস্তক প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছেন। রাজধানী ও উপনগরের পুলিস কর্ম্মচারিদিগের পুত্রগণ সহজে বিদ্যালাভ করে মেজর রিবলির এই ইচ্ছা। মেজর রিবলির একার্য্য অতি প্রশংসনীয়। তিনি কর্ণাটবুলি পুলিসের যখন ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল ছিলেন তখন ২৪ পরগণায় এই প্রকার একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ইহাতে কাজও হইতেছিল। কিন্তু অনুপযুক্ত ষ্টাক সাহেব এটী উঠাইয়া দেন।

কৃষ্ণকুমার বাবু গদাধর বন্দোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষে দরিদ্রদিগের বিশেষ সহায়তা করাতে তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি কর্ণেল ডালটন গবর্ণমেণ্টের নিকটে মানভূমের এক জমীদারের এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। জমীদার বলেন যে সকল ভূম্যধিকারী আপন আপন জমীদারির কৃষিকার্য্যের উন্নতিহেতু খাল প্রভৃতি করিবার জন্য টাকা কর্জ্জ চাহিবেন গবর্ণমেণ্টের অল্পসুদে তাহা দেওয়া উচিত। দশবৎসরের মধ্যে ইহা আদায় হইবে। আকবরের ভূমিসংক্রান্ত রাজনীতি এই প্রকার ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুকরণ করিলে উত্তম কাজ করিবেন। কিন্তু কথা হইতেছে কয়জন জমীদার খাল খনন করিবেন?

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ—দক্ষিণ আয়ারলণ্ডে ফেনিয়ানদিগের গোলযোগ ক্রমশঃ ভয়ানক হইতেছে। অনেক পুলিস থানা আক্রান্ত হইয়াছে রেল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ—হিন্দুস্থান, চীন ও জাপান ব্যাঙ্কের পরিশোধক বিজ্ঞাপন দিয়া

ছেন মাসে মহাজনদিগকে শতকরা ২৫ টাকা দেওয়া হইবে।

প্রশীয়ার ওয়ার্টিনবর্গের সহিত এক সন্ধি হইয়াছে। ইহাতে উভয় রাজ্য পরস্পর রক্ষা ও যুদ্ধার্থ সাহায্য করিবেন।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ — স্পেনে সামরিক আইন হত হইয়াছে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়া তুরস্কের বিষয়ে পরস্পর কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। কানাডার যাবতীয় প্রদেশ একত্রীভূত হইবে এ জন্য আমেরিকার মহাসভা ইউনাইটেড ষ্টেটসের বৈদেশীয় সম্বন্ধ বিবেচনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

মহাসভা দক্ষিণ বিভাগের পুনঃ বন্দোবস্তের বিল বিধিবদ্ধ করিয়া প্রদেশীয় সেনাপতিদিগকে বর্দ্ধিত ক্ষমতা দিয়াছেন। সভাপতি জনসন মিলেটারি বিল অনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

ইটালীর মহাসভার নূতন সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টের পোষকতা করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ—ফেনিয়ান দৌরাত্ম্য শেষ হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ কতক গৃহে প্রত্যাগমন কতক দেশ ত্যাগ করিতেছে।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ—মেক্সিকোতে একটী যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছে। সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দল গুয়িজাবা অধিকৃত করিতেছেন।

সেণ্ট পেট্রিক পর্ব্ব উপলক্ষে ডবলিনে গোলযোগ হইবে আশঙ্কা করা হইতেছে

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। আমি পল্লীগ্রামের অবস্থা দর্শনেচ্ছু হইয়া কয়েকটী গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ স্থানে পুরাতন জ্বর, প্লীহা এবং যকৃৎ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিরই বিশেষ প্রাবল্য ব্যক্ত হইল। আমি ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, অপরিষ্কৃততা ভিন্ন আর কিছুই [illegible] যদিও দয়ালু গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিম্নশ্রেণীস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পরওয়ানা জারী করিয়া থাকেন, তথাপি অভিলাষানুরূপ ফল লাভ হয় না। ইহার কারণ কি? জিজ্ঞাস্য হইলে উৎপাতী রোগের আতিশয্য বশতঃ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সৌহার্দ্দ রাখাই তাহার এক মাত্র উত্তর। পাবনা জেলার অন্তঃপাতী বাড়, কাশীনাথপুর, দোপাকোলা, কাবারি কোপা পাংশা প্রভৃতি স্থান, এবং নদীয়া জেলার অধীন গৌরী নদীর উত্তর তীরস্থ স্থানগুলি দিনে দুই প্রহরে দর্শন করিলে কাহার মনে না আতঙ্কের উদয় হয়! অতএব উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা, তাঁহারা কেবল থানার কর্ম্মচারীদিগের উপর হুকুম দান না করিয়া স্বয়ং মফস্বলে আগমনপূর্ব্বক অবস্থা দর্শন করিয়া তৎপরিষ্কারে মনোযোগী হউন। নতুবা বিচারাসনে বসিয়া “ অমুক স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট স্থানগুলির শীঘ্র হইবে” এপ্রকার রিপোর্ট শুনিয়া তুষ্ট হইয়া থাকিলে অধিকাংশ উৎকোচগ্রাহীর উদরপূরণ ও তজ্জন্য মফস্বলস্থ দুঃখী প্রজাপুঞ্জের সমূহ কষ্ট এবং বৃথা অর্থ ব্যয় ভিন্ন অন্য কোন ফল দর্শিবে না।

২। আহা! সার্কেল পণ্ডিতদিগের দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে পরিতাপের আর শেষ থাকে না, বেচারারা নিয়ত ২।৩ বিদ্যালয়ে গমনাগমন করিয়া মেটে আমীনের ন্যায় কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। অথচ বেতন পোনের টাকা মাত্র। তাঁহারা প্রথম পুরস্কারস্বরূপ অমৃত ফল অবলোকন পূর্ব্বক অতিরিক্ত লাভ প্রত্যাশায় আগ্রহাতিশয় সহকারে কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয়েন পরে তাহার অভ্যন্তর ভাগ পরিশূন্য দেখিয়া নিরাশা সাগরে নিমগ্ন হন, তখন চোরের কাঁদের ন্যায় সহিতেও পারেন না, বলিতেও পারেন না। ইহার মধ্যে যিনি বৎসরে একবার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভাগ্যবান্ পুরাতন কথায় প্রয়োজন নাই। নূতন একটী খেদের বিষয় এই সার্কেল পণ্ডিতদিগের মানসিক উন্নতি কামনায় নিমিত্ত তাঁহাদের পুরস্কারের টাকার মধ্য হইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অল্পমূল্যের একখানি সংবাদ পত্রিকা প্রদত্ত হইত, সম্প্রতি ভাগ্য দোষে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কোন্ সদ্বিবেকী শ্রীবৃদ্ধিকারী ব্যক্তি কি যুক্তিতে এ প্রকার দীর্ঘ কালাগত কথঞ্চিৎ শুভোৎপাদিকা লতার উপর নির্দ্দয় বজ্রাঘাত করিয়া সমূলে নির্মূল করিলেন আমরা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু কথা হইতেছে পত্রিকার মূল্য স্বরূপ যে টাকাগুলি থাকিয়া যাইবে তাহা পণ্ডিতগণের প্রাপ্য কি না? যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। যেহেতু উহা তাঁহাদের পুরস্কারের অন্যরূপ মাত্র। পরিশেষে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন আপনি এ হতভাগ্য পণ্ডিতদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে এতৎসম্বন্ধে দুই একটী দুঃখের কথা জানাইবেন।

৪ ঠা চৈত্র ১২৭৩ } নিতান্ত বশবদ দীনঃ-

সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

মহাশয়! ১৬ ই মাঘের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় শ্রীঃ শঃ স্বাক্ষরিত যে পত্রিকাখানি লিখিত আছে তাহাতে ফুলে বেলগড়ে প্রভৃতি ৫ খানি গ্রামে জলাশয় না থাকাতে তত্তাবন্তন পদবাসী ব্যক্তিদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে; এবং তত্রত্য সম্পদশালী মহাত্মারা কিছুমাত্র উপায় করিতেছেন না। ইহা পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম, কিন্তু আমাদের দুঃখই সার, আমরা ত তাঁহাদের সে দুঃখের প্রতিকার করিতে সক্ষম নহি। যাহাতে দেশের অভ্যুদয় সাধন হয়, গ্রামের সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধি হয়, লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, বালকগণের সুশিক্ষা হয়, এবং সাধারণের জল কষ্ট দূর হয়, তদ্রূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা ধনশালী মহাত্মাদিগের পরম গৌরবের বিষয়। এসকল সৎকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাদের অর্থের কি সার্থকতা হইবে? যে অর্থ পরোপকারে ব্যয়িত না হয় সে অর্থ থাকায় না থাকায় বিশেষ কি? যাঁহারা অর্থ সত্বে সর্ব্বোপকারার্থনস্পৃহাশূন্য, তাঁহারা সকলের নিকট কৃপণ বলিয়া ঘৃণিত হয়েন। ফুলে বেলগড়িয়া প্রভৃতি পল্লীবাসীদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যদ্যপি কোনরূপ অপমান বোধ না করিয়া মুরশিদাবাদের অন্তর্বর্ত্তি কাসিম বাজার নিবাসিনী, পরম পরহিতৈষিণী রাণী স্বর্ণময়ী সন্নিধানে তাঁহারা আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপক আবেদন পত্রিকা প্রেরণ করেন তাহা হইলে বোধ হয় অনায়াসে কৃতমনোরথ হইতে পারেন। রাণী যেরূপ পরদুঃখকাতরা তাহাতে যে তিনি তাঁহাদের জল কষ্ট সম্ভূত ক্লেশের বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্থির থাকিবেন এমত বিবেচনা হয় না, অবশ্যই তাহার প্রতিকারের বিধান করিবেন তাহার সংশয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ সম্পাদক মহাশয়! আপনার পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট মহোদয় পঞ্জাবের রণস্থল সকল চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তত্তৎপ্রদেশে এক একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিবেন, এরূপ মন্ত্রণা হইতেছে। এটী উত্তম কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, যে স্থানে মহাত্মা ক্লাইব সাহেব

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ২১ সংখ্যা।

"মনস্বনা প্রত্যনিষ্ঠিতাথ বাধ্যিনঃ সরস্বতী শুনিমন্থনী ন হীয়তা।"

বার্ষিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২৬ এ চৈত্র। ১৮৬৭। ৮ ই এপ্রেল { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫০

বিজ্ঞাপন।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে নানা প্রকার বাঙ্গলা, দেবনাগর অক্ষর ও বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত আছে ও হইতেছে এবং এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, গ্রন্থকার যেরূপ ইচ্ছা করেন ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ছাপা যত উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। ভার অর্পণ করিলে সমুদায় প্রুফও দেখিয়া দিতে পারিব, গ্রন্থকারের কোন কষ্ট বা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। বন্দোবস্ত করিলে কাপিও সংশোধন করিয়া দিতে পারি, সংস্কৃত বা ইংরাজিভাষা হইতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছি, ব্যয়ও অধিক হইবে না। যিনি সংস্কৃত বাঙ্গলা বা হিন্দিতে কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কলিকাতা, মৃজাপুর আমহার্ষ্টের দক্ষিণ ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট লোক পাঠাইলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

১ লা চৈত্র ১২৭৩ সংস্কৃত বিদ্যালয় } শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার

—:০:—

ভারতবর্ষ হইতে শ্রীল শ্রীমতী মহারাণীর প্রিবিকৌনসিলে আপীল সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তিরা নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবকে ভারার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তৎসম্বন্ধে তাঁহার নামে পত্র লিখিয়া সরাসর তাঁহার নিকট পাঠাইবেন অথবা কলিকাতার ওলড্ (অর্থাৎ পুরাতন) পোষ্টআফিস ইষ্টীটে ২ নং ভবনে মেসার্স ওয়াটকিন্স এণ্ডকো সাহেবানের কেয়ারে অর্থাৎ নিকট পাঠাইলে তাঁহারা উক্ত সাহেবের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

অলিলাইন এল ওয়াটকিন্স সাহেব
১ নং কিংস্ বেঞ্চ ওয়াক টেম্পল
লণ্ডন

নিউ এপথিকারিস হল

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বয়ারিং চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।
বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

—:০:—

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীবদনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদিগের সরিকানী বিষয় মহাল তরফ গড়ুলনগর, বিষ্ণুপুর, বংশীধরপুর এবং হরপুর সামিল যে সমস্ত ঠিকা জমী এবং কুণ্ডাঘাটে যে চক আছে ও সরগণে মুড়াগাছা হনাৎপুর প্রভৃতি স্থানে যে মহত্রাণ বস্তু ও ঠিকা প্রভৃতি আছে তাহা আমার অনুপস্থিতে ১৫০ অমতে যদি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রয় করেন এবং যদি কেহ তাহা খরিদ করেন সে বাতিল, নামঞ্জুর এবং অগ্রাহ্য হইবে।

ফেজী } জয়নগর নিবাসী

কয়েক মাস অতীত হইল, কলিকাতার খ্রিস্টধর্ম্মী সভা হইতে যে বাইবেল পরীক্ষার পারিতোষিকের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা তাহাতে প্রতিযোগিতা দর্শাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত পরীক্ষা আগামী ৬ ই ও ৭ ই মে কলিকাতা মির্জাপুর ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ে হইবে। ২০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরীক্ষার্থীদিগের নাম বহী রেজিষ্টরীতে লিখিত হইবে। পরীক্ষার্থী বাস্তবিক এক জন ছাত্র এবং ফাষ্ট আর্টের পরীক্ষা দেন নাই এই মর্ম্মে তাঁহার স্কুল কিম্বা কলেজের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক খানি সার্টিফিকেট আনয়ন করিতে হইবে, এবং নাম রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফি ॥০ আনা জমা দিতে হইবে। ৬ ই মে প্রাতঃকালে ৯॥০ টার সময় পরীক্ষার্থীদিগকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কাগজ, কলম, এবং কালী প্রদান করা যাইবে।

ফ্রি চর্চ ইনষ্টিটিউসন কলিকাতা মার্চ ১৮৬৭ } জন ডি ডিন কলিকাতার খ্রিস্টধর্ম্মী সভার সম্পাদক

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	
ভূষণসার ব্যাকরণ	
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মণঃ

রাজসাহী, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরস্থ বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শনার্থ তিন জন ডেপুটী ইনস্পেক্টর শীঘ্র নিযুক্ত করা হইবে। প্রত্যেকে মাসিক বেতন ৭৫, টাকা এবং পরিদর্শনার্থ নিয়মিত পাথেয় ব্যয় পাইবেন। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্ব স্ব আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন।

শ্রীকাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়।
পাঠশালা সমূহের ইনস্পেক্টর

বোয়ালিয়া।
১ লা এপ্রিল
১৮৬৭ সন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে গুড্ ফ্রাইডের দিন রবিবারের ন্যায় গাড়ী সকল চলিবে।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
কলিকাতা ৫ ই এপ্রেল
১৮৬৭। } সিসিল ষ্টিফেন্সন
১৬০৫৮

ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে
বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, গুড্ ফ্রাইডের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া ১৮ ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার কলিকাতা কিংবা হাবড়ার ষ্টেসনে যে রিটরন্ টিকিট দেওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা ২২ এ এপ্রেল সোমবার দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলে চলিবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
কলিকাতা ৫ ই এপ্রেল
১৮৬৭। } সিসিল ষ্টিফেন্সন

একণে পুরাণ রত্নাকরের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল, প্রতিমাসে এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে, অতএব যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা আমার নিম্নলিখিত আফিসে অথবা শ্যামবাজারস্থ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পত্র লিখিয়া উহাতে বাসস্থান ও বাটীর নম্বর নির্দ্দেশ করিয়া দিলে পুস্তক প্রেরণ করা যাইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণ উপযুক্ত মাসুল দিয়া অগ্রিম বার্ষিক কিংবা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রেরণ করিলে প্রতি মাসে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ইহার মাসিক মূল্য ॥০ আট আনা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ও অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ২৸ দুই টাকা বার আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত না হইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি খণ্ড ॥৵০ দশ আনায় ক্রয় করিতে হইবে।

১২৭৩ সাল
২০ এ চৈত্র } শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্নস্য
হোগল কুঁড়িয়া
হরিশ্চন্দ্র বসুর ৫। ১ নং
ভবন পুরাণরত্নাকর আফিস

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন হালের ২০ এপ্রেল তারিখে বেলা ১১ ঘণ্টার সময় মোকাম বর্দ্ধমানের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তি বাক্সী ও গাইঘাটি নামক খালের সন ১৮৬৭ সালের ১ লা মে অবধি সন ১৮৬৮ সালের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত ১১ মাসের নিমিত্ত মাসুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নিলামে বিলি করা যাইবে

প্রত্যেক নিলাম ডাকনীয় ব্যক্তিকে নিলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে, এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে, এবং উক্ত পণের নিলাম ডাকনীয়া ব্যক্তির আমানতী টাকা ইজারার প্রথম কিস্তীর পরিমাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে। উপরিউক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত এক্ এম্ এবারণ সি, ই,
একটীং একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র,
দামোদর ডিবিজান।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ চৈত্র সোমবার।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রণালী।

ভূমি। প্রথম প্রস্তাব।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রণালীর উপরে কেবল দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও লোকের সৌভাগ্য নয়, ধর্ম্মনীতিও অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যেখানে শুষিয়া কর আদায় করেন, এবং যেখানে নিয়মিত আয় অপেক্ষা অধিক ধরিয়া কর নির্দ্ধারিত হয়, তথায় লোকে প্রকৃত আয় গোপন করেন। গত ইনকম টাক্স দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীই সাধারণের এই মিথ্যা প্রবৃত্তির মূল, একথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? যেস্থলে অসঙ্গতরূপ দ্রব্যের শুল্ক গৃহীত হয়, সেইখানেই চোরাই বাণিজ্য হইয়া থাকে, যে দেশের ভূম্যধিকারীরা যতদূর পারেন শুষিয়া কর গ্রহণ করেন, সেখানকার কৃষকেরা দরিদ্র ও অসৎ হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে লোকের বহুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহের এই কয়েকটী প্রধান উপায়—ভূমি, শুল্ক, আবকারী, লবণ, অহিফেন, ষ্টাম্প বন, ও লাইসেন্স কর। মিউনিসিপাল করের বিষয় এস্থলে বিবেচিত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের ভূমি সংক্রান্ত রাজনীতি সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় নহে। বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু অন্য অন্য প্রদেশে মিয়াদি বন্দোবস্ত রহিয়াছে। জমীদারদিগকে ভূস্বামিত্ব প্রদান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ অব্দের ১৯ আইনের হেতুবাদে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, তাঁহারা নিষ্কর ভিন্ন যাবতীয় ভূমির উপস্বত্বের অংশ পাইতে পারেন। প্রকৃত অধিকারী গবর্ণমেণ্ট, তাঁহারা এই অধিকার সীমাবদ্ধ করিয়া জমীদারদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। যে স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেইখানেই জমীদারদিগের কতক ভূস্বামিত্ব অবর্থ হইয়াছে। যত দিন তাঁহারা সরকারী রাজস্ব দিবেন, তত দিন জমীদারী ভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন অনুসারে চিরস্থায়ী করে জমীদারির পত্তনী দিতে পারেন।

১৮১৪ অব্দের ১৯ আইনের মর্ম্ম এই, জমীদারীর অনেক অধিকারী হইলে তাঁহারা তাহা নানা অংশে বিভক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। এ প্রণালীতে দেশের অনেক মঙ্গল হইয়াছে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ইহা দেশ সাধারণের উপকারকারিণী হয় নাই। ভূমির শ্রীবৃদ্ধি বাহুল্যরূপে কৃষকের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিতেছে। লার্ড কর্ণওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন ভূমির উন্নতি সাধন বিষয়ে জমীদারদিগকে কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন নাই। যেস্থলে প্রজার সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত নাই, সেস্থলে জমীদার যতদূর পারেন কর লন। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন কৃষকদিগের সুবিধার নিমিত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাহারা লাভবান্ হয় নাই। করবৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদিগের দুরবস্থা সমান রহিয়াছে। প্রজার বিনা পরিশ্রমে ভূমির মূল্য, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে কর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রেইলওয়ে প্রভৃতি হইলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় যথার্থ, কিন্তু প্রজার চেষ্টা ব্যতিরেকে উৎপাদিকা শক্তির প্রায় বৃদ্ধি হয় না। অপর, দেশের বাণিজ্যের উপরে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রজার চেষ্টাই ইহার [illegible] প্রতীয়মান হয়। জমীদারেরা [illegible] কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি করেন নাই, এমত স্থলে তাঁহাদিগকে কর [illegible] ক্ষমতা দেওয়াতে অনিষ্ট ঘটিতেছে। কৃষকগণ এতদিন কেবল কর্জ্জ করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকে কিছু কিছু মূল ধন সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু জমীদারেরা কর বৃদ্ধি করিতে পারেন বলিয়া তাহারা এই মূল ধন বিনিয়োজিত করিয়া ভূমির উন্নতি সাধন করিতে সাহসী হয় না। বোধ কর এক ব্যক্তি বিস্তর ব্যয় করিয়া বাটী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি করিয়া ভূমির উন্নতি সাধন করিল, কিন্তু জমীদার তৎক্ষণাৎ কর বৃদ্ধি করিলেন যদ্যপি আপাততঃ প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা অভিমত না হয়, তথাপি এই নিয়ম করা উচিত, যে স্থলে জমীদার সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূমির উন্নতিসাধন না করিবেন, সেখানে কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এপ্রকার নিয়ম না থাকাতে জমীদারেরা অলস হইয়া কেবল করের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন, প্রজারাও করবৃদ্ধির ভয়ে তত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছে না। আদালতের রেজিষ্টরি দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, কর বৃদ্ধির নালীশ হইলে অনেকেই এক কালে ২০ বৎসরের দাখিলা দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। আমরা উত্তমরূপে অবগত হইয়া বলিতেছি, এরূপ স্থলে জাল দাখিলা বিস্তর মকদ্দমায় উপস্থিত হয়। আইনের দোষে লোকের যে এই স্বভাব হইতেছে তাহার সন্দেহ কি? এক ব্যক্তি সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ইমারত ও উদ্যান প্রভৃতি করিল, তাহার পর কর বৃদ্ধি হইল, তখন কেবল ইট ও কাষ্ঠের মূল্য মাত্র থাকিল, সুতরাং আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার জন্য নানা অসৎ উপায় অবলম্বিত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, উৎকল, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে মিয়াদি বন্দোবস্ত আছে। সচরাচর ৩০ বৎসর অন্তর বন্দোবস্ত হয়। পাছে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে জমীদারেরা বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি ভূমি পতিত করিয়া রাখেন। ইহাতে কৃষি ও বাণিজ্যের অতিশয় ক্ষতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য। বন্দোবস্ত হইবার সময়ে মিথ্যা কথা, মিথ্যা মান, মিথ্যা হিসাব ও উৎকোচ প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। হয় ত যেখানে করবৃদ্ধি হওয়া উচিত, সেখানে কমিয়া যায়, যেখানে হওয়া উচিত নয়, সেখানে বৃদ্ধি হয়। এটী শোচনীয় অবস্থা। ইহাতে কৃষক ও জমীদার উভয়েরই যাহার পর নাই কষ্ট ও অর্থ ক্ষতি হয়। অসৎ ব্যক্তিরই লাভ; অতএব গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রণালী হইতেই অসাধুতার বৃদ্ধি হইতেছে এ কথা স্পষ্টাভিধানে বলা যাইতে পারে। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত স্থলে কৃষকেরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে কর দেয়। মান্দ্রাজে ও গবর্ণমেণ্টের খাসমহল সমূহে এই বন্দোবস্ত আছে। সেখানকার কৃষকদিগেরও দুরবস্থার সীমা নাই। তাহারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করে এই মাত্র। তবে যাহারা শস্য লুকাইতে পারে, অথবা উৎকোচ দেয় তাহাদিগেরই রক্ষা, দরিদ্র ও সৎ কৃষকের কষ্টের সীমা থাকে না। এই অসাধুতা কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে?

লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার প্রণালীর বিষয় অনেকবার সোমপ্রকাশে আন্দোলিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের অনল্প সাহায্য হয়, এখন অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার [illegible] বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়াছেন বটে, [illegible] ১৮৫২ অব্দের ১১ আইন অদ্যাপিও [illegible] রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের ইনাম [illegible] এবং বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে [illegible] বাজেয়াপ্ত করিবার প্রণালী কত অনিষ্ট [illegible] করিয়াছে ও করিতেছে তাহা [illegible] যায় না। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলে জমীদার প্রজার নিকটে নূতন কর প্রার্থনা করেন। পূর্ব্বে সদর আদালত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলে কি মৌরসী কি মিয়াদী সব প্রজারই স্বত্ব লোপ হইবে। ইহাতে বিস্তর লোকে ক্ষতিগ্রস্ত

ও সাধারণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। তাহাতে ১৮৫৫ অব্দের ১০ ই জুন প্রধানতম বিচারালয়ের পাঁচ জন বিচারপতি সিদ্ধান্ত করেন, লাখেরাজ বাজে আপ্ত হইলে প্রজার স্বত্ব লোপ হইবে না। কিন্তু তাঁহারা অস্পষ্টভাবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন সরকারী বাজস্বটী প্রজার দেওনা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা কর ভার শেষ দরিদ্রের স্কন্ধেই পতিত হয়। সম্প্রতি বিচারালয় পুনর্ব্বার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি যে প্রজা এক হারে কর দিতেছে, তাহার আর করবৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এইটী যথার্থ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এটী স্থিরতর করিয়া রাখা উচিত।

আমরা এতক্ষণ যে কথা কহিলাম, তাহার উপসংহার এই, সাকল্যে বিবেচনা করিলে ভূমিসংক্রান্ত রাজস্বপ্রণালী প্রশংসনীয় নয়। কর ভার বাহুল্য রূপে দরিদ্রের স্কন্ধে পতিত হয়। স্বত্বের সুন্দররূপ নির্ণয় নাই। অসাধু তার প্রশ্রয় হইতেছে। আমরা বারম্বার বলিতেছি, ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় আইন একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করুন। করবৃদ্ধির বিষয়ে প্রধানতম বিচারালয় ত্রৈরাশিকের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনুমোদিত নয়। কিন্তু কর বৃদ্ধি স্থলে স্পষ্টরূপে নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত জমীদার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির উন্নতির সাহায্য না করিলে কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই উপায় অবলম্বন না করিলে তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে অনুরক্ত করা যাইবে না ও প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দ হইবে না। সম্পত্তির মূল্য ও তাহার সহিত সাধারণ রাজস্ব বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই। কর স্থির করিয়া দিলে কেবল যে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নয় রসুমেও বিস্তর টাকা সাধারণ ধনাগারে আসিতে পারে।

শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব।

"আশা হি পরমং দুঃখং
নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"

যে সমস্ত শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে ছিলেন, তাঁহারা এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়া চিত্তকে নির্ব্বৃত করুন। আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, (পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে দর্শন করিবেন) শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত ৫০ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন, বজেটে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। অগ্রাহ্য হইবার কারণ কি? পত্রপ্রেরক তাহা কহিতেছেন না। বোধ হয়, ডিরেক্টর যথাবিধি কার্য্য না করাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সামান্যতঃ ৫০ হাজার টাকা না চাহিয়া যদি শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগপূর্ব্বক যত লাগিবে তাহা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেন, প্রার্থনা পূর্ণ হইত সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তাঁহার এক আলস্য দোষে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

এক্ষণে বক্তব্য এই, এ বৎসর যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডিরেক্টর যেন এ বিষয়ে উদাসীন না হন। উচ্চতম শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগ হইয়া বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হইল, যদি অধস্তন শিক্ষকদিগের এইরূপ নিয়ম না হয়, কেবল যে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হইবে এরূপ নয়, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি লাভ সম্ভাবনা নাই। যে হেতুক উর্দ্ধতন শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগ আবশ্যক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, অধস্তন শিক্ষকদিগের বিষয়েও সেই হেতুর সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে। মফস্বলের উন্নতি অধস্তন শিক্ষকদিগের উন্নতিরই একান্ত পরতন্ত্র। অনেকে সাহায্য দানপ্রণালীর নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহাতে কিছু কাজ হইতেছে না, একথা আমরা কহিতেছি না। কিন্তু ইহাতে যে ব্যয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম করিয়া ভাল ভাল শিক্ষক নিয়োজিত করিতেন, সেই ব্যয়ে অনেক অধিক কাজ হইত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সাহায্যদান প্রণালী অনেকগুলি ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ব্যবহারের উৎপাদন করিতেছে। অনেক স্থলের শিক্ষকদিগের বেতনের অন্তর ও বহির্ভাব ইহার এক উদাহরণ। যাবৎ গবর্ণমেণ্ট নিজে বিদ্যালয়ের ভার না লইতেছেন, তাবৎ এদোষের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট নিজে ভার গ্রহণ করিয়া যদি উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অনেক স্থলে ছাত্রেরা আহ্লাদিত চিত্তে অধিক বেতন দিতে পারে। ইহা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের একটী প্রধান উপায় হয়। এক্ষণকার মত এত ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাখিবারও প্রয়োজন হয় না, তাহাতেও প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ব্যয়ের যথেষ্ট আনুকূল্য হয়। অতএব গবর্ণমেণ্টকে যে এতনর্থ অর্থের নিমিত্ত অধিক বিব্রত হইতে হয় না, এ কথা বলা বাহুল্য। এস্থলে কেহ কেহ এ কথা বলিবেন, এদেশীয়েরা কি চিরকাল বালকের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন? গবর্ণমেণ্ট কি চিরকাল ইহাঁদিগের সর্ব্বনিষ্পত্তি করিবেন? তাহার উত্তরদানস্থলে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্টকে আরো কিছু দিন এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আজিও ইহাঁরা এ বিষয়ের ভার গ্রহণে সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। সেই নিমিত্তই সাহায্যকৃত বিদ্যা-

লয় সকলে অনেকবিধ দোষ দৃষ্টিগোচর হয়। গবর্ণমেণ্টকে আরো কিছু দিন এ ভার বহন করিতে হইবে।

—:০০:—

মাংসভোজন।

আমাদিগের দুই পত্রপ্রেরক পুরাণ বিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। এক জন কহিতেছেন, মাংস ভোজন করা উচিত, আর এক জন কহিতেছেন, উচিত নহে। অন্য অন্য যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সচরাচর মাংস ভোজন করে তাহাদিগের সহিত যাহারা মাংস ভোজন করে না, তাহাদিগের তুলনা করা যায়, মাংস ভোজন যে একান্ত আবশ্যক, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। হিন্দুরা সচরাচর মাংস ভোজন করেন না, মাংসভুক ইউরোপীয়দিগের সহিত ইহাঁদিগের তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, মুসলমানদিগের সহিতও তুলনা হয় না। আমরা অনেক স্থলে মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের পার্শ্বে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি। মুসলমানেরা যেরূপ উৎসাহসহকারে ও যত শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, হিন্দুরা তত পারে না। ইহারা শীঘ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের সাহস ও বলবীর্য্যাদি সমুদায়ই অধিক। আমরা বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমানের কথা বলিলাম। আমাদিগের এরূপ সংস্কার আছে, মাংস ভোজনই এই বৈলক্ষণ্যের কারণ। মাংসভক্ষণ ব্যবহার কোন দেশে এককালে রহিত নয়। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অবৈধ মাংস ভোজনের নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈধ মাংস ভক্ষণের বিধি দিয়া গিয়াছেন। মাংস অধিকতর পুষ্টিকর, ইহাতে মানুষের অধিকতর প্রবৃত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ ও ঘৃত মাংসের ন্যায় পুষ্টিকারী বলিয়া ইহা জনসমাজে অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। যাহার এত গুণ, যাহাতে বলবীর্য্যাদি সমুদায়ের বৃদ্ধি হইয়া জীবনকাল দীর্ঘ ও সুখে অতিবাহিত হয়, তদ্ভক্ষণ যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, ইহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যিনি একবার বাঙ্গালিদিগের দৌর্ব্বল্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং উদ্ভিজ্জজীবী দুর্ব্বল বাঙ্গালিদিগকে দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে শোকের উদয় হইয়াছে, তিনি কখন আমিষ ভোজনের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

———————

পল্লীগ্রামে ইউরোপীয়দিগের উপদ্রব।

পল্লীগ্রামবাসীদিগের দস্যু তস্করাদির উপদ্রবের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের কৃত একটী নূতন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা প্রায়ই মৃগয়ার্থী হইয়া পল্লীগ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে, এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের সহিত গ্রামবাসীদিগের বিবাদ ও তন্নিবন্ধন হত্যাদি ঘটনার সমাচার সচরাচর আমাদিগের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সে দিন চট্টগ্রামে এইরূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি তাহার বিচার শেষ হয় নাই। এ উপদ্রবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। দিন দিন এদেশে ইউরোপীয়সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাদিগের পল্লীগ্রামে প্রবেশের নিবেধ নাই। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনপ্রণালীর গুণে পল্লীগ্রামবাসীদিগেরও মানাপমানজ্ঞান মার্জ্জিত ও সাহসগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয়েরা গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ গ্রামবাসিরা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কাজে কাজেই বিবাদ হইয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের শরীরে অধিক বল আছে, তাহারা আপনাদিগকে এদেশীয়দিগের পূজ্য জ্ঞান করে, সুতরাং এদেশীয়দিগের কৃত প্রতিবাদ তাহাদিগের একান্ত অসহ্য হয়। কোপাগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে হত্যাদি ঘটনা হইবার অসম্ভাবনা কি?

ইহার নিবারণ একান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহার উপায় কি? ইউরোপীয়েরা যেমন অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়, অমনি এদেশীয়েরা যদি বল দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা পুনর্ব্বার সে পথে যায় না, তাহাতে নিবারণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটী সাধ্যায়ত্ত ও অভীষ্ট নয়। এদেশীয়েরা ক্ষীণদেহ, ইহারা যে ইউরোপীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে সে সম্ভাবনা অল্প। সমর্থ হইলেও এ উপায় অবলম্বন করিলে এক পক্ষে হত্যা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

অদ্য আমরা যে সহজ উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছি, আপাততঃ তাহারই অবলম্বন শ্রেয়ঃকল্প। যখন কোন ইউরোপীয়ের কোন পল্লীগ্রামে মৃগয়ার্থ অথবা অন্য কোন কার্য্যার্থ গমন করিবার ইচ্ছা জন্মিবে, তাহাকে নিকটস্থ পুলিসের সমাচার দিতে হইবে। পুলিস তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবা তাহার সমভিব্যাহারে বিবেচনাপূর্ব্বক এক কি সাধক পুলিস কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিয়া দিবেন। পুলিস কর্ম্মচারী সঙ্গে থাকিলে যাহাতে গ্রামবাসীদিগের সহিত বিরোধ না হয় এরূপে ইউরোপীয়কে চালিত করিতে পারিবে। যদি কোন প্রকার বিবাদ হয়, আর সমভিব্যাহারী পুলিস কর্ম্মচারী যদি আত্মশুদ্ধির প্রমাণ দিতে না পারে দণ্ডনীয় হইবে, এ নিয়ম হইলে পুলিস কর্ম্মচারীর যোত্তাদিস্থলের

আশঙ্কিত অনিষ্টের নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

উপনিবেশ রক্ষার ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণ।

সম্প্রতি মেজর আস্লানের প্রস্তাবানুসারে হাউস অব কমন্স এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শীক ও বেলুচীদিগকে উপনিবেশসমূহ রক্ষার ভার দেওয়া উচিত কি না সভা বিবেচনা করিবেন। ইউরোপের অন্য অন্য দেশে আইনঅনুসারে লোকদিগকে সৈনিক কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে সৈনিক হওয়া না হওয়া স্বেচ্ছাধীন বাণিজ্য ও শিল্পের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সৈনিক কর্ম্মের অপেক্ষা উহাতে অধিক উপার্জ্জন করে। ব্রিটিশ সেনাদলের বেতনও অধিক নহে। সামান্য সৈনিককে বন্দুক স্কন্ধে করিয়াই জীবন ক্ষয় করিতে হয়। সহস্র সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও তাহারা আফিসরের পদ পাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়া বাস করিলে উপার্জ্জনের সহজ উপায় হয়। এই সকল কারণে সৈন্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এত টাকাও দিতে পারেন না যে লোকে এই সকল সুবিধা ত্যাগ করিয়া সৈনিক জীবন অবলম্বন করিবে। একে বেতন অল্প, তাহাতে ভবিষ্যতে উন্নতি লাভের কোন আশা নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে। উপনিবেশ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এ সমুদায় রক্ষার উপযোগী ইউরোপীয় সৈনিক পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। যদি ইউরোপে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে সর্ব্বস্থানীয় উপনিবেশ ইউরোপীয় সৈন্যশূন্য করিতে হয়। ইংলণ্ডীয় লোকেরা সৈন্য সংখ্যা ও সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবেও অনুরাগী নহেন। এই সকল কারণে চিন্তাশীল লোকেরা আন্দোলন করিতেছেন, ইংরোপে সম্মান ও উপনিবেশ রক্ষা হয়, এত সৈন্য কোথায় ও কিরূপে সংগৃহীত হইবে?

মেজর আস্লান ও তাঁহার সহকারিরা বলেন, যদি শীকদিগকে উপনিবেশে প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে উত্তম সৈন্য মিলিতে পারে। রুষিয় কসাক ও ফরাসী তুরস্ক সৈন্য অপেক্ষা শীকেরা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। ইহারা পাদাত ও অশ্বারোহতা উভয় কার্য্যেই পটু। পূর্ব্বতন সিপাহিদিগের দেশান্তর গমনের যে আপত্তি ছিল, তাহা শীকদগের নাই। এক্ষণে সৈন্যসংগ্রহের নিয়মানুসারে তাহারা সর্ব্বত্র গমন করে। বেতনের লোভ থাকিলে তাহারা কানাডা, নিউজিলাণ্ড, উত্তমাশা অন্তরীপ, মাল্টা প্রভৃতি স্থানে আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিতে পারে। মেজর আস্লান আরও বলেন ইংলণ্ডেও শীকদিগকে আনয়ন করা যাইতে পারে। তথায় তাহারা যদি জেতৃজাতির বল ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া স্বদেশে গিয়া গল্প করে তাহাতে লোকের মনে ব্রিটিশ প্রভাবের প্রতি অধিকতর ভয় ও ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এ প্রণালীতে আর একটী উপকার এই হইবে অধিকসংখ্য এতদ্দেশীয় সৈন্য উপনিবেশে থাকিলে এখানকার লোকে তাহাদের অনিষ্ট শঙ্কায় বিদ্রোহী হইতে পারিবে না। এই সমস্ত সৈন্য ভারতবর্ষের বিশ্বস্ততার প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। পক্ষান্তরে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও অনেকবিধ তর্ক করা হইয়াছে, শীকেরা সর্ব্বত্র গমনে সম্মত হইলেও যে স্থলে কেবল ইউরোপীয়ের বসতি, তথায় জাতিবৈর নিবন্ধন সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবে। আফ্রিকার সেনাগণের সহিত ইউরোপীয় উপনিবেশির কখন সৌহার্দ্দ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। নিউজিলাণ্ডে এক বার শীক সৈন্য প্রেরণ করিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু লার্ড পামরষ্টন তাহা রহিত করেন।

মেজর আস্লানের প্রস্তাব ভারতবর্ষেও যে অনুমোদিত হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না। এদেশীয়েরা স্বদেশ ত্যাগে স্বভাবতঃ অনিচ্ছু। এডেন ও সিঙ্গাপুর সিপাহী দ্বারা রক্ষিত হয়, চীনে এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গমন করিয়াছে সত্য, কিন্তু এগুলি ভারতবর্ষের নিকটস্থ, এবং ইহার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে জাতি ঘটিত অনেক বাধাও জন্মিবে।

অপর, স্বদেশে অল্প উপার্জ্জনেও সন্তুষ্ট হইয়া থাকা এতদ্দেশীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ। কলিকাতায় যিনি এক শত টাকা পান, তিনি আলাহাবাদে ২০০ টাকায় যাইতে চাহেন না। শীকদিগেরও এ স্বভাব আছে। পূর্ব্বে মিসর প্রভৃতি স্থানে সিপাহিরা গমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কিছু দিনের জন্য মাত্র। যাহা হউক, সমুদায়ে কয় রেজিমেণ্ট মাত্র ব্রিটিশ সৈনিকের কার্য শীকদিগের দ্বারা হইতে পারে। হঙকঙ, মরিশস, নিউজিলাণ্ড, উত্তমাশা অন্তরীপ ও জিব্রাল্টরে যদি শীক সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহা হইলে পাঁচ সহস্র ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাঁচিতে পারে, কিন্তু আস্লানের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করা শ্রেয়স্কর কি না, তাহাও একবার বিবেচনা করা আবশ্যক। রোমকেরা সাম্রাজ্যের যাবতীয় স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু যেক্ষণে রোমকেরা স্বয়ং সৈনিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে আরম্ভ করে, সেই অবধি সাম্রাজ্যের ক্ষমতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। বিদ্রোহের সময়

রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট ইউরোপীয় সৈন্য আগমন করে, তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয়েরা ভীত ও বিস্মিত হন। বর্ত্তমান প্রস্তাবের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই বলা হইতেছে "আমরা রাজ্য এত বৃদ্ধি করিয়াছি যে উপনিবেশ রক্ষা করে এমত সৈন্য ইংলণ্ডে নাই।" ইহাতে ব্রিটীশ জাতির সম্ভ্রম ও মহিমার অনেক হানি হইবে। অপর "আমরাই কোম্পানির অস্তিত্বের মূলাধার" এই সংস্কার জন্মিবাতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল, শীকদিগের কি এই সংস্কার হইবে না? পাতিয়ালার মৃত রাজা শীক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন অধিক পরিমাণে শীক সৈন্য রাখিলে তাহারাও সিপাহিদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। সত্য কথা বলা উচিত। শীকদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এক শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির অধীনে তাহারা দিল্লী অধিকার করিবে। কিন্তু পরে সেই সেনাপতি তাহাদিগের অধীনস্থ হইবেন। বিদ্রোহের সময়ে তাহারা এই জন্য এত আগ্রহ সহকারে দিল্লী আক্রমণ করিতে আইসে। যদি সর জন লরেন্স দিল্লী গ্রহণের পর শীকদিগকে মধ্য ভারতবর্ষে না পাঠাইতেন তাহা হইলে তাহারা নিঃসংশয় বিদ্রোহী হইত। কয়েক সহস্র শীক উপনিবেশে থাকিলে শীকজাতি বিশ্বস্ত থাকিবে, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষীয়েরা বিদ্রোহোন্মুখ হইলে এ সকল বিবেচনা করে না। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অপর, শীকেরা বিদ্রোহী হইলে গবর্ণমেণ্ট কি উপনিবেশস্থিত শীকদিগকে তন্নিমিত্ত বধ করিতে পারিবেন? ইহা যে কখনই হইবে না তাহা কি এতদ্দেশীয়েরা জানেন না?

-০০-

৺ হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

বঙ্গদেশ আর একটী পণ্ডিতরত্ন হারা হইলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সমাচার লিখিতেছি, কেবল যে আমাদিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইতেছে এরূপ নয়, যাঁহারা এ সমাচার পাঠ করিবেন, যাঁহারা এ সমাচার শ্রবণ করিবেন, সকলকেই দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অশ্রুমোচন করিতে হইবে। আজিকালি ইহাঁর তুল্য সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোক নিতান্ত বিরল। ইহাঁর অলঙ্কার শাস্ত্রে মার্জ্জিত বিদ্যা ও বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল। কালিদাসাদির ন্যায় ইহাঁর কৃত কবিতা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ইহাঁর তুল্য ভাবুক অল্প লোক আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছেন। "কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" ইনি এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত উদাহরণ স্থল ছিলেন। একক্ষণও ইহাঁর শাস্ত্রালোচনায় বিরক্তি ছিল না। ইনি নিয়তকাল ছাত্রদিগকে অধ্যয়নকার্য্যে উৎসাহদান করিতেন। কেহ একটী ভাল কবিতা করিলে কিম্বা ভাল রচনা করিলে ইহাঁর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না।

ইহাঁর আর কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, সেগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইলে চিত্ত একান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে। তাঁহার যেরূপ দয়া বিনয় সৌজন্য ও ঔদার্য্য ছিল, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকের সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিনয়ের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতাও ছিল। তিনি দীনবচনে কখন কাহার উপাসনা করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। কপট ব্যবহার তাঁহার নিকটে কখন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

৪ বৎসর অতীত হইল, তিনি কালেজের অধ্যাপনা পদ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। এ অবস্থাতেও তাঁহার অধ্যাপনার বিরাম ছিল না। প্রতিদিন ৩০। ৩২ জন ছাত্র তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিত। ১০ ই চৈত্র ওলাউঠা রোগ হয়। ১ ই চৈত্রে উক্ত কাশীধামেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা রায়নার দক্ষিণ শাকনাড়া গ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। ইনি ১৭২৭ শকের বৈশাখ মাসের ২ য় দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই প্রায় সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তন্মধ্যে এক এক জন এক এক বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া যান। ইহাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ স্মৃতি, ন্যায়, ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন।

উক্ত মুনিরামের সহোদর রামচরণ তর্কবাগীশ অলঙ্কার ও দর্শন শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা করেন সেই টীকা বঙ্গদেশ হিন্দুস্থান প্রভৃতি সর্ব্ব প্রদেশে সমাদৃত হইয়াছে। এ[illegible] অল[illegible]ঙ্কার বিদ্যা ইহাঁদের সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রপিতামহের ভ্রাতা লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার নানা শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে তাঁহার সদৃশ লোক তৎকালে অতি [illegible] ছিল। ইহাঁদের রচিত অলঙ্কার ও স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে (যাহাকে বর্গির হাঙ্গামা বলে) এবং বন্যার উপদ্রবে [illegible]দায় গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের পিতা, তিনিও সংস্কৃত ব্যবসায়ী ছিলেন, [illegible]

অল্পকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাদৃশ বিদ্বান ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অতিশয় দয়ালু মিষ্টভাষী পরোপকারী ও নম্রস্বভাব এবং অতিথিসেবায় সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। স্বগ্রামস্থ হউক, কি ভিন্ন গ্রামস্থ হউক, দুই প্রহরের পর বাটীতে আসিলে তাহাকে অভুক্ত জানিলেই অতিথি বোধে যথাশক্তি অন্নদান করিতেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপলক্ষে এক অদ্ভুত ঘটনা হয়। নসীরাম ভট্টাচার্য্য নামক ইহাদিগের এক জ্ঞাতি ছিলেন। তাহার সহিত ইহাঁর পিতার শত্রুতা ছিল। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মকালে তিনি লগ্ন স্থির করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, আমাদিগের গোত্রে দ্বিতীয় কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিল। তদবধি নসীরাম শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তর্কবাগীশের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটেই তর্কবাগীশের বিদ্যারম্ভ ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন হয়। তৎপরে জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত রঘুবাটী গ্রামে সীতারাম বিদ্যাসাগরের নিকটে ব্যাকরণের মূল পাঠ হয়। পরে [illegible] পরগণার অন্তর্গত [illegible] গ্রামবাসী অশেষ গুণরাশি জয়গোপাল তর্কভূষণের নিকট সমগ্র টীকা ভট্টি। কয়েক সর্গ এবং অমরকোষ অধ্যয়ন হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় বুদ্ধিমত্তা [illegible]মিষ্টতা বিনীতাদি গুণে তর্কভূষণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। তিনি ইতস্ততঃ নিমন্ত্রণ খাইবার সময়ে তর্কবাগীশকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এক এক সমস্যা দিতেন, তর্কবাগীশ শ্লোক রচনা করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই কবিতা রচনা করা অভ্যাস হয়।

তর্কবাগীশ মহাশয় ২০।২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃতকালেজে অধ্যয়ন করিবার মানসে কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইলসন সাহেবের নিকট উপস্থিত হন, সাহেব তাঁহার মস্তকদর্শনে তাঁহাকে বুদ্ধিমান জানিতে পারিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইয়া শ্লোক রচনা করিতে বলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় অতি অল্পকাল মধ্যেই ১ শ্লোকে কালেজের অপর ৩ শ্লোকে সাহেবের বর্ণনা করিলেন। তাহাতে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাবোর গৃহে অধ্যয়নার্থ নিযোজিত করিলেন। তিনি কালেজে ৪ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই কাব্য অলঙ্কার ও স্মৃতি পড়েন। ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। এমত সময়ে অলঙ্কারের অধ্যাপক নাথুরামশাস্ত্রী অবকাশ লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। উইলসন সাহেব তর্কবাগীশমহাশয়কে তাঁহার পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিলেন। নাথুরাম শাস্ত্রির কাশীপ্রাপ্তি হইলে তৎপদে তর্কবাগীশ মহাশয় স্থায়ী হইলেন। তিনি উক্তপদ পাইয়াও অধ্যয়নে বিরত হয়েন নাই। কালেজের অলঙ্কার পাঠনা যথাসময়ে করিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে ন্যায় ও স্মৃতি বেদান্ত অধিকরণ মালা প্রভৃতি ৯।১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মল্লিনাথকৃত রঘুবংশের টীকা কালেজে ছিল না। এজন্য উইলসন সাহেবের আদেশানুসারে প্রথম রামগোবিন্দ পরে নাথুরাম তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হন, শেষে তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার শেষ করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বনৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয় অ[illegible]কুমার সপ্তশতীসার (যাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর সার সংগৃহীত হইয়াছে) চাটুপুষ্পাঞ্জলি মুকুন্দ মুক্তাবলি প্রভৃতির টীকা করিয়া উক্ত গ্রন্থসকল সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়াছেন। দণ্ডাচার্য্যকৃত কাব্যাদর্শ নামক প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ একবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় বিস্তারিত ও বিশদ বৃত্তি করিয়া সেখানি পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। শকুন্তলা উত্তরচরিত ও অনর্ঘরাঘবের টীকা করিয়া পাঠক ও পাঠার্থি পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকখান নূতন গ্রন্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শালিবাহনচরিত প্রথম, ইহা মহাকাব্য হইত, ইহার চতুর্থসর্গপর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নানার্থ সংগ্রহ নামক অভিধান। ইহাতে অকারাদি ক্রমে মকারাদি শব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। সংপ্রতি এক খান নূতন অলঙ্কার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার দুই পরিচ্ছেদ মাত্র লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু শরীর বিলক্ষণ সবল ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, কিন্তু অবয়ব সুগঠিত ছিল। বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, ললাট উন্নত, ও আকৃতি লাবণ্য পূর্ণ। ফলতঃ তাঁহার মূর্ত্তিটী অতিশয় সৌম্য ছিল, তদ্দর্শনে অপরিচিত ব্যক্তিরও অন্তঃকরণে স্নেহার্দ্রভাবের উদয় হইত। কখন তাঁহার বদন বিরস ও অন্তঃকরণ বিষণ্ণ দেখা যায় নাই। বারাণসীতে বাসকালে তাঁহার এই সকল গুণে বশীভূত হইয়া হিন্দুস্থানীয় ছাত্রেরা বাঙ্গালির প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটী ছাত্র তাঁহার মৃত্যুর সমাচার শ্রবণে দুঃখিত হইয়া বিলাপষটক নামে যে ছয়টী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা ও আর এক ছাত্র বাঙ্গলায় তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বিলাপষট্কম্।

পীতং যয়া সদা সুধাবিগলিতং
শ্রোত্রাঞ্জলিঃ চেতসাং
সানন্দং কবিতামৃতং মধুর[illegible] পুরা।
[illegible]

সোহয়ং প্রেমজুষাং নির্বিশেষবিবশাদকং প্রচেষ্টোদিশি
বিদ্বৎকুলোপুণ্যাত্মন্ শশধর শিরোধাম বসত
স্তবোদয়ৈঃকৈমেঃ কথমপি নিরুদ্ধ তনুঃ
বিহায়াস্মানেবং বত বিলপতঃ শোকবিধুরা-
নিদানীং যাতোসি কুরু গুণনিধে নিক্ পইব ॥
প্রাপ্তাদ্যুনাব সক্তে ক্ষমনাশ্রয়ং
বিদ্যালয় ত্বমসি যে মুষিতৈনরত্নং ।
যাতে গুরৌ দিবমপেতকচিশ্চবায়া-
লঙ্কার যে বত পুরা কলঙ্কারোবি ॥
সাহায্যার্থং জনমিহ বসন্ বসন্ সখ্যানুরোধাৎ
হস্তালম্ব বিবিধবিদুষো যে কবিত্বাদনং ।
তস্মিন্ যাতে তব সহচরে দু মুনীতনীরৌ
দেশাদস্মাকাবনমমুনা কো নিরোদ্ধ ক্ষন্তে ।
সুকবৌ ভাবদসক্তে গতবতি তনতীহ নামশেষং স
মধুরা গতৈব বাণী শশধর ইব কৌমুদী শেষং ॥
চরমঃ পরমং গতস্য ত পদমারাধ্যপদেন্দুসম্ভ উঃ ।
অমবেব বিলপপুষ্পৈ করুণনীতোগুরুনক্তাঞ্জলি

মুখ বিগলিত যাঁর কবিতা অমৃতধার
নবরসে পীযুষ সমান,
চিত্তের উল্লাস কর মনদুঃখ নিরন্তর
সর্ব্বজনে করিয়াছে পান,
যাঁর পদ অনুক্ষণ অন্তেবাসী দ্বিজগণ
সেবিয়াছে মিলিয়া সকলে,
ওই সেই গুণধর ত্যজি শেষ সুধাকর
পশ্চিমেতে যান অস্তাচলে ।
যবে তুমি মুক্তি আশে ছিলে দেবকাশীবাসে
ছিনু শোক নিবোধিয়া মনে ।
বিরহ বিধুর করে কোথা গেলে পরিহরে
আমা সবে বল না কেমনে ?
রসিকতা বল আর আশ্রয় লইবে কার
হারাইলে ত্যজিয়ে শরণ,
বিদ্যালয় আজি তোর সুখনিশা হলো ভোর
হারাইলি অমূল্য রতন ।
চারি দিক শূন্য করে ভবধাম পরিহরে
গেছে গুরু অমর সদন
বল শুনি অলঙ্কার হবি কার অলঙ্কার
কে বা তোকে করিবে ধারণ ?
যাঁর অনুরোধে তুমি আলো করে বঙ্গভূমি
কবির রে ছিলে কিছু ক্ষণ,
হয়েছিলে স্থিরতর আদরে যাঁহার কর
নিরন্তর করিয়ে ধারণ ;
আজি সেই সহচর ত্যজিলেন কলেবর
শূন্য করে গেলেন সকল ।
তুমিও যাইবে শেষ পরিহরি এই দেশ
রাখে তোমা কার হেন বল ?
কবিকুল শিরোমণি রসিকের চূড়ামণি
তুমি যেব নাম শেষ হলে
ভারতী মুদরে হায় কুমুদী মলায়ে যায়
শশী যথা গেলে অস্তাচলে ।
ভবভ্রান্ত উবাপিয়ে মোহপাশ কাটাইয়ে
গেলে দেব অমর সদনে
কবিতা কুসুম হার গাঁথি দিনু উপহার
অবসানে যুগল চরণে ।

হুগলীস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন

বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এপ্রদেশে দক্ষিণানিল প্রবলবেগে প্রবহমান হইয়া থাকে। বায়ুর সাহায্যলাভে নদ নদী সকল উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া ভীষণাকার ধারণ করে। নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার শোভা সন্দর্শন করিলে এরূপ অনুভব হয় যেন সরিৎগণ আনন্দ প্রদ, মানসপদ্ম বিকাসক মলয়ানিলের আগমনে হর্ষবিহ্বল হইয়া বক্ষস্থল স্ফীত করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই কারণে প্রতি বৎসর অসংখ্য নৌকা নদীগর্ভে প্রবেশ করে। এবৎসর বসন্তের প্রারম্ভেই ৩।৪ খানি নৌকা এই নদীতে মগ্ন হইয়া অনেক আরোহীর প্রাণনাশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একখানি নৌকাতে অভ্রস্থ পুলব্যন্দর একজন জমাদার ও একজন চাপরাশী গবর্ণমেন্টের প্রায় ২৫০ টাকা লইয়া মেজখালির তত্ত্বাবধায়কের নিকটে যাইতেছিল। এখান হইতে কলিকাতার গঙ্গাপ্রান্তের ষ্টীমার খানি নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইলে এপ্রদেশের অনেক লোকে এইরূপ মৃত্যু ও ক্ষতি হইতে বিমুক্ত হইতো সন্দেহ নাই। কত আক্ষেপের বিষয় এই এপর্য্যন্ত এখানকার সকল মহাজন জাহাজ দ্বারা অমলানি রপ্তানির প্রতি বিশেষ যত্নবান হইতেছেন না।

২। গত বুধবার এখানে শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

৩। এখানে দিন দিন বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে। তাহাতে সকলেই আনন্দিত আছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই এপর্য্যন্ত একটী সভা স্থাপিত হইল না। পূর্ব্বে একটী পুস্তকালয় ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা ভরসা করি ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্টরূপে যত্নবান হইয়া আমাদের উক্ত দুটী অভাবের পূরণ করিয়া দিবেন। তাঁহার উদ্যোগ নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিমত্তা ও সৌশো-
পকারিতা গুণের বশীভূত ও তাঁহার সদুপদেশের অনুগত।

বিবিধ সংবাদ ।

১৯ এ চৈত্র সোমবার।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন লাহোরে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত নগর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর ডনালড মাকলিয়ড তাঁহার সম্মানার্থ এক ভোজ দেন। ঐ উপলক্ষে নগরের অনেক দেওয়ানি ও সৈনিক কর্ম্মচারী আহূত হইয়াছিলেন। এ সকল কার্য্য শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষে অতি প্রশংসনীয়।

ভারতবর্ষ বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে ইংলণ্ডের আদর্শ হইতেছেন। সম্প্রতি সর রাউণ্ডেল পামর মহাসভায় এক বিল অর্পণ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, হাউস অব লার্ডকে প্রধান আপীলের বিচারালয় না করিয়া আপীল শ্রবণার্থ একটি প্রধানতম বিচারালয় করা কর্ত্তব্য। ইঁহারা এখানকার প্রধানতম বিচারালয়ের ন্যায় আপীল শ্রবণ করিবেন। এক বিচারপতির হস্তে অধিক কার্য হইলে মকদ্দমা অপর এক বিচারপতির হস্তে দিতে পারেন। বিচার ভিন্ন চলিত কার্য সকল বিচারালয়ের ক্লার্কের দ্বারা হইবে। ৫০০, টাকার নীচের মকদ্দমা এই বিচারালয়ে আসিবে না। আপাততঃ ইংলণ্ডে মকদ্দমা করিতে বিস্তর ব্যয় ও বিলম্ব হয়। এখানকার প্রণালী অবলম্বন করিলে এই অসুবিধা থাকিবে না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মফস্বলের যাবতীয় চিকিৎসককে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহারা বৃষ্টি ও উত্তাপের হিসাব রাখিয়া প্রতি মাসে তাহা কলিকাতাস্থ ঋতু পরীক্ষক সভার নিকটে প্রেরণ করিবেন।

সম্প্রতি লাহোরের কমিসনের বাটীতে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ একত্র ভোজন করিয়াছেন। মুসলমান ও ইউরোপীয়গণ এক মেজে আহার করেন। হিন্দুদিগের পৃথক আহার হয়।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভার সভ্য হইয়াছেন। দুই জনই উপযুক্ত পাত্র। বাবু প্যারীচরণ সরকার এ সম্মান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।

সর সিসল বীডন কয়েকটি নূতন উপবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাকরগঞ্জে চারিটী, ফরিদপুরে দুটী, ঢাকায় তিনটী, ময়মনসিংহে চতুষ্টয়, হুগলীতে চারিটী, বালেশ্বরে দুটী, কটকে চারি

এবং পুরীতে দুটি উপবিভাগ হইয়াছে। বিচার সম্বন্ধে এগুলি বিশেষ উপকারক হবে।

বাবু রামাইলাল দে আগরা প্রদর্শনে যে সকল এতদ্দেশীয় গাড়ি ও ঔষধ প্রেরণ করেন তাহাতে প্রদর্শনী সভা তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার ও একখানি রৌপ্য মেডাল পারিতোষিক দিয়াছেন। বাবু রামাইলাল দের দৃষ্টান্ত যাবতীয় নব্য আসিষ্টান্ট সর্জনের অনুকরণ করা উচিত।

নূতন বৎসর উপলক্ষে কলিকাতার কয়েক জন ভদ্রলোক চৈত্র সংক্রান্তির দিবস একটি জাতীয় মেলা করিবেন। ঐ উপলক্ষে অনেক আমোদ হইবে। সর্ব্বসাধারণ মেলাদর্শনার্থ যাইতে পারিবেন। এজন্য এক চাঁদা হইতেছে। এপ্রকার সামাজিক এবং এতদ্দেশীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতি বৎসর ইহা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু অবধি নূতন বৎসর উপলক্ষে কোন উৎসব হই নাই।

জনরব জনশ্রুতি দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্ট এককালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইবে। এটী অতিশয় অন্যায়। এদেশ সংক্রান্ত বিষয় সকল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়দিগের গোচর করা আবশ্যক।

অযোধ্যাকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধীনস্থ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তথাকার বর্ত্তমান বিচারালয় আগরার প্রধানতম বিচারালয়ের অধীনস্থ হইবে। নিয়মবহির্ভূত প্রণালী রহিত করা অতিশয় আবশ্যক। অযোধ্যা অতিশয় বিস্তৃত স্থান এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের হস্তে এত কার্য্য যে অযোধ্যাকে উহার এক প্রদেশ মাত্র করিলে অতিশয় উন্নতি হইবে না। অযোধ্যায় এক জন পৃথক লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মধ্য ভারতবর্ষ ও অযোধ্যাকে বিভাগ করিয়া দুই জন লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ করাই পরামর্শ সিদ্ধ।

আমরা দুঃখিত হইলাম, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান এতদ্দেশীয় সভ্য সামাজিক বিজ্ঞান সভা ত্যাগ করিয়াছেন। সামাজিক বিজ্ঞান সভা অপাতত: সাকারসম্বন্ধে সামাজিক নিয়মের প্রস্তাব ত্যাগ করুন। সাবধানে ও সমগ্র বুঝিয়া এ কার্য্য করিতে হইবে।

কলিকাতার নূতন বিশপ উপনীত হইয়াছেন।

একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক গত শুক্রবার এক গাড়ির চাকায় পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। অতিশয় বেগে গাড়ি চালান এরূপ দুর্ঘটনার কারণ, কিন্তু পুলিস কিছুই করেন না, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে পুলিসের কিছু বলিতে সাহসও হয় না।

২০ এ এপ্রেল গবর্ণর জেনরল কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। নূতন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দারজিলিঙে যাইতেছেন না।

২০ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেবেনিউ বোর্ডের দ্বারা আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন ১৮৬৭ অব্দের পূর্ব্বে যাঁহারা পতিত ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং যে সকল ভূমির মূল্য ও সুদ না দেওয়াতে ক্রেতৃগণ দায়ী আছেন, সেই সকল ভূমি ক্রেতৃগণ ইচ্ছা করিলে ত্যাগ করিতে পারেন। পরিত্যক্ত ভূমির জন্য যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনাদায়ের হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। যাঁহারা ভূমিত্যাগ করিবেন তাঁহাদিগকে ১ লা জুলাইয়ের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। জরিপ প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা যেন আদায় করা হয়। চা-করদিগের সুবিধার জন্য এ নিয়মটি হইল। এটি করা আবশ্যক, নচেৎ অনেককে এককালে উৎসন্ন হইতে হইবে। বাহুল্য ভূমি এককালে লইয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টার এই ফল।

গেজেটে সম্প্রতি বহুবিবাহনিবারণ ও অন্তর্জ্জলের বিষয়ে যাবতীয় পত্র ও রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তর্জ্জল উঠিবে না। বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে হস্তার্পণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে যে কয়েক জন নাবিক পল্লীগ্রামবাসিদিগের সহিত দাঙ্গা করিয়া দুই জনকে বধ করে, তাহাদিগকে প্রধানতম বিচারালয়ে অর্পণ করা হইয়াছে। এখানে তাহাদিগের মুক্তি নিশ্চয়। জুরি অবশ্যই বলিবেন "হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গিয়াছিল।" দীহা ও হঠাৎ বন্দুক ছোড়া দুই পাকা কথা আছে।

ইংলিসম্যান এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিষয়ে বলিয়াছেন "ইঁহারা সাধারণত সতী। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মনোহর গল্প আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের সতীত্বের বিষয়ে যে বর্ণনা আছে, তদপেক্ষা চিত্তাকর্ষণকারী গল্প আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। সহধর্ম্মিণী কথাটি অতি সুন্দর। এখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বামির প্রতি কেমন অনুরক্ত, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।" ইংলিসম্যান স্বীকার করেন এদেশে যত সুন্দরী স্ত্রীলোক আছেন এত আর কোন দেশে দেখা যায় না। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় না। ইঁহারা অন্তঃপুরে থাকেন কিন্তু ইঁহাদিগকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করা হয় ও ইঁহাদিগের কোন স্বাধীনতা নাই, এ কথা মিথ্যা। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অল্পই পাপ করেন। সাধারণত ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা গুণবতী। তবে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী না হওয়াতে স্বামীর তত সুখ হয় না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম ইউরোপীয়েরা আমাদিগের স্ত্রীলোকের গুণ স্বীকার করিতেছেন। মনক্রিফ সাহেব কোথায়? যাঁহারা এককালে অন্তঃপুর প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া রুশীয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন তাঁহারা ইংলিসম্যানের প্রস্তাবটি পাঠ করিবা যেন কিঞ্চিৎ শীতল হন।

উইলসন হোটেলের উইলসন সাহেব তত্ত্বাবধায়ক কালডারের অন্যায় নিন্দা করাতে তিনি লাইবেলের জন্য ৫০,০০০ টাকার দাবি দিয়া নালীশ করেন। বিচারপতি ফিয়ার ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও যাবতীয় ব্যয় দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

রাজপুতনার ভীল ও মিনাজাতীয়দিগের নিয়ম আছে, এক ব্যক্তিকে তার এক জন চুরির সময়ে বধ করিলে চোরের উত্তরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি মহিষ অথবা ৫।৬ টাকা দিতে হয়। পঞ্চায়ত ইহা নির্দ্ধারিত করেন, পঞ্চায়তের সুরা ও আহারীয় দিতে হয়। সম্প্রতি এ বিষয় এককালে স্থির করিবার জন্য এজেন্ট কর্ণেল ইডেনের নিকটে ভীলেরা আবেদন করে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন ইহাতে হস্তার্পণ করিবেন না। গবর্ণমেণ্টেরও এই মত।

২২ এ চৈত্র বুধবার।

শেঠ আপ্‌কার সাহেব ভারতবর্ষস্থিত পারস্যবাসিদিগের উপকার করিয়াছেন বলিয়া পারস্যের রাজা তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণির ষ্টার চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের কমিসনর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন যে সকল লোককে কোন স্থানের মিউনিসিপাল কমিসনর নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদিগের কেহ দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর প্রত্যাগমন করিলে পুনর্ব্বার মিউনিসিপাল কার্য্য করিতে পারেন কি না? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর "পারেন" এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এই নিয়ম হইবে কমিসনরেরা যতদিন স্থায়িরূপে একস্থানে থাকিবেন, ততদিন সেখানকার কার্য্য করিতে পারিবেন।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন ত্রিহুতে রবি শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, চাউলের মূল্য কমিতেছে। এবৎসর লোকের অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্ট হইবে।

জীর্ণ শীর্ণ রোগগ্রস্ত এবং বিপদাপন্ন ও শোকার্ত্ত লোক নিজ নিজ রোগশান্তি ও বিপদ ভঞ্জনের প্রত্যাশায় সতীমায় সুপ্রসিদ্ধ দাড়িম্ববৃক্ষতলে ঢুঁটা দিয়াছিল, যমদূতসম পুলিষ প্রহরীদিগের গুরুতর পদাঘাতে তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল এবং নিশাচর তুল্য ঐ নির্দ্দয় প্রহরিগণ তাহাদিগের কাহারও হস্ত ধারণ কাহারও কেশাকর্ষণ ও কাহারও গ্রীবাতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক একে একে বাটীর বাহির করিতে আরম্ভ করিল এবং বাটীর মধ্যস্থিত আর আর বালক বৃদ্ধ ও যুবক যুবতী প্রভৃতি ভগবজ্জনের * ও ঐ দশা করিতে লাগিল। বাটীর বহিঃস্থ যে সকল যাত্রী মেলাবসানে স্ব স্ব স্থানে গমনোন্মুখ হইয়া হরিধ্বনি পূর্ব্বক কর্ত্তার নিকট বিদায় হইতে বাটীর মধ্যে গমন করিতেছিলেন, প্রহরিগণ তাহাদিগের গতিরোধ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ত্তার আনন্দ ভাণ্ডার ভয়ানক কারাগার সদৃশ হইয়া উঠিল। কোন স্থানে ধর, ধর, মার, মার, শব্দ হইতে লাগিল, কোথায় বা চর্ম্মপাদুকার চট্ চট্ ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল এবং কোন স্থান হইতে " মলাম মলাম, বাই, বাই, রক্ষা কর, রক্ষা কর, দোহাই, দোহাই " ইত্যাদি আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল। আমরা দেখিলাম কোন শিশু আপন মাতাকে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া সাশ্রুনয়নে ভ্রমণ করিতেছে এবং কোন জননী আপন পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, কোন স্বামী আপন প্রণয়িনীর মান ও লজ্জা রক্ষা করণার্থ দুর্দ্দান্ত পুলিষ প্রহরিদিগের চরণ ধারণ করিতেছে এবং কোন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর দুর্গতি দেখিয়া হাহাকার শব্দে বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতেছে, কত স্ত্রীপুরুষ স্থান করিয়া বাটীর মধ্যে নিজ নিজ বাসায় যাইবার জন্য দ্বারে আসিয়া দয়াশূন্য দুরাত্মাদিগের নিকট আর্দ্র বস্ত্রে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া করপুটে বিনতি করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। যাত্রীদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া দোকানিরা সকলেই দোকান বন্ধ করিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অপরাপর দর্শক ও ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই পলায়নতৎপর হইল, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সকলে দস্যুদিগের করাল হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিল না। অনেকের জনবেষ্টিত মিষ্টান্ন আপনা হইতে প্রসাদী হইতে লাগিল এবং অনেক ক্রেতার যত্নরক্ষিত ধন তাহার হাকশাখ স্বরূপ হইল। এক দণ্ড পূর্ব্বে যে স্থানে নানাপ্রকার গীত বাদ্য ও আনন্দ ধ্বনি হইতেছিল সেই স্থান হইতে অনবরত হাহাকার ও আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। নিজ ঠাকুর বাটী এইরূপ অবস্থা করিয়া পুলিষ দস্যুরা ক্রমে প্রতিবাসিদিগের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও খিড়কী সদর রুদ্ধ করিয়া স্নান আহার বন্ধ করিল এবং কোন কোন ভদ্রলোকের বাটীর দ্বার ভগ্ন করিয়া অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ পূর্ব্বক নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুরবর্ত্তিনী লজ্জাশীলা কুলকামিনীদিগের প্রতি বিনয়বহির্ভূত ব্যবহার করিতে ভীত কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইল না প্রত্যেক গৃহের কবাট ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং বড় বড় সিন্দুকের মধ্যে আসামী আছে এই ছল করিয়া তাহা ভগ্ন ও বিদারণ করিতে লাগিল। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ ঠাকুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কর্ত্তামতাবলম্বী সহস্র সহস্র লোকের শ্রদ্ধেয় পরম পবিত্র ঠাকুর ঘরের দ্বার ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার করিল এবং পরিচারক ও পুজারিও অতিশয় অপমান করিল, কিন্তু কুত্রাপি পূর্ব্ব মনোরথ হইতে না পারিয়া অবশেষে [illegible] নিজ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল এবং সেখানেও দেশ বিদেশাগত বহুতর লোকের কুলস্ত্রী ও কুলকন্যার প্রতি অপমান ও অত্যাচার করিতে লাগিল। আমরা এই সকল ব্যাপার সন্দর্শন পূর্ব্বক হতবুদ্ধি হইয়া কারণানুসন্ধানের নিমিত্ত চঞ্চল হইলাম। বিস্তর অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে ঘোষপাড়ার বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরচন্দ্র পালের নামে কলিকাতার হাইকোর্টের এক দেওয়ানী ডিক্রীজারির সহায়তা করণোপলক্ষে মফস্বল পুলিষ এইরূপে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। ঈশ্বরকে ধৃত করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, কিন্তু অপরাহ্ণ ৫ টা পর্য্যন্ত তাহারা নানা স্থানে এইরূপ দৌরাত্ম্য করিল, আসামিকে প্রাপ্ত হইল না। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসামির নিজ অন্দরের ঝাঁকেন কবাট ভাঙ্গিয়া তাহাকে দস্যু তস্করের ন্যায় ধৃত করিয়া আনিল।

মফস্বলের পুলিষ সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা আমরা পূর্ব্বাবধিই জানি এবং অনেক স্থলে পুলিষের নানা প্রকার দৌরাত্ম্যও দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সামান্য কারণে এত দূর পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার আমরা কখন দেখি নাই। তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন বেশধারী দস্যুদল গৃহস্থের ধন প্রাণ হরণে উদ্যত হইয়াছে। এই পুলিষ দলের প্রধান [illegible] পরিচয় না লইয়া আমরা স্থির [illegible] না। তিনের মধ্যে রাণাঘাটের [illegible] বেণী বাবু সর্ব্ব প্রধান। ইনি অতি [illegible] এবং বিনীত কথাবার্ত্তা শুনিলে [illegible] আইনজ্ঞ ও উপযুক্ত পুলিষ [illegible] বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে ইনি মুরশিদাবাদের ঐ বিভাগে ২০ টাকা বেতনে মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন, সরকার বাহাদুর ইঁহার যোগ্যতা দেখিয়া দুই শত টাকা বেতনের এই উচ্চপদ প্রদান করিয়াছেন। বেণী বাবু বোধ হয় ইংরাজী জানেন, কথায় কথায় দুই এক বার ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহার পর চাকদহের পুলিষ ইন্‌স্পেক্টর যদু বাবু, ইঁহার মূর্ত্তিটী কিছু ভীষণ। যদু বাবুর বড় রাগভাবী, ইঁহার সহিত আলাপ করিতে আমাদিগের সাহস হইল না। আর করিব কি, মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেই পারিলাম না। যাহা হউক, ইনি এবার কার্য্য করিয়াছেন ইহাতে শীঘ্র পদবৃদ্ধি হইলে ভাল দেখায় না। তৃতীয় ব্যক্তি ইনি আন্তুলিয়ার হেডকনষ্টেবল অর্থাৎ থানা জমাদার, ইনিও ভদ্রসন্তান, কিন্তু পোষাক পাইলে ঠিক জমাদারের মত দেখায়। ইনি এক অপরাধে একবার দুই বৎসর মেয়াদ খাটিয়াছিলেন, কিন্তু ভদ্রজন ইঁহাকে কেহ কয়েদখালাসি মনে করিতে পারেন না তাহা হইলে আবার সরকারের কর্ম্মই বা পাবেন কেন? ইঁহারা তিন জনেই একবাক্য হইয়া আমাদিগকে বলিলেন ঈশ্বর পালকে ধরিবার উপলক্ষে তাঁহারা যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, আইন অনুসারে ইহার অধিক করিতে পারেন। কিন্তু যাহাদিগের উপর ঐ সকল অত্যাচার হইয়াছে, তাহারা উহা অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ মনে করিয়া, বিচারের জন্য রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র পালের নিকট নালীশ করিয়াছে শুনা যাইতেছে। এক্ষণে তিনিই দেখিবেন যে উহা অন্যায় কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। এবিষয়ে উক্ত বাবু যে প্রকার বিচার করেন মহাশয়ের পাঠকগণকে আমরা তাহা অবগত করাইতে ত্রুটি করিব না।

-১০-

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী লাঙ্গলবেক নিবাসী বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাশীনাথ নামে

---

* ঘোষপাড়ার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আপন মতাবলম্বী লোকদিগকে ভগবজ্জন বলিয়া উল্লেখ করেন।

[illegible] গত ২১এ চৈত্র মঙ্গলবার বেলা ৫॥০ টার সময় হাওড়ার হাটে এক ব্যক্তি আসিয়া "তোমরা কর কি ওদিকে আগুন লাগিয়াছে পালাও পালাও" এইরূপ ২।৩ বার বলাতে হাটের বস্ত্রব্যবসায়িগণ, ত্রস্ত ও চকিত হইয়া স্ব স্ব বিক্রেয় বস্ত্রাদি আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইলে উক্ত মহা পুরুষ, সুযোগ পাইয়া এক ব্যবসায়ীর এক থলি টাকা লইয়া এমনবেগে জনতা মধ্যে প্রবেশ করিল যেকেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না। কোথায় প্রবঞ্চকের বঞ্চনা, কোথায় বা আর্ত্তের করুণ স্বর!!

২২ এ চৈত্র শিবপুর

—০০—

[illegible]

সম্পাদক মহাশয়! ইলছোবা [illegible] স্কুল হইতে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২টী বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ জন স্কলারশিপ পাওয়াতে [illegible] ৩০ ও ইংরাজী স্কুলের পণ্ডিতকে ৩০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এবং বাঙ্গলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৮ জন উত্তীর্ণ ও তন্মধ্যে ১ জন ছাত্রবৃত্তি পাওয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্ডিত যথাক্রমে ৪০ ও ৩০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরেও ইংরাজী স্কুলের ৫ জন পাস হওয়াতে ও বাঙ্গলা স্কুলের ৩ জন ছাত্রবৃত্তি পাওয়াতে উক্তরূপ পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপ পুরস্কৃত শিক্ষকেরা যে সবিশেষ উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এক জন হেডমাষ্টারের ভাগ্যে এই বার পারিতোষিক লাভ ঘটিতেছে না। হেড মাষ্টার বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ১ বৎসর মাত্র কর্ম্ম করিয়া গত মাসে পদত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই নবাগত বাবু পূর্ব্বতন হেডমাষ্টারগণের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মে যশোলাভ করিলে সুখের বিষয় হয়। আর সম্পাদক মহাশয়ের যদি শিক্ষকগণের ন্যায় ছাত্রগণের জন্য এরূপ বাৎসরিক পারিতোষিকের বিধান করেন তবে অচিরাৎ বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত উন্নতি দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ঐ কার্য্য অর্থসাধ্য। অত্রস্থ লাইব্রেরির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলে ঐ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার অমৃতময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও কেন যে এ বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন বলা যায় না। তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া মনোযোগী হইলে স্কুলের পাকা বাটী প্রস্তুত হইতে কত বিলম্ব লাগে? যাহা হউক, এক্ষণে যে চারি জন সম্পাদক ঐকান্তিকমনে অহরহঃ স্কুলটীর শুভ কামনা করেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। তাঁহারা এ বিষয়ে অনেকের আদর্শ স্বরূপ হইতে পারেন তাহার সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিলে দেশের বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

২৯ এ মার্চ্চ বশংবদ
১৮৭১। শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য।

—০০০—

সম্পাদক মহাশয়! অদ্য আপনাকে একটী শুভ সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। আমাদিগের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার উচ্চতম শিক্ষকদিগের শ্রেণীর শেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন আগামী ১ লা এপ্রেল হইতে তিনি ৫০০ টাকা বেতন পাইবেন। প্রতি বৎসর ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৭৫০ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন হইবে। ইনি তৃতীয় বাঙ্গালী শ্রেণীভুক্ত হইলেন। যে তিন জন বাঙ্গালী ঐরূপ শ্রেণীভুক্ত হইলেন তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের একটী ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। এই জন্য উপলক্ষে আমার আর একটী ঘটনা স্মরণ হইল, এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে দলস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে বহুগুণ ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগকে বাটী বিতরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে শেষোক্ত ব্রাহ্মণেরা অসন্তুষ্ট হন। কিছু দিন পরে ঐ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অধ্যক্ষতা করেন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সকল জলপান করিতে বসিলে সকল ব্রাহ্মণের পাতে লুচি দেওয়া হইলে এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ (যে পূর্ব্বে বাটী পাইয়াছিল) অধ্যক্ষ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি এ কর্ম্মে অধ্যক্ষ থাকিতে এরূপ অবিচার। তিনি, কি অবিচার হইয়াছে বাপু জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বংশজ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, মহাশয় অধ্যক্ষ থাকিতে মহামান্য কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের পাতে লুচি, আর এই সব বংশজ ব্রাহ্মণদিগের পাতেও লুচি? ইহাদিগের জন্যে চিড়ে ব্যবস্থা কেন করেন নাই, বড় অবিচার হইয়াছে! আমাদিগের রাজপুরুষদিগেরও সেইরূপ অবিচার দেখিতেছি। তাঁহারা প্রথমে উচ্চতম ইউরোপীয় শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগ করিলেন, এত [illegible] স্পর্শ করিলেন না, তাহাই করিয়াছিলেন [illegible] বাঙ্গালীকে সেই শ্রেণীভুক্ত [illegible] কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ দেখিতেছি।

মহাশয়! আর শুনি [illegible] শিক্ষকদিগের শ্রেণী বি[illegible] ছেন। যে বিষয় উপলক্ষে [illegible] সম্পাদক মহাশয় এত কথা [illegible] আশ্বাস দিয়াছিলেন, যে সাহেব মহাশয় "বড় ব্যক্তি [illegible] জানেন লোকে বলে" কিন্তু দেখুন বঙ্গাধিপতি সাহেব মহাশয় বহু বিবো[illegible] বেতন বৃদ্ধির জন্য যে ৫০ ছিলেন তাহা বজেটে বাদ এক আঁচড়েই সকল শেষ কেন আমাদিগের রাজপুরুষেরা [illegible] চক!! তেলা মাথায় তেল অভ্যাস আছে। হা! তোমরা যে এত আশা ক[illegible] বিফল হইল। তোমরা এই [illegible] শয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ এই সংবাদদাতার প্রতি[illegible] তোমরা যে এত আশা করি[illegible] দিগের দোষ, তোমরা শুন নাই যে "কাহার হবে [illegible] বালি" কিন্তু তোমাদিগের এডুকেশন গেজেট সম্পাদ[illegible] গের এত আশা উদ্দীপ[illegible] নতুবা তোমরা এক্ষণে [illegible] হতাশ হইতে না। তাঁহারা যেমন শুনিয়াছিলেন, সেই রূপ লিখিয়াছিলেন, তিনি উদ্দেশেই লিখিয়াছিলেন [illegible] কোন দোষ নাই এবং তিনি [illegible] য়াছেন বলিয়া যে তোমাদিগের [illegible] হইবেন আমাদিগের ক[illegible] তিনি অতি সদাশয় ব্য[illegible] শ্রেণী বিভাগ না হওয়াতে [illegible] হয় তোমাদিগকে এ অবস্থা [illegible] যাহা হউক, আমার [illegible] কপালের দোষেই এ [illegible] তোমরা আপন আপন [illegible] রোপ কর, আর কাহার [illegible]

২৭ এ মার্চ্চ [illegible]
১৮৭১।